

বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

মহর্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্ ।

ভট্টপল্লী-নিবাসি-পণ্ডিতবর-

শ্রীযুক্ত-পঞ্চানন-তর্করত্ন-সম্পাদিত-

বঙ্গানুবাদ-সহিতম্ ।



কলিকাতা,

৩৪ । ১ কলুটোলাস্ট্রীট, বঙ্গবাসী-শ্রীমমেন্সিন প্রেসে

শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সম ১৩০১ ।

বিজ্ঞাপন ।

—০ঃ০—

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, স্কন্দপুরাণ-ছন্দিকথামৃতে আদ্যস্ত পূরিপূৰ্ণ ।

এ পুরাণ পাঠ করিলে অতি বড় পাষাণ্ডেরও হৃদয়ে বিমুৰ্ত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে । ধার্মিক এ পুরাণ পাঠে অসীম আনন্দ লাভ করিবেন । মূলের শ্লোক দেখুন আর আমাদের অনুবাদে দৃষ্টিপাত করুন, পণ্ডিত অপণ্ডিত সকলেরই অর্থ-বোধ হইবে, এইরূপ আশা করি ; আশা-সাফল্যের বিধাতা ভগবান্ ।

এই পুরাণের অনুবাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাধামুখ বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র স্মৃতিভীৰ্ণ, আমার ছাত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকেশ কাব্য-ভীৰ্ণ ও আমি ।

শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ।

ভাটপাড়া ।

বহ্নারদীয়পুরাণম্ ।

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।



নারায়ণং নমস্কৃত্য নরপৈব নরোত্তমম্ । দেবীং সরস্বতীপৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ
বন্দে বৃন্দাবনাগীনমিন্দ্রানন্দমন্দিতম্ । উপেন্দ্রঃ সাল্লিকাঙ্কণঃ পরানন্দঃ বিভূঃ পরম্ ॥ ১
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা যশাংশা লোকনাথকাঃ । তমাদিদেবং চিহ্নপং বিহঙ্কং পরমং ভজে ॥ ২
সূত উবাচ ।

শৌনকাদ্যা মহাত্মান ঋষয়ো বক্ষস্বাদিনঃ । নৈমিষাথো মহারণো তপস্তুপুমুষ্কবঃ ॥ ৩
জিতেন্দ্রিয়া জিতাশ্রাঃ শত্ৰুঃ সত্যপরায়ণাঃ । অজন্তুঃ পরয়া ভক্ত্যা বিষ্ণুমানস জগদ্বজ্রম্ ॥ ৪
অনীলাঃ সর্ষপশৃঙ্গাঃ লোকানুগ্রহতপরাঃ । নিশমা নিরহঙ্কারাঃ পরেশরতমানসাঃ ॥ ৫
দ্রুপদকামাদির্জিহ্নাঃ সত্বাদিগুণসংযুতাঃ । কৃষ্ণাজিনোত্তরীয়াস্তে জটীলা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ৬
গৃণন্তুঃ পরমং ব্রহ্ম জগদ্ধেহু জগদ্বজ্রম্ । সপশাদ্বার্থতত্ত্বজ্ঞাস্তস্মিন নৈমিসকাননে ॥ ৭
যজ্ঞৈর্যজ্ঞপতিং কেচিজ্জ্ঞানৈর্জ্ঞানাত্মকং পরে । কেচিচ্চ পরয়া ভক্ত্যা নারায়ণমপূজয়ন্ ॥ ৮
একদা তে মহাত্মানঃ সমাজঃ চক্ৰকৃতমাঃ । বশ্যার্থকামমোক্ষাণামুপায়ং জাতুমিচ্ছতঃ ॥ ৯
ষট্‌বিংশতিসহস্রাণি মুনীনামুদ্বৈতনাম্ । তেষাং শিষ্যপ্রশিষ্যাণাং সংখ্যা বক্তুং ন শকাতে ॥
মুনয়ো ভাবিতাত্মানো মিলিতাস্তে ময়োজসঃ । লোকানুগ্রহকর্তারো বাঁতরাগা দিমংসরাঃ ॥ ১১
কানি ক্ষেত্রাণি পুণ্যানি কানি তীর্থানি ভূতলে । কথং বা লভাতে মুক্তির্নৃণাং তাপার্হচেতনাম্
কথং হরৌ মনুষ্যাণাং ভক্তির্বাভিচারিণী । কেন সিধোত চ কলং কথংল্লিবিদাহুনঃ ॥ ১৩
ইতোবঃ প্রষ্টুমাশ্রয়মুদাতান্ প্রেক্ষা শৌনকঃ । প্রাজলির্দীক্যমাত্তদং দিনয়াবনতঃ সূদীর্ঘ ॥ ১৪
শৌনক উবাচ ।

আস্তু সিদ্ধাশ্রমে পুণ্যে সূতঃ পৌরাণিকোহমঃ । বহুত্ব মণেদহবিদৈর্দিশংসং জনাদিনম্ ॥ ১৫
ন এতদগিলং বেতি ব্যানশিক্ষো যতোমুনিঃ । পরানন্দং তিতাবক্তা শান্তো বৈ লৌমহর্ষিণা ॥ ১৬

যুগে যুগেহলকান্ বর্ষান্ নিরীক্ষ্য মধুসূদনঃ । বেদব্যাসমুদ্রপেণ বেদভাগং করোতি বৈ ॥ ১৭
 বেদবা ॥ ১৮ ॥ যুনিঃ সাক্ষান্নারায়ণ ইতি দ্বিজাঃ । অশ্রমঃ সর্লগায়েষ্য হৃত্ত্ব বাগশাগিতঃ ॥ ১৮
 তেন সংগাগিতঃ সূতো দেবব্যাসেন বীমতা । পুরাণানি স বেত্তোব নাটো লোকে ততঃ পরঃ
 সঃ পুরাণার্থবিত্তোকে স মনোজ্ঞঃ সুবুদ্ধিমান । স শাস্ত্রো মোক্ষদায়কঃ কৰ্মভক্তিকলাপবিৎ ॥ ১৯
 বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রানি সারভূতঃ মুনীশ্বরঃ । অগরিষ্ঠাংশং ত ন লভ্যঃ পুরাণৈমল্লবান্ মুনিঃ ॥ ২০
 বা বৈ সূতস্তু সর্লভার্থকৌবিদ । তস্যঃ তমেন পৃচ্ছাম ইভাচে শৌনকো মুনীন্
 শৌনকঃ সপ্তো মুনয়ো বাপিদাঃ ববম । সমাগ্লিষা ত্ববত্ত্বং সাধু সাক্ষিতি চাক্রবন্ ॥
 মুনয়ো জগৎ পণ্ডিতাঃ সিদ্ধাশ্রমঃ ববম । যুগব্রজসমাকীর্ণঃ মুনিভিঃ পরিশোধিতম্ ॥ ২৪
 চুৰ্ণহস্তাঃ ফলপুষ্পবিভূষিতম্ । অচ্ছোদসরসার বৃন্দমতিথাতিথামল্লম্ ॥ ২৫
 যুগং দেবমনন্তমপরাজিতম্ । যজ্ঞমগ্নিষ্টোমেন দদৃশুর্লোমহমণিয ॥ ২৬
 ঈতান্তেন সূতেন প্রথিতৌজনঃ । ঈচ্ছন্তুদবভূথং তত্র তদুমথালয়ে ॥ ২৭ ॥
 ভূথস্বাক্ষঃ মুনি পৌরাণিকৌতুমম । পপ্রচ্ছন্তু যুগানীনাং নৈমিষাদ্রণ্যবাসিনঃ ॥ ২৮

মুনয় উচুঃ ।

ধর্মঃ প্রাপ্তা প্রতিধেয়োহসি সূত্রত । জ্ঞানভক্তোপচারেণ পুঙ্গবান্ যথাবিদি ॥ ২৯
 মোহি জীবন্তি পীড়া চক্লকলামৃতম্ । জ্ঞানামৃতম্ অক্লান্ত মুনে হৃদ্যধনিঃসৃতম্ ॥ ৩০
 যোগেন জাতঃ সদাধারঃ সদাভ্রকম্ । যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ তাত যস্মিন্ বা লগ্নমেধাতি ॥ ৩১
 কেন বিষ্ণুঃ প্রসন্নঃ স্যাস স কথং পূজাতে নরৈঃ । কথং বর্লশ্রমাচারশ্রুতিধেঃ পূজনং কথম্ ৩২
 সফলং সাদৃশ্যা কৰ্ম যোক্ষোপারঃ কথং নৃণাম্ । ভক্ত্যা কিংপ্রাপতেপুংভিলুখাভক্তিশকীদৃশী
 বদ সূত যনিশ্রেষ্ঠ সর্লমেতদসংশয়ম্ । কস্ম নো জায়তে ভূটিঃ শ্রোতুঃ স্বচনামৃতম্ ॥ ৩৪

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বমসরঃ সর্ল যদিষ্টে বো বদামাহম্ । গীতং গনংকুমারায় নারদেন মহাত্মনা ॥ ৩৫
 পুরাণং নারদীয়াথং বৃহদেদার্থসম্মিতম্ । সর্লপাপপ্রশমনং দৃষ্টগ্রহনিবারণম্ ॥ ৩৬
 দুঃস্বপ্ননাশনং ধন্যং ভক্তিযুক্তিফলপ্রদম্ । নারায়ণকথোক্তং সর্লকলাপনিব্বিদম্ ॥ ৩৭
 বর্লার্থকামমোক্ষাণাং হেতুভূতং মহাফলম্ । অপূর্লপুণ্যফলদং শৃণুধ্বমসমাধিতাঃ ॥ ৩৮
 মহাপাতকযুক্তো যো যুক্তো বা সর্লপাতকৈঃ । প্রতৈতদীযং দিব্যং হি পুরাণং যুক্তিমাণ্ড্র্যায়
 যদত্রাণায়পঠনাজপেরফলং লভেৎ । অধায়স্বপ্নপাঠেন অগ্নিহোমফলং দ্বিজাঃ ॥ ৪০
 জৈষ্ঠমাসে পৌর্ণমায়াঃ মূলক্ষে প্ররতো নরঃ । স্যাদা চ মুনীয়াঞ্চ মথুরায়ামুপোষিতঃ ॥ ৪১
 অডার্ঢ্যা বিবিধরিক্তং যৎ ফলং লভতে দ্বিজাঃ । তৎ প্রবক্ষ্যামি বঃ সমাক্ শুনন্তঃ সদতো যম ॥
 জন্মায়ুতাজ্জিতৈঃ পাপৈশ্রুজৈঃ কোটিকলাশিতৈঃ । ভক্ত্যঃ পদমাসাদ্য তত্রৈব পরিমুচাতে ॥ ৪৩
 ক্রত্ব তত্র দশাধারান্ তদবাশ্রোতি ভক্তিতঃ । নন্দেহো নাত্র কর্ভবোহচুতো বৈস্তুহতে যতঃ
 আবাণাং পদম্ আবাং পবিত্রাণামতুতমম্ । দুঃস্বপ্ননাশনং পুণ্যং শ্রোতবাং বভূতস্ততঃ ॥ ৪৫
 নরোহত্র অক্লম্য যুক্তঃ শ্লোকঃ শ্লোকান্ধমেব বা । পঠিত্বা মুচাতে সদাশোপপাতককোটিভিঃ ৪৬
 গতামেব প্রবেত্তবাং তদাদৃগুহতমঃ যতঃ । বাচসেধিক্তবনে পুণ্যক্ষেত্রে চ নংসদি ॥ ৪৭
 নক্ষত্রেধরতান্যং দতাচারদ্রতায়নাম্ । লোকযাজকহুতীনঃ ন ক্রদ্বাদ্বিজসত্তমাঃ ॥ ৪৮

ভাক্তকামাদিদোষাণাং বিমুক্তিরভাবানাম্ । ভক্তভক্তিরভাবাৎ বক্তব্যং মোক্ষসাধনম্ ॥ ৪১
 সঙ্গদেবময়ো বিষ্ণুঃ স্রষ্টা মাতির্নাশনঃ । স ভক্তবৎসলো দেবো ভক্তা তুষাতি নাশ্রুত্বা ॥ ৪২
 অবশেনাপি যত্রাপি কীর্তিতে বা স্ততেহপি চ । বিমুক্তপাতকঃ সোহপি পরমঃ পদমগ্নতে ॥ ৪৩
 সংসারঘোরকান্তার-দাবাধিমধুহৃদনঃ । স্মৃতানাং সঙ্গপাপাপি নাশয়তাশু সত্তমাঃ ॥ ৪৪
 তদর্পকমিদং পুণ্যং পুরাণং শ্রাব্যমুত্তমম্ । শ্রবণাৎ পঠনাদ্যপিসঙ্গপাপবিনাশকং ॥ ৪৫
 যস্তাত্ৰ অবগে বুদ্ধির্বর্ততে ভক্তির্ন যুতা । ন এব কৃতকৃত্য শ্চ সঙ্কশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥ ৪৬
 তদর্জিভ্যঃ তপঃপুণ্যং তৎ সদাঃ সফলং দ্বিজাঃ । যদত্র অবগে বুদ্ধিরশ্রুত্যা ন হি বর্ততে ॥ ৪৭
 সংকথাম্ প্রবর্তন্তে সজ্জনা যো হৃদগন্ধিতাঃ । নিম্নায়াঃ কলহে বাপি হৃদস্তঃ পাপতৎপরাস্থা ॥ ৪৮
 পুরাণে বর্ষবাদতঃ যে বুদ্ধান্তি নরাধমাঃ । তৈরর্জিভ্যানি পুণ্যানি তদেব ভবন্তি বৈ ॥ ৪৯
 সমস্তকর্মনির্মূলমাধনানি নরাধমঃ । পুরাণাশ্রয়বাদেন শ্রুত্যা নরকমগ্নতে ॥ ৫০
 বাবদ্রক্ষা স্বজতোভজগৎ স্বাবরজস্বনম্ । তাবৎ স পচাতে পাপী নরকান্নিম্নমন্ততম্ ॥ ৫১

অহো হি বাক্যো চতুরক্ষরে ধ্যে পুণ্যশ্চ পাপশ্চ নিদানভূতে ।

উচ্চারণাদেব নৃণাং মুনীন্দ্ৰা নারায়ণশ্চেতি তথার্থবাদঃ ॥ ৬০

পুরাণেষু দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সঙ্গদর্শ্যপ্রবক্তৃষু । প্রবদন্ত্যর্থবাদতঃ যে তে নরকভাজনা ॥ ৬১
 অনারামেন বঃ পুণ্যানীচ্ছতীহ দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাব্যাপি ভক্ত্যা তেনৈব পুরাণানি ন নঃশয়ঃ ॥ ৬২
 তদর্জিভ্যানি পাপানি নাশমায়াস্তি বশ্য বৈ । পুরাণপ্রবগে বুদ্ধিস্তেহৈব ভবতি সর্বম ॥ ৬৩
 পুরাণে বর্তমানেনপি পাপপাশেন বদ্ধিতঃ । অনাদৃতা বৃথাগাথাসক্তবুদ্ধিঃ প্রবর্ততে ॥ ৬৪

অসঙ্গদেবার্চনসংকথাম্ পরোপদেশে চ রতো মনুষ্যাঃ ।

স যতি বিকোঃ পরমং পদং তদৃ দেহাবসানেহচ্যুততুল্যতেজস্বিনঃ ॥ ৬৫

তস্মাদব্রহ্মারদনামধেয়ং পরং পুরাণং শ্রুত দ্বিজেন্দ্রাঃ ।

যস্মিনু ক্রতে জন্মজরাদিনাশো ভবতাদৌষশ্চ নরোহচ্যুতঃ স্যাদিত্যুতম্ ॥ ৬৬

বরং বরেণ্যং বরদং পুরাণং নিজপ্রভাতানিতসংলোকম্ ।

সংল্লিতার্থং পরমাদিদেবং শ্রুত্যা ব্রতেষোক্ষপদং মনুষ্যাঃ ॥ ৬৭

সঙ্কেশবিকৃথাসরীরভেদৈর্বিধং স্বজতাশ্চি চ পাতি নশ্চ ।

ভবাদিদেবং পরমং পরেশমাধায় চেতস্মাপযাতি কৃতিম্ ॥ ৬৮

যো নামজাত্যানিবিকল্পীনঃ পরঃ পুরাণাং প মঃ পরমাত্মনাম্ ।

বেদান্তবেদাঃ স্বরূচা প্রকাশঃ স ইজ্যতে সঙ্গপুরাণবেদৈঃ ॥ ৬৯

তস্মাৎ তমীশং ভক্তভাং বিমুক্তরূপাননারায়ণমিদং মুরাণৈঃ ।

পরং রহস্তং পুরুষার্থহেতুং শ্রুত্যা নরো যতি পরাৎপ্রেমম্ ॥ ৭০

বক্তব্যং ধার্মিকায়ৈতচ্ছুদ্ধদানায় পতিভাঃ । মুমুক্শবে চ যতয়ে বীতরাগায় ধীমতে ॥ ৭১

বক্তব্যং পুণ্যদেশে চ সভায়াম্ দেবভাগৃহে । পুণ্যক্ষেত্রে পুণ্যতীর্থে ন সঙ্কায় বিচক্ষণাঃ ॥ ৭২

উচ্ছিষ্টদেশে বক্তারঃ সংবাদমিমমুত্তমম্ । পচান্তে নরকে ঘোরে বাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৭৩

মুখা শৃণোতি যো যুতো নস্তাঙাভবিবর্তিতঃ । সোহপি ভস্মিন্ মহানোরে নরকে পচাতে ক্ষয়ে ॥ ৭৪

নরো যঃ সংকথামপো অশ্রবতাশ্চ পাতিকা । স যতি নরকং ঘোরং বাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৭৫

তস্মাক্ষৌভা চ বক্তা চ সমাহিতমনা ভবেৎ । অনসাহিতচিত্তস্ত ন জানাতীহ কিঞ্চন ॥ ৭৬
 নাশ্চচিত্তো নরো ভূহা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ । কথং সন্তোষচিত্তস্ত সাদাভেদঃ প্রজায়তে ॥ ৭৭
 কিং সুখং প্রাপ্যতে লোকে সদা সন্তোষচেতসা । তৎ একমনা ভূহা পিবেদ্ধরিকথামৃতম্ ॥ ৭৮
 নৃণাং সন্তোষচিত্তানাং সুখং বৈষয়িকং যথা । ন জায়তে বৃদ্ধশ্রেষ্ঠা যোগসিদ্ধিঃ কথং ভবেৎ ॥ ৭৯
 তস্মাৎ সৰ্বাঃ পরিভাজা কামঃ হংসস্ত সাদনম্ । সমাহিতমনা ভূহা কুর্যাদচ্যুতচিত্তনম্ ॥ ৮০
 যেন কেনাপ্রাণায়েন সাতো নারায়ণৌহবায়ঃ । অপি পাতকযুক্তস্ত প্রমত্তঃ স্তান্ন সংশয়ঃ ॥ ৮১
 যস্ত দেবে পরা ভক্তির্বিধৌ নারায়ণেহবায়ৈ । তস্ত স্তাৎ সফলং জগ্ন মুক্তিশ্চৈব করে স্থিতা ॥
 ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যাঃ পুরুষার্থা দ্বিজোত্তমাঃ । হরিভক্তিপরাণাং বৈ সম্পদ্যন্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৮৩

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥ ।

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

কথং সনৎকুমারায় দেবর্ষিনারদৌমুনিঃ । প্রোক্তবান্ স কলান্ ধর্ম্মান্ কথং ভৌ মিলিতাবুভে
 কশ্চিন্ ক্ষেত্রে স্থিতৌ ভাত ভাবুভৌ ব্রহ্মবাদিনৌ । বহুত্বং নারদেনাত্মৈ তরো ক্রহি দর্শ্যব ॥২
 সূত উবাচ ।

সনকাদ্যা মহাত্মানো ব্রহ্মণস্তুতরাঃ সূতাঃ । নিশ্চমা নিরহঙ্কারাঃ সর্বৌ ত উদ্ধবেত্তমঃ ॥ ৩
 তেষাং নামানি বক্ষ্যামি সনকশ্চ সনন্দনঃ । সনৎকুমারশ্চ বিভূঃ সনাতন ইতি সূতাঃ ॥ ৪
 বিষ্ণুভক্তা মহাত্মানো ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ । সহস্রসূর্যাসন্ধাশাঃ সত্যসন্ধা মুমুক্শবঃ ॥ ৫
 একদা ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সনকাদ্যা মহৌজসঃ । মেকশশ্চ সমাজগমূরীক্ষিত্ব ব্রহ্মণঃ সভাম্ ॥ ৬
 তত্র গঙ্গাং মহাপুণ্যাম্ বিষ্ণুপাদোদ্ভবা নদীম্ । নিরীক্ষাস্নাতুমুদ্বক্তাঃ সীতাখ্যাঃ প্রবিতৌজসঃ ॥ ৭
 এতস্মিন্নন্তরে বিপ্রা দেবর্ষিনারদৌ মুনিঃ । আজগামোচ্চরন্ নাম হরে নারায়ণাদিকম্ ॥ ৮
 নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেব জনার্দিন । যজ্ঞেশ যজ্ঞপুরুষ কৃষ্ণ বিষ্ণো নমোহস্ত তে ॥ ৯
 পদ্মান্ধ কমলাকান্ত গঙ্গাজনক কেশব । ক্ষীরোদশায়িন্ দেবেশ নারায়ণ নমোহস্ত তে ॥ ১০
 শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো নৃহরে মুরারে প্রহ্লাদ সঙ্কর্ষণ বাসুদেব ।

অজানিরুদ্ধাচ্যুত বিশ্বরূপ ত্বং পাহি নঃ সর্বভয়াদঙ্কশম্ ॥ ১১

ঐত্যাচ্চরন্ হরেনাম পাবনরথিলং জগৎ । আজগাম স্তবন্ গঙ্গা মুনির্লৌকৈকপাবনীম্ ॥ ১২
 অথারান্তঃ সমুীক্ষা সনকাদ্যা মহৌজসঃ । যথার্মমর্জনা চক্রবন্ধে মোহপি তান্ মুনীন্ ১৩
 কৃতকৃত্যোমু মুনিমু গঙ্গাতীরে মনোরমে । আনীনেমু চ সর্বৌমু প্রান্তৌষীন্নারদৌ হরিম্ ১৪
 অথ তত্র সভামঘো নারায়ণপরায়ণম্ । সনৎকুমারঃ প্রোবাচ নারদ মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ১৫

সনৎকুমার উবাচ ।

সর্বৈজ্ঞোহসি মহাপ্রাজ্ঞ মুনিমানদ নারদ । হরিভক্তিপরো যস্মাৎ হতো নাস্ত্যপরোহধিকঃ ॥ ১৬
 যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ । গঙ্গা যথোদ্ভবা যেন কথং স জায়তে হরিঃ ॥ ১৭

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

৫

কথং ত্রিবিধং কৰ্ম সফলং জায়তে মূনে । জ্ঞানং যথা ভবেৎ পূজাং তপসাং লক্ষণং যথা ॥ ১৮
যথাতিথেঃ পূজনং যেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি । এবমাদৌনি তুহানি হরিভক্তিকরাণি চ ।

অনুগ্রাহোহস্মি যদি তে ভক্তো বক্রমহসি ॥ ১৯

নারদ উবাচ ।

নমঃ পরায় দেবায় পরায় পরতরায় চ । পরায়পরনিবাণায় সত্ত্বগায়াক্ষণায় চ ॥ ২০
জ্ঞানাজ্ঞানস্বরূপায় ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মস্বরূপিণে । বিদ্যাংবিদ্যাস্বরূপায় স্বস্বরূপায় তে নমঃ ॥ ২১
অমায়ান্নাগংজায় মায়িনে যোগরূপিণে । যোগেশ্বরায় যোগায় যোগগমায় তে নমঃ ॥ ২২
জ্ঞানায় জ্ঞানগমায় সৰ্ব্বজ্ঞানৈকহেতবে । জ্ঞানেশ্বরায় দিব্যায় জ্ঞানগমায় তে নমঃ ॥ ২৩
ধ্যানায় ধ্যানগমায় ধ্যানায় পাপহরায় চ । ধ্যানেশ্বরায় সুধিয়ে তস্মৈ শুদ্ধাত্মনে নমঃ ॥ ২৪

আদিভূ-মেজ্জাঘ্নি-বিধাতৃ-দেবাঃ সিন্ধাশ্চ যক্ষাসুর-নাগসজ্জাঃ ।

যচ্ছন্তি কার্যাস্তমজঃ পুরাণং স্তোত্রাং স্তুতীশাং গততং নতৌহস্মি ॥ ২৫

যন্মামস কীর্তনপুণাশীলাঃ স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি ন যঃ মুনীজ্জাঃ ।

জানন্তি নাদাপি বিরিক্টিমুখ্যাস্তমীশমাদাং নততং নতৌহস্মি ॥ ২৬

যৌ ব্রহ্মরূপৌ জগতাং বিধাতা তদেব পাতা তরিকৃপভাগ্ যঃ ।

কল্পান্তরদ্বাখাতমুশ্চ বিশ্বং স গৃহ্য শেতে তমজং ভজামি ॥ ২৭

যন্মামস কীর্তনতো গজেন্দ্রো গ্রাহোঽবক্কাণ্মুচে স এব ।

পরত্র বিক্ষোঃ পরমং পদং যঃ পশ্যন্তি সত্ত্বস্তমজঃ প্রপদ্যে ॥ ২৮

শিবস্বরূপৌ শিবভাবিতানাং হরিস্বরূপৌ হরিভাবিতানাং ।

সংস্রজপুঙ্গবাকমূর্তিহেতুং বরং বরেণ্যং শরণং প্রপদ্যে ॥ ২৯

যঃ কেশিহস্তা নুরকান্তকশ্চ ভূজাগ্রমাগ্রেণ দধার পৌত্রম্ ।

ভূভারবিচ্ছেদবিনোদকামং নমামি দেবং বসুদেবসুখম্ ॥ ৩০

হসগ্রাবাসুরং জিত্বা বেদাশুচ্ছতবান্ পুনঃ । মৎস্বরূপেণ যৌ দেবস্তুমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৩১

দধার মন্দরং পৃষ্ঠে ক্ষীরোদেহমৃতমহনে । দেবতানাং জিতাশ্চায় তং কৰ্ম প্রণমাম্যহম্ ॥ ৩২

দংষ্ট্রাস্কুশেন যোহনন্তঃ সমুদ্রত্যাগবাক্তরাম্ । তদ্রূপেবং জগৎ কৃত্বা তং বরং নমাম্যহম্ ॥ ৩৩

প্রজ্ঞাদং ব্রাহ্মত্বং দৈত্যঃ শিলাগ্রকঠিনোরসম্ । বিদ্যায়া হতবান্ দৈত্যঃ তং নৃসিংহং নমাম্যহম্ ॥ ৩৪

লক্ষ্মী বৈরোচনাত্মিন্ পদ্মায় দ্বাতামভীত্য যঃ । আব্রহ্ম ভুবনং কান্তং বামনং তং নমাম্যহম্ ॥ ৩৫

হৈহরস্মাপরাধেন চৈকদিশতিসংখ্যয়া । ক্ষত্রিয়ানাজঘাতৈব ভামদগ্নাং নতৌহস্ম্যহম্ ॥ ৩৬

আবির্ভূতশ্চতুর্দ্বী যঃ কপিভিঃ পরিবারিতঃ । হতবান্ ব্রাহ্মলানীকং রামং দাশরথিং ভজে ॥ ৩৭

মূর্তিধরং নমাত্ৰিত্য ভূভারমপহৃত্য যঃ । মুষলেন হলাগ্রেণ তং রামং সততং ভজে ॥ ৩৮

ভূমাদিলোকত্রিতয়ং সংস্রজাত্মানমাত্মনাম্ । পশ্যন্তি যোগিনঃ সৰ্ব্বে তমীশানং ভজাম্যহম্ ॥ ৩৯

যুগান্তে পাপিনোহস্তকান্জিত্বা তীক্ষ্ণানিধারয়া । হাপন্নামাগ যৌ ধৰ্ম্মং কৃতাদৌ তং নমাম্যহম্ ॥ ৪০

এবমাদৌনেকানি রূপাণ্যস্ম মহাত্মনঃ । যেষাং নামানি সংখ্যাতুং শক্যন্তে নান্দকোটিভিঃ ॥ ৪১

মহিমানন্ত যন্মায়ঃ পারং গন্তমনীষর্যুঃ । মুনয়োহপি মুনীজ্জাশ্চ কথং তং কুপ্তকো ভজে ॥ ৪২

যন্মামশ্রবণেনাপি মহাপাতকিনোহপি যে । পাবনতং প্রপদ্যন্তে কথং স্তোষ্যামি শৃঙ্গধীঃ ॥ ৪৩

সূরাপরোহপি যন্মাম কীর্তয়িত্বা হৃজামিলঃ । প্রপেদে পরমং স্থানং কথং স্তোষ্যামি মন্দধীঃ ॥ ৪৪
 যথাকথং দিব্যরাসিকীর্তিতে বা ক্রতেহপি বা । পাপিনোহপি বিভূত্বাঃ স্যাম্যেককথাপি হৃবাপ্ন যুঃ
 আত্মজ্ঞানমাধার যোগিনো গতকল্পযাঃ । পশুন্তি যং জ্ঞানরূপং তমস্মি শরণং গতঃ ॥ ৪৬
 সাত্বিকঃ সর্গাত্ম পশুন্তি পরিপূর্ণানকং চক্ষুঃ । তমাদিদেবমজরং জ্ঞানরূপং নতোহস্মাহম্ ॥ ৪৭
 অজ্ঞা বজ্রতি বিশেষঃ পাশাদিবিমুক্তিদা । সর্গাত্ম নঃস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুষোত্তমম্ ॥ ৪৮
 কৰ্ম্মাণি যন্ত রূপাণি তপাংসি চ মহাত্মনাঃ । জ্ঞানরূপঃ সদা কামান্তুমীশং গততং ভজে ॥ ৪৯
 সৰ্ব্বভুতময়ং শান্তং সৰ্ব্বভূতৈরমীশ্বরম্ । সহস্রশিরসং দেবং তং বন্দে ভাবনাময়ম্ ॥ ৫০
 যদুতং যচ্চ বৈ ভাব্যং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ । দশানুলাং যোহত্যাত্মিত্বং তমীশমজরং ভজে ॥ ৫১
 অগৌরবীয়াংসমজ মহতীং মহত্তরম্ । তুহাদুত্তমং দেবং প্রণমামি হ্নঃপুনঃ ॥ ৫২
 ধ্যাও অথ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোহপি বা । স্বপদং যোদদাতীশস্তং বন্দে পুরুষোত্তমম্
 সূত উবাচ ।

ইতি শ্রবত্তং পরমং পরেশং হৃদায়নং ককবিলোচনাভ্যে ।

মুনীশ্বরো নারদনামধেয়ঃ সৰ্ব্বভূতঃ প্রাজ্ঞলয়ো মহাত্মম্ ॥ ৫৪

ইদং বৈ নারদস্তোত্রং প্রাতরুখ্যায় যঃ পঠেৎ । নরপাপবিবিন্ধুজ্ঞো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৫৫

ইতি দত্তা বরং তস্মৈ নারদায় মুনীশ্বরাঃ । বাহরস্তোত্রেন্নাম তুহুবুনারদঃ মুনিম্ ॥ ৫৬

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নারায়ণোহক্ষরোহনন্তঃ সৰ্ব্বব্যাপী নিরঞ্জনঃ । তেনেদমখিলং ব্যাপ্তং জগৎ স্বাবরজঙ্গমম্ ॥ ১
 আদিসর্গে মহাবিকুঃ স্বপ্রকাশো জগন্ময়ঃ । স্তবভেদমখিলায় মূর্তিত্রয়মবাপ্তবান্ ॥ ২
 সৃষ্টার্থমহজদেবো দক্ষিণাত্মাঃ প্রজাপতিম্ । মধো রুদ্রাখ্যমীশানং জগদন্তককারণম্ ॥ ৩
 পালন'রাস্ত জগতো বামাত্মা দ্বিকুমবারম্ । আদিসর্গে মহাবিকুরেবং ত্রিহুমবাপ্তবান্ ॥ ৪
 তমাদিদেবমজরং কেচিদ্ধ্রং বদন্তি বৈ । কেচিচ্চ বিষ্ণুমপরে ধাতারং ব্রহ্ম চাপরে ॥ ৫
 তস্মৈ শক্তিঃ পরা বিকোৰ্জগৎকার্যাপরিভ্রয়া । ভাবাভাবস্বরূপা সা বিদ্যাং বিদ্যোতি গীয়তে ॥ ৬
 যদা বিশ্বং মহাবিকোৰ্ভিন্নভেন প্রতীয়তে । তদা হবিদ্যা সংসিদ্ধা তদা দুঃখস্ত সাধনী ॥ ৭
 তদাত্মজ্ঞেয়াহাপাধিস্ত যদা নশ্চতি নতমাঃ । সর্গৈকভাবনা বুদ্ধিঃ সা বিদ্যোত্যাত্মদীয়তে ॥ ৮
 এবং মায়া মহাবিকোৰ্ভিন্না সংসারদায়িনী । অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টী চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী ॥ ৯
 বিষ্ণুশক্তিসমুদ্ভূতমেতৎ সৰ্ব্বং চরাচরম্ । যন্তাভিন্নমিদং সৰ্ব্বং যচ্চৈদং যচ্চ নৈঙ্গতে ॥ ১০
 উপাধিভির্বধাকালো ভিন্নভেন প্রতীয়তে । অবিদ্যোপাধিভেদেন তথৈদমখিলং জগৎ ॥ ১১
 যথা হরির্জগদ্ব্যাপী তস্মৈ শক্তিস্তথা মূনে । দাহশক্তির্বধাকারে স্বাভ্যয়ং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ ১২

9

উমেতি কেচিদাহস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে । ভারতীতাপরে চৈনাং গিরিজৈতান্বিকোত্ত চ
 দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চতী মাহেশ্বরীতি চ । কোমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহেন্দ্রীতি চাপরে ॥১৪
 লাক্ষ্মীতি বিদ্যাংবিদ্যোতি মাহেতি চ তথাপরে । প্রকৃতিশ্চ পরী চেতি বদন্তি পরমেশ্বরঃ ॥ ১৫
 মেয়ং শক্তিঃ পরী বিষ্ণোর্জগৎসর্গাদিকারিণী । বাহুবাহুসকলেশ জগদ্বাপা নানহিতা ॥১৬
 প্রকৃতিশ্চ পুমান্শৈব কালশ্চেতি ত্রিধা ভিত্তঃ । সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানামেকঃ কারণভ্যং গতঃ ॥ ১৭
 যেনেদমখিলং জাতং বক্ষ্যত্বপথেনৈব । তস্মাৎ পরাতনো দেবো নিত্য ইত্যভিব্যুতভে ॥ ১৮
 বক্ষ্যঃ কথোতি যো দেবো জগদ্ব্যং পরমঃ পুমান্ । তস্মাৎ নাতনং সতদবাস্যং পরমং পদম্ ॥১৯
 অক্ষরো নির্জগৎ শুদ্ধঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ । যঃ শক্তিঃ কামদ্রাখ্যো যোগিদেবঃ পরাতপস্বি ॥২০
 পরমাত্মা পরানন্দঃ সর্বোপাধিবিবর্জিতঃ । জ্ঞানৈকবেদ্যঃ পরমঃ সচ্চিদানন্দবিশেষঃ ॥ ২১
 যোহনো জ্ঞানোহপি পীরমজ্জহাদেগং সংগতঃ । দেহেতি প্রোচাতেমুচৈরহোহজ্ঞানং হি ভেদনম্
 পরং বক্ষ্যাদিধানন্ত যস্মিন্ নির্জলভেদমি । প্রোচাতে ছাপচারেণ বাচ্য মানসগোচরে ॥ ২২
 য দেবঃ পরমঃ শুদ্ধঃ সদ্ধাদিশূণ্ণভেদতঃ । সৃষ্টিরক্ষা সমাধায়ঃ সৃষ্টিস্থিতিভূতকারিণম্ ॥ ২৩
 যস্মাদ্ভূতাত্মাংশাংশা বক্ষ্যাদ্যাদিদিনৌকমঃ । তেনেন্দ্রীয়াংশাংশাংশঃ জগদেতচ্চাপদম্ ॥ ২৪
 যোহর্মো বক্ষ্য জগৎকর্তা যথোক্তিকমলোদ্রবঃ । স এবাসমদ্রাখ্যাত্মা তস্মাত্রাণ্ডঃ পরাত্মদান্ ॥২৫
 যন্তরীমী জগদ্রূপে সর্বসাক্ষী নিরঞ্জনঃ । ত্রিভূতান্বিতসকলেশে ত্রিতো বৈ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৬
 যন্ত শক্তির্মগামাত্মা জগদ্বিশ্রমকারিণী । (বিষ্ণোঃপশুত্বনিদানভ্যং প্রকৃতিঃ প্রোচাতে বৃথৈঃ ॥ ২৭
 যাদিসর্গে মহাবিকুর্ণোকান্ কর্তুঃ সমদাতঃ । প্রকৃতিঃ প্রকৃতিশ্চেতি কালশ্চেতি ত্রিধাভবৎ ॥
 পশুতি ভাবিত্বজ্ঞানং পরং বক্ষ্যাদিসংজ্ঞিতম্ । একা তং পরমং ধাম উদ্বিগ্নোঃ পরমং পদম্ ॥
 পরং বক্ষ্যাদিধানন্ত যস্মিন্ নির্জগৎবস্তুনি । প্রোচাতে ছাপচারেণ য বিকুর্ণীনগোচরঃ ॥ ৩১
 এব জ্ঞানোহক্ষরোহনন্তঃ কালরূপে মহেশ্বরঃ । জগৎকর্তা জগদ্বাপো জগত্যাাদিকৃদ্বিভূঃ ॥ ৩২
 প্রকৃত্যাক্রোভমাপরে পুরুষাথো জগদ্ব্যং পরো । মহানপ্রাজ্ঞঃ সততং সনাতনঃ ॥ ৩৩
 মহাকরাক্ষ যোগাণি তস্মাত্রিণীন্দ্রিয়াণি চ । তস্মানেভো তি ভূতানি জাতানি জগতঃ কৃতে ॥৩৪
 যাকশবান যিহল-ভূমরোহজ্জলবাহক । বলাকমং কাশ্যনামৈকৈকশ্যোপযান্তি বৈ ॥ ৩৫
 ততো বক্ষ্য জগদ্বাতা যন্তেবান্ পাশপাদিকান্ । তমোমতঃ স বিস্তেরো যঃ সর্বো বুদ্ধিপূর্বকঃ ॥
 যসাধকমিতি জাহা তা বক্ষ্য যন্তেবান্ বিদ্বৎ । ত্রির্ভূতান্বিতান্ জন্তুন্ পাশপাশ্চিন্মুগাদিকান্
 তমপাসাধকং মহা দেবসর্গং সমাপ্রদেহ ॥ ততো বৈ মানসঃ সর্গং কল্পয়ামান পদম্ ॥ ৩৮
 ততো দক্ষাদিকান্নপুত্রাশাননানুশ্রিয়াদিকান্ । অশ্রুতৈবৈদং ব্যাপ্তং সদেবায়ুর্মানুষ্যম্ ॥৩৯
 তুর্ভূবশ্চ তথা মৃশ্চ মহেশ্বর তদনুগা । তদনুগং সাক্ষ্যমিত্যেতৎ লোকাঃ সন্তোপাধিভিত্তাঃ ॥ ৪০
 তদনং বিতলৈশ্চৈব সূতলৈশ্চ হনাত্তদম্ । যদাতলং বিপ্রৈশ্চ ততোহধস্ত হনাত্তদম্ ॥ ৪১
 তাতালশ্চেতি নশ্চেতি পাশালানি কন্যাসনঃ । এতং সর্বম্ লোকৈকং লোকনাম্ ৮৮ সন্তোপাধিভিত্তাঃ ॥
 লোচলান্ নদীশািনো তত্র লোকনিবাসিনাম । বহনাত্মানি সর্গাণি যথোদ্যোগামকারয়ঃ ॥ ৪৩
 তুতলে মধ্যমে মেরুঃ সর্বদেবনমাশ্রয়ঃ । লোকালোকশ্চ ভূমাত্তে তস্মদ্যো সপ্ত সাগরাঃ ॥ ৪৪
 তীপাশ্চ নপ্ত বিপ্রেক্ষা দীপে দ্বীপে কুলাচলাঃ । নদাশ্চ নহবায়ুত্র জনাশ্চামরনম্রিতাঃ ॥ ৪৫
 জম্ববক্ষ্যাদিধানৌ চ শাকলশ্চ কুশসুতা । কোণাঃ শাকঃ শুক্লদশ্চ তে সর্বো দেবভূময়ঃ ॥ ৪৬

এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রেষু সপ্ত সপ্তভিরাহুতাঃ । লবণেশ্বরাগপির্দধিহৃদ্ধজলৈঃ সহ ॥ ৪৭
 এতে দ্বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পূর্ক্সান্যৈব পরম্পরম্ । জেয়া দ্বিগুণবিস্তারা আ লোকালোকপর্ক্সতাঃ ॥
 ক্ষারোদধেক্ষুতরং যদ্বিমানৈশ্চৈব দক্ষিণম্ । জেয়া তদ্ভারতং বর্ষং সর্ক্সকর্ক্সফলপ্রদম্ ॥ ৪৯
 অত্র কর্ক্সাণি কুত্রিতি ত্রিবিধাশ্চকনন্দন । 'তক্ষণ' ভূজাতে ব্রহ্মন ভোগভূমিদত্তকমাং ॥ ৫০
 ভারতে তু কুতং কর্ক্সং তং বা ব্রহ্মভূমেব বা । আফলক্ষরণং কর্ক্সং ভূজাতেহুতজ জজ্জতিঃ ॥ ৫১
 অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি কস্য ভারতভূতলে । সঞ্চিতং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয়ামমলং শুভম্ ॥ ৫২
 কদা বরং হি লপ্সামো জস্য ভারতভূতলে । কদা পুণ্যেন মহতা প্রাপ্স্যামঃ পরমং পদম্ ॥
 দানৈর্বা বিবিধৈর্যজ্ঞৈশ্চপোভির্নাক্ষায়িনম্ । পুরুষিতা কদা যামো বর্ষে পশ্যন্তি সুরয়ঃ ॥ ৫৪
 ভক্ত্যা বা কর্ক্সভির্নাপি জ্ঞানেনাপাথবা চরিম্ । জগদীশং কদা যামো নিত্যানন্দময়ং বিভূম্
 যো ভারতভূবং প্রাপা বিষ্ণুপূজাপরো ভবেৎ । ন তস্মৈ সদৃশশাস্তি বীথা বৈ রবিতেজসঃ ॥ ৫৬
 হরিকীর্তনশীলো বা তদ্বক্তানাম্ প্রিয়োহপি বা । শুক্লযুর্নাপি মহতাং স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্
 হরিপূজারতো বাপি হরিপূজাযুতোহপি বা । হরিধানপরো বাপি স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥
 নারায়ণেতি কুফেতি বাসুদেবেতি বা কুবন্ । অহিংসাদিপারঃ শান্তঃ স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্
 শিবেতি নীলকণ্ঠেতি শঙ্করেতি চ যো কবন্ । সর্ক্সভূতহিতো নিত্যাং স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্
 গুরুভক্তঃ শিবধানী আশ্রমচারতৎপরঃ । অনসূয়ঃ সদা শান্তঃ স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥ ৬
 ব্রাহ্মণানাং হিতকরঃ গজাবাং সর্ক্সকর্ক্সসু । বেদবাদরতো নিত্যাং স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥ ৬
 অভেদদর্শী দেবেশে নারায়ণশিবাশ্রকে । স বন্দ্যো ব্রাহ্মণো নিত্যাশ্রাভিঃ কিমু সত্তমঃ ॥ ৬
 গোযু ক্ষান্তো ব্রহ্মচারী পরনিদাবিবর্জিতঃ । অপরিগ্রহশীলশ্চ স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥ ৬৪
 স্ত্রেয়াদিদৌষরহিতঃ কৃতজ্ঞঃ সত্যবাক্ শচিঃ । পরোপকারনিরতঃ স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥
 তড়াগোদানকান্তাঃ নিরতো যো নিরন্তরম্ । বেদার্থগ্রহণে বুদ্ধিঃ পুরাণশ্রবণে তথা ।

সংসঙ্গেশপি চ বস্তু শ্রীং স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥ ৬৬

এবমাদীশ্তনেকানি ধর্ম্মাণি শ্রদ্ধয়াশ্রিতঃ । করোতি ভারতে বর্ষে স বন্দ্যোহস্মাভিক্রতুম্ ॥
 এতেহুতভূমেনাপি নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ । ন এব হৃকৃতিমুচুঃ কোহুতস্তুবাদচেতনঃ ॥ ৬৮
 সম্ভাপা ভারতে কস্য সুকর্ক্সসু পরাশ্রয়ঃ । পীযুষফলমং তাক্ষণ বিযভাঙং স মার্গতি ॥ ৬৯
 ক্ষতিনোদিতধর্ম্মৈশ্চ নাত্মানং ভাবয়েন্নরঃ । স এবমাত্মযাতী শ্রীং পাতিকিনামনৃতম্ ॥ ৭০
 কর্ক্সভূমিং সমাসাদা ন ধর্ম্মং কুরুতে নরঃ । ন এব সর্ক্সথা দুঃখী কোহুতস্তুবাদচেতনঃ ॥ ৭১
 স্বকর্ক্সফলদে তিত্বা হৃকৃক্সাণি কুতোহপি যঃ । কামদেহমতিক্রমা তর্কক্ষীরং ন মার্গতি ॥ ৭২
 এবং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ । সনৎকুমার ব্রহ্মাদ্যাঃ অভোগক্ষয়ভীরবঃ ॥ ৭৩
 তস্যাং পুণ্যভূমৌ স্তেষঃ সর্ক্সকর্ক্সফলপ্রদঃ । ভারতাত্মো মহা-গং দেবানামপি দুর্জভঃ ॥ ৭৪
 অস্মিন্ বৈ পুণ্যভূভাগে যন্ত সৎকর্ক্সসুদাতঃ । ন তস্য সদৃশঃ কচ্চিৎ ত্রিষু লোকেযু বিদ্যতে ॥
 অস্মিন্ জাতো নরো যন্ত স্বকর্ক্সক্ষরণোদাতঃ । নররূপপরিচ্ছিন্নো হরিরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৬
 পরলোকফলং প্রেম্যুঃ কুর্য়্যাং কর্ক্সাণাত্মদিতঃ । ইতি নির্বেদয়েৎ ভানি তৎকলত্মক্ষয়ং ভবেৎ
 বিরাগী চেৎ কর্ক্সফলেনপি বিক্লিষ্ট কারতেৎ । অপ্যেৎ সৎকৃতং কর্ক্সং তৎকৃতামিতি মে হরিঃ ॥ ৭৮
 আ ব্রহ্মভূবনালোকাঃ পুনঃকুৎসিতদোষকাঃ । তদ্রূপং পদং লাম নিদামং প্রাপাদে পুনঃ ॥

বেদোদিতানি কৰ্ম্মানি কুৰ্যাদীশ্বরতুষ্টয়ে । যথাশ্রমঃ তাকুকামঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৮০
নিকামী বা সকামী বা কুৰ্য্যাদ্ কৰ্ম্ম যথাবিধি । আশ্রমাচারহীনস্ত পতিতঃ প্রোচ্যতে বৃথৈঃ ৮১
সদাচারপরো বিপ্রো বর্জ্যে ব্রহ্মতেজসা । তস্মৈ বিষ্ণুতুষ্টেঃ শ্রীং স ইহামৃত পূণ্যভাক্ ॥ ৮২
বাসুদেবপরো ধর্ম্মো বাসুদেবপরঃ তনুঃ । বাসুদেবপরঃ জ্ঞানঃ তদাদিত্যম্ বিদ্যাতে ॥ ৮৩
বাসুদেবাত্মকঃ সর্ব্বং জগৎ স্বাবরজমমম । আত্মস্বরূপযাত্নঃ তদাদিত্যম্ বিদ্যাতে ॥ ৮৪

ন এব ধাতা ত্রিপুরাত্মকশ্চ স এব দেবাস্ত্যামক্ষয়িকাঃ ।

ন এব ব্রহ্মাণ্ডমিদং ততোহন্যত্র কিমিদান্তি স্থিতিরিত্যুপম ॥ ৮৫

যস্যাপি পরং নান্যদমস্তি কিমিদং প্রাদীয়াশ্চ তথা মহীমান্ ।

ব্যাপ্তং হি তেনেনমিদং বিচিত্রং তে দেবমীশং প্রণমেৎ সুখার্থী ॥ ৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে ভাতীমোহন্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

শ্রদ্ধাপূর্বাঃ সর্ব্বধর্ম্মা মনোরথফলপ্রদাঃ । শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে সর্ব্বা শ্রদ্ধয়া তুষ্যতে हरिঃ ॥ ১
ভক্তিভক্ত্যেব কংবা তথা কৰ্ম্মানি ভক্তিতঃ । কৰ্ম্মানি শ্রদ্ধাহীনানি ন সিধ্যান্তি তিজোত্তমাঃ ॥ ২
যথালোকো হি জন্তুনাং চেষ্টাকারণতাঃ গতঃ । তথৈব সর্ব্বসিদ্ধীনাম্ ভক্তিঃ পরমকারণম্ ॥ ৩
যথা সমস্তলোকান্তঃ জীবনং নলিলং স্মৃতম্ । তথা সমস্তসিদ্ধীনাম্ জীবনং ভক্তিরিযাতে ॥ ৪
যথা ভূমিং সমাপ্রিত্য নগরং জীবন্তি জন্তবঃ । তথা ভক্তিং সমাপ্রিত্য সর্ব্বকৰ্ম্মানি সাধয়েৎ ॥ ৫
শ্রদ্ধাবীলভতে ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধাবানর্থমান্বয়াৎ । শ্রদ্ধয়া সাধ্যতে কামঃ শ্রদ্ধাবান্ মোক্ষমান্বয়াৎ ॥ ৬
ন দানৈর্ন তপোভিবা নৈষ্কর্মা বহুদক্ষিণৈঃ । ভক্তিধীনৈশ্চুনিশ্চেষ্টং তুষ্যতে ভগবান্ हरिঃ ॥ ৭
মেকমাত্রসুবর্ণানাম্ কোটিঃ কোটিমহাময়ঃ । দত্তা চাপ্যর্থনামায় যতো ভক্তিবিবর্জিতা ॥ ৮
অভক্তা বৎ তপসুস্তং কেবলং কায়শোষণম্ । অভক্তা বদ্ধুতং হবৎ ভগ্ননি ক্রুদ্ধবাবৎ ॥ ৯
বৎকিম্বিৎ কুরুতে কথং শ্রদ্ধাপানুমা একম্ । তন্নাম জীয়েতে পুণ্যং শাশ্বতভক্তিদায়কম্ ॥ ১০
অবমেধসহস্রং বা কৰ্ম্ম বেদোদিভ্য কৃতম্ । তৎসমস্তং নিফলং ব্রহ্মণ্য বতো ভক্তিবিবর্জিতম্ ॥ ১১
হরিভক্তিঃ পরা নৃণাম্ কামদেয়মা স্মৃতা । তস্মৈ সত্যং পিতৃভাজাঃ স সারগরলং ঘূহো ॥ ১২
অসারভূতে সঙ্গাগ্রে সারমেতদজ্ঞাতম্ । ভগবন্তু সঙ্গমঃ হরিভক্তিপুতিশ্রুতা ॥ ১৩
অপ্যুপেতমনসাম্ ভক্তিদানাদি কৰ্ম্ম বৎ । অবৈতি নিফলং ব্রহ্মাশ্রমং দূরতরো हरিঃ ॥ ১৪
পরশ্রিয়াভিতপ্তানাং দত্তাচারবতারনাম্ । মূখা তু দূরতরং কৰ্ম্ম তেষাং দূরতরো हरিঃ ॥ ১৫
পৃচ্ছতাম্ মহাধর্ম্মান্ বদতাং বৈ মুখা চ তান্ । ধর্ম্মেহভক্তিমননাং তেষাং দূরতরো हरিঃ ॥ ১৬
বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো বেদো নারায়ণঃ পরঃ । তজ্জ্ঞাশ্রদ্ধাপরী যো তু তেবা দূরতরো हरিঃ ॥ ১৭
যস্মৈ ধর্ম্মবিহীনানি দিনাত্মায়াস্তি বাস্তি চ । স লোহকারভস্মেব যস্মাপি ন জীবতি ॥ ১৮
ধর্ম্মার্থকাষ্মোকাধ্যাঃ পুরুষার্থাঃ সনাতনাঃ । শ্রদ্ধাবতাং হি সিধ্যন্তি নাত্মবা ব্রহ্মনন্দন ॥ ১৯

गमस्तुनात्र उंशान् ।

কিংলক্ষণা ভগবতাস্তে চ স্তি কস্মদুর্কতে । ত্রেতাংলোকো ভবেৎকীদৃক্ ভংগকী ক্রতিভয়তঃ
 তং হি ভক্তো বাহুশস্ত্র দেবদেবস্তা তজ্জিহ্বিত । এবং নিগদিতুং শক্তজ্ঞো নাস্ত্যধিকোহপরঃ ॥৪০

ਬਾਇਬਲ ਭੰਡਾਰ ।

শুভ্রাক্ষণ্ পদং তুহ্যং মার্কণ্ডেশ্বর্য বীমুভঃ । যজুর্বাচ জগদ্রাহো যোগনিদ্রা বিমোচিতঃ ॥ ৪১
 যোহনো বিষ্ণুঃ পদং জ্যোতির্দেবদেব, সনাতনঃ । জগাক্ষণা জগৎকর্তা শিবব্রহ্মস্বরূপবান্ ॥ ৪২
 যুগান্তে পৌরুষপেণ ব্রহ্মাণ্ডগ্রাসদুহিতঃ । জগতোকার্ণবীভূতে নষ্টে হাবরজস্রমে ।

ভগବାନସ୍ତ୍ରୟେରାତ୍ରା শେଷେ ବଟମ୍ବଳେ ২৩: ॥ ১৩

অসংখ্যাতাঞ্জজমাদৌরাভূষিততনুধরঃ । পাদাঙ্গুষ্ঠাএনিবীতগঙ্গাশেখানুপাবনঃ ॥ ৪৪
 সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মভরৌ দেবৌ ব্রহ্মাণ্ডপ্রাণহৃদিতঃ । বটচ্ছদে শয়ানৌভূঃ সর্ষপশক্তিগমপ্রিতঃ ॥ ৪৫
 তস্মিন্ স্থানে মহাভাগৌ নারায়ণপরায়ণঃ । নারীভেদঃ স্থিতস্তা লীলাঃ পশুন্ মহেশিতুঃ ॥ ৪৬

वयं हि ।

তন্মিন্ কালে মহাধোরে নষ্টে জীবজন্মমে । হরিত্রকঃ তিষ্ঠ ইতি মন পূর্কঃ হি তৎকাল ॥ ৪৭ ॥
 জগতোকাগ্নিবীভূতে নষ্টে জীবজন্মমে । মর্ক্সপ্রস্থেন ত্রিণী কিমর্থঃ গোবিশেষ্যিতঃ ॥ ৪৮ ॥
 পত্রং কোড়ুলমঃ যত্র বর্ষভেদভৌব মৃত নঃ । হরিত্রীতিমুখাপানে ককালস্তঃ প্রচারতে ॥ ৪৯ ॥

সুত উবাচ ।

মানীক্যনির্মহাভাগো মুকুটমিতি বিকৃতঃ । শালগ্রামে মহাতীর্থে মোহতপাত মহৎ তপঃ ॥ ৫০ ॥
 গুণানামযুতঃ ব্রহ্মণ গুণন ব্রহ্ম সনাতনম্ । নিরাকারঃ ক্ষমাকৃতঃ সত্যসত্যো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫১ ॥
 আত্মবৎ সর্বভূতানি পশুন্তি বিদগ্ধনিঃস্বয়ঃ । সর্বভূতহিতো দাতৃকৃত্যপ সূর্যহর তপঃ ॥ ৫২ ॥
 তদপঃ পতিতাঃ সর্গে দেবা ইলাদিকৃৎনয়ঃ । পরমেশ্বরঃ পরমঃ কণ্ঠ্য নারায়ণনামসম ॥ ৫৩ ॥
 ক্ষীরাকৈরুত্তরঃ তীরঃ সমুদ্রাণাং জিনিষৌকমঃ । তুষ্টিবর্ধনদেবেশঃ গঙ্গানাভঃ জগদুত্তম ॥ ৫৪ ॥
 দেবা উচুঃ ।

নারায়ণাক্ষরানন্ত শরণাগতপালক । মুকুটতপস্যা তস্তানু পাহি নঃ শরণাগতান্ ॥ ৫৫ ॥
 জয় দেবাবিদেবেশ জয় শঙ্করদামর । জয় লোকেশ্বরপাত জয় ব্রহ্মাঙ্ককারক ॥ ৫৬ ॥
 নমস্তু দেবদেবেশ নমস্তু লোকপালিন । নমস্তু লোকনাথায় নমস্তু লোকসাক্ষিনে ॥ ৫৭ ॥
 নমস্তু ধ্যানপ্রমায় নমস্তু ধ্যানচেতবে । নমস্তু ধ্যানকপায় নমস্তু ধ্যানসাক্ষিনে ॥ ৫৮ ॥
 কেশিজয়ে নমস্তভ্যঃ মধুহন্ত্রেপনায় নমো । ভূমাদিরূপায় নমস্তৈতচ্চতুর্ভুজ ॥ ৫৯ ॥
 নমো জ্যোতায় ত্বজায় নিষ্কণ্ডায় ত্বজায় নমো । বহুপায় স্বরূপায় বহুপায় ত্বৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥
 নমো ব্রহ্মাদেবায় গোবিন্দবাসিতায় নমো । সূর্য্যবাসিতায় ব্রহ্মায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৬১ ॥
 নমো হিরণ্যগভায় নমো ব্রহ্মাঙ্কসিনে নমো । স্বরূপায় ত্বজায় ব্রহ্মাকবাক্ষুকে নমঃ ॥ ৬২ ॥
 নমো নিত্যায় বক্ষ্যায় সদানন্দকরসিনে । নমঃ সূর্য্যভির্নাথায় ত্বয়ো ত্বয়ো নমো নমঃ ॥ ৬৩ ॥
 এবং দেবস্বামীঃ ক্রহা ভগবান্ কমলাবাসিতঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তেভ্যঃ শঙ্করকগদাধরঃ ॥ ৬৪ ॥
 বিকচামুজপত্রাক্ষঃ সূর্য্যকোটিন প্রভৃৎ । সর্গালকারক যুক্তঃ সৌন্দর্য্যমাক্ষিতবক্ষসম ॥ ৬৫ ॥
 পীতাম্বরধরঃ সৌম্যঃ সৌম্যক্লেপবাসিনম্ । সূর্য্যমুজমণ্ডিতাক্ষঃ সূর্য্যমানঃ সুনীলবৈঃ ।

দৃষ্ট্বাপ্রত্যো দেবকন্যা ববন্দে চতুনৌ তরৈঃ ॥ ৬৬ ॥

মেগধপীরনিবদপারিতু গাক্ষিনিধনঃ । উবাচ ভাবগম্ভীরঃ দরোদরান্ সুরেশ্বরান্ ॥ ৬৭ ॥
 শ্রীভগবানুবাচ ।

জানে যো মানসঃ দুঃখঃ মুকুটতপসোত্তমম্ । যুযান্ ন বাধতে নুনং মুকুটঃ সজ্জনো যতঃ ॥ ৬৮ ॥
 সম্পত্তিঃ সংযুতা বাপি বিপত্তির্বাপি সজ্জনাঃ । সর্বপাশ্চ ন বাধন্তে স্বপ্নেহপি ক্ষয়িত্তনমঃ ৬৯ ॥
 সত্যতঃ বাধ্যমানো যো বিষয়াধোহসতি ভঃ । অবিধায়াগ্নিনো রক্ষামস্তুং দেহি হি মুচ্যতে ॥ ৭০ ॥
 তাপত্রযাভিধানেন বাধ্যমানোহরিণা নরঃ । অশঙ্ক পীতুঃ শক্তঃ কথং ভবতি সত্যমঃ ॥ ৭১ ॥
 কণ্ঠ্যা মনসা বাচ্য বাধহেদ্বয়ঃ সদানন্দান্ । স শঙ্কতে জ্ঞাননোহপি বধং স্নেহাপি নির্জিতৈঃ ॥ ৭২ ॥
 লোভাভিভূতমনসামতাল্লধনসম্পদান্ । সাক্ষসঃ নিমত্তং তেষাং মহামায়াবিমোহিনাম্ ॥ ৭৩ ॥
 সশঙ্কঃ সর্বদা দুঃখী নিঃশঙ্কঃ সর্বদা সুখী । সর্বভূতহিতো দাত্তো নিঃশঙ্কঃ সর্বদেব হি ॥ ৭৪ ॥
 যো লোকচিত্তকুশলো গতাশ্রয়ো বিমলনরঃ । নিঃশঙ্কঃ প্রোচাতে সন্তিরিত্যন্ত চ সন্তোষমহ ॥ ৭৫ ॥
 গচ্ছন্তমমরাঃ সর্গে যুযান্ নো বাধতে মুনিঃ । করোম্যহং সদা ব্রহ্মাং বিরমক্সঃ সখামুখম্ ॥ ৭৬ ॥
 ইতি দত্তা বরং ভেষামতনৌকসুমপ্রভঃ । পশুতামেব দেবানাং পুরতোহস্তদ্বয়ে হরিঃ ॥ ৭৭ ॥
 তুষ্টিহানঃ সুরগণাঃ বয়ূর্নাকং সনাগতাঃ । মুকুটোরপি তুষ্টিহা হরিঃ প্রত্যক্ষতামগাং ॥ ৭৮ ॥
 অরূপঃ পরমঃ ব্রহ্ম সপ্রকাশঃ নিরঞ্জনম্ । মুকুটদৃষ্টবান্ পূর্ক্সঃ পরমেণ সমাধিনা ॥ ৭৯ ॥

অভঙ্গীপুষ্পমক্কাশং পীতবাসঃসমব্রিতম্ । দিব্যাস্বরধরং দৃষ্ট্বা মুকুর্ভুর্বিম্বিতোহভবৎ ॥ ৮০
পশ্চাদ্ধ্বীলা নয়নে অপশ্চক্করিমাগতম্ । প্রসন্নবদনং শাস্ত্রং সর্কষাতারমচ্যুতম্ ॥ ৮১
রোমাঞ্চবিগ্রহো বিজ্ঞঃ সানন্দাক্রবিলোচনঃ । ননাম দণ্ডবভূমৌ দেবদেবস্ত চক্রিণঃ ॥ ৮২
ক্ষাণয়ংশরণৌ তস্ত মুকুর্ভুর্হববারিভিঃ । শিরস্শঙ্কলিমাধায় স্তোতুং সমুপচক্রমে ॥ ৮৩

মুকুর্ভুর্বাচ ।

নমঃ পরেশায় পরম্বরূপিণে পরাং পরস্তাং পরমাং পরায় ।
অপারপারায় পরাত্মকজ্ঞে নমঃ পরেভ্যাঃ পরপাবনায় ॥ ৮৪
যো নামজাত্যাদিবিকল্পহীনঃ শব্দাদিদোষব্যতিরেকরূপঃ ।
বহুস্বরূপোহপি নিরঞ্জনস্ত তমীশমাদ্যং পরমং ভজামি ॥ ৮৫
বেদান্তবেদাং পুরুষং পুরাণং হিরণ্যগর্ভাদিজগৎস্বরূপম্ ।
স্বরূপসংভূতকলত্রনঙ্গং ভজামি সর্কষরমীশমাদ্যম্ ॥ ৮৬
পশ্চত্তি বং বীতসমস্তদোষা ধ্যানৈকনিষ্ঠা বিগতস্পৃহাশ্চ ।
নিবৃত্তভয়াঃ পরমং পবিত্রাঃ নতোহস্মি সংসারবিনাশহেতুম্ ॥ ৮৭
স্মৃতাভিনাশনং বিষ্ণুঃ শরণাগতপালকম্ । সর্কষেবারং জগদ্ধাম পরেশং করুণাময়ম্ ॥ ৮৮
নমোহঙ্গনস্তায় মহাস্মৃতিয়ে মহাস্রপাদাক্ষিশিরোরুবাহবে ।

মহাস্রনাম্নে পুরুষায় শাশ্বতে মহাস্রকোটিযুগধারিণে নমঃ ॥ ৮৯

শ্রুত্বা স্ততিং মহাবিশ্বুরিতি তস্ত মহাত্মনঃ । অযাপ পরমার তুষ্টিং শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ ৯০
অখালিস্রা মুনিং দেবস্তুর্ভির্দীর্ঘবাহুভিঃ । উবাচ পরয়া ত্রীত্যা বরয়েতি বরং মুদা ॥ ৯১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রীতোহস্মি তপসা বিপ্র স্তোত্রৈর্গানেন চানঘ । মনসা যদভিপ্রেতং বরং বরয় স্বরত ॥ ৯২

মুকুর্ভুর্বাচ ।

দেব দেব জগন্নাথ কৃত্তার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ । তদ্বর্ণনমপূর্ণানারং সতোহপূর্ণিতরং স্মৃতম্ ॥ ৯৩
ব্রহ্মাদ্যা যং ন পশ্যন্তি তং ন পশ্যন্তি চ জ্ঞাতীঃ । তং পশ্যেয়ম্ পরং ব্রহ্ম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৪
যন্ন পশ্যন্তি সত্ত্বজাস্তথৈব সমদর্শিনঃ । তং পশ্যেয়ং পরং বস্তু বক্ষ্যামি কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৫
বশিনো বন্ন পশ্যন্তি বীতরাগা বিমৎসরাঃ । চিত্রপং পরমং বস্তু পশ্যেয়ং কিমতঃ পরম্ ॥ ৯৬
সুরয়ো যন্ন পশ্যন্তি যন্ন পশ্যন্তি যোগিনঃ । তং পশ্যেয়ং পরং ধাম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৭
পরোপকারনিরাতা যন্ন পশ্যন্তানিষ্ঠুরাঃ । তং পশ্যেয়ং পরং ধাম কিমস্মাদবিকং পরম্ ॥ ৯৮
এতেনৈব কৃত্তার্থোহস্মি জনাধিন জগদ্ব্তরো । তদ্বর্ণনমপূর্ণানারং স্নেহপি হি ন লভ্যতে ॥ ৯৯
তদ্বর্ণনমস্মিমাভ্রেন মহাপাতকিনোহপি মে । যৎপদং পরমং যন্তি দৃষ্টানারং কিমুতাচ্যত ॥ ১০০

শ্রীভগবানুবাচ ।

সত্যমুক্তং তয়া ব্রহ্মন্ত্রীতোহস্মাদ্যাপি পণ্ডিত । মদ্বর্ণনংহি বিকলংন তদাচিত্তবিষ্যতি ॥ ১০১
বিষ্ণুভক্তঃ কুটুম্বীতি বদন্তি বিদ্বাঃ সদা । তদেব পালদ্বিষ্যামি সজ্জনো নানৃত্বং বদেৎ ॥ ১০২
তস্মাচ্ছৃণু বিপ্রেন্দ্র যাস্ত্যামি তব পুত্রতাম্ । সমস্তজগৎসংযুক্তো দীর্ঘজীবী সুরূপবান্ ॥ ১০৩
মগ ক্রম কুলে যস্ত তৎকুলং যোক্ষ্যামি বৈ । ময়ি তুষ্টি মুনিশ্রেষ্ঠ কিমসাধ্যং বদস্ব তে ॥ ১০৪

মরি ভক্তিপরো যন্ত মদ্যাজী মৎপরায়ণঃ । মক্কানী স্বকুলং সৰ্বং নরতাচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৫
মদর্থং কথ্য কৰ্ম্মাণো মৎপ্রণামপরো নরঃ । মম্বনাঃ স্বকুলং সৰ্বং নরতাচ্যুতরূপতাম্ ॥ ১০৬
তস্মাৎপ্রীতোহস্মি তে বিপ্র স্তোত্রেণ তপসা তথা । শান্ধাৎ পুত্ৰভাবেন গমিষ্যামি ন সংশয়ঃ
ইতুক্ত্বা স্বকরং গচ্ছ মুকুটোর্মুখকোপরি । সৃষ্টোহস্মি চ সন্ধ্যাং তত্রৈবাতুর্দধে হরিঃ ॥ ১০৭
মুকুটঃ পরমপ্রীত আত্মানং পুণ্যরূপিণম্ । যজ্ঞমানো হরিঃ নদা স্বাশ্রমং পুনরায়ণো ॥ ১০৮

ইতি শ্রীবৃন্দারদীয়পুরাণে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মুনির্লক্ণবরো বিকোঃ পরিচর্য্যানরঃ সদা । মার্কণ্ডেয়ং নাম সূতমবাণ হরিসম্মিতম্ ॥ ১
মার্কণ্ডেয়ো নহাভাগো দয়াবান্ বর্ষদংসলঃ । আত্মবান্ সত্যসন্ধ মার্জিতদৃশপ্রভঃ ॥ ২
বনী শাস্তো মহাজানী সৰ্ব্বতত্ত্বার্থকোবিদঃ । তপশ্চচার পরমমচ্যুতপ্রীতিকারণম্ ॥ ৩
আরাধিতো জগন্নাথো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতী । পুরাণসংহিতাং কল্পং দত্তবান্ বরমচ্যুতঃ ॥ ৪
মার্কণ্ডেয়ো মুনিষ্ঠশ্রাব্যারায়ণ ইতি স্মৃতঃ । চিরজীবী মহাভক্তো দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ ॥ ৫
জগত্যেকাংশবীভূতে স্বপ্রভাবং জনার্দনঃ । তস্মৈ দর্শয়িতুং বিপ্রান্তং ন সংশ্রুতবান্ হরিঃ ॥ ৬
মুকুটুতনরো ধীমান্ বিফুলভক্তিসমবিতঃ । তস্মিন্ জলে মহামোহে স্থিতবান্ শীর্ণপত্রবৎ ॥ ৭
মার্কণ্ডেয়ঃ স্থিতস্তাবদ্যাবচ্ছেদে হরিঃ সয়ম্ । তস্মৈ প্রমাণং বক্ষ্যামি কালশ্চ বদতঃ শৃণু ॥ ৮
দশভিঃ পশুভিষ্ঠৈব নিমেষৈঃ পরিকীৰ্ত্তিতা । কাষ্ঠা তত্রিংশতা ক্ষেত্রা কলা পদাঙ্কনন্দন ॥ ৯
তত্রিংশতা ক্ষণো ক্ষেত্রৈস্তেঃ বহুভির্ঘটিকা স্মৃতা । তদ্বয়েন চতুর্ভুজাঃ তত্রিংশতা ভবেৎ ॥ ১০
ত্রিংশদিনৈর্ভবেদ্যাসঃ পঞ্চবিভঙ্গসংযুতঃ । ঋতুসাময়ৈন স্তাৎ তত্রৈগারয়নং স্মৃতম্ ॥ ১১
তদ্বয়েন ভবেদৃকঃ ন দেবানাং দিনং ভবেৎ । উত্তরং বিদগং প্রাপ্ত্ব রাত্রির্দৈব দক্ষিণায়নম্ ॥ ১২
মানুষ্যেণৈব মায়েন পিতৃণাং দিনমুচ্যতে । তস্মাৎসূর্যোদয়ঃ সোমো জাতবান্ কল্যায়ুতমম্ ॥ ১৩
দৈবৈর্বর্ষসহস্রৈর্দশভির্দৈবতং যুগম্ । দৈবে যুগসহস্রে বে ব্রাহ্মণকল্পো তু তৌ নৃণাম্ ॥ ১৪
একসপ্ততিসংখ্যাতৈর্দৈবার্ঘ্যসত্তরং যুগৈঃ । চতুর্দশভির্দৈবতৈশ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মূনে ॥ ১৫
যাবৎপ্রমাণং দিবসং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । নাশমার্য্যভি বিপ্রৈশ্চ তস্মিন্ কালে জগজ্জয়ম্ ॥ ১৬
মানুষ্যেণ মহেশ্বরেণ বৎপ্রমাণং ভবেচ্ছৃণু । চতুর্যুগসহস্রাণি ব্রহ্মণো দিবসং মূনে ॥ ১৭
তদ্ব্যাসো বৎসরশ্চ ক্ষেত্রস্তস্মাপি বেদসঃ । পরাঙ্গদ্রকালস্ত তদ্ব্যতেন ভবেদ্বিজাঃ ॥ ১৮
বিকোরহস্ত বিজ্ঞেয়ং তাবদ্রাত্রিঃ প্রকীৰ্ত্তিতা । মুকুটুতনরস্তাবৎ স্থিতঃ নঃ শীর্ণপত্রবৎ ॥ ১৯
তস্মিন্ বোরে জলময়ে বিফুলকূপস্থিতঃ । আত্মানং পরমং ধায়নুস্থিতবান্ হরিসম্মিতো ॥ ২০
অথ কালে সমারাতে যোগনিদ্রাদিমোচিতঃ । সৃষ্টবান্ ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ২১
সংস্রুতস্ত জলং বীক্ষ্য সৃষ্টে বিশ্বং মুকুটুজঃ । বিস্মিতঃ পরমপ্রীতো ববলে চরণো হরৈঃ ॥ ২২
শিরশ্চক্ষলিমাধায় মার্কণ্ডেয়ো মহামনিঃ । তুগ্ধো বাগ্ভিরিষ্টোক্তিঃ সদানৈশ্বকবিপ্রহম্ ॥ ২৩

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

মহেশ্বরিশিবে দেবঃ নারায়ণমনাময়ম্ । বাসুদেবমনাথার প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৪
 অমেয়মজরা নিতা সদানন্দকবিরূপম্ । অপ্রতর্ক্যমনির্দেয়ম্ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৫
 অক্ষয়ং পদম্ নিতা বিশ্বাক্ষঃ বিশ্বময়মম্ । মর্কটভ্রমরঃ শান্তঃ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৬
 পুরাণঃ পুরুষঃ নিকটঃ মর্কটঃ নৈকভাজনম্ । পরাংপরতরং রূপং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ২৭
 পরংভোজিঃ পরাধাম পবিত্রঃ পরমং পদম্ । মর্কটকক্লবঃ পরমং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ২৮
 তং সদানন্দচিহ্নাতঃ পরাণাং পরমং পরম্ । মর্কটঃ মনাতনঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ২৯
 মণ্ডণং নিষ্ঠুৰং শান্তং মায়াভীতং সূমাস্বিনম্ । অরূপং বহুরূপং তং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ।
 যত্র ভক্তধবানু বিশ্বং সজ্জাতাবতি হস্তি চ । তস্মাদিন্দেবমীশানং প্রণতোহস্মি জনার্দনম্ ॥ ৩১
 পরেশ পরমানন্দ শরণাগতবৎসল । ত্রাহি মাং করুণামিকৌ মনোহরীত নমোহস্তু তে ॥ ৩২
 এবং স্তবস্তং বিশ্রেষ্ঠং মার্কণ্ডেয়ং জগদ্বিক্রম । উবাচ পরমং লীলা শব্দচক্ৰগদাধরঃ ॥ ৩৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

লোকে ভাগবতা যে চ ভগবত্তত্ত্বমানসঃ । তেষাং তুষ্টিং ন সন্দেহো রক্ষণমোভাঃ স ন সন্দেহঃ
 অহমেব বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ নিতা প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ । ভগবত্তত্ত্বরূপেণ লোকান্ রক্ষামি মর্কটম্ ॥ ৩৫

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কিংলক্ষণা ভাগবতা জায়ন্তে কেন করুণা । এতশিক্ষামাতঃ শ্রোত্ব কোতরূপপদো যতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

লক্ষণং ভাগবতানি শৃণু মুনিসত্তম । বক্রং তেষাং প্রভাবঃ ত্রিশকাতে নাককোটিভিঃ ॥ ৩৭
 যে হিতাঃ মর্কটকৃত্যঃ গতাশ্রয়া বিমৎসরাঃ । বশিনো নিঃস্রহাঃ শান্তাস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
 করুণা মনসা বাচা পরশীড়াং ন কুর্সতে । অপরিত্রাংলীলাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৩৯
 মংকণাশ্রবণে যেষাং বর্ততে সাত্ত্বিকী মতিঃ । তত্তত্ত্ববিস্তৃতশাশ্বতং তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪০
 মাতাপিত্রোশ্চ মশ্রুয়া কুর্সতে যে নরোত্তমাঃ । গঙ্গাবিশেষঃ বিরা তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪১
 যে তু দেবার্জুনরতা যে তু তৎসামধকাঃ স্মৃতাঃ । পূজা দৃষ্টানুমোদন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ
 প্রতিপাদ্য যতীনাং পরিচর্যাপরাশ্চ যে । বিবৃক্তপরিমিতাশ্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৩
 মর্কটোহিতবাক্যানি যে বদন্তি নরোত্তমাঃ । যে গুণগ্রাহিণো লোকে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ স্মৃতাঃ ।
 আশ্রবৎসর্কভূতানি যে পশ্যন্তি নরোত্তমাঃ । তুলাঃ শকুণমিত্রেযু তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৫
 ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ সত্যবাক্যরতাশ্চ যে । সত্যং সত্যধর্মো যো চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৬
 ব্যাকুর্সতে পুরাণানি তানি শৃণুস্তি যে তথা । ভবতুরি চ ভক্তা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪৭
 যে গোব্রাহ্মণশূদ্রাঃ কুর্সতে সত্যতঃ নরাঃ । তীর্থযাত্রাপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৪৮
 অশ্রোতামুদয়ঃ দৃষ্টা বৈভবিনন্দন্তি মানবাঃ । হরিনামপরা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৪৯
 সারামারোপণরতাস্তুড়াপপরিদ্রক্ষকাঃ । কাগারূপকর্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫০
 যে বৈ ভাগবতকীর্ত্তো দেবসন্মানি কুর্সতে । গায়ত্রীনিরতা যে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫১
 যেহতিমন্দন্তি নামানি হরঃ শ্রদ্ধাতিহ্বিতাঃ । রোমাঞ্চিতশরীরাস্চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫২
 তুলসীকামসং দৃষ্টা যে নমস্কুর্সতে নরাঃ । তৎকাষ্ঠাতিতকর্গা যে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ৫৩

তুলসীগন্ধায়াঃ সন্তোষঃ কুর্কণ্ডে তু য়ে । তুলসীমুস্তিকা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৪
 আশ্রমাচারনিবতাস্থৈষাতিথিপূজকাঃ । য়ে চ বেদার্থবক্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৫
 শিবপ্রিয়াঃ শিবানুজ্ঞাঃ শিবপাদার্চনে রতাঃ । ত্রিপুণ্ড্রধারিণো য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৬
 ব্যাহরন্তি চ নামানি হরেঃ শতোমহাশ্রয়ঃ । ব্রহ্মাঙ্কালঙ্কতা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৭
 য়ে যজন্তি মহাদেবং জতুভিবহুদক্ষিণৈঃ । হরিং বা পরম্য ভক্ত্যা তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৮
 বিদিতানি চ শাস্ত্রাণি পরার্থং প্রবদন্তি য়ে । সৰ্বত্র গুণভাজো য়ে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৫৯
 শিবো চ পরমেশানে বিষ্ণো চ পরমাত্মনি । সম্যক্কা প্রবর্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬০
 শিবান্থিকার্যানিরতাঃ পঞ্চাক্ষরজপে রতাঃ । শিবদ্যানরতা য়ে চ তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬১
 পানীয়দাননিরতা য়েহরদানরতাস্থবা । একাদনীত্ররতাস্থে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬২
 গোদাননিরতা য়ে চ কন্যাদানরতাস্থ বৈ । মদার্থঃ কৰ্ম্মকর্ত্তারস্তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৩
 মন্থানগাশ্চ মন্তুজা মন্তুজজননৌলুপাঃ । মন্থামশ্রবণাসক্তাস্থে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ ॥ ৬৪
 এতে ভাগবতা বিপ্র কেচিদত্র প্রকীৰ্ত্তিতাঃ । মন্থাপি গদিতু শক্যা নাককোটিশতৈরপি ॥ ৬৫
 তস্যাং হমপি বিপ্রেন্দ্র সুনীলো ভব সৰ্বদা । সৰ্বভূতাশ্রয়ো দাত্তো মৈত্রো বর্ষ্যপরায়ণঃ ॥ ৬৬
 পুনঃ সর্গান্তপর্যন্তঃ বর্ষ্যঃ সৰ্ব্বঃ সমাচরন্ । মন্থাতিথ্যাননিরতঃ পরঃ নিকীর্ণমাশ্রহি ॥ ৬৭
 এবং মুকুণ্ডপুত্রস্ত ভক্তস্ত কৰ্ম্মণানিধিঃ । ইতি দত্তা বরং দেবস্তত্ৰৈবাস্তুরবীয়ত ॥ ৬৮
 মার্কণ্ডেয়ো মহাভাগো হরিভক্তিরতঃ সদা । চচার পরমানু বর্ষ্যানিয়াজ বিধিবদ্যতানু ॥ ৬৯
 শালগ্রামে মহাক্ষত্রে স ভূতাপ পরমং তপঃ । তদানন্ত্যমিতায়ুস্ত পরঃ নিকীর্ণমাপ্তবানু ॥ ৭০
 তস্মাক্কৃত্ব সন্তোষু হিতকৃদ্ধিরপূজকঃ । প্রাপ্তিভঃ মনসা যৎ তু তদুদারোত্তামং শয়মু ॥ ৭১
 নারদ উবাচ ।

মনঃকুমার যৎপ্রতি তৎসকলং গদিতং মতা । তৎসকলং তিমাশ্রয়ঃ কিমকৃত্বোহুমিচ্ছামি ॥ ৭২
 ইতি শ্রীহরনারদয়োঃ পুরাণে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

ভাগবতজমাহাশ্রয়ঃ প্রণীতৌ মুনীশ্বরঃ । মনঃকুমারঃ পপ্রচ্ছ । ১
 মনঃকুমার উবাচ ।
 ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্ । পরম্য দরম্য তথ্যং কৃতি দেববিমলম ॥ ২
 নারদ উবাচ ।

শূন্যরাক্ষসং পরং গুহ্যং সৰ্ব্বসম্প্রদায়ং ক্রতম্ । হৃৎপ্রদর্শন পুণ্যং সৰ্ব্বপাপহরং শুভম্ ॥ ৩
 আবারু মূনিভিনিভা হৃষ্টপ্রহনিবারণম্ । সৰ্ব্বরোগপ্রশমনমাবুদক্কনকারণম ॥ ৪
 ক্ষেত্রাণামুত্তমং ক্ষেত্রং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্ । গঙ্গাদিযূনরোর্বোণঃ বদন্তি পরমবয়ঃ ॥ ৫
 সিদ্ধাসিতোদকং তীর্থং ব্রহ্মাদ্যাঃ সৰ্ব্বদেবতাঃ । যূনরো মনবশৈব মেবন্তে পুণ্যকাক্ষিকণঃ ॥ ৬

গঙ্গা পুণ্যানদী জেয়া যতো বিষ্ণুপদোদ্ভবা । রবিজ্ঞা বমুনা ব্রহ্মন তয়োর্ব্যোগমমৃতমম্ ॥ ৭
 শ্রুতার্হিষাণিনী গঙ্গা নদীনাং প্রবরা শুভা । সৰ্বপাপক্ষয়করী সৰ্বোপদ্রবনাশিনী ॥ ৮
 যানি ক্ষেত্রানি পুণ্যানি সমুদ্রান্তে মহীতলে । তেষাং পুণ্যতমং জেয়ং প্রয়াগাখ্যং মহামুনে ॥ ৯
 ইরাক্ত বেদা যজ্ঞেন অপিতামহমচ্যুতম্ । তথা চ মুনয়ঃ সৰ্বৈ চতুষ্ক বিবিধানু যথান্ ॥ ১০
 সৰ্বভীৰ্হাভিষেকানি যানি পুণ্যানি তানি বৈ । গঙ্গাবিন্দ্ভিষেকস্ত কলাং নাইতি যোড়নীম্ ॥ ১১
 গঙ্গা গঙ্গোতি যো ক্রাদ্যোজনাগুহুদূরগঃ । বিমুচ্যতে মোহপি পাতৈঃ কিমু গঙ্গাসমীপগঃ ॥ ১২
 বিষ্ণুপাদোদ্ভবা দেবী বিধেয়রসমীপগা । সন্মেনবা মুনিভির্নিবোঃ কা স্মাদন্তোত্তমা নদী ॥ ১৩
 যৎনৈকতং ললাটে তু ব্রিরতে যেন সন্তমাঃ । তত্রৈব নেত্রং শিরসি বিধোবর্জকং ধারয়েৎ ॥ ১৪
 যন্মঙ্গলং মহাপুণ্যং দুর্গভং হৃদতায়নাম্ । সঙ্কীর্ণাদায়কং বিকোঃ কিমস্মাৎকথ্যতে পরম্ ॥ ১৫
 যত্র স্নাতাঃ পাপিনোহপি সৰ্বপাপবিবর্জিতাঃ । মহদ্বিমানমাক্রুতাঃ প্রয়াত্তি হরিমন্দিরম্ ॥ ১৬
 যত্র স্নাতা মহাত্মানঃ পিতৃমাতৃকুলানি তু । নরস্তানি সমুক্রুতা বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৭
 স স্নাতঃ সৰ্বভীৰ্হেষ্ণু গঙ্গাং স্মরতি যঃ সদা । পুণ্যক্ষেত্রেণ সৰ্বৈষু স্থিতবানু নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮
 যত্র স্নাতং নরং দৃষ্ট্বা পাপোহপি স্বর্গভূমিতাক্ । যদস্পর্শমাভেৎ দেবানামবিপো ভবেৎ ॥ ১৯
 যন্মদং মস্তকে ধৃত্বা জটাজুটধরো ভবেৎ । দেহে তু লেপনং কৃত্বা শিবনান্ধিমাশ্রিত্বা ॥ ২০
 দৃষ্ট্বাপি পাপিনো যান্তি মন্মদাক্রিতমস্তকম্ । যৎপশ্যন্তি মহাত্মামস্তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ২১
 তুলসীমূলমভূতা হরিভক্তপদোদ্ভবা । গঙ্গোদ্ভবা চ মূলেনা নরতাত্চাতরূপতাম্ ॥ ২২
 গঙ্গা চ তুলসী চৈব হরিভক্তিরচঞ্চলা । অত্যন্তদুর্গতা নৃণাং ভক্তিধর্ম্যপ্রবক্তরি ॥ ২৩

সকলগুরুঃ পদমন্তবা মৃদুগঙ্গোদ্ভবা চৈব তথা তুলস্যাঃ ।

মূলোদ্ভবা চৈব তথা চ ভক্তিরেষা নরতাত্চ হরেঃ পদং যৎ ॥ ২৪

কদা বাস্তুমাহং গঙ্গাং কদা পশ্যামি তামহম্ । অমৃতাপীতি যো নিত্যং স বিষ্ণুপদমমুতে ॥ ২৫
 গঙ্গায়ৈ মহিমা ব্রহ্মন বকুং বর্ষণতৈরপি । ন শক্যতে বিষ্ণুনাপি কিমৈশ্বর্বহভাবিতৈঃ ॥ ২৬
 অহো মায়া জগৎসৰ্বং মোহয়ত্যাশু সন্তমাঃ । যতস্তত্ত্বকং যান্তি গঙ্গানাম্মি স্থিতে সতি ॥ ২৭
 সংসারপাশবিচ্ছেদি গঙ্গানাম প্রকীৰ্ত্তিতম্ । তথা তুলস্যাং ভক্তিঞ্চ হরিকীৰ্ত্তিপ্রবক্তরি ॥ ২৮
 স্কৃদুচ্চরতে যন্ত গঙ্গা গঙ্গোতি মানবঃ । স সৰ্বপাপনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং সমমুতে ॥ ২৯
 যোজনমিত্রিতরং যন্ত গঙ্গাং যামীতি গচ্ছতি । সৰ্বপাপনির্মুক্তঃ সৰ্বলোকাবিপো ভবেৎ ॥ ৩০
 মেয়ং গঙ্গা মহাপুণ্যা নদীনাং প্রবরা শুভা । মেবাদিনু চ মনেনু পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩১
 গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণা রেবা সরস্বতী । তুঙ্গভদ্রা চ কাবেরী কালিন্দী বাহদা তথা ॥ ৩২
 বেত্রবতী তানপর্গী শতদ্রুস্ত দ্বিজোত্তমাঃ । এদমানি মর্দাযু নদীণা সত্ততং স্থিতা ॥ ৩৩
 যা পুণ্যতিথয়ঃ প্রোক্তাঃ শাস্ত্রেণ মুনিভির্বিজ্ঞাঃ । তাসু সৰ্বজলহা মা পাবয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ৩৪
 যথা সঙ্গমতো বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুপদং দ্বিজাঃ । তথেষং ব্যাপিনী গঙ্গা সঙ্গপাপপ্রণাশিনী ॥ ৩৫
 অহো গঙ্গা জগদ্ধাত্রী স্নানপানাদিভির্জগৎ । পুনাতি পাবয়তোষা ন কথং মেবাতে নৃভিঃ ॥ ৩৬
 ভীৰ্হানামুত্তমং ভীৰ্হং ক্ষেত্রাণাঞ্চ তথোত্তমম্ । বারাগমীতি বিখ্যাতং সৰ্বদেবনিষেবিতম্ ॥ ৩৭
 গঙ্গাবমুনরোর্ব্যোগো জেয়স্তস্ত হনুত্তমঃ । নম্র দর্শনমাভেৎ নবা যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৩৮
 মকরহে রবো গঙ্গা জলমাভব্যবহিতা । পুনাতি স্নানপানাদৌর্নরভীক্ষপদং জগৎ ॥ ৩৯

যো গঙ্গাং ভজতে নিত্যং শকরো লোকশকরঃ । লিঙ্গরূপী কথং তন্তু মহিমা পরিকীৰ্ত্তাতে
 হরিরূপধরং লিঙ্গং লিঙ্গরূপধরো হরিঃ । ঈষদপাস্তরং নাস্তি ভেদকং পাপমশুভে ॥ ৪১
 অনাদিনিধনে দেবে হরিশকরসংজ্ঞিতে । অজ্ঞানমাগরে মগ্না ভেদং কুরুস্তি পাপিনঃ ॥ ৪২
 যো দেবো জগতামীশঃ কারণানক কারণম্ । যুগান্তে জগদন্তোতদ্ভূতরূপধরোঃবারঃ ॥ ৪৩
 ক্রমো বৈ বিষ্ণুরূপেণ পালয়ত্যখিলং জগৎ । ব্রহ্মরূপেণ সৃজতি তদন্তোতদ্ভূতং হরিঃ ॥ ৪৪
 হরিশকররোমধো ব্রহ্মণশ্চাপি যো নরঃ । ভেদকুরুরকং ভূভুজ্যে যাবদাচন্দ্রভারকম্ ॥ ৪৫
 হরং হরিং বিধাতারং যঃ পশ্যেদেকরূপিণম্ । স যাতি পরমানন্দং শাস্ত্রাণামেষ নিৰ্ণয়ঃ ॥ ৪৬
 যোহমাৰ্ঘ্যনাতিঃ সৰ্ব্বজ্ঞো জগতামাদিকৃষ্ণভূঃ । নিত্যং সন্নিহিতস্তত্র লিঙ্গরূপী জনার্দনঃ ॥ ৪৭
 কানীবিষেধরং লিঙ্গং জ্যোতির্মিঙ্গং তদুচ্যতে । তং দৃষ্ট্বা পরমং জ্যোতিরান্নোতিমমুজ্যোতমঃ
 বাতুমদাক্রপাণলেখ্যজা মুক্তিৰুত্তমা । শিবস্তাপাচ্যুতস্তাপি তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৪৮
 তুলসীকাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ । পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৪৯
 যো বদেৎ সততং ভক্ত্যা পুরাণানি দ্বিজোত্তমাঃ । আত্মার্থং বা পরার্থং বা স হরির্নাত্মসংশয়ঃ
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা যো বিষ্ণুং ভজতে সদা । শিবং বা পূজয়েন্নিত্যং তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥ ৫০
 পুরাণসংহিতাবক্তা হরিরিত্যভিধীয়তে । তত্ত্বজ্ঞিঃ কৰ্ম্মজ্ঞাং নৃণাং গঙ্গান্ধানং দিনে দিনে ॥ ৫১
 পুরাণপ্রবণে ভক্তির্গঙ্গান্ধানোপমা স্মৃতা । তত্ত্বজ্ঞিঃ চ য়া ভক্তিঃ সা প্রয়াগোপমা স্মৃতা ॥ ৫২
 পুরাণৈর্ধর্ম্যকথৈর্ধর্ম্যঃ সমুদ্ররতে জনম্ । সংসারমাগরে মগ্নং স হরির্নাত্ম সংশয়ঃ ॥ ৫৩
 নাস্তি গঙ্গাসমং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ । নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবো নাস্তি তত্ত্বজ্ঞরোঃপরম্
 যথা বেদঃ পরো মন্ত্রো যথা স্বাত্মাধিদেবতা । যথা পরং বনং বিদ্যা তথা গঙ্গা পরা স্মৃতা ॥ ৫৪
 বর্ণানং ব্রহ্মণাং শ্রেষ্ঠাস্তারানাং গ্লৌৰ্ঘ্যথোত্তমঃ । যথা পরোষিঃ সিন্ধুনং তথা গঙ্গা পরা স্মৃতা
 নাস্তি শান্তেঃপরো বন্ধুর্নাস্তি সত্যাপরস্তপঃ । নাস্তি মোক্ষাৎপরো লাভো নাস্তি গঙ্গাসমানদী
 গঙ্গারিঃ পরমং নাম পাপহারণ্যদবানলঃ । ভবব্যাধিহরা গঙ্গা তন্মাং সেব্যা ঐয়তুতঃ ॥ ৫৫
 গায়ত্রী জাহ্নবী চোভে সৰ্ব্বপাপহরে স্মৃতে । এতয়োভক্তিহীনো যন্তুং বিদ্যাং পতিতং বিজাঃ
 গায়ত্রী চন্দমাং মাতা লোকশাস্ত্র চ জাহ্নবী । উভে তে সৰ্ব্বপাপাণাং নাশকারণতাং গতে ॥
 যন্তু প্রমত্তা গায়ত্রী তন্তু গঙ্গা প্রসীদতি । বিষ্ণুভক্তিযুক্তে তে তু সৰ্ব্বকামার্থসিদ্ধিদে ॥ ৫৬
 ধর্ম্যার্থকামমোক্ষাণাং কলরূপে নিরঞ্জনং । সৰ্ব্বলোকানুগ্রহার্থং অবর্তেতে মহোত্তমে ॥ ৫৭
 অতীবদল্লভা নৃণাং গায়ত্রী জাহ্নবী তথা । তথৈব তুলসীভক্তিহরিভক্তিঞ্চ সাধ্বিকী ॥ ৫৮
 অহো গঙ্গা মহাভাগা স্মৃতা পাপপ্রণাশিনী । হরিলোকপ্রদা দৃষ্টো পীতা সাক্ষিপাদারিনী ॥ ৫৯
 যত্র স্মৃতা নরা যান্তি বিকোঃ পদমমুত্তমম্ । স্মৃতা পীতা চ পরমা বদ্রমোক্ষপ্রদারিনী ॥ ৬০
 নারায়ণো জগদ্ধাতা বাসুদেবঃ সনাতনঃ । গঙ্গানামপরাণাক্ত বাহিতার্থকলপ্রদঃ ॥ ৬১
 গঙ্গাজলকণেনাপি যঃ সিক্তো মমুজ্যোতমঃ । সৰ্ব্বপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৬২
 যদ্বিন্দুমেবনাদেব সগরাধরসমুদ্রাঃ । বিষ্ণুজা ব্রাহ্মসং ভাবং প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ৬৩

ইতি ঈদৃহরারদীয়ে পুরাণে যষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহখ্যায়ঃ

অথ উচুঃ ।

কে যো একমভাবেন মোচিতঃ গগরাধয়ে । নগরঃ কতমো রাজা কত জাতো যুনীশ্বর ॥ ১
উদীরথস্তংকুলজো গঙ্গামাহুতবান্ কিল । সূত চঃসর্ষমগ্নাকং বিস্তরাবকুর্মহমি ॥ ২

সূত উবাচ ।

শুনদমুসকঃ সপ্তে নারদেন প্রভাবিতম্ । সমাক্ সনৎকুমারার গঙ্গামাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩
সপ্তো যুগ্ম যত্ননাগাঃ কৃতার্থী নার মংশয়ঃ । যত্নঃ প্রভাবঃ গঙ্গায়া ভক্তিভঃ শ্রোতৃমদাতাঃ ॥ ৪
মাতাজ্যশ্রবণং রাজা গঙ্গায়াঃ সূতভাষ্যনাম্ । দুর্গভঃ প্রাহরতাত্ত্ব মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৫
শুনদমুসকঃ সপ্তে নারদেন প্রভাবিতম্ । গঙ্গাকৃতভক্তিভঃকণ পতং বিষ্ণুপদং যথা ॥ ৬
আমৌজবিকলে সাত্ত্বিক বাহ্নীবা ব্রহ্মকৃতঃ । বুভুক্ষে পৃথিবীং সর্ষাং বর্ষতো বর্ষতঃপরঃ ॥ ৭
ব্রহ্মকৃতঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যঃ শূদ্রাশ্রমো চ জাতবঃ । পালিতাঃ সমুদ্রভৌব তাম্রায়াহর্ষিশাস্তিঃ ॥
ইত্যেক মোহমমেনানৈব সপ্তদীপেষু মনুজিহ্ম । অতর্পয়ঃ সুরান্নর্ষান্ গেহে মালাদিভির্বিজাঃ
গরাস্ত্র নাভিশাস্ত্রেষু সাত্ত্বিকৈঃ পরিপাতিনঃ । যেনে কৃতার্থমাত্মানমনন্তমুপকারিণম্ ॥ ১০
চক্ষুর্নানি মনোজ্ঞানি অলুপ্পন নরঃ সদা । বিভূষণাশ্রমকুর্ষঃ সূতাত্ত্বৈ সখিনো জনাঃ ॥ ১১
অকুপ্পেচা পৃথিবী ফলপুপ্পনমধিতা । বর্ষে বৃষ্টিং দেবেভ্যঃ কালে কালে যুনীশ্বরাঃ ॥ ১২
মনো দর্শনান্যাদে প্রজা বর্ষেণ পালিতাঃ । অমর্যচ্চাপন মাধু নিশ্চতাহেন সর্ষদা ॥ ১৩
সর্ষশাস্ত্রাণ্যকুপ্পঃ কৃতজ্ঞঃ শুভলক্ষণঃ । অরক্ষণাঃ মহাসাগারঃ সগানার নবতিঃ শুণীমি ॥ ১৪
একদা তস্য সাত্ত্বিকৈঃ বৈ সর্ষসম্পদ্বিনাশকঃ । অস্বাক্ষরো মদান্ কৃত্যে সর্ষয়ো লোকহেতুকঃ ॥ ১৫
অস্বাক্ষরো সর্ষশাস্ত্রাণ্যকুপ্পো লোকানারশাসকো বজী । মর্যাদকারিজুচরোমণ্ডঃ পূজোহস্তিকঃ পরঃ
সর্ষঃ বিচক্ষণঃ শ্রীমান্ কিতাঃ সপ্তে কৃতাত্ত্বয়ঃ । পাতা সর্ষসুদীপানাং বিশ্বজিহ্মিককো শুণী ॥
অস্বাক্ষরজিহ্মো বৈ ব্রহ্মকিতা শিঞ্চকো শুণী । বেদবেদাঙ্গতত্ত্বকো নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।

মনোয়ো বাহ্নীতর্ষয়ো মণ্ডঃ কাশ্যোহনিকো বিভুঃ ॥ ১৬

একমভাবমতীপসুজাতো বিমোহকঃ । নাশকো সর্ষশাস্ত্রাণ্যকুপ্পো ॥ ১৭
সর্ষশাস্ত্রাণ্যকুপ্পো কৃত্যে কামাদয়ো প্রবম্ । যেষু জিহ্মে স নরো বিনশতি ন সংশয়ঃ ॥ ২০
যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা । একেকমপানর্থাৎ কিমু যত্র চতুর্ধরম্ ॥ ২১
জ্ঞানাসুহৃদা স্মৃতিভী জাতা লোকবিরোধিনী । স্বদেহনাশিনী পাপা সর্ষসম্পদ্বিনাশিনী ॥ ২২
বিবেকহীনে পুত্রমে যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । অতীব চঞ্চলা জেরা তটিনী শারদীব সা ॥ ২৩
অস্বাক্ষরজিহ্মনসার যদি সম্পৎ প্রবর্ততে । ভূষাশ্রিতায়ুগঃ যোগমিব জানীষ্মমুত্তমাঃ ॥ ২৪
অস্বাক্ষরজিহ্মনসার দস্তাচারবতাঃ তথা । পরুষোজিহ্মনানাক সুধঃ নেহ পরত চ ॥ ২৫
অস্বাক্ষরজিহ্মনসার সদা নির্ধূরভাষিণাম্ । প্রিয়া বা ভনয়া বাপি বাক্ববা বাপারাত্তরঃ ॥ ২৬
যৌবনস্য কৃত্যে নিভাঃ সমীক্ষা চ পরশ্রিয়ম্ । সর্ষশাস্ত্রাণ্যকুপ্পো কৃত্যো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭

যঃ শ্রেয়োবিলাসায় কুর্বাৎস্যত্বং নরো যদি । সর্জেষাং শ্রেয়সাং দক্ষাৎ স কুর্বাৎস্যত্বং সদা
 মিভাপভাগৃহক্ষেত্র-ধনদাগ্রযশঃসু চ । হানিমিচ্ছন নরঃ কুর্বাৎস্যত্বাং সত্যতঃ বিজাঃ ॥ ২৯
 অথ তস্মা স্থিতিপং স্তাদস্যরাবিষ্টেচেতসঃ । হৈহরৈস্তালজজ্ঞাশ্চ স্তিতনোহ পাতয়োহভয়ং ॥ ৩০
 বস্ত্রানুকূলঃ পশ্বেশঃ সৌভাগ্যং তস্মা বর্জতে । স এব বিমুগ্ধো বস্ত্র সৌভাগ্যং তস্মা হীয়তে ॥ ৩১
 ভাবং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ধনদান্তগৃহাদয়ঃ । যাবদীক্ষেত লক্ষীশঃ কৃপাপাশেন সাত্বযঃ ॥ ৩২
 অপি মূর্খানুবিরজ্জাশূরাবিবেকিনঃ । গ্রাঘ্যা ভবন্তি বিপ্রেক্ষাঃ প্রেক্ষিতা আধবেন যৈ ॥ ৩৩
 সৌভাগ্যং বস্ত্র হীরেত তস্মাস্থাদিহৃৎপাঃ । ভবন্তি শত্রু নন্দেনো জতবেষোহবিবেকযঃ ॥ ৩৪
 যস্মা কস্তাপি যো বেষঃ কুরুতে মচধীর্নরঃ । তস্মা নন্দানি নস্তান্তি শ্রেয়াংসি মুনিসত্তমাঃ ॥ ৩৫
 অশূরা বর্জতে মস্মিঃ স্তস্মা বিষ্ণুঃ পরাঙ্গুথঃ । তস্মা শ্রেয়াংসি সর্জ্যানি বিনস্তান্তি ভক্তো ভবমু ॥ ৩৬
 বিবেকং হস্তাহকারো হবিবেকোহুজ্জীৱিনঃ । আনদঃ সত্যবত্ৰাব মহানার ভাজে নতঃ ॥ ৩৭
 অহকারো ভবেদৃষস্ত তস্মা নাশোহতিবেগতঃ । অশূরাদ্যঃ অহকারমশূরাভক্তি যৈ বিজাঃ ॥ ৩৮
 অশূরাবিষ্টমনসস্তস্মা রাজঃ পরৈঃ নহ । আরোধনঃ যোঃ সানীয়াসেনকং নিঃশ্রবমু ॥ ৩৯
 হৈহরৈস্তালজজ্ঞাশ্চ রিপুভিঃ স পরাজিতঃ । সত্যারো বিবিন্দে তেজঃ সত্যম্ অদৈবিতৈঃ ॥ ৪০
 তৈরেব রিপুভিস্তস্মা ভার্যাসাং বিদূপোত্তমাঃ । দত্তো নরো মহাযোগো গভীৰ্য্যাম ভীকৃতিয়ায় ॥
 স বাহুঃ সতিতো হুঃখী অন্তর্কৃত্য চ ভার্যয়া । বনাধনান্তরং গজরৌপীঅমশদঃ যদৌ ॥ ৪২
 নিদাগতাপিত্তো বাহুঃ পাদচাৰ্য্যতিহুঃখিতঃ । অকর্মা বিলপাস্তত্র ক্ষুৎকান্ডবিহোহ ॥ ৪৩
 ক্ষুৎকাময়া তয়া যুক্তো গভীর্ণা ভার্যয়া নহ । অবান পরমাং কথিঃ তত্র দৃষ্টো মহৎ সত্যং যতঃ ॥ ৪৪
 অশূরোপেতমনসস্তস্মা ভাবং নিরীক্ষ্য চ । সত্যোত্তমো বিজ্ঞানস্তু লীলাশ্চিত্তমিদং ॥ ৪৫
 অহো কষ্টমনো নুনং পাপকথাং সমাগতঃ । বিশরদগুজা বানবিত্তু কুপে বিহংসমাঃ ॥ ৪৬
 অশূরোপেতমনসঃ তং দৃষ্টো চুক্রুঃ শগাঃ । অহো অশূরাঃ কষ্টেভ্যঃ বিদগ্ধাঃ কষ্টেভ্যঃ কষ্টেভ্যঃ ॥ ৪৭
 সৌবগাথ্য সতো ভূপঃ স্তাদা পীয়া যশঃ কুতঃ । বৃক্ষমলং সমাশ্রিত্য সত্যং যঃ প্রকরো ভীষ্মকঃ
 তস্মিন্ বাচো বনং যাতে তেইবৈব পরিব্রাজতাঃ । তুর্জগাম না গণনাশ্চ বিদুঃ সত্যবদনুভবঃ ॥ ৪৯
 যো বা কো বা তুগৌ মর্ত্যঃ নর্যশ্লাঘাতরো বিজাঃ । সর্গদম্পদসমাপ্তো ভাবঃ সর্গনিদতে বদৈঃ
 অহোহকীর্তিসমো মৃত্যুশ্চিহ্ন লোকে নো নৃণাম । তথা কীর্তিনমাসাতা ত্রিহ লোকে ন নৃণাম
 যদা বাহুবনং যাতস্তদা তদাশ্ৰিতা জনাঃ । সত্যোঃ পামঃ সত্যঃ যতি তো ন-ভেত সত্য ॥ ৫১
 নিমিত্তো বহুশো বাহুগুতবৎ কাননে হিতঃ । ন হস্তি কমলমশো লোকে অদৃশনকন্য ॥ ৫২
 নাস্ত্যকীর্তিসমো মৃত্যুনাশ্চি কোধনমো রিপঃ । নাস্তি নিন্দাসমঃ পাপঃ নাস্তি মোহনমাত্মম
 নাস্ত্যশ্রাসমাত্মকীর্তিনাশ্চি কামদমোহনকঃ । নাস্তি হাগনমঃ পাপো নাস্তি মদনমঃ নিঃসর
 এবং বিলপ্য বহবা বাহুগুতাহুঃখিতঃ । কীর্তিশো ননসস্তাপান্দ্রকৃত্যবিদগাণ ॥ ৫৩
 গতে বহুশিগে কালে তুর্কীঅমসমীপদঃ । ন বাহুদ্যবিনঃ যুক্তো সমাঃ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৫৪
 তস্মা ভার্য্যাতিহুঃখাত্তা গভীর্ণো বিজনে বনৈ । বিলপ্য বহবা বহু সত্যং যতঃ মনো নশে ॥ ৫৫
 অনীগ্র সা ততস্তেবানু চিত্তাং দ্রবানিহুঃখিতা । যাদোপা পশিনারোহুঃ অহঃ বনুপত্ন কমে
 এতস্মিন্নন্তরে ধীমানৌর্জস্তেজোনিবিস্তমিঃ । এতদ্বিজ্ঞাত্বান সর্জং পরমেন নমাদিনা ॥ ৫৬
 ভূতং বর্জমানক ভাবি চাপি মনৌবরাঃ । সত্যশূরা মহাত্মানঃ পশ্যন্তি স্তানচক্ষুয়া ॥ ৫৭

তপোবিশেষজনাং রাশিরৌর্ধ্বঃ পুণ্যতমো মূনিঃ । প্রাপ্তবাংস্তুরমা সাক্ষী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা
চিভামারোচ্চমুদ্যুতাং তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ । প্রোবাচ বর্ষমলানি বাক্যানি বিবৃধম্ভাঃ ॥ ৬৩
অধিকবাচ ।

রাজবর্ষাপ্রিয়ে সাক্ষি মা কুরুবাতিমাহমম্ । ভবোদরে চক্রবর্তী শকহস্তা হি তিষ্ঠতি ॥ ৬৪
বাল্যপত্যাস্ত গর্ভিণীয়া যদৃষ্টেতত্তবস্তথা । ব্রজস্থলা রাজসূতে নারোহন্তি চিতাং শুভে ॥ ৬৫
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানং প্রোক্তা নিকৃতিরুত্তমৈঃ । দম্ভস্য নিন্দকস্তাপি জগৎস্ম ন নিকৃতিঃ ॥ ৬৬
নাস্তিকস্য কৃতরস্ত ধর্মোপেক্ষারতস্ত চ । বিশ্বাসঘাতকস্তাপি নিকৃতির্নাস্তি সূত্রে ॥ ৬৭
তস্মাদেতদমহাপাপং কর্তুং নাইসি ভাবিনি । তদেতদুঃখমুৎপন্নং তৎসর্গং শাস্ত্রিমেষাতি ॥ ৬৮
ইতুক্তা মূনির্ন সাক্ষী নিশমা তনমুগ্রহম্ । বিললাপাতিদুঃখার্থী নিগৃহ্য চরণৌ মুনৈঃ ॥ ৬৯
ওক্ষোহপি তাং পুনঃ প্রাহ সর্গশাস্ত্রার্থকোষিদঃ । মা রোদী রাজতনয়ে শ্রমমগ্নাং গমিষ্যামি
মা মুকোক্ষ মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তত্ত্বতঃ । তস্মাচ্ছোকং পরিভাজ্য কুরু তালোচিতাঃ ক্রিয়াম্
পতিতে বাতিমূর্খে বা দরিদ্রে বা শ্রিয়াধিতে । দুর্লভে বা দত্তৌবাপিমৃত্যোঃ সর্গতুল্যাতা ॥
নগরে বা বনে বাপি সপ্তদ্রে পর্সতেহপি বা । বংকুতং জহ্বন! যেন তল্লোকবার ন সংশয়ঃ ॥ ৭০
অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্ । সুখাশ্রপি তথা যন্তে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে ॥ ৭১
যদমং পুরাতনং কর্ম তত্তদেবেহ ভুজ্যতে । কারণং দৈবমেবাত্ম নাহোহন্ত্যোপাশিকোজনঃ ॥ ৭২
গর্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বাপি বার্ষিকৈ । মৃত্যোর্বশং প্রয়াতব্যং জহতিঃ কমলাননে ॥
চন্তি পাতি চ গোবিন্দো জহুন্ কর্মবশস্তিতান্ । প্রবাদং গোপসন্তাজ্ঞা হেতুমাভ্যেযু জহু ॥ ৭৩
তস্মাদেতদমহদুঃখং পরিভাজ্য সুখীভব । কুরু পত্ন্যাস্ত কর্মানি বিবেকেযু স্থিরা ভব ॥ ৭৪
এতচ্ছরীরং দুঃখানং বাধীনামমূর্তেধুভম্ । দুঃখভোগমহৎক্লেশাকর্ষপাশেন যন্তিতম্ ॥ ৭৫
ইত্যামস্ত মহাবুদ্ধিস্থখা কর্মণাকারয়ৎ । তাত্ত্বশোকা চ মা তথী ববন্ধে চারবীন্মনিম্ ॥ ৮০
কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তঃ পরার্থফলকাক্ষিণঃ । নহি জমাঃ স্বভোগার্থং ফলন্তি পৃথিবীতলে ॥ ৮১
গোহস্তদুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাকৈঃ প্রবোধয়েৎ । স এব বিষ্ণুঃ সর্বশো মতঃ সর্গহিতে রতঃ ॥ ৮২
অন্যদুঃখেন যো দুঃখী গোহস্তহর্ষণে হমিতঃ । স এব জগতামীশো নররূপধরো हरिঃ ॥ ৮৩
সন্তিঃ কৃতানি শাস্ত্রানি সুখদুঃখবিমুক্তয়ে । সর্গেষাং দুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি ॥ ৮৪
যত্র সন্তঃ প্রবর্তন্তে তত্র দুঃখং ন বাধতে । বর্ততে যত্র মার্তিঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ ॥ ৮৫
ইত্যোদংবাদিনী মা তু স্বপত্ন্যাশোক্তরাঃ ক্রিয়াঃ । চকারতৎসরিজীরে মূনিচৌদিতমার্গতঃ ॥ ৮৬
তস্মিন্মুনৌ শবং দৃষ্টে স রাজা দেবদ্রাডিব । জগদ্বিমানকোটিশঃ প্রপেদে পরমং পদম্ ॥ ৮৭
কলেবরং বা তদস্য তদ্বক্ষ্যামি সত্তমাঃ । যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স বাতি পরমং পদম্ ॥ ৮৮
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সর্গশাতকৈঃ । পরং পদং প্রয়াভ্যেব মহত্তিরবলোকিতঃ ॥ ৮৯
পত্ন্যঃ কৃতক্রিয়া মা তু গহাশ্রমপদং মুনৈঃ । চকারানুদিনং তত্র শুশ্রুখামাদরাং পরাম্ ॥ ৯০

ইতি ব্রহন্নারদীয়ে পুরাণে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

স্মা তস্মাশুদিনং চক্রে শুক্লাবাং ভক্তিমংযুতাম্ । ভূলেপনাদিভিঃ সমাক্ সাক্ষী সঙ্ঘাবসংযুতাঃ
গতে বহুতিথে কালে গরেণ মহিতং স্মৃতম্ । লেভে পুণ্যতমে কালে শুক্লাবাংগতকল্মষা ॥ ২
অহো সংসঙ্গতির্লোকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ । ন দদাতি শুভং কিংবানরাণাং মুনিসত্তমাঃ
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পটেঃ । তৎসর্গং নাশয়ত্যন্ত পরিচর্যা মহাত্মনাম্ ॥
জড়োহপি যাতি পুঙ্খাহং সংসঙ্গাজ্জগতীভলে । কলামাত্রোহপি যচ্চক্ষুঃ শব্দানা স্বীকৃতোবধা
সংসঙ্গতিঃ পরামৃদ্ধিং দদাতি হি নৃণাং সদা । ইহামুত্র চ বিশ্রেষ্ঠাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাসুতঃ ॥ ৬
অহো মহদুত্তমান বকুঃ কঃ সমর্থো মুনীশ্বরাঃ । গর্ভস্থিতো গরো নদ্রেঃ গন্তেষুপি সমাশ্রয়ঃ ॥ ৭
গরেণ মহিতং পুত্রং দৃষ্ট্ৱ তেজোনিধির্মুনিঃ । জাতকর্ষ চকারাগৌ নাম্মা চ মগরং তথা ॥ ৮
পুপোষ মগরং দালং মধুকীরাদিভির্মুনিঃ । তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈর্দৌর্লভ্যং তেজগাং নিধিঃ ॥ ৯
কুড়া চৌড়াদিকর্ষ্যাণি মগরস্য মুনীশ্বরঃ । শাস্ত্রাণাধ্যাপয়ামাস রাজবোধ্যানি মন্ত্রবিৎ ॥ ১০
সমর্গং মগরং দৃষ্ট্ৱ কিঞ্চিদ্ভক্তিগণেশবম্ । মন্ত্রবৎ সর্ষশস্ত্রাণি দত্তদান্ মুনিসত্তমঃ ॥ ১১
মগরঃ শিক্ষিতস্তুে ন সমাপৌর্ষেণ সত্তমাঃ । বভূব বলবান্ ধর্মী কৃতজ্ঞো গুণবাক্ষুচিঃ ॥ ১২
ধর্মজ্ঞঃ সোহপি মগরো মূনেরমিতবিক্রমঃ । গমিৎকুশাদিকং সোহথ কলার কলামুপানয়ৎ ॥ ১৩
ন কদাচিদ্গুণনিধিঃ প্রণিপত্য সমাতরম্ । উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত মগরো দিনস্মারিতঃ ॥ ১৪

মগর উবাচ ।

মাতঃ ক যাতো মতাতঃ কৃতাস্তে নাম তস্ম্য কিম্ । সোহপি কঃ সর্ষমেতন্মে যথাবদকুমঃ সি ॥
পিত্রা বিহীনা যে লোকে জীবন্তোহপি যুতোপমাঃ । তিদ্দোহপি পিত্রা যস্ম্যাস্তে স পনদোপমঃ
যস্য মাতা পিতা নাস্তি স্তথ তস্য ন বিদ্যতে । ধর্মহীনো যথা মর্গঃ পরজানুত্র সত্তমে ॥ ১৭
মাতঃ পিতৃবিহীনস্তাপাঙ্গস্তাপাবিবেকিনঃ । অপুত্রস্য বৃথা কস্য কণত্রয়স্য চৈব চি ॥ ১৮
চক্লহীনা যথা রাত্রিঃ পদ্মহীনং যথা মরুঃ । পতিহীনা যথা নারী তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ১৯
ধর্মহীনো যথা জন্তুর্ধনহীনো যথা গৃহী । শিক্তহীনং যথা বেগু তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ২০
হরিভক্তিবিহীনস্ত যথা ধর্মো মুনীশ্বরাঃ । ন কলেত মনুষ্যাণাং তথাহপিতৃকজীবনম্ ॥ ২১
অস্বাধারো যথা বিশ্রোহনাতিথেয়ো যথা গৃহী । দানগুচ্চং যথা দ্রব্যং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ
সত্তাহীনং যথা বাক্যং সন্ধির্হীনা যথা মতা । তপো যথা দর্যাহীনং তথা পিতৃবিয়োজিতঃ ॥ ২৩
গুণহীনা যথা নারী জলহীনা যথা নদী । অশান্তিদা যথা বিদ্যা তথাহপিতৃকজীবনম্ ॥ ২৪
যথা লঘুতরো লোকে মাতর্যাক্রাপরো নরঃ । তথা পিতৃবিহীনস্ত লবুর্হঃবশতাবিতঃ ॥ ২৫

শ্রুত উবাচ ।

ইতীরিতং শ্রুতেনৈবা ঋত্বা নিবশ্য হুঃখিতা । আদিভস্ত যথাহুতং সর্গং তেষ্ম শ্রবৈদয়ৎ ॥ ২৬
তচ্ছ্রুত মগরং ভূতঃ কোপসংরক্তলোচনঃ । হনিষ্যানি ত্রিপূন্ সদাঃ প্রতিজ্ঞামকরোত্তমা ॥ ২৭
প্রদক্ষিণীকৃত্য পুনর্জননৌৎ প্রণম্য সঃ । প্রস্থাপিতঃ প্রতপে চ তেনৈব মুনির্ন তদা ॥ ২৮

ঔর্য্যপ্রাধানিক্রান্তঃ সগরঃ সত্যবাকৃষ্ণচিঃ । বশিষ্ঠ প্রাপ্তবান্ নীলঃ স্ববংশস্ত পুরোহিতম্ ॥২৯
 অণমা কলঙ্করবে বশিষ্ঠদমনে সূদীঃ । সর্কঃ বিজ্ঞাপয়ামাস জ্ঞানদৃষ্টা বিজ্ঞানতঃ ॥ ৩০
 অশ্রাজঃ বাক্ষসঃ বাক্ষমায়েনঃ সগরো নপঃ । তথা দেব যুনেরাপ গজাপানুগমঃ ধনুঃ ॥ ৩১
 ততস্তেনাভাতুজাঃ সগরঃ সৌম্যনশ্ববান্ । অশীতিঃ প্রেমিতঃ সদাঃ প্রভয়ে প্রণিপতা তম্ ॥
 একেনৈব তু তাপেন সগরঃ পতিপত্নিনঃ । সপুত্রপৌত্রান্ সগরানকরোঃ সর্গবাসিনঃ ॥ ৩৩
 জ্ঞাপনুজবান্ অশ্রিতপুত্রায়ে অরাতয়ঃ । কোচধিন্দ্রাঃ সজস্তাশ্বা চাক্ষে প্রহৃদবুঃ ॥ ৩৪
 কেচিনিকীর্ণকেশাশ্চ বলীকৌশলি সংহিতাঃ । ভৃগাশ্চতক্ষরন্ কেচিন্দ্রাশ্চ বিবিস্তলম্ ॥ ৩৫
 শকাস্চ ববনাক্ষেব তথা চাক্ষে মণ্ডীভূতঃ । তদক্ষরঃ শংখঃ জগ্মুর্বশিষ্ঠঃ প্রণলোলুপাঃ ॥ ৩৬
 ক্রিতক্ষিত্তির্দীপ্তপুত্রোঃ পিতৃনু গুরুগমৌগগান্ । চারৈর্বিজাতবান্ সদাঃ প্রপেদে গুরুমব্রিধি ॥

তমাগতঃ সাতপুত্রঃ নিশমা সুনির্দীপিতঃ শরণাগতাঃস্তান্ ।

জাতুঃ পিতৃপুত্রিগতঃ কতুঃ বিচাঃপ্রায়াস উদা ক্ষণেন ॥ ৩৮

চকার পাণ্ডিকানু যুগানু ববনানু লক্ষ্মদুর্জান্ । অশাশ্চ অশ্রলানু যুগানশ্চানু বেদবহিকৃতান্ ॥
 বশিষ্ঠমেননা তেন ততপ্রায়াসানীক্ষ্য সঃ । প্রহরপ্রাঃ সগরস্তঃ গুরুঃ তপসার নিধি ॥ ৪০

সদা উবাচ ।

ভো ভো গুণো হুণজরানেন্তানু সক্ষমি কিং বো । সন্তোষাং হনিষ্যামি মদ্রাহিরণোদ্যানান্ ॥
 দুষ্টা তু ব তপোভেদে ন বর্ষ্যস্ত পিতৃপুত্রবুধঃ । য এব সন্তোষাশায় হতুভূতো ন সংশয়ঃ ॥ ৪২
 বাবভে প্রবন মতা দুর্জনাঃ সন্তোষাঃ সগরঃ । ত এব বলীনাশ্চেতঃ চেতহতাত্তনাধুতাম্ ॥ ৪৩
 অতো মাতাপুত্রঃ কস্য থনাঃ কলবচেতসঃ । প্রবঃ কলান্তি কার্পণ্যঃ সাবঃ আঃ প্রবলঃ বলম্ ॥
 নাসত্যং শক্রানঃ সাঃস্তান ব পৌত্রদম্ । সাবুভাবঃ সর্পাণাঃ প্রৈয়কানী ন বিশ্বমেৎ ॥ ৪৫
 প্রহাং কুর্ষ্যত পুর্ষঃ যানু সন্তানু দণ্ডয়নু বলাঃ । তানু নৈব দর্শয়িত্বাত সনামর্থ্যাবিপ্ল্যায়ে ॥ ৪৬
 নিশনা ক্রিষ্ণয়া পুর্ষঃ পাতকঃ হবদনু যয়া । বতীব ককনঃ বাকার বদন্তোব ভয়াবলাঃ ॥ ৪৭
 প্রৈয়কানী গুণো বহু নপিত্রশাস্ত্রার্থকৌবদঃ । সাবুভঃ দাগভাবঃ থলানার নৈব বিশ্বমেৎ ॥ ৪৮
 না হকষ ননঃনীলঃ দুর্জনে প্রাতিঃ গতে । অসংস্রা থলাঃ কোপাদাহরনোব ভীবনম্ ॥ ৪৯
 দুর্জনে প্রাতিঃ যাতঃ মৈত্রঃ কৈতবশীলিনম্ । দুষ্টাক ভাবাঃ বিশ্বদুস্তা মৃত এব ন সংশয়ঃ ॥
 মা ব্রহ্ম তস্মাদেতান বৈ পৌত্রপানু বপুত্রকাম্বিনঃ । হৈতানথিলাঃক্র স্বপ্রমাণামহীভুতৈঃ ॥
 বশিষ্ঠপুত্রঃ ক্রমঃ মনসি ভীতমাস্তবান্ । কলভার নগরশাস্ত্রঃ স্প্রাঃ নিদনভাষত ॥ ৫২

বশিষ্ঠ উবাচ ।

সাপু সাপু মগাভান সত্যমাধ ন লংশমঃ । তথানি মদ্রঃ ক্রমঃ পতঃ শান্তিঃ লভস্ব তৎ ॥ ৫৩
 নয়েতা নিগতাঃ পুত্রঃ স্বপ্রাতজ্ঞাবিরোধিনঃ । হতানার হমনে কীর্তিঃ কা নমুৎপৎস্ততে তব
 পুপুশ জতুৎ সত্রে কর্মপাশেন নাজিতাঃ । তথাপি পাতৈর্নিহিতাঃ কিমর্থঃ তানু হনিষ্যামি ॥
 দেহন্ত পাপজনিতঃ পুর্ষমেবৈনমা ততঃ । আজ্ঞা হতেদাঃ পূর্ণভাচ্ছাভানামেয় নির্ণয়ঃ ॥ ৫৬
 অকর্মফলভোগিনার হেতুমায়া হি জতুৎ । অস্মাদি দৈবমুখানি দৈবাহীনমিদং জগৎ ॥ ৫৭
 তস্মাদেকবঃ হি সাব্ধনার বক্ষিতা দুঃশিক্ষিতা । ততো নৈবৈবস্বতলৈঃ কিং কার্যং সাধাতে বদ
 শরীরঃ পাপসংহতঃ পাপেনৈব প্রবর্ততে । পাপমূলমিদং জাত্য কথং হন্তং সমুদাতঃ ॥ ৫৯

আত্মা শুক্লোহপি দেহহো দেহীতি ধ্রোতাতে বৃথৈঃ । তস্মাদিদং বপুর্ভূপা পাপমূলং ন সংশয়ঃ
পাপমূলং বপুর্ভূতঃ কা কীৰ্ত্তিষ্ঠব বাহুভ । অবিষাভীতি নিশ্চিন্তা তান্ নাহংস উতঃ পরম ॥ ৬১

শ্রুত উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা তুর্যোবাঁকাঃ বিরবাম স কোপিতঃ । স্পৃশন্ করোণ সগরঃ নমন্য চ মুনিমুদা ॥ ৬২
অখাণসনিবিস্তৃত্য নগরশ্চ মহাশ্রবঃ । রাজ্যান্তিযেহং কৃতদানু মুনিমঃ নর শ্রুতৈঃ ॥ ৬৩
ভার্য্যাস্বরূপ তস্মানীং কেশিনী মুমতিস্বখা । কৌশিকশ্চ বিদতিষ্ঠ অনয়ে মুনিমুদমাঃ ॥ ৬৪
রাজো প্রতিষ্ঠিতঃ শ্রুত্বা মুনিমৌষধিপোনিমিঃ । বনান্যাতা রাজানং সভাষা স্বাশ্রমং যবৌ ॥
কদাচিদগ্ন ভূগত্ব ভার্য্যাতারং প্রার্থিতো মুনিঃ । বহুং কদাৎসাতার্থমৌষধৌ ভানয়মবধিৎ ॥ ৬৫
ওঁসঃ স প্রার্থিতস্তাতাঃ পরমেণ সমাধিনা । কেশিনীং মুমতিমৈঃ প্রোক্তদানু হবসন্ মুনিঃ ॥

মুনিরুবাচ ।

একা বংশধরঃ পুত্রমগ্না যত্মতানি চ । অজ্ঞানতঃ স প্রতিমন্তঃ শুভাশু বিষতামিতি ॥ ৬৬
কেশিকেকমুতঃ বহুং বংশভেদৈঃ বিচক্ষণা । অজ্ঞানি বহুং পুত্রানারং বহুং বা যুতানি চ ॥ ৬৭
কেশিকেকমুতঃ নেত্রে সমমণ্ডনম্ অকন্ । অমাত্যঃ যতিঃ পুত্রাণাং মহত্যাভবন্ মুমে ॥ ৭০
অসমজ্ঞননাথী তু বানহেনাপি নহমাত্যঃ । অসমজ্ঞনকর্মাণি চকারৌষধিপতিতঃ ॥ ৭১
অতঃ দৃষ্ট্বা সাগরাঃ সর্পে হানন্ হুল্লং চেতনঃ । তদালভাবকং ছেতি মেঘে বাতশ্রুতো মূপঃ ॥ ৭২
অগৌ কষ্টতরা লোকে দুর্জনানারং হি সমুদ্রিঃ । কাক্লিকস্তাতাতে বক্তিরাম যৌগমাত্রতঃ ॥ ৭৩
অংকমান্ নাম তনমৌ ক্ষেত্রে বৈ হুমমণ্ডনঃ । অংকমগ্না তদবান ধর্ম্মা পিতামহতিতে রতঃ ॥ ৭৪
দুর্গুণৈঃ সাগরাঃ সর্পে লোকোপদ্রবকারিণঃ । অংকমিনবতীং চ-ভানন্তরায়া ভবতি তে ॥ ৭৫
হুতানি জ্ঞানি যজ্ঞেষু চবীষি বিদিতবিত্তৈঃ । অহুতুস্ত নিগলানি নিরাভ্যুদয়কমঃ ॥ ৭৬
স্বর্গীকাজতা মততাঃ কদাদাস্যসংস্রিয়ঃ । পিতৃন্যাতাঃ সাগরঃ চৈতন্যো কা কল্যায়কঃ ॥ ৭৭
পারিজাতাদিহৃক্ষানারং পুশ্পান্যাদান তে বলাঃ । অশরীরান্যাদানানু নদাপা নদরাসিণাঃ ॥ ৭৮
আজহুঃ নাদুবিষ্টানি সঙ্গদস্থাননাশয়ন্ । নিজেহ বহুং যত্র কা বাননৌষতাত্তনানিন্য ॥ ৭৯
এতদ্দৃষ্ট্বাতিদুঃখার্থী দেবা ঈক্ষাদনয়না । যিবারং সারসং চক্ররেতেষা নাবতেভবে ॥ ৮০
নিশ্চিন্তা বিন্ধ্যাঃ সর্পে পাভাজাতুরমৌচরম্ । কপিলঃ বিষ্ণুনদুশং যতঃ আচ্ছিন্নকপিণম্ ॥ ৮১
ধায়ন্তঃ বিষ্ণুনাং বিষ্ণুং পরানৈককল্পপিণম্ । প্রণীতঃ সগরঃ মোহুপুষ্টিদশাসুদা ॥ ৮২

দেবা উচুঃ ।

নমস্তপোনিবে ভুভার ভাঙরাগাদিশালিনে । নররূপপরিচ্ছন্নবিষবে ত্রিকবে নমঃ ॥ ৮৩
নমঃ পবেশভক্তার লোকান্ত্রগ্রহেভবে । সংসারগোদাবাদি-জ্ঞানসম্পন্ন তে নমঃ ॥ ৮৪
মহতে বীতকামাঃ ভুভার ভুরৌ নমো নমঃ । সাগরেভুঃ বিজ্ঞানজা দাতব্য শরণাদতান্ ॥ ৮৫
ইতি শ্রুতঃ কপিলমিঃ নঙ্গশাস্ত্রবিশারদঃ । উবাচ হবসন্ দেবানং পাবংসপরিপুঞ্জিতান্ ॥ ৮৬

কপিল উবাচ ।

যে নাশং ক্ষরমা নান্তি সম্পদাযুর্ধশোবলৈঃ । ত এব লোকান্ বাধতে নাজিঞ্চদার শ্রোতমাঃ
যন্ত বাধিতুম্হাতো জনান্ নিরপরাদিনঃ । তং বিন্যাস সর্পলোকেষু পাপভোগরতঃ দুশাঃ ॥ ৮৭
কামনা মনসা বাচা যদ্রুতান্ বাধতে মদা । তং হস্তি দৈবদেবাতঃ নাত্র দার্যা বিচারমা ॥ ৮৮

আয়ুঃসন্তানভোজোভির্ঘঃ শীঘ্রং নাশমেবাতি । স বাধতে জনং সর্কস্মিতি সন্তো বদন্তি হি ॥১০
 অহোভিরলৈরেষাশু ভেষাঃ নাশো ভবিষ্যতি । তন্মাদুঃখং পরিভাজ্য মচ্ছদ্যঃ নাকমুত্তমাঃ ॥
 ইত্যাশ্রা মুনির্না ভেন কপিলেন মহাশ্রনা । ঐশ্বর্য্য তং যথাস্থায়ং গতা নাকং দিবৌকসঃ ॥ ১২
 অত্রাস্তরে তু সগরো বশিষ্ঠাদৈর্ঘ্যমহমিতিঃ । আরোহে হরমেধাখ্যং বজ্রং কর্ত্তুমুত্তমম্ ॥ ১৩
 তং বজ্রবোজিতং সপ্তিমপদ্মত্যা সুরেশ্বরঃ । পাতালে স্থাপয়ামাস কপিলো গত্র তিষ্ঠতি ॥১৪
 গৃঢ়বিগ্রহশক্রেণ কৃতমবল্ল সাগরাঃ । অজ্ঞাতা বলধূর্লোকান ভূরাদীন্ সপ্ত বিস্মিতাঃ ॥ ১৫
 অদৃষ্টগন্তরস্তুত্র পাতালে গচ্ছমুদ্যতাঃ । চতুর্মুখীভলং সর্কৈ দেকৈকয়োজনং পৃথক্ ॥ ১৬
 মৃত্তিকাং পলিতাং কাঞ্চিদক্লিভীরে সমাকিঞ্চন । একৈকযোজনোদ্ভূতাঃ প্রত্যেকস্তে হৃতক্ষরন্
 উদ্ধারেণ গতাঃ সর্কৈ পাতালং সগরাঅজাঃ । বিচেষ্টেন্তো চরং তত্র যদুঃ শীঘ্রং ব্রমাতলম্ ॥১৮
 ভ্রাতাপশুন্ মহাশ্রনাং কোটিসূর্য্যামশ্রভম্ । কপিকং দ্যাননিরতং সপ্তিষ্টৈব তদভিক্ ॥ ১৯
 ঐশ্বর্য্যঃ পাপনিরতাঃ সাগরা অবিবেকিনঃ । সর্কৈ তে মহমা হে ত্য মুনিং বন্ধুঃ সমুদ্যতাঃ ॥
 হস্ততাং হস্ততামেব বধ্যতাং বধ্যতামিতি । গৃহতাং গৃহতামাশু ইত্যাচুস্তে পরস্পরম্ ॥ ১০১
 হস্তাখং গাবুবদমৌ বকথ্যানপরায়ণঃ । আড়ম্বমহৌ লোকৈ কুর্কস্মিতি সততং খলাঃ ।

ইত্যাশ্রবন্তো জহসুঃ কপিলং তে মুনীশ্বরম্ ॥ ১০২

সমস্তেন্দ্রিয়সম্মোহং নিব্রমাত্মানমাত্মনি । পশুন্ মুনিবরস্তেষাং তৎকর্ম্মজ্ঞোহভবন্নহি ॥ ১০৩
 আসন্নমৃত্যবস্তুত্ব বিনষ্টমভ্রমৌ মুনিম্ । পতিঃ সন্তোড়্রামাসুর্বাছক জগৃহঃ পরে ॥ ১০৪
 পরিভাজ্যসমাবিস্ত তান্ দৃষ্টৌ বিস্মিতৌ মুনিঃ । উবাচ ভাবগন্তোরং লোকোপদ্রবকারিণঃ ॥ ১০৫
 ঐশ্বর্য্যমদমন্তানাং ক্ষুধিতানাঞ্চ কামিনাম্ । অহংকাররতানাঞ্চ বিবেকো নহি জায়তে ॥ ১০৬
 নিধেরাধারমাত্রেণ মহী জ্বলতি সর্কদা । তমেব মানসো ভূহা জ্বলতীতি কিমভুতম্ ॥ ১০৭
 কিমত্র চিত্রং সৃজনান্ বাধস্তে যদি দুর্জনাঃ । মহীকহারস্তটকহান্ পাতয়ন্তি নদীরয়াঃ ॥ ১০৮
 যত্র শ্রীর্ঘৌবনং বাপি পরদারোহপি তিষ্ঠতি । তত্র সর্কাক্রিতা নিভামোটক্কাপি প্রজায়তে ॥
 অহৌ কনকমাহাত্ম্যং ব্যাখ্যাতুং কেন শক্যতে । নামনামাদহৌ চিত্রং বৃন্তুরোহপি মদপ্রদঃ
 ভবেদ্যদি ধলস্ত্রীঃ সৈব লোকবিনাশিনী । যথা সথাগ্রেঃ পবন উরগস্ত পরৌ যথা ॥ ১১১
 অহৌ ধনমদাক্ষস্ত পশুরপি ন পশুতি । যদি পশুভ্যাঅহিতং স পশুতি ন সংশয়ঃ ॥ ১১২
 ইত্যাশ্রা কপিলঃ ক্রুদ্ধো নেত্রাদ্যিঃ বিস্টেবানু । ন বহিঃ সাগরান্ সর্কান্ ভ্রমাদকরোত্তদা
 তত্রৈত্রজানলং দৃষ্টৌ পাতালভলবাসিনঃ । অকালপ্রলয়ং যত্র চুক্রুতঃ সকলা জনাঃ ॥ ১১৪
 তদমিতিপিভাঃ সর্কৈ দন্দশূকাক্ষ রাক্ষসাঃ । সাগরং বিবিশুঃ সর্কৈ সতাং কোপো হি হুঃসহঃ
 অথ তস্ত মহীপশু সমাগম্যাক্ষরং তদা । নারদঃ সগরারৈতদ্যথাবৃত্তং ব্রবেদয়ৎ ॥ ১১৬
 এতং সর্কং সমাকর্ষ্য সাগরঃ সর্কবিৎ প্রভুঃ । দৈবেন শিক্ষিতা দৃষ্টৌ ইত্যাচাতিহবিতঃ ॥ ১১৭
 মাতা বা জনকো বাপি ভাতরস্তুনরোহপি বা । অর্থং কুরুতে নিত্যং স এব রিপুরুচ্যতে ॥
 যঃ স্বধর্ম্মেবনিরতঃ সর্কলোকবিরোধকৃৎ । তং রিপুং পরমং বিদ্যা চ্ছাত্রাণামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১১৯
 সাগরঃ পুত্রনাশেহপি ন কদাচিচ্ছুশোচ হ । হুর্ক্ তুমিধনং যস্মাং সতামুৎসাহকারণম্ ॥ ১২০
 যজ্ঞেধনবিকারহাদপুত্রাণাং মহাপতিঃ । অসমঞ্জসপুত্রং তং পৌত্রং জগ্ৰাহ পুত্রবৎ ॥ ১২১
 অংকুমন্তং মহাবীর্ঘ্যং সুবিরং বাধিদাং বরম্ । যুযোজ সারবিভূপো যথানয়নকর্ম্মণি ॥ ১২২

স গতা ভবিলস্বারা দৃষ্টী তং মুনিপুত্রবম্ । কপিলং ভেজমাং রাশিং সংপূজ্য চ ননাম চ ॥১২০
কৃতাজ্জলিপুটৌ ভূতা বিনয়াং পার্শ্বসংস্থিতঃ । অর্থাদিপূজিতং শান্তং মুনিমেতদ্ভাচ সঃ ॥১২৪
অংতুমানুবাচ ।

দৌঃশীলাং সৎ কৃতং ব্রহ্মন্ মন্তাতিতলুংক্ষমস্ব মে । পরোপদেশনিরতাঃ ক্ষমামাত্রা হি সাধবঃ ॥
দুর্জনেহপি সৎসু দয়াং কুর্ন্ততি সাধবঃ । ন হি সংহরতে জোঃপ্রাং চক্ষুশ্চাতালবেশ্মনি ॥১২৬
বাধ্যমানোহপি সূজমঃ সর্কেষাং হিতকৃৎষেৎ । দদাতি পরমাং তৃষ্টিং ভুজ্যমানোহমরৈঃ শনী
দারিত্র্যেহিতি বাস্ত্যামোদেনৈব তু চন্দনঃ । সৌরভং কুরুতে সর্কং তপৈব সূজনো জনঃ ॥
স্বশাস্ত্যা তপসাচারৈঃ সদৃগুণস্থা মুনীশ্বরাঃ । সঞ্জাতাঃ শাসিতুংলোকাংস্তানুবিহুঃ পুরুষোত্তমান
নমো ব্রহ্মন্ যুনে ভূতাং নমস্তে ব্রহ্মমূর্তিরে । নমো ব্রহ্মণীলায় ব্রহ্মবানপরায় তে ॥ ১৩০
ইতি স্ততো মুনিস্তেন প্রসন্নবদনস্তদা । বরয়েতি বরং প্রাহ প্রমত্তোহস্মীতি সাদরম্ ॥ ১৩১
এবমুক্তে মুনৌ তস্মিন্নংগুমানু প্রবিপতা তম্ । আপ্রাশ্মৎ পিতৃন্ ব্রহ্মলোকমিত্যভ্যভাষত ॥
ততস্তস্মোক্তিমন্তুঠৌ মুনিস্তং প্রাহ সাদরম্ ॥ ১৩৩

কপিল উবাচ ।

গঙ্গামানীয়ে পৌত্রস্তে বয়িষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৩৪
তৎপৌত্রেন সমানীতা গঙ্গা পূণ্যজলা নদী । কৃতে তান্ অতপাপান্ বৈ ময়িষ্যাত পরং পদম্
প্রাপয়েমং হরং পুত্র পিতামহমথোচিতম্ । ভব বর্ষপরো নিত্যমতঃ প্রোয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৩৬
ইতুক্তঃ স প্রণম্যাতু চরমাদায় সত্বরঃ । সগরঃ তং পুনঃ প্রাপ্য যথাবৃত্তং স্তবেদয়ৎ ॥ ১৩৭
জজ্ঞে হংসুমতস্তস্মাদ্বিলীপ ইতি বিকৃতঃ । তস্মাদ্ভগীরথো জাতো গঙ্গামাক্রান্তবান্ হি যঃ ॥
ভগীরথায়ৈ জাতঃ সূদানাথো মহাবলী । তস্ত পুত্রো মিত্রসহঃ সঙ্গলোকেণ বিকৃতঃ ॥১৩৯
বশিষ্ঠশাপতঃ প্রাপ্তঃসৌদামনো ব্রাহ্মণী তনুম্ । গঙ্গাবিন্ধুভিব্যেকেন বিন্ধুজিং প্রাপ্তবান্ পুনঃ
ইতি ব্রীহদ্রারদৌরে পুরাণেঃষ্টমোঃধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ উঃ ।

শপ্তঃ কথং বশিষ্ঠেন সৌদামনো ব্রহ্মসুতম্ । গঙ্গাবিন্ধুভিব্যেকেন কথং ভূয়ো বিমোচিতঃ ॥ ১
সর্কমেতদশেষেণ সূত নো বকুর্মহি । গুণতঃ বদতাংকৈব গঙ্গা পানপ্রণাশিনী ॥ ২
সূত উবাচ ।

সৌদামঃ সর্কধর্মজঃ সর্কজো গুণবাঙুচিঃ । বভূজে পৃথিবীমেতাং ধর্মকটননিষ্ঠিতঃ ॥ ৩
সগরেন যথা পূর্কং মহীষং সপ্তসাগরা । ব্রহ্মিতা তেন বিবিদং তথা ধর্মাবিরোদিনী ॥ ৪
পুত্রপৌত্রসমায়ুক্তঃ সর্কেশ্বাসমস্থিতঃ । ত্রিশদধমহস্যানি বভূজে পৃথিবীং পুরা ॥ ৫
সৌদাম একদা রাজা মুগদ্যভিহতির্দনম্ । বিদেশঃ সবলঃ সমাক্ শোভিতো জাত মদ্রিতিঃ ॥ ৬
ননৈ স বিচরন্ রাজা নিসৃদন্ মুগসংগম্ । আজগাম নদীং দেবাং যথাক্ষেহতিপিপাসিতঃ ॥ ৭

সুদানভনয়ন্তত্র কুহা কর্ণাণাতল্লিতঃ । ভূক্কা চ মজ্জিভিঃ সার্কিঃ নিশাঃ তত্র নিমায় সঃ ॥ ৮
 ততঃ প্রাভঃ সমুদায় কলাঃ কর্ণ সমাপা চ । বজ্রাম মজ্জিভিঃ সার্কিঃ যুগ্মগাভিরতিবনে ॥ ৯
 বনাপনান্দরঃ গগনৈক এব মণীপতিঃ । আকর্ষকৈবান্ মন্ কুক্ষসারঃ সমুদায়ন ॥ ১০
 একদাঃ দৃষ্টেনৈনোদগাবহুগচ্ছন্ যুগ্ম কর্ণম্ । দ্বাভ্যম্ গুহ্যসংস্থঃ দৃষ্টেবান্ সুরতে রতম্ ॥ ১১
 গুহ্যমানঃ সজ্জিতঃ প্রাণায়োঃ সমুখা বদে । পাতিয়ামাস ভট্টৈকঃ শরৈঃ শরমদ্রবিঃ ॥ ১২
 পতিমানোঃ ভবদাত্তো যোজননি শদায়ত । সমাভমেঘনিদোষো রাক্ষসো ঘোরবিগ্রহঃ ॥ ১৩
 পতিতঃ রাক্ষসঃ বীক্ষ্য বায়োহিহো বেসমংবৃত । প্রতিক্রিয়াঃ করিষামীত্বা ত্ৰা চাতুর্দধেত্ততঃ
 রাজাপি ভয়নানয়ো দৃষ্টে নৈকেন তদনেন । কথয়ন্ মজ্জিগাঃ সর্পঃ স্থঃ পুরীঃ ন শুবর্তত ॥ ১৫
 সমরাজা স্বপুঃ প্রাপ্য সমালঙ্কারম যুত্তমঃ । ধৃতঃ পৃথিবীমেতাঃ শশাম হৃদি শঙ্কিতঃ ॥ ১৬
 গতে বহুতিথে কালে স্বয়মেন্দ্রমথ নৃপঃ । অরোহে পরমধীতো বশিষ্ঠাদৌমুণীপরৈঃ ॥ ১৭
 তত্র বজ্রানিদেবানঃ হৃদির্দ্বা বথাবিধি । সমাপ্য যজ্ঞঃ নিষ্কাত্তো বশিষ্ঠঃ স্নানকারণাঃ ॥ ১৮
 অত্রানুরেঃ বসন্তোদয়মৌ নৃপোনাটনেন বাণিতঃ । কর্ণঃ প্রতিক্রিয়ামৈশ্বায়াতঃ ক্রোধমুর্জিতঃ
 সুরতে কিরমানে হুংবর্তীঃ হতবান্ কুপঃ । তেনৈব হুঃখিতো দৈত্যঃ সমাগ্রাত্তোহতিকোপনঃ
 সমাগ্রসমুদায়ঃ প্রবর্তে বশিষ্ঠেবেশতঃ তথৈব কুহা ।

সমুদয়ঃ সমাগ্রসমুদায়ঃ ভোজনার্থং মাংসং সমেয়ামায়ামভূবাচ ॥ ২১

ভূয়ঃ সমাগ্রসমুদায়ঃ ভোজনং দদৌ মানুষ্যমাংসমাত্ত ।

বিত্তম্ভ মাংসমিহ ভিক্ষাপাণ্ডে ধূমঃ তুরোরাগমনঃ প্রভীক্ষ্য ॥ ২২

ভুজ্যংসং চেমণীকরং সৌদামো বিনয়াদিতঃ । সমাগ্রস্য গুহ্যেব দদৌ তস্মৈ স সাদয়ম্ ॥ ২৩
 ভূক্কা চিত্তরামাস ত্রিমেতদিত্তি বিম্বিতঃ । অপশ্যমানুষং মাংসং পরমেণ সমাদিনা ॥ ২৪
 অহোহিহা দ্বারো দৌঃশীলমভোজ্যং দত্তবান্ বর্মম । ইতি বিস্ময়মাগরঃ প্রমদ্যভবমুনিঃ ॥ ২৫
 বশিষ্ঠ উবাচ ।

অভোজ্যঃ বহির্জানকঃ দত্তঃ সমাগ্রঃ ক্ষিতীধর । তস্মাৎ ভবাপি ভদ্রঃ এতদেব হি ভোজনম্ ॥ ২৬
 নুমানঃ ব্রহ্মসামেব ভোজ্যং দত্তং কুহা মম । তদুবাচি রাক্ষসঃ তৎ তদাহারোচিতং পরম্
 ইতি শাপ্য দদতামিনুগোদানো ভয়বিস্মলঃ । আজ্ঞতো ভবতিযেতি সঙ্কল্পোহস্ম্য বাজিতপাং
 ভয়ম্ চিত্তরামাস বশিষ্ঠেনৈব ভোজিতঃ । বক্ষ্যম্ বসিতঃ ভূয়ঃ বদাতবান্ জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ২৯
 রাজানি ভগ্নানায় বশিষ্ঠঃ শব্দুন্নাভঃ । যথৈবৈকী দ্বাশাপদ্বয়সমর্পে ময়ীতি সঃ ॥ ৩০
 তদুবাচ শব্দঃ সমুদায়ঃ রাজানঃ ক্রোধমুর্জিতম্ । মদম্ভুতিঃ বিখ্যাতা প্রিয়া তস্মৈ ভূবাচ তম্
 মদম্ভুতিয়া ॥

ভো ভোঃ ক্ষমিতব্যানি ভোজ্যং ন হতমুর্জিতম্ । তস্মাৎ পরমং ভোজ্যং তৎপ্রাপ্তং নাকুতুম্ ॥ ৩২
 তদুবাচ ভূক্কাঃ তদুবাচো বসন্তদৃষ্টমিহ । অতঃ নিজনৈঃ দেশে ভবতি ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥ ৩৩
 ক্রিষ্টেদ্বিহাশবোমিহা তদুবাচো বসন্তদৃষ্টম্ । প্রয়াতি ব্রহ্মসদনমিতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ৩৪
 ততোভো ভূপতিঃ কোণঃ তাত্ত্বা ভাব্যঃ ননক চ । তদুবাচ কুত্র ক্ষিপামীতি চিত্তরামাসচ'অনা
 তজ্জলং বত্র নানিভঃ ভোজ্যম্ নিশ্চিতম্ । ইতি বদ্য জলং তত্ত্ব স্বপাদবভাগেচরৎ ॥ ৩৬
 তজ্জলম্পর্শনাত্রেণ পাদৌ কলহতাং গতো । তদাপ্রভৃতি লোকেহস্মিন্ স কল্যাবহীতিশ্রুতঃ ৩৭

কল্যাণপাদো মতিমান্ প্রিয়য়া শমিতস্তদা । মনসা ভীতিমাপনৌ বদন্তে চরণৌ গুরোঃ ॥ ৩৮
উবাচ ঐশ্বর্যনির্ভূতা বিনয়ান্নয়কোবিদঃ । ক্ষমস্ব ভগবন্ সর্গাঃ নাপরাধঃ কৃত্তো ময়া ॥ ৩৯
পুনশ্চোবাচ ভূপালঃ মুনির্নিবৃত্ত্য হুঃখিতঃ । আজ্ঞানং গর্হয়ামাস অব্যবেকপরাশ্রয়ম্ ॥ ৪০
অব্যবেকো হি সর্গাসাং পরমং পদমাপদাম্ । বিবেকহিতো নোকে নহুদেব ন নঃশয়ঃ ॥ ৪১
রাজস্তু জ্ঞানশূন্যদেতৎকথোচিতং কৃতম্ । বিবেকহিতোহিতোহৈব মহাপাতকঃ সনাচরনঃ ॥ ৪২
বিবেকনিঃতো বাতি নোবা কোবাপি নিকৃতিম্ । বিবেকহিতোহিতোহিতোবা কোবাপানরাতিম্
ঐতুবাচ মুনির্ভূপমিত্তাঞ্জানমাত্মনা ॥ ৪৩

বশিষ্ঠ উবাচ ।

মাতান্ত্রিকমেতদিত্তি দাদশাদঃ ভবিষ্যতি ॥ ৪৪

নপ্ৰাবিন্দ্যভিযুক্তস্ত তাত্ত্বা বৈ ব্রাহ্মসীং ভূম্ । ১২ পুনাক্রপমাননৌ ভোক্ষ্যানে পৃথিবীমিমান্
তদ্বিন্দুমেকমভূতজ্ঞানেন ততকল্যণঃ । হরিমেবাপনৌ ভূমি পত্যাং শান্তির গানধামি ॥ ৪৫
ইতুত্বা ধর্মসম্পন্নো বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং যগৌ । রাজাপি হুঃখসম্পন্নো ব্রাহ্মসীং ভূম্যশ্রিতঃ ॥ ৪৬
ক্ষুৎপিপাসাবিশেষার্থৌ নিত্যং ক্রোধপরায়ণঃ । কৃত্তপাদহৃত্যভীমো বজ্রনি বিজনে বনে ১৩
মৃগাংশ্চ বিবিধাংশ্চ ত্র মাছুবাংশ্চ সর্পীকপান্ । বিচক্ষাংশ্চ ব্রাহ্মাংশ্চ প্রমত্তস্তানভক্ষয় ॥ ৪৭
অস্থিভির্বহুভিবিপ্রাঃ পীতব্রজকলবরৈঃ । বজ্রপ্রোতকোচৈশ্চ তেনাসীদুভয়তরা ॥ ৪৮
কতুত্রয়ে স পৃথিবীং শতযোজনবিস্তৃতাম্ । কুত্বা বিদূষিতাং শশ্টাদনাত্ত্রমগাং পুনঃ ১৪
তত্রাপি কৃত্তবানিথং নরমাংসাশনঃ সদা । জগাম নর্যদাতীয়ে মুনিগির্জানিযোযতম্ ॥ ৪৯
বিচরন্ নর্যদাতীয়ে সর্কলোকভয়ঙ্করঃ । অপশুৎ কথান মুনিং ব্রমভুং প্রিয়য়া সহ ॥ ৫০
ক্ষুধানলেন সন্তপ্তস্তঃ মুনিং সমুপাস্রবৎ । জগ্রাহচাতিবেগেন ব্যাঘ্রো মৃগশিঙং যথা ॥ ৫১
ব্রাহ্মণী স্বপতিং বোক্ষ্য নিশাচরকরহিতম্ । শিরশ্চক্লিষাবাস প্রোবাচ ভয়বিহ্বলা ॥ ৫২

ব্রাহ্মণ্যুবাচ ।

ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়দায়াদ জাহি মাং ভয়বিহ্বলাম্ । প্রিয়াপ্রাণপ্রদানেন অসম্পূর্ণমনোহরান্ ॥
মাম্মা মিত্রসহস্রং হি রবিবংশসমুদ্ভবঃ । ন ব্রাহ্মসন্ততোহনাথ্যঃ পাহি মাং বিজনে বনে ১৫
যা নারী ভর্তৃরহিতা জীবন্তাপি মৃতোপমা । তথাপি বাল্যৈবধবার কিং বক্ষ্যাম্যসি মর্দন ॥ ৫৬
ন মাতাপিতরৌ জ্ঞানে নাপি বন্ধুঃ কথঞ্চন । পতিরেব পতৌ বন্ধুঃ পরমং জীবনং মম ॥ ৫৭
ভবান্বেত্যাখিলান্ ধর্ম্যানু যোষিতাং বর্তনং তথা । ত্রায়স্ব বন্ধুরহিতা বাল্যাপত্যাঃ জনৈশ্চর ॥
কথং জীবামি পতিনা হীনাশ্বিন্ বিজনে বনে । হুহিত্বং তব গতা পাহি মাং পতিদানতঃ ॥ ৫৮
প্রাণদানাং পরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । বদন্তীতি মহাপ্রাজ্ঞাঃ প্রাণদানং কুরুষ মে ॥ ৫৯
ইতুত্বা ব্রাহ্মসন্তান্ত্র স্যাপপাত পদদ্বয়ে । পতিদানেন মাং পতি হুঃখতাস্মি ন নঃশয়ঃ ॥ ৬০
ইতি সম্প্রার্থ্যমানোহপি ব্রাহ্মসো ব্রাহ্মণস্ত তম্ । অভক্ষয়ৎকুরুসারশিঙং ব্যাঘ্রো যথা বলীং ॥
ততো বিলপ্য বহুধা তস্ম পতৌ পতিব্রতা । পূর্ক্বেণাপহৃতং দৃষ্টমশপৎক্রোবিত্তা পুনঃ ১৬
মৎপতিং সুরতামক্ষং বক্ষ্যাক্ষিসিতবান্ বলীং । তস্মাদ্ বদা ব্রতিং বাসি তদা নাশমুপৈষাসি
শশ্বেবং ব্রাহ্মণী ক্রুত্বা পুনঃশপিান্তরং দদৌ । ব্রাহ্মসন্তং ধ্রুবং তেহস্তু মৎপতিং হতবান্ যতঃ ॥
সৌহপি শাপবরং কুত্বা তয়া দত্তং নিশাচরঃ । প্রমথ্যঃ গ্রাহ বিহজন্ মুখাদস্মারসকরম্ ॥ ৬৮

সৌদাম উবাচ ।

দৃষ্টে কথং প্রদত্তামি হৃদা শাপব্রহ্মমম । একশ্চৈবাপরাধস্ত শাপস্ত্বেকস্তথোচিতঃ ॥ ৬৯
বদ্যামি হৃষ্টাশ্রমি হৃষ্টাশ্রমি শাপান্তরং ততঃ । পিশাচনোনিমদৈব বাহি পুত্রসমখিতা ॥ ৭০
ইতি শপ্তা ব্রাহ্মণী সা পিশাচতঃ গতা তদা । ক্ষুধার্তা সুস্বরং ভীতা ক্ররোদাপতাসংযুতা ॥ ৭১
ব্রাহ্মসন্ত পিশাচী চ ক্রোশন্তো বিজনে বনে । জগতুর্নর্যদাতীরে বটং ব্রাহ্মসমেবিতম্ ॥ ৭২
উদাসীনঃ গুরোঃ কৃতা ব্রাহ্মসী তনুমাশ্রিতঃ । তদ্রাস্তে হঃগবহলঃ কচ্ছিলোকবিরোধকৃৎ ॥ ৭৩
ব্রাহ্মসং পিশাচং দৃষ্টা স্ববটমাগতো । উবাচ ক্রোধবহলো বটেশো ব্রহ্মব্রাহ্মসঃ ॥ ৭৪

বটেশব্রহ্মব্রাহ্মস উবাচ ।

কিমর্থমাগতো ভীমো যুবাঃ মজ্জপথারিণো । ঈদৃশো কেন পাপেন জাতো তৎসম্যগ্ভ্যতাম্ ॥ ৭৫
সৌদামস্তবচঃ শ্রুত্বা তস্মা তেন চ যঃ কৃতম্ । তৎ সৰ্ব্বং কথয়িত্বাশ্চ পশ্যাদেতদ্বাচ হ ॥ ৭৬

সৌদাম উবাচ ।

কল্পং ভব মহাভাগ তস্মা বৈ কিং কৃতং পুরা । সখ্যাম্মাতিশ্চেহেন তৎ সৰ্ব্বং বক্ষুমহি ॥ ৭৭
করোতি বধনং মিত্রে যো বা কো বা নরাধমঃ । স হি পাপফলং ভুঙ্ক্তে যুগানাকোটিকোটিকৃ
নরাণাং সৰ্ব্বহুংখানি হীরন্তে মিত্রদর্শনাঃ । তস্মাশ্চিত্রেয়ুঃ স্মৃতির্ন কুর্যাদধনং সদা ॥ ৭৯
ব্যাধিতস্ত দরিদ্রস্ত বঞ্চিতস্তাতিহুংখিনঃ । মিত্রস্ত দর্শনাদেব সৰ্ব্বং হুংখং বিনশতি ॥ ৮০
কল্যাণপাদেনেত্যাত্তো বটেশো ব্রহ্মব্রাহ্মসঃ । উবাচ প্রীতিমাপনো ধর্ম্যবাক্যানি সন্তুমাঃ ॥ ৮১

বটেশব্রহ্মব্রাহ্মস উবাচ ।

অহমাসং পুরা বিপ্রো মাগধো বেদপারগঃ । সোমদত্ত উতি খাতো নাম্না ধর্ম্যপরায়ণঃ ॥ ৮২
প্রমত্তোহহং মহাভাগ বিদ্যায়া বরসা ধনৈঃ । উদাসীনঃ গুরোঃ কৃতা প্রাপ্তবানীদৃশীঃ দর্শাম্ ॥ ৮৩
ন লভামি সুখং কিঞ্চিন্নিরাহারোহতিহুংখিতঃ । তথাপি ভক্ষিতা বিপ্রাঃ শতশোহহং সহস্রশঃ
ক্ষুৎপিপাসাতুরো নিত্যং মনস্তাপেন পীড়িতঃ । জগজ্জামকরো নিত্যং মাংসাশনপরায়ণঃ ॥ ৮৫
জ্ঞাবজ্ঞা মনুষ্যাণাং ব্রাহ্মসহপ্রদায়িনী । মরৈব দৃষ্টা সা বাচঃ ততো ধীমান্ ন কারয়েৎ ॥ ৮৬

সৌদাম উবাচ ।

গুরুস্ত কীদৃশঃ প্রোক্তঃ কল্পয়া শাখিতঃ পুরা । নথৈ বদন্ত তৎসৰ্ব্বং পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৮৭

সোমদত্ত উবাচ ।

গুরুঃ সন্তি বহবঃ পূজ্যা বন্দ্যাস্ত সাদরম্ । তানহং কথয়িষ্যামি শৃণু নাশ্রমনাঃ সখৈ ॥ ৮৮
সদ্যোভারন্ত বেদান্তে বেদার্থানাক্ষ লোবকাঃ । যে চ শাস্ত্রার্থবক্তারো বক্তা ধর্ম্যাস্ত বঃ সদা ॥ ৮৯
নীতিশাস্ত্রার্থবক্তারো মন্তব্যার্থাকৃতস্ত যে । মজ্জানার বেদবাক্যানাং সন্দেহচ্ছেদিনস্তথা ॥ ৯০
ব্রতানি বদতে যন্ত ভয়ত্রাতা তথৈব চ । অহমাতোপনেতা চ যন্তকর্ম নিবারণেৎ ॥ ৯১
স্বশুরো মাতুলশ্চৈব জ্যেষ্ঠভাতা তথা পিতা । নিষেকাদীনি কৰ্ম্মাণি কৃতবাস্ত মহীপতে ॥ ৯২
এতে বৈ গুরবঃ প্রোক্তাঃ কেচিদ্ভুজা ময়া তব । এতে বন্দ্যাস্ত পূজ্যাস্ত নাত্র কার্য্যা বিচারণা

সৌদাম উবাচ ।

বহবো গুরবঃ প্রোক্তা এতেষাং কতমো বরঃ । তত্র সৰ্ব্বং চ ভূল্যা বা যথাবদ্বক্ষুমহি ॥ ৯৪

সোমদত্ত উবাচ ।

সাদু সাদু মহাপ্রাজ্ঞ যঃ পঠে তদ্বদামাহম্ । অস্মাকমপি বেগেন মহচ্ছ্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৫
 বয়ং ব্রাহ্মসভাবস্থাঃ ক্ষুৎপিপাসাতুরা অপি । গুরুমাহাত্ম্যানিরতান্ততঃ শ্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৯৬
 এতে সন্ন্যাসপূজারীঃ সৰ্বদা নাত্র নঃশয়ঃ । তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি শাস্ত্রাণাং সারমুত্তমম্ ॥ ৯৭
 অধ্যাপকস্ত বেদানাং মন্ত্রব্যাক্যানকং তথা । পিতা চ ধৰ্ম্মযজ্ঞা চ বিশেষগুরুবঃ স্মৃতাঃ ॥ ৯৮
 এতেষামপি ভূপাল শৃণু পরমং গুরুম্ । সৰ্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞৈর্ভাবিতঃ প্রবদামি তে ॥ ৯৯
 যঃ পুরাণানি বদতি ধৰ্ম্মযুক্তানি পণ্ডিতঃ । সংসারপাপবিচ্ছেদকারণানি স উত্তমঃ ॥ ১০০
 বেদ পূজার্কর্মাণি দেবতাপূজনে ফলম্ । ধর্মোপায়কং বদতি স গুরুঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১
 সৰ্ববেদার্থসারানি পুরাণানীতি দেবতাঃ । বদন্তি মুনরৈশ্চৈব তদ্বক্তা পরমো গুরুঃ ॥ ১০২
 যঃ সংসারার্ণবং তর্জয়দ্যোগং কুরুতে নরঃ । শৃণুয়াচ্চ পুরাণানি ইতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ১০৩
 সৰ্বধৰ্ম্মানি বক্ষ্যন্তি পুরাণানি বিজ্ঞোত্তমাঃ । তস্মাদ্বিচক্ষণৈর্জ্ঞৈর্তুত্বজ্ঞা পরমো গুরুঃ ॥ ১০৪
 বেদব্যাসস্ত ধৰ্ম্মাত্মা বেদশাস্ত্রবিভাগকৃৎ । প্রোক্তবান্ সৰ্বধৰ্ম্মানি পুরাণেনু মহীপতে ॥ ১০৫
 তর্কশ্চ বাদহেতুঃ স্ত্রীতীতিত্বেহিকসাধনম্ । পুরাণানি মহাবুদ্ধে ইহামৃত সুখায় বৈ ॥ ১০৬
 যঃ শৃণোতি পুরাণানি সততং ভক্তিমনুতঃ । তস্য স্ত্রীবিমলা বুদ্ধির্ভূপ ধৰ্ম্মপরায়ণা ॥ ১০৭
 যঃ শৃণোতি পুরাণানি ভক্তিমান্ প্রণতঃ সদা । হরিভক্তির্ভবেৎ কস্য সমস্তগুণদায়িনী ॥ ১০৮
 পুরাণশ্রবণানুগাং বুদ্ধিধর্ম্মে প্রবর্ততে । ধৰ্ম্মাং পাপানি নশুন্তি জ্ঞানং গুরুক জায়তে ॥ ১০৯
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং যে ফলাশুভিলিষ্ণবঃ । শৃণুযুস্তে মহাত্মানঃ পুরাণানি ন গংশয়ঃ ॥ ১১০
 অহন্ত গৌতমাখ্যোন মুনিরা ব্রহ্মবাদিনা । শ্রুতবান্ সৰ্বধৰ্ম্মাংশ্চ গঙ্গাতীরে মনোরমে ॥ ১১১
 পুরাণশাস্ত্রকথনৈস্তেন সন্মোহিতো হহম্ । শ্রুতবান্ সৰ্বধৰ্ম্মাংশ্চ তেনোক্তামখিলানহম্ ॥ ১১২
 কদাচিত্ পরমেশস্য পূজাং কুর্স্বহং সখে । উপস্থিত্যাপি তস্মৈ প্রণামং স হকারিবম্ ॥ ১১৩
 ন তু শান্তো মহাবুদ্ধির্গৌতমস্তেজসাং নিধিঃ । মরোদিভানি কৰ্ম্মানি করোতীতি মুদং যযৌ
 স দর্শিতো মহাদেবঃ শিবঃ সৰ্বজগদ্গুরুঃ । গুর্স্বজ্ঞাকৃতং পাপং ব্রাহ্মসহে নিযুক্তবান্ ॥ ১১৫
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি অবজ্ঞাং কুরুতে তু যঃ । মহৎসু তস্য নশুন্তি শ্রয়োহপত্যগনক্রিয়াঃ
তুষ্কবাং কুরুতে যন্ত মহতাং সাদিরং নরঃ । তস্য সম্পদ্ববেৎ সাক্ষী ইতি প্রাহবিপশ্চিতঃ ॥ ১১৭
ভেন পিপৈন দহামি অন্তশ্চৈব কুণ্ডাগ্নিনা । মোক্ষং কদাহং যাশ্চামি ন জানে নৃপসত্তম ॥ ১১৮
 তদং বদতি বিপ্রেষ্টা বটহেহস্মিন্ নিশাচরে । ধৰ্ম্মশাস্ত্রপ্রসঙ্গে ন তরোঃ পাপং ক্ষয়ং গভম্ ॥ ১১৯
 এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তঃ কশ্চিৎপ্রিপ্রোহতিধার্ম্মিকঃ । কলিঙ্গদেশসত্ত্বতো নান্যং গর্গ ইতি শ্রুতঃ ॥ ১২০
 বহনং গঙ্গাজলং স্নেহে স্তবনং বিশেষরং প্রভূম্ । গায়নং নামানি তস্মৈব সমায়াতোহতিদর্শিতঃ ॥
 তনুগতং মূনিং দৃষ্টী পিশাচী ব্রাহ্মসৌ চ তৌ । প্রাপ্তা মঃ পার্শ্বেন্তা দ্বা ভূমুদ্যম্য তং ধনুঃ
ভেন কীৰ্ত্তিতনামানি শ্রুত্বা দূরে ব্যবহিতাঃ । অশক্তাস্তং দ্বিভং গভমিদমুচ্চ ব্রাহ্মসাঃ ॥ ১২০

ব্রাহ্মসো উচুঃ ।

অঃ ১ ভদ্র মহাভাগ নমস্তভ্যং মহাত্মনে । নামস্মদগমাহাত্ম্যাদ্রাহ্মসো অপি দূরগাঃ ॥ ১২৪
 অস্মাভির্ভক্তিভাঃ পূর্কং বিপ্রাঃ কোটিমহত্মনঃ । নামপ্রাবরণং বিপ্র ব্রহ্মতি ত্বাং মহাভগাঃ ॥ ১২৫
 নামপ্রবণমাত্রেণ ব্রাহ্মসো অপি গোচরাঃ । পরাং শাস্তিঃ সমাপন্যামহিমাহোহুতস্ত কঃ ॥ ১২৬

সৰ্ব্বথা হং মহাভাগ রাগাদিচিহ্নৈঃ দ্বিজঃ । গঙ্গাজলাভিষেকেন পাহুস্মাৎ পাতকোত্তমাং ১২৭
 তঃসেবাং পরো ভূত্বা যশ্চাত্মনস্তু ভারয়েৎ । স তাত্তরেজ্জগৎ সৰ্ব্বমিতি শাস্তি সুরয়ঃ ॥ ১২৮
 অমাপহঃ কঠোরম্ ঘোরমংসারভেদকম্ । আত্মনো লভতে মুক্তিং তেনোপায়েন পণ্ডিতঃ ১২৯
 লৌকোত্তমেন প্রহরন্ নিমজ্জত্বাদকে যথা । তদৈবাকৃতপুণ্যাস্তু ভারয়ন্তি কথং পরান্ ॥ ১৩০
 অগৌ চিত্তঃ মহতা সৰ্বলোকস্থাবহম্ । যথাচি সৰ্বজগতাং হ্লাদকো বৈ কলানিধিঃ ॥ ১৩১
 পুণিব্যং যানি তীর্থানি পবিত্রানি দ্বিজোত্তম । তানি সৰ্বানি গঙ্গায়াঃ কণস্থাপ্যামমানি বৈ ॥
ব্রহ্মসীদলমঃ মিশ্রমল্লঃ সৰ্বশুভাত্মকম্ । গঙ্গাজলং পুনাতোষ কুলানামেকবিংশতিম্ ॥ ১৩৩
 তস্মাদ্ভক্তম্ মহাভাগ সৰ্বশান্তিকোবিদ । গঙ্গাজলপ্রদানেন পাহুস্মান্ পাপিকল্পনঃ ॥ ১৩৪
 ইত্যথোক্ত্যঃ রাক্ষসৈস্তুর্গঙ্গামাহাশ্রমুত্তমম্ । নিশমঃ বিস্ময়াবিষ্টৌ বভূবুঃ দ্বিজমুত্তমঃ ॥ ১৩৫
 এবামপীদশী ভক্তপ্ৰিয়া লোকমাতরি । কিমু ভ্যাহুত্যাভাবাণাং মহতাং পুণ্যশালিনাম্ ॥ ১৩৬
 যথাসৌ মনসা ধৰ্মা নিশ্চিতা রাক্ষসোত্তমঃ । সৰ্বভূতহিতে যুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥
 ততো বিপ্রা কৃণাবিষ্টৌ গঙ্গাজলমুত্তমম্ । ব্রহ্মসীদলম মিশ্রং তেষু রক্ষস্বমেচরৎ ॥ ১৩৮
 রাক্ষসানেন গিত্বান্তে সবপোপমবিন্দুনা । বিহঙ্গ্য রাক্ষসং ভাবমভবন্ দেবতাপমাঃ ১৩৯
 ব্রাহ্মণী পত্নীকৃতী না সৌমদন্তুস্তথৈব চ । কোটিস্থাপ্রতীকাশমাপন্নৌ বিবৃষসভাঃ ॥ ১৪০
 শঙ্কচক্ৰগদাধারৌ হরিনাক্ষপ্যামাতৌ । স্তবন্তৌ রাক্ষস সমাগ্জগ্মদুর্হরিমন্ধিরম্ ॥ ১৪১
 স তু কল্যাণাদিস্তু নিচক্ৰপঃ সমাগতঃ । ততোহপি মনসা চিত্তাং মহতীমাপ্তবাং শুদা ॥ ১৪২
 তস্মিন্ রাজনি হুত্বাভ্যে গুহ্যকথা সতততী । ধনমূল মহাবাক্য বভাষে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ১৪৩
 তৌ ভৌ রাজন্ মহাভাগ ন হুত্ব গন্তুমহি । তথাপি রাজ্যভোগান্তে মহচ্ছ্রয়ো ভবিষ্যতি ॥
 শংকরধূতপাপা যে হরিভক্তিপরায়ণাঃ । প্রযান্তি নাত্ৰ সন্দেহস্তদ্বিফোঃ পরমং পদম্ ॥ ১৪৫
 সৰ্বভূতদ যুক্তাঃ কৃতিমার্গপ্রবর্তিনঃ । প্রযান্তি পরমং স্থানং তুরুপূজাপরায়ণাঃ ॥ ১৪৬
 ইতীরিতং সমাকৰ্য্য সৌদামনৌ নৃপসত্তমঃ । মনসা নিক্ৰুতিং প্রাপ্য সম্মার চ ত্তরোর্বচঃ ॥ ১৪৭
 স্তবন্ গঙ্গাক্ষ তং বিপ্রং বিবেশক্ৰান্তিহৰ্ষিতঃ । পূৰ্ব্ববৃন্তস্ত বিপ্রায় সৰ্বং তস্মৈ স্তুবেদয়ৎ ॥ ১৪৮
 ততো নৃপস্তং কালিন্দ্রং প্রণমা বিবিবদ্ভিজাঃ । নামানি বাহরন্বিফোঃসদ্যো ব্যরণসীংষযো
 আগত্য গঙ্গাং যথামান্ দৃষ্ট্বা বিবেশ্বরং বিভূম্ । পরাং নিক্ৰুতিমাপন্নঃ স্বকং রাজ্যমবাপ্তবান্
 অভিষিক্তৌ বশিষ্ঠেন ভূত্বা ভোগান্ মনোরমান্ । সৰ্বাংমহীকুমরক্ষ্য ততো নিক্ৰুতিমাপ্তবান্
 সূত উবাচ ।

তস্মাদ্ভূতং বিবেশ্য গঙ্গায়ামহিমোত্তমম্ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবৈর্বাপি পারং গন্তং ন শক্যতে ॥
 যন্নামশ্রংগাদেব মহাপাতককোটিভিঃ । বিমুক্তো ব্রহ্মসদনং নরো যাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৩
 গঙ্গা গঙ্গোতি যন্নাম সৰ্বদুষ্কার্যতে যদা । তদৈব পাপনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীরতে ॥ ১৫৪
 যে পঠন্তীমমব্যাসং ভক্ত্যা শৃণ্বন্তি যে নরাঃ । গঙ্গাস্নানফলং পুণ্যং ভূয়াৎপেবাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৫৫

দশমোহধ্যায়ঃ ।

অথ গীতঃ ।

বিষ্ণুপাদাভ্যামুদ্যতং গজেন গীয়তে । মূনিতিস্তদ্ব্যভাগ সত্য নো বাকুমর্হসি ॥ ১

সূত উবাচ ।

শৃংখলমুখরঃ সর্কে বিষ্ণুখ্যানপরায়ণাঃ । গীতং মনঃকুমায়া নারদেন মহানুভা ॥ ২
উপাখ্যানং মহাপুণ্যং বদতাং শৃণ্বতাং তথা । নরকানামপ্রশমনমগবর্গকলপ্রদম ॥ ৩
আসৌ দিষ্টাদি দেবানাং জনকঃ কশ্যপো দ্বিজঃ । দক্ষাত্মজে তস্য ভাষো দিতিস্তাদিতিরেব চ ॥ ৪
অদিতির্দেবমাতা সা দৈত্যানাং জননী দিতিঃ । তেহপি দেবাসুরাঃ সর্কে পাপস্পর্শভয়ে বিব্রতঃ ।
প্রজ্ঞাদাত্ত্বজপুত্রস্ত্রীমান্ দৈরোচনো বলী । বলিনাম নাশকেনৈলো বভূবে পৃথিবীমিমান ॥
বলেন মহতা যুক্তো বলির্বৈরোচনোহমরঃ । বিজিতা বসুধামেতাং অগ্নিঃ জেতুং মনো নরৈঃ ॥ ৫

গজাশ্ব যশ্চাযুতকোটিলক্ষানাবত এবাশ্বরথা মুনীশাঃ ।

গজে গজে পঞ্চশতী পদাতিঃ কিং বর্গাতে তস্মৈ বলেঃ প্রশস্তিঃ ॥ ৬

অমাত্যকোটীশ্বরব্রাহ্মণাতো কুস্তাণ্ডনামাপাথ কপকর্কঃ ।

পিত্রা সমঃ শাস্ত্রপরাক্রমাতাঃ বাণো বলেঃ পুত্রশতাগ্রজোহভূৎ ॥ ৭

বলিঃ সুরান্ জেয়মানাঃ প্রমত্তঃ সৈন্তেন যুক্তো মহতা প্রভয়ে ।

ধ্বজাতপত্রৈর্গগনামুবাশেষু রথ বিদ্বাংস্বরণঃ প্রকল্লব ॥ ১০

অবাণ্য বৃত্তারিগুরং সুরারী করোৎ দৈতৈঃ সূর্য্যমাজগাঢ়ৈঃ ।

সূর্য্যশ্চ যুদ্ধায় পুরাৎ তদৈব বিনির্ব্বীজকরাদয়শ্চ ॥ ১১

ততঃ প্রবৃতে যুদ্ধং ধোরং গীর্জাবরক্ষসাম্ । কজাভ্রমেঘনির্দৌগ্ধডিঙমস্তানিবিজয়ম্ ॥ ১২

যুমুচুঃ শরতালানি রাক্ষসী দেবতাগনে । দেবাশ্চ রাক্ষসানীকে ন গ্রীষ্মমহাতাস্তদাক্রমে ॥ ১৩

জহি জহমুঃ তিকি ভিকি দারয় দারয় । বদাতামিতি বিপ্রেক্ষা মরান্ ঘোষঃ সমুল্লাভঃ ॥ ১৪

সুরহুন্সুভিনাদৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ বক্ষসাম্ । কৌৎকুদৈশ্চ রথানানি বাণৈর্দারিষ্মনৈঃ ॥ ১৫

অথানাং হ্রেষিতৈশ্চৈব গজানাং বৃহতিভৈশ্চ বা । টাঁড়িতৈশ্চ সূর্য্যমাজগাঢ়ৈঃ লোকঃ শব্দমব্রোহতবঃ ॥

সূর্য্যমুদ্রবিশিষ্ট জবাগনিপ্লেষজানলম্ । অকালপ্রলয়ঃ মেঘেন নিরীক্ষা মকলঃ ভয়ং ॥ ১৭

বভৌ সা রাক্ষসী নেনা ক্ষুব্ধক্ৰোধবারিণী । চলদিত্তানি বা ত্রিভিঙ্গাদিত্য চন্দ্রদৈবিক ॥ ১৮

তস্মিন্ যুদ্ধে নারোহরে গিরীন্ ক্ষিপ্তান্ সুর্য্যভিঃ । নারোহশ্চূর্ণমানান মন্থমান মেঘদানবান্ ॥

কেচিৎ সস্তাড়য়ামাসূর্নগৈর্নামান্ ঐধনরথান । অগ্নৈঃ স্তম্ভাশ্চ কেচিচ্চ দণ্ডান দৌঃশ্চ কচন ॥

পরিদৈশ্চাতিভাঃ কেচিৎ পেতুঃ শোণিতকর্দমে । সমু ক্রান্তানবঃ কেচিঃ সিম্যানানি নমাপ্রাণান ॥

রাক্ষসী নিহতা দেবৈর্ঘে ত এব তদৈব চি । দেবভাবঃ সমুপলব্ধাঃ সুরান্ সমুলাদয় ॥ ২২

অথ তে রাক্ষসাঃ সর্কে ভাড্যমানাঃ সুরৈর্ভূতম্ । সর্কে এব সমাজয়ঃ শীঘ্রে বহুবিধৈঃ স্তম্ভান ॥

ক্রবনৈর্ভিনিপাতৈশ্চ ধৌজমঃ পুরস্ততোমারৈঃ । পরিদৈশ্চ দিত্যভিঃ দৌঃশ্চৈশ্চ শমুভিঃ ॥ ২৪

যুধৈলব্রহ্মশৈলৈব লাক্ষণৈঃ পটিতৈশ্চ বা । শল্যপলশভীতিঃ প্রানামোদনুষ্টিভিঃ ॥ ২৫

শূন্যৈঃ কুঠারৈঃ পাশৈশ্চ ক্ষুদ্রযষ্টিবৃহচ্ছরৈঃ । অয়োমুগৈশ্চ তুণ্ডৈশ্চ চক্রদণ্ডৈর্ভরকৈঃ ॥ ২৬
 ক্ষুদ্রপট্টিশনারাটৈঃ ক্ষেপণীয়াস্ত্রসঙ্কুলৈঃ । ব্রথান্নাগপাদান্তসঙ্কুলো বহুধে ব্রণঃ ॥ ২৭
 দেবশ্চ বিবিধান্নানি ব্রাহ্মসেন্যৈঃ সমাক্ষিপন্ । এবমকমহস্রাণি যুদ্ধমাসীৎ সুদারুণম্ ॥ ২৮
 অথো ব্রহ্মোবলে বৃদ্ধে পরাভূতা দিবৌকসঃ । সুরলোকং পরিত্যজ্য ভীতাঃ সর্কে প্রহৃদবুঃ ॥
 দেবাঃ স্বর্গং পরিত্যজ্য ব্রহ্মোভিঃ পরিশঙ্কিতাঃ । নররূপপরিচ্ছিন্না বিচেক্ষরবনীতলে ॥ ৩০
 বৈরোচনিস্তিভুবনং নারায়ণপরায়ণঃ । বৃভূজৈহব্যাহতৈশ্বৰ্য্যং প্রহৃদশ্রীমহাবলঃ ॥ ৩১
 ইরাজ যজ্ঞৈর্দৈত্যোজ্ঞো বিষ্ণুশ্রীণনতংপরঃ । ইশ্রুত্বাহুরোলোকে দিকপালহং তথৈব চ ॥ ৩২
 দেবানাং শ্রীণনার্গায় যে ক্রিয়ন্তে বিজৈর্মখাঃ । তেষু যজ্ঞেসু সর্কেষু হৃদিভূক্তে ন চাক্ষসঃ ॥ ৩৩
 অদিতিঃ স্বাত্তজান্ বীক্ষ্য দেবমাতাতিদুঃখিতা । ব্রথাপুত্রাহমস্মীতি জগাম চিম্বদ্বিগ্নি ॥ ৩৪
 শক্রৈশ্চগৰ্ভামিচ্ছন্তী দৈত্যানাঞ্চ পরাজয়ম্ । হরিদ্যামপরা ভূতাপস্তুপেহতিদুঃশরম্ ॥ ৩৫
 কক্ষিং কালং সমাগীনা ভিষ্ঠন্তী চ ততঃ পরম্ । পাদেনৈকেন ভিষ্ঠন্তী ততঃ পাদাগ্রমাত্রতঃ ॥
 কক্ষিং কালং ফলাহারা ততঃ শীর্ণদলাশনা । ততোনকমরদ্বৃষ্টির্নিরাহারা জমাদিতি ॥ ৩৭
 সচ্চিদানন্দসন্দোহং ধ্যায়ন্তাত্মানমাত্মনা । দিব্যাকানাং মহত্সং সা তপস্তুপেহতিদুঃশরম্ ॥ ৩৮
 উদন্তমেতং শ্রুত্বা তু ব্রাহ্মণ্য মারিনোহদিতিম্ । দেবতারূপমাস্থায় সংপ্রোচূর্বলিনোদিতাঃ ॥
 কিমর্থং তপাতে মাতঃ শরীরমতিশোণিতম্ । যদি জানন্তি ব্রহ্মাংসি মহদুঃখং তদ্বিঘাতি ॥ ৪০
 তাজ্জৈদং দুঃখবহলং কারশোষণকারণম্ । প্ররাসসাধাং সূকৃতং ন প্রশংসন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ৪১
 শরীরং যততো ব্রহ্মাং ধর্মসাধনতংপঠৈঃ । যে শরীরমুপেক্ষন্তে তে স্মারাবিঘাতিনঃ ॥ ৪২
 তদ্রূপং ভিষ্ঠতু শুভে পুত্রানস্মান্ ন খেদয় । মাত্রা হীনা জনা মাতৃমৃত্যুতা এব ন সংশয়ঃ ॥ ৪৩
 যশ্চ মাতা গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী । অরুণাং তেষাং গন্তব্যং যথা ব্রণাং তথা গৃহম্ ॥ ৪৪
 ধগা বা পশবো বাপি পশুখা বা মহীকৃহাঃ । ন লভন্তে সুখং কিঞ্চিন্নাত্রা হীনা মৃত্যুতাপমতঃ ॥
 দরিদ্রো বাপি রোগী বা দেশান্তরগতোহপি বা । মাতুর্দর্শনমাত্রেণ লভন্তে পরমং সুখম্ ॥ ৪৬
 অরো বা সলিলে বাপি বনাচ্চো বা প্রিয়াম্ চ । কদাচিষ্মুখো বাপি জনো মাতরি কোহপিম
 বস্ত্র মাতা গৃহে নাস্তি পুত্রা ধর্মপরায়ণাঃ । মাতরী চ স্ত্রী পতিপ্রাণা যাতব্যং তেন বৈ বনম্ ॥

ধর্মশ্চ নারায়ণভক্তিহীনা বনং সন্তোষদিবর্জিতকং ।

গৃহং ভার্য্যাতনয়ৈর্বিহীনং যথা তথা মাতৃবিহীনমর্ত্যঃ ॥ ৪৯

তস্মাদেবি পরিত্রাহি দুখার্তানাক্ষজাংস্তব । ইত্মাক্ষাপাদিত্যৈর্দৈত্যৈর্ন চচাল সমাধিতঃ ॥ ৫০
 এবমুক্রাস্থরাঃ সর্কে পরধানপহারণাম্ । নিরীক্ষ্য ক্রোধিতাস্তে তু হস্তং চকুর্গনোরণম্ ॥ ৫১
 কল্লাস্তমেঘনির্বোধাঃ ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ । দংষ্ট্রাঐগ্রহস্বক্ৰন্ বহুিং দক্ষুং তংকাননং ক্ষণাৎ ॥
 অদহংকামনং মোহগ্নিঃ শতযোজনমায়তম্ । তেনৈব ব্রাহ্মণা দক্ষা সা ন জানাতি কিংমন ॥ ৫৩

সৈকাবশিষ্টো জননৌ সুরাণাং তেনানলেনাচ্ছাতনজুচিহ্না ।

সংরক্ষিতা বিষ্ণুসুদর্শনে নারায়ণদ্যানপরায়ণা সা ॥ ৫৪

ইতি বৃহন্নারদীয়ে পুরাণে দশমোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

একাদশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

এহো চিত্তমিদং প্রোক্তমস্মাকং সূত যৎ ত্বয়া । স বহিরদিতিং ত্যক্তা কথং তানদহংকরাং ॥ ১
বদাদিতৈর্মহাসত্ত্বং ত্বমদ্যাশ্চর্যকারণম্ । পরোদেশনিবৃত্তাঃ সজ্জনা হি মুনীশ্বরঃ ॥ ২

সূত উবাচ ।

বিধাঃ শৃণুস্বঃ সাহিত্র্যং হরিভক্তিপরতানাম্ । হরিণামনপর্যায়ানাং কঃ সমর্থঃ প্রবাবিতুম্ ॥ ৩
হরিভক্তিপরো যত্র তত্র ব্রহ্মা হরিঃ শিবঃ । তত্র দেবাশ্চ সিদ্ধাশ্চ নিতাঃ তিষ্ঠন্তি সত্তমাঃ ॥ ৪
হরিরাস্তে মহাভাগা হৃদয়ে শান্তচেতসাম্ । হরিনামরতানানাং কিমু ধ্যানরতানাম্ ॥ ৫
শিবপূজাপরো বাপি হরিপূজাপরোহপি বা । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব লক্ষ্মীঃ সৰ্ব্বাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৬
যত্র পূজাপরো বিষ্ণোস্তুত্র বিরো ন বাধতে । রাজাপি তদ্বত্তো বাপি বাধরশ্চ ন সন্তি হি ॥ ৭
প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুম্ভাণ্ডা এহা বাসগ্রহাস্তথা । ডাকিণ্ডো ব্রাহ্মসাত্তৈব ন বাধন্তেহুচ্যুতাক্ষকম্ ॥
পরমীড়ারতা য়ে চ ভূতবেতালকাদয়ঃ । নশ্চন্তি যত্র সন্ততো হরিলিঙ্গার্চনে রতঃ ॥ ৮
জিতেন্দ্রিয়ঃ সৰ্ব্বহিতো মুহূৰ্দ্ধিগ্ধে ন রতঃ । যত্র তিষ্ঠতি তত্রৈব সত্যার্থাশ্চৈব দেবতাঃ ॥ ১০
নিমিষং নিমিষার্দ্ধং বা যত্র তিষ্ঠন্তি যোগিনঃ । তত্রৈব সৰ্ব্বতীর্থানি তীর্থৈঃ তদুপোবনম্ ॥ ১১
যত্রামোচ্চারণাদেব সৰ্ব্বৈ নশ্চত্বাপদ্রবাঃ । স্তোত্রৈর্বা অর্হণাদৌর্বা কিমু ধ্যানেন কথ্যতে ॥ ১২
তস্মান্ন বাধতে চাগ্নিদৈত্যাস্চাত্তে চ সত্তমাঃ । নশ্চন্তি সৰ্ব্বদুঃখানি হরিস্মরণমাত্রতঃ ॥ ১৩
ততঃ প্রসন্নমনঃ পদ্মপত্রায়তেক্ষণঃ । আদ্রাগীংনমীপেহস্তাঃ শঙ্খচক্রাদিভূতকিরিঃ ॥ ১৪
ঈষদ্ধামসুন্দরভূতপ্রভাতামিতদিজ্জুগং । স্পৃশন্ কল্পে পুণ্যেন প্রাহ কল্পপবনভাম ॥ ১৫
শ্রীভগবানুবাচ ।

দেবমাতঃ প্রসন্নোহস্মি তপসারাবিতম্বর্য । চিরং শ্রান্তাসি ভদ্র তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
বরং বরয় দাস্তামি যৎ তে মনসি বর্ততে । মা ভৈভদ্রে মহাভাগে ধ্রুবাং প্রয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১৭
ইতুজ্ঞা দেবমাতা মা দেবদেবেন চক্রিণা । তুষ্টাব প্রনিপত্যোহং সৰ্বলোকসুখাদহম্ ॥ ১৮
অদিতিকুবাট ।

নমস্তে দেবদেবেষু সৰ্ব্বব্যাপিনু জনার্দন । সত্বাদিগুণভেদেন লোকব্যাপারকারণ ॥ ১৯
নমস্তে বহুরূপায় নীরূপায় মহাত্মনে । সৰ্ব্বেকরূপরূপায় নিভূর্ণায় গুণাত্মনে ॥ ২০
নমস্তে লোকনাথায় পরমজ্ঞানরূপিণে । সন্তুজ্ঞনবাসমলাশীলিনে মন্দলাত্মনে ॥ ২১
যস্তাবতাররূপাণি অর্জয়ন্তি মুনীশ্বরঃ । তমাদিদেবং পুরুষং নমামীষ্টার্থনিক্রে ॥ ২২
যং ন জানন্তি মুনরো যং ন জানন্তি সুররঃ । তং নমামি জগদ্ধেতুং মাস্তিনং তমমাস্তিনম্ ॥ ২৩
যস্তাবলোকনং চিত্রং মায়োপদ্রবকারণম্ । জগদ্ধপং জগদ্ধেতুং তং বন্দে সৰ্ব্ববন্দিতম্ ॥ ২৪
যৎপাদানুজকিঞ্জকসেবারঞ্জিতমস্তকাঃ । অবাণুঃ পরমাং সিদ্ধি তং বন্দে পদ্মজাপতিম্ ॥ ২৫
ঐতরোহপি ন জানন্তি মহিমানন্ত ধনুতঃ । অত্যাশ্রয় ভক্তানাং তং বন্দে শক্তিগম্মিনম্ ॥ ২৬
দেবো যন্ত্যত্মসদ্বানঃ শান্তানাং করুণারবঃ । করোন্তি হ্যাত্মনঃ সন্তঃ তং বন্দে গঙ্গাধিপতিম্ ॥

যজ্ঞেশ্বরঃ যজ্ঞভূজঃ যজ্ঞকৰ্ম্মসু নিষ্ঠিতম্ । নমামি যজ্ঞকলনঃ যজ্ঞকৰ্ম্মপ্রবোধকম্ ॥ ২৮
 অজামিলোহপি পাপাত্মা যন্নামোচ্চারণোদ্ধতঃ । প্রাপ্তবান্ পরমং ধাম তং বন্দে লোকসাক্ষিণম্
 হরিরূপী মহাদেবঃ শিবরূপী জনার্দনঃ । ইতি লোকস্য তেনাথ নতাস্মি জগতাং গুরুম্ ॥ ৩০
 বক্ষাদা অপি যে দেবা যন্মাপাশযজ্ঞিতাঃ । ন জানন্তি পরং ভাবং তং বন্দে সৰ্ব্বমায়কম্ ॥
 ক্রমপদা নলয়োহজ্ঞানাদ্ভুত ইব ভাতি যঃ । প্রমাণাতীতমদ্ভাবং তং বন্দে জ্ঞানসাক্ষিণম্ ॥ ৩২
 যগ্নাদ্ভোগোজাতোবাহুভ্যাংক্ষত্রিয়োহজনি । তথৈবচোক্রতোবৈশ্বঃপদ্ভ্যাংশুদ্রো বাজায়ত
 মনমন্তলম্ । জাতো জাতঃ সূর্য্যশ্চ চক্ষুষঃ । যুগানগ্নিরথেন্দ্রশ্চ শ্রোত্রাবায়ুরজায়ত ॥ ৩৪
 স্নাগ্নজুঃসামরূপায় সপ্তস্বরগতায়নে । ষড়ঙ্গস্বপিণে তুভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৩৫
 তমিষ্টঃ পরমঃ সোমত্বমীশানন্তমন্তকঃ । তমগ্নির্বকৃণশ্চৈব নির্য্যতিস্ত্বং দিবাকরঃ ॥ ৩৬
 দেবশ্চ স্থাবরাশ্চৈব পিশাচাশ্চৈব রাক্ষসাঃ । গিরয়ঃ গিদ্ধগন্ধর্কাস্তথা ভূমিষ্ঠ সংগদাঃ ॥ ৩৭
 তমেব জগতামীশো যন্মাস্তিস্তি পরাংপরঃ । বদ্ধপমথিলং দেব তস্মান্নিত্যং নমোহস্ত তে ॥ ৩৮
 অনাথনাথ সৰ্ব্বজ্ঞ ভূতাদির্বেদবিগ্রহঃ । বন্ধোভির্বাধিতান্ পূজান্ নম ত্রাহি জনার্দন ॥ ৩৯
 ইতি স্তব্ধা দেবধাতী দেবং নহা পুনঃপুনঃ । উবাচ প্রাজ্ঞলির্ভূহা চনাশ্রুক্ষাদিতস্তনৌ ॥ ৪০

অদিতিক্রবাচ ।

অনুগ্রহোহস্তি দেবেশ যদি সৰ্ব্বাদিকারণ । অকটকং ত্রিগুং দেহি মৎসুতানাং দিবৌকনাম্ ॥
 অন্তর্ধামিন্ জগদ্রূপ সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর । অজাতং কিং ত্বয়া দেব কিং মাং মোহয়সি প্রভো ॥ ৪২
 তথাপি তব বক্ষ্যামি যস্মৈ মনসি রোচতে । বৃথাপূজাস্মি দেবেশ বন্ধোভিঃ পরিশীড়িতা ॥ ৪৩
 তান্ ন হিংসিতুমিচ্ছামি মৎসুতা দিতিজা যতঃ । তানচত্বা ত্রিগুংদেহি মৎসুতাস্মৈতি চাত্রবীং
 ইত্যাভ্যো দেবদেবেশঃ পুনঃ প্রীতিমুপাগতঃ । উবাচ হর্ষয়ন্ মাধবীং সমালিন্দ্য মহোৎসবাং ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রীতোহস্মি দেবি ভদ্রন্তে ভবিষ্যামি সূতস্তব । যতঃ সপত্নীপুত্রেষু অপি বাৎসল্যশালিনী ॥ ৪৬
 ত্বয়া তু যৎ কৃতং স্তোত্রং পঠন্তি ভূবি মে নরাঃ । তেষাং পুত্রা ধনং সম্পন্নং হীমন্তে কদাচন ॥
 আকুজে বাগ্নপুত্রে বা যঃ সমহেন বর্ততে । ন তস্মৈ পুত্রশোকঃ স্মাদিত্যাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৪৮

অদিতিক্রবাচ ।

নাহং বোচং ক্ষমা দেব হ্যামাদ্যং পুরুষোত্তমম্ । বন্ধোভ্যোহকোটিনাহস্রং রোম্মি রোম্মি তবাবাস
 বস্ত্র ভাবং ন জানন্তি ক্রতয়ঃ সৰ্ব্বদেবতাঃ । তমহং দেবদেবেশং ধারয়ামি কথং প্রভো ॥ ৫০
 অণোরণৌয়াংসমজং পরাংপরতরং বিভূম । ধারয়ামি কথং দেব হ্যামহং পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫১
 মহাপাতকযুক্তোহপি যন্মামমুতিমাত্রতঃ । প্রয়াতি মুক্তিং দেবেশ তং কথং ধারয়ামাহম্ ॥ ৫২

সূত উবাচ ।

তয়োক্তং বচনং শ্রুত্বা দেবদেবো জনার্দনঃ । দত্তাভয়ং দেবমাতুরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
 সত্যমুক্তং মহাভাগে ত্বয়া নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ । তথাপি শৃণু বক্ষ্যামি শুভাদ্ভুততরং ভূভে ॥ ৫৪
 রাগদ্বेषবিহীনঃ যে মন্তুস্তা মৎপরায়ণাঃ । বহন্তি সততং তে মাং গতাশ্চরা অদাস্তিকাঃ ॥ ৫৫
 পরোপভাপবিমুখাঃ শিবার্চনপরায়ণাঃ । মৎকথাশ্রবণাসক্তা বহন্তি সততং হি মাম্ ॥ ৫৬
 পতিবতাঃ পতিপ্রাণাঃ পতিভক্তিপরায়ণাঃ । বহন্তি সততং বালে ত্রিযৌহপি ত্যক্তমৎসদাঃ ॥ ৫৭

মাতাপিত্রোশ্চ শুক্লবর্ণকৃত্তোহতিবিপ্রিয়ঃ । হিতকৃদ্ব্রাহ্মণানাম্ যঃ স মাং বহতি নন্দদা ॥ ৫৮
 সৎকথাশ্রবণে সন্তো যতিশুশ্রূষুরেব চ । স্বাশ্রমাচারনিরতঃ স মাং বহতি নন্দদা ॥ ৫৯
 স্নাত্তীর্থরতা নিত্যং নংসঙ্গনিরতাঃ সদা । লোকানুগ্রহশীলান্চ বহতি সততং হি মাম্ ॥ ৬০
 পরোপকারনিরতাঃ পরদ্ব্যপরাঙ্গুখাঃ । নপুংসকাঃ পরস্ত্রীষু বহতি সততং হি মাম্ ॥ ৬১
 গুণস্বাপাসনরতাঃ সদা নামপরাষণাঃ । গৌরাক্ষণপরা য়ে চ বহতি সততং হি মাম্ ॥ ৬২
 প্রতিগ্রহবিহীনা য়ে পরান্নবিমুখাসুখা । অন্নোদকপ্রদাতারো বহতি সততং হি মাম্ ॥ ৬৩
 হি দেবি পতিপ্রাণা সাক্ষী ভূতহিতে রতা । সন্তাপ্য পুত্রভাবং তে নাশয়ামাসিসম্মূলম্ ॥ ৬৪
 ইত্যুক্তা দেবদেবেশো অদিতিং দেবমাতরম্ । দস্তা কণ্ঠগতাং মালামভয়ঞ্চ তিরোদধে ॥ ৬৫
 নাপি তং তুষ্টমনসা দেবমৃদক্ষন্দিনী । প্রণম্য কমলাকান্তং পুনঃ স্বহানমধগাং ॥ ৬৬
 ততোহদিতির্দক্ষমুতা প্রথিতা লোকবন্দিতা । অমৃত সময়ে পুত্রং সৰ্বলোকপ্রিয়োজ্জলম্ ॥ ৬৭
 শশ্বচ্চক্ৰধরং শান্তিঃ চক্ষুঃশূলমধ্যগম্ । সুধাকলনদধামকরং বামনমাজ্জিতম্ ॥ ৬৮
 মহেশাদিত্যমদ্বাশং ব্যাকোষকমলেক্ষণম্ । সৰ্বভরণনংগুস্তং শীতাবরধরং করিন্ ॥

স্বভ্যং মুনিগণৈর্দুস্তং সৰ্বলোকৈকনাথকম্ ॥ ৬৯

তাবিভূতং হরিং জ্ঞাত্বা কশ্যপো হৃদনম্ভুমঃ । প্রণম্য প্রাজলিভূত্বা স্তোত্বা নমুনাচ্চক্রে ॥ ৭০

কশ্যপ উবাচ ।

নমো নমস্তেহখিলকারণায় নমো নমস্তেহখিলপালকায় ।

নমো নমস্তেহখিলনাথকায় নমো নমো দৈত্যবিনাশনায় ॥ ৭১

নমো নমো ভক্তজনপ্রিয়ায় নমো নমঃ সজ্জনরঞ্জিতায় ।

নমো নমো দুর্জয়নাশনায় নমোহস্ত তুয়ে জগদীশ্বরায় ॥ ৭২

নমো নমঃ কারণবাননায় নারায়ণায়ামিতবিজ্ঞমায় ।

শ্রীশার্ঙ্গচক্রাঙ্গদাধরায় নমোহস্ত তুয়ে পুরুষোত্তমায় ॥ ৭৩

নমঃ পরোরাগিনিবাননায় নমোহস্ত তে হৃৎকমলাগনায় ।

নমোহস্ত সূর্য্যাস্তনিভপ্রভায় নমো নমঃ পুণ্যকথাগতায় ॥ ৭৪

নমো নমোহর্কেন্দুবিলোচনায় নমোহস্ত তে নন্দকলপ্রদায় ।

নমোহস্ত যশস্বিনীরাঞ্জিতায় নমোহস্ত তে সজ্জনবদ্যায় ॥ ৭৫

নমো নমঃ কারণকারণায় নমোহস্ত গতাধিবিবর্জিতায় ।

নমোহস্ত তে নিবাসুখপ্রদায় নমো নমো ভক্তমনোহরায় ॥ ৭৬

নমোহস্ত তুয়ে ভয়নাশনায় নমোহস্ত তে মন্দধারণায় ।

নমোহস্ত তে যজ্ঞবরাহনাথৈ নমো হিরণ্যাক্ষবিদারণায় ॥ ৭৭

নমোহস্ত তে বামনরূপভাজে নমোহস্ত তে ক্ষত্রকুলান্তিকায় ।

নমোহস্ত তে রাবণমর্দকার নমোহস্ত তে নন্দমুতাগ্রজায় ॥ ৭৮

নমস্তে কমলাকান্ত নমস্তে সুখদারিনে । স্মৃতিার্চিনাশিনে তুভা তুয়ে তুয়ে নমো নমঃ ॥ ৭৯

মারুত উবাচ ।

য ইদং বামনস্তোত্রং ত্রিসংখ্যং পঠতে নরঃ । শ্রীনারায়ণ্যর্চনাত্মনস্তু নিত্যো নমো ভবেৎ ॥

ইতি সূতঃ স দেবেশো বামনো লোকপাবনঃ । উবাচ প্রহসন্তৃষ্টিং বর্জয়ন্ কশ্যপস্ত মঃ ॥ ৮১

ত্ৰিভগবানুবাচ ।

তাত তুষ্টোহস্মি ভদ্রং তে ভবিষ্যতি স্মর্য্যক্ৰিত । অচিরান্নাগমিষ্যামি অথিগং ত্বম্ননোরথম্ ৮২
অহং জন্মদ্বয়েহপোবঃ যুবয়োঃ পুত্রতাং গতঃ । ভাবিজন্মকপি তথা সাধয়াযুক্তমং সূখম্ ॥ ৮৩

সূত উবাচ ।

অত্রান্তরে বলিদৈভ্যো দীর্ঘমত্রং মহামথম্ । আরেভে গুরুণা যুক্তঃ কাব্যোন চ মুনীষরৈঃ ॥ ৮৪
তস্মিন্ মথ্যে সমাহুতো বিষ্ণুর্দ্ব্যঙ্গীসমখিতঃ । তদ্বিষ্ণুকরণার্থায় কপিভির্দ্ব্যঙ্গবাদিভিঃ ॥ ৮৫
প্রবুদ্ধৈর্দৈত্যৈস্তাশ্চ বর্তমানৈঃ মহাক্রতো । বামনাশ্চো মতাবিহ্বাজগাম বলৈর্মথম্ ॥ ৮৬
স্মিতেন মোহয়'ল্লোকং বামনো ভক্তবৎসলঃ । বলৈঃ প্রত্যক্ষতাং গতা হবির্ভৌকুমুপায়যৌ ॥ ৮৭
হুর্কৃতোবাসুদন্তো বা জড়ো বা পণ্ডিতোহপি বা । ভক্তিয়ুক্তো ভবেত্তস্মৈ সদাস্মিহিতোহরিঃ
আয়ান্তঃ বামনঃ দৃষ্টী ঋষয়ো জ্ঞানচক্ষুষঃ । জ্ঞানী নারায়ণঃ দেবমুদয়গূর্বঙ্গবাদিনঃ ॥ ৮৯
এতজ্জ্ঞানী দৈত্যগুরুরেকান্তে বলিমববীং । স্বস্মারমবিচার্য্যেব খলাঃ কার্য্যাণি কুর্ন্ততে ॥ ৯০

ভার্গব উবাচ ।

ভো ভো দৈত্যপতে সৌম্য অপচতুর্ভুং তব শ্রিয়ম্ । বিষ্ণুর্দ্ব্যঙ্গীসমখিতঃ পুত্রতাং গতঃ ৯১
তবান্বয়ং সমায়াতি ত্রয়া ত্রয়াং সুরেশ্বরঃ । ন কিঞ্চিদপি দাতব্যং মমতং শত্ৰুপণ্ডিত ॥ ৯২
আত্মবুদ্ধিঃ ভক্তকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ । পরবুদ্ধির্বিনাশায় ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়করী ॥ ৯২
শক্রাণাং হিতকুদ্বন্দ্ব স হস্তব্যো বিশেষতঃ । সহায়ৈ নান্যমাত্তে কিং কার্য্যং সাধ্যতে বদ ॥ ৯৪

বলিরুবাচ ।

এবং গুরো ন বক্তব্যং ধর্ম্মমার্গবিরোধকম্ । যদ্যাদন্তে স্বয়ং বিষ্ণুঃ কিমস্মাদনিকং পরম্ ॥ ৯৫
কুর্ন্ততি বিদুষো যজ্ঞান বিকুঞ্জীণনকাঃশম্ । স চেৎসাক্ষাদ্বিকুঞ্জীণাদতঃ কোহপ্যধিকো ভুবি ॥ ৯৬
দরিত্রেনাপি যংকিঞ্চিদ্বিক্বেদীয়তে গুরো । তদেব গুরো দানং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৯৭
স্মৃতোহপি পরয়া ভক্ত্যা পুনাতি পুরুষোত্তমঃ । যেন কেনাপ্যর্জিতজ্ঞ দদাতি পরমাং গতিম্ ॥ ৯৮
হরির্হরতি পাপানি হৃষ্টচিহ্নৈরপি স্মৃতঃ । অনিচ্ছয়াপি সংসৃষ্টো দহত্যেব হি পাবকঃ ॥ ৯৯
জিহ্মাশ্চৈ বর্ততে যশ্চ হরিরিতাক্ষরম্বয়ম্ । বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃতিবর্জিতঃ ॥ ১০০
গোবিন্দেতি সদা ধ্যানেদৃষন্তু বাগাদিবর্জিতঃ । স যাতি বিষ্ণুভবনমিতি প্রাহমনীষিণঃ ॥ ১০১
অদ্বৈতী বা ব্রাহ্মণে বাপি ছয়তে যদ্বিধিগুরো । হরিবুদ্ধ্যা মহাভাগ তেন বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥ ১০২
অহন্ত হরিতুষ্টার্থং করোম্যধ্বরযুক্তমম্ । স্বয়মাত্তি চেদ্বিষ্ণুঃ কৃতপৌহস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৩

সূত উবাচ ।

এবং বদতি দৈভ্যোস্তে বিকুর্বাযনরূপবৃক্ । প্রবিবেশাধ্বরযুক্তং হুতবক্রিম্ননোরমম্ ॥ ১০৪
বিকৌবেহস্মৈ জগদ্ধাত্রে দাতার্য্যো যিনিদ্বন্দ্বিলিঃ । সোমাপিততনুর্ভূত্যা ত্রয়াশ্রয়নোহববীং ॥ ১০৫

বলিরুবাচ ।

ঐদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে নফলো মথঃ । জীবনং সফলং মেহং কৃতার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ
অসোযামুভূতিমে' নমানাত্তিহুর্লভা । ভগ্নগমনমাত্রেণ অনায়াসো মহোৎসবঃ ॥ ১০৭

এতে চ কথয়ঃ সৰ্ব্বৈ কৃতার্থী নাত্ৰ সংশয়ঃ । যৈঃ পূৰ্ণং যৎ তপস্তপ্তং তদদা সফলং প্রভো ॥১০৮
কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মিকৃতার্থোহস্মি ন সংশয়ঃ । তস্মাত্তুভানমস্তুভানমস্তুভানমো নমঃ
তদা জয়া হবিরোগঃ সাধয়ামৌতি মে মনঃ । ইত্যান্ধমাহসমাযুক্তঃ সমাজাপয় মা বিভো ॥১১০
ইত্যাংক্তে দীক্ষিতে তস্মিন্ প্রহসন্বামনোহববীঃ । দেহি মে তপসি হাতু ভূমি ত্রিপদসম্মিতাম্
এতচ্ছ্রুত্বা বলিঃ প্রাহ রাজা ব্যাতিতবান্নহি । গ্রাম বা নগরঃ বাপি ধন বা কি কৃতং তয়া ১১২
তস্মিনম্য বলিঃ প্রাহ বিষ্ণুঃ কপটবেশধ্বক্ । আসন্নব্রষ্টরাজ্যস্য বৈরাগ্যঃ জনয়ন্নিব ॥ ১১৩

শ্রীভগবানুবাচ ।

শৃণু দৈত্যেন্দ্র বক্ষ্যামি ত্বাদ্যত্মতরং পরম্ । সৰ্বসম্মতিহীনানাং কিমর্থৈঃ সাধাতে বদ ১১৪
অহম্ভ সৰ্বভূতানামভ্যর্থামীতি ভাবয় । ময়ি সৰ্বমিদং দৈত্য কিমর্থৈঃ সাধাতে ধনৈঃ ॥ ১১৫
সাগদেববিহীনানাং শান্তিনাং তাত্তম্যমিহ । নিত্যানন্দস্বরূপাণাং কিমর্থৈঃ সাধাতে ধনৈঃ ॥
যাত্ৰবৎসৰ্বভূতানি পশুতা শান্তচেতসাম্ । অভিন্নমাক্ষনঃ সত্য কো দাতা দীয়েতে চ কিম্ ॥
পৃথীয়াঃ ক্ষত্রিয়বশা ইতি শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ । তদা জয়া হিতাঃ সন্তে লভতে পরমং সুখম্ ॥
কাতব্যো মুনিভিষ্ঠাপি বর্ষ্ঠাঃশো ভূভূজে বলে । মহীয়াং ব্রাহ্মণানাঙ্ক দাতব্যো সৰ্বসম্মতঃ ॥১১৯
অনিন্দ্য মহাত্মাঃ শৃণু তং গদতো মম । ন কোহপি পদিতঃ শস্তো লোকেহস্মিন্দৈতানস্তুম
ভূমিদানাংপরং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । পর নিষ্ঠাগমাপ্নোতি ভূমিদানেন সংশয়ঃ ॥১২১
স্বপ্নামপি মহীঃ দত্তা প্রোক্তিযায়াহিতায়সে । ব্রহ্মলোকমবাশ্রোতি পুনরাশ্রিত্বলভম্ ॥ ১২২
ভূমিদঃ সৰ্বদঃ প্রোক্তো ভূমিদো মোক্ষভাগুভবেৎ । ভূমিদানন্ত তজ্জৈয়ঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । দশহস্তাঃ মহীঃ দত্তা সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ১২৪
নংপাত্রে ভূমিদাতা যঃ সৰ্বদানফলং লভেৎ । ভূমিদস্ত সন্মো নাশ্রিত্ব লোকেষু বিদ্যাতে ১২৫
দ্বিজস্য বৃদ্ধিহীনস্য যঃ প্রদদ্যাক্ষহীঃ বলে । তস্য পুণ্যফলং বক্ষুঃ নালং বর্ষশতৈরপি ॥ ১২৬
ইক্ষ্বাকুধুমতুলনীপূগগবৃক্ষাদিসংযুতা । পৃথী প্রদীয়েতে যেন স বিকুর্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১২৭
মন্তস্য দেবপূজাসু বৃদ্ধিহীনস্য ভূমিপ । স্বপ্নামপি মহীঃ দদ্যাৎ স বিকুর্নাত্ত সংশয়ঃ ॥ ১২৮
বৃদ্ধিহীনস্য বিপ্রস্য দরিদ্রস্য কুটুম্বিনঃ । অল্পামপি মহীঃ দত্তা বিকোঃ সাধুজ্যাপ্নুয়াৎ ॥ ১২৯
মন্তস্য দেবপূজাসু বিপ্রস্তাটকিকারং মহীম্ । দত্তা ভবতি গঙ্গায়াং ত্রিরাজস্রামজং ফলম্ ১৩০
বিপ্রস্য বৃদ্ধিহীনস্য সদাচারব্রতস্য চ । দ্রোণিকারং পৃথিবীঃ দত্তা যৎ ফলং লভতে শৃণু ॥ ১৩১
গঙ্গাতীরেহবমেধানাং শতানি বিধিবন্নরঃ । কৃত্বা যৎফলমাপ্নোতি তদাপ্নোতি মহৎফলম্ ॥১৩২
দদাতি খাদিকারং ভূমিং দরিদ্রায় দ্বিজাতয়ে । তস্য পুণ্যং প্রবক্ষ্যামি বদতস্তন্নিশামস্ব ॥ ১৩৩
অবমেধমহত্যাণি বাজপেয়শতানি চ । বিধায় জাহবীতীরে যৎ ফলং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ১৩৪
ভূমিদানং মহাদানমতিদানং প্রকীৰ্ত্তিতম্ । সৰ্বপাপপ্রণাশনমপবর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৩৫
ইতিহাসমিমং বক্ষ্যে শৃণু দৈত্যাকুলেশ্বর । যচ্ছ্রুত্বা প্রকৃত্বা যুক্তো ভূমিদানফলং লভেৎ ॥ ১৩৬
আমীং পুরা দ্বিজবরো ব্রহ্মকল্পো মহামুনিঃ । দরিদ্রো বৃদ্ধিহীনশ্চ নাস্তা ভদ্রমতির্বলে ॥ ১৩৭
ঋতানি সৰ্বশাস্ত্রাণি তেন বেদবিদা বলে । ঋতানি চ পুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সৰ্বশঃ ॥ ১৩৮
যতবঃ স্তস্য বহু পত্নাঃ কৃত্বা নিকুর্বশোবতী । কামিনী মানিনী চৈব শোভা চৈব প্রকীৰ্ত্তিতা ॥
তাসু পত্নীষু তস্তামং কৃত্বারিং শচ্ছতব্রতম্ । পুরাণানস্মরপ্রোষ্ঠ সৰ্বৈ নিত্যং বুদ্ধিক্রিতাঃ ॥ ১৪০

অকিঞ্চনো ভদ্রমতিঃ ক্ষুধাৰ্ত্তান্নজান্ শিয়ান্ । পশুন্ স্বয়ং ক্ষুধাৰ্ত্তকং বিলম্বাপাকুলেশ্চিরঃ ॥ ১৪১
 বিগ্জ্জগ ভাগ্যরহিতং বিগ্জ্জন্ম ধনবর্জিতম্ । বিগ্জ্জন্ম যত্ননিরতং বিগ্জ্জন্ম সুখবর্জিতম্ ॥ ১৪২
 বিগ্জ্জন্ম ধর্ম্যরহিতং বিগ্জ্জন্মাতিথ্যবর্জিতম্ । বিগ্জ্জন্মাচাররহিতং বিগ্জ্জন্ম যাক্ৰুরা রতম্ ॥ ১৪৩
 বিগ্জ্জন্ম বন্ধুরহিতং বিগ্জ্জন্ম খ্যাতিবর্জিতম্ । নরস্ত বহুপতাস্ত বিগ্জ্জন্মৈর্ধর্ম্যাবর্জিতম্ ॥ ১৪৪
 অহো গুণাঃ সৌম্যতা চ বিবৃতা জন্ম সংকুলে । দারিদ্র্যানুশ্লিষ্যন্ত সন্তমেতন্ন শোভতে ॥ ১৪৫
 প্রিয়াঃ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ বান্ধবা ভাতরসুখা । শিষ্যাশ্চ সর্কৈ মনুজাস্ত্যজৈস্ত্যগ্ধ্যাবর্জিতম্ ॥ ১৪৬
 চাণালো বা বিজো বাপি ভাগ্যবানেব পূজ্যতে । দরিদ্রঃ পুরুষো লোকে সর্কৈস্ত্রৈব হি নিন্দ্যতে
 অহো সম্পৎসমাযুক্তো নিষ্ঠুরো বাপ্যনিষ্ঠুরঃ । গুণহীনোহপি গুণবান্ মুখ্যো বাপি স পণ্ডিতঃ
 নিষ্ঠুরো বা গুণী বাপি ধর্ম্যহীনোহপি বা বরঃ । ঐশ্বর্যাগুণযুক্তশ্চৈব পূজ্য এব ন সঃশরঃ ॥ ১৪৯
 অহো দরিদ্রতা দুঃখং তত্রাপ্যাশাতিদুঃখদা । আশাতিভূতাঃ পুরুষা দুঃখমশ্রুবতে স্বয়ম্ ॥ ১৫০
 আশায়া দামবদাসাঃ সর্কৈলোকস্ত চৈব হি । মানং হি মহতাং লোকে ধর্মমক্ষয়মুচ্যতে ॥ ১৫১
 তদেবাশাখারিপুণা প্রনষ্টাহো দরিদ্রতা । বর্কশাস্ত্রার্থবেদ্যাপি দরিদ্রো ভাতি মূর্খবৎ ॥ ১৫২
 অকিঞ্চনমহারোগগ্রস্তানাং কো বিমোচকঃ । অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখং দরিদ্রতা ॥

তত্রাপি পুত্রদারাগাং বাহল্যমতিদুঃখদম্ ॥ ১৫৩

এবমুক্তা ভদ্রমতিঃ সন্তশাস্ত্রার্থপারগঃ । অল্লৈশ্বর্যাপদং ধর্ম্যং মনসাচিত্তুরং তদা ॥ ১৫৪
 ভূমিদানং বিনিশ্চিত্য সর্কৈদানোত্তমোত্তমম্ । পাবকং পরমং ধর্ম্যং সর্কৈকামফলপ্রদম্ ॥ ১৫৫
 দানানামুত্তমং দানং ভূদানং পরিকীৰ্ত্তিতম্ । যদন্তা সমবাপ্নোতি যদ্যদিষ্টমং নরঃ ॥ ১৫৬
 ইতি নিশ্চিত্য মতিমান্ ধীরো ভদ্রমতির্বলে । কোশাখীং নাম নগরীং কলত্রসহিতো যযৌ ॥
 সুযোষ নাম বিশ্লেদ্রঃ সর্কৈশ্বর্যাসমম্বিতম্ । গড়া বাচিতবান্ ভূমিং পঞ্চহস্তায়তাং বলে ॥ ১৫৮
 সুযোষো ধর্ম্যনিরতস্তঃ নিরীক্ষ্য কুটুম্বিনম্ । মনসা প্রীতিমাপন্নঃ সমভ্যর্চ্যৈনমব্রবীৎ ॥ ১৫৯
 কৃতার্থোহস্মি ভদ্রমতে সফলং মম জন্ম চ । মংকুলং চানবং জাতমশ্রুগ্রাহোহস্মি তে যতঃ ॥ ১৬০
 ইত্যা ক্তা তং সমভ্যর্চ্য সুযোষো ধর্ম্যতৎপরঃ । পঞ্চহস্তপ্রমাণকু দদৌ তস্মৈ মহামতিঃ ॥ ১৬১
 পৃথিবী বৈষ্ণবী পুণ্যা পৃথিবী বিষ্ণুপালিতা । পৃথিব্যাস্ত প্রদানেন ঐয়তাং মে জনার্দনঃ ॥ ১৬২
 মত্রেণানেন দৈত্যোক্ত সুযোষস্তং দ্বিজেশ্বরম্ । বিষ্ণুবৃদ্ধ্যা সমভ্যর্চ্য তাবতীং পৃথিবীং দদৌ ॥
 মোহপি ভদ্রমতির্বিশ্ণো ধীমাংস্তা যাচিতাং ভুবম্ । দত্তবান্ হরিভক্তায় প্রোত্রিয়ারকুটুম্বিনে ॥
 সুযোষো ভূমিদানেন কোটিবংশসমম্বিতঃ । প্রপেদে বিষ্ণুভবনং বজ্র গড়া ন শোচতি ॥ ১৬৫
 বলে ভদ্রমতিশ্বেদকৃত্য প্রাপিতবান্ শিরম্ । স্থিতবান্ বিষ্ণুভবনে স কুটুম্বো যুগায়ুতম্ ॥ ১৬৬
 ততস্ত ব্রহ্মনদনে স্থিতা যুগশতাযুতম্ । ঐক্সং পদং সমাপ্রিত্য স্থিতবান্ কল্পপঞ্চকম্ ॥ ১৬৭
 ততো ভুবং সমাসাদ্য সর্কৈশ্বর্যাসমম্বিতঃ । জাতিশ্রবো মহাভাগো বৃভূজে ভোগযুক্তমম্ ॥ ১৬৮
 ততো ভদ্রমতির্দৈতা নিকামী বিষ্ণুতৎপরঃ । পৃথিবীং বৃষ্টিহীনানাং ব্রাহ্মণানাং প্রদত্তবান্ ॥
 তস্ত বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দৈতৈশ্বর্যাসমুত্তমম্ । কোটিবংশসমেতস্ত দদৌ মোক্ষমশ্রুতমম্ ॥ ১৭০
 তস্মাকৈত্যপতে বহুং সর্কৈশ্বর্যপরাধনং । তপস্করিষ্যে মোক্ষায় দেহি মে ত্রিপদাং মহীম্ ॥ ১৭১

সূত উবাচ ।

বিরোচনশূভো দৃষ্টঃ কলসং জলপূরিতম্ । আদদে পৃথিবীং দাক্ষ্যং বন্ধিতো ভার্গবস্ত সঃ ॥ ১৭২

বিষ্ণুঃ সৰ্বগতো জাহ্নবী জনধারবিরোচিনম্ । কাব্যং হস্তস্ত দৰ্ভাশ্ৰং তদ্বারে সন্মাবেশরং ॥ ১৭৩
 দৰ্ভাশ্ৰোহুত্মহাশস্ত্রং রবিকোটিসমপ্রভম্ । অমোঘং ব্রাহ্মমত্যাশ্রং কাব্যাক্ষিপ্রাসলোলুপম্ ॥
 শশাপ ভার্গবঃ শূরানসূরানেকচক্ষুবা । পশ্চোতি ব্যাদিদৈশৈব দৰ্ভাশ্ৰং শস্ত্রসম্ভিতম্ ॥ ১৭৫
 বলিদদৌ মহাবিক্রোমহীঃ ত্রিপদসম্মিতাম্ । বহুধে সোহপি বিখ্যাভ্যা আব্রহ্মভবনং তদা ॥ ১৭৬
 অমিমীত মহীঃ স্বাভ্যাং পদ্ভ্যাং বিশ্বতনুর্হরিঃ । আব্রহ্মাণ্ডকটাহান্তঃ পদাশ্চেনামিতপ্রভঃ ॥ ১৭৭
 পাদাস্ত্রুষ্ঠাশ্চনিৰ্ভিন্নৌ ব্রহ্মাণ্ডৌ বিভিদ্বে দ্বিধা । তদ্বারা বাহুসলিলং বহুধারং সমাগতম্ ॥ ১৭৮
 ধৌতবিষ্ণুপদং ভোমং নিৰ্ম্মলং লোকপাবনম্ । অজাওবাহুসলিলং ধারাক্রপমবর্তত ॥ ১৭৯
 তজ্জলং পাবনং শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মাদীন্ পাবয়ন্ সূরান্ । সংসেবিতং সপ্তর্ষিভিঃ পতিতং মেরুমুর্দ্ধনি ॥
 ইতি দৃষ্টাদ্ভুতং কৰ্ম ব্রহ্মাদ্যা দেবতাগণাঃ । ঋবরৌ মনবশ্চৈব অশ্ববন্ হর্ষসংযুতাঃ ॥ ১৮১

ব্রহ্মাদ্যা উচুঃ ।

নমঃ পরেশায় পরাত্মরূপিণে পরাংপরায়াপররূপধারিণে ।

ব্রহ্মাত্মনে ব্রহ্মরত্নাত্মবুদ্ধয়ে নমোহস্ত তেহব্যাহতকৰ্ম্মশালিনে ॥ ১৮২

পরেশ পরমানন্দ পরমাত্মন পরাংপর । সনাতন জগন্নাথ প্রমাণাতীত তে নমঃ ॥ ১৮৩
 বিশ্বতশ্চক্ষুধে তুভ্যাং বিশ্বভোবাহবে নমঃ । বিশ্বতঃশিরসে তুভ্যাং বিশ্বভোগতরে নমঃ ॥ ১৮৪
 এবং স্ততো মহাবিশ্বব্রহ্মাদীনাং দিবৌকসাম্ । দস্তা স্বপদভ্রেষ্টাঃ প্রহননভরং দদৌ ॥ ১৮৫
 বিরোচনাত্মজং দৈত্যং বন্ধয়ামাস মাধবঃ । দদৌ রসাতলং তস্মৈ নিবাসং ভোগসংযুতম্ ॥ ১৮৬

ঋবর উচুঃ ।

রসাতলে মহাবিশ্ববিরোচনমুতশ্চ বৈ । কিং ভোজ্যং কল্পয়ামাস বোরে গৰ্ভভয়াকুলে ॥ ১৮৭
 সূত উবাচ ।

অমস্মিতং হবিষতু হুয়তে জাতবেদগি । অপাত্রে দীরতে যচ্চ ভুংগক্সং ভোগসাধনম্ ॥ ১৮৮
 হুতং দত্তপাণ্ডুচিনা অশ্বহা কৰ্ম্ম যৎকৃতম্ । ভুংগক্সং তত্র ভোগার্থমধঃপাতফলপ্রদম্ ॥ ১৮৯
 এবং রসাতলং বিষ্ণুর্বলুয়ে বৈ প্রদত্তবান্ । ব্রাহ্মগানাক সর্কেষাং সূরাণাং নাকমুত্তমম্ ॥ ১৯০
 অর্চ্যমানোহমরগণৈঃ স্তূরমানো মহর্ষিভিঃ । গন্ধর্কৈর্গৌরমানশ্চ পূনর্বামনতাঃ গতঃ ॥ ১৯১
 এতদৃষ্টা মহং কৰ্ম্ম মুনরৌ ব্রহ্মবাদিনঃ । পরম্পরং শ্রিতযুথাঃ প্রণেযুঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ১৯২
 সৰ্বভূতাত্মকো বিষ্ণুর্দামনহমুপাগতঃ । মোহরত্নখিলং লোকং প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ১৯৩
 এবং প্রভাবা সা দেবী গন্ধা বিষ্ণুপদোদ্ভবা । ব্রহ্মাঃ স্রবণমাত্রেণ মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১৯৪
 গন্ধা গন্ধেতি যে ক্রয়াদ্ভোজনানাং শতৈরপি । সৰ্বপাপবিনিৰ্ম্মুক্তৌ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥
 যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । দেবালয়ে বালয়ে বা মোক্ষমেষধনহপ্রদং ॥ ১৯৬
 সমাহিতমনা যে তু ব্যাখ্যানং কুৰ্ব্বতে নরাঃ । স তেষাং পুনরাবৃষ্টির্গন্ধাবিশ্বপ্রসাদতঃ ॥ ১৯৭

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে একাদশোধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

দানানি কশ্চ দেয়ানি দানকালশ্চ কীদৃশাঃ । কশ্চ বা প্রতিগৃহীয়াৎ সূত নো বকুমহ্মি ॥ ১
সূত উবাচ ।

মর্কষামেব বর্গীনাং ব্রাহ্মণাঃ পরমো গুণঃ । তস্মা দানানি দেয়ানি স ভারয়তি পণ্ডিতঃ ॥ ২
ব্রাহ্মণাঃ প্রতিগৃহীয়াৎ মর্কষাত্তাভিঃ সঞ্জিতঃ । ন কদাচিৎ ক্রতুবিধৌ প্রতিগ্রহপরৌ শৃণো ॥ ৩
শক্চ স পুত্রহীনস্ত দত্তাচার্যতস্য চ । বেদবিদেষিণশ্চৈব দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৪
দেববিদেষিণশ্চৈব দ্বিজবিদেষিণশ্চৈব । স্বকর্ম্মভ্যাগিনশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৫
পরদারভ্যাপি পাতকদারভ্য চ । নক্ষত্রপাঠকশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৬
অস্ম্যবিদেষনম- কৃত্যস্ত চ মায়িনঃ । অযাজ্যযাজকশ্চাপি দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৭
নিত্যং যাজ্ঞাপরশ্চাপি হিংসকশ্চ শঠশ্চ চ । নামবিক্রয়িণশ্চাপি বেদবিক্রয়িণশ্চৈব ॥ ৮
শ্রুতিবিক্রয়িণশ্চাপি দর্শ্যবিক্রয়িণশ্চৈব । পরোপতাপশীলশ্চ দত্তং ভবতি নিফলম্ ॥ ৯
যে কেচিৎ গাণানিরতা নিন্দিতাঃ সূত্রনৈঃ সদা । ন তেভাঃ প্রতিগৃহীয়াৎ দেয়ং বাপি কিঞ্চন ॥ ১০
সংকর্ম্মনিরতঃ সৈব গোবিশ্বাস্যাত্তিগম্যয়ে । হৃতিহীনায় বৈ দেয়ং দরিদ্রায় কটুশ্বিনে ॥ ১১
দেবপূজাসু সত্তস্য সংকথাকথনে তথা । দেয়ং প্রযতুতো বিপ্রা দরিদ্রস্ত বিশেষতঃ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং বিজ্ঞাতবান্ সূত মহাভাগো ভগীরথঃ । গম্যারঃ শুভমাহাজাং কথমানীতবান্ পুরা ॥ ১
সূত উবাচ ।

সমাদ্ধাবনিতা বুদ্ধিগুণ্য কং বিজমন্তমাঃ । যক্ষাসামহিমাসক্তাঃ প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ২
শৃংখলমুগমঃ মর্কষ নাঃ দেন মহাকুনা । ননংকুমারমুনহে গীতং স্বং পূর্ব্বাদধনম্ ॥ ৩
যজ্ঞগা পুণ্যমাধানঃ মর্কষাপপ্রনাশনম্ । ব্রহ্মহা কৃষ্ণমাতোতি উজ্জাহ ভগবান্ মুনিঃ ॥ ৪
কথমানীতবান্ গম্যারঃ গাগরেয়ো ভগীরথঃ । কেন প্রচোদিতোহপ্যাসীদুঃ মর্কষঃ কথয়ামি বঃ ॥ ৫
ভগীরথো মহারাজঃ সগরায়রমজ্জনঃ । শশান পৃথিবীমেনাং নলদ্বীপাং সনাপরাম্ ॥ ৬
মর্কষশ্চরতো নিত্যং সৎপক্ষঃ মর্কষশ্চবিৎ । নত্বারতো মহাভাগো বায়জ্জকো বিচক্ষণঃ ॥ ৭
কন্দর্পসদৃশো রূপে মোমবৎ প্রিয়দর্শনঃ । প্রালেয়াজিগমো বৈদ্যো ধর্ম্মে বর্জ্জমমো নৃপঃ ॥ ৮
মর্কষলক্ষণমম্পন্নঃ মর্কষশাস্ত্রার্থপারগঃ । মর্কষনম্পংসমাযুক্তঃ মর্কষানন্দরতো নৃপঃ ॥ ৯

অতিথিপ্রাণকো নিত্যং বাসুদেবার্চনে রতঃ । পরাজমী জগনিবিতৈতঃ প্রাণিহিতে রতঃ ॥ ১০

এবং বহুগুণনিধি রাজানঃ তঃ ভগীরথম্ । বশ্মরাজো মহাপ্রাজঃ কদাচিদ্রুমাগতঃ ॥ ১১

সমাগতঃ ধর্মরাজমর্হণাভিভগীরথঃ । বখোচিতাভিক্রদনা ননাম স্মিতমণ্ডলে ॥ ১২

কৃতাতীথ্যক্রিয়ঃ কালঃ কৃতাসনপরিগ্রহম্ । উবাচ প্রাজলির্ভূহা বিনয়েন ভগীরথঃ ॥ ১৩

রাজোবাচ ।

কৃতার্থোহস্মি মহাভাগ সন্ততস্থাপকোবিদ । উগকর্ভুঃ সমর্থোহস্মি কবঃ দেবস্ত মানুস্বঃ ॥ ১৪

ইতু্যক্তঃ সাগরঃ দীর্ঘঃ প্রহসন্ স্বাদশাঙ্গকঃ । কৃপয়া পরয়াবিশ্টো বাক্যমেতদুবাচ হ ॥ ১৫

কাল উবাচ ।

রাজন্ ধর্মবিদাঃ প্রেষ্ঠাঃ সিন্ধোহসি জগজ্জয়ে । বিষ্ণুনা অরুমায়াত বশ্মজঃ তাঃ কৃপোত্তমম্

সমর্পণনিরতঃ মর্ত্যঃ সর্গভূতহিতে রতম্ । স্তুমিত্যুত্তিঃ বিবৃণো উগকর্ভুগণেশ্বরগাচ হ ॥ ১৬

কৌর্ভির্নাতিশ্চ সম্পত্তিবর্ততে যত্র ভূগতে । বানঃ বসন্তি তত্রৈব সন্তঃ সন্তাশ্চ দেবতাঃ ॥ ১৭

অহো রাজন্ মহাভাগ শোভনঃ চরিতঃ তব । সর্গভূতহিতৈষিঃ মাদৃশামসি হ্রলভম্ ॥ ১৮

স্বঃ উবাচ ।

ইতু্যক্তবস্তুঃ বর্ষেশঃ প্রাণপতা যথাবিধি । প্রোবাচ বিনয়াবিশ্টো স্তুতঃ বদতাঃ বরঃ ॥ ২০

রাজোবাচ ।

ভগবন্ সর্গধর্মাজ্ঞ নমদর্শিন্ সুরেশ্বর । কৃপয়া পরয়াবিশ্টো বদ্রূপোহমি বদস্ব মে ॥ ২১

ধর্ম্যাকৌর্ভুগিবাঃ প্রোক্তাঃ কেলোকানন্দকীলিনাঃ । কিস্ততোহস্মি নমঃপ্রোক্তাঃ কবঃ প্রাপ্তিকীর্তিতঃ

দ্রয়া নন্দাননৌগ্রা যো শানিনীয়াস্তথা চ মে । এতৎ সন্তঃ মহাভাগ বিশ্বরূপকুম্ নিব ॥ ২২

কাল উবাচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ মতিশ্রে দিমলোচ্ছল । ধর্ম্যবর্গান্ প্রবক্ষ্যামি তদ্বৎ গুণ ভূগতে ॥ ২৪

ধর্ম্যী বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ পুণ্যলোকপ্রদায়কাঃ । তথৈব যাতনা যোরা অনথাতাঃ প্রকীর্তিতাঃ

বিস্তরাকাদিতুঃ নাস্তমসি বর্ষশতৈরপি । তস্মাৎ সমাসতো বক্ষ্যে শৃণু নাগ্মনঃ প্রভো ॥ ২৬

প্রতিদানং বিজাতীনা মহাপুণাঃ প্রকীর্তিতম্ । তচ্চৈবদ্যাক্রিষ্টমে দত্তং ভবতি চাম্বলম্ ॥ ২৭

কলত্রিণং বা শাস্ত্রজং প্রোত্রিয়ং বা জপাধিতম্ । যো দংষ্ট্রা ত্যগ্রেদ্রুজি তস্য পুণ্যকল শৃণু ।

মাতৃতঃ পিতৃতশ্চৈব ত্রিকোটিকলং যুতঃ । নিকিষ্টা বিক্ৰমা কল্পঃ তত্রৈব পরিমুচ্যতে ॥ ২৯

গণ্যস্তে পাশবো ভূমের্গণ্যস্তে রুষ্টিবিন্দবঃ । ন গণ্যন্তে বিদাত্রাসি প্রক্ষয়ঃ তাননং কলম্ ॥ ৩০

নমস্তদেবতারূপো প্রাক্ষণঃ পরিকীর্তিতঃ । জীবনং দদত্তশুভ্রং কঃ পুণ্যং গদিতুং কুমঃ ॥ ৩১

যো বিপ্রহিতকুশিত্যঃ স সপানু কৃতবান্ মথান্ । স স্মাতঃ সর্গভৌর্থেনু তদ্বৎ ভেনাদিবৎ তপঃ

যো দদদ্ষেতিবিপ্রাণাং জীবনং প্রোচ্যতে নরঃ । মোহনি তৎফলমাদ্রোতিকিমৈক্রেদজ্জীবিতঃ ॥

তদাগং কারয়েদ্যন্ত স্বয়মেব করোতি বা । বকুং তৎপুণ্যগণনাং নালং বর্ষশতায়ুতম্ ॥ ৩৪

তদাগকুর্যো রাজন্ পঞ্চকোটিকুলাধিতঃ । নিকিষ্টা বিক্ৰমা কল্পঃ তত্রৈব পরিমুচ্যতে ॥ ৩৫

যঃ কচ্চিদক্সপো রাজ স্তুগুভাগজলং পিবেৎ । তৎকর্ভুঃ সর্গপাপানি নশ্রুভ্যো বননং শরঃ ॥ ৩৬

একাহমপি যঃ কুর্ষ্যাৎ মিথুদকং নরঃ । ন যুক্তঃ সপ্তপাপেভ্যঃ শতবনং চরেদ্ভিবি ॥ ৩৭

কর্ভুং তদাগং যো মর্ত্যঃ সাধকঃ শক্তিতো ভবেৎ । মোহপি তৎফলমাদ্রোতি তদুপায়প্রদস্ত যঃ

মুদা তিলার্কিমাাত্রাং বা উড়াগাদ্যঃ সমাচরেৎ । বসেৎ স দিবি পক্ষাশদিমুক্তঃ পাপকোটিভিঃ ।
 দেবতারতনং যন্ত কুরুতে কারয়তাপি । শিবস্ত বা হরের্বাপি তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৪০
 মাতৃভঃ পিতৃ ষ্টৈচ । লক্ষকোটিকুলাদিতঃ । কল্পত্রয়ং বিষ্ণুপদে হি হা তত্রৈব মুচ্যতে ॥ ৪১
 দাক্ষিণ্যঃ কারয়েদ্যন্ত তত্রৈব দিগুণং ফলম্ । ইষ্টেকাভিচ্চ ত্রিগুণং শিলাভিচ্চ চতুর্গুণম্ ॥ ৪২
 ক্ষটিকাংশিলাভৈর্দৈজেরং দশগুণোত্তরম্ । তাত্ৰৈব শতগুণং জেরং হেমা কোটিগুণং ভবেৎ
 দেবালয়ং উড়াগং বা গ্রামং বাপালয়েতু যঃ । তেষাং শতগুণং জেরং কর্তৃত্বোহপি মহীপতে
 যে চ পুণ্যবতৌ রাজন্ বর্ষেষেবেতেষু কল্পবঃ । তে সর্ক্সেহগুবতে নিভাং তদ্বিকোঃ পরমং পদম্
 উপাধিরহিতা যে তু বলান্বা কারিতাস্ত যে । শতকোটিকুলৈর্গুণৈঃ মোদন্তে বিষ্ণুনা মহ ॥ ৪৬
 উড়াগার্কিফলং রাজন্ কামারে পরিকীৰ্ত্তিতম্ । কূপে পাদফলং জেরং কুল্যায়ান্ উচ্ছতোত্তরম্
 ধনাঢ্যঃ কুরুতে গ্রামং দদাতি গায়কিঞ্চনং । অপি হস্তপ্রমাণাং বা সমং পুণ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪৮
 দশভিঃ কারয়েদ্যন্ত ধনাঢ্যো দেবতাগৃহম্ । মুদা দরিদ্রঃ কুরুতে সমং পুণ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪৯
 ধনাঢ্যঃ কুরুতে যন্ত উড়াগং ফলসাধনম্ । দরিদ্রঃ কুরুতে কূপং সমং পুণ্যং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫০
 আরামং কারয়েদ্যন্ত বহুজন্তুপকারকম্ । স যাতি ব্রহ্মগদনং পুনরাবৃতির্ন ভবতি ॥ ৫১
 স্থাপয়েদ্বক্ষমেকং বা দরিদ্রো লোকসাধকম্ । স যাতি ব্রহ্মগদনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ ॥ ৫২
 গাৰ্হো বা ব্রাহ্মণো বাপি যো বা কো বাপি ভূতলে । ক্ষণার্কিমপি তচ্ছারং তিষ্ঠন্নাকং নরভামম
 আরামদা মহাভাগা দেবতাগৃহকারিণঃ । উড়াগগ্রামকর্ত্তারঃ পূজ্যন্তে হরিণা সদা ॥ ৫৪
 সর্ক্সলোকোপভোগার্থং পুষ্পারামং জনেশ্বর । কুরুতে দেবতার্থং বা তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৫৫
 তত্র যাবন্তি পত্রানি কুম্মানি ভবন্তি চ । তাবৎকালং বসেৎ স্বর্গে শতকোটিকুলাদিতঃ ॥ ৫৬
 প্রাকারকারিণস্তস্ত কটকাবরণপ্রদাঃ । তে যুগত্রিতয়ং রাজন্ বসন্তি ব্রহ্মণঃ পদে ॥ ৫৭
 আরামাণাঞ্চ প্রাকারং কটকাবরণং তথা । বসন্তি তে যুগশতং যথাযোগ্যং দিবি প্রভো ॥ ৫৮
 তুলসীরোপণং যে তু কুরুতে মনুজেশ্বর । তেষাং পুণ্যফলং বর্ক্সো মদন্তস্ত্রিশাময় ॥ ৫৯
 শতকোটিকুলৈর্গুণৈঃ মাতৃভঃ পিতৃভস্তথা । বসেৎ কল্পশতং সার্ক্সং নারায়ণসমীপভঃ ॥ ৬০
 উর্দ্ধপুণ্ড্রকরো যন্ত তুলসীমূলমুতিকাম্ । তত্রৈব নেত্রং তস্তাসীমূর্ধ্বান্দোবিভূষ্য কলাম্ ॥ ৬১
 তৃণানি তুলসীমলাদ্যাবজ্ঞাপহৃতানি বৈ । তাবন্তি ব্রহ্মহত্যানি চ্ছিনতোব ন সংশয়ঃ ॥ ৬২
 তুলসীং দিকরেদ্যন্ত চুলুকোদকমাত্রকম্ । ক্ষীরোদশাসিনা সার্ক্সং বসত্যচন্দ্রতারকম্ ॥ ৬৩
 দদাতি ব্রাহ্মণানাং তুলসীকোমলং দলম্ । স যাতি বিষ্ণুভবনং কুলত্রিতয়সংযুতঃ ॥ ৬৪
 কর্ণেন ধারয়েদ্যন্ত তুলসীং সততং নরঃ । তৎকাষ্ঠং ধারয়েদ্যন্ত তস্য নাস্ত্যাপপাতকম্ ॥ ৬৫
 কটকাবরণং বাপি প্রাকারং বাপি কারয়েৎ । তুলস্যাঃ শৃণু রাজেন্দ্র তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥ ৬৬
 যাবদিনানি সংতিষ্ঠেৎ কটকাবরণং প্রভো । কুলত্রয়যুতঃ সোহপি তিষ্ঠেদ্বক্ষপদে স্বয়ম্ ॥ ৬৭
 প্রাকারকল্পকো যঃ স্তাৎ তুলস্যা মনুজেশ্বর । কুলত্রয়েণ সহিতো বিকোঃ সারূপ্যাতাং ব্রজেৎ ৬৮
 যোহর্ক্সৈকরিপাদাজং তুলস্যাঃ কোমলৈর্দলৈঃ । ন তস্য পুনরাবৃতির্ব্রহ্মলোকাং কদাচন ॥ ৬৯
 বানস্তাং পৌর্ণবাস্তাঞ্চ ক্ষীরস্রপনতো হরেঃ । কুলায়ুতযুতঃ সোহপি বিকোঃ সায়ুজ্যামাধুর্য্য
 প্রহপ্রমাণপরমা যঃ স্রাপয়তি কেশবম্ । কুলায়ুতযুতঃ সোহপি বিকোঃ সারূপ্যামাধুর্য্য ৭১
 যুতপ্রহেন যো বিষ্ণুং বানস্তাং স্রাপয়েন্নরঃ । কুলকোটিকুতো রাজন্ সায়ুজ্যং লভতে হরেঃ ॥ ৭২

পদ্মযুতেন আপরেনেকাদশাং জনর্দিনম্ । কুলকোটিসমাযুক্তো বিষ্ণোঃ শাযুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৭৩
 একাদশাং পৌর্ণমাস্যাং দ্বাদশাং বা নৃপোত্তম । নারিকেলোদকৈর্বিষ্ণুং আপয়েৎ তৎফলং শৃণু ॥ ৭৪
 শতব্রহ্মার্জিতৈঃ পাতৈর্বিমুক্তো মনুজো নৃপ । শতব্রহ্মলৈবুক্তো বিষ্ণুনা মহা মোদতে ॥ ৭৫
 ইক্ষুক্ষীরেণ দেবেশ নঃ আপয়তি কেশবম্ । কুলাযুতযুতো ভূতী বিষ্ণুনা মহা মোদতে ॥ ৭৬
 পুষ্পাদকেন গোবিন্দং তথা গন্ধোদকেন চ । আপয়িত্বা নরো ভক্ত্যা যুগং স্বর্গাধিপো ভবেৎ ৭৭
 জলেন বস্ত্রপুতেন নঃ আপয়তি কেশবম্ । সর্গপাপবিনিমুক্তঃ শতাব্দ্যং দিব্য মোদতে ॥ ৭৮
 ক্ষীরেণ আপয়েদ্বিষ্ণুং রবিসংক্রমণেষু চ । স বসেদ্বিকৃতভবনে দ্বিসপ্তপুরুষাবিতঃ ॥ ৭৯
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং পূর্ণিমাদিনে । একাদশাং ভাদ্রমাসে দ্বাদশাং পদমীদিনে ॥ ৮০
 সোমস্বর্ষোপরাগে চ মনাদিযু যুগাদিষু । বাতীপাতে বৈদ্রতো চ গজচ্ছায়ামগ্রে তথা ॥ ৮১
 অর্কোদয়ে চ পূষ্যার্কে হস্তার্কে রোহিণীবুধে । তথৈব শনিরোহিণী ভৌমাশ্বিনী তথৈব চ ॥ ৮২
 শক্রাশ্বিনী বৃধাশ্বিনী ভূতপাতেহর্কবৈদ্রতো । তথা বৃহাশ্বিনী শ্রবণার্কে তথৈব চ ॥ ৮৩
 তথাপি সোমশ্রবণে হস্তস্থে চ বৃহস্পতে । বৃধাষ্টমাং বৃধাষাঢ়ে ভূতরেবতিসংযুতে ॥ ৮৪
 আপয়নু পরমা বিষ্ণুং শিবং বা বাগ্‌যতঃ সৃষ্টিঃ । যুতেন মধুনা বাপি দত্তা বা তৎফলং শৃণু ৮৫
 সর্গফলং প্রাপ্য সর্গপাপবিনোচিতঃ । বসেদ্বিকৃতপদে কল্পং ত্রিসপ্তপুরুষাবিতঃ ॥ ৮৬
 ভজ বৈ জ্ঞানমাসাদ্য যোগিনামপি দুর্লভম্ । তত্রৈব মোক্ষমাপ্নোতি পুনরাবৃতিদুর্লভন ॥ ৮৭
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং সোমবারে চ ভূপতে । শিবং সংশ্রাপ্য দুহ্মেন শিবমাসুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৮৮
 নারিকেলোদকেনাপি শিবং সংশ্রাপ্য ভক্তিতঃ । অষ্টমাং মিন্দুবারে চ শিবমাসুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৮৯
 কুরুপক্ষে চ তুর্দশাং ভূধাষ্টম্যাক ভূপতে । যুতেন মধুনা শ্রাপ্য শিবমাসুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৯০
 শিবং সংশ্রাপ্য যুতেন পুষ্পাদকফলোদকৈঃ । সোমবারে মহাভাগ বসেৎ কল্পশতং দিব্য ॥ ৯১
 তিলতৈলেন সংশ্রাপ্য বিষ্ণুং বা শিবমেব বা । স যাতি তত্তৎসাক্ষিপাং কুলজিতয়মংযুতঃ ॥ ৯২
 শিবমিক্ষুরসেনাপি নঃ আপয়তি ভক্তিতঃ । শিবলোকে বসেৎ কল্পং শতকোটিকুলাবিতঃ ॥ ৯৩
 যুতেন আপয়েদ্বিষ্ণুং যুথানে দ্বাদশীদিনে । ক্ষীরেণ বা মহাভাগ তৎফলং বদন্তঃ শৃণু ॥ ৯৪
 জন্মায়ুতার্জিতৈঃ পাতৈর্বিমুক্তো মনুজোত্তমঃ । কুলকোটিসমাযুক্তঃ শিবমাসুজ্যামাশ্রয়াৎ ॥ ৯৫
 নঃ আপয়তি পরমা উথানদ্বাদশীদিনে । কেশবং পরমা ভক্ত্যা তৎফলং বদন্তঃ শৃণু ॥ ৯৬
 জন্মায়ুতার্জিতৈঃ পাতৈর্বিমুক্তঃ পরমং পদম্ । কুলকোটিসমাযুক্তঃ স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥ ৯৭
 মধুপ্রস্থেন গোবিন্দং কান্তিক্যাং পূর্ণিমাদিনে । সংশ্রাপ্য হরিমাসাতি শতকোটিকুলাবিতঃ ৯৮
 মনোহরৈশ্চ প্রকৈশ্চ পুষ্পৈশ্চাপি মনোহরৈঃ । অভ্যর্চ্য বিষ্ণুমীশং বা তত্তৎসাক্ষিপামাশ্রয়াৎ ॥ ৯৯
 পদ্মপুষ্পেণ যো বিষ্ণুং শিবং বার্চতি মানবঃ । স যাতি বিমুক্তভবনং কুলজিতয়মংযুতঃ ॥ ১০০
 চন্দ্রিকা কেতকীপুষ্পৈঃ শিবং ধূতুরৈর্জনিশি । সর্গপাপবিনিমুক্তো বসেদ্বিকৃতপদে যুগম্ ॥ ১০১
 হরিং চন্দ্রকপুষ্পৈশ্চ অর্কপুষ্পৈশ্চ শঙ্করম্ । সমভ্যর্চ্য মহাভাগ তত্তৎসাক্ষিপামাশ্রয়াৎ ॥ ১০২
 জাতিপুষ্পৈঃ শিবং পূজ্য বক্ক ককুম্‌মৈর্হরিম্ । সর্গপাপবিনিমুক্তো মেরুমুদ্রি যুগং বসেৎ ॥ ১০৩
 কাকোলকুম্‌মৈর্বিষ্ণুং কুশপুষ্পৈর্মনোহরম্ । অভ্যর্চ্য দেবদেবেশং সাক্ষিপাং যাতি মানবাঃ ॥ ১০৪
 শিবং বিষ্ণুং সংপূজ্য প্রহুপুষ্পৈর্মনোহরৈঃ । শমীপুষ্পৈশ্চ ব্রাহ্মৈশ্চ সর্গানু কামানবাপ্নুয়াৎ ১০৫
 স্বপাশার্ঘ্যলৈর্গন্ধ পুষ্পৈশ্চিবিজ্ঞাপতিম্ । স যাতি শিবমাসুজ্যং চ তুর্দশাং বিশেষতঃ ॥ ১০৬

শংকরস্মরণ্যং বিকোবৃত্তযুক্তং গুণগুণম্ । দত্তা নৃপা নরো ভক্তাঃ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১০ ॥
 তিলতৈলাগ্নিতঃ দীপঃ বিকোদী শংকরস্য বা । দত্তা নরঃ সৰ্বকামান্ সংপ্রাপ্নোতি নৃপোত্তমঃ
 যুজেন দীপঃ নো দদাচ্ছঙ্করায়াং বিবৰ্ধে । স যুক্তঃ সৰ্বপাপেভ্যো গঙ্গাস্নানকলং লভেৎ ॥ ১১১ ॥
 ত্র্যমোণ যাপি তৈলেন চাচ্চত্বোন বা পুনঃ । দীপঃ দত্তা মহাবিকোঃ শিবস্মাপি কলং শৃণু
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ সৰ্বকামান্ মম্বিতঃ । তত্ত্বমালোক্যাপ্নোতি ত্রিঃসপ্তপুত্রস্বামিতঃ ॥ ১১২ ॥
 যদ্যদিষ্টমং লোকে তত্ত্বদাশায় বিক্রেমঃ । দত্তা তু তৎপদং যতি চহাবিশংস্কলাবিতঃ ॥ ১১৩ ॥
 যদ্যদিষ্টমং বস্ত তত্ত্বদ্বিপ্রায় দাপয়েৎ । স যতি ব্রহ্মভবনং পুনরাবৃতিহর্ষভম্ ॥ ১১৪ ॥
 শবহাপানদানেন শুক্লো ভবতি ভূপতে । অন্নতোয়সমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১১৫ ॥
 অন্নদঃ প্রাণদঃ প্রোক্তঃ প্রাণদস্তাপি সৰ্বদঃ । সৰ্বদানকলং তস্মাদন্নদস্য নৃপোত্তম ॥ ১১৬ ॥
 অন্নদো ব্রহ্মসদনং যতি বংশায়ুতায়িতঃ । ন তস্য পুনরাবৃতিরिति শাস্ত্রেণ নিশ্চিতম্ ॥ ১১৭ ॥
 অন্নদানসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি । সদাস্তৃষ্টিকরং জ্ঞেয়ং জলদানং ততোহধিকম্ ॥ ১১৮ ॥
 মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । শৃণু ত্রিঃ ভূপাল শুভাত্তারজলপ্রদাঃ ॥ ১১৯ ॥
 নদীঃ স্রবজঃ প্রাতঃ প্রাণমন্নং প্রচক্ষতে । তস্মাদন্নপ্রদো জ্ঞেয়ঃ প্রাণদঃ পৃথিবীপতে ॥ ১২০ ॥
 সদাস্তৃষ্টিকরং দানং সৰ্বকামফলপ্রদম্ । তস্মাদন্নসমং দানং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ১২১ ॥
 অন্নদস্য কুলে জাতা আ সহস্রকুলান্নৃপা । নরকং তে ন পশ্যন্ত তস্মাদন্নপ্রদো বরঃ ॥ ১২২ ॥
 যোহতিথিঃ ভক্তিভো রাজন্ সমভার্জা কণাবিধি । অন্নদো মোক্ষমাপ্নোতি তস্মাদন্নপ্রদো ভ
 পাদাভাস্ত্ৰং ভক্তিভো বা যোহতিথিঃ কুরুতে নরঃ । স শ্রাতঃ সৰ্বতীর্থেষু গঙ্গাস্নানপুরঃসরম্
 তৈলাভাস্ত্ৰং মহারাজ ব্রাহ্মণানং কুরুতি যঃ । স শ্রাতোহক্ষতং সাগ্রং গঙ্গারায় নাভ্রসংশ
 রোগিতান্ ব্রাহ্মণান্ যস্য ব্রহ্মতি ক্ষিতিকুরুক । স কোটিকুলসংযুক্তো বসেদব্রহ্মপুরে যুগ্ম ১২৩
 যো ব্রহ্মে পৃথিবীপাল একঃ বা যোগিবঃ নরম্ । তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নোহ্যসৰ্বকামান্ প্রযচ্ছা
 কৰ্মণা মনসা বাচ্যো দো ব্রহ্মতা ১২৪ জনম্ । সন্তান্ কামানবাপ্নোতি সৰ্বপাপাবিহর্জিতঃ ১২৫
 যো দদাতি মহীপাল নিবাস ব্রাহ্মণায় তু । তস্য প্রসন্নো দেবেশঃ প্রসন্নো সৰ্বদেবতাঃ ১২৬
 ব্রাহ্মণায় বেদবিদে যো দদাদাক্ষাং পরশ্বিনীম্ । স যতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃতিবর্জিতঃ ১২৭
 অন্নোত্তমঃ প্রতিগৃহ্যপি নোদদাদাক্ষাং মহীপতে । তস্য পুণ্যফলং বকুং নহি শতোহস্মিপণ্ডিত
 কপিলায় বেদবিহুমে যো দদাতি পরশ্বিনীম্ । ন এব কুরু ভূয়চ্ছ সৰ্বপাপবিবর্জিতঃ ১২৮
 বিপ্রায়াদ্যাবুবিহুমে দদাদুভয়তোমুখীম্ । তস্য পুণ্যফলং সংখ্যাতুং ন ক্ষমোহক্ষতৈরপি ১২৯
 যো দদাদাক্ষাভং নৃপা ভূপ বিহ্বলচেতনাম্ । তস্য পুণ্যফলং বকুং কঃ সমর্থোহস্তি পণ্ডিতঃ
 একতঃ ক্রতবঃ সৰ্বকৈ সমগ্রবরদক্ষিণাঃ । একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্ ১৩০
 সংরক্ষতি মহীপাল যো বিপ্রং ভয়বিহ্বলম্ । স শ্রাতোহক্ষতং সাগ্রং গঙ্গারায় নাভ্র সংশয়ঃ
 যো দদাদভয়ং রাজন্ স বিষ্ণুর্নাভ্র সংশয়ঃ । সৰ্বকামেব ধর্ম্মাণামুত্তমং তং প্রচক্ষতে ১৩১
 ব্রহ্মদো ব্রহ্মভবনং কন্যাদো ব্রহ্মণঃ পদম্ । হেমদো বিষ্ণুভবনং প্রয়াতি কুলসংযুতঃ ১৩২
 বিষ্ণু কন্যামলকৃত্য দদাদধ্বানুবোদিনে । শতবংশসমাযুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমশ্রুতে ১৩৩
 কাটিকায় পৌর্ণমাস্যায় বা আশাঢ়ায় বাপি ভূপতে । যুষভং শিবুষ্টিধর্ম্মমুৎক্রেতুং কলং শৃণু
 সপ্তজমার্জিতৈঃ পাপৈর্বিমুক্তো ব্রহ্মরূপধক্ । কুলসপ্ততিসংযুক্তো রত্নেণ সহ মোদতে ১৩৪

শিবলিঙ্গাঙ্কিতং কৃতা মহিবং যঃ নমুংসজ্জৈঃ । ন তস্য গাওনাগোকদর্শনং ভবতি প্রভো ॥ ১৪১
 তাস্কলদানং যঃ কুর্যাস্তক্তিভো নৃপসত্তম । তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা দদাতি ত্রীমুখং পদম্ ॥ ১৪২
 ক্ষীরদো বৃত্তদশৈব মধুদো দদিতস্তথা । দিব্যাদম্বপম্যাস্তু স্বর্গলোকে বসেন স্মৃণী ॥ ১৪৩
 প্রযাতি চন্দ্রভবনমিস্কুদানাননুপোত্তম । গন্ধদঃ পুষ্পকলদঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৪৪
 জুড়েক্ষুরসদশৈব প্রযাতি ক্ষীরমাগধম্ । মাদো জলদো বাতি সূর্যালোকমমৃতমম্ ॥ ১৪৫
 বিদ্যাদানেন সাযুজ্যানতিদানং যতঃ শ্রুতম্ । বিদ্যাদানং মহীদানং গোদানমুত্তমোত্তমম্ ॥ ১৪৬
 ত্রীণ্যাহরতিদানানি শাবঃ পৃথ্বী সরস্বতী । নরকাহক্ষরভ্রোতে বিদ্যাদানং ততোহধিকম্ ॥ ১৪৭
 জ্ঞানদানেন সাযুজ্যং সত্যদানং পরত্তম । অক্লোদধাক্ষরবৈশেব মোক্ষদঃ পরিকীর্তিতম্ ॥ ১৪৮
 বাহুদঃ প্রিয়মাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে পরত্তম । ভরসি বাহুদানেন যুচ্যন্তে ভূপপাভৈঃ ॥ ১৪৯
 ব্রহ্মাণ্ডকোটিদানেন যঃ ফলং লভতে নরঃ । তস্য ফলং সমবাপ্নোতি শিবলিঙ্গপ্রদানতঃ ॥ ১৫০
 শালগ্রামশিলাদানং ততোহপি দ্বিগুণং ফলম্ । শালগ্রামশিলারূপী বিহরেব ন নরশরঃ ॥ ১৫১
 যো দদাতি নরো দীপং বৃত্তযুক্তং পরং প্রভোঃ । গঙ্গাস্নানফলং তস্য সম্পূর্ণং ভবতি প্রভো ॥
 রত্নাখিতসুবর্ণম্ প্রদানেন নৃপোত্তম । পরমং মোক্ষমাপ্নোতি মহীদানং যতঃ শ্রুতম্ ॥ ১৫৩
 ভতো মাণিক্যাদানেন পরং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ । দিব্যলোকমবাপ্নোতি বাদ্যদানেন ভূপতে ॥ ১৫৩
 স্বর্গং বিক্রমদানেন মোক্তিকৈঃ সোমসগ্রিবিম্ । বৈদূর্যাদো ব্রহ্মলোকঃ পদ্মরাগপ্রদস্তথা ॥ ১৫৫
 মাণিক্যম্ প্রদানেন ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ । অলঙ্কারপ্রদানেন সর্কজ সূখমগুতে ॥ ১৫৬
 অধিনঃ লোকমাপ্নোতি অশ্বদানেন পণ্ডিতঃ । গজদানেন মহতঃ সঙ্গীনি কামানু সমগুতে ॥ ১৫৭
 প্রযাতি যানদানেন বিমানারোহতা নরঃ । গদাং ভূগপ্রদানেন কন্দলোকমমৃতমম্ ॥ ১৫৮

• বাক্রণং লোকমাপ্নোতি মহীশ লবণপ্রদঃ ॥ ১৫৯

আশ্রমাচারনিরতাঃ স্বকর্ষসু মহোদাতাঃ । যদাভিলাষ গতাস্থাঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৬০
 পরোপদেশনিরতা বীতশ্রাণা বিমৎসরাঃ । চরিতপাদার্চনরতাঃ প্রযাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥ ১৬১
 সংসঙ্গাশ্লাদনিরতাঃ সর্কভূতহিতে রতাঃ । পরোপবাদবিমুখা ন পশ্যন্তি বনমাগমম্ ॥ ১৬২
 নিতাং ভক্তিপরা যে চ ব্রাহ্মণেষু চ গোষু চ । পরোপবাদবিমুখা ন পশ্যন্তি বনমাগমম্ ॥ ১৬৩
 জিতেজিয়া জিতাহারা গোষু ক্ষাতাঃ শূণ্যলিনঃ । ব্রাহ্মণানার হিতকরাঃ প্রযাতি পরমং পদম্
 অগ্নিশুক্রবশৈব গুরুশুক্রবস্তুথা । ষতিশুক্রবশৈব ন যান্তি যমষাভনাম ॥ ১৬৫
 সদা দেবার্চনরতাঃ সদা নামপরায়ণাঃ । প্রতিগ্রহানরতা যে প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ১৬৬
 অনাথং বিপ্রকুণপং যো দহেৎ স নরনরোত্তমঃ । অশ্বমেধমহত্মাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যমৃতমম্ ॥ ১৬৭
 পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি জলৈর্বা মনুচেৎশর । পূজয়া রহিতং লিঙ্গমর্জয়েৎ তৎফলং শূন্য ॥ ১৬৮
 চুল্লকোদকমাত্রেন শূন্যলিঙ্গং জনাবিপ । স্নাপ্যাম্রমেধলক্ষাণাং ফলং প্রাপ্নোত্যমৃতমম্ ॥ ১৬৯
 বঃ পট্টৈঃ কুমুদৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ । অশ্বমেধায়ুক্তফলং মহত্মভূতিং লভেৎ ॥ ১৭০
 ভক্ষ্যার্ভোভোজ্যৈঃ ফলৈর্বাপি শূন্যলিঙ্গপ্রপূজকঃ । শিবসাযুজ্যানাপ্নোতি পুনরাবৃতির্জন্মম্ ॥ ১৭১
 পূজয়া রহিতং বিষ্ণুং মোহর্জয়েদর্কবংশর । তস্য পূণ্যফলং বন্ধো বদন্ত্যগ্নিশায়ক ॥ ১৭২
 জলেম স্নাপয়েদ্ব্যগ্ন্য পূজ্যরহিতমচ্যুতম্ । স যান্তি বিশ্বনাগলোকঃ কুলসমুদ্ভিদম্ ॥ ১৭৩
 পট্টৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈর্বাপি পূজ্যরহিতমচ্যুতম্ । প্রযাতি হরিমাক্ষপাং শক্তবরকলাবিভঃ ॥ ১৭৪

দক্ষাং নান্যাদিভির্ভূপ পুঙ্গবা শ্রামহাতম । সমভার্জা লভেদ্রোক্ষ কুলান্তমমবিতঃ ॥ ১৭৫
 গীর্ন ঐতিহ্যমকানঃ যঃ করোতি নরোত্তমঃ । শিবভায়তনে বাপি বিফোদী শূন্য তৎফলম্ ॥ ১৭৬
 শাক্তক্যার্জিতৈঃ পাটৈশ্চুভৈঃ বংশভয়ানিহিতঃ । তিষ্ঠা বিষ্ণুপুরে বজ্রং তৌত্রব পরিমুচ্যতে ॥ ১৭৭
 দেবভায়তনে রাজন্ দস্তা সম্ভার্জিনঃ নরঃ । যঃ ফলং সমভার্জোতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৭৮
 যাদভ্যঃ শাক্তক্যনিগমস্তা সম্ভার্জিতা নৃপা । ভাবঃকল্পমহস্যানি বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৭৯
 বাসদেবভায়তনে বাপি রাজন্ গৌচর্গমাতকম । জনৈন মেচনঃ কুর্য্যাদ তৎফলং বদতঃ শৃণু ॥ ১৮০
 যাদভ্যঃ পাণ্ডুকণিকা দ্বীভূতা জনৈশ্চরঃ । ভাবজ্জ্যার্জিতৈঃ পাটৈঃ সদা এব প্রমুচ্যতে ॥
 গন্ধোদকেন যো মর্জেত দেবভায়তনে নৃপ । ক্ষতিতঃ মেচনঃ কুর্য্যাদ তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৮২
 দ্বীভূতানি যাদভ্যঃ ব্রহ্মাংসি মনুজৈশ্চরঃ । ভাবঃ কল্পমহস্যানি হরিনারায়ণায় শ্রুতে ॥ ১৮৩
 মূদা যাতুবিচারেণ দেবভায়তনং নরঃ । কুলত্রয়মমেতচ্চ বিষ্ণুলোকে মহীষতে ॥ ১৮৪
 শিবভায়তনে যো মর্জেত দেবভায়তনে নৃপ । করোতি স্তম্ভিকাঙ্গীনি তেবাং পুণ্যং নিশামস্ব ॥
 যাদভ্যঃ কণিকা ত্রয়ো ক্ষিত্বা এবিকলোত্তরঃ । ভাবদ্বুগমহস্যানি হরিনারায়ণায় শ্রুতে ॥ ১৮৭
 যঃ কুর্য্যাদ দীপরচনাং শালিপিঠাদিভির্ভূপ । ন তস্য পুণ্যমাগাভুতং ন হৈব দশতৈরপি ॥ ১৮৭
 অগস্ত্যঃ দীপঃ যঃ কুর্য্যাদ বিফোদী শঙ্করোচ্চ । দিনে দিনে যমেবৈব ফলং প্রাপ্নোতানুত্তমম্ ॥
 অর্জিতঃ শঙ্করঃ দৃষ্টা বিষ্ণুঃ বাপি নমেৎ তু যঃ । স বিষ্ণুভবনং প্রাপ্য বনেদদশতং নৃপ ॥ ১৮৯
 প্রদক্ষিণত্রয়ং কুর্য্যাদ যো বিফোম'নুজৈশ্চরঃ । সর্কপাপবিনিমুক্তো দেবেজ্জ্বলঃ সমশ্রুতে ॥ ১৯০
 যত্রৈ প্রদক্ষিণা কুর্য্যাদ যন্ত বিফোঃ পরাজুনঃ । একেনৈবায়মেবৈব সম্পূর্ণং ফলমশ্রুতে ॥

দ্বিতীয়েনাধিরাজত্বং তৃতীয়েনেন্দুগম্পদম্ ॥ ১৯১

শিবঃ প্রদক্ষিণঃ কুর্য্যাদ সবাগবাধিধানতঃ । যঃ ফলং সমভার্জোতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ১৯২
 রাজন্ প্রদক্ষিণৈকেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া । দ্বিতীয়েনাধিরাজত্বং তৃতীয়েনেন্দুগম্পদম্ ॥ ১৯৩
 শিবপ্রদক্ষিণে মর্ত্যঃ গোমহুত্রং ন লভ্যস্বয়ং । লভ্যস্বিতৈকমেব স্যাৎ লজ্জাদবুতত্রয়ম্ ॥ ১৯৪
 শুভা শুভৈত্রজগন্নাথঃ নারায়ণমনাময়ম্ । সর্কান্ কামানবাগ্নোতি মনসা বদদিচ্ছতি ॥ ১৯৫
 দেবভায়তনে যন্ত ভক্তিযুক্তঃ প্রমুচ্যতি । গীতানি গায় তাদ্ধবা তৎফলং শৃণু ভূপতে ॥ ১৯৬
 গন্ধপরিমিতাং গানৈশ্চৈত্বো ব্রহ্মগণেশতাম্ । প্রাপ্নোতাত্তকুলবৃত্ত আকল্পং মোক্ষভাণ্ডনরঃ ॥
 মুখবাদাকুতো যে তু দেবভায়তনে নরঃ । বিমানশতসংযুক্তাঃ কল্পং স্বর্গাদিবাসিনঃ ॥ ১৯৮
 করশঙ্কং প্রকুর্ভুতি দেবভায়তনে তু যে । তে সর্কৈ পাপনির্মুক্তা বিমানশ্রী বৃন্দয়ম্ ॥ ১৯৯
 দেবভায়তনে যে তু ঘটানাদং প্রকুর্ভুতে । তেষাং পুণ্যং নিবদিতুং কঃ শক্তোহস্তীহ পণ্ডিতঃ ॥
 মূদা যাতুবিচারেণ বর্ণকৈর্পোময়েন বা । উপলোপনকৃৎসন্য নরো বৈমানিকো ভবেৎ ॥ ২০১
 ভেরীমুদঙ্গপটহবিধাণাদৈশ্চ ভিত্তিমৈঃ । সত্তর্পা দেবদেবেশং লভতে যঃ ফলং শৃণু ॥ ২০২
 দেবভায়তনসংযুক্তাঃ সর্ককর্মসমবিতাঃ । সর্কলোকমশ্রুপ্রাপ্য মোদতে কল্পপঞ্চকম্ ॥ ২০৩
 দেবভায়তনে রাজন্ কুর্সন্ শঙ্করবঃ নরঃ । সর্কপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মণা সহ মোদতে ॥ ২০৪
 কাহলাদিরবঃ কুর্সন্ দেবভায়তনে নরঃ । সর্কপাপবিনির্মুক্তঃ স্বর্গলোকাধিপো ভবেৎ ॥ ২০৫
 তালাদিকাংস্তনিনদং কুর্সন্ বিষ্ণুগৃহে নরঃ । যঃ ফলং লভতে প্রাক্তঃ শৃণু গদতো যম ॥ ২০৬
 সর্কপাপবিনির্মুক্তো বিমানশতসংযুক্তঃ । গীরমানশ্চ সর্ককৈর্বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ২০৭

এবমাদ্যা মহাধর্ম্যাঃ শতশোহধ ২৫২শঃ । কুণ্ডাঃ ক্রিয়ন্তো ব্রাজেন্দ্র কস্তান্ বর্ণয়িতুং ক্ষমঃ ২০৮
যো দেবঃ সর্বভূমিকৃৎ কামরূপী নিরঞ্জনঃ । সর্বার্থফলং ব্রাজেন্দ্র সম্পূর্ণং প্রদদাতি চ ॥ ২০৯
সকল অরুণমাত্রেন দেবদেবন্ত চক্রিণঃ । সকলানি ভবন্তোব সর্বকর্মাণি ভূপতে ॥ ২১০
পরশাক্ষাক্ষরোহনন্তঃ পূণ্যার্থফলপ্রদঃ । সংকর্মকর্তৃভিনির্ভাতা স্মৃতঃ সর্বার্থার্থিনাশনঃ ॥ ২১১

ধর্ম্যাশ্চ বিষ্ণুঃ সকলানি বিষ্ণুঃ কর্মাণি বিষ্ণুশ্চ স এব ভোক্তা ।

কার্য্যক বিষ্ণুঃ করণানি বিষ্ণুশ্চান্ন কিসিদ্ধ্যাতিরিক্তমস্মি ॥ ২১২

ইতি শ্রীহৃন্নারদীয়ে পুরাণে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

কাল উবাচ ।

পাপভেদানু প্রবক্ষ্যামি তথা স্থলান্ত বাতনাঃ । শৃণু ধৈর্য্যমাত্মায় রৌদ্রা তি নরকা যতঃ ॥ ১
পাপানো যে ছত্রাছানো নরকাগ্নিব সমুত্তম । পচান্তে তেব তান্ বক্ষো ভয়ঙ্ক ফলপ্রদান ॥ ২
তপনো বায়ুকাকুভো মলারোরব-রোরবো । দুগ্ধীপাকো নিকৃষ্টাগঃ কালপুত্রঃ প্রমদনঃ ॥ ৩
অগ্নিপত্রবনং ঘোরং লালভক্ষো তিমোৎকটঃ । মুদাবজা বসাকুপসুনা বৈতপা নদী ॥ ৪
শতক্ষো নুত্রপানক পুণ্ড্রবহন এব চ । তপ্তশূল তপ্তশিলা শাবলীক্রমমেব চ ॥ ৫
তথা শোণিতকুপশ্চ ঘোরং শোণিতভোজনম্ । স্নানস্নাতভোজননৈব বহিলালাপ্রদেশনম্ ॥ ৬
শিলারুষ্টিঃ শব্দঃ স্তম্ভিকৃত্যুতৈব চ । ক্ষারোদকক্ষোভোজ্যঃ তপ্তায় পিত্তভক্ষন ॥ ৭
অধঃশিরোগেমিগণং নরপ্রাচীনং তথা । তথা পান্যুপান্যনি ক্রিনিভোজনমেব চ ॥ ৮
ক্ষারাদুপাননমগং তথা ক্রকচ্ছদারগম । পুণ্ড্রকলপনাকব পুণ্ড্রকচ্ছ ৮ ভোজনম্ ॥ ৯
রৌদ্রপানং মহাঘোরং সর্বসন্ধিহু নাশনম্ । অক্ষারলয়নকৈব তথা মুষলমর্দিনম্ ॥ ১০
বহুনি কাকদন্তানি কয়নং ছেদনং তথা । পতনোৎপতনকৈব গদাদস্তাদিপিভূনম্ ॥ ১১
গজদন্তৈঃ প্রচরণং নানাসর্পৈশ্চ দংশনম্ । ধূমপানং পাশবন্ধং নানাপুলাস্তরোরগম্ ॥ ১২
ক্ষারাদুনেচনকৈব নাগায়ান্ন যথৈব তথা । ঘোরং ক্ষারাদুপানক তথা লবনভক্ষণম্ ॥ ১৩
স্নানুচ্ছেদং স্নানুস্কমহিচ্ছেদং তথৈব চ । ক্ষারাদুকর্ণরক্তাণিঃ প্রবেশং মাস্নাতভোজনম্ ॥ ১৪
পিত্তপানং মহাঘোরং তথৈব শ্বেতভোজনম্ । দক্ষাণ্ডাঃ পতনকৈব কলশচর্মভজনং তথা ॥ ১৫
পাশাবধারণকৈব শয়নং কটকোপরি । পিপীলিকাভির্দংশনং বৃষ্টিকৈশ্চাপি পীড়নম্ ॥ ১৬
ব্যালপীড়া শিবাপীড়া তথা মহিষপীড়নম্ । কর্দ্দমে শয়নকৈব দুর্গন্ধপরিপূরিতে ॥ ১৭
গজাদুগমনকৈব মহাভীকনিবেষণম্ । অত্মকটিলপানক মহং করুনিবেষণম্ ॥ ১৮
কথারোদকপানক তপ্তপান্যভক্ষণম্ । অত্মকমিকতান্নানং তথা দশনশীর্ণনম্ ॥ ১৯
তপ্তারশয়নকৈব তপ্তনীতাস্নেচনম্ । সূচীপ্রক্ষেপণকৈব নেত্ররোমুখসন্ধিসু ॥ ২০

শিখে চ বৃষণে চৈব অরোভারক বন্ধনম্ ॥ ২১

এবমাদ্যা মহাভাগ যাডনাঃ কোটিকোটিনঃ । অপি বয়সহস্রেন নাহং নিগদিতুং ক্ষমঃ ॥ ২২

এতেষু যশ্চ যঃপাপং পাপিনঃ ক্রিতিরক্ষক । তৎ সৰ্বং সংপ্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥২৩
 ব্রহ্মহা চ সুরাপী চ স্তেষী চ গুরুতল্লগঃ । নাপাতকিনস্তেতে তৎসংযোগী চ পঞ্চমঃ ॥ ২৪
 পণ্ডিতৈভদ্রী ব্রথাপাকী ব্রাহ্মণানাঞ্চ নিন্দকঃ । আদৈনৌ বেদবিক্রেতা পঠেতে ব্রহ্মবাতকা ॥২৫
 ব্রাহ্মণান্ঃ যঃ সমাহুয় দাস্যামীতি বনাদিকম্ । পশ্চাত্তাস্তীতি তৎ ক্রয়াং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥২৬
 যস্যাক্ষয়ং পরিজায় তমেব বেষ্টি ঘোহধমঃ । করোতি চাপাদাগীনং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৭
 গবাং তৃকাভিভূতানাং পামার্থমভিযায়িনাম । অন্তরায়ীভবেদ্বস্ত তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৮
 স্ত্রীমার্থং ভোজনার্থং বা গচ্ছতো ব্রাহ্মণশ্চ যঃ । সমায়াত্যন্তরায়তং তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ২৯
 অনদীত্য চ শাস্ত্রানি শাস্ত্রার্থং বক্তি ঘোহধমঃ । মহাক্ষারবতো বশ্চ তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ৩০
 প্রায়শ্চিত্তং চিকিৎসাকং ক্রোড়িত্বং বর্ষনির্ঘয়ম্ । বিনা শাস্ত্রেণ যো কতে তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥
 যশ্চৈবধ্যাভিমানেন বিদ্যাধনমদেন বা । দ্বিজানাঞ্চিপতে সৰ্ব্বাংস্তমাহর্ষক্ৰঘাতকম্ ॥ ৩২
 পরনিদ্রাসু নিরতঃ স্নাত্তোংকর্ষপরশ্চ যঃ । অসত্যানিরতশ্চৈব ব্রহ্মহা পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ৩৩
 অশ্লোকেগকরশ্চৈব তথা চাশ্লশ্চ সূচকঃ । দস্তাচারপরশ্চৈব ব্রহ্মহেতাভিধীয়তে ॥ ৩৪
 নিত্যাং প্রতিগ্রহরতস্তথা প্রাণিবধে রতঃ । অধর্ষশ্চাস্তুমস্তা চ ব্রহ্মহেতাভিধীয়তে ॥ ৩৫
 ব্রহ্মহত্যাসমং পাপম্ভবং বহুবিধং নৃপ । সুরাপানসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাগতঃ ॥ ৩৬
 গণান্নভোজনকৈব গাণিকান্ননিবেষণম্ । পতিভান্নাদনকৈব সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥ ৩৭
 উপাসনপরিভাগো দেবলান্নভোজনম্ । সুরাপথোবিৎসংযোগং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ॥
 যঃ শূদ্রেণ সমাহতো ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ । সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বধর্মবহিকৃতঃ ॥ ৩৯
 যঃ শূদ্রেণাভাসুজাতঃ কুর্ধ্যাদা ভোজনং দ্বিজঃ । সুরাপী স হি বিজ্ঞেয়ঃ সৰ্ব্বকর্মবহিকৃতঃ ॥৪০
 এবং বহুবিধং পাপং সুরাপানসমং নৃপ । হেমস্তেয়সমং পাপং প্রবক্ষ্যামি সমাগতঃ ॥ ৪১
 কন্দমূলফলানাঞ্চ কস্তুরীপটুবাসসাম্ । তথা স্নেহং রক্তানাং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪২
 ক্রমুকশ্যাপহরণং পদ্মনশ্চন্দনশ্চ চ । কপূরশ্যাপি হরণং স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৩
 ভান্নায়জ্ঞশুকশ্চানান্নাজ্যশ্চ মধুনস্তথা । স্তেয়ং সূক্ষ্মকিটবাণাং হেমস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৪
 রসজ্বাপহরণং বাজান্নাং হরণং তথা । কুদ্রাক্ষহরণকৈব স্বর্ণস্তেয়সমং স্মৃতম্ ॥ ৪৫
 গুর্লঙ্গনাসমং পাপং প্রবক্ষ্যামি নমাসতঃ । ভগিনীগমনকৈব পুত্রস্ত্রীগমনং তথা ॥
 রজস্বজাতিগমনং গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৬
 জাতৃস্ত্রীগমনকৈব বয়স্যস্ত্রীনিবেষণম্ । বিশ্বস্তাগমনকৈব গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৭
 অকালকণ্ঠকরণং পুত্রীগমনমেব চ । হীনজাত্যভিগমনং মদ্যপস্ত্রীনিবেষণম্ ॥
 পরস্ত্রীগমনকৈব গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৮
 বেদশ্রদ্ধাবিহীনত্বং গুরুতল্লসমং স্মৃতম্ ॥ ৪৯
 পিতৃষজ্ঞপরিভাগী ধর্মকার্যাবিলোপকঃ । যতিনিদ্রাপরশ্চৈব বিজ্ঞেয়ো গুরুতল্লগঃ ॥ ৫০
 ইতোবমানয়ো রাজন্ মহাপাতকসংজিতাঃ । এতেষু তন্মে বাপি সঙ্গকৃৎ তসমৌ ভবেৎ ॥ ৫১
 যথাকথঞ্চিৎ পাপানান্ঃ মহত্তিঃ পরমমিতিঃ । শাস্ত্রেণ নিকৃতিদৃষ্টী প্রায়শ্চিত্তাদিকল্পনৈঃ ॥ ৫২
 প্রায়শ্চিত্তবিহীনানি পাপানি শৃণু ভূপতে । সমস্তপাপতুল্যানি মহানরকদানি বৈ ॥ ৫৩
 যঃ শূদ্রেণাক্রিতঃ লিঙ্গং বিহুং বা প্রণমেন্নরঃ । ন তস্য নিকৃতির্লাভি প্রায়শ্চিত্তাদ্যুত্তরপি ॥ ৫৪

নমেদ্যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টঃ লিঙ্গঃ বা হরিমেব বা । ন মর্কসাত্তনাতৌগী যাবদাচক্ষতরকম্ ॥ ৫৫
পাষণ্ডপূজিতঃ লিঙ্গঃ নহা পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ । রাজন্ বেদবিদো বাপি মর্কশাস্ত্রার্থবিদ্যদি ॥ ৫৬
স্বাভীরপূজিতঃ লিঙ্গঃ নহা নরকমগ্নতে ॥ ৫৭

যোষিত্তিঃ পূজিতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি নমেদ্যঃ । স কোটিকল্পসংযুক্ত আকল্প রৌরবে বসেৎ ॥
যদা প্রতিষ্ঠিতঃ লিঙ্গঃ মন্ত্রবিভির্ষথাবিধি । তদাপ্রভৃতি শূদ্রশ্চ যোষিত্তৌ বাপি ন স্পৃশেৎ ৫৯
দ্রোণামনুপনীতানাং শূদ্রাণাঞ্চ জনেশ্বর । স্পর্শনে নাবিকারোহন্তি বিকোর্বা শঙ্করশ্চ বা ॥ ৬০
বিষ্ণুঃ বা শঙ্করঃ বাপি আশ্রমাচারবর্জিতৈঃ । অর্চিতং রাজশার্দ্ধীন স্বপ্নেহপি চ ন পূজয়েৎ ৬১
সঃ শূদ্রসংস্কৃতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি নমেদ্যঃ । ইহৈবাতাত্ত্বঃখানি পশুভ্যামানুষ্যকৈঃ কিমু ৬২
স্বাভীরপূজিতঃ লিঙ্গঃ বিষ্ণুঃ বাপি জনেশ্বর । নমস্ত্রং নাশয়তোব কিমন্তোবজলাঘিতৈঃ ॥ ৬৩
এভৌ বানুপনীতৌ বা স্থিরৌ বা পতিতোহপি বা । কেশবঃ বা শিবঃবাপি স্মৃষ্টৌ নরকমগ্নতে
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কদাচিন্মুক্তির্ভবেৎ । ব্রাহ্মণঃ হেহি যস্যুশ্চ নিকৃতির্নাস্তি কৃত্যচিৎ ॥ ৬৫
বিশ্বাসঘাতকানাঞ্চ কৃত্যানাং জনেশ্বর । শূদ্রস্ত্রীমঙ্গিনীকৈব নিকৃতির্নাস্তি কৃত্যচিৎ ॥ ৬৬
শূদ্রানপুষ্টদেহানাং বেদনিন্দারত্যাগনাম । শুক্লনিন্দাপরাণাঞ্চ নিকৃতির্নৈব বিদ্যতে ॥ ৬৭
শিবনিন্দাপরাণাঞ্চ বিষ্ণুনিন্দারত্যাগনাম । সংকপানিন্দকানাঞ্চ নেহামুক্ত চ নিকৃতিঃ ॥ ৬৮
বৌদ্ধালয়ং বিশেষদ্বন্দ্ব মতাপদ্যপি বৈ বিজঃ । তস্মৈ বৈ নিকৃতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈঃ পি ॥ ৬৯
বৌদ্ধাঃ পান্ডিত্যিনঃ প্রোক্তা যতো বৈ বেদনিন্দকাঃ । তদাঙ্গিহস্ত্যৈশ্চৈকৈশ্চ যদি বেদেষুভক্তিমান্
জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি বিজো বৌদ্ধালয়ং বিশেষঃ । জ্ঞানো বৈ নিকৃতির্নাস্তি শাস্ত্রাণামেষনির্ণয়ঃ
এতেষাং পাপবাহুজ্যাররকং কল্পকোটিযু । এতে পান্ডিত্যিনঃ প্রোক্তাস্ত্যাদেহাঃ ন নিকৃতিঃ ॥ ৭২
প্রায়শ্চিত্তনিহীনানি প্রোক্তান্তোতানি তে প্রভো । অদানি তেষাং নরকান্ গদতো মে নিশাময়
কল্পকোটিমহাস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ । পচাতে নরকেহেহে স্বপ্নাপুতনমঘিতঃ ॥ ৭৪
ততঃ কৰ্ম্মাবসানেন স্থাবরঃ প্রভবন্তি তে । কল্পপ্রিতমপৰ্য্যন্তং তদন্তে তিনয়ৌ পি তে ॥ ৭৫
যষ্টিং বর্মসহস্রাণি বষ্টিং বর্মশতানি চ । বিষ্ঠাভুজৌ ভবন্তে তে প্রৌঢ়ক্রিময়স্থখা ॥ ৭৬
২৩ স্বাশীবিষাঃ কল্পং তদন্তে পশবো হি তে । তদৈব যুগ্মভাষাঃ তদন্তে স্বেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭৭
কমেণ কৰ্ম্মশেষেণ গোলকাঃ প্রভবন্তি তে । কুণ্ডলক্ কন্মজ্যেকস্মিন স্ততো বিপ্রৌ হৃকিঃ ৭৮
দারিদ্র্যাদীড়িতৌ নিত্যং প্রতিগ্রহপরাধনঃ । পাপাঃ প্রতিগ্রহাদ্ভ্যাতি পাপাররকমগ্নতে ॥ ৭৯
তব রাজন্ মহাভাগ যাতনা যাঃ প্রকীর্তিতাঃ । মহাপাতকিনস্তাস্মৈ প্রত্যেক যুগবাসিনঃ ॥ ৮০
তদন্তে পৃথিবীমেতা সপ্তজন্মসু গর্দভাঃ । ততঃ খানৌ বিষ্ণু রাহী ভবেয়ুর্দশজন্মসু ॥ ৮১
আশতাদং বিষ্টক্রিময়স্তন্তেষু মূষিকা নৃপ । তাৎকালং ভবেয়ুশ্চ সর্পা দ্বাদশজন্মসু ॥ ৮২
ততঃ সহস্রজন্মানি যুগাদ্যাঃ পশবো নৃপ । শতাদং স্থাবরা রাজস্তুদন্তে গোশরীদিগঃ ॥ ৮৩
ততস্ত সপ্ত জন্মানি চাণ্ডালাঃ পরিকীর্তিতাঃ । ততঃ ষোড়শ জন্মানি শূদ্রাদাঃ তীনজাতয়ঃ ॥ ৮৪
ততস্ত জন্মবিভয়ে বৈশ্বঃ ক্ষত্রিয় এব চ । তত্রাপ্যতিবলৈর্নিতাং বাধ্যমানো হি জীবতি ॥ ৮৫
ততশ্চ বিপ্রতাং প্রাপ্য দরিদ্রো ব্যাধিপীড়িতঃ । প্রতিগ্রহপদো নিত্যং ততো নরকমগ্নতে ॥ ৮৬
অসূয়াবিষ্টমনসাং রৌরবঃ নরকং স্মৃতম্ । তত্র কল্পত্রয়ং দ্বিতী চাণ্ডালাঃ কোটিজন্মসু ॥ ৮৭
বা দদবেতি যো ব্রহ্মদেবায়ৌ ব্রাহ্মণেবু চ । স বদোমিশতং গতা চাণ্ডালেবু নিপাত্যতে ॥ ৮৮

বিপ্রগ্রামকরাদানঃ কৰ্ত্তভাঃ শূন্য ভূমিতে । যাতনাস্বাস্থ্য পচাত্তে যাবদাচল্লভাকরম্ ॥ ১২২
 বিপ্রগ্রামেষু ভূপাল যঃ কুর্যাদধিকং কৰম্ । সমহসকুলো ভূমিতে নরকান্ কল্পকোটিম্ ॥ ১২৩
 বিপ্রগ্রামে করাদানে মোহনুমম্ভতি পাতকী । স এব কৃতবান্ রাজন্ ব্রহ্মহত্যায়ুতায়ুতম্ ॥ ১২৪
 ষবিষ্ঠাভোমিনো নিত্যং নরা আতিথ্যবর্জিতাঃ । কালমৃত্রে মহাঘোরে বসন্তি হি চতুর্য়ম্ ॥
 অথোনে চ বিনোনে চ পশুবোমো চ যো নরঃ । গিঞ্জারেভোমহাপাগীভোভোজনমাত্রস্য
 বসাকুপঃ ততঃ প্রাপ্য শিরা দিব্যাদনমুতিম্ । রেতোভোগী ভবেদ্যতাঃ সর্সলোকেমনিমিত্তঃ
 উপবাসদিনে রাজন্ দন্তধাদনকুন্নরঃ । স যোত্রঃ নরকং যতি ব্যাঘ্রভক্ষ্যং চতুর্য়ম্ ॥ ১২৬
 শ্বদত্তাঃ পরদত্তাঃ বা যো হরৌষধমুক্করাম্ । তস্মৈ পাপকলং বক্ষ্যে গদভো মে নিশাময় ॥ ১২৭
 স কোটিকুলমংযুক্তঃ প্রভুজন্ পুতিমুতিকাম্ । যাতনাস্বাস্থ্য পচাত্তে প্রত্যেকং কল্পকোটিম্ ॥

যষ্টিবর্ষমহস্মাণি জায়ন্তে বিড়্ভুজশ্চ তে ॥ ১২৮

গনয়েদনস্ব পৃথিবীঃ মৃয়া তন্নরকং শূন্য । স কোটিকুলমংযুক্তো নিমজ্জত্বাককর্দমে ॥ ১৩১
 ভতো বিষ্ঠাহুদে মথস্তিষ্ঠেদ্যুগমহস্কম । তদন্তে যাতনাস্বাস্থ্য যাবদিচ্ছাস্তুর্দশ ॥ ১৩২
 ভাস্ক পৃথিবীমেতা সর্সলোকেমনিমিত্তঃ । ত্রণী কৃষ্ঠাভিভূতশ্চ ভবেদ্যুগশতং নরঃ ॥ ১৩৩
 যঃ স্বকর্মেণ তিষ্ঠাগী পায়তীভূতাচাতে বৃধেঃ । তৎসমুদ্রকুণ্ডংসমশ্চ ভাবুভাবতিপাপিনো ॥ ১৩৪
 কল্পকোটিমহস্মাণি কল্পকোটিশতানি চ । মহস্রবংশমংযুক্তো নরকে বানমগ্নতে ॥ ১৩৫
 বস্ত্র সমুপশয়াদিলিঙ্গচিত্ততনূন্নরঃ । স সর্সয়াতনাভোগী ভাণালো জয়কোটিম্ ॥ ১৩৬
 তঃ দ্বিজঃ তপ্তশযাদিলিঙ্গান্নিতভনুঃ নরঃ । সমুদ্রাঃ ঘোরবঃ যতি যাবদিচ্ছাস্তুর্দশ ॥ ১৩৭
 চক্রাঙ্কিততনুর্বা তত্র কোহপি ন সংবসেৎ । যদি তিষ্ঠেদ্যহাপাগী মহস্রবক্ষহা ভবেৎ ॥ ১৩৮
 গঙ্গাস্রানরতো বাপি অশ্বমেধরতোহপি বা । চক্রাঙ্কিততনুঃ দৃষ্টী পশ্যেৎস্বর্ঘ্যঃ জপন্ নরঃ ॥

জণেত পৌরুষঃ সূক্তমগ্ধা নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৩৯

লিঙ্গাঙ্কিততনুঃ দৃষ্টী পশ্যেৎস্বর্ঘ্যঃ জপন্ নরঃ । জপেচ্চ শতকদ্রীয়মগ্ধা ঘোরবঃ ব্রজেৎ ॥ ১৪০
 রাক্ষাস্ত তনুর্কেয়া সর্সদেবমমাস্রিতা । সা চেৎসমুদ্রাপিতা রাজন্ কিং বক্ষ্যামি মঠৈনমঃ ॥
 চক্রাঙ্কিততনুর্বাপি রাজলিঙ্গাঙ্কিতোহপি বা । নানিকারী পরিভ্রেষঃ শ্রোতশ্রোতৈষু কথম্ ॥
 ভূতকাষ্যাপকাস্তৈব ভূতকাষ্যামিনস্তথা । আকল্পং যাতনা ভুঙ্ক্রে তদন্তে রেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ১৪১
 শ্রীশূদ্রাণাং সমীপে তু বেদাবাসনকুন্নরঃ । কল্পকোটিমহস্রেষু প্রাপ্নোতি নরকান্ ক্রমাৎ ॥ ১৪২
 দেবদ্রব্যাপহর্ত্তারো গুরুদ্রব্যাপহর্ত্তকাঃ । ব্রহ্মহত্যায়ুতসমং হৃদন্তং ভুঙ্কতে নরাঃ ॥ ১৪৩
 অনাপবনহর্ত্তারোহনাথঃ মে বিদ্বিসন্তি চ । তেষাং পাপকলং বক্ষ্যে শূন্যং সঙ্গমাহিতঃ ॥ ১৪৪
 অশঃশিরোদ্ধগাদাশ্চ কৌলিতাস্তদ্বকদয়ে । ধূমপানরতা নিত্যং তিষ্ঠন্ত্যাব্রজবাসদম্ ॥ ১৪৫
 অত্রাবে পুষ্পহর্ত্তারো দেবপূজার্থকলিতে । তে যন্তি নরকং ঘোরং বহির্জালাপ্রবেশনম্ ॥ ১৪৬
 জলে দেবালয়ে বাপি যঃ স্রজেদেহজং মনম্ । ক্রণহত্যায়মং পাপং স প্রাপ্নোত্যতিদারুণম্
 দত্তাশ্বিকেশনগরান্ যঃ স্রজেদেবতালয়ে । জলে বা ভুঙ্কশেষং তস্মৈ পাপকলং শৃণু ॥ ১৪৭
 প্রামপ্রতোদনৈর্ভিন্না আর্তিরাবদিতাদিগঃ । অত্মাকটিলপানক কুড়ীপাকং ততঃ ক্রমাৎ ॥ ১৪৮
 ব্রহ্মস্বং হরতে যন্ত ভূষং বা কণ্ঠমেব বা । স যতি নরকং ঘোরং যাবদাচল্লভাকরম্ ॥ ১৪৯
 নক্ষত্রদ্বারাং বারুণিহায়ুত্র চ হুঃপদম্ । ইহ সম্প্রদিশাণাম পরজ নরকান চ ॥ ১৫০

m

কৃটগাক্ষার বদেদবস্ত্র জল পাপকলং শম্ । স যাতি যাতনাঃ সর্গা যাবদিত্যশ্চতুর্দশ ॥ ১৫৪
 তুহ পুলাশ পৌলাশ বিনষ্টি পথজ চ । যৌবনং নারকং যাতি যঃ সাক্ষামনুভং বদেৎ ॥ ১৫৫
 যে চাত্তিকানিনো মর্ত্যা যে চ মিত্যাদিবাদিনঃ । তেষাং মুখেজলোকাশ্চপূর্বাভ্যেপন্নগোপমাঃ
 এবং বহ্নিসমাঃ ত্রিগা ভূতঃ ক্ষারাদুমেচনম্ । অমাসানান্নান্নিতা বিশস্তি ক্ষারকর্দমম্ ॥ ১৫৬
 ভতো গর্জনিপাতাভ্যে মরুপ্রাচীনং তথা । তদন্তে ভূবনাসাদ্য হীনান্নাঃ প্রভবন্তি চ ॥ ১৫৭
 ঋতৌ নাভিগমেদ্যন্ত অস্ত্রিয়ং মনুজেপথ । স যাতি যৌবনং যৌবনং ব্রহ্মহত্যাকং বিন্ধতি ॥ ১৫৮
 অনাচারবতান্ দৃষ্টা যঃ শতো ন নিগারয়েৎ । তৎপাপাঙ্গিমবাপ্নোতি যতোপেক্ষাপরায়ণঃ ॥ ১৫৯
 পাপিনাং পাপগণনাং যঃ কবোতি নরোধমঃ । অস্তিহে ভূলাপাণী স্তান্মিথ্যাহে দ্বিগুণস্তৎ ১৬০
 অপাপে পাতকং যন্ত সমারোপতি নিন্দতি । স যাতি নরকান্ যৌবনং যাবদাচল্লতারকম্ ১৬১
 পাপিনাং পাতকং যন্ত বদেৎ তৎসদৃশো ভবেৎ । পাপিনাং নিভাপাপানাং পাপাঙ্গিনশ্চতি ক্ষণাৎ
 কল্যাণামী নরো যন্ত ভক্ষ্যমাণঃ যতিঃ সঙ্গা । স যাতি ধূমপানকং যুযাযুস্তাং ততঃ ক্রমাৎ ১৬২
 যন্ত ব্রতানি নংগুহ অনমাপ্য পবিত্রাজেৎ । মোহমিপত্রবনং প্রাপ্য হীনান্নো জায়তে ভুবি ॥
 অষ্টেঃ নাংগুহমাণানাং ব্রতানি বিকল্পতঃ । ত্রিগুণতুলসংযুক্তঃ স যাতি শ্লেষভোজনম্ ১৬৩
 জায়ে চ বর্ষশিক্ষায়াং পক্ষপাতং কবোতি যঃ । নৈতস্ম নিকৃতির্ভূপ ঐহশ্চিক্তশ্চৈতরপি ॥ ১৬৪
 অতোজাতোজী মল্যাপা পিতৃপানং সমায়তম্ । চণ্ডালবংশমজ্ঞাতো গোমাংসানীভবেৎসঙ্গা
 অবমস্ত নিজান্ বাগ্গলির্জগহত্যাকং বিন্ধতি । সর্গাশ্চ যাতনা ভূক্ষা চাতালো দশজন্মম্ ১৬৫
 বিপ্রায় দীৰ্যমানে ভূ যৌ বিপ্রং কুরুতে নরঃ । স যাতি ব্রহ্মহত্যানাং সহস্রাণাং শতায়ুতম্ ॥
 অপহৃতং পরস্মার্থং যঃ পরেভ্যঃ প্রযচ্ছতি । স দাতা নরকং যাতি যস্যার্থস্তস্মা তৎফলম্ ১৬৬
 অগ্নায়মাপিতং যবাং বস্ত্রাশ্চৈব প্রযচ্ছতি । স যাতি নরকং যৌবনং যস্যার্থস্তস্মা তৎফলম্ ১৬৭
 প্রতিশ্রুতাপ্রদানেন লালভক্ষং ব্রহ্মেরঃ । যতিনিদাপনো রাজজিলাষস্তং ব্রহ্মেরঃ ১৬৮
 আরামভোদিনো যাতি গুণানামেকবিশতিম্ । যতোজনং ভতো যান্তি ক্রমাৎসর্গাশ্চযাতনাঃ
 দেবভাগুং ভোক্তারস্তু ভাগানাং ভেদিনঃ । পুষ্পারামভিদশৈব বাং গতিং প্রাপ্নুযুঃ শৃণু ॥ ১৬৯
 কোটিকোটিকুণ্ডলৈর্ভূজাঃ কল্লকোটায়ুতানি । গটা যাতনাম্ চ সর্গাম্ পচান্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 ততশ্চ বিষ্ঠাকুময়ঃ কল্লকোটীষু ভূপতে । তদন্তে বিড়্ভুজস্তে বৈ কল্লানামেকবিশতিম্ ১৭০
 তথৈব তে কুমিভূজো যুগানামেকবিশতিম্ । ততশ্চ ভূবনাসাদ্য চাণ্ডালাঃ কোটিজন্মম্ ১৭১
 গ্রামনাশকরাণাং পাপকং স্মরংস্তরম্ । ন সমর্থোহস্মি গদিতুং জন্মকোটিশ্চৈতরপি ১৭২
 দেবপুর্দাহকা যো তু তথৈব গ্রামদাহকাঃ । যাবদব্রহ্মা স্বজভোতং তাবন্নরকমাপ্নুযুঃ ১৭৩
 যন্ত কস্ত চ পাপকং মোহম্ভ্রাতা ভবেন্নরঃ । স যাতি তত্র পাপাঙ্গিনং নরকান্চ যথোচিতান্ ॥
 কুণানী গোলকানী চ তথৈব গ্রামবাজকাঃ । অযাজ্যবাজকশ্চৈব মহাপাতকিনঃ স্রুতাঃ ১৭৪
 আত্মারকা দেবলকা গ্রামনক্ষত্রবাজকাঃ । ত এতে ব্রহ্মচাণ্ডালা মহাপাতকপঙ্কমাঃ ১৭৫
 এতেষাং যাতনাঃ সর্গা যুগানামেকবিশতিম্ । তদন্তে ভূবনাসাদ্য চাণ্ডালাঃ সপ্তজন্মম্ ১৭৬
 উচ্ছিন্নৈর্দোজিনো যে চ বিহ্রলোহরতাক যো । তেষাং যাতনাঃ সর্গা যাবদাচল্লতারকম্ ১৭৭
 উৎসরপিভূদেবেভ্যো বেদমার্গবহিকৃত্যঃ । পাপিতা ইতি বিখ্যাতা যাতনাবহবঃ শৃতাঃ ১৭৮
 এবং বহুবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাতকান্ধোপপপাতকাঃ । তেষাং সৎসংখ্যাবাহুল্যাংকিরন্তম্বেদকীর্তিতা

পাপানাম্ যাতনানাম্ ধর্ম্যার্থৈব ভূপতে । সংযমঃ নিগদিতুং লোকে কঃ শক্যো বিমূনা ঋতে
 এতেষাং সর্গপাপানাম্ ধর্ম্যশাস্ত্রবিধানতঃ । প্রায়শ্চিত্তেন চৈবৈব পাপপরাগিঃ প্রবশতি ॥ ১৮৯
 প্রায়শ্চিত্তানি কার্যানি নমোণে কমলাপতেঃ । নুনাভিরিঞ্জিতা ন জ্ঞানং সফলানি ভবন্তি হি ॥
 গঙ্গা চ তুলসী চৈব সংসংগো হরিকীর্তনম্ । অনসূয়া ভক্তির্নাম চ সর্গপাপপ্রণাশিনঃ ॥ ১৯১
 বিম্পর্পিতানি কৰ্ম্মানি সফলানি ভবন্তি হি । অনম্পর্পিতানি কৰ্ম্মানি ভগ্নানি স্তম্ভহবাবৎ ॥ ১৯২
 নিত্যং নৈমিত্তিকং কামাং দচ্চাশ্রয়োক্ষমাধনম্ । বিদ্যোঃ সমর্পিতং সর্গং সাত্ত্বিকং সফলং ভবেৎ ॥
 বিদ্যোভক্তিঃ পরা নৃণাং সর্গপাপপ্রণাশিনী । ভক্তিমহিঃ কৃতং কৰ্ম্ম সফলং জ্ঞানমীপতে ॥ ১৯৪
 ভক্তির্দশগুণা নৃণাং পাপপারগাদবানলঃ । তাম্রেন রাজসৈন্যেন সাত্ত্বিকৈশ্চ নৃপোত্তম ॥ ১৯৫
 যচ্চাশ্রম্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্ ॥ শৃগুং পৃথিবীপাল মা ভক্তিস্তামনামধমা ॥ ১৯৬
 যোহর্চয়েৎ কৈতবধিরা শৈবরিনী স্বপতিং যথা । নারায়ণং জগন্নাথং মা বৈ তামনমধামা ॥ ১৯৭
 দেবপূজাপরাং দৃষ্ট্বা সংসরী যোহর্চয়েদ্ধরিম্ । শৃগুং পৃথিবীপাল মা ভক্তিস্তামনামধমা ॥ ১৯৮
 ধনদাতাদিকং যন্ত প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ধরিম্ । শ্রদ্ধয়া পরমাবিধেঃ মা ভক্তী রাজসামধমা ॥ ১৯৯
 যঃ সর্গলোকবিখ্যাতাং কীর্তিমুদ্ভিগ্না মাধবম্ । অর্চয়েৎ পরমা ভক্তা মা বৈ রাজসমধামা ॥
 সালোকাদিপং যন্ত প্রার্থয়ন্নর্চয়েদ্ধরিম্ । বিদ্যোঃ পৃথিবীপাল মা ভক্তী রাজসামধমা ॥ ২০১
 যন্ত স্বকৃতপাপানাম্ ক্ষমার্থং পূজয়েদ্ধরিম্ । শ্রদ্ধয়া পরমা রাজসু মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকামধমা ॥ ২০২
 হরৈরিদং প্রিয়মিতি কৃণু মনসি যো নরঃ । কৰ্ম্মানি ককটে ভূপ ভক্তিঃ সাত্ত্বিকামধমা ॥ ২০৩
 বিবিবুদ্ধার্চয়েদ্বন্ত দাসবচক্রপাণিনম্ । ভক্তোনাং প্রবীণ জ্ঞেয়া মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
 নারায়ণশ্চ মহিমাং কাকিচ্ছুতাহপি যো নরঃ । জগদ্রহেন সন্তুষ্টেঃ মা ভক্তিঃ সাত্ত্বিকোত্তমা ॥
 অহমেন পরো বিমূর্ষসি সর্গমিদং জগৎ । উচিৎ যঃ নতস্তং পশ্যেৎ তং বিদ্যাভূতমোত্তমম্ ॥ ২০৬
 এবং দশবিধা ভক্তিঃ সংসারচ্ছেদকাকিমা । ইদানি সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ সর্গকামফলপ্রদা ॥ ২০৭
 তস্মাচ্ছৃণু ভূপাল সংসারচ্ছেদমিচ্ছতাং । সাত্ত্বিকান্যবিদ্যাধেন ভক্তিঃ কাংক্ষা জনাদিনে ॥
 যঃ কৰ্ম্মানি পরিভাজ্য ভক্তিমায়েণ কীর্ততি । ন তস্য ভূপতে বিদ্যাচার্য্যঃ পূজাতে দ্যভঃ ॥
 সর্গাগমাণ্যাম্ভাচারঃ প্রথমঃ পরিকল্পতে । সাত্ত্বিকপ্রভবে সর্গো ধর্ম্মশ্চ প্রভূতপুতঃ ॥ ২১০
 তস্মাৎ কার্য্যং হরৌ ভক্তিঃ স্বধর্ম্মস্তাবিরোদিনী । সদাচারবিহীনানাম্ ধর্ম্মার্থো ন সুপ্রদদৌ ॥
 হরী মহীশ যং পৃষ্টে তং সর্গং গদিতুং যথা । উন্মাদকপশো ভূহা স্তমী ভব দৃঢ়বত ॥ ২১২
 পূজয়ন্ত প্রবর্ত্তেন নারায়ণমনামধমম্ । তস্মিন্ সঃ পূজ্যমানে হু সন্তানু কামানিহাস্যানি ॥ ২১৩
 পূজয়ন্ত হরং বিমূষেকবুদ্ধা মধীপতে । ভেষজং বক্ষ্যেভানামমৃতামৃতদ্রুতম্ ॥ ২১৪
 শিব এব হরিঃ সাক্ষাৎকরিরেব শিবঃ স্বয়ম্ । ভেষজং বক্ষ্যেভানামমৃতামৃতদ্রুতম্ ॥ ২১৫
 আক্ৰমাতনপাপানো রাজসু ব পিতামহাঃ । বনন্তি নরকে তে চ দক্ষাঃ কপিলকোপতঃ ॥ ২১৬
 তানুত্তর মহাভাগ গঙ্গাঙ্কলনিষেচনৈঃ । গঙ্গা সর্গানি পাপানি নাশয়তোন পতিত ॥ ২১৭
 কেশমন্তি নবঃ দন্তঃ ভষ্ম বাপি জনেশ্বর । গঙ্গায়াঃ স্পর্শমাত্রেণ তানু নরভাজুত পদম্ ॥ ২১৮
 যস্মাৎপি ভষ্ম বা রাজসু গঙ্গায়াঃ স্পর্শপাতে নরৈঃ । মহাপাতকমুক্তোহপি স যতি পরমং পদম্
 তস্য শৃগুং রাজসু গঙ্গা পাপপ্রণাশিনী । বিনিক্ষেপেচনাদেব প্রস্তুতি পরমং পদম্ ॥ ২২০
 যামি কামি চ পাপানি প্রৌড়ামি ভব পতিত । তানি পাপানি বশন্তি গঙ্গাবিন্দিতৈবকৃতঃ ॥

নারদ উবাচ ।

ইত্থাক্ষা পৃথিবীপালং ধর্মরাজো মুনীশ্বরঃ । অন্তর্দধে স রাজাপি তপস্তপ্তং মনোদধে ॥১২০
নিষ্কৃপা পৃথিবীং সর্গাং সচিবেষু মহীপতিঃ । তপস্তপ্তং মুনিশ্রেষ্ঠা স্তুহিনাদ্রিং জগাম সঃ ॥
ইতি ব্রহ্মনারদীয়ে পুরাণে কালসংবাদো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

গবয় উচুঃ ।

হিমবন্তিরিমানাদা কিং চকার মহীপতিঃ । কথং বাহুতবান্ গঙ্গাং সূত তদ্বকুর্মহমি ॥ ১
সূত উবাচ ।

ভগীরথো মহারাজো জটাজীৱধরো বনে । গচ্ছন্ হিমাঙ্গি তপসে যযৌ গোনাবরীতটম্ ॥ ২
তত্রাপশ্যমহারণ্যং ভূগোরাশ্রমমত্তমম্ । কুমারসমাকীর্ণং মাতঙ্গচরসেবিতম্ ॥ ৩
লম্বদন্তমরসংযুক্তং কচ্ছদ্রিহসঙ্গুলম্ । ব্রজধরাহনিকরং চমরীবাণবীজিতম্ ॥ ৪
নৃত্যশ্লগনিকরং সারঙ্গগণসেবিতম্ । প্রবর্দ্ধিতমহারক্ষং মুনিষ্ঠাভিহাদরাং ॥ ৫
শালভালতমালাঢ্যং দৃহন্ধিষ্ঠালমণ্ডিতম্ । রক্ষসজ্ঞান্ধকুদাল-শমীকচকশোভিতম্ ॥ ৬
মালতীমুখিকাকুন্দ-চম্পকাঙ্কভূষিতম্ । উৎকলকুমুদোপেতমুখিসজ্জনিবেষিতম্ ॥

বেদশাস্ত্রসমুদ্যোগং ভূগোঃ প্রাশিশদ্যগ্রমম্ ॥ ৭

গুণভূঃ পরমঃ ব্রহ্ম সূতঃ শিষ্যবরৈর্মুনিম্ । ভেজসা সূর্যাসম্ভাশং ভৃঙং তত্র দদর্শ সঃ ॥ ৮
ননাম বিধিবদ্ভূপস্তম্ মুনিবরায় সঃ । আতিথ্যং ভৃগুরপাশ্চ চক্রে সম্মানপূর্ব্বকম্ ॥ ৯
কৃত্যতিথ্যাজিহ্নো রাজা ভৃগুণা পরমর্ষিণা । উবাচ প্রাঞ্জলিভূদা বিনয়ান্নিগুপ্তবম্ ॥ ১০

রাজোবাচ ।

ভগবন্ সত্যধর্মজ্ঞ সর্কশাস্ত্রবিশারদ । ভগবাংল্লব্যাতে যেন সংসারার্ণবতারকঃ ॥ ১১
পূজাতে কর্মণা যেন ভগবান্ ভূতভাবনঃ । অনুগ্রাহোহস্মি তে ব্রহ্মন্ সর্কমাখ্যাতুর্মহমি ॥১২
ভৃগুরুবাচ ।

রাজংস্তবেপিতং জাতং হং হি পুণ্যবতাং বরঃ । অশ্রুথা স্বকুলং সর্কং কথমুক্তুর্মহমি ॥ ১৩
যো বা কো বাপি ভূগাল গঙ্গাগেকাদিভিঃ স্ককান্ । উদ্ধত্বেকামস্তং বিদ্যাবররূপধরং হরিম্ ॥ ১৪
কর্মণা যেন দেবেশো নৃণামিষ্টকলপ্রদঃ । তৎপ্রবক্ষ্যামি রাজেন্দ্র শৃণু স্মসমাহিতঃ ॥ ১৫
ভব সত্যপরো রাজরহিংসানিরভক্তথা । সর্কভূতহিতো নিত্যং ন বদেচ্চানতং কচিৎ ॥ ১৬
তাজং দুর্জয়নসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্ । কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর বিষ্ণুং সনাতনম্ ॥ ১৭
কুরু পূজাং মহাবিকোষাহি শান্তিমন্তুমাম্ । অষ্টাঙ্গং মহনস্তং জপ্তা শ্রেয়ো গমিষ্যসি ॥ ১৮
রাজোবাচ ।

সত্যং কীদৃশং প্রোক্তমহিংসা বাপি কীদৃশী । সর্কভূতহিতত্বক প্রোক্তং কীদৃশিৎ মুনে ॥ ১৯
অমুক্তং কীদৃশং প্রোক্তং দুর্জনাশ্চৈব কীদৃশাঃ । সাধবঃ কীদৃশাঃ প্রোক্তাস্থথা পুণ্যং কীদৃশম্

অৰ্জুন কথং বিষ্ণুস্ত পূজা চ কৌদীনী । শান্তিনাম চ কা প্রোক্তা কিমষ্টোক্ষরমৰ্জকম্ ॥ ২১
মৰ্কশান্তার্থভক্ত নুনে ভক্তার্থকোবিদ । এতস্মৈ পূজবাংসলাং মৰ্কমাখ্যাতুমহঁসি ॥ ২২
ভৃগুঋষাচ ।

মাধু মাধু মহাপ্রাজ্ঞ তব বুদ্ধিরমৃতমা । যঃ পৃষ্ঠোহহং ত্বয়া রাজঃস্তমৰ্কং প্রবদামি তে ॥ ২৩
যথার্থকথনং রাজন্ সত্যমিত্যভিধীয়তে । ধৰ্ম্মাবিরোধতো বাচাং তন্ধি ধৰ্ম্মপরায়ণৈঃ ॥ ২৪
দেশকালাদিবিজ্ঞানাং স্বধৰ্ম্মস্তাবিরোধতঃ । যথচঃ প্রোচাতে সন্তিস্তং সত্যমভিধীয়তে ॥ ২৫
মৰ্কস্যেবম্ভব জ্ঞান্নামক্লেষজননং হি যঃ । রাজস্বহিংসা বিজ্ঞেয়া মৰ্ককামার্থদায়িনী ॥ ২৬
ধৰ্ম্মকার্যাসহারতমকার্যাপরিপন্থিতা । মৰ্কলোকহিতং বৈ প্রোচাতে ধৰ্ম্মকোবিদৈঃ ॥ ২৭
ইচ্ছানুরক্তিকথনং ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবিবেকতঃ । অনৃতং তন্ধি বিজ্ঞেয়ং মৰ্কশ্রেয়োবিরোধিতম্ ॥ ২৮
যে লোকবিত্তিষো মূৰ্খাঃ কুমার্গরতবুদ্ধয়ঃ । তে রাজন্ দুৰ্জনাঃ প্রোক্তাঃ মৰ্ককৰ্ম্মবহিন্ততাঃ ॥ ২৯
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবেকেন বেদমার্গানুসারিণঃ । মৰ্কলোকহিতে মজাঃ সাধবঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৩০
চরিত্রীতিকরং যচ্চ সন্তিস্ত পরিরঞ্জিতম্ । আত্মনঃ শ্রীতিজনকং তং পুণ্যং পরিকীর্তিতম্ ॥ ৩১
মৰ্কং জগদিদং বিষ্ণুবিষ্ণুঃ মৰ্কস্য কারণম্ । অহং বিষ্ণুরিতি যঃ তবিকোঃ স্মরণং বিদুঃ ॥ ৩২
মৰ্কদেবময়ো বিষ্ণুবিধিনৈতস্ম পূজনম্ । ইতি যা মনসঃ শ্রীতিঃ সা ভক্তিঃ পরিকীর্তিতা ॥ ৩৩
মৰ্কভূতময়ো বিষ্ণুঃ পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ । ইত্যেতদপরা ভক্তিঃ সা পূজা পরিকীর্তিতা ॥ ৩৪
সমতা শকমিত্রেবু বশিত্বং তথা নৃপ । যদুচ্ছালাভমকৃষ্টিঃ শান্তিনীত্রা প্রকীর্তিতা ॥ ৩৫
এতে মৰ্কসে সমাখ্যাতাস্তপঃসিদ্ধিপ্রদায়কাঃ । সমস্তপাপরাশীনান্ তরমা নাশহেতবঃ ॥ ৩৬
অষ্টোক্ষরমহামন্ত্রং মৰ্কপাপপ্রণাশনম্ । বক্ষ্যামি তব রাজেন্দ্র পুরুষার্থৈকসাধনম্ ॥ ৩৭
বিষ্ণুপ্রিয়করং মন্ত্রং মৰ্কসিদ্ধিপ্রদায়কম্ । নমো নারায়ণায়ৈতি তপেঃ প্রণবপূজকম্ ॥ ৩৮
শঙ্খচক্রধরং শান্তং নারায়ণমনাময়ম্ । লক্ষ্মীমংস্থিতবামাঙ্গং তথাভয়করং প্রভুম্ ॥ ৩৯
কিরীটকুণ্ডলধরং নানামণ্ডনভূষিতম্ । লাজংকৌন্তভমালাচাং শ্রীধংসাদ্রিতবক্ষসম্ ॥ ৪০
শীতান্বরধরং দেবং সুরাসুরনমস্কৃতম্ । ধারয়েদনাদিনিধনং মৰ্ককামফলপ্রদম্ ॥ ৪১
এবমুতং মহাবিষ্ণুঃ পশ্চোদাভানমাক্রুনি । স যাতি মৰ্কশ্রেয়াংসি বিশ্রামঃ কুরু ভূপতে ॥ ৪২
বাচো নারায়ণঃ প্রোক্তো মন্ত্রমুদ্রাচকঃ স্মৃতঃ । বাচাবাচকমম্বকো নিতা এব মহাজ্ঞানঃ ॥ ৪৩
যথাহনাদিধৃকোহহং যোঃ সংসারসাগরঃ । তথাহনাদির্মহাবিষ্ণুঃ স সারান্মোচকঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৪
স এব বাতা জগতাং মৰ্ককামফলপ্রদঃ । অনুর্যামী জ্ঞানরূপী পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৪৫
ইত্যেতং মৰ্কমাখ্যাতং ধৰ্ম্মাং তং পরিপূজসি । স্তুতি তেহস্ত তপঃসিদ্ধিং লভ গচ্ছ যথাস্থতম্ ॥ ৪৬
সূত উবাচ ।

এবমুক্তো মহাপাণো ভৃগুর্গা পরমর্ষিণী । পরমাং শ্রীতিমাপন্নঃ প্রপেদে তপসে বনম্ ॥ ৪৭
হিমবন্তিপ্রিমাসাদা গঙ্গাভীরে মনোরমে । নাদেধরে মহাক্ষেত্রে তপস্তপেহতিদৃশ্যম্ ॥ ৪৮
রাজা ত্রিববনগ্রামী কল্মন্সকল্যাণনঃ । কৃতাতিথ্যর্হণশ্চাপি নিতাং হোমপারায়ণঃ ॥ ৪৯
মৰ্কভূতহিতঃ শান্তো নারায়ণপারায়ণঃ । পত্নৈঃ পুত্ৰৈঃ কলৈস্তোমৈস্ত্রিকালং চরিপূজকঃ ॥ ৫০
এবং বহুবিধং কালং নীহা হতাত্ত্বৈর্ষ্যবান্ । ধারয়ন্ নারায়ণং দেবং শীর্ণপর্ণাশনোহভবঃ ॥ ৫১
জানারামপরো ভূতা রাজা পরমধার্ম্মিকঃ । মিত্রচ্ছানপরো ভূতা তপস্তপ্তং প্রচক্ষমে ॥ ৫২

ব্যায়ম্ নারায়ণং দেবমনন্তং পরমবায়ম্ । বষ্টিং বর্যমহত্যাণি নিকৃচ্ছামপরোহভবং ॥ ৫৩
 তস্মৈ বামাপুটোদ্ভাজো ধূমো জজ্ঞে ভয়ঙ্করঃ । তং দৃষ্ট্বা দেবতানাথ্য ত্রাসেনা জজ্ঞে মহামুনে ॥ ৫৪
 অধিকারক্ষয়ন্তরাং দেবাঃ সন্ধ্যামপীড়িতাঃ । অভিজগ্মূর্নহাবিকূৰ্য্যত্রাস্তে জগতাং পতিঃ ॥ ৫৫
 ক্ষীরোদস্তোমস্বরং তীরং সন্ধ্যাপা ত্রিদিবেশ্বরঃ । অস্তবন্ দেবদেবেশং পশুপাশবিমোচকম্ ॥ ৫৬
 দেবা উচুঃ ।

নতাঃ স্য বিষ্ণুং জগদেকনাথং স্রবঃসমস্তাতিহরং পরেশম্ ।
 স্বভাবভঙ্কঃ পরিপূর্ণভাবং বদন্তি তং জ্ঞানগতঞ্চ তত্ত্বজ্ঞাঃ ॥ ৫৭
 গোস্বঃ সদা স্মরিত্বৈনৈঃ পরাক্রাৎ সৈচ্ছাশরীরৈঃ কৃতদেবকার্ষ্যঃ ।
 জগৎস্বরূপো জগদেকনাথস্তম্বে নমস্তে পুরুষোত্তমায় ॥ ৫৮
 বন্যামগম্ভীর্তনতো মুরারেঃ সনস্তপাপাঃ প্রশমং প্রয়াতি ।
 তমীশমাদ্যং পুরুষং পুণ্যং নতাঃ স্য বিষ্ণুং পুরুষার্থসিদ্ধৌ ॥ ৫৯
 যতোজগা ভাতি দিবাকরাদা নাতিক্রমন্তাক্লিনদীনদাদ্যাঃ ।
 কালাক্রকং তং ত্রিদশাদিদেবং নতাঃ স্য রূপং পুরুষার্থরূপম্ ॥ ৬০
 জগৎ করোতাক্রভবজ্জয়ং পুণ্ডিত লোকান্ শ্রুতয়ন্ত বিপ্রাঃ ।
 তমাদিদেবং গুণসরিধানং বদন্ত্যস্মৈ তং প্রণতাঃ স্য বিষ্ণুম্ ॥ ৬১
 স্রবং বরোহাং মধুকৈটভারিং সুরাসুরাদার্চিতপাদপদম্ ।
 সন্ততসংস্কৃতমিচ্ছিতকৃতং জ্ঞানৈকবেদং প্রণতাঃ স্য বিষ্ণুম্ ॥ ৬২
 নারায়ণং দেবমনন্তমীশং পীতাম্বরং পদ্মভবাদিসেবাম্ ।
 যজ্ঞপ্রিয়ং যজ্ঞভূজং বিজ্ঞকং নতাঃ স্য সর্বোত্তমমিষ্টদন্তম্ ॥ ৬৩
 সচ্চিদানন্দকৃতস্বরূপমভেদামজ্ঞানভিরোহিতানাম্ ।
 অনাদিমধ্যান্তমজং পবেশং রূপাদিহীনং প্রণতাঃ স্য দেবম্ ॥ ৬৪

ইতি স্তুতো মহাবিষ্ণুর্দেবৈরিত্তাদিভিস্তদা । চরিতং তস্মৈ রাজর্ষের্দেবানাং নারায়ণদয়ং ॥ ৬৫
 হরিঃ সুরান্ সমাশাস্ত্র তেষাং দত্তাভয়ং দিজাঃ । উপশ্রুতি রাজর্ষির্হত তং দেশমায়বো ॥ ৬৬
 শশ্চচক্রধরো দেবঃ সচ্চিদানন্দবিপ্রভঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তস্মৈ রাজঃ সর্বজগদুত্তরঃ ॥ ৬৭
 দদর্শারাক্ষরিং রাজা ভাভামিভদিগন্তরম্ । অতসীপুঙ্গবসঙ্কশং সুরংকুলমণ্ডিতম্ ॥ ৬৮
 বিকমংপদপত্রাক্ষং বিভাজনুটোজ্জলম্ । শ্রীংসকৌন্তভধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ॥ ৬৯
 দীর্ঘবাহুমদারাক্ষং সুরার্চিতপদাবুজম্ । পশুন্ মনাম ভূপালো দত্তবং ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭০
 অনন্তহৃষম্পূর্ণঃ সরোমাধঃ সগন্ধাদঃ । কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৭১
 তস্মৈ বিষ্ণুঃ প্রসম্মান্য হস্তযামী জনাধিনঃ । উবাচ কৃষ্ণমাবিষ্টো ভগবান্ ভূতভাষনঃ ॥ ৭২
 শ্রীভগবানুবাচ ।

ভগীরথ মহাভাগ তবাতীষ্টং ভবিষ্যতি । আগমিষ্যন্তি মল্লোকং তব পূর্বপিতামহাঃ ॥ ৭৩
 মম মূর্ত্যভয়ং শঙ্কু যজ স্তুতৈঃ স্বশক্তিতঃ । স তে সমস্তশ্রেষ্ঠাংনি বিধাশ্রুতি ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪
 অহমপ্যহিজনাত্মং যজামি প্রত্যহং নৃপ । তস্মাদারাদেশানং স্তুতৈঃ স্তুত্যাং সুখপ্রদম্ ॥ ৭৫
 অনাদিনিধনো দেবঃ সর্বকামকলপ্রদঃ । যত্রা নংপূজিতো রাজঃসুত্রে শ্রেয়ো বিধাশ্রুতি ॥ ৭৬

ইত্যাশ্রিতা দেবদেবেশো জগতাং পতিরূচ্যতঃ । অন্তর্দধে স বিশ্বাত্মা উত্তমো মোহপি ভূপতিঃ
 কিমিদং স্বপ্নআহোনিংসত্যাক্বেতি বিজোতমাঃ । চিত্তাকুলোভূদাজেজ্বলঃ কিংকরোমীতি বিশ্বিতঃ
 অখানুরীক্ষে বাঙচৈঃ প্রাহ সস্ত্রান্তচেতসম্ । সত্যমেতদেদিত্যং ন চিত্তাং কর্তুমর্হসি ॥ ৭৯
 তদোন্মদাঃ ক্ষিতিপতিরীশানং লোককারণম্ । সমস্তদেবতাক্রপমস্তৌষীভুক্তিতৎপরঃ ॥ ৮০
 প্রণমামি জগন্নাথং প্রণতার্তিপ্রণাশনম্ । প্রমাণাগোচরং দেবমীশানং প্রণবাক্যকম্ ॥ ৮১
 জগৎক্রপমযোনিং তং সর্গহিতাত্তকারণম্ । উর্দ্ধরেতং বিক্রপাক্ষং বিশ্বরূপং নতোহস্মি ভূম্ ॥ ৮২
 আদিমধ্যান্তরহিতমনস্তমজমব্যয়ম্ । যমামনন্তি যোগীন্দ্রাণ্যং বন্দে তুষ্টিবর্জনম্ ॥ ৮৩
 নমো লোকাধিনাথায় রঞ্জতে পরিরঞ্জতে । নমোহস্ত নীলকণ্ঠায় পশুনাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৪
 নমস্তেজোরূপায় পুষ্টানাং পতয়ে নমঃ । নমঃ কল্মষনাশায় নমো মীচুপ্তেয়ায় তে ॥ ৮৫
 নমো ক্রদায় দেবায় কপর্দায় প্রচেতসে । নমঃ পিনাকহস্তায় শূলহস্তায় তে নমঃ ॥ ৮৬
 নমস্তে সর্গভূতায় ষষ্ঠীহস্তায় তে নমঃ । নমঃ গণেশহস্তায় ক্ষেত্রিণাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৭
 নমঃ কপালহস্তায় পার্শ্বমুদারপাণিনে । নমঃ সমস্তপাপানাম্ মুক্ততাং পতয়ে নমঃ ॥ ৮৮
 নমো গণাধিদেবায় ক্ষেত্রিণাং পতয়ে নমঃ । নমো হিরণ্যগভায় ত্রিগুণ্যপতয়ে নমঃ ॥ ৮৯
 হিরণ্যারেতসে ভূভাং বিশ্বরূপা । বৈ নমঃ । নমো ধ্যানস্বরূপায় নমস্তে ধ্যানসাম্প্রদে ।

নমস্তে ধ্যানসংস্থায় অহিরণ্যায় তে নমঃ ॥ ৯০

যেনেদং বিশ্বমখিলং চরাচরবিরাজিতম্ । প্রধানং পুরুষকৈব অক্সাদ্ বৃষ্টিরিবাজনি ॥ ৯১
 স্বপ্রকাশং মহাত্মানং পরংজ্যোতিঃ সনাতনম্ । যমামনন্তি তং বন্দে নবিতারং নৃচক্ষুষঃ ॥ ৯২
 উমাকান্ত বিক্রপাক্ষ নীলকণ্ঠ সদাশিব । মৃত্যুঞ্জয় মহাভাগ যন্তদ্রং তং ভূমাবহ ॥ ৯৩
 কপর্দিনে নমস্তভ্যং নীলগৌবায় তে নমঃ । কৃশানুরেতসে ভূভাং শিবো নঃ সূমনা ভব ॥ ৯৪

• যতঃ সমুদ্রাঃ সরিতোহদ্রয়শ্চ গন্ধকযক্ষাঃ সুরসিক্রমন্তাঃ ।

যতশ্চ চেষ্টাঃ কুরুতে হি জন্তুঃ স নোহস্ত দেবশ্চ শুভপ্রদশ্চ ॥ ৯৫

ধ্যায়ন্তি যং যোগিজনা বিশ্বক্শং নরীকুন্ডলাক্সালয়রূপনয়ম্ ।

• স্বতন্ত্রমেকং গুণব্রিধানং নমামি ভূয়ঃ প্রণমামি ভূয়ঃ ॥ ৯৬

তদিদং শঙ্করস্তোত্রং সাগরেণ প্রভাষিতম্ । সন্তানু কামানবান্দোতি ত্রিনক্সাং যঃ পঠেত্ততঃ ॥

ইতি স্তুতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকেশ্বরঃ । আদিবভূব ভূপশ্চ সন্তপ্তপনস্তদা ॥ ৯৭

পঞ্চবক্তং দশভূজং চন্দ্রাঙ্গীকৃতশেখরম্ । ত্রিলোচনমুদারাদ্রং নাগবজ্রোপবীতিনম্ ।

বিশালবক্ষগং দেবমষ্টবাহুং মতো জনম্ ॥ ৯৮

গজচক্ষুশ্বরধরং সুরার্চিতপদাবুজম্ । দৃষ্টী মনকাদৌ রাজা দশবং ক্ষিত্তিমন্তলে ।

• ননামোচ্চৈর্মহাদেবং মহাদেবেতি কীর্তয়ন্ ॥ ৯৯

বিজ্ঞায় ভক্তিং ভূপশ্চ শঙ্করঃ শশিশেখরঃ । রাজানং প্রাহ তুষ্টিহস্মি বরয়েতি বরং মদা ॥ ১০০

পূজিতোহস্মি ত্বয়া সখাক্ স্তোত্রেণ তপসানঘ । ভূক্রেহ ভোগানভূলা স্তুতো মোক্ষমবাপ্মি

ইত্যাশ্রিতা দেবদেবেন রাজা সন্তপ্তমানসঃ । উবাচ প্রাজলির্জ্বলা জগতামীষদেহাম্ ॥ ১০১

রাজোবাচ ।

অনুগ্রাহোহস্মি যদি তে বরদেন মহেশ্বর । ত্রিমার্গপ্রদাদেন উদ্ধরাম্পিতামহাব্ ॥ ১০২

দেবদেব উবাচ ।

রাজনু দত্তা যয়া গঙ্গা তেযাকৈব পরা গতিঃ । তব মোক্ষপদং দত্তমিত্যুক্তাহস্তর্দধৌ শিবঃ ॥ ১০২
কপর্দিমুকুটাগ্রহা গঙ্গা লোকৈকপাবনী । পাবয়ন্তী জগৎ সর্কসমগচ্ছত্গীরথম্ ॥ ১০৬
ততঃপ্রভৃতি সা দেবী নিম্বলা মলহারিণী । ভাগীরথীতি বিখ্যাতা সর্কলোকেষু পতিত ॥ ১০৭
সগংস্ত্রাজাঃ পূর্নং যত্র দন্ধা যুনীষরাঃ । তং দেশং প্রাবয়ামাস গঙ্গা সর্কসরিষরা ॥ ১০৮
যদা সংপ্রাবিতং তন্ম সাগরাণাম্ গঙ্গয়া । তদৈব নরকে যগ্নাঃ সাগরান্তে গতেনসঃ ॥ ১০৯
পুরাণনু সূদ্যমানেন যমেন পরিশিক্ষিতাঃ । ত এব পূজিতাস্তেন গঙ্গোদকপরিপ্লুতাঃ ॥ ১১০
গন্তপাপানু পরিজায় যমঃ সগরমন্তবানু । প্রণম্যাতার্ক্য বিধিবদিত্যাহ বিনয়ান্বিতঃ ॥ ১১১

যম উবাচ ।

ভো ভো রাজসুতা যুয়ং নরকানু ভূশদাক্ষণানু । এতাবন্তুত সময়ং ভূক্তবন্তুঃ ককর্ষভিঃ ॥ ১১২
যশস্তদযয়ে জাতো ভগীরথ ইতি শ্রুতঃ । ততোহস্মাৎ তারিতাঃ যুয়ং নরকাদ্ভূশদাক্ষণাৎ ॥ ১১৩
আকৃষ্টান্তু বিমানানি সর্ককামাশ্রিতানি চ । গচ্ছধ্বং বিকৃতবনং সর্কলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ১১৪
ইত্যুক্তাস্তে মহাত্মানো যমেন গতকল্যাণাঃ । শতকোটিকুলৈর্যুক্তা বিক্ললোকং প্রপেদিরে ॥ ১১৫
এবম্প্রভাবা সা গঙ্গা হরিপাদাগ্রনন্তবা । সর্কলোকেষু বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী ॥ ১১৬
ইদং সুপুণ্যমাবুধ্যাং মহাপাতকনাশনম্ । নঃ পঠেচ্ছূয়াস্বাপি গঙ্গাশ্রানফলং লভেৎ ॥ ১১৭
যশ্চৈতৎ পুণ্যমাখ্যানং প্রপঠেদেবতালয়ে । স যাতি বিক্ললোকাং যাবদিল্লাশ্চতুর্দশ ॥ ১১৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ভগীরথসংবাদে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সুত উবাচ ।

ব্রতানি সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বম্বিসমুদ্যমঃ । প্রসীদতি হরির্দৈবশ্চ পশুপাশবিমোচকঃ ॥ ১
অনায়াগেম সর্কেষাং প্রসীদতি জনার্দনঃ । ইহামুত্র সুধেয়াপি তপোবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ॥ ২
যেন কেনাপাপায়েন হরিপূজাপরায়ণাঃ । প্ররান্তি পরমং স্থানমিতি প্রাহর্মণীদিগঃ ॥ ৩
মার্গনীর্থে সিতে পশ্কে স্বাদশ্রাং জলশায়িনম্ । উপোষিতোহর্জয়েৎ সম্যক্তনরঃ প্রকাসমশ্রিতঃ
শ্রীতঃ শুক্লাস্বরধরো দত্তধাবনপূর্ককম্ । গন্ধপুষ্পাক্রুতৈঃ সমাগর্জয়েৎস্বাগৃযতো হরিম্ ॥ ৫
কেশবায় নমস্তভামিতি বিষ্ণুঃ প্রপূজয়েৎ । জুহুয়াদগ্নৌ যত্নেন অনেনৈব তিলাহুতীঃ ॥ ৬
ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাচ্ছালগ্রামসমীপতঃ । শ্রাপয়েৎ প্রস্থপয়মা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৭
গীতৈর্বাদৈশ্চ নৈবেদৈর্ভট্টৈর্জ্যোতির্জ্যোতির্কেশবম্ । ত্রিকালং পূজয়েদেবং মহালক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্
পুনঃ কলাং সমুখায় কৃত্বা কর্ষ যথোচিতম্ । পূর্কবৎ পূজয়েদেবং স্বাগৃযতো নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৯
পায়সং দ্বতসংযুক্তং নারিকেলজলান্বিতম্ । মন্ত্রণানেন বিপ্রায়ু দদ্যাদুক্তা সদক্ষিণম্ ॥ ১০
কেশবঃ কেশিণী দেবঃ সর্কসম্প্রদায়কঃ । পরমায়প্রদানেন যম স্মাদিষ্টেমাংকঃ ॥ ১১

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তুয়া শক্তিভো বন্ধুতিঃ সহ । নারায়ণপরো ভূত্বা স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্যতঃ ॥
ইতি যঃ কুরুতে ভক্ত্যা কেশবার্চনমুত্তমম্ । স বাতি পৌণ্ডরীকশ্চ কলমষ্টেগুণং দ্বিজাঃ ॥ ১৩
পোষে মাসি মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । নমো নারায়ণায়ৈতি পূজয়েৎপ্রযতো হরিশ্চ
পরমা পূর্ষমানেন নারায়ণমনাময়ম্ । সংস্রাপা জাগরং কুর্যাৎ ত্রিকালার্চনতঃপরঃ ॥ ১৫
বৃন্দাণৈঃ সনৈবেদৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্নোহরৈঃ । নৃত্যগীতৈঃ প্রবানৈশ্চ স্তোত্রৈশ্চাপি যজেক্ষরিম্
কুশরান্নকং বিপ্রায় দদ্যাৎ সম্বৃতদক্ষিণম্ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় পূর্ষবৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ১৭
সর্ষায়া সর্ষলোকেশঃ সর্ষবাঈ সনাতনঃ । নারায়ণঃ প্রমদঃ স্ত্যাস কুশরান্নপ্রদানতঃ ॥ ১৮
মল্লেশানেন বিপ্রায় দত্ত্বা চাপান্নমুত্তমম্ । দ্বিজাশ্চ ভোজয়েত্তুয়া স্বয়মদ্যাং সবাঙ্কবঃ ॥ ১৯
য এবং পূজয়েত্তুয়া দেবং নারায়ণং প্রভূম্ । অগ্নিষ্টোমাত্তেককলং সম্পূর্ণঃ সমবাপ্নয়াৎ ॥ ২০
মাধবশ্চ শুক্লদ্বাদশাং পূর্ষবৎ সমুপোষিতঃ । ও নমো মাধবায়ৈতি হৃদা চাষ্টৌ বৃত্তাহতীঃ ॥

পূর্ষমানেন পরমা আপ্নয়েদ্যাবৎ তথা ॥ ২১

গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সমাগর্ভয়েৎ প্রযতো নরঃ । ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাৎ পূর্ষবত্ত্বিত্তো নরঃ ॥ ২২
কলাকর্ম্য চ নিরুত্তা মাধবং পুনরর্চয়েৎ । প্রহরং তিলান্নং বিপ্রায় দদ্যাৎ মন্ত্রপূর্ষকম্ ।

সদক্ষিণং সবস্ত্রণং সর্ষপাপবিমুক্তয়ে ॥ ২৩

মাধবঃ সর্ষভূতাত্মা সর্ষকর্ম্যফলপ্রদঃ । তিলদানেন মহতা সর্ষান্ কামান্ প্রযচ্ছতু ॥ ২৪
মল্লেশানেন বিপ্রায় দত্ত্বা তত্ত্বিসমমিতঃ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তুয়া সংস্রবন্ মাধবং প্রভূম্ ॥ ২৫
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা তিলদানব্রতং দ্বিজঃ । স সম্পূর্ণমবাপ্নোতি বাজপেয়কলং দ্বিজাঃ ॥ ২৬
কাক্ষুদ্রশ্চ মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । গোবিন্দায় নমস্তুভ্যমিতি সংপূজয়েদ্ ব্রতী ॥
অষ্টোত্তরশতং হৃদা বৃত্তমশ্রিত্ব তিলম্ । পূর্ষমানেন পরমা গোবিন্দং আপ্নয়েচ্ছুচিঃ ॥ ২৮

ব্রাত্রৌ জাগরণং কুর্যাৎ ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্ ॥ ২৯

সমাপা কলাকর্ম্যাণি গোবিন্দং পূজয়েদ্বনে । ত্রীদাঢ়ককং বিপ্রায় দদ্যাৎ সাদক্ষিণম্ ॥ ৩০
নমো গোবিন্দ সর্ষেশ গোপিকাজনবল্লভ । অনেন দাতৃদানেন প্রীতো ভব জগদুত্তরো ॥ ৩১
এবং কৃত্বা ব্রতং সমাক্ সর্ষপাপবিবর্জিতঃ । গোমেষমথজং পুণ্য সম্পূর্ণং প্রাপ্নয়াব্রতঃ ॥ ৩২
চৈত্রে মাসি মিতে পক্ষে দ্বাদশাং সমুপোষিতঃ । নমোহস্ত বিকবে তুভ্যমিতি পূর্ষবদর্চয়েৎ
ক্ষীরেণ আপ্নয়েদ্বিষ্ণুং পূর্ষমানেন ভক্তিভঃ । তবৈব আপ্নয়েদ্বিপ্রা বৃত্তপ্রদেহে সাদরম্ ॥ ৩৪
কৃত্বা জাগরণং ব্রাত্রাবর্চয়েৎ পূর্ষবদ্ব্রতী । ততঃ কলাং বথা কর্ম্য সমাপ্য হরিশর্চয়েৎ ॥ ৩৫
অষ্টোত্তরশতং হৃদা মধুমিশ্রিতলাহতীঃ । সদক্ষিণকং বিপ্রায় দদ্যাৎ দাঢ়কতুলম্ ॥ ৩৬
প্রাণক্লমী মহাবিষ্ণুঃ প্রাণদঃ প্রাণবল্লভঃ । তুলশ্চ প্রদানেন প্রীতাতং মে জনার্দন ॥ ৩৭
এবং কৃত্বা ব্রতং ভক্ত্যা সর্ষপাপবিবর্জিতঃ । অত্যাগ্নিষ্টোমযজ্ঞশ্চ কলমষ্টেগুণং লভেৎ ॥ ৩৮
বৈশাখশুক্লদ্বাদশামুপোষ্য মধুসূদনম্ । দ্রোণক্ষীরেণ দেবেশং আপ্নয়েত্ত্বিসংযুতঃ ॥ ৩৯
জাগরন্তু কঠব্যত্রিকালার্চনসংযুতঃ । নমস্তে মধুহস্তে চ ভূহর্যাস্ত্বিত্তো বৃত্তম্ ॥ ৪০
ততঃ প্রাতঃ সমভার্চ্য বিধিবদধুসূদনম্ । দদ্যাৎ দাতৃবিহবে বৃত্তপ্রদং সদক্ষিণম্ ॥ ৪১
নমস্তে দেবদেবেশ সর্ষলোকৈকভাবন । বৃত্তদানেন মহতা সর্ষান্ কামান্ দদম্ব মে ॥ ৪২
এবং দত্ত্বা বৃত্তং ভক্ত্যা সম্পূর্ণ্য মধুসূদনম্ । সর্ষপাপবিমুক্তোহস্তমেঘাষ্টকলং লভেৎ ॥ ৪৩

ভোজয়েদ্বান্ধবান্ ভক্ত্যা স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্বজঃ । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মমেধকলং লভেৎ ॥
 অথাত্তরুণাদশ্মাপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । বাহনং পূজ্যমানেন আপ্যয়েৎ পরমা ব্রতী ॥ ৪৫
 কৃতা জাগরণঃ সম্যক্ পুনঃ পূজ্যঃ প্রকল্প্য চ । অপূপবিশ্রুতিং দদ্যাদব্রাহ্মণায় সদক্ষিণম্ ॥ ৪৬
 দেবদেব জগন্নাথ প্রনৌদ পরমেশ্বর । উনায়নকং নংগুহ ভবাভীষ্টকলপ্রদঃ ॥ ৪৭
 ভোজয়েদ্বান্ধবান্ ভক্ত্যা স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্বজঃ । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মমেধকলং লভেৎ ॥
 অথাত্তরুণাদশ্মাপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । বাহনং পূজ্যমানেন আপ্যয়েৎ পরমা ব্রতী ॥ ৪৯
 নমস্তু বামনায়ৈতি দক্ষাঃ হোমকং শক্তিভঃ । কুর্যাজ্জাগরণঃ মাগ্যামনকার্কষেৎ পুনঃ ॥ ৫০
 সদক্ষিণকং দত্ত্বা নারিকেলানমসিতম্ । দদ্যাদাশ্ববিদে ভক্ত্যা বামনার্চনশালিনে ॥ ৫১
 বামনো বুদ্ধিদো দাক্ষ্য ভবাশ্বো বামনঃ স্বরম্ । বামনস্তারকো ভূবাবামনার নমো নমঃ ॥ ৫২
 অনেন দত্ত্বা দদ্যন্নং শক্তিভো ভোজয়েদ্বিজান্ । সন্ত্যাজ্যোতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ স গোত্রাসশতত্রয়ম্
 ত্রাবণস্য নিতে পক্ষে দ্বাদশ্মাপবাসকং । ক্ষীরেণ মধুমিশ্রেন ত্রীধরং শক্তিভো যজেৎ ॥ ৫৪
 নমোহস্ত ত্রীধরায়ৈতি গন্ধাদৈঃ পূজয়েৎ ক্রমাৎ । জুহুয়াৎ পুষদাজোন যথশক্তি দ্বিজোত্তমাঃ
 জাগরণকং কৰ্ত্তব্যং পুনঃ পূজ্য ভবৈব চ । দাতব্যদৈব বিপ্রায় আচকক্ষীরমুত্তমম্ ॥ ৫৬
 বহুধা সদক্ষিণা দৈব দাতব্যো হেমকুণ্ডলে । যজ্ঞেহানেন বিপ্রৈশ্চাক্ষঃ সৰ্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭
 ক্ষীরোদিশায়িনু দেবেশ পশুপাশবিনোদক । ক্ষীরদানেন সূত্রীভো ভব সৰ্বসুখপ্রদঃ ॥ ৫৮
 অনেন দত্ত্বা বিপ্রাংশ্চ ভোজয়েচ্ছক্তিভো ব্রতী । অধমেধমহস্যস্ত সস্পূৰ্ণং ফলমগ্নুতে ॥ ৫৯
 মাগি ভাসপদে তুকে দ্বাদশ্মাপবাসকং । আপ্যয়েদ্ব্রোণপরমা জ্বীকেশ জগদুত্তমম্ ॥
 জ্বীকেশ নমস্তুভামিতি সস্পূজ্য যত্নতঃ । চরণা মধুযুক্তেন জুহুয়াচ্ছক্তিভো ব্রতী ॥ ৬১
 জাগরণানি নিকীৰ্ত্তা দদ্যাদশ্ববিদে ভক্তঃ । আচকার্কষ গোধূমং দক্ষিণাকং স্বশক্তিভঃ ॥ ৬২
 জ্বীকেশ নমস্তুভাং সৰ্বলোককহোতবে । মম সৰ্বসুখং দেহি গোধূমস্ত প্রদানতঃ ॥ ৬৩
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা স্বয়ং ভূজীত বাগ্ধ্বজঃ । সৰ্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মমেধকলং লভেৎ
 মাগি চান্মগ্নুতে তুকে দ্বাদশ্মাপবাসকং । পদ্মনাভকং পরমা আপ্যয়েৎ পূৰ্ণবচ্ছুচিঃ ॥ ৬৫
 নমস্তু পদ্মনাভায় ইতি হোমং স্বশক্তিভঃ । তিলব্রীহিযবৈশ্চৈব পূজ্যকং বিবিধং ততঃ ॥ ৬৬
 জাগরণকং নিকীৰ্ত্তা পুনঃ পূজ্যঃ প্রকল্প্য চ । দদ্যাদ্বিপ্রায় কুড়বং মধু বিপ্রাঃ সদক্ষিণম্ ॥ ৬৭
 পদ্মনাভ নমস্তুভাং সৰ্বলোকপিতামহ । মধুদানেন সূত্রীভো ভব সৰ্বসুখপ্রদঃ ॥ ৬৮
 তেহা মাগুকে ভক্ত্যা পদ্মনাভস্ত পূজনম্ । ব্রহ্মমেধমহস্যস্ত ফলমাপ্নোত্যমুত্তমম্ ॥ ৬৯
 কার্ত্তিকে মাগি দ্বাদশ্মাপবাসী জিতেন্দ্রিয়ঃ । ক্ষীরেণাচকমানেন দত্ত্বা চাজোন ভাবতা ॥ ৭০
 নমো দাক্ষ্যাদিত্যায়ৈতি আপ্যয়েচ্ছক্তিভঃ । অষ্টৌত্তরশতং তদ্বা মধুমিশ্রতিলাহতীঃ ॥ ৭১
 জাগরণং নিয়তঃ কুর্যাজ্জিকার্কণতঃ পরঃ । প্রাতঃ সস্পূজ্য দেবেশং পদ্মপুষ্পৈর্ঘনোহরৈঃ ॥ ৭২
 পুনরষ্টৌত্তরশতং জুহুয়াৎ মধুতৈস্তিলৈঃ । পরভক্ষ্যযুতদ্বারং দদ্যাদ্বিপ্রায় ভক্তিভঃ ॥ ৭৩
 দাক্ষ্যাদিত্য জগন্নাথ সৰ্বকারণকারণ । তাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসল ॥ ৭৪
 অনেনোপায়নং দদ্যাজ্জোত্রিষায় তপস্বিনে । দক্ষিণাং যথশক্ত্যা ব্রাহ্মণাং চৈব ভোজয়েৎ ॥
 ত্রয়ং কৃতা বতং সমাগমীয়াপকুতিঃ সহ । অধমেধনহস্যাগং দ্বিগুণং ফলমগ্নুতে ॥ ৭৬
 এবং কুর্যাদব্রতী যত্ন দ্বাদশ্মীরতমুত্তমম্ । সংবৎসরং যুনিশ্রেষ্ঠাঃ স যতি পরমং পদম্ ॥ ৭৭

গুহ্যমাসে দ্বিমাসে বা ষঃ কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ । তৎফলং নমবাপ্নোতি ন যাতি পরমং পদম্ ॥৭৬
 এবং সংবৎসরং কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ । মার্গশীর্ষে মিত্তে পক্ষে পক্ষদ্বয়ং নুদীপ্তম্ ॥৭৭
 দ্বাদশ প্রাতঃকালচারং দত্তধানপূৰ্ণকম্ । শুক্লমাল্যবস্ত্রঃ শুক্লগন্ধানুলেপনঃ ॥৮০
 দত্তলং কারয়েদ্বিবাং চতুরলং যুগোভনম্ । যতীতানবসংযুক্তং কিঞ্চিদেবরশোভিতম্ ॥৮১
 দলক্লতং গুহ্যমাল্যোৰ্ভিত্তানধ্বজরাজিতম্ । ছাদিতং শুক্লপুষ্পেণ নীপমাল্যাবিভূষিতম্ ॥৮২
 তদ্ব্যধো মর্কসীতোভদ্রং কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ । তদ্ব্যধোপরি যুগেণ কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ দ্বাদশাঙ্গুপ্রপরিভান্ ॥৮৩
 একেন শুক্লবস্ত্রেণ কেশাদৈঃ শোভিতেন চ । কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ দ্বাদশাঙ্গুপ্রপরিভান্ ॥৮৪
 নক্ষত্রানারায়ণং দেবং কারয়েদ্ভিত্তমান্ ব্রতী । তেষাং বা ব্রাত্তেভ্যাপি তথা জামেগ বা দ্বিজাঃ
 আপ্নয়েৎ প্রতিমাং তাকু কুন্তোপরি যুগ যমৌ । তদ্ব্যধো বা দ্বিজশ্রেণাঃ কাকম্ বাপি শক্তিতঃ
 মর্কসীতেষু মতিমান্ বিগুণাষ্টাং পরিভাজেৎ । যদি কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ তদ্ব্যধোপরিভান্ ॥৮৭
 যনন্তশারিনং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ । পদ্মানুভূতেন পরমং আপ্নয়েৎ ভক্তিসংযুতঃ ॥৮৮
 বামভিঃ কেশবাষ্টোশ্চ উপচারান্ প্রকল্পয়েৎ । ব্রাত্তৌ জাগরনং কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ পুরানপ্রদণাদিভিঃ ॥৮৯
 ব্রতনিদ্রো ভবেৎ সমাশ্রুপবাসী জিতেন্দ্রিঃ । ত্রিকালমর্জয়েদেবং যথাবিভববিস্তরম্ ॥৯০
 ১৩ঃ প্রাতঃ সমুখায় কলাকর্ম সমাপ্য চ । তিলদ্রোণং বাহুভিত্তিভির্ব্রতী কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ ১১
 পুনঃ সম্পূজয়েদেবং গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । দেবশ্চ পরতঃ কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ পুরানপঠনং দ্বিজাঃ ॥৯২
 দ্যাদদানশবিপ্রাণাং দধ্যানং গায়নং বৃধাঃ । অশ্বপৈর্দণ্ডিভিঃ সযুক্তং মদক্ষিণম্ ॥৯৩
 দেবদেব জগদ্ধপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ । গৃহাগোপায়নং কুৰ্যাদ্ভিত্তংপরঃ মর্কসীভীষ্টপ্রদো ভব ॥৯৪
 অনেনোপায়নং দদ্যাদ্ভিত্তংপরঃ প্রাজলিস্তভঃ । আধায় ভূমিঃ জালুভ্যঃ বিনম্রাবনতো ব্রতী ॥৯৫

নমো নমস্তে সুরদেবরাজ নমোহস্ত্য তে দেব জগদ্বিধাম ।

শুক্লং সম্পূর্ণফলং নমাদা নমোহস্ত্য তুভ্যং পুত্রমোক্তমায় ॥ ৯৬

ইতি সংপ্রার্থয়েদ্বিপ্রা দেবকং পুত্রমোক্তমম্ । দদাদদ্যাক দেবায় জাম্ববানন্দনৌ গতা ॥ ৯৭
 লক্ষীপতে নমস্তভ্যং পায়োনিবিনিবাসিনে । অর্ঘ্যং গৃহায় দেবেশ শ্রিয়া চ মতিতো দিভঃ ॥ ৯৮
 যশ্চ শ্রুত্যা চ নামোক্তা তপোযজ্ঞকিরাদিযু । নানং সম্পূর্ণভ্যং যতি মদো বন্দে তমচ্ছাতম্ ১১
 ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবশ্চ তৎসর্গং সংযমৌ ব্রতী । প্রতিমাং বদ্ধম বক্তামাশ্রয়ায় নিবেদয়েৎ ১০০
 ব্রাহ্মণান্ ভোক্তয়েদুজ্যা শক্ত্যা দদ্যাদ্ভিত্তংপরঃ দক্ষিণাম্ । ভক্তীত বাসযতঃ পশ্চাৎসহস্রং বযুক্তনৈঃসহ
 আসায়ং শৃগুরান্বিত্যং বিদ্বজ্জনৈঃসহ ॥ ১০২

ইত্যেবং কুরুতে যত্র পাবনং স্বাদনীব্রতম্ । সর্গান্ কামানবাপ্নোতি পরজাত্যত্র চোত্তমান্ ॥
 ত্রিঃসন্তকুলসংযুক্তঃ সর্গপাপবিশর্জিতঃ । প্রয়াতি বিপ্রা ভবনং যত্র গৃহা ন শোভতি ॥ ১০৪
 য ইদং শৃণুন্নান্নিত্যং স্বাদনীব্রতমুদয়ম্ । বাচয়েৎসাপি বিশেষদ্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥ ১০৫

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে সংবৎসরকাদনীব্রতকণন নাম ষোড়শোধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশোহ্বায়ঃ

সূত উবাচ ।

অগ্নদ্বয়ং প্রক্ষ্যামি গৃধ্রং সুসমাহিতাঃ । নক্ষত্রপাণ্ডরং পুষ্পং নক্ষত্রঃখনিবর্হণম্ ॥ ১
 ব্রাহ্মণক্ষত্রবিদ্যাং গৃহাণাৎকৈব দোষিতামন । সমস্তকামফলদং নক্ষত্রভক্ষণপ্রদম্ ॥ ২
 হৃৎকণ্ঠনাশনং যজ্ঞং হৃৎকণ্ঠনিবর্হণম্ । নক্ষত্রলোকেযু বিখ্যাতং পূর্ণিমাষতমুত্তমম্ ॥ ৩
 বিধানং তস্মৈ বক্ষ্যামি গৃধ্রং গদতো মম । যেন চার্চেন পাপানাম্ কোটিঃ কোটিঃ প্রশম্যতি
 মার্গলীষে সিতে পক্ষে পৌর্ণমাশ্চাং যতঃ শুচিঃ । স্মারং কুর্যাদুদখাচারং দত্তবাবনপূৰ্ণকম্ ॥ ৪
 শুক্রাশ্রয়ঃ শুক্রো গৃহমাগত্য বাগ্ধৃতঃ । প্রক্ষাল্য পাদাবাচমা অরন্ নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ৫
 নিতরং দেবার্চনং কৃতা পশ্চাৎ নক্ষত্রপূৰ্ণকম্ । লক্ষ্মীনারায়ণং দেবমর্চয়েত্তুজিতাবতঃ ॥ ৬
 আবাহনাসনাদৈশ্চ গন্ধপুষ্পাদিভিঃ । নমো নারায়ণায়ৈতি পূজয়েত্তুজিতাবতঃ ॥ ৭
 গীতবাদৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ পুরানপঠনাদিভিঃ । স্তোত্রৈরারাবয়েদেবং ব্রতকৃৎস্বয়ং শুচিঃ ॥ ৮
 দেবস্তু পুরতঃ কুর্য্যাৎ স্থতিলং চতুরশ্রকম্ । অরতিমাত্রং তত্রাধিঃ স্থাপয়েদুদখমার্গতঃ ॥ ৯
 আজ্যভাগ্যপূৰ্ণাভ্যং কৃতা পুরুষস্তুতঃ । চক্ৰণা চ ত্রিলেখাপি যুতেন জুহুয়াৎ তথা ॥ ১০
 একবারং দ্বিবারং বা ত্রিবারং বাপি শক্তিভঃ । হোমং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন নক্ষত্রপানিহৃতয়ে ॥ ১১
 প্রারম্ভিতাদিকং নক্ষত্রং স্বগৃহোক্তবিধানতঃ । সমাপ্য হোমং বিধিবচ্ছান্তিস্থতং জপেদুদখং ১২
 পশ্চাদেবং সমাগত্য পুনঃ পূজাং প্রকল্পয়েৎ । তত্রোপবাগং দেবায় অর্পয়েত্তুজিতাবতঃ ॥ ১৩
 পৌর্ণমাশ্চাঃ নিরাহারঃ স্থিতা দেব তবাজয়া । ভোক্ষ্যামি পুত্ররীক্ষাং পরেহি শরণং তব ১৪
 ইতি বিজ্ঞাপ্য দেবায় অর্ঘ্যং দদ্যাৎ তথেন্দবে । জানুভ্যামবনীং গৃহা শুক্লপুষ্পাক্ততায়িতম্ ॥ ১৫
 ক্ষীরোদার্নবমভূত অত্রিনেত্রমমুত্তম । গৃহাণাথ্যং ময়া দত্তং রোহিণ্যা সহিতঃ প্রতো ॥ ১৬
 এবমথ্যং প্রদায়েন্দোঃ প্রার্থয়েৎ প্রাঞ্জলিস্থতঃ । তিষ্ঠন পূৰ্ণমুখো ভূত্বা গম্বুর্নিম্নং গমুমাঃ ॥ ১৭
 নমঃ শুভাংশবে তুভ্যং দ্বিজরাজায় তে নমঃ । রোহিণীপতয়ে তুভ্যং লক্ষ্মীজাত্রে নমো নমঃ ১৮
 ততশ্চ জাগরং কুর্য্যাৎ পুরাণপ্রবণাদিভিঃ । জিতেন্দ্রিয়ো বনী ১৯ পাণ্ডুভালাগবজ্জিতঃ ২০
 ততঃ প্রাতঃ প্রকুর্সীত আচারঞ্চ যথাবিধি । পুনঃ সম্পূজয়েদেবং যথাবিভবদিস্তম্ ॥ ২১
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছান্তিতঃ প্রযতো নরঃ । বন্ধুভৃত্যাদিভিঃ সাক্ষিঃ স্মরং ভূজীত বাগ্ধৃতঃ
 এবং পুষ্পাদিমামেযু পৌর্ণমাশ্চামুপোষিতঃ । অর্চয়েত্তুজিতাবতো নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ২২
 এবং সংবৎসরং কৃতা কাৰ্ত্তিক্যা পূর্ণিমাদিনে । উদ্ভাসনং প্রকুর্সীত তদ্বিধানং বদামি হং ॥
 মতপং কারয়েদ্বিবারং চতুরশ্রং সুশোভনম্ । শোভিতং পুষ্পমালাভিবিধানেন্নতরাজিতম্ ২৩
 বহুদীপসমাকীর্ণং কিঙ্কিনীবরশোভিতম্ । দর্পণৈশ্চানরৈশ্চৈব কলমৈশ্চ সমাবৃতম্ ॥ ২৪
 তদ্ব্যধো নক্ষত্রোভয়ং পঞ্চবর্ণবিরাজিতম্ । কৃতা জলাঘিতং কুন্তং শ্রমেতুশ্চোপরি দ্বিজাঃ ২৫
 পিথায় কুন্তং বস্ত্রেণ শোভিতেনাভিশোভিনা । হেমা বা রাজতেনাপি তথা তাম্রেণ বা দ্বিজাঃ
 লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং কৃতা তশ্চোপরি শ্রমেৎ ॥ ২৬

পঞ্চাযুতেন সংস্রপ্য গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ । ভক্ষ্যভোজ্যাদিনৈবেদ্যৈঃ পূজয়েৎ সন্দেহজিহ্বা
 জাগরৎ তথা কুর্য্যাৎ সম্যক্ প্রক্ষাসমযিতঃ । ততঃ প্রাতশ্চ বিধিবৎ পূৰ্ণবদ্বিকুমর্চয়েৎ ॥ ২৭

আচার্য্যায় প্রদাতব্য্য প্রতিমা দক্ষিণাধিতা । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্যা বিভবে সত্যাবাহিতম্
 তিলদামঃ প্রকুর্সীত যথাশক্তিসমবিতঃ । কুর্যাদগ্নৌ চ বিধিবৎ তিলহোমঞ্চ পূৰ্ণবৎ ॥ ৩২
 এবং কুহা নরঃ সমাগ্নস্মীনাবরণং ব্রতম্ । ইহ ভুক্ত্য মহাভোগান্ পুত্রপৌত্রসমবিতঃ ॥ ৩৩
 সঙ্গপাপাবিনিমুক্তঃ কলাযুতসমবিতঃ । প্রয়াতি বিষ্ণুভবনং যোগিনামপি হুলভন ॥ ৩৪

ইতি শ্রীকৃষ্ণারদীয়ে পুরাণে পৌৰ্ণমাসীরতকথনং নাম সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

অশ্বদ্বতঃ প্রদক্ষ্যামি ধ্বজারোপণসংজিতম্ । সৰ্গপাপহরং পুণ্যং বিষ্ণুভীষণকারণম্ ॥ ১
 ব্রাহ্মণকল্মষবিশং স্ত্রীশূদ্রাণাম্ সত্তমাঃ । সৰ্গদুঃখপ্রশমনং সংসারচ্ছেদকারকম্ ॥ ২
 যঃ কুর্যাদ্বিষ্ণুভবনে ধ্বজারোপণমুত্তমম্ । স পূজাতে বিরিক্ষাদৈঃ কিমনৈর্দহভাষিতৈঃ ॥ ৩
 হেমভাগসহস্রং যো দদাতি কুটুবিনে । তৎফলং সমানং স্ত্রীধ্বজারোপণকৰ্ম্মণঃ ॥ ৪
 ধ্বজারোপণতুলাং স্ত্রীদানান্নানমুত্তমম্ । অথবা তুলসীমৈবা শূক্ললিঙ্গপ্রপূজনম্ ॥ ৫
 অহোহপূৰ্ণমহোহপূৰ্ণমহোহপূৰ্ণমিদং বিজ্ঞাঃ । সৰ্গপাপহরং পুণ্যং ধ্বজারোপণসংজিতম্ ॥
 ততঃ প্রাতঃ সমুখায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি । যানি কৰ্ম্মাণি কার্য্যানি ধ্বজারোপণকৰ্ম্মণি ।

ভানি সৰ্গাণি বক্ষ্যামি শৃণুস্ব গদতো মম ॥ ৬

কার্ত্তিকশ্রু সিতে পক্ষে দ্বাদশাং প্রয়তো নরঃ । স্নানং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন দস্তধাবনপুস্কম্ ॥ ৮
 একাদশাং ব্রহ্মচারী জপেন্নারায়ণং অরন্থ । ধৌতান্নবধরঃ শুদ্ধঃ স্বপেন্নারায়ণাশ্রিতঃ ॥ ৯
 ততঃ প্রাতঃ সমুখায় স্নাত্বাচম্য যথাবিধি । নিত্যকৰ্ম্মাণি নিৰ্দ্ধার্য্য পশ্চাদ্বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ ॥ ১০
 চতুর্ভির্দাক্ষণৈঃ সার্কিং কুহা চ শস্তিবাচনম্ । নান্দীশ্রীকং প্রকুর্সীত ধ্বজারোপণকৰ্ম্মণি ॥ ১১
 ধ্বজস্তম্ভো চ গায়ত্র্যা প্রোক্ষয়েৎসংযুতো । সূর্য্যং বৈনতেয়কং হিমাংসু তৎপটেৎসংযুতঃ ॥
 ধাতারকং বিধাতারং পূজয়েৎ স্তম্ভকবরে । হরিদ্রাকৃতগন্ধাদৈঃ শুদ্ধপুষ্পৈর্বিশেষতঃ ॥ ১৩
 ততো গোচৰ্ম্মযাত্রস্ত হৃষ্টলক্ষোপলিপ্য তু । আধার্য্যগ্নিং স্বগৃহোক্ত্যা আজ্যভাগাদিকং ক্রমাৎ
 জুহুয়াৎ পারশমেনৈব বৃত্তমষ্টোত্তরং শতম্ ॥ ১৪

প্রথমং পৌরুষং সূক্তং বিকবে সমিদাহতীঃ । ততশ্চ বৈনতেয়ার স্বাচেতাষ্টোত্তরীন্দ্রণা ॥ ১৫
 নামীদেবুন্মাদা পঞ্চ জুহুয়াৎ প্রয়তো বিজ্ঞাঃ । সৌরং মন্দ্রং জপেত্তত্র শান্তিসূক্তাশ্চ পতিতঃ ॥
 রাত্রৌ ভাগ্যেণং কুর্য্যাদুপকর্ষণং হরেঃ শুচিঃ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় নিত্যং কৰ্ম্ম সমাপ্য চ ।

গন্ধপুষ্পাদির্দেবমর্চয়েৎ পূৰ্ণবৎ ক্রমাৎ ॥ ১৬

ততো মঙ্গলবাদ্যৈশ্চ সূক্তপাঠৈশ্চ শোভনৈঃ । নৃত্যৈশ্চ স্তোত্রপঠনৈর্নরৈর্দ্বিকালয়ে ধ্বজম্ ॥ ১৮
 দেবস্ব দ্বারদেশে বা শিখরে বা সুদাহিতঃ । সুস্থিরং দ্বাপরেষিপ্রা ধ্বজং সুসুভ্রমং ব্রতম্ ॥ ১৯
 গন্ধপুষ্পাঙ্কিতৈর্দেবং ধূপদীপৈর্মনোরমেঃ । ভক্ষ্যভোজ্যাদিনাং যুক্তৈর্নবোদ্যাক চরিং নমস্কে ॥

এবং দেবানামৈব স্থাপ্য শোভনং ধ্বজমুত্তমম্ । প্রদক্ষিণনমুত্তম্য স্তোত্রমেতদ্বদীপয়েৎ ॥ ২১
 নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে বিশ্বভাবন । নমস্তেহস্ত রুধীকেশ মহাপুরুষ পূৰ্ণজ ॥ ২২
 যেনৈদমখিলং জাতং যত্র গর্ভঃ প্রতিষ্ঠিতম্ । লয়মেয্যতি বত্রেতৎ তং অপরোহস্মি মাধবম্ ॥
 ন জানন্তি পরং ভাবং যত্র ব্রহ্মাদয়ঃ সূরাঃ । নোগিনো বৎ প্রপশ্যন্তি তং বন্দে জ্ঞানরূপিণম্ ॥
 অন্তরীক্ষস্থ যত্রাভির্দোর্মূর্ধ্বা যত্র চৈব হি । পাদৌ হি যত্র স্তাৎ পৃথী তং বন্দে বিশ্বরূপিণম্ ॥
 যত্র স্রোত্রে দিশাঃ সত্যা যত্র কুর্দ্দিনকৃচ্ছনী । স্বর্গগামযজুর্বো যেন তং বন্দে ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৩
 যত্রাধাদ্রাক্ষণী কাতা যত্রাধোরভবম্পদাঃ । বৈষ্ণবা বস্মোক্ততোজাতাঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহপ্যজায়ত
 মনমশ্চক্রমা জাতো দিনকৃচ্ছকুমলমুখা । প্রাণেভাঃ পবনো জাতো মুখাদগ্নিবজ্রায়ত ॥ ২৪
 মারীচক্ষমমাত্রৈব বদন্তি পুরুষস্ত বম্ । স্বভাববিমলং শুদ্ধং নিরিকারং নিরঞ্জনম্ ॥ ২৫
 ক্ষীরাঙ্কিশাশ্বিনং দেব-মহিমপরাভিতম্ । স স্তম্ভবৎকলং নিম্নং ভক্তিগম্যং নম্যমানম্ ॥ ৩০
 পৃথিব্যানানি ভূতানি জলানীল্লিঙ্গানি চ । সূক্ষ্মাঃ সূক্ষ্মানি যেনাসংস্কৃতং বন্দে নরাতোভুতম্ ॥
 যদু ব্রহ্ম পরমং ধাম সর্বলোকোত্তমোত্তমম্ । নন্তুর্ণং পরমং সূক্ষ্মং প্রবতোহস্মি পুনঃপুনঃ
 অবিকারমতং শুদ্ধং নরাতোভাভ্যমুত্তমম্ । যমামনন্তি যোগীন্দ্ৰাঃ সর্গকারবকারণম্ ॥ ৩৩
 একো বিষ্ণুর্হৃদুতঃ পুণর্ভূতাক্ষনেকেশঃ । জীম্বোক্তান্ বাপা ভূতানি ভূভূতে বিশ্বভূগবায়ঃ
 যো দেবঃ সর্বভূতানানামুত্তমাত্মা জগদ্বশঃ । নিতুর্ণঃ পরমানন্দঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৪
 জদয়স্মোহপি দূরহো মারীচা মোহিতান্ননান । জ্ঞানিনাং সর্বগো যন্ত স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
 চতুর্ভিঃ চতুর্ভিঃ স্বাভাং পকৃতিরেব চ । হৃদয়ে চ পুনর্দীভাং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৫
 জ্ঞানিনাং কক্ষিণাংৈব তথা শক্তিমতাং নৃণাম্ । স্তম্ভদাতা বিশ্বভূগবঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥
 জগদ্বিতর্কঃ যে দেহা বিয়তে লীলয়া হরেঃ । তামর্জরন্তি বিব্ধাঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৩৬
 যমামনন্তি নৈব সন্তঃ নচ্ছিদানন্দবিগ্রহম্ । নিতুর্ণং শুণাধারং স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪০
 পরেশঃ পরমানন্দঃ পরাৎপবতঃ প্রভুঃ । চিত্তপশ্চিৎপরিজ্ঞেয়ঃ স মে বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥ ৪১
 য ইদং কীর্তয়ৈবিতাং স্তোত্রাণামুত্তমোত্তমম্ । সর্বপাপবিনিমূক্তো নিক্ষুলোকে মহীয়তে ॥
 ইতি স্তোত্রা নমোবিষ্ণুং ব্রাহ্মণাংশ্চ প্রপূজয়েৎ । স্বাচার্য্যং পূজয়েৎপশ্চাদক্ষিপাচ্ছানাদিভিঃ ॥
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎপূজয়া শক্তিতো ভক্তিভাবতঃ । পুত্রমিত্রকলত্রাদিভ্যঃ সর্বং বাসুদতঃ ।

কর্তব্যং পাদপারং বিপ্রা নারায়ণপারায়ণঃ ॥ ৪৪

যদ্বৈতংকর্ম্ম কুর্দীত ব্রাহ্মারোগণমজিতম্ । তস্য পুণ্যফলং বন্ধো শৃংখলং সূমনাচিতাঃ ॥ ৪৫
 পটৌ ধ্বজস্ত্রিপ্রেক্ষা বাবচ্ছলতি বাবুনা । তাবন্তি পাপজালানি নশ্যন্তোব ন নশ্যতঃ ॥ ৪৬
 মহাপাতক-ভ্রুতা বা যুজো বা সর্বপাতকৈঃ । ধ্বজং বিষ্ণুগৃহে কৃত্বা সর্বপাটৈঃ প্রমুখায়ত ॥ ৪৭
 যাবদ্বিনানি বনন্তি ধ্বজো বিষ্ণুগৃহে দ্বিজাঃ । তাবদ্যুগমহাস্রাণি হরিণাপুজামমুভে ॥ ৪৮
 আরোপিতং ধ্বজং দৃষ্ট্বাযেহা তিনন্দতিসার্বভৌমঃ । তেহপি নদোষিষুভ্যন্তে মহাপাতকদেহিভিঃ
 আরোপিতো ধ্বজো বিংগেহে পুণ্যং স্বকং পটম্ । বভূঃ সর্গাণিপাণানিধুনোতি নিঃসার্কতঃ
 সূত উবাচ ।

শৃংখলমুখয়ঃ পুণ্যানিতিহাসং পুরাতনম্ । সর্বপাপপ্রশমনং নারদেন প্রভাবিতম্ ॥ ৫১
 সানীংপুরা কৃত্যুগে স্মৃতির্নাম ভূপতিঃ । সোমবংশোত্তবঃ শ্রীমান্ সপ্তদ্বীপকরাট স্বরম্ ৫১

ধর্মবান্ মতামক্লঃ শুচির্বৈবাতিবিপ্রিয়ঃ । সর্কলক্ষণসম্পন্নঃ সর্কসম্পদিত্বণঃ ॥ ৫৩
 মদা হরিকথাসেবী হরিপূজাপরায়ণঃ । হরিভক্তিপরাণাঞ্চ শুভ্রব্রহ্মহৃদঃ ॥ ৫৪
 পূজোষু পূজানিরতঃ সমদর্শী কৃণারিতঃ । সর্কভূতহিতঃ শাস্ত্রঃ কৃতজঃ কীর্তিমাম্ নৃপঃ ॥ ৫৫
 তস্ম ভাষ্যাহ মহাভাগা সর্কলক্ষণসংযুতা । পতিব্রতা পতিপ্রাণা নান্ধা মতামতিঃ স্মৃতা ॥ ৫৬
 ভাবুভৌ দম্পতী মিতাং হরিপূজাপরায়ণৌ । জাতিস্বরৌ মহাভাগৌ মংপট্কৌ মংপরায়ণৌ ॥
 অন্নদানবর্তৌ নিতাং জলদানপরায়ণৌ । তদাগারায়বপ্রাদীনসংখ্যাতান্ বিতেনতঃ ॥ ৫৮
 সী তু মতামতির্নিতাং শুচিবিহুগৃহে মতী । নৃত্যাত্যাত্যমক্লষ্টৌ মনোজ্ঞা যজ্ঞবাদিনী ॥ ৫৯
 সৌহৃদি রাজা মহাভাগো দাদনীদাদনীদিনে । ধ্বজারোপয়ামান মনোজ্ঞং বহুবিস্তরম্ ॥ ৬০
 এবং হরিপরং নিতাং রাজামং ধর্মকোবিদম্ । তস্ম প্রিয়াং মতামতিং দেবা অপি মদাস্তবন্
 ত্রিলোকবিশ্রুতৌ তৌ চ দম্পতাতাত্যধাশ্বিকৌ । আযযৌ বহুভিঃ শিঠৈবর্জষ্টকামৌ বিভাণ্ডকঃ
 বিভাণ্ডকং যুনিং প্রজ্ঞা সমারাত্তং জনেশ্বরঃ । প্রভাদৃষ্যৌ মপতীকঃ পূজাভিবিবীধৈঃ স্তবৈঃ ॥
 কৃতাতিথ্যক্রিয়ং শাস্ত্রং কৃতাসনপরিগ্রহম্ । মৌচাসনগতো ভূপঃ প্রাণলির্গনিমব্রবীৎ ॥ ৬৪

রাজোবাচ ।

ভগবন্ কৃতকৃতোহস্মি ত্বদভাগমনে প্রভো । মতামাগমনং সন্তঃ প্রশংসন্তি সুখাবহম্ ॥ ৬৫
 যত্র শ্রান্নহতাং প্রেম তত্র স্যাঃ সর্কসম্পদঃ । তেজঃ কীর্তির্ধনং পুত্রা ইতি প্রাহবিপশ্চিতঃ ॥ ৬৬
 যত্র বুদ্ধিঃ গমিষ্যন্তি প্রেয়াঃশ্রুতদিনং যুনে । তত্র সন্তঃ প্রকুর্কন্তি মহতীং কক্ৰণাং প্রভো ॥ ৬৭
 যৌ যুগ্মি ধারয়েদ্বন্ধনং মহংপাদতলোদকম্ । স স্নাতঃ সর্কভৌর্থেষু পুণ্যবান্ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৮
 যম পুত্রাশ্চ দারাস্চ সম্পং ত্বয়ি সমর্পিতা । মাযাজ্ঞাপয় শাস্তা মে বন্ধনং কিং করবামি তে ॥ ৬৯
 বিনয়াবনতং ভূপং তং নিরীক্ষ্য যুগীশ্বরঃ । স্পৃশন্ কুরেণ রাজানং প্রভ্যাবাচাতিহর্ষিতঃ ॥ ৭০

ঋষিরুবাচ ।

রাজন্ বহুজং ভবতা তৎসর্কং তৎকুলোচিতম্ । বিনয়াবনতাঃ সর্কৈ পব্রং প্রেমোলভন্তি হি ॥ ৭১
 ধর্মকর্তার্ক কাম্যক্ বৌদ্ধক নৃপমন্তম । বিনয়াল্লভতে সর্কং বিনয়াৎ কিং ন মাধাতে ॥ ৭২
 ঐতোহস্মি তব ভূপাল মমার্গাঃ পরিপশ্বিনঃ । সন্তি তেহস্ত মহাভাগ যৎপৃচ্ছামি তদুচ্যতাম্
 অর্হণা বহবঃ সন্তি হরিনকটিকারিকাঃ । ত্বমখাভাদ্রুভৌ নিতাং ধ্বজারোপণকর্মণি ॥ ৭৪
 তব ভাষ্যাপি সাধ্বীরং নিতাং নৃত্যপরায়ণা । কিমর্থমেতদ্বৃথাস্তং যথাবদকুম্বহমি ॥ ৭৫

রাজোবাচ ।

শৃণু ভগবন্ সর্কং যৎ পৃচ্ছামি বদামি তৎ । আশ্রয়ভূতং ভূতানামাবরোচনিতং যুনে ॥ ৭৬
 অহমাসং পুরা শ্রুতৌ যাতনির্নাম সন্তম্ । কুমার্গনিরতো নিতাং সর্কলোকাহিতে ব্রতঃ ॥ ৭৭
 পিতুনৌ ধর্মবিবেচী দেবদ্রব্যাপহারকঃ । মহাপাতকসংসর্গী বিশদ্রব্যাপহারকঃ ।

নিত্যং নিষ্ঠুরবক্তা চ পানী বেস্তাপরায়ণঃ ॥ ৭৮

এবং হিতঃ ককিৎকালমনাদৃত্য মহবচঃ । সর্কবন্ধুপরিভ্যক্তৌ হৃদী বনযুগাপগমম্ ॥ ৭৯
 যুগমাংসাশনৌ নিতাং তথা মার্গবিরোধকৃৎ । একাকী হৃৎবহনৌ অদনং মির্জনে বনে ॥ ৮০
 একদা স্মৃৎপরিভ্রান্তৌ নিদাঘাত্ত পিপাসিতঃ । জীর্ণং দেবানয়ং বিকোরপশ্চৎ মির্জনে বনে
 হংসকারত্বাকীর্ণং সমীপেহস্ত মঠং ময়ঃ । পর্যন্তবনপুষ্পলিচ্ছাদিতং তন্নবীশ্বর ॥ ৮২

অপিবঃ তত্র পানীয়ং তত্তটে বিগতশ্রমঃ । উন্মলা বিসমুলানি তুই ক্ষুচ্চ বিনিবারিতা ॥ ৮৩
 তস্মিন্ জীর্ণালয়ে বিকোনিবাসং কুত্বানহম্ । জীর্ণস্মৃতিতমস্কানঃ তথা চাহমকারিবম্ ॥ ৮৪
 পৰিষ্কৃতৈশ্চ কাঠৈশ্চ গৃহং সম্যক্ প্রকলিতম্ । ভূমী মন্ডাপাবাহন্যা হৃপলিপ্তা মুনীশ্বর ॥ ৮৫
 তদা দ্বাধবৃদ্ধিতো হতা বহুবিধান্ মৃগান্ । আজীৰং বৰ্জনং কৃতা বৎসরাণাঞ্চ বিংশতিম্ ॥
 অশেষমাগতা সাধবো বিজ্ঞাদেশসমুদ্ভবা । নিষাদকুলসমুদ্ভা নাম্না কোকিলিনী স্মৃতা ॥ ৮৬
 বন্ধুর্গণগরিষ্ঠাত্তা হৃদি তা জীর্ণনিগ্রহা । ব্রহ্মন্ কৃত্তিপরিশ্রান্তা শোচন্তী স্বকৃতা ক্রিয়াম্ ॥ ৮৭
 দৈবযোগাঃ সমায়াতা লমন্তৌ বিজনে বনে । মাংসেযা গীষ্ম তাপার্ভা অন্তস্তাপপ্রদীড়িতা ॥ ৮৮
 ইমাঃ হৃপবতীঃ দৃষ্টা জাতা মে বিপুল্য যুগা । ময়া দত্তং জলং শৈশ্চ মাংসং বস্ত্রকলং তথা
 গতশ্রমা তথা ব্রহ্মন্ ময়া পৃষ্টা যথায়থম্ । শ্রবেদয়ঃ স্বকর্ম্মাণি তানি শৃণু মহামুমে ॥ ৯১
 ইমাঃ কোকিলিনী নাম্না নিষাদকুলসমুদ্ভবা । দান্তিকশ্চ স্মৃতা বিদ্বন্ শ্রবণশ্রদ্ধাপার্কতে ॥ ৮২
 পরম্ভাগিনী নিত্যং সদা পৈশুশ্রবাদিনী । বন্ধুবর্গৈঃ পরিভাঙ্ক্য যতো হতবতী পতিম্ ॥ ৯৩
 কান্তারে বিজনে ব্রহ্মন্ মৎসমীপমুপাগতা । ইতোষং স্বকৃতং কর্ম্ম সর্কং ময়ং শ্রবেদয়ঃ ॥ ৯৪
 তস্মিন্ দেবালয়ে বিকোত্রহকেশ্বরং বৈ মুনৈ । দম্পতীভাবমাশ্রিত্য স্থিতৌ মাংসাশনৌ ত
 একদা মদ্যপানেন মদ্যাবাধাঞ্চ নির্ভরৌ । তত্র দেবালয়ে যাতৌ মুদিভৌ মাংসভোজনাং ॥
 ব্রহ্মা বস্ত্রঞ্চ দত্তাশ্চৈ প্রমত্তৌ মদ্যাসেবয়া । অতাস্তহং সম্প্রাবাবাং সমাগনুভাতাম্ ॥ ৯৭
 তৎকাল এব পঞ্চদশাবয়োরভবশূনে । আগতা যমদূতাস্ত পাশবহস্তা ভয়ঙ্করাঃ ॥ ৯৮
 কর্ম্মণা তেন তুষ্টাত্তা ভগবান্ মধুসূদনঃ । স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস মদাহরণকারণাং ॥ ৯৯
 সংবাদস্ত মহানাসীদুতানাং তত্র সত্তম । ময়া কৃতঞ্চ তৎ সর্কং শৃণু ধর্ম্মবিদাং বর ॥ ১০০
 দূতান্তে দেবদেবশ্চ শঙ্খচক্রগদাধরাঃ । সহস্রসূর্যাসঙ্কশাঃ শান্তাঃ কোমলভাষিনঃ ॥ ১০১
 ভয়ঙ্করান্ পাশহস্তান্ দংশিণৌ যমকিঙ্করান্ । তানুর্দেবদূতান্তে হরিনামপরায়ণাঃ ॥ ১০২
 দেবদূতা উচুঃ ।

ভো ভোঃ কুরা হৃদাচার্য্য বিবেকপরিবর্জিতাঃ । মুক্ধমেভৌ নিপ্পাপৌ দম্পতী হরিবল্লভে
 বিবেকত্রিষু লোকেষু সম্পদামাদিকারণম্ । তথা বিবেকশূন্যদমাপদামাদিকারণম্ ।

অপাপে পাপধীর্ষস্ত তং বিদ্যাং পুরুষাধমম্ ॥ ১০৪

যমদূতা উচুঃ ।

যুগ্মাভিঃ সত্যমেবোক্তমেভৌ পাতকিসত্তমৌ । জ্ঞেয়া হি পাপিনোদণ্ডান্ত্রৈষ্যামোবয়দ্বি
 ক্রতিপ্রনিহিতৌ ধর্ম্মৌ হৃদয়স্তদ্বিপর্কায়ঃ । এতাবধর্ম্মচরিতৌ তন্মৈষ্যামৌ যমাস্তিকম্ ॥ ১০৬
 এতচ্ছ্রদ্ধাভিকুপিতা দেবদূতা মহৌজসঃ । প্রত্যাচুতান্ যমভটান্ ভাভাসিতদিগন্তরাঃ ॥ ১০৭
 দেবদূতা উচুঃ ।

অহো কষ্টং ধর্ম্মদুশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে মহান্ । সমাগ্রিবেকশূন্যদমাপদাং হি পদং বহৎ ॥ ১০৮
 প্রাপ্তেনাধবিশেষেণ নরকাধাক্রতাং গতাঃ । যুগং কিমর্থমদ্যপি কর্তুং পাপানি সোদামাঃ ॥ ১০৯
 স্বকর্ম্মক্ষয়ং যাতুং মহাপাতকিনোহপি চ । তিষ্ঠন্তি নরকে যুগং যাবদাচক্ষ্যতারকম্ ॥ ১১০
 পূর্ব্বগন্ধিতপাপানং ন দৃষ্টা নিকৃতিঃ কচিৎ । কিমর্থং পাপকর্ম্মাণি করিষ্যথ পুনঃপুনঃ ॥ ১১১
 ক্রতিপ্রনিহিতা ধর্ম্মাঃ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ । কিম্ভাভ্যাংচরিতাকর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামৌ যথাতথ

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

৬৭

এতো পাপবিনিমুক্তো হরিশুশ্রবণে রতো । হরিণা পুষ্যমাণো চ মুগ্ধধ্বং মা বিলম্বাতাম্ ॥ ১১৩
এবা বৈ নর্তনং চক্রে তথা চৈব ধ্বজং ভট্টাঃ । অন্তকালে বিষ্ণুগৃহে ভেন পাপবিমোচিতো ॥
উৎক্রান্তিকালে বরাম শ্রুতবন্তোহপি বৈ গকৃৎ । লভন্তে পরমং স্থানং কিমু শুশ্রবণে রতাঃ ॥
মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্বপাতকৈঃ । ঐক্ষিতা ভগবন্তুতৈর্লভন্তে পরমং পদম্ ॥ ১১৬
যতীনাং বিষ্ণুভক্তানাং পরিচর্যাপরায়ণৈঃ । ঐক্ষিতাশ্চাপি গচ্ছন্তি পাপিনোহপি পরাং গতিম্
মুহূৰ্ত্তং বা মুহূৰ্ত্তাক্ষং যন্তিষ্ঠেদ্রিমন্দিরে । স যাতি পরমং স্থানং কিমু শুশ্রবণে রতাঃ ॥ ১১৮
উপলপনকর্তারো সমার্জজনপরায়ণো । এতো হরিগৃহে নিত্যং নীৰ্জনস্নানকারিণো ॥ ১১৯
জলসেচনকর্তারো দীপদো হরিমন্দিরে । কথমেতো মহাভাগো প্রণেযাথ যমক্ষম ॥ ১২০
ইত্যুক্তা দেবদূতাস্তে চিত্তা পাশং তদৈব হি । আদোপাযাং বিমানেন তু যযুর্দিকোঃপরম্পদম্
আবাং সমীপমাপণ্ডে দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । ভুক্তবন্তো মহাভোগান্ যাবৎ কালং শৃণুয মে ২২
যুগকোটিমহত্ৰাণি যুগকোটিনিতানি চ । উষিতা বিষ্ণুভবনে ব্রহ্মলোকং সমাগতো ॥ ১২৩
তাৰং কালঞ্চ ভ্রূতাপি হিহৈল্লপদমাগতো । ভ্রূতাপি ভানুকং ভোগং ভুক্তা দিব্যমমৃতমম ১২৪
ততঃ পৃথীশতাং প্রাপ্য ক্রমেণ মুনিসত্তম । ভ্রূতাপি সম্পদতুলা হরিপূজাঙ্গসাদতঃ ॥ ১২৫
অনিচ্ছয়া কৃতেনাপি প্রাপ্তমেবংবিধং মূনে । সমাগরাধা বিবেশং ভক্তিভাবেন মাধবম্ ।

প্রাপ্যামীতি পরং শ্রেয় ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১২৬

অবশেনাপি যৎ কর্ম কৃত্ত্ব স্মহৎ ফলম্ । দদাতি হি নৃণাং বিপ্র কিং পুনঃ সমাগর্জনাং ॥ ১২৭
সূত উবাচ ।

এতং সৰ্বং নিশম্যাসৌ বিভাওকো মুনীশ্বরঃ । অভিনন্দ্য মহীপালং প্রযদে' স্মৃতপোবনম্
তস্মাচ্ছৃণুধ্বং বিপ্রেন্দ্রা দেবদেবশ্চ চক্রিণঃ । পরিচর্য্য চ সৰ্বেষাং কামধেনুপদা স্মৃতা ॥ ১২৮
হরিপূজাপরাণাঞ্চ হরিরেব সনাতনঃ । দদাতি পরমং শ্রেয়ঃ সৰ্বকামফলপ্রদঃ ॥ ১২৯
য ইদং পুণ্যমাখ্যানং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ । বাচয়েচ্ছৃণ্বাশ্চাপি ধ্বজারোপণপুণ্যভাক্ ॥ ১৩১

ইতি শ্রীহর্যরিদীয়ে পুরাণে ধ্বজারোপণং নামাষ্টোদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অশ্রুদ্রবতঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ । হরিপঞ্চকবিধাতঃ সৰ্বলোকেষু দুর্লভম্ ॥ ১
নারীণাঞ্চ নরাণাঞ্চ সৰ্বদুঃখনিবহনম্ । ধর্মার্থকামমোক্ষাথাপুত্রবার্গৈকসাধনম্ ॥ ২
সৰ্বাভীষ্টপ্রদকৈব সৰ্বব্রতফলপ্রদম্ । সৰ্বব্রতোত্তমং শ্রেষ্ঠং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৩
মার্পনীরে সিতে পক্ষে দশম্যং নিরতেক্রিয়ঃ । কুর্ঘ্যাস্ত্রানাদিধ্বং কর্ম দম্ভবাদনপূর্বকম্ ॥ ৪
কৃত্বা দেবার্চনং সমাক্ তথা পঞ্চ মহাধরান্ । এবং ব্রতী ভবেৎ তস্মিন্দিনে নিগৃণীতেক্রিয়ঃ ॥
ততঃ প্রাতঃ সমুখায় একাদশ্যং মুনীশ্বরঃ । গ্রান' কৃত্বা যথাচারং তবিতৈকবার্চয়েদৃগৃহে ॥ ৫
সাপরেদেবদেবেশং পঞ্চামৃতবিধানতঃ । অর্চয়েৎ পরমী ভক্ত্যা গন্ধপুষ্পাদিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ৬

নৈবৈদ্যৈশ্চ নৈবৈদ্যৈস্তাধীশ্চ প্রদক্ষিণেঃ । সম্পূজ্য দেবদেবেশমিষং মম্বদীপয়েৎ ॥ ৮
 নমস্তু জ্ঞানরূপায় জ্ঞানদায় নমোহস্তু তে । নমস্তু মর্করূপায় মর্কসিদ্ধিপ্রদায় চ ॥ ৯
 এবং প্রণম্য দেবেশং দেবদেবং জনার্দনম্ । বক্ষ্যমাণেন মত্রেণ উপবাসং সমর্পয়েৎ ॥ ১০
 পঞ্চরাত্রং নিরাকারো হৃদাঃভূতি কেশব । হৃদাজ্জয়া জগৎসামিন্ মমাতীষ্টপ্রদো ভব ॥ ১১
 এবং সমাপ্য দেবম্ উপবাসং জিতেন্দ্রিয়ঃ । ত্রাত্রো জাগরণং কুর্যাদেকাদশ্যং ত্রতী বিজাঃ
 দ্বাদশ্যং ত্রয়োদশ্যং চতুর্দশ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ । পৌর্নমাস্যং কর্তব্যমেব বিকূর্টনং বিজাঃ ॥ ১২
 একাদশ্যং পৌর্নমাস্যং কর্তব্যং জাগরণং বিজাঃ । পঞ্চামৃতেন পূজ্য তু সাম্যাদিনপকম্ ॥ ১৩
 ক্ষৌদ্রেণ আপ্যয়েদ্বিহুং পৌর্নমাস্যাত্ম শক্তিভঃ । তিলচৌমশ্চ কর্তব্যস্তিলদানঞ্চ মন্ত্রমাঃ ॥ ১৪
 ততঃ যত্নে দিনে প্রাপ্তে নিরীতা যাত্ৰামকিরাম । সংযোজ্য পঞ্চগব্যম্ অর্চয়েৎ পূর্ববদ্ধরিম্ ॥ ১৫
 ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পঞ্চাদিভবে মতাব্যবহিতম্ । ততঃ স্ববকুভিঃ সার্কিঃ স্নয়ং ভূজীত বাগ্ধতঃ
 নবং পুষাদিমাসেষু কার্তিকাত্তে মন্ত্রমাঃ । শুক্লপক্ষে ততঃ কুর্যাদ্ পূর্বমুক্তবিধানতঃ ॥ ১৬
 এবং সংবৎসরং কুর্যাদ্ ততঃ পাপবিনাশনম্ । পুনর্গামে মার্গনীর্ষে কুর্যাদ্ দ্যাপনং ত্রতী ॥ ১৭
 একাদশ্যং নিরাকারো ভবেৎ পূর্ববদ্ধমাত্মাঃ । দ্বাদশ্যং পঞ্চগব্যম্ প্রাণয়েৎ স্নমমাহিতঃ ॥ ২০
 পঞ্চপুষ্পাদিভিঃ সমাদেবদেবঃ জনার্দনম্ । অভ্যাজ্যোপায়নং দদাদ্ভ্রক্ষণায় জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
 পায়সং মধুসং মিথ্রং সূতপাকং কলাযিতম্ । স্নগন্ধিকলমং যুক্তং পূর্বকুসুমং সদক্ষিণম্ ॥ ২২
 বস্ত্রোচ্ছাদিতং ততঃ পঞ্চরত্নমযুজিতম্ । দদাদ্ভ্রক্ষণায় বিহুবে ব্রাহ্মণায় মুনীশ্বরাঃ ॥ ২৩
 মর্কীয়ম্ সমভূতেশ মর্কবাপিন্ মনাতন । পরমাত্রপ্রদানেন সুখীভো ভব মাধব ॥ ২৪
 নারায়ণ নমস্তুভ্যং জগজ্জাণপদায়ণ । কুন্তোদকপ্রদানেন খীভো ভব জনার্দন ॥ ২৫
 অনেনোপায়নং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ । শক্তিভো বকুভিঃ সার্কিঃ স্নয়ং ভূজীত বাগ্ধতঃ
 ততমেতৎ তু যঃ কুর্যাদ্ধরিপককমংজিতম্ । ন তস্য পুনরাবৃতির্লোকলোকাং কদাচন ॥ ২৬
 ততমেতৎ তু কর্তব্যমিচ্ছতির্মৌক্ষমুদ্রমম্ । সমস্তপাপকাতারে দাবানলমমং বিজাঃ ॥ ২৭
 গব্যং কোটিমহত্ৰাণি দত্ত্বা যঃ ফলমবুভেৎ । তৎ ফলং নমবাপ্নোতি একমাদ্ভ্রপবাসতঃ ॥ ২৮
 যশ্চৈতচ্ছ্ণুমাভুক্ত্য নারায়ণপরায়ণঃ । ন মুচ্যতে মহাঘোরৈরুপপাতককোটিভিঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীহৃহন্নারদীয়ে পুরাণে ব্রহ্মবাক্যকব্রতং নামৈকোনবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অনুদ্রুতং প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্ব স্নমমাহিতাঃ । মর্কপাপহরং পুণ্যং মর্কলোকোপকারকম্ ॥
 আযাচে গ্রামেণ বাপি তথা ভাঙ্গপদেহতথা । তথা চাশ্বজ্ঞে বাপি কুর্যাদেতদ্রুতং বিজাঃ ॥
 এতেষকৃতমে মাসি শুক্লপক্ষে জিতেন্দ্রিয়ঃ । প্রাতর্দশমায় স্নায়ীত দন্তধাবনপূর্বকম্ ॥ ৩
 মিথ্যং দেবার্কিমং কুর্যাদ্ যত্রতো নিরতেন্দ্রিয়ঃ । একাদশ্যং ত্রাক্ষরী অবশ্যায়ী জিতেন্দ্রিয়

প্রাশয়েৎ পঞ্চগব্যঞ্চ স্বপ্নেদ্বিসমীপতঃ । ততঃ প্রাতঃ সমুখায় নিত্যং কৰ্ম সমাধা চ ।

অনুয়া পূজয়েদ্বিত্বং বশী ক্রোধবিবৰ্জিতঃ ৫

দ্বিত্বিঃ সতিতো বিকুম্ভচিহ্না যথোচিতম্ । সঙ্কল্পতু তথা কুর্যাদ্-স্বপ্নিবাচনপক্ষকম্ ॥ ৬

মানযেকং নিরাহারো হৃদা প্রভৃতি কেশব । মামান্তে পারণং কুর্যাদ্-দেবদৈব হৃদা জ্বরী ॥ ৭

তপোন্নপং নমস্তুভ্যং তপসাং কলদারিনে । সমাভীষ্টকলং দেহি সৰ্ববিঘ্নানু নিবারয় ॥ ৮

এবং সমর্পা দেবস্ত বিকোর্মাগবতঃ কুতম্ । ততঃ প্রভৃতি মামান্তঃ নিবসেকদ্রিমদ্বিরে ॥ ৯

প্রত্যহং স্নাপয়েদেবং পঞ্চাশতবিধানতঃ । দীপং নিরন্তরং কুর্যাদ্-তস্মিন্ মাংসে চরেদু ১০

প্রত্যহং দন্তকাষ্ঠক অপামার্গস্ত শাখয়া । কুত্বে স্নাত্ত বিধিবস্ত্রায়াণপরাশ্রয়ঃ ॥ ১১

তর্পণং বিকবে কুর্যাদ্-কেশবান্দৈশ্চ নায়তিঃ । দ্বাদশভির্বিপূজ্যামেতি যৈব ম সংশয়ঃ ॥ ১২

এবং মামোপবাসকং কুর্যাদ্-করিপরাশ্রয়ঃ । তদন্তে প্ররুতঃ স্নাত্তাধিত্বং পূর্ববদর্জয়েৎ ॥ ১৩

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্ৰা ভক্তিবৃত্তঃ সদক্ষিণম্ । স্বয়ং বন্ধুভিঃ সান্নিঃ স্নাত্ত প্ররুতেস্তিরঃ ॥ ১৪

বত্তং মামোপবাসাবামেবং কুর্যাদ্-প্ররোদশ । তদন্তে বেদবিদুষে গাং দদ্যাক্ সদক্ষিণম্ ॥ ১৫

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছত্ৰা দ্বাদশ প্ররুতেস্তিরঃ । শত্ৰু চ দক্ষিণাং দদ্যাদ্-দ্রাবণাভরণানি চ ॥ ১৬

মামোপবাসেনৈকেন বাজপেয়কলং লভেৎ । যদি দ্বয়ং কুতঃ তস্মা পৌত্তরীককলং লভেৎ ॥ ১৭

মামোপবাসত্রিতয়ং বঃ কুর্যাদ্-সংবতেস্তিরঃ । অমো মোমস্ত বজ্রস্ত দ্বিগুণং কলমুত্তমম্ ॥ ১৮

চতুঃকুহঃ কুতং সেন পরাকং মুনিমন্তমাঃ । স লভেৎ পরমং পুণ্যমগ্নিষ্টোমাষ্টমন্তম ॥ ১৯

পঞ্চকুহো ব্রতমিদং কুতঃ সেন মহাত্মমা । অত্যাগ্নিষ্টোমস্ত পুণ্যং প্রাপ্ত্যন্তাত্ৰ ম'শয়ঃ ॥ ২০

মামোপবাসং ষট্ কুহঃ কুর্যাদ্-যশ্চ সমাহিতঃ । জ্যোতিষ্টোমস্ত ষষ্ঠ্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২১

নিরাহারেণ গো মাসং সপ্তকুহস্তথা নরেৎ । অষমেধস্ত ষষ্ঠ্য ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২২

মামোপবাসং যঃ কুর্যাদ্-ষ্টকুহো মুনীষরাঃ । নরমেধাযজ্ঞস্ত ফলমষ্টগুণং লভেৎ ॥ ২৩

যশ্চ মামোপবাসাং নবকুহঃ সমাচরেৎ । গোমেধযজ্ঞঃ পুণ্যং লভতে বিগুণং বরঃ ॥ ২৪

দশকুহস্ত বঃ কুর্যাদ্-পরাকং মুনিমন্তমাঃ । স বাতি ব্রহ্মমেধস্ত ত্রিগুণং কলমুত্তমম্ ॥ ২৫

একাদশ পরাকাংস্ত যঃ কুর্যাদ্-সংবতেস্তিরঃ । সৰ্বগজ্জফলং প্রাপা হৃদিসালোকাবগুতে ॥ ২৬

মামোপবাসান্ বঃ কুর্যাদ্-দ্বাদশ প্ররুতেস্তিরঃ । স বাতি চরিতাকুণ্ডাং সৰ্বভোগসমবিতম্ ॥ ২৭

ত্রয়োদশ পরাকাংস্ত যঃ কুর্যাদ্-প্ররুতো নরঃ । স বাতি পরমামলং বত্র গতা ম শোচতি ॥ ২৮

মামোপবাসনিরতা গন্ধাভ্রানপরাশ্রয়ঃ । ধর্মমার্গপ্রবক্তারো মুক্তা এব ন সংশয়ঃ ॥ ২৯

যতীনাং ব্রহ্মচারীগামবীরাণাং সন্তমাঃ । মামোপবাসঃ কণ্ঠব্যো বমহানিঃ বিশেষতঃ ॥ ৩০

নারী বা পুরুষো বাপি ব্রতমেতচ্চ দুর্লভম্ । কুত্বে মোক্ষমবাগ্নোতি নোনিবামপি হৃৎকম্ ॥ ৩১

গৃহস্থো বানপ্রস্থো বা বর্ণী বা ভিক্ষুরেব চ । অবিভজ্ঞানশূন্যোহপি মোক্ষমস্মিন্ভেষ্বরঃ ॥ ৩২

য ইদং ব্রতমাজ্ঞাত্যঃ মারাহণপরাশ্রয়ঃ । শৃণুয়াচ্চরেৎ বাপি সন্তপাটপঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩

ইতি শ্রীহরিশ্রীদীয়ে পুরাণে মামোপবাসব্রতকথনং নাম বিশেষাধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

৭৩ উবাচ ।

ইদমশ্রুঃ প্রক্যাম ব্রহ্ম ত্রৈলোক্যবিকৃতম্ । সৰ্বপাপপ্রশমনং সৰ্বকামফলপ্রদম্ ॥ ১
 একাদশকল্পিযবিশাং শূদ্রাণামেব যোষিতাম্ । মোক্ষদং কৰ্মতা ভক্ত্যা বিকোঃ প্রিয়তরং দ্বিজা
 একাদশীব্রতং নাম সৰ্বকামফলপ্রদম্ । কৰ্ত্তব্যং সৰ্বথা বিপ্রা বিকৃত্রীণনকারণম্ ॥ ৩
 একাদশাং ন ভুঞ্জীত পক্ষরৌক্যভয়োরপি । যদি ভুঙ্তে ন পাপী শ্যাম পরত্র নরকং ব্রজেৎ ।
 উপবাসফলং প্রাপ্তং তথা চ চতুঃশ্রেয়ম্ । একাদশদিনে ব্রাত্যাবহোরাত্রত মধ্যমে ॥ ৫
 একাদশীদিনে বস্তু ভোক্তৃমিচ্ছতি সন্তুমা । স ভোক্তুং সৰ্বপাপাণি স্পৃহয়ানুন সংশয়ঃ ॥ ৬
 ভবেদ্রশম্যামেকানী দাদশাং মনোমরাঃ । একাদশাং নিরাহারো যদি মুক্তিমভীশতি ॥ ৭
 যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যানিকানি চ । অন্নমাত্রিতা তিষ্ঠতি সন্তোষে চরিতামরে ॥ ৮
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং কথঞ্চিৎকিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ । একাদশাত যো ভুঙ্তে নিকৃতিনাস্তি কৃতচিৎ ॥ ৯
 মহানাতকগুক্তো বা ব্রুতো বা সৰ্বপাতকৈঃ । একাদশাং নিরাহারঃ হি হা বাতি পরং পদম্ ॥ ১০
 একাদশী মহাপুণ্য বিষ্ণুপ্রিয়করী তিথিঃ । সংসেবা সৰ্বথা বিপ্রৈঃ সংসারক্ষেদলিপ্তভিঃ ॥ ১১
 দশমাং প্রাতঃকথায় মন্তুবাচনপূৰ্ব্বকম্ । শ্রাদ্ধা চ বিধিবদ্ধিঃ সঙ্করেঃ প্রসূতো নরঃ ॥ ১২
 একাদশী চরেৎ তদ্বিন্ দিনে নিগৃহীতেচ্ছিয়ঃ । বিকোঃ সমীপে শয়ীত নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১৩
 একাদশাং তথা শ্রাদ্ধা সম্পূত্রা চ জনাঙ্গনম্ । গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যক্ ততঃস্বেবমুদীৰ্যয়েৎ ॥ ১৪
 একাদশাং নিরাহারঃ হি হা হি পরে হুতম্ । ভোক্ষ্যামি পুণ্ডরীকাক্ষ শয়নং মে ভবাচ্ছত ॥ ১৫
 ইমং যদং সমুচ্চাৰ্য্য দেবদেবশ্চ চক্ৰিণঃ । ভক্তিভাবেন ভূষ্টোহু উপবাসঃ সমূর্ণয়েৎ ॥ ১৬
 দেবশ্চ পুরতঃ কুর্যাদ্ভাগরং নিয়তো ব্রতী । গৌতের্বাদৈশ্চ নৃতোশ্চ পুরাণশ্রবণাদিভিঃ ॥ ১৭
 ততঃ প্রাতঃ সমুখায় দ্বাদশীদিবসে ব্রতী । শ্রাদ্ধা চ বিধিবদ্ধিঃ পূজয়েৎ সংযতেচ্ছিয়ঃ ॥ ১৮
 পঞ্চামৃতেন সংস্রাপ্য একাদশাং জনাঙ্গনম্ । দ্বাদশাং পরমাং শ্রাপ্য হরিসাক্ষিপামগুতে ॥ ১৯
 অজ্ঞানতিমিরাক্ষম্ ব্রতেনানেন কেশব । প্রগীদ স্মৃথো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥ ২০
 এবঃ বিজ্ঞাপ্য বিপ্রেষ্ট্য দেবদেবশ্চ চক্ৰিণঃ । ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছত্ৰাদদ্যচ্ছ দক্ষিণাং ॥ ২১
 ততঃ স্ববক্ৰিভিঃ সার্কি নারায়ণপরায়ণঃ । কৃতপকমহাবজ্জঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্ধৃতঃ ॥ ২২
 এবঃ যঃ প্রসূতঃ কুর্যাদ্ভাগবৎকাদশীব্রতম্ । স যাতি বিষ্ণুভবনং পুনরাবৃষ্টিহ্লভম্ ॥ ২৩
 উপবাসব্রতপরো ধন্যকারী চ সন্তুমাঃ । চণালান্ পতিতকাপি বাজ্ঞ'ত্রেণাপি নার্কয়েৎ ॥ ২৪
 নাস্তিকান্ ভিন্নময়াদান্ নিমকান্ পিস্তনাংস্তথা । উপবাসব্রতপরো নালপেং সৰ্বথা বৃষঃ ॥ ২৫
 বৃষলীপ্তিপোষ্ট্রায়ঃ বৃষলীপতিমেব চ । অযাজ্যাজককৈব নালপেং সৰ্বথা ব্রতী ॥ ২৬
 কুণ্ডাশিনং গায়কঞ্চ তথা দেবলকাশিনম্ । ভৈবজ্যাকাৰ্য্যকর্ত্তারং দেববিজবিবোধিনম্ ॥ ২৭
 পদ্মাবলো নৃপৈঃ পরস্ত্রীনিব্রতং তথা । ব্রতোপবাসনিব্রতো বাজ্ঞ'ত্রেণাপি নার্কয়েৎ ॥ ২৮
 ইতোষমাদিভিঃ স্তোকো বনী নরকভয়ৈর্হুতঃ । উপবাসপরো ভূত্ৱা পরাং সিদ্ধিং সমিষতি ॥ ২৯
 নাস্তি গন্ধাময়ং তীর্থং নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ । নাস্তি বিষ্ণুসমো দেবস্তপো নানাননাং পরম্

নাস্তি বেদসমং শাস্ত্রং নাস্তি শাস্ত্রিসমং সূত্রম্ । নাস্তি চক্ষুঃসমং জ্যোতিষ্তপো নানশনাং পরম্ ।
নাস্তি ক্রমাসম্য ব্যাভিনাস্তি কীর্ত্তিসমং ধনম্ । নাস্তি জ্ঞানসমো লাভস্তপো নানশনাং পরম্ ॥
অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । সংবাদং ভদ্রশীলস্ত তং পিতৃগীলবস্ত চ ॥ ৩৩
পুরা হি গালবো নাম মুনিঃ সত্যপরায়ণঃ । উবাস নর্যদাতীয়ে শান্তো দান্তস্তপোনিবিঃ ॥ ৩৪
বহুবৃক্ষসম্যাকীর্ণে নামামৃগনিবেবিতে । সিদ্ধচারণসম্বর্ষকবিদ্যাদিধারিতৈঃ ॥ ৩৫
কন্দমূলকলৈঃ পূর্ণা মুনিবৃক্ষনিবেবিতে । গালবো নাম বিধেস্তো নিবাসমকরোচ্চিরম্ ॥ ৩৬
ভদ্রাভবভদ্রশীল ইতি খ্যাতঃ সূতো বশী । জাতিশ্রয়ো মহাতাগো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৩৭
বালক্লীড়নকালেহপি ভদ্রশীলো মহামতিঃ । মুদা চ বিকোঃ প্রতিমাং কুত্বা পূজাপরোত্তমঃ
বিপ্রান্ বোধয়তে নিত্যং বিষ্ণুঃ পূজ্যো নরৈরিতি । একাদশীব্রতকৌষ কৰ্ত্তব্যমতিপাণ্ডিতৈঃ ॥ ৩৯
এতেন বোধিতাশ্চাপি শিশবোহপি মুনীশ্বরঃ । চরেগৃহং বিমিষ্যস্ব সদা পূজাপরাভবন্ ॥ ৪০
নমস্কর্স্ব ভদ্রশীলো বিকবে সর্কজিকবে । সর্কেষাং জগতাং স্বস্তি ভূয়াদিত্যবীঃ সদা ॥ ৪১
ক্লীড়াকালে মুহূর্ত্তং বা মুহূর্ত্তাদিমথাপি বা । একাদশীতি সঙ্কল্য বিকবে প্রণমত্যামো ॥ ৪২
এবং সূচরিতং দৃষ্ট্বা ভবয়ং গালবো মুনিঃ । অপূচ্ছবিশ্রয়াবিষ্টেঃ সমাগ্নিষ্য তপোনিবিম্ ॥ ৪৩
গালব উবাচ ।

ভদ্রশীল মহাতাগ ভদ্রশীলোহসি সূত্রত । চরিতং মঙ্গলং যন্তে যোগিনামপি হর্লভম্ ॥ ৪৪
হরিপূজাপরো নিত্যং সর্কভূতহিতে রতঃ । একাদশীব্রতপরো লোকাত্মহতং পরঃ ॥ ৪৫
মিষ্মনো নির্মমঃ শান্তো হরিধানপরায়ণঃ । জাতেশ্বরং পরমা বুদ্ধিঃ কথং বকুং মমাইসি ॥ ৪৬
ভদ্রশীলঃ পিতৃবাক্য শ্রুত্বা প্রহনিতাননঃ । স্বানুভূতং যথারূপং সর্কং পিত্রে শ্রবেদমং ॥ ৪৭
ভদ্রশীল উবাচ ।

শৃণু ভাত মহাতাগ অনুভূতং ময়া পুরা । জাতিশ্রয়দাজ্জানামি যমেন পরিভাষিতম্ ॥ ৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো গালবো বিশ্বয়াদিতঃ । উবাচ ত্রিতিষাপরো ভদ্রশীলং মহামতিম্ ॥ ৪৯
গালব উবাচ ।

কস্তং পূর্কং মহাতাগ কিমুক্তং যমেন তে । কস্ত বা কেন হেতোশ্চ তং সর্কং বকুমইসি ॥ ৫০
ভদ্রশীল উবাচ ।

অহমাসং পুরা তাত রাজা সোমকুলোদ্ভবঃ । ধর্মকীর্ত্তিরিতি খ্যাতে দত্তাজ্ঞেয়েণ শাসিতঃ ৫১
নববর্ষসহস্রানি মহীং কুংস্রামপালয়ম্ । অধর্ম্যশ্চ তথা ধর্ম্য ময়া তু বহবঃ কৃতাঃ ॥ ৫২
ভতঃ শ্রিয়া প্রমত্তোহহং বহুবর্ষাণ্যকারিষম্ । পাবগুহনসংসর্গাং পাবগুচরিতোত্তমম্ ॥ ৫৩
পুরাঙ্কিতানি পুণ্যানি ময়া তু সুবহুস্তপি । পায়তালানমাভেণ প্রমষ্টানি তপোবন ॥ ৫৪
পাবগৈর্বাধিতোহহং বেদমার্গং সমত্যজম্ । যথাস্ত সর্কৈ বিপ্রস্তাঃ কুটুম্বিকবিদা ময়া ॥ ৫৫
অধর্ম্যনিরতং যাতু দৃষ্ট্বা মদেষজাঃ প্রজাঃ । সনৈব দুষ্কৃতং চকুঃ বর্ষ্ঠাংশস্তত্র মেহভবৎ ॥ ৫৬
এবং পাপসমাচারো বাসনাভিরন্তস্তথা । মৃগয়াভিরতো ভূত্বা হেতদা প্রাশিশং বনম্ ॥ ৫৭
সনৈস্তোহহং বনে তত্র হত্বা বহুবিধান্ মৃগান্ । স্তূপটপরিগতঃ শ্রান্তো রেবাতীরমুপাগমম্ ॥ ৫৮
প্রদ্বতাপবিক্রান্তো রেবারাং স্থানমাচরম্ । অদৃষ্টেস্মৈ একাকী নীতামানঃ স্তূপা তৃণা ॥ ৫৯
সমুত্তাস্তত্র মে কেচিৎ তাত তীর্থনিবাসিনঃ । একাদশীব্রতপর্য ময়া দৃষ্টো নিশামুখে ॥ ৬০

নিরাধারক ভবাহমেকাকৌ বন্ধুবর্জিতঃ । জাগরং কৃতবাস্তাত সেনয়া বহিতো নিশি ॥ ৬১
 অথবানপরিষীতঃ ক্ষুণ্ণিপাশাধনীড়িতঃ । ভবৈব জাগরান্তেহহং তাত পঞ্চম্যাগতঃ ॥ ৬২
 ভবো ববভট্টেবহো মহাদষ্টোভয়করৈঃ । অনেককেশসম্পন্নানু যার্থানু প্রাপ্তো বমাস্তিকম্ ।
 বংষ্ট্রাকরালবদনমগস্তং সমবর্জিতম্ ॥ ৬৩

অথ কালচ্চিত্তস্তম্যাহুরেদমভাবত । অত্র শিক্ষাভিধানকং বধা তবদ পণ্ডিত ॥ ৬৪
 এবমুক্তচ্চিত্তস্তম্যো বর্ষগাজেম মন্তয়াঃ । চিরং বিচারয়ামাস পুন্বেদমভাবত ॥ ৬৫
 অসৌ নাপরতঃ সত্যঃ তথাপি শূণ্ড বর্ষপ । একাদশাং নিরাহারাং সর্কশাটপর্মোচিতঃ ॥ ৬৬
 একাদশীদিনে হেব রেবাভীরে মনোরমে । জাগরকোপবাসক কৃত্বা পাটপর্মোচিতঃ ॥ ৬৭
 যানি কানি চ পাণানি কৃত্তানি সুবহুমি চ । তানি সর্কানি নষ্টানি উপবাসপ্রভাবতঃ ॥ ৬৮
 এবমুক্তো বর্ষগাজচ্চিত্তস্তম্যো বধীষত । ননাম দণ্ডবভূমৌ বম তাতাত্তিকম্পিতঃ ॥ ৬৯
 পুঞ্জয়ামাস বা তাত ভক্তিতাবেম বর্ষগাট । ভক্তস্ত স্তবটোম সর্কশামাহুরেদমভাবত ॥ ৭০
 যম উবাচ ।

শূণ্ডঃ ববচো দূতা হিতং বক্ষ্যামাস্তমম্ । বর্ষেব মিহতামু বর্ত্তানু যামসকরং বমাস্তিকম্ ৭১
 যে বিকৃতভিমিরতাঃ প্রযতাঃ কৃতজ্ঞা একাদশীব্রতপরা বিজ্রিভেম্মিরাশ্চ ।
 নারায়ণাচ্যুত হরে শরণং ভাবন্তি সন্তো বদন্তি সন্ততং ভরমা ভাজকম্ ॥ ৭২
 নারায়ণাচ্যুত অমার্জন কক বিকো পশ্বেণ পশ্চজমিতঃ শিব শতরেতি ।
 য়ং বদন্ত্যবিললোকহিতাঃ প্রশান্তা দূরাভট্টাস্তাজত তত্র ন মেহন্তি শিক্ষা ॥ ৭৩
 নারায়ণার্চিতক্রিয়ানু হরিভক্তভক্তানাচারমার্গনিরতানু গুরুসেবকাংশ্চ ।
 সংপাত্তদাননিরতানু হরিভক্তিযুগানু দূতাস্তাজকমনিশং হরিমায়শক্তানু ॥ ৭৪
 পাবনসঙ্গরহিতানু বিজ্রভক্তিনিষ্ঠানু সৎসঙ্গলোভূপপরাংশ্চ ভবাতিথেয়ানু ।
 শস্ত্রযর্হরেণ্ড সমবুদ্ধিমতস্তথৈব দূতাস্তাজকমুপকারপরানু জনানাম্ ॥ ৭৫
 যে বীক্ষিতা হরিকথামৃতসেকৈকশ্চ নারায়ণস্ততিনরায়ণমানসৈশ্চ ।
 বিশ্রেষ্ঠপাদজলসেবনসংগ্রহৈষ্টেস্তানু পাপিনোহপি চ ভট্টাঃ সন্ততং ভাজকম্ ॥ ৭৬
 যে মাতৃভাতপরিভ্রংমনশীলিনশ্চ লোকবিধৌ বিজ্রজনাহিতকর্ম্মিণশ্চ ।
 দেবদুর্লভনিরতানু জননাশংহুংস্তান্নানয়কমপরাধরতান্চ দূতাঃ ॥ ৭৭
 একাদশীব্রতপরাজ্ঞু বমুপ্রনীলং লোকাপবাদনিরতং পরনিন্দুকক ।
 গ্রামস্ত নাশকরমুত্তমনিদুকক দূতাঃ সমানরত বিশ্রথনেষু শূকম্ ॥ ৭৮
 যে বিকৃতভক্তিবিমূখা ন নমন্তি যে চ নারায়ণায় শরণাগতপালকায় ।

বিকৃলয়কং নহি শান্তি নরোহতিমুখস্তানানরক্ষয়তিপাপভরানু প্রশান্তানু ॥ ৭৯
 এবং সংশ্রুতবানু পূর্কং যমেন পরিভাবিতম্ । দহেহমমুতাপেন শূদ্রা ভৎকর্ম্ম তত্র বৈ ॥ ৮০
 পিতর্মমামুতাপেন ভদ্রকর্ম্মপ্রবণেন চ । ভদৈব সর্কশাপাণি নিঃশেবং বিগতানি চ ॥ ৮১
 পাপশেষবিনির্মুক্তং হরিনাক্ষপাতাং গচ্চম্ । মহত্মসূর্য্যমকালং মাং ননাম যমসুদা ॥ ৮২
 এতদ্দৃষ্টো বিস্মিতান্তে বমদূতা ভরোংকটীঃ । বিধানং পরমং চতুর্ঘমোক্তে সর্ক এব তে ॥ ৮৩
 ভক্ত সম্পূজ্য মাং কালো বিমানশতমঙ্গলম্ । সদাঃ সন্তোষয়ামাস ভবিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৪ ॥

বিধানকোটিতিঃ সর্গঃ সর্গভোগসমধিতৈঃ । কৰ্মণা তেন জনক বিহুলোকে মরোবিভম্ ॥ ৮৫
কল্পকোটিসহস্রানি কল্পকোটিশতানি চ । হিহা বিহুপদে পশাদিল্ললোকঃ সমাগতঃ ॥ ৮৬
তত্রাপি সর্গভোগাঢ্যঃ সর্গদেবমমৃততঃ । তাবৎকালং দিবি হিহা ততো ভূমিঃ সমাগতঃ ॥ ৮৭
অত্রাপি বিপ্রপ্রবর কুলে মহতি সন্তবঃ । জাতিশ্রবতাজ্জানামি সর্গমেতনুলীষয় ॥ ৮৮
তস্মাদ্ বিকৃচ্ছনোদ্যোগং তাভাহং প্রকরোমি বৈ । একাদশীব্রতমিদমিতি ন জ্ঞাতবান্ পুরা ॥
জাতিশ্রুতিপ্রভাবেণ তচ্ছ জ্ঞাতং মান্ত্রতং ময়া । অবশেনাপি যৎকৰ্ম কৃতং তস্ম কলঙ্ঘিদম্ ॥
একাদশীব্রতং ভক্ত্যা কুর্কতঃ কিমুত প্রভো । তস্মাচ্চহিষো জনক শুভমেকাদশীব্রতম্ ॥

বিহুপূজাধারহঃ পরমস্থানকাক্ষরা ॥ ১১

একাদশীব্রতং যে তু কুর্কতি শ্রদ্ধয়া নরাঃ । তে যান্তি বিহুভবনং পরমানন্দহারকম্ ॥ ১২
যশৈদত্তচ্ছ পুরান্নিতং পঠেৎ শক্তিভাবতঃ । সৰ্বপাপবিমিশ্রুক্তো বিহুলোকে মরীয়তে ॥ ১৩
সূত উবাচ ।

এবং পুত্রবচঃ শ্রুত্বা সন্তুষ্টো গালবো মুনিঃ । অবাণ পরমাং তু : মনসাপাতিহবিতঃ ॥ ১৪
মজ্জম সফলং জাতং মধঃপঃ পাবনীকৃতঃ । যতোহসৌ মংগলে জাতো বিহুভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১৫
ইতি সন্তুষ্টচেতাস্ত স্তম্ভ পুত্রস্ত বীমতঃ । হরিপূজাবিধানঞ্চ যথাবৎ সমবোধয়ৎ ॥ ১৬
ইত্যেতদ্বো মুনিগণা যথাবৎ কথিতং ময়া । সঙ্কোচবিস্তারাতাপক কিমন্তং কথয়ামি যঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতীয়ে পুরাণে একাদশীব্রতকথনং নারায়ণবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

কথয় উচুঃ ।

কথিতং ভবতা সর্গঃ সূত তদ্বার্ককোবিদ । ভাগীরথ্যাঃ স্মৃতিমী বর্ণ্যাবর্ণ্যাক্ত সত্তম ॥ ১
হরিপূজাবিধানঞ্চ ব্রতপূজা সবিস্তরম্ । একাদশীক মতিমী দয়া প্রোক্তো বিশেষতঃ ॥ ২
ইদানীং প্রোতুমিচ্ছামো বর্ণ্যশ্রমবিধিং মুনে । তথৈব চাশ্রমাচারং প্রায়শ্চিত্তবিধিং মুনে ॥ ৩
এতৎ সর্গঃ মহাভাগ সূত তদ্বার্ককোবিদ । কনয়া পরমাবিষ্টো যথাবদকু মইসি ॥ ৪

সূত উবাচ ।

শ্রীশ্রীমুখ্যঃ সর্গে বহুকো ব্রহ্মসূতনা । সনৎকুমারমুনয়ে বর্ণ্যশ্রমবিনির্গয়ঃ ॥ ৫
বর্ণ্যশ্রমাচারবতা পূজাতে হরিরবায়ঃ । স্তম্ভাধিক্যামি বিশেষতঃ যথা দৈত্যোদিতক যৎ ॥ ৬
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চদ্বার এব তে । বর্ণা ইতি সমাখ্যাতা এতেষাং ব্রাহ্মণোবৈশিকঃ
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যো বিজ্ঞাঃ প্রোক্তাঃ স্তম্ভাচারঃ । মাতৃভক্ত্যপনয়নাদীকারা স্তম্ভবৈকর্যঃ
এতৈর্বর্ণৈঃ সর্গবর্ণ্যঃ কার্য্যঃ বর্ণ্যশ্রমপতঃ । স্ববর্ণবর্ণভ্যাগেন পাবিতঃ প্রোচ্যতে বৃধৈঃ ॥ ৭
স্বগৃহ্যচৌদিতং কৰ্ম বিজ্ঞঃ কুর্কতু কৃতী তবৈৎ । অন্তৰ্গা পতিতঃ বিদ্যাং সর্গবর্ণ্যবহিকৃতম্ ॥ ৮
শ্রমবর্ণ্যঃ পরিগ্রহ্য বর্ণৈরৈতৈর্বর্ণ্যৈচি তম্ । প্রামাচারস্তথা প্রোক্তঃ শ্রুতিমার্গাবিরোধতঃ ॥ ৯
কৰ্মণা মনসা বাচা বহুকৰ্মান্ সমাচরেৎ । অশ্রমং লোকবিধিষ্টং বর্ণ্যামপ্যচরেৎ তু ॥ ১০

ମୟୁଦ୍ରବାତ୍ରାସୀକାରଃ କମଂବୁବିଧାରଣମ୍ । ବିଜ୍ଞାନାମସର୍ବଣାଂ କଥାମ୍ପସ୍ୟମନ୍ତ୍ରଣା ॥ ୧୭
 ଦେବରେଣ ସୂତୋଽପତିର୍ଯୁଧିପର୍ବେ ପଶୋର୍ବଧଃ । ସାଂସଦାନଂ ତଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେ ବାନଞ୍ଜନାଶ୍ରମନ୍ତ୍ରଣା ॥ ୧୮
 ଦତ୍ତାକ୍ରତାୟାଃ କଥାୟାଃ ପୁନର୍ଦାନଂ ପରଞ୍ଚ ଚ । ଦୀର୍ଘକାଳଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟଂ ନରମେଧାସମେଧକୋ ॥ ୧୯
 ବହାଞ୍ଜନାଶ୍ରମଗମନଂ ଗୋମେଧକଂ ତଥା ସଥମ୍ । ହିମାବୁ ସର୍ଗାବୁ କଳିଯୁଗେ ବର୍ଜ୍ୟାନାହର୍ଯ୍ୟବିଧିଃ ॥ ୨୦
 ଦେଶାଚାରାଃ ପରିଗ୍ରହାନ୍ତଃସୂତେନୌସୂତେର୍ବରୈଃ । ଅଗ୍ରଥା ପତିତୋ ଜ୍ଞେୟଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବ୍ୟବହିତଃ ॥ ୨୧
 ବ୍ରାହ୍ମଣକଲ୍ପିରାବିଶାଂ ଶୂଦ୍ରାଣାମିକେବ ସତ୍ୟମାଃ । କ୍ରିୟାଃ ସନ୍ଧ୍ୟାମତୋ ବକ୍ତୋ ଶୃଣୁୟାଂ ସୁମହାହିତାଃ ॥ ୨୨
 ଦାନଂ ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦିଜ୍ଞେୟାଣାଂ ଯଜ୍ଞେର୍ଦେବାବୁ ଯଜ୍ଞେଃ ତଥା । ବୃହତ୍ୟର୍ଥଂ ସାଜରେଦେବମନ୍ତ୍ରାନ୍ଦ୍ୟାପୟେଂ ତଥା ॥
 ସାଜରେଦ୍ୟଜ୍ଞେନ ସୋମ୍ୟାନ୍ବିଷ୍ଣୋ ନିତ୍ୟୋଦକୀ ଭବେଂ । କୃଷ୍ୟାଞ୍ଚ ବେଦଗ୍ରହଣଂ ଯଜ୍ଞେର୍ଦେବାବୁ ଯଜ୍ଞେଂ ତଥା
 ଶାସ୍ତ୍ରଜୀବୋ ଭବେଚ୍ଚେବ ତଥାସ୍ତେନ ପରିଗ୍ରହମ୍ । ଶ୍ରୀବେ ରତେ ଚ ପାରକୋ ମୟୁକ୍ତିର୍ଭବେଂ ତଥା ॥ ୨୩
 ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକହିତଂ କୃଷ୍ୟାନ୍ ବୃହବାକାମୁଦୀରୟେଂ । ଶତାବିଭିଗମଃ ପତ୍ୟାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଶ୍ରୁତେ ॥ ୨୪
 ନ କନ୍ଥାପାହିତଂ କ୍ରୟାଦ୍ବିଷ୍ଣୁପୂଜାପରୋ ଭବେଂ । ଦାନାନି ଦଦ୍ୟାଦ୍ବିଷ୍ଣୋଃ କଲ୍ପିରୋଽପି ବିଜ୍ଞୋତ୍ତମାଃ
 କୃଷ୍ୟାଞ୍ଚ ବେଦଗ୍ରହଣଂ ଯଜ୍ଞେର୍ଦେବାବୁ ଯଜ୍ଞେଂ ତଥା । ଶତ୍ରାଜୀବୋ ଭବେଚ୍ଚେବ ପାଳୟେଦ୍ବ୍ୟତୋ ମହୀମ୍ ।

ଦୃଷ୍ଟାନାଂ ଶାମନଂ କୃଷ୍ୟାଞ୍ଚିଷ୍ଟାଂଚ ପରିପାଳୟେଂ ॥ ୨୫

ପାତ୍ରପାଳାୟାଂ ବାଗିଜାଂ କୃଷିକ୍ତ ମିତ୍ରମନ୍ତ୍ରଣାଃ । ବେଦଶ୍ରାଦ୍ଧ୍ୟାୟନକେବ ବୈଶ୍ଵାନ୍ତାପି ଶ୍ରୀକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥ ୨୬
 ଦଦ୍ୟାଦ୍ଦାନଂ ଶୂଦ୍ରୋଽପି ପାକୟଜ୍ଞେର୍ଯଜ୍ଞେର ଚ । ବ୍ରାହ୍ମଣକଲ୍ପିରାବିଶାଂ ଶୂଦ୍ରାବିଷ୍ଣୋ ଭବେଂ ॥ ୨୭
 ଶତ୍ରୁକାଳାଭିଗମନଂ ସଦାରେଷୁ ଶ୍ରୀଶ୍ରୁତେ । ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକହିତେଷିଂ ମନ୍ତ୍ରଣଂ ପ୍ରିୟବାଦିତା ॥ ୨୮
 ଅନାୟାମୋ ମହୋଽମାହିତ୍ତିତିକ୍ତାନତିମାନିତା । ନାମାନ୍ତଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବର୍ଣ୍ଣାନାଂ ମୁନିଭିଃ ପରିକୀର୍ତ୍ତିତମ୍ ॥

ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ଚ ଯୁକ୍ତିମାୟାନ୍ତି ଶ୍ରୀଶ୍ରମୋଚିତକର୍ମଣା ॥ ୨୯

ବ୍ରାହ୍ମଣଃ କଲ୍ପିରାଚାରମାତ୍ରୟେନାପଦି ବିଜ୍ଞାଃ । କଲ୍ପିରୋଽପି ଚ ବିଢ଼୍ବୃତ୍ତିମତ୍ୟାପଦି ମମାତ୍ରୟେଂ ॥
 ନାତ୍ରୟେଚ୍ଛୁଦ୍ରୃତ୍ତିକ୍ତ ଅତ୍ୟାପଦ୍ୟାପି ବୈ ବିଜ୍ଞଃ । ଯଦ୍ୟାତ୍ରୟେଦ୍ବିଜ୍ଞୋ ଯୁତଃ ନ ଚାତ୍ତାଳ ଇତି ସ୍ମୃତଃ ॥ ୩୦
 ବ୍ରାହ୍ମଣକଲ୍ପିରାବିଶୋ ବିଜ୍ଞା ଇତି ହି ବିକ୍ରତାଃ । ଚହାରନ୍ତାତ୍ରମାତ୍ରେଷାଂ ପଞ୍ଚମୋ ନୋପପଦାତେ ॥ ୩୧
 ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହୀ ବାନଞ୍ଜନୋ ଭିକ୍ଷୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଃ । ଏତେ ଚୈବାତ୍ରଣାଃ ଶ୍ରୋତାଃ ପଞ୍ଚମୋ ନୋପପଦାତେ
 ଚତୁର୍ଭିରାତ୍ରୟେରେଭିଃ ମାଧ୍ୟାତେ ଧର୍ମ ଉତ୍ତମଃ । ବିଷ୍ଣୁସ୍ତବ୍ୟାତି ବିଶ୍ଵେନ୍ଦ୍ରାଃ କର୍ମସୋମରତାତ୍ରଣାମ୍ ॥ ୩୨
 ନିଃସୂହାଃ ଶାନ୍ତମନସଃ ଅକର୍ମପରିନିଷ୍ଠିତାଃ । ତେ ଯାନ୍ତି ପରମଂ ହାନଂ ନାବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ଯତଃ ପୁନଃ ॥ ୩୩

ଇତି ଶ୍ରୀବୃହନ୍ନାରଦୀୟେ ପୁରାଣେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମବିଧିକଥନଂ ନାମ ଛାବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୨୨ ॥

ଉତ୍ତୋବିଂଶୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

ସୂତ ଉବାଚ ।

ନିର୍ଦ୍ଦାତ୍ରଣାଚାରବିଧିଂ ଶ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ବିଶେଷତଃ । ଶୃଣୁୟାସ୍ବୟଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ସୁମହାହିତଚେତସଃ ॥ ୧
 ଯଃ ଅକର୍ମ ପରିତାତ୍ରା ପରକର୍ମ ନିଷେବତେ । ପାଷଠଃ ସ ହି ବିଜ୍ଞେୟଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବ୍ୟବହିତଃ ॥ ୨
 ଗତାଧାନାଦିମଂସ୍କାରାଃ କାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ତବିଧାନତଃ । ଶ୍ରୀଧାମସମ୍ପତଃ କାର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟାକାଳଂ ଯଥାବିଧି ॥ ୩
 ମୌମନ୍ତ୍ରଂ ଶ୍ରୀଧାମେ ଗର୍ଭେ ଚତୁର୍ଥେ ସାମି କାରୟେଂ । ସର୍ତ୍ତେ ବା ମନ୍ତ୍ରମେ ବାପି ଅଷ୍ଟମେ ବାପି କାରୟେଂ
 ଜାତେ ପୁତ୍ରେ ପିତା ଶ୍ରୀଧା ମଚେଳଂ ଜାତକର୍ମମ୍ । କୃଷ୍ୟାନ୍ନାନ୍ଦୀୟୁଷଂ ଶ୍ରୀଧାଂ ସନ୍ତିବାଚନପୂର୍ବକମ୍ ॥ ୪

हेमा वा चाक्रुधाश्चैर्वा जातश्राद्धं एकस्येयं । अत्रेन कारयेद्यस्तु न च तालमसौ भवेत् ॥ ६
 कृशाब्जद्वयिकं श्राद्धं पिता पुत्रश्च बाग्यतः । कर्त्तव्यं नामनिर्देशं श्रुतकाष्ठे यथाविधि ॥ ७
 अश्वमेधमर्षहीनं अतिशुभं करारिषम् । नाददानीम विप्रैश्चास्तथा च विप्रमाश्रितम् ॥ ८
 कृत्यमेव संसरे चोदः पञ्चमे मष्टमेऽपि वा । षष्ठे चैवाष्टमे वापि कुर्याद्गृहोक्त्यर्थात् ॥ ९
 देवयोगादतिक्रान्ते मर्त्तानादिकर्त्तवि । कर्त्तव्यं कृच्छ्रपादो वै चोदः साक्षः एकस्येयं ॥ १०
 मर्त्ताष्टमेऽष्टमे वापि ब्राह्मणश्चापनायनम् । आधोऽङ्गान्दपथास्तु कालमाहृतं गोपतः ॥ ११
 मर्त्तिकादशमेऽपि तु राजाश्चापनायनम् । आधोऽङ्गान्दपथास्तु कालमाहृतं गोपतः ॥ १२
 विप्रोऽपनयनं प्रोक्तं मर्त्तिकादशमेव च । षष्ठ्याऽङ्गान्दपथास्तु कालमाहृतं गोपतः ॥ १३
 एतत्कालावधिष्यत् द्विजश्राद्धिक्रमे भवेत् । नाविप्रोऽङ्गान्दपथास्तु कालमाहृतं गोपतः ॥ १४
 विप्रोऽपनयने विप्रो मृथाकालवातिक्रमे । द्वादशाङ्गं चरेत् कृच्छ्रं पञ्चाङ्गास्तु ॥ १५
 मातृपुत्रद्वयैकैव कृत्वा कर्त्तव्यं समाचरेत् । अश्वमेधं पठितं विद्वान् कर्त्तापि शक्यं भवेत् ॥ १६
 मोक्षो विप्रश्च विजेयः धनूजं शक्यश्च च । आर्वा वैश्वश्च विजेयः शुक्लमजिनं तथा ॥ १७
 विप्रश्च प्रोक्तमेवेत्यं चोदः शक्यश्च च । अर्वा वैश्वश्च विजेयः दधान्वस्त्रो यथाक्रमः ॥ १८
 पालाशं ब्राह्मणश्चाहुः नृपश्चाहुः तथा । वैश्वः वैश्वश्च विजेयः प्रमाणं शुक्लं द्विजाः ॥ १९
 विप्रश्च शेषमानः श्रुत्वा जलाटं नृपश्च तु । नागाग्रमाश्रितः पठेत् वैश्वश्चाहुः गोपतः ॥ २०
 तथा वामा नि वक्ष्यामि विप्रोऽदीना यथाक्रमः । काशायैव मांजिष्ठं दारिद्र्यं अकीर्तितम् ॥ २१
 उपनीतो विप्रो विप्रः परिचर्यापरोऽङ्गोः । वेदग्रहणपर्यास्तु निवेगेदृष्टकवेद्यानि ॥ २२
 श्रातःश्रायी जवेद्वर्गा समिन्तशकलादिकान् । शुक्लार्थमाहरेन्नितां कलां कलां मूनीश्वराः ॥ २३
 यज्ञोपवीतमजिनं दधत् द्विजमश्रुताः । नष्टे त्रष्टे नवः मन्त्रादङ्गाश्च त्रष्टे जले क्षिपेत् ॥ २४
 वर्गिनो वर्तनं श्राद्धार्थिनामेव केवलम् । भिक्षायां श्राद्धागारादाहरेत् श्रुतेऽस्मिन् ॥ २५
 भवत्पूर्वः ब्राह्मणश्च भवत्पूर्वः नृपश्च च । भवत्पूर्वः विप्रः प्रोक्तं भिक्षायाहारे एव च ॥ २६
 मास्यं श्राद्धागिकायां यथाकालं जितेऽस्मिन् । कुर्यात् श्राद्धदिनं वर्षी ब्रह्मयज्ञकं तर्पणम् ॥ २७
 मास्यं मास्यं परितातः पठितः प्रोचते नृपः । ब्रह्मयज्ञविहीनश्च ब्रह्महा परिकीर्तितः ॥ २८
 देवताभार्जनैकैव शक्यं च परः श्रुतोः । भिक्षायां भोजयेन्नितां नैकान्नी कदाचन ॥ २९
 आनीय नितां विप्रानां गृहाद्विप्रः जितेऽस्मिन् । निवेद्या श्रुतेऽस्मिन् श्राद्धागार्थं तत्तदनुज्जरा ॥ ३०
 मन्त्रीमांसलवणतामूलं दधत्वावनम् । उद्भिष्टेभोजनैरेव दिवावापकां वर्जयेत् ॥ ३१
 छत्रपादुकपङ्काश्च तथा मालानूलेपने । जलकेलिदातगीतवाद्याः परिवर्जयेत् ॥ ३२
 पाणीवादं रोषतोषं विप्रलापं तथाजनम् । पाषण्डजनसंयोगं शूद्रमन्त्रं वर्जयेत् ॥ ३३
 अतिवादननीलः श्राद्धद्वन्द्वे च यथाक्रमम् । ज्ञानवृद्धास्तपोवृद्धा वयोवृद्धा इति त्रयः ॥ ३४
 यावत्त्रिकानि दुःस्थानि निवारयति यो श्रुतः । वेदशास्त्रोपदेशेन तं पूर्वमतिवादयेत् ॥ ३५
 अनावहमिति क्रमाद्विप्रो वै अतिवादाने । नातिवादाश्च विप्रैश्च श्रुतिवाद्याः कदाचन ॥ ३६
 नास्तिकं तिर्यगदादं कृत्यं प्रायश्चित्तकम् । श्रेयसं कितव्यं कदाचिन्नातिवादयेत् ॥ ३७
 पाषण्डः पठितः श्राद्धात् तथा नक्षत्रपाठकम् । तथा पाठकिनैकैव कदाचिन्नातिवादयेत् ॥ ३८
 अथ श्रुतं श्रुतं श्रुतं श्रुतं श्रुतं श्रुतं । अथाज्ञानशिरैरेव उपपन्नं नातिवादयेत् ॥ ३९

তথা শ্রানং প্রকৃত্ত্বং সমিৎপূজ্যকরং তথা । উদপাত্তবরৈব ভূজ্ঞামঃ নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪০
 বিবাদীলিনং চতং ব্রহ্মতং জলমধ্যগম্ । ভিক্ষারবারিণকৈব শরানং নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪১
 তর্কীঃ পুন্নিগীঃ সারঃ সূতিকারঃ গর্ভপাতিনীম্ । কৃত্তরীণ তথা চতং কদাচিন্নাতিবাদয়েৎ
 সত্যায়ঃ যজ্ঞশালারায়ঃ দেবভারতনৈবপি । প্রত্যেকতঃ নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৩
 পুণ্যকিঙ্ক্রে পুণ্ডরীকৈঃ সারায়ঃ নমস্কারো হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥ ৪৪
 প্রাঙ্কঃ ব্রহ্মঃ তথা দামঃ দেবভারতনৈবপি । যজ্ঞকঃ তর্পণকৈব কৃত্ত্বং নাতিবাদয়েৎ ॥ ৪৫
 কৃত্ত্বং ভিবাগনে বস্ত্রং ন কুর্বাৎ প্রতিবাদনম্ । নাতিবাদাঃ স বিজ্ঞেয়ো যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৪৬
 প্রকাল্য পাদাবাচমা তুগোরতিবুধঃ সধা । তন্তু পাদৌ চ সংযুজ্য অবীয়াত বিচক্ষণাঃ ॥ ৪৭
 অষ্টকায় চতুর্দশাং প্রতিপৎপর্জন্যোস্তথা । মগ্ধভরণাঃ বিপ্রৈশ্চৈবঃ অবগদানীদিনে ॥ ৪৮
 ভাদ্রপদাপরপক্ষে বিত্তীয়ায়াং তথৈব চ । শরমোখানবাদস্তাং শ্রোত্রিয়ে নরপং গতে ॥ ৪৯
 আষাঢ়ী কার্ত্তিকী চৈব কাঙ্কনী চ বিজ্যোতমাঃ । বিত্তীয়া শুক্লপক্ষস্য গ্রামদাহে তথৈব চ ॥ ৫০
 মাঘস্য সপ্তমী শুক্লা নবমাষপূর্ণে তথা । পরিবেশাধিকে সূর্যো শ্রোত্রিয়ে গৃহাগতে ॥ ৫১
 বসন্তে ব্রাহ্মণে চৈব প্রহ্নে কলহে তথা । মক্কায়াং গর্জিতে মেঘে হুকালগর্জিতে তথা ৫২
 উকাশমিপ্রপাতে চ তথা বিপ্রৈঃ সমানিতে । যথা দিযু চ বিপ্রৈশ্চৈব যুগাদৌ চ চতুষ্টয়ে ।

মাধীয়াত বিজঃ কশিঃ সর্ষকক্ষফলোঃসূকঃ ॥ ৫৩

শুক্লতৃতীয়া বৈশাখে প্রেতপক্ষে ত্রয়োদশী । কার্ত্তিকে নবমী শুক্লা মাঘমাগে চ পূর্ণিমা ॥

এতে যুগাদয়ঃ প্রোক্তা দত্তশাক্ষরকারকাঃ ॥ ৫৪

মহানীঃশ্চ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং শ্রুগমাহিতাঃ ॥ ৫৫

অষ্যুকৃৎকুনবমী কার্ত্তিকবাদনী মিতা । তৃতীয়া চৈত্রমাসস্য তথা ভাদ্রপদস্য চ ॥ ৫৬
 আষাঢ়শুক্লদশমী মিতা মাঘস্য সপ্তমী । আষাঢ়শ্রোত্রমী কৃষ্ণা তথাষাঢ়ী চ পূর্ণিমা ॥ ৫৭
 কাঙ্কনশ্রোত্রমাস্য পৌষশ্রোত্রবাদনী মিতা । কার্ত্তিকী কাঙ্কনী চৈত্রী জ্যৈষ্ঠী পশুদনী মিতা ॥
 যথাধ্বং সমাখ্যাতা দত্তশাক্ষরকারকাঃ । বিজঃ প্রাহ্বন্ত কর্ত্তব্যঃ যথা দিযু যুগাদিযু ॥ ৫৯
 প্রাহ্বন্তে নিমজ্জিতে চৈব গ্রহণে চক্ষুর্দৃশ্যোঃ । অন্নমদিতয়ে চৈব মাধীয়াত বিজ্যোতমাঃ ॥ ৬০
 শবাসুদমনে চৈব আশ্বিনাকমণীত্য চ । সূতধ্বিতয়ে চৈব অনধ্যায়ঃ প্রশস্ততে ॥ ৬১
 সর্পাদিদর্শনে চৈব তথা ভূকল্পনেনপি চ । এবমাদিযু সর্ষেযু অনধ্যায়ঃ প্রশস্ততে ॥ ৬২
 অনধ্যায়েধবীতানঃ প্রজাঃ প্রজ্ঞা যশঃ প্রিয়ম্ । আয়ুয্যঃ বলমাতোপাং নিকৃষ্টতি যমঃ সুরম্ ॥
 অনধ্যায়েষু ধোহবীতে তং বিদ্যাদ্ ব্রহ্মঘাতিনম্ । ন তং সত্যায়ৈদিপ্রী ন তেন সহ সন্দমেন
 কুতগোলকয়োঃ কেচিচ্ছড়াদীনাঞ্চ সত্তমাঃ । বদন্তি চোপনয়নং তংপুত্রেষু চ কেচন ॥ ৬৫
 অনবীত্যা তু যো বেদাহ্বাত্রাণি পঠতে নরঃ । শূদ্রত্বলাঃ স বিজ্ঞেয়ো নরকারোপপদাতে ।

নাচারকলমাপ্নোতি যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ৬৬

নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং যজ্ঞাশ্চ কৰ্ম্ম নৈদিকম্ । অনদীমানবিপ্রশ্চ সর্ষং ভবতি নিফলম্ ॥
 শব্দো ব্রহ্মময়ো বিকূর্বেদঃ সাক্ষাৎকারিঃ সূক্ষ্মঃ । বেদাধ্যায়ী ততো বিপ্রাঃ সর্ষানু কামানবাপ্নোতি

ইতি ব্রহ্মারদীয়ে পুরাণে বর্ণাপ্রমবিকথনং নাম ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

চতুর্বিংশশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বেদগ্রহণপর্যন্তঃ শুক্রবানিরতো ভুরোঃ । অনূজাতস্তত্ত্বেনে কুর্যাদগ্নিপরিগ্রহম্ ॥ ১
বেদান্তানি চ বেদান্তে বর্ষশাস্ত্রানি চ বিজাঃ । অধীতা ভূবে দত্তা দক্ষিণা স ভবেদগৃহী ॥ ২
রূপলক্ষণম্পরাং সত্ত্বাঃ স্কুলোক্তবাম্ । বিজঃ সমুদ্রহেঃ কস্তার সুনীলাঃ বর্ষচারিণীম্ ॥ ৩
মাতৃভঃ পঞ্চমাকীনাং পিতৃভঃ সত্ত্বমাং তথা । বিজঃ সমুদ্রহেঃ কস্তামন্থবা শুক্লভঙ্গমঃ ॥ ৪
গোমিণীকৈব বৃশাকীঃ সরোগকুলমন্তবাম্ । অতিকেশামকেশাঃ বাচালাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৫
কোপনাঃ বামনাকৈব দীর্ঘদেহাঃ বিরূপিণীম্ । নৃমাধিকাদীমুদ্রতাং পিতৃনাং নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৬
মূলগুল্ফাঃ দীর্ঘব্রজাঃ তথৈব পুরুষাকৃতিম্ । শ্মশ্রুবাণনমঃযুক্তাঃ বিকারাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৭
বৃধাহাস্তমুখীকৈব মদাংগৃহবাগিনীম্ । বিবাদনীলাঃ ভ্রমিতাঃ নির্ধূরাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ৮
বহুশনৌঃ স্কুলদভাঃ স্কুলোক্ষীঃ বর্ষরসরাং । অতিকৃফাঃ ব্রজবর্গাঃ যুধীঃ নৈবোদেদু বৃষঃ ॥ ৯
মদা রোদননীলাঃ পাণ্ডুর্ণাঃ কংমিতাম্ । বাসকাসাদিগঃ যুক্তাঃ নিদ্রানীলাঃ নোদহেদু ॥ ১০
অনর্থভাষিণীকৈব লোকদেবপরাস্রবাম্ । পরাপবাদনিরতাঃ তদ্বরাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ১১
দীর্ঘনাসাঃ কিতবাঃ তনুহবিভূষিতাম্ । খর্জিকাঃ বকরুতিঃ সর্পথাঃ নোদহেদু বৃষঃ ॥ ১২
বালভাবাদবিজ্ঞাতস্বভাবানুদহেদু যদি । জগন্ভামগুণাঃ ভায়াঃ সর্পথাঃ তাঃ পরিভাজেৎ ॥ ১৩
ভর্গুপুত্রৈশ্চ যা নারী নির্ধূরা সর্পথা ভবেৎ । পরানুকুলিনী চৈব সর্পথা ভাঃ পরিভাজেৎ ॥ ১৪
বিবাহাস্ত্রাষ্ট্রবিধা ব্রাহ্মদণ্ডা মুনিমন্তনাঃ । পূর্কঃ পূর্কো বরো জেয়ঃ পূর্কো ভাবে শরঃ পরঃ ॥ ১৫
ব্রাহ্মো দৈবস্তুবেদবাঃ ব্রাজাপত্যাস্থথাস্থরঃ । গাক্ষসৌ বাক্ষসৌ চৈব পৈশাচৌ ব্রহ্মমঃ স্রাজঃ ॥ ১৬
ব্রাহ্মণৈব বিবাহেন বিবহেতৈ বিজোস্রমঃ । দৈবেনাকথবা কুর্যাস্তকৈচিনাথ ব্রহ্মকৃতে ॥ ১৭
ব্রাজাপত্যাদয়ো বিপ্রা বিবাহাঃ পঞ্চ গতিতঃ । অভাবৈশ্চ চ পূর্কৈশ্চ কথাদেনা পরান্ বৃষঃ ॥ ১৮

যজ্ঞোপবীতবিত্তয়ঃ সোণদ্রীকঃ ধারয়েৎ ॥ ১৯

সুবর্ণকুণ্ডলে চৈব ধৌতবস্ত্রদ্বয়ং তথা । অনুলেপনলিপ্তাঙ্গঃ কুন্তকেশনয়ঃ স্রাজঃ ॥ ২০

ধারয়েদৈবকং দণ্ডং সৌদককং কমণ্ডলুম্ ॥ ২১

উকীৰ্মমলং ছত্রং পাঙ্কে চাপুপানহৌ । ধারয়েৎপুষ্পমালা চ স্রগকে প্রিয়দর্শনঃ ॥ ২২

নিভামধারনীলকং যথাচারং সমাচরেৎ । পরান্ নৈব ভূকীত পরদারান্ত বর্জয়েৎ ॥

পাদেন নাক্রমেৎ পাদমুচ্ছিষ্টং নৈব লভয়েৎ ॥ ২৩

ন সংহতাভাঃ কহুয়েদ বাহভ্যামাক্রনঃ শিরঃ । পূজাদেবালয়কৈব নাপসব্যং ব্রজেদ্বিজাঃ ॥ ২৪

দেবার্চাচমনস্রানরতপ্রাক্ক্রিয়াসু চ । ন ভবেদগুণকেশন্ত নৈব বস্ত্রদ্রবস্তথা ॥ ২৫

নারোহেদুদ্রৈমানকং শুক্লবাদং বিবর্জয়েৎ । অশ্রুদ্বিষঃ ন গচ্ছেচ্চ পৈশাচঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ২৬

নাপসব্যং ব্রজেদ্বিপ্রানস্বথকং চতুষ্পথম্ । অমৃতাঃ মংসরূপকৈব দিব্যাস্থাপকং বর্জয়েৎ ॥ ২৭

ন বদেৎপরপাপানি অপুণাং নৈব কীর্তয়েৎ । স্বকং নাম শ্রবক্ষত্রং নান্যৈবাপি গোপয়েৎ ॥ ২৮

ন দুর্জমৈঃ সহ বসেদ্রাশাস্ত্রং শৃণুয়াং তথা । অসারদাতগীতেষু দ্বিজেষু ন ব্রতিনং চরেৎ ॥ ২৯

বার্গস্থিতমথোচ্ছিষ্টং শূদ্রকং পতিতং তথা । শব্দকং ভিষজং স্রাজী মচেলং স্রানমাচরেৎ ॥ ৩০

চিতিঞ্চ চিত্তিকাঠকং যপং চাণালমেব চ । স্পৃষ্টা দেবলকৈব সচেলং স্নানমাচরেৎ ॥ ৩১
 দীপথণীতমুচ্ছায়া কেশবস্ত্রংঘটোদকম্ । আজমার্জাররেণ স্ত হস্তি পুণা পুরাকৃতম্ ॥ ৩২
 স্পর্শবাতং প্রেতভূমং তথা শূদ্রান্নভোজনম্ । সুবলীপতিসঙ্গং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৩
 অমল্লাভাভিগমনং খাদনং নথকেশরোঃ । তথৈব নগ্নশয়নং সর্কষণা পরিবর্জয়েৎ ॥ ৩৪
 গামবন্ধু সভাকৈব তথৈব চ চতুষ্পথম্ । দেবতায়তনকৈব নাপসবারং বজেদ্বিজাঃ ॥ ৩৫
 শিরোহভাঙ্গাবশিষ্টেন তৈলেনাস্তং ন লেপয়েৎ । ভাস্কুলমশুচির্নাদাং তথা সূতং ন বোধয়েৎ
 নাশুকোহগ্নিং পরিচরেৎ পূজাঞ্চ গুরুদেবরোঃ । ন বামহস্তেনৈকেন পিবেদ্বজ্রেন বা জলম্ ॥ ৩৬
 ন চাক্ষমেদৃগ্গরোশ্চায়াং তদাজ্জাগৃহুনোগরাঃ । ননিদেদৃযোগিনোনোবিপ্রাব্রতিনোহপিয়তীংস্তথা
 পরস্পরস্ম নম্রানি কদাপি ন বদেদ্বিজাঃ ॥ ৩৮

দর্শে চ পৌর্নমাশ্চাক্ষ বাগং কুর্বাদ যথাবিধি ॥ ৩৯

ঔপাসনঞ্চ গোতবাং সায়ং প্রাতর্দ্বিজাতিভিঃ । ঔপাসনপরিভাগী সুরার্পীত্বাচাতে বৃধৈঃ ॥ ৪০
 অয়নে বিযুবে চৈব যুগাদিযু চতুর্দশি । দর্শে চ প্রেতপক্ষে চ আকং কুর্বাদ গৃহী দ্বিজাঃ ॥ ৪১
 মধ্যাদিযু যুগাভ্যে যু অষ্টকাস্থ চ মনুযাঃ । নবদাক্ষে সমাশ্রাতে গৃহী আকং সমাচরেৎ ॥ ৪২
 প্রোত্রিয়ে গৃহমার্যতে গ্রহণে চল্লস্যারোঃ । পুণাক্ষেত্রেষু তীর্থেষু গৃহী আকং সমাচরেৎ ॥ ৪৩
 যজ্ঞো দানঃ তপো হোমঃ স্বাধায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । যথা ভবতি বিশ্রেষ্ঠা উদ্ধিপৌণ্ড্রবিনাকৃতম্
 উদ্ধিপৌণ্ড্রক তুলসী আক্কে নেচ্ছতি কেচন । ব্রহ্মচারঃ পরিগ্রাহন্ত্যাক্ষেয়োহর্ষিভির্নরৈঃ ॥
 ইত্যেবমাদরো বর্ষাঃ স্মৃতিমার্গেষু চোদিতাঃ । কার্যান দ্বিজাতিভিঃ সমাক্ সর্ককামফলপ্রদাঃ
 সদাচারপর্য য়ে তু তেষাং বিজ্ঞঃ প্রমীদতি । বিকৌ প্রসন্নতাং যাতে কিমসাধাং দ্বিজোত্তমাঃ

ইতি শ্রীবহ্নারদীয়ে পুরাণে বর্ণাশ্রমবিধির্বর্ণনং নাম চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

গৃহস্থস্য সদাচারং বক্ষ্যামি মুনিসত্তমাঃ । কুর্কতাং সর্কপাপাণি নশুভ্যোব ন সংশয়ঃ ॥ ১
 ব্রাহ্মে মুহূর্তে চোখায় পুরুষার্থবিরোধিনীম্ । বৃত্তিং সন্ধিত্বরেদ্বিপ্রাঃ কৃত্তকেশপ্রসাধনঃ ॥ ২
 দিবা সন্ধ্যাস্থ কর্ণঃব্রহ্মসূত্র উদগ্ধৃৎ । কুর্য়ান্নত্র পুরীষক রাত্রৌ চ দাক্ষণামুখঃ ॥ ৩
 শিরঃ প্রাহৃত্য বস্ত্রেণ অন্তর্দ্বায় তৃণৈর্মহীম্ । বহুন্ কাষ্ঠং করেণৈকং তাবন্মৌনী ভবেদ্বিজাঃ ॥ ৪
 পশি গোষ্ঠে নদীতীরে তড়াগকূপসন্নিধৌ । তথৈব হৃক্ষচ্ছায়ায়াং কাল্যারে বহ্নিসন্নিধৌ ॥ ৫
 দেবালয়ে তথোদানে কৃষ্টভূমৌ চতুষ্পথে । ব্রাহ্মণানাং সমীপে চ তথা গোহবৎখয়োষিতাম্
 ভূবাস্ত্রাকপালেষু জলমধো তথৈব চ । এবমাদিষু দেশেষু মলমূত্রং ন কারয়েৎ ॥ ৬
 শৌচে যত্নঃ সদা কার্যঃ শৌচমূলো দ্বিজঃ স্মৃতঃ । শৌচাচারবিহীনস্য গমস্তং কৰ্ম নিফলম্ ॥
 শৌচং তদ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্মভাভ্যন্তরং তথা । 'মুচ্ছালাভাং বতিঃশুদ্ধিভাবশুদ্ধিস্থখাত্মনম্
 গমীতনিগ্গদ্য শৌচাচারং স্মৃতিকং গচ্চেৎ । গচ্চলেনাক্ষয়করং শৌচং কুর্য়ান্ন প্রযত্নতঃ ॥ ১০

অঞ্জিষ্টেপ্রদেশে তু শৌচাং মৃত্তিকার গৃহেৎ । ন মুখিকাভিজনিতার ফালোৎকৃষ্টাং তথৈব চ
 বাপীকৃপতড়াগেষু নাহরেদ্বাহমৃত্তিকাম্ । শৌচং কুর্যাৎপ্রবৃত্তেন নাদায়াভুক্তলে মৃদম্ ॥ ১২
 লিঙ্গে মৃদেকা নাতব্যা তিস্রো বা মেচুরোষম্ । অপানে পঞ্চ বামে তু দশ গন্তু তথোভয়ো
 তিস্তিস্তিষঃ প্রদাতব্যাঃ পাদয়োমৃ ত্তিকাঃ পৃথক্ । এবং শৌচং প্রকুর্য্যত গন্ধলেপাদনুত্তরে ॥ ১৪
 এতচ্ছৌচং গৃহস্থস্ত দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্ । ত্রিগুণস্ত বনহানার ষষ্ঠীনাং চতুঃপদম্ ॥ ১৫
 স্বপ্রাণে পূর্ণমাচারং পথাক্ষং মুনিব্রতমাং । আতুরে নিয়মো নাস্তি মহাপাদি তথৈব চ ॥ ১৬
 গন্ধলেপক্ষরকরং শৌচং কুর্যাৎ প্রযত্নতঃ । স্রোণামনুপনীতানাং গন্ধলেপক্ষয়াবদি ॥ ১৭
 ব্রতহানাক সর্কেষাং যতিবচ্ছৌচমিষাতে । বিৎবানাক বিপ্রেক্ষা এবং শৌচং প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥
 এবং শৌচক নির্যস্তা পশ্চাদৈ মুননাহিতঃ । প্রাপ্তগোদগ্ধ্থো বাপি হ্যাপ্যমেৎপ্রয়তেক্রিয়ঃ ॥
 তিস্ততুর্বাপি চেদাপো গন্ধফেনাদিবর্জিতাঃ । দ্বিমার্জয়েৎকপালকং ত্রয়েণৌষ্ঠৌ চ মণ্ডমাং ॥
 তর্জ্জুশ্চুষ্ঠযোগেন মাসারক্লবয়ং স্পৃশেৎ । অশুষ্ঠানামিকাভ্যাক নেত্রপ্রোত্রে যথাক্রমম্ ॥ ২১
 কনিষ্ঠাশ্চুষ্ঠযোগেন নাভিদেশঃ স্পৃশেদ্ভুৎ । তলেনোরঃস্থলংৈব অঙ্গুল্যৈঃ শিরঃ স্পৃশেৎ ॥ ২২
 তলেন বাঙ্গুল্যৈর্বা স্পৃশেদংনৌ বিচক্ষণঃ । এবমচম্য বিপ্রেক্ষাঃ শক্তিমান্নোত্যকৃতমাম্ ।
 ততঃ স্নানং প্রকুর্য্যত মার্জ্জনং তিলতর্পণম্ । ততঃ সঙ্ক্যানুপাসীত গায়ত্র্যাণাং রবেঃ ক্ষিপেৎ
 গায়ত্রীক জপেৎ প্রাতস্তিষ্ঠন সূর্যাদর্শনাৎ । তথৈব সায়মাগোনো জপেদা সঙ্কদর্শনাৎ ॥ ২৫
 উপাশ্চ সঙ্ক্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষিপেদধ্যাক পুস্তকং । গায়ত্রীক জপেৎ সমাকু তিষ্ঠন্নাগীন এব বা ॥
 প্রাতর্মধ্যাহ্নিনে চৈব গৃহস্থঃ স্নানমাত্রয়েৎ । ব্রহ্মযজ্ঞং প্রকুর্য্যত দর্ভপানিমুনীশ্বরাঃ ॥ ২৭
 বেদোদিতানি কথ্যনি প্রমাদাদকৃতানি বৈ । সর্কেষাঃ প্রথমে বামে তানি কুর্য্যাদ্যথাক্রমম্
 নোপাস্তে যো দ্বিজঃ সঙ্ক্যাং দূর্তৌ মর্ত্যৌ ধনাদি । পায়তঃ ন হি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ককর্ম্মবহিঃ ॥
 যন্ত সঙ্ক্যাদিকর্ম্মানি কুটুম্বিকবিশারদঃ । পরিভাষ্যতি তং বিদ্যাগম্যপাতকিনা বরম্ ॥ ৩০
 যে দ্বিজা অভিভাষন্তে তাতুসঙ্ক্যাদিকর্ম্মণাম্ । তে যান্তি নরকান্ হোতান্ যাবদাশ্রিত্যত্রমম্ ॥
 দেবার্জ্জনং তথা কুর্য্যাদ্ দৈবদৈবং যথাবিধি । স্নাত্যাত্মতিথিং সমাপ্ত গন্ধাদিশ্চ প্রপূজয়েৎ ॥
 বক্তব্য্য মদুরা বাণী অতিথিদাগতেষু বৈ । জলান্নকন্দমলৈর্বা গৃহী যানেন দার্জয়েৎ ॥ ৩৩
 অতিথির্যশা ভগ্নাশো গৃহাং প্রতিনিবর্ততে । ন তস্মৈ হৃততং দত্তা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥ ৩৪
 অজ্ঞাতগোত্রনামানমন্ত্রগ্রামাদুপাগতম্ । বিপশিৎস্নেহাতথিং প্রাহুর্বিমুখঃ তং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩৫
 স্বপ্রাণমবাসিনপ্রাক্ষকং শ্রোত্রিয়ং বিমুদৎপরম্ । অনাথং প্রভাহং বিপ্রমুদিশ্চ অদিহুং ন জেৎ
 পঞ্চযজপরিভাগী ব্রহ্মহেতুচ্ছাতে বৃষেৎ । কুর্য্যাদচরতপ্তম্যং পঞ্চ যজানু প্রযত্নতঃ ॥ ৩৭
 দেবযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পিতৃব্রতস্তথৈব চ । নৃযজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞশ্চ পঞ্চ যজ্ঞাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৩৮
 ভূতামিত্রাদিনংমৃতঃ অন্নং ভূঞ্জীত বাগ্ধৃতঃ । দ্বিজোনাভোজ্যমগ্নীয়াৎপাত্রং নৈব পরিভাজেৎ
 সংগ্রাপ্য চাসনে পাদৌ বস্ত্রাক্ষং পরিদায় বা । যুগেন বমিতং ভূঞা সূরাপীতুচ্ছাতে বৃষেৎ ॥ ৪০
 থাদিতানি পুনঃ থাদেদ্যোদকানি ফলানি বৈ । প্রভাক্ষলবগৈর্দৈব গোমাতানানী নিগদাতে ॥ ৪১
 আপোশনে চাসমনে পেষদ্রব্যোচ চ দ্বিজঃ । শব্দং ন কারয়েদিত্রা কুর্য্যাজেনারকৌ ভবেৎ ॥ ৪২
 পথ্যমন্নং প্রভূঞ্জীত বাস্ততোহন্নং ন কংসয়েৎ । ততঃপ্রচম্য বিপ্রেক্ষাঃ শাস্তিচ্ছাপরো ভবেৎ ৪৩
 রাজীবপি যথামজ্ঞা গমনাসনভোজনৈঃ । বন্দ্যমলফলৈর্বাপি স্নাত্যাত্মতিথিং যজেৎ ॥ ৪৪

এবং গৃহীতমদাচারং কুর্যাদ্ভিঃ প্রতিদিনং দুধাঃ । বন্যাচারপরিভ্রাণী প্রায়শ্চিত্তীয়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫
 দণ্ডিতাং স্বতনুং দৃষ্টী পলিতাদৈশ্চ মন্তয়তি । পুত্রেষু ভাৰ্য্যাং নিক্ষিপ্য বনং গচ্ছেৎসদৈব বা
 ভবেদ্রিষবণশ্রায়ী নথশ্রজটাবরঃ । তৃণশায়ী ব্রহ্মচারী পঞ্চমজপসায়ণঃ ॥ ৪৬
 ফলমূলাননো নিত্যং স্বাধ্যায়নিবৃত্তস্তথা । দয়াবান্ সৰ্বভূতেষু সারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৪৭
 বর্জয়েদ্গ্রামজাতানি পুষ্পাণি চ ফলানি চ । অষ্টৌ গ্রামাংশ্চ ভূজীত ন কুর্যাদ্রাতিভোজনম্
 অভ্যঙ্গং বস্ত্রভৈলেন বানধ্বং সমাচরেৎ । বাবায় বর্জয়েচ্চৈব নিজালম্ভঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫০
 মুখাবাদং পরীবাদং মিথ্যাবাদঞ্চ বর্জয়েৎ । শব্দচক্রগদাপাণিং নিভ্যং নারায়ণং স্মরনু ॥ ৫১
 বানধ্বং প্রকূর্ণীত তপশ্চাস্ত্রায়ণাদিকম্ । মহেত নীততাপাদি বহিঃ পরিচরেৎ সদা ॥ ৫২
 যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সৰ্বেষু জন্তুযু । তদৈব সম্রাসেদ্বিদ্বানস্তথা পতিস্তো ভবেৎ ॥ ৫৩
 বেদান্তাভাসনিবৃত্তঃ শান্তো দাভো জিতেন্দ্রিয়ঃ । নিব্বন্দো নিব্বন্ধারো নিব্বমঃ সৰ্বদাভবেৎ
 সমাদিগুণনিযুক্তঃ কামক্রোধবিবর্জিতঃ । নরো বা জীর্ণকোপীনো ভবেদুত্তী যতী দ্বিজঃ ॥

গমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৫৫

একরাত্রং বসেদ্গ্রামে ত্রিরাত্রং নগরে বসেৎ । ভৈক্ষ্যেণ বর্তয়েন্নিভ্যামেকান্বানী ভবেদুদ্যতিঃ ॥
 অমিদ্ভিতদ্বিজপুংসে বাস্মারে ভুক্তবর্জিতে । বিবাদরহিতে চৈব ভিক্ষার্থং পর্যাটেদুদ্যতিঃ ॥ ৫৭
 ভবেৎ ত্রিষবণশ্রায়ী নারায়ণপরায়ণঃ । জপেচ্চ প্রণবং নিত্যং যতান্না বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৮
 নৈকগ্নানী ভবেদুদ্যস্ত কদাচিল্প্যটৌ যতিঃ । তস্মৈ বৈ নিক্ষুতির্নাস্তি প্রায়শ্চিত্তশতৈরপি ॥ ৫৯
 বিপ্রা যদি ষতির্লিপ্সুঃ প্রদুগ্ধদধকৌ ভবেৎ । স চ ভালসমো জ্ঞেয়ো বর্ণাশ্রমবিগহিতঃ ॥ ৬০
 আত্মানং চিত্তয়েচ্চৈবং নারায়ণমনাময়ম্ । নিব্বন্দং নিব্বমং শান্তং বাযাতীতমমংসরম্ ॥ ৬১
 অবায়ং পরিপূর্ণং সদানন্দৈকবিপ্রহম্ । জ্ঞানস্বরূপমমলং পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ৬২
 অবিকারমনাদাত্তং জগচ্চৈতন্যকারণম্ । নিষ্ঠুগং পরমং ধ্যায়েদাত্মানং পরমাংস পরম্ ॥ ৬৩
 পঠেৎপানিষদাকাং বেদার্থাশ্চৈব চিত্তয়েৎ । মহেশ্বরীং দেবেশং সদা ধ্যায়ৈজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৪
 এবং বানপরো যন্ত যতির্বিগতমংসরঃ । স যতি পরমানন্দং পরংব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৬৫
 ইতোবমাশ্রমাচারান্ যঃ করোতি দ্বিজঃ ক্রমাৎ । স যতি পরমং স্থানং যন্ত গতা ন শোচতি
 বর্ণাশ্রমাচারবতাঃ সৰ্বপাপবিমোচিতাঃ । সারায়ণপরা যান্তি তদ্বিফোঃ পরমং পদম্ ॥ ৬৭

ইতি ব্রীহন্নারদীয়ে পুরাণে সদাচারাবর্ণনঃ নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

বড়বিশোধায়াঃ ।

মুঃ ৩ উবাচ ।

নগ্নকম্ববরঃ সৰ্বৌ শ্রান্ত্যে বিবিধুস্তমম্ । যচ্ছ্রুতী সৰ্বপাপেভো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১
 বিপ্রাঃ ক্ষত্রিয়ঃ পূর্বেহাঃ স্নাতা হেকাশনো ভবেৎ । অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী নিশিবিপ্রান্ নিমজ্জয়েৎ
 দন্তধাবনভাস্কলং তৈলাভ্যঙ্গং তথৈব চ । স্বাধ্যায়ঞ্চ পরান্নানি আদ্বকর্তা বিবর্জয়েৎ ॥ ৩
 অঙ্গানং কলহং ক্রোধং বাবায়ঞ্চ বৃণস্তথা । আদ্বকর্তা চ ভোক্তা চ দিবান্বাপঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৪
 ভ্রাত্রে নিমজ্জিতো যন্ত বাবায়ং কুরুতে যদি । ব্রহ্মহত্যামবাগ্নৌতি নরকারোপপদাতে ॥ ৫

শ্রাদ্ধে নিয়োজয়েদ্বিধাঃ শ্রোত্রিয়ঃ বিষ্ণুতঃপরম্ । যথার্থাচারনিয়তঃ শ্রমঃ সূক্ললৌভবম্ ॥ ৬
রাগধেববিহীনঞ্চ পুরাণার্থবিশাদরম্ । ত্রিমধুজিহ্মপর্ণজং সৰ্বভূতদম্যাপরম্ ॥ ৭
দেবপূজারতকৈব স্মৃতিতত্ত্ববিশাদরম্ । বেদার্থভূতসম্পন্নঃ সৰ্বলোকহিতৈ রতম্ ॥ ৮
কৃতজ্ঞঃ গুণনস্পন্নঃ গুরুভূতশ্রবণে রতম্ । পরোপদেশনিরতঃ শাস্ত্রার্থকণনৈনস্তথা ।

এতে নিয়োজিতব্যা বৈ শ্রাদ্ধে বিপ্রা যুনীষরাঃ ॥ ৯

শ্রাদ্ধে বর্জ্যান্ প্রযক্ষ্যামি শৃণুস্বঃ গদতো মম । নূনান্শা অধিকান্শাশ্চ শ্রাদ্ধশো রোগিণস্তথা ১০
কুঞ্জী চ কুনৰী চৈব লম্পটশ্চ ক্ষতব্রতঃ । নক্ষত্রপাঠিত্রীণী চ তথা চ শবদাহকঃ ॥ ১১
কুৰ্বাদী পরিবেজা চ তথা দেবলকশ্চ যঃ । নিম্নকো মধণো বৃষ্ঠস্তথৈব গ্রামযাজকঃ ॥ ১২
অমচ্ছাত্রাভিনিরতঃ পরান্ননিরতস্তথা । বৃষলীমুতিপোষ্টী চ চুৰলীপতিরেব চ ॥ ১৩
কুণ্ডল গোলকশ্চৈব অযাজানান্শা যাজকঃ । দণ্ডাতারো বৃথাযুগলী অকৃতজীবনতঃপরঃ ॥ ১৪
বিষ্ণুভক্তিবিহীনশ্চ শিবভক্তিপরাঙ্গু যঃ । বেদবিক্রয়ণশ্চৈব স্মৃতিবিক্রয়ণস্তথা ॥ ১৫
ব্রতবিক্রয়ণশ্চৈব মদ্যবিক্রয়ণস্তথা । গায়কঃ সাদাকর্তারো ভিয়শ্চাত্রোপাভীষিনঃ ॥ ১৬
বেদনিন্দাপরাশ্চৈব বিপ্রনিন্দাপরাস্তথা । নিত্যং ব্রাজোপমেবী চ কৃতব্রতঃ কিতবস্তথা ॥ ১৭
সদাযানপরশ্চৈব দ্যুতমেবাপরাশ্রয়ণাঃ । মিথ্যাভিষাদিনশ্চৈব গ্রামারণ্যপ্রদাহকঃ ॥ ১৮
তথাভিকাম্যকশ্চৈব তথৈব ব্রমবিক্রয়ী । কৃষ্ণজিহ্মব্রতশ্চৈব শ্রাদ্ধে বর্জ্যঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৯
নিম্নশ্রীত পূর্নোদ্যুতশ্চৈব দিনেহস্তথা । নিম্নশ্রীতো ভবেদ্বিপ্রো লক্ষ্যচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২০
শ্রাদ্ধে ক্ষণন্ত কৰ্ত্তব্যঃ প্রশস্তশ্চৈতি মত্তমাঃ । নিম্নশ্রীতৈর্দ্বিজং শ্রাদ্ধং দৰ্ভপাণির্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২১
ভতঃ শ্রাদ্ধঃ সমুখায় কলাং কৰ্ম্ম সমাপ্য চ । শ্রাদ্ধং সমাচরেদ্বিহীন কালে কৃতপনঃ কৃতকৈ ২২
দিবসশ্রাদ্ধেভ্যে ভাগে যদা মন্দায়তে রবিঃ । স কালঃ কৃতপো নাম পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥ ২৩
অপগ্রাহুঃ পিতৃণাঙ্ক দত্তঃ কালঃ স্বয়মুবা । তৎকালং এব দাতব্যং কবাং তস্মাদ্ধি জ্যোতিষৈঃ ২৪
যৎকবাং দীয়তে বিপ্রৈরকালে মুনিনত্তমাঃ । ব্রাহ্মণঃ তচ্ছি বিষ্ণুরঃ পিতৃণাং নোপমপতি ২৫
কবাং দত্তং সারাদ্ধে ব্রাহ্মণঃ তদ্ববেদ্বিঃ । দাতা নরকমাপ্নোতি ভোজ্য চ মদ্যকং ব্রজে ২৬
ক্ষয়াহ্ম তিথির্বিপ্রা যদি খণ্ডতিনির্ভবেৎ । বাস্ত্যপরাহ্মিকায়াক্ত শ্রাদ্ধং কার্যং দিতানতা ২৭
ক্ষয়াহ্ম তিথির্বিপ্রা তু অপরাহ্মরে যদি । পূজা ক্ষয়ে তু কৰ্ত্তব্যং বৃদ্ধো কার্য্যো তথোত্তরা ২৮
যুহুর্ভুজিতয়ং পূর্নদিনে শ্রাদ্ধপরেহহনি । তিথিঃ সারাক্ষণী তত্র পরা কবাস্য বিপ্রতা ২৯
কেচিৎপূর্নদিনং শ্রাদ্ধমুহুর্ভুজিতয়ে মতি । নৈত্তমতঃ তি মর্ক্টেবাং কবাদামে যুনীষরাঃ ৩০
নিমন্তিতেযু বিপ্রেষু মিলিতেযু দ্বিজোত্তমাঃ । শ্রাদ্ধশ্চিৎপিতৃকাক্ষা তেভোহমুজ্ঞাং সমাচরেৎ
শ্রাদ্ধার্থং সমমুজ্ঞাতো বিপ্রান্ ভূয়ো নিমন্তয়েৎ । উভৌ চ বিপেদেবার্গঃ পিতৃর্গঃ ত্রীন্মথাবিদি
দেবতর্গক পিতৃর্গকৈক বা নিমন্তয়েৎ । শ্রাদ্ধার্থং সমমুজ্ঞাতো মণ্ডলং কারয়েদ্বদম্ ৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
৩৮

অক্ষয়াদিনয়োঃ যস্মৈ দ্বিতীয়াবাহনে স্মৃতা । অন্নদানে চতুর্থী স্মাচ্ছেয়াঃ সমুদ্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৯
আমাদ্য পাত্ৰাঃ দ্বিতয়ং দৰ্ভশাখাসমস্থিতম্ । ত্বংপাত্রে মেচয়েৎ তোরং শম্নোদেবীভূতা দ্বিতঃ
যবোহমীতি যবান্ক্ষিপ্ত্বা গন্ধপুষ্পৈঃ প্রপূজয়েৎ । আবাহয়েত্ততো দেবান্ধিথেদেবাস ইতৃচা ॥ ৪১

যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ দদাদদর্বাং সমাহিতঃ ॥ ৪২

গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সন্তুমাঃ । বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চয়েৎ ॥ ৪৩
দেবৈশ্চ সমনুজাতো যজ্ঞেৎ পিতৃগণাং স্তুত্বা । তিলসংযুক্তদর্ভৈশ্চ দদাৎ তেষাং তথাসনম্ ॥ ৪৪
পাত্ৰাণ্যামাদয়েন্নীনি অব্যর্থং পূৰ্ণবদ্বিজঃ । শম্নোদেবীভূতা ক্ষিপ্ত্বা তিলোহমীতি তিলং ক্ষিপেৎ
উগম্ব ইতৃচা বাহু পিতৃন্ বিপ্রঃ সমাহিতঃ । যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ দদাদদর্বাং পূৰ্ণবৎ ॥ ৪৬
গন্ধৈশ্চ পত্রপুষ্পৈশ্চ ধূপদীপৈশ্চ সন্তুমাঃ । বাসোবিভূষণৈশ্চৈব যথাবিভবমর্চয়েৎ ॥ ৪৭
ততোহন্নগ্রাসমাদায় স্তুত্বগুহ্যং বিচক্ষণঃ । অম্লোকরিষো ইতৃচা তেভ্যোহনুজাতং সমাহরেৎ
করৈব করবাণীতি বিশোক্ত্বা ব্রাহ্মণৈর্দ্বিজাঃ । কুরু ক্রিয়তাং কৃতি কুরু চেতাদৃতং দ্বিজাঃ ॥ ৪৯
ওপাগনান্নিষাধায় স্বগৃহোক্তবিধানতঃ । সোমায় পিতৃমতে স্বাহা নম ইতি চ সন্তুমাঃ ॥ ৫০
অগ্নয়ে কবাবাহনায় স্বাহা নম এব চ । স্বধাত্তেনাপি বা বিপ্রা জুহুয়াৎ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥ ৫১
আভ্যামেবাহতিভ্যাম্ পিতরভৃষ্টিমাপ্নুযুঃ । অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্ত পাণৌ হোমৌ বিধীয়তে
যথাচারং প্রকুর্লীত পানাবয়ৌ চ বা দ্বিজাঃ ॥ ৫৩

নষ্টাগ্নিদূরভাষাশ্চেৎ পার্শ্বণে সমুপস্থিতে । সন্ধারাগ্নিং ততঃ কার্য্যং কৃত্বা তং বিহজেৎ কৃতী
যদাগ্নিদূরগো বিপ্রাঃ পার্শ্বণে সমুপস্থিতে । অগ্নিগৃভিঃ কারয়েজ্জ্বাহ্বং সান্নিকৈর্বিধিবদ্বিজাঃ ॥
ক্ষরাহদিবমে প্রাপ্তে স্বস্ত্যাগ্নিদূরগো যদি । তদৈব জাতরস্তুত্র লৌকিকাগ্নিরিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৬
ওপাগনায়ৌ দূরেষু সমীপে জাতরি স্থিতে । যদায়ৌ জুহুয়াদ্যপি পাণৌ বা ন হি পাতকী ॥
ওপাগনায়ৌ দূরেষু কেচিদিচ্ছন্তি সন্তুমাঃ । পাণাবেব চ হোতবামিতি তন্ন সমঞ্জসম্ ॥ ৫৮
প্রাচীনাবীতিনা হোমঃ কার্য্যোহগ্নৌ দ্বিজসন্তুমাঃ । তচ্ছেবং বিশপাত্রেযু বিকিরেৎসংস্রমহরিম্
ভিক্ষার্ভোভিক্ষাশ্চ খাদৈশ্চ লেহৈর্বিপ্রান্ প্রপূজয়েৎ । অন্নভাগং ততঃ কুৰ্বাদ্ভয়ত্র সমাহিতঃ ॥
অগচ্ছত্ব মহাভাগা বিধেদেবা মহাবলাঃ । যে যত্র বিহিতাঃ ত্র্যাক্ষে সাবধানা ভবন্ত তে ॥ ৬১
ইতি সংপ্রার্থয়েদেবান্ যে দেবাস ঋচানু বৈ । তথা সংপ্রার্থয়েদ্বিত্বান্ যে চেতি ঋচা পিতৃন্
অমূর্তানং নমূর্তানং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্ । নমস্ত্যামি সদা তেষাং ধ্যায়িনাং যোগচক্ষুশাম্
এবং পিতৃন্ নমস্কৃত্বা নারায়ণপরায়ণঃ । দত্তং হবিশ্চ তৎ কৰ্ম্ম বিষ্ণবে চ সমর্পয়েৎ ॥ ৬৪
ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ গগ্নে ভূজীরন্ বাগৃযতা দ্বিজাঃ । হসতে রোদতে ঘোরং ব্রাহ্মণং তন্তবেদ্বিজিঃ
যথাচারং প্রদেয়ম্ অমুমাংসাদিকং তথা । পাকাদি ন প্রশংসেয়ং বাগৃযতা ধৃতভাজনাঃ ॥ ৬৬
যদি পাত্ৰং তাজ্যন্তে ব্রাহ্মণাঃ আক্ৰভোজিনঃ । ত্র্যাক্ষে হস্তা স বিজ্ঞেয়ৌ নরকায়োপপদাতে
ভূজানেযু চ বিশেষ্য চাক্ষোজা সংস্পৃশেদৃষদি । তদন্নমতাজন্ ভূত্বা গায়ত্রাষ্টশতং জপেৎ ॥ ৬৮
ভূজানেযু বিশেষ্য কৰ্ত্তা আত্মপরায়ণঃ । স্রবন্ নারায়ণং দেবমনন্তমপরাজিতম্ ॥ ৬৯
ব্রহ্মোক্তান্ বৈষ্ণবান্শৈব পৈতৃকাংশ্চ বিশেষতঃ । জপেচ্চ পৌরুষং সূক্তং নাচিকৈতত্রয়ং তথা
ত্রিমুখিহৃদগাংশ্চ পাবমানীর্ধজুঃষি চ । সান্নাক্ষপি তথোক্তানি বদেৎ পুণ্যকথাস্তুত্বা ॥ ৭১
ইতিহানপুৰাণানি বর্ণনানি চৈব হি । ভূজীরন্ ব্রাহ্মণা যাতঃ তাবদেব জপেৎ দ্বিজাঃ ॥ ৭২

বাক্যেষু চ ভূতেষু বিকিরেত্রিক্রিপেঃ তথা । শেষমন্তঃ বদেদৈব মনুষ্যজ্ঞানং বৈ জপেঃ ॥ ৬৩
 স্বয়ং পাদৌ প্রক্ষালা সমাগাচম্য পতিতাঃ । আচাভ্যেযু চ বিশ্রেযু পিতৃ-নিজাপয়েঃ তথা ॥
 স্বস্তিবাচনকং কুর্যাদক্ষযোদকমেব চ । দত্তা সমাহিতঃ কুর্যাদ্ কৃত্য গোত্রাভিবাদনম্ ॥ ৬৪
 অচানসিহা পাত্ত্ব স্বস্তি কুর্সতি যে দ্বিজাঃ । স্বয়ং পিতৃভেদেয়া ভবতুচ্ছিত্তোজিনঃ ॥ ৬৫
 দাতাভো নো বিবর্জিতামিত্যাদৈঃ অতিভাষিতৈঃ । অনীলাদোভবেভেভো নমস্কার পরেত্ততঃ
 দদ্যাচ্চ দক্ষিণাং শক্ত্যা তামূলং গন্ধমামৃতম্ । ত্যক্তপাত্রমধানীয় স্বকাক্ষ্যমুদীরয়েৎ ॥ ৬৬
 বাজেবাজে ইতি কচা পিতৃন্দেবানবিসর্জয়েৎ । ভোক্তা চ আকুক্ষ্মস্মাৎ কচা মৈথুন ভাজেৎ
 তথা স্বাধ্যায়মস্থানং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৭

অক্ষগচ্ছাত্ত্বৈব বিহীনশ্চ বনৈস্তথা । আমপ্রাক্ষ্ম কুর্সতি হোমো বা দ্বিকমজমতি ॥ ৬৮
 জ্বাভাবে দ্বিজভাবে অন্নমাত্রক পাচয়েৎ । পৈতৃকেণ তু যত্নেন হোম কুর্যাদ্বিচক্ষণঃ ॥ ৬৯
 অতানুদবাণুশ্চ শক্ত্যা দদ্যাৎ ত্বং গবাম্ । স্মারা চ বিধিবধিপাঃ কুর্যাদ্ ত্রিলতর্পণম্ ॥ ৭০
 অথবা বোদনং কুর্যাদ্ হৃষ্টৈর্বিজনে বনে । দরিদ্রোহহং মহাপাতি বদেদিত্তি বিচক্ষণঃ ॥ ৭১
 পরেহুঃ প্রাক্ষ্মযত্তো যো ন তর্পয়তে পিতৃন । তামূলং নাশমাপ্নোতি বজ্রতাতাৎ বিদতি ।
 প্রাক্ষ্ম কুর্সতি যে মর্ত্যাঃ প্রকাবেত্তো মুনীশ্বরাঃ । ন তস্মৈ সত্যভিভেদঃ সপ্রামোঃ নাপি কায়তে
 পিতৃন বজ্রতি যে প্রাক্ষ্ম তৈশ্চ বিষ্ণুঃ প্রপূজিতঃ ॥ ৭২

পিতরো দেবতানৈব গন্ধর্কস্পরমস্তথা । যক্ষাশ্চ সিদ্ধা মনুষ্যাঃ চরিরেব সনাতন ॥ ৭৩
 যেনেদমখিলং জাতং জগৎ স্বাবরজসমম্ । তস্মাভ্যোক্তা চ দাতা চ সপ্তং বিষ্ণুঃ সনাতন ॥ ৭৪
 বিপ্রা যদস্তি যত্রাস্তি দৃশ্যাদৃশ্যমেব চ । সর্কঃ বিকুমরঃ ক্ষেপঃ তস্মাদিহ বিদাতে ॥ ৭৫
 আবারভূতৌ বিধস্ত সর্কভূতাক্রকোহবারঃ । অনৌপম্যাত্ত্বাশ্চ ভগবান্ কামকবাক্তব ॥ ৭৬
 পরং ব্রহ্মাভিষেহো য এক এব জনার্দনঃ । কর্তা কারয়িতা চৈব স বৈ বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ॥ ৭৭
 ইত্যেব বো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ প্রাক্ষ্ম বিধিকৃতমঃ । কথিতঃ কুর্সতামেব পাশপাতিবিধিভিঃ ॥ ৭৮
 য ইদং পঠতে নিত্যং প্রাক্ষ্মকালে মুনীশ্বরাঃ । পিতরশ্চৈব ভূষাশ্চ সত্যভিচৈব বর্জিতৈঃ ॥ ৭৯

ইতি শ্রীহরিশ্রীমদৌষে পুরাণে প্রাক্ষ্মবিধিকথনং নাম ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

দ্বিধীনাং নির্ণয়ং বক্ষ্যে প্রাশস্তিত্ত্ববিধিং তথা । শৃণুস্ব সর্কধর্ম্মাণাং সিদ্ধির্থেন প্রজায়তে ॥ ১
 শ্রৌতশ্রাদ্ধবতঃ দানং যজ্ঞাক্তং কথং বৈদিকম্ । অনির্বোভাসু তিথিষু ন কিঞ্চিৎ কলতি দ্বিজাঃ
 একাদশ্যৈমৌ বর্জ্য পৌর্নমাসৌ চতুর্দশী । অমাবাস্যা দ্বিতীয়া চ উপবাস্যদ্বিতীয়া ॥ ২
 পরাবিকাঃ প্রশস্তাঃ সূর্য্য প্রাণাঃ পূষসামৃত্যঃ । আভিরথ্যাশ্চ ত্রিঘনোঃ প্রাণাঃ সূর্য্য পূর্নসংক্রান্তাঃ
 নাগবিক্রা চ বা বর্জ্য শিববিক্রা চ সন্তমৌ । দশম্যেকাদশীবিদ্ধা নোপোধ্যা স্তাৎ কলানন ॥ ৩
 চতুর্দশ পৌর্নমাসৌ সন্তমৌ পিতৃবান মন । পরাবিকাঃ একদাপো নংকারোপোপাদতে ॥ ৪

কৃৎপক্ষে পূর্ববিদ্ধামষ্টমীকং তু দ্বন্দ্বীম্ । প্রশস্তাং কেচিদাহস্ত তৃতীয়াং নবমীং তথা ॥ ৭
 ব্রতাদীনাম্ নক্ষত্রাং শুক্লপক্ষে বিশিষ্যতে । অপরাহুচ্চ পূর্বাঙ্কং গ্রাহং ত্রৈলোক্যং বিহুঃ ॥ ৮
 অসম্ভবে ব্রতাদীনাম্ যদি পূর্বাঙ্কিকী তিথিঃ । মুহূর্ত্তদ্বিতীয়ং গ্রাহং ভগবত্বাদিতে দ্রবৌ ॥ ৯
 ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা তিথির্নক্ষত্রভেদে সদা । উপোষিতব্যং নক্ষত্রং যেনাস্তং যাতি ভাস্করঃ ॥
 তিথিনক্ষত্রসংযোগবিহিতব্রতকর্ম্মণি । ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা ত্রৈলোক্যং বিফলং ভবেৎ ॥ ১১
 অশ্রিতাদিভেদো যা তু নক্ষত্রবাপিনী তিথিঃ । সৈব গ্রাহা মুনিশ্রেষ্ঠা নক্ষত্রবিহিতব্রতে ॥ ১২
 যদাঙ্গিরাজয়োর্বাপ্তং নক্ষত্রম্ দিনদ্বয়ে । তৎ পূর্ণাতিথিসংযুক্তং নক্ষত্রং গ্রাহমুচ্যতে ॥ ১৩
 অশ্রিতব্রতস্যে স্মৃত্যং নক্ষত্রম্ তিথির্বিদ্যি । যজ্ঞে পূর্বা প্রশস্তা স্মাদ্ভূকৌ কার্য্যো তথোত্তরা ॥ ১৪
 হামরুচিবিশুণ্ণা দেদুগ্রাহা পূর্বা তথা পরা । জ্যেষ্ঠাশ্চ মিশ্রিতা মূল্য রোহিণী বহিনঃসুতা ১৫
 মৈত্রেয়ঃ স মিশ্রিতা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রাদিবিদ্যাশিনী । ততঃ স্মৃতিথয়ঃ পূণ্যাক্ষয়ানুষ্ঠানতো দিবা ১৬
 রাত্রিভেদে ন নক্ষত্রম্ রাত্রিযোগো বিশিষ্যতে ॥ ১৭

তিথিনক্ষত্রসংযোগেণ যা পূণ্যো পটিকীর্জিতা । তস্মাৎ যদ্ব্রতং কার্য্যং সৈব কার্য্যো নিষ্ফলঃ
 ঐন্দোষবাপিনী গ্রাহা অবগম্যনীর্বতে । সূর্য্যানুগ্রহণং যাবৎ তাবদুগ্রাহা জপাদিষু ॥ ১৯
 সংক্রান্তিযু চ সপ্তাহ পূণ্যকালং নিগদ্যতে । স্নানদানজপাদীনাম্ কুর্কৃত্যশ্চ ফলম্ ॥ ২০
 তত্র কৰ্কটকে জ্যেষ্ঠা দক্ষিণায়নসংক্রমঃ । পূর্ণাতো ষটিকাশ্চিংশং পূণ্যকালঃ বিহুবুধাঃ ॥ ২১
 ব্রহ্মভেদে রুচিকে চৈব মিংহে কুন্তে তথৈব চ । পূর্কমষ্টমুহূর্ত্তম্ গ্রাহং স্নানজপাদিষু ॥ ২২
 তুলাগ্রাশ্রব মেঘে চ পূর্ণাতঃ পরতঃ স্থিতাঃ । জ্যেষ্ঠা দশৈব ষটিকা দত্তশ্চাক্ষরকারিকাঃ ২৩
 কন্যায়াং মিশ্রেনৈ চৈব মৌনে ধনুর্বি চ বিজ্ঞাঃ । ষটিকা ষোড়শ জ্যেষ্ঠাঃ পরতঃ পূণ্যদাম্বিকাঃ ॥
 মাকরং সংক্রমং গ্রাহকুন্তরায়নসংক্রমম্ । পরাশ্চ ত্রিংশদৃষটিকাশ্চত্বারিংশচ্চ পূর্ণাতঃ ॥ ২৫
 আনিতাশ্রোতকিরণৌ গ্রন্থাবস্তং গতো যদি । দৃষ্টো ভূজীত বিপ্রেক্ষাঃ পরেহাঃ শুক্লমণ্ডলম্ ২৬
 দৃষ্টোচ্ছ্রা মিনীবাণী নষ্টোচ্ছ্রা কুহুঃ স্মৃতা । অমাবস্তা দিবা প্রোক্তা বিপ্রেক্ষকালিঙ্গা তিঃ ॥ ২৭
 মিনীবাণী দ্বিপ্রেক্ষগ্রাহা মাঘিকৈঃ আদ্বকর্ম্মণি । কুহুঃ শূদ্রৈস্তথা দ্বীতিরপি চানয়িকৈস্তথা ২৮
 অপরাহুদ্রবাপিনীমাবাস্তা তিথির্বিদ্যি । ক্ষয়ে পূর্বা তথা কার্য্যো বৃদ্ধো কার্য্যো তথা পরা ২৯
 অমাবাস্তা ঐতীতা চেমধ্যাহ্নাং পরতো যদি । ভূতবিদ্বতি বিখ্যাতা মন্ডিঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ
 অতান্তক্ষরণক্ষে তু পরেহানীপরাহুগা । তত্র গ্রাহা মিনীবাণী মায়াহুবাণিনী তিথিঃ ॥ ৩১
 অশ্রাচীনক্ষয়ে চৈব মায়াহুবাণিনী তথা । মিনীবাণী পরা গ্রাহা নক্ষত্রা আদ্বকর্ম্মণি ৩২
 অতান্ততিথিঃকৌ তু ভূতবিদ্বাং পরিভাজেৎ । গ্রাহা স্মাদপরাহুগা কুহুঃ পৈতৃককর্ম্মণি ৩৩
 তথাক্ষাচীনহুগা তু সংতাক্ষ্যা ভূতসংস্থিতা । পরেহাবিষুশ্রেষ্ঠৈঃ কুহুগ্রাহাপরাহুগা ৩৪
 মন্যাহুবিভয়ে প্রোক্তা অমাবাস্তা তিথির্বিদ্যি । তত্রোচ্ছ্রা চ সংগ্রাহা পূর্বা বাপ্যথবা পরা ৩৫
 অশ্রাবানং অবক্ষ্যামি মতং সম্পূর্ণপূর্ণনি । প্রতিপদিত্বসে কুর্বাদুবাগং মুনিমন্তমাঃ ৩৬
 পূর্ণনৌ যন্ততুর্থাংশ আদ্যাঃ প্রতিপদিত্বসঃ । বাগকালঃ পরিচ্ছেদঃ প্রাতরুত্তো মনীষিভিঃ ৩৭
 মন্যাহুবিভয়ে স্মৃত্যামমাবাস্তা চ পূর্ব্বিমা । পরেহায়েব বিপ্রেক্ষাঃ সদাঃ কালো বিধীয়তে ৩৮
 পূর্ণবয়ে পরেহাঃ স্মাৎ সঙ্গমাং পরতো যদি । নদাঃ কালঃ পরেহাঃ স্মাজ্জ্যেষ্ঠমৈব তিথিক্ষয়ে
 মসৌবেকাদশী গ্রাহা দশমীপরিবর্জিতা । দশমীসংসূতা হন্তি পূণ্যং জন্মজন্মার্জিতম্ ৪০

একাদশী কলামাত্রা দাদশ্যাক্ত প্রতীয়তে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি চেৎ সা পরা সূতা ॥ ৪১
 সম্পূর্ণেকাদশী শুদ্ধা দাদশ্যাক্ত প্রতীয়তে । ত্রয়োদশীক রাত্র্যাক্ত তত্র বক্ষ্যামি সূতাতঃ ॥ ৪২
 পূর্ণা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্মাদ্গৃহস্থরা যতিভিঃ সূতা । গৃহস্থা বৃদ্ধিমিচ্ছন্তিষতো মোক্ষং যতীষরাঃ ॥ ৪৩
 দাদশ্যাক্ত কলামাত্রা মদ্যলভ্যাক্ত পারণম্ । তদানীং দশমীবিদ্ধাপ্যপোমৈকাদশী তিথিঃ ॥ ৪৪
 শুক্রে বা যদি বা কুকে ভবেদেকাদশীরমম্ । গৃহস্থানাং পুস্তোক্তা যতীনাংমুস্তরা সূতা ॥ ৪৫
 দাদশ্যাক্ত বিদ্যাতে কিঞ্চিদশমী সংসূতা যদি । দিনক্রেয়ে দ্বিতীয়ৈব মর্ক্সৈবাং পরিকীর্তিতা ॥ ৪৬
 বিদ্ধাপ্যেকাদশী গ্রাহ্য পরতো দাদশী ন চেৎ । অবিক্রাপি নিষিক্রৈব পরতো দাদশী যদি ॥ ৪৭
 একাদশী দাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী । তত্র ক্ষতশতং পুণ্যং ত্রয়োদশ্যাক্ত পারণম্ ॥ ৪৮
 একাদশী কলামাত্রা বিদ্যাতে দাদশীদিনে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যাক্ত নাস্তি বা বিদ্যাতেহনবা ॥ ৪৯
 বিদ্ধাপ্যেকাদশী তত্র পূর্ণা স্মাদ্গৃহিণাক্তরা । যতিভিশ্চোত্তরা গ্রাহ্য অবীরাতিস্তথৈব চ ॥ ৫০
 সম্পূর্ণেকাদশী শুদ্ধা দাদশ্যাক্ত নাস্তি কিমন । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যাক্ত নাস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥ ৫১
 পূর্ণা গৃহস্থৈঃ কার্য্যা স্মাদ্গৃহস্থরা যতিভিশ্চিথিঃ । উপোষ্যাব দ্বিতীয়ানি কেচিদাহন্ত ভক্তিতঃ
 একাদশী যদা বিদ্ধা দাদশ্যাক্ত ন প্রতীয়তে । দাদশী চ ত্রয়োদশ্যামস্তি তত্র কথং ভবেৎ ॥ ৫২
 উপোষ্যা দাদশী শুদ্ধা মর্ক্সৈরৈব ন সংশয়ঃ । কেচিদাহন্ত পূর্ণা তু তমতঃ স্বমমজমম ॥ ৫৩
 সংক্রান্তো রবিবারে চ গ্রামে চ গ্রহয়োস্তথা । পারণকোপবাগম্য ন কুর্যাৎপুত্রবান্ গৃহী ॥ ৫৪
 অর্কেহহি পর্ক্সরাত্রৌ চ চতুর্দশ্যষ্টমী দিবা । একাদশ্যামহোরাত্রা ভূত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫৫
 আদিত্যগ্রচণে গ্রান্তে পূর্ক্সমামচতুষ্টয়ে । ন কুর্যাভৌজনঃ বিদ্বান্ কুর্যাচ্চৈত্র্য মভৌজনম ॥ ৫৬
 চক্ষুশ্চ গ্রহণে গ্রান্তে পূর্ক্সমামত্রয়ে তথা । নাদ্যাহ্নৈ যদি ভূজীত সুরাপানমম স্মৃতম্ ॥ ৫৭
 আদিত্যর্কীতকিরণৌ গ্রস্তাবস্তুং গন্তৌ যদি । দৃষ্টা গ্রাহী চ ভূজীত পরেহাঃ শুক্লমমমম ॥ ৫৮
 অগ্ন্যাবানেষ্টিমধ্যে তু গ্রহণে চন্দ্রসুধ্যয়োঃ । প্রায়শ্চিত্তং মনিষেষ্ঠাঃ কথং কুর্যন্তি যাজ্ঞিকাঃ ॥ ৫৯
 চক্ষোপরাগে জুহ্বাদশমৈ মোম ইত্যাচা । আপ্যাক্তং বচা চৈব মোমবাস্ত ইতি দ্বিজাঃ ॥ ৬০
 সুর্যোপরাগে জুহ্বাদাদিত্য জাতদেবমম । আগাদ্য নোদ্রয়কৈব ত্রয়ো মজা উদাহৃত্যঃ ॥ ৬১
 এবং তিথিঃ বিনিশ্চিতা স্মৃতিমার্গেণ পণ্ডিতঃ । যঃ কুরোতি ব্রতাদীনি তস্মৈ স্মাদক্ষয়ঃ কলমুখ্য ॥ ৬২
 বেদপ্রবাহিতো বর্ষো বর্ষৈশ্চুযাতি কেশবঃ । তস্মাক্ষয়পরা যান্তি তদ্রিকোঃ পরমঃ পদম্ ॥ ৬৩
 যে বর্ষান্ কর্তুমিচ্ছতি তে বৈ বিদুষ্বরূপিণঃ । তস্মাক্ষয়ঃ ভবত্যাধিঃ কদাচিৎকৈব বাৎসেভেৎ ॥ ৬৪

ইতি শ্রীহরনারদীয়ে পুরাণে তিথিনির্ণয়ো নাম সপ্তবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূ. ৩৮।

প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ বন্ধো শূদ্রস্য সূম্নাহিতাঃ । প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ সর্গকর্ষকল লভে ॥ ১
 প্রায়শ্চিত্তবিধীনৈস্ত্বৎ কৰ্ম্ম ক্রিয়তে দ্বিজাঃ । তৎসর্গ নিফলং যতি ন লভতে ক্রিয়াফলম্ ॥ ২
 কামক্ৰোধবিধীনৈস্ত্বৎ সর্গশাস্ত্রবিধারদৈঃ । বিপ্রস্ত্বৎ বর্ষঃ প্রত্যাঃ সর্গকর্ষকলিঙ্গভিঃ ॥ ৩
 প্রায়শ্চিত্তানি চৌর্ণানি নারায়ণপরাশুথৈঃ । ন নিপুণত্বি বিপ্রেষ্টাঃ সূরাভাণ্ডমিবাপগাঃ ॥ ৪
 ব্রহ্মহা চ সূরাণী চ স্তেয়ী চ গুরুতরগঃ । মহাপাতকিনস্তেতে তৎসং যোগী চ পণ্ডিতঃ ॥ ৫
 যন্তু সংবৎসরঃ যাবচ্চরনাশনভোজনৈঃ । সৎবৎসরং সততং বিদ্যাং পঠিত্ব সর্গকর্ষকম্ ॥ ৬
 অজানাদ্ভ্রাক্ষণং হৃদা চৌর্ণানি জটী ভবেৎ । তস্মৈব হতবিপ্রস্ত্বৎ কপালমভিধারয়েৎ ॥ ৭
 তদভাবে যুনিশ্রেষ্ঠাঃ কপালপাশমেব বা । তদভাবে ক্ষতদণ্ডে তু হৃদা বনচরো ভবেৎ ॥ ৮
 বন্যাহারো ভবেন্নিত্যমেকাহারো মিডাশনঃ । সম্যক্ সন্ধ্যামুপাসীত ত্রিকালং স্নানমাত্রয়েৎ ।
 অধায়নাপানাদৌ বর্জয়েৎ সংস্রবং হরিম্ । ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং গন্ধমালাদি বর্জয়েৎ ॥ ১০
 তীর্থাগ্ন্যুৎসবমৈচ্চৈব পুণ্যতীর্থাশ্রমাণি চ । যদি বশৈর্ন জীবেত গ্রামে ভিক্ষাং সমাত্রয়েৎ ॥ ১১
 শরাবপাত্তধারী স্তাদ্ভারহো বিকৃতঃ পরঃ । বদেচ্চ ব্রহ্মহাস্মীতি সপ্তাগারানি পর্যাটোৎ ॥ ১২
 চাতুর্দর্শ্যে বা ভিক্ষাং ত্রিবর্ষেথবা চরেৎ । মিষ্টামিষ্টাবিবেকেন এককালন্ত ভোজয়েৎ ॥ ১৩
 দ্বাদশাদং ব্রতং কুর্যাদেবং হরিপরায়ণঃ । ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নোতি কৰ্ম্মার্থশ্চৈব জায়তে ॥ ১৪
 ব্রতমথো যুগৈর্বাপি রোগৈর্বাপি নিসৃদিতঃ । গৌনিমিত্তং দ্বিজার্থক প্রাণায়াপি পরিতাজেৎ ॥
 যদা দদাদ্বিজ্ঞানং গম্যমুত্তমম্ । তেৎসমুত্তমং কৃদা ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নয়াৎ ॥ ১৬
 দীক্ষিতঃ ক্ষত্রিয়ঃ হৃদা চরেদ্ ব্রহ্মহণো ব্রতম্ । অগ্নিপ্রবেশনং বাপি অক্লেশপতনং তথা ।

দীক্ষিতঃ ব্রাহ্মণঃ হৃদা দ্বিগুণং ব্রতমাত্রয়েৎ ॥ ১৭

আচার্যাদিবধে চৈব ব্রতমুক্তং চতুর্গুণম্ । হৃদা তু বিপ্রমাত্রন্ত চরেৎ সংবৎসরং ব্রতম্ ॥ ১৮
 এবং বিপ্রস্ত্বৎ কথিতঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্দ্বিজাঃ । দ্বিগুণং ক্ষত্রিয়স্তোত্রং ত্রিগুণন্ত বিশঃ স্মৃতম্ ॥ ১৯
 ব্রাহ্মণং হস্তি বঃ শূদ্রস্তং মূনলাং বিদ্ববৃথাঃ । ব্রাহ্মণে শিক্ষা কৰ্ত্তব্য ইতি শাস্ত্রে নিশ্চিতম্ ॥
 ব্রাহ্মণীনাং বধেৎপার্কঃ পাদস্ত কঙ্ককাবধে । হৃদা তু পুনীতা স্ত তথা পাদব্রতং চরেৎ ॥ ২১
 হৃদা তু ক্ষত্রিয়ঃ বিপ্রঃ ষড়্ভুজং কচ্ছমাচরেৎ । সংবৎসরং বৈশ্যঃ হৃদা শূদ্রঃ সংবৎসরম্ ॥ ২২
 দীক্ষিতস্ত্রিঃ হৃদা ব্রাহ্মণীকাষ্টং সংবৎসরম্ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কৃদা শুদ্ধো ভবতি নিশ্চিতম্ ॥ ২৩
 প্রায়শ্চিত্তবিধানস্ত্বৎ সর্গস্ত্বৎ যুনিমত্তমাঃ । ব্রহ্মতুরস্রীবালানামর্কমুক্তং মনীষিভিঃ ॥ ২৪
 গোড়ী মাংসী চ বিজ্ঞেয়া নৈশ্চী চ ত্রিবিধা সূরা । চাতুর্দর্শ্যরপেয়া স্তাতথা ত্রীভিঃ পণ্ডিতাঃ
 কীরং ঘৃতং বা গোমূত্রমেতেৎসমুত্তমং দ্বিজাঃ । স্তাতদ্রীসী নিয়তো নারায়ণমমুস্রবন্ ॥ ২৬
 পদাগ্নিসম্নিতং কৃদা পিবেচ্চ কুড়পং শুভং । তৎ তু লৌহেন পাত্রেণ চাধসেনাথবা পিবেৎ ॥ ২৭
 তাদ্রিগে বাথ পাত্রেণ তৎসীতা মরণং ব্রহ্মহণ্যঃ । সূরাণী শুদ্ধিমাপ্নোতি নানুথা ২৮
 অজানজলবুদ্ধা তু সূরাঃ পীড়া দ্বিজস্তরেৎ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং সম্যক্ তচ্চিহ্নপরিবর্জিতম্ ॥ ২৯
 দি রোগনিঃসৃত্যমৌষধাঃ সূরা পিবেৎ । ততোপনায়নং ভূরস্তুথা চান্দ্রায়ণধরম্ ॥ ৩০

সুরানঃ সৃষ্টমব্রতং সুরাভাণোদকং তথা । সুরাপানসমঃ প্রাপ্তস্তথা চান্দ্রশ্চ ভক্ষণম্ ॥ ৩১
 ভালক পানসংযোয স্বাক্ষং বর্জ্যমসম্ভবম্ । মাধুকং শৈলমাষিষ্টং মৈত্রেয়ং নারিকেলজম্ ॥ ৩২
 গৌড়ী মাধ্বী সুরা মদামেবমেকাদশং শ্রুতম্ । এতেষশ্চতমঃ বিপ্রো ন পিবেষৈ কদাচন ॥ ৩৩
 এতেষশ্চতমঃ যন্ত পিবেদজ্ঞানতো দ্বিজঃ । ততোপনায়নং ভূয়ন্তুশ্চক্ৰুঃ চরেন তথা ॥ ৩৪
 সমক্ষং বা পরোক্ষং বা বলাচৌর্ধ্বোণ বা তথা । পরশ্বানামুপাদানং স্তেয়মিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
 সূবর্ণশ্চ প্রমাণক মদাদৈঃ পরিভাষিতম্ । বক্ষ্যে শৃণুস্বঃ বিপ্রেক্ষাঃ প্রারম্ভিতোক্তিসাধনম্ ॥ ৩৬
 গবাক্ষগভমার্জিত-রশ্মিমধ্যে প্রদৃশ্যতে । ত্রসরেণুপ্রমাণক রজ ইত্যাচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩৭
 ত্রসরেণুশ্চকং নিকন্তুত্রয়ং রাজসর্ষপঃ । গোমর্ষপং তল্লবকু তৎসট্টকং যব উচ্যতে ॥ ৩৮
 যবত্রয়ং কৃকলঃ স্ত্রীশ্বাষঃ স্ত্রীঃ তন্ত পঞ্চকম্ । মাষযোড়শমানস্ত সূবর্ণমিতি কথ্যতে ॥ ৩৯
 কুড়া ব্রহ্মস্বমজ্ঞানাদাদশাদক পূর্ববৎ । কপালকাজহীনস্ত ব্রহ্মহত্যারিত চরেন ॥ ৪০
 শুক্লাং বজ্রকর্তৃণাং বশিষ্ঠানার তথৈব চ । প্রোক্তির্যাণাং বিজানাতু কুড়া হেম কথং ভবেৎ ॥
 কুড়ানুতাপো দেহক সম্পূর্ণং লেপয়েদ্ব্যভিঃ । কারীষচ্ছানিতো দধুঃ স্তেয়পাপাঘ্নিমুচ্যতে ॥ ৪২
 ব্রহ্মস্বং ক্ষত্রিয়ো কুড়া অশ্বমেধেন শুধ্যতি । অগ্নিতুল্যাসূবর্ণ বা দহা বা গোশতত্রয়ম্ ॥ ৪৩
 ব্রহ্মস্বং যন্ত কুড়া চ পশ্চাত্তাপমবাশা চ । পুনর্দদাতি তদৈব প্রারম্ভিতবিধিঃ কথম্ ॥ ৪৪
 তত্র সাত্তপনং কুড়া ষাদশাহোপবাসতঃ । শুদ্ধিমাশ্নোতি বিপ্রেক্ষা অথবা পতিতো ভবেৎ ॥ ৪৫
 রত্নাসনমমুখ্যাত্মীভূমিলেখাদিকৈশ্চ চ । সূবর্ণসদৃশেবেব প্রারম্ভিতাক্ষমুচ্যতে ॥ ৪৬
 ত্রসরেণুসমং হেম কুড়া কুর্য্যাসং সমাহিতঃ । প্রাণারামত্রয়ং কুর্য্যাসং তেন শুধ্যতি সত্তমাত্মা ।

প্রাণারামত্রয়ং কুড়া কুড়া নিকপ্রমাণকম্ ॥ ৪৭

প্রাণারামিষ্ঠ চত্বারো রাজসর্ষপমাত্রকে । গোমর্ষপপ্রমাণক কুড়া হেম বিচক্ষণাঃ ।

স্বাদা চ বিধিবৎ কুর্যাদ্ গরিলাষ্টমহাস্রকম্ ॥ ৪৮

যবমাত্রসূবর্ণস্ত স্তেয়ে তৈকৌ জপেদ্বিজাঃ । আশ্বাসঃ প্রাতঃসারভা গায়ত্রীঃ বেদমাতরম্ ॥ ৪৯

• হেমঃ কৃকলমানস্ত কুড়া সাত্তপনং চরেন ॥ ৫০

মাষপ্রমাণহেমস্ত প্রারম্ভিতক কথ্যতে । গোমত্ৰপঞ্চযবভূগ্ দেবার্চনপরায়ণঃ ।

মানত্রয়েণ শুক্লঃ স্ত্রীনারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৫১

কিঞ্চিন্নূনসূবর্ণশ্চ স্তেয়ে মুনিবরোত্তমাঃ । গোমুত্ৰপঞ্চযবভূগদেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ৫২

সম্পূর্ণশ্চ সূবর্ণশ্চ স্তেয়ং কুড়া মুনীশ্বরাঃ । ব্রহ্মহত্যারিত কুর্যাদ্ ষাদশাদান্ সমাহিতঃ ॥ ৫৩

সূবর্ণমানান্নানে তু রজতস্তেয়কর্মণি । কুর্য্যাসং সাত্তপনং কুর্যাদনুধা পতিতো ভবেৎ ॥ ৫৪

দশনিকান্তপর্ষ্যাত্তমর্জিনিকচতুষ্টয়ান্ । কুড়া চৈত্রজতং বিদান্ কুর্য্যাচ্ছাত্রায়ণঃ বিজাঃ ॥ ৫৫

দশাদিশতনিকান্তরজতস্তেয়কর্মণি । চাক্ষায়ণত্রয়ং প্রোক্তং তৎপাপপরিশোধকম্ ॥ ৫৬

শতাদিকং মহাস্রাভং প্রোক্তং চাক্ষায়ণত্রয়ম্ । সহস্রাদিকস্তেয়ে ব্রহ্মহত্যারিতং চরেন ॥ ৫৭

কাংস্তপিতুলমুখোযু অরক্ষাস্তে তথৈব চ । সহস্রানিকমানে তু পারক্যং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৫৮

প্রারম্ভিতক রত্নানাং স্তেয়ে রজতবৎ শ্রুতম্ ॥ ৫৯

শুক্লভগ্নগতানাক প্রারম্ভিত প্রবক্ষ্যতে । অজ্ঞানান্ মাতরঃ পত্নী ভাসপত্নীমদাপি বা ।

স্বয়মেব স্বমুকুত জিহ্বাং পাপমুদাহরন ॥ ৬০

হস্তে গৃহীত্বা মুকুটং গচ্ছেদৈ নৈকাতীং দিশম্ । গচ্ছন্তঃ সার্বমংসতঃ কদাচিত্ত্ব নিবারয়েৎ ॥ ৬১
 অপক্কম্ পৃষ্ঠতো গচ্ছেৎ স্রাবাতঃ যঃ স শুধ্যতি । মক্শপতনং বাপি কুর্যাদপাপমুদাহরন ॥ ৬২
 সর্বগৌতমবর্ণীশ্লোগমনে হবিজানতঃ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ দ্বাদশাব্দং সমাহিতঃ ॥ ৬৩
 অমতাভ্যামতো গচ্ছেৎ সর্বগৌতমাক বা । কারীষবহিনী দক্ষঃ শুদ্ধিং ষাতি বিজোতমাঃ ॥
 রেতঃসেকপূৰ্ণমেব নিবৃত্তো যদি মাতরি । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্রেতঃসেকেন্নিদিহনম্ ॥ ৬৫
 সর্বগৌতমবর্ণীশ্লু নিবৃত্তো বীৰ্য্যমেচনাৎ । ব্রহ্মহত্যাব্রতং তত্র বড়কং কৃচ্ছুমাচরেৎ ॥ ৬৬
 ক্ষত্রিয়াঃ পিতৃভার্য্যাক গহা বিপ্রঃ স কৃশ্মনে । ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ভবাকাম বিকৃতং পরঃ ॥ ৬৭
 বৈশ্যাদিঃ পিতৃপত্ন্যাক বড়কং কৃচ্ছুমাচরেৎ । গহা শূদ্রাঃ তুরোভার্য্যাক ত্রিরকং ব্রতমাচরেৎ ॥

মাতৃস্বমারক পিতৃস্বনারমাচাধাভার্য্যামথ মাতুলানীষ ।

পুত্রীক গচ্ছেদৃষদি কামতো যঃ ব্রহ্মাং যদি ব্রাহ্মণঘাতকঃ সঃ ॥ ৬৯

দিনবরে ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদৃষথাবিধি । একশ্মিন্নেব সেকে তু বহুবারে ত্রিবর্ষকম্ ॥ ৭০
 একবারং গতং ব্রহ্মহত্যং কৃত্বা বিশুধ্যতি । দিনবরে গতে বহুদক্ষঃ শুধোত নাক্ষথা ॥ ৭১
 চালালী পুত্রনীপৈব স্রাবাক ভগিনী তথা । মিত্রস্ত্রিয়ঃ শিষ্যপত্নী যন্তু বৈ কামতো ব্রজেৎ ৭১
 ব্রহ্মহত্যাব্রতং কুর্যাদ্ বড়কং মুনিমত্তমাঃ । অকামতো ব্রজেদৃষন্ত ত্রিরকং কৃচ্ছুমাচরেৎ ॥ ৭৩
 মচাপাতকিসংসর্গে প্রারম্ভিত্ত্ব কথ্যতে । প্রারম্ভিত্ত্বিগুণাক্রা সর্ষকশ্রফলং ভভেৎ ॥ ৭৪
 যন্তু যেন ভবেৎ সন্তো ব্রহ্মহাদিচতুষ্পি । তত্তদব্রতন্ত নিরুতী শুদ্ধিমাশ্রোতাসং শরম্ ॥ ৭৫
 অজ্ঞানাপদপ্রাপ্তস্ত মঙ্গমেতিঃ করোতি যঃ । কারব্রতং চরেৎ সমাদৃত্যথা পতিতো ভবেৎ ॥ ৭৬
 দ্বাদশব্রাত্মসংসর্গে মহাসান্তপনং শ্রুতম্ । সঙ্গং কুর্দাদ্ধামাসে তু উপবাসাদ্ দশাচরেৎ ॥ ৭৭
 পরাকং মামসংসর্গে চাচ্ছং মামব্রতং শ্রুতম্ । কৃত্বা বধ্যামসন্ত কুর্যাদ্ভাজ্যগণত্রয়ম্ ॥ ৭৮
 কিঞ্চিৎকালান্নসঙ্গে তু বধ্যামং ব্রতমাচরেৎ । অশ্রু বিজিগ্ধং প্রোক্তং জ্ঞানাসংসঙ্গে বধ্যক্রমম্ ৭৯
 মধুকং মকুলং কাকং বরাহং মুষিকং তথা । মার্জারাজাবিকং বানং হস্তা বৈ কুকুটং তথা ॥

কৃচ্ছাদ্ধামাচরেদ্বিপ্রাশ্নিকৃচ্ছুমবহা চরেৎ ॥ ৮০

তদুকৃচ্ছং ক রিষথে পরাকং গোবথে শ্রুতম্ । কামতো গোবথে নৈব শুদ্ধির্দৃষ্টী মনোযিতিঃ ॥ ৮১
 যানশয্যামনাদ্যোষু পুষ্পমূলফলেষু চ । ভক্ষ্যভোজ্যাপহারেষু পঞ্চমব্যং বিশোধনম্ ॥ ৮২
 শুককাষ্ঠতৃণানাক ক্রমাণাক শুড়শ্চ চ । তদ্বভক্ষ্যামিষাণাক ত্রিষাচ্ছং স্রাবতোজনম্ ॥ ৮৩
 টিটিভং চক্রবাকং হংসকারণং তথা । উলুকং সারঙ্গকৈব কপোভং জামপাদকম্ ॥ ৮৪
 কুকবাকুং বলাকং শিশুমারক কচ্ছপম্ । এভেবন্ততমং হস্তা দ্বাদশাহবতোজনম্ ॥ ৮৫
 প্রাজাপত্যাব্রতং কুর্যাদ্রেতোবিগ্নুত্রতোজনে । চাক্ষারগত্রয়ং প্রোক্তং শূদ্রোচ্ছিষ্টেভ্য ভোজনে ৮৬
 ব্রজশ্রলাক চতালং মহাপাতকিনং তথা । শ্রুতিকং পতিভকৈব উচ্ছিষ্টেবজকাদিকম্ ॥ ৮৭
 স্পৃষ্টা মচেলং স্রাবীত যুতশ্চ প্রশনং তথা । গারজীক বিকৃতাক্রা জপেদষ্টশতং তথা ॥ ৮৮
 এভেবন্ততমং স্পৃষ্টা অজ্ঞানাদৃষদি ভোজয়েৎ । ত্রিষাচ্ছোপোষিতঃ শুদ্ধেৎপঞ্চমব্যাস্ত প্রশনাৎ ৮৯
 দানস্নানজপাদীনাং ভোজনাস্বরয়োস্তথা । মথো শৃণোতি যদোষাং শব্দং কুর্যাদ্ধকথং বিজাঃ
 উষমেভুজমন্ত্রক স্রাবা চোপবসেৎ তথা । দ্বিতীয়েহহি যুতং প্রাক শুদ্ধিমাশ্রোতি পতিতাঃ ৯১
 ব্রতাদিমথো শূদ্রাদিষদোষাং মুনিমত্তমাঃ । অষ্টোত্তরমহন্ত জপেই বেদমাতরম্ ৯২

পাপানামধিকং পাপং হি জদৈবতনিম্ননম্ । ন দৃষ্টো নিম্নতিস্তেষাং সৰ্গশাস্ত্রেণ সত্তমাঃ ॥ ১৩
 মহাপাতকভূজানি যানি প্রোক্তানি হ্রিভিঃ । প্রারক্ষিত্ত্ব সৰ্গেণামেবং কুৰ্বাদ্যথাবিধি ১৪
 প্রারক্ষিত্ত্বানি সঙ্ঘ্যারারারণপরারণঃ । তস্ম পাপানি নশ্চান্তি হ্রগ্ধা পতিতো ভবেৎ ॥ ১৫
 যন্ত রাণাদিনির্মুক্তো যোহনৃতাপসমবিত্তঃ । সৰ্গভূতদয়াগুক্তো বিকুশ্লরণতৎপরঃ ॥ ১৬
 মহাপাতকগুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্গপাতকৈঃ । সৰ্গৈঃ প্রমুচ্যাতে সদো যতো বিকুঃ পরং তপা
 নারায়ণমনাদান্তঃ বিখ্যাকারমনাময়ম্ । যন্ত সংস্রতে নিতাং সৰ্গপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥ ১৮
 শ্রুতো বা পুজিতো বাপি ধাতো বা নমিতোহপি বা । নাশয়তোব পাপানি বিকুরেবগনাতনঃ
 সম্পর্কাদ্যদি বা যোহাদৃষন্ত পূজয়তে হরিম্ । সৰ্গপাপবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ১০০
 সঙ্ঘ্যাসংস্রণাবিকোর্বশ্চ ক্রেশময়ঃ । স্বর্গাদিতোপ্রাপ্তিস্ত তস্ম বিপ্রোহনুমীষতে ॥ ১০১
 মানুবাঃ দুর্লভাঃ তস্য প্রাপ্যতে যৈর্মুনীষরাঃ । তত্রাপি হ্রিততিস্ত দুর্লভা পরিকীৰ্তিতা ॥ ১০২
 তস্মাদ্ভিন্নতালোলং বাবুবাং প্রাপ্য দুর্লভম্ । হরিং সংপূজয়েন্তুত্যা পশুপাশবিমোচকম্ ১০৩
 সৰ্গান্তরায়া নশ্চান্তি মনঃশুদ্ধিঞ্চ জায়তে । পরং যোক্ষং লভেচ্চৈব পূজ্যমানে জনাৰ্দ্দিনে ॥ ১০৪
 স্বর্গার্ধকামমোক্ষাধাঃ পুরুষাৰ্থাঃ সনাতনাঃ । হ্রিপূজাপরাণাস্ত সিগান্তি নাজ সংশয়ঃ ॥ ১০৫
 সংসারেহশ্বিনুহহাষোরে যোহনিদ্রাসমাকুলে । যে হরিং শরণং যান্তি কৃতার্থাস্তে ন সংশয়ঃ ॥
 পূজয়ন্তুহক্ষেত্রে ধনধান্তবিমোহিনীম্ । লঙ্কেমাং মানুবাঃ বৃষ্টিং রে রে দর্পন্ত মা কৃথাঃ ১০৭
 সন্তজা কামং ক্রোকশ্চ লোভং মোহং মদং ভবা । পরাপবাদং নিন্দাঞ্চ বজ্রধ্বং ভক্তিভোহরিম্
 ব্যাপারাব্ সকলাংস্তাক্রা পূজয়ন্তু জনাৰ্দ্দিনম্ । নিকটো এব দৃশ্যতে কৃতান্তনসরাভ্রমাঃ ॥ ১০৯
 যাবন্নায়ান্তি শরণং যাবন্নায়ান্তি বৈ জরা । যাবন্নেত্রিরবৈকল্যং তাবদেবার্জ্যৈরেকরিম্ ॥ ১১০
 ধীমান্ ন কুৰ্ব্যাধিধাসং শরীরেহশ্বিনুখাষতে । নিতাং নগ্রিহিতো মৃত্যুঃ সম্পন্নতান্তুচক্ৰলা ১১১
 আনন্দমরণো দেহস্তমাদর্পং নিবেশয় । সংযোগা বিপ্রযোগান্তাঃ সৰ্গেণ ক্ষণভঙ্গুরম্ ॥ ১১২
 এতজ্জাতা মহাভাগাঃ পূজয়ন্তু জনাৰ্দ্দিনম্ । আত্মসাম্প্রদেব মোক্ষমন্তান্তুদুর্লভম্ ॥ ১১৩
 ভক্ত্যা যজতি যো বিকুঃ মহাপাতকযানপি । প্রয়াতি পরমং স্থানং সৰ্গপাপবিমোচিতঃ ॥ ১১৪
 সৰ্গভীৰ্ণানি যজ্ঞাশ্চ সাক্ষবেদাশ্চ সত্তমাঃ । নারায়ণার্জনৈশ্চৈতে কলাং নার্ষ্ণি যোড়নীম্ ॥ ১১৫
 কিং বৈদৈঃ কিমুবাশাস্ত্রৈঃ কিং বাভীৰ্ণাভিবেচনৈঃ । বিকৃতভিবিহীনানাং কিং তপোভিঃ কিমধরৈঃ
 শ্রুত উবাচ ।

এবমুক্তানি সংক্ষেপাঃ প্রারক্ষিত্ত্বানি ভো বিজাঃ । সনৎকুমারমুনয়ে নারদেন মহাত্মনা ॥ ১১৭

যজন্তি যে বিকুমলমুর্ক্তিং নিরীহমোক্ষারমতং বরেণ্যম্ ।

বেদান্তবেদাং ভবরোগবেদাং তে যান্তি সৰ্গে পদমচ্যুতম্ ॥ ১১৮

অনাধিমাআনমনস্তগতিমাধারভূতং জগতাং পরেশম্ ।

জ্যোতিঃস্বরূপং পরমচ্যুতাত্ম্যং সম্পূজিতা সান্তি পদং পবিত্রম্ ॥ ১১৯

ইতি শ্রীহরনারদীয়ে পুরাণে প্রারক্ষিত্ত্ববিধিকথনং নামাষ্ট্রবিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা সমাধর্গাশ্রমবিধিগুনে । ইদানীং শোভুমিচ্ছামো যমমার্গং সুদুর্গমম্ ॥ ১

তথা মংসারহুংথাগ্নিং তৎকেশক্ষরমাধনম্ । ঐতিকাশ্রবকাংশৈব যথাবদ্বকুমহসি ॥ ২

সুত উবাচ ।

বিপ্রাঃ শৃগুধ্বং বক্ষ্যামি যমমার্গং সুদুর্গমম্ । সুখদং পুণাশীলানার পাপিনাক্ত ভয়ঙ্করম্ ॥ ৩

যড়নীতিমহস্যাণি যোজনানার মুনীশ্বরাঃ । যমমার্গস্য বিস্তারঃ পাপিনাং ভয়দায়কঃ ॥ ৪

যে নরা দানশীলাশ্চ তে যান্তি সুখিনো দ্বিজাঃ । ধর্মশৃণ্বা নরা যান্তি হুংথেন শৃণু যাভনাঃ ॥ ৫

প্রোক্তভূতা বিবস্ত্রাশ্চ শুককঠোষ্ঠতালুকাঃ । কন্দভঃ সুশ্বরং দীনাঃ পাপিনো যান্তি তৎপথে ॥ ৬

হস্তমানা যমভট্টেঃ প্রতোদাদৈদ্যস্তথায়ুধৈঃ । ইতস্ততঃ প্রধাবন্তো যান্তি হুংথেন তৎপথে ॥ ৭

বক্ষ্যে শৃগুধ্বং বিপ্রেক্ষ্য যমমার্গং ভয়ঙ্করম্ । তত্রৈব পাপিনো যান্তি শৃণু তামতিভীতিদম্ ॥ ৮

কচিংপক্ষঃ কচিৎকিঃ কচিং মস্তপ্তকর্দমঃ । মস্তপ্তমৈকতাশৈব ভীক্ষুধারাঃ শিলাঃ কচিং ॥ ৯

কচিদস্মারবৃষ্টিশ্চ শিলাবৃষ্টিশ্চ তথৈব চ । জলবৃষ্টিঃ শস্ত্রবৃষ্টিরুক্ষানুবর্ষণং তথা ॥ ১০

কচিদস্মারশিষ্ট মহামুখাকুলং কচিং । কচিদুঃসহনীতঞ্চ কচিৎসায়ুবিশোষণম্ ॥ ১১

ক্ষারকর্দমবৃষ্টিশ্চ মহাতাপাশ্বিতো মরুৎ । উষ্ণকর্দমবৃষ্টিশ্চ মহানিঘ্নানি চ কচিং ॥ ১২

কচিংকটকবৃক্ষাশ্চ হুংথারোহাঃ শিলাস্তথা । গাঢ়াক্ষকারাশ্চ তথা কটকাবরণং মহৎ ॥ ১৩

বপ্রাগ্রোরোহণাণ্যেব কন্দরস্য প্রবেশনম্ । শর্করাশ্চ তথা লোষ্ট্রাঃ সূচিভূলাশ্চ কটকাঃ ॥ ১৪

শৈবালঞ্চ কচিমার্গে কচিং কৌলকপত্ন্যস্তরঃ । কচিদৃগজাশ্চ গর্জন্তি ধারয়ন্তি কচিন্নরাঃ ॥ ১৫

এবং বহুবিধৈঃ ক্রেশৈঃ পাপিনো যান্তি সত্তমাঃ ॥ ১৬

ক্রোশন্তুশ্চ কদম্বশ্চ যাভয়ন্তুশ্চ পাপিনঃ । পাশেন যন্ত্রিতাঃ কেচিংক্রিশ্চমানাস্থথায়ুধৈঃ ॥ ১৭

শস্ত্রাশ্চৈব নীরমানাশ্চ পৃষ্ঠতঃ পাপিনস্তথা । নাসাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কর্ণপাশৈস্তথাপরে ॥ ১৮

গলপাশৈঃ কুষমাণাঃ করে কৃষ্টাস্থথাপরে ॥ ১৯

পাদাগ্রপাশকৃষ্টাশ্চ কেচিক্রোশৈশ্চ বন্ধিতাঃ । বহন্তুশ্চায়সং ভারঃ শিখাগ্রাণ্যেব প্রযান্তি বৈ ॥ ২০

অয়োভারবয়ং কেচিন্নাসাগ্রাণ্যেব তথাপরে । কর্ণাভ্যাক্ত তথা কেচিৎপ্রহন্তো যান্তি পাপিনঃ ॥ ২১

কেচিচ্চ স্থলিতা যান্তি তাড্যমানাস্থথাপরে । নিরুচ্ছ্বাসতয়া কেচিং কেচিচ্ছাদিতলোচনাঃ ॥ ২২

ছায়াজলবিহীনে তু পথি যান্তি সুদুঃখিতাঃ । শোচন্তুঃ স্থানি কর্ম্মাণি শুককঠোষ্ঠতালুকাঃ ॥ ২৩

মুনীশ্বরা য়ে তু বর্ষিষ্ঠা দানশীলাঃ সুদুঃখরাঃ । অতীবসুখসম্পন্নাঃ প্রযান্তি যমমন্দিরম্ ॥ ২৪

অন্নদা বিবৃথপ্রোষ্ঠা ভুঞ্জন্তুঃ স্বাদু যান্তি বৈ । নীরদা যান্তি সুখিনঃ পিবন্তুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ ॥ ২৫

তক্রদা দধিদাশ্চৈব পিবন্তুঃ ক্ষীরমুত্তমম্ । বৃতদা মধুদাশ্চৈব ক্ষীরদাশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।

সুধাপানং প্রকৃষ্টম্ প্রযান্তি যমমন্দিরম্ ॥ ২৬

শাকদঃ পায়সং ভুঞ্জন্ দীপদো জলয়ন্ দিশঃ । বহুদো বিবৃথপ্রোষ্ঠা যান্তি দিব্যান্বরং দধৎ ॥ ২৭

পরিহারপ্রদো যাত পূজ্যমানোহমরৈঃ সদা । গোদানেন নরো যান্তি সর্ষকামসমবিতঃ ॥ ২৮

ভূমিদো গৃহদশ্চৈব বিমানেন সর্ষকসম্পদি । অঙ্গরোগগমকীর্ণে জীড়ন্ যান্তি যমালয়ম্ ॥ ২৯

চয়দো যানদশাপি বখদশ দ্বিজোক্তমাঃ । সমালয়ঃ বিমানেন যাতি ভোগাশ্রিতেন বৈ ॥ ৩০

অনন্দা মুনিশ্রেষ্ঠা যানাক্ষাঃ শ্রয়াস্তি বৈ ॥ ৩১

ফলদাঃ পুষ্পনাশৈব যাতি গন্তোবসংযুতাঃ । অপ্সরোগণমক্ষৌণী মল্লকামসমযুতাঃ ॥ ৩২

তানুলদো নরো যাতি তুষ্টোচ্ছো যমমন্দিরম্ ॥ ৩৩

যাভাপিত্রোক্ত কৃষ্ণসার কৃতবান্ যো নরোক্তমঃ । স যাতি পরিভূষ্টোহা পূজামানোহমরৈবুতঃ

কৃষ্ণসার কৃততে যন্ত যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ । দ্বিজাধিব্রাহ্মণানাঞ্চ স যাভাতিসুখাশ্রিতঃ ॥ ৩৪

সর্বভূতদয়াযুক্তঃ পূজামানোহমরৈবদ্বিজাঃ । সর্বভোগাশ্রিতেনামো বিমানেন শ্রয়াতি বৈ ॥ ৩৫

বিদাদানবরতো যাতি পূজামানোহমরৈবুতঃ । পুরাণপাঠকো যাতি ভূয়মানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ৩৬

এবং ধর্মপরা যাতি সুখেন যমমন্দিরম্ । হুঃখেন পাপিনো যাতি যমমার্গে সুহৃৎসমৈঃ ॥ ৩৭

যমস্তহুর্ভূজো ভূত শঙ্খচক্রগদাদিভুঃ । পুণ্যকর্মরতানাঞ্চ শ্রেষ্ঠাশ্রিতবদজ্ঞৈঃ ॥ ৩৮

ভো ভো বুদ্ধিমত্তাঃ শ্রেষ্ঠা নরকক্লেশভীরবঃ । যুযাতিঃ সাধিতঃ পুণ্যঃ পরত সুখদায়কম্ ॥ ৩৯

মনুষ্যজন্ম সখ্যাপা মুক্তং ন করোতি যঃ । স এব পাপিনা শ্রেষ্ঠা শাস্ত্রাশ্রিতকর্মসংজিতঃ ॥ ৪০

অনিতার মানুষ্য প্রাপ্য নিতা যন্ত ন সাধয়েৎ । স যাতি নরকং যোর কোহন্তু শাস্ত্রাদচেতনঃ ॥

শরীর যাতনাক্রম মলাদৈঃ পরিদূষিতম্ । তদ্বিন্ করোতি বিদ্যাগা ত বিদ্যানাশ্রয়াশ্রিতকম্

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাস্তেষাং বৈ বুদ্ধিজীবিনঃ । বুদ্ধিমন্ত নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাশ্রয়া

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্যাশ্রয়ো বিদ্যাশ্র কৃতকর্মণাঃ । কৃতবুদ্ধি কৃতকর্মণাঃ কৃতবুদ্ধি কৃতকর্মণাঃ ॥ ৪১

ব্রহ্মবাদিষাপি শ্রেষ্ঠা নিয়মা ইতিচোচাতে । এতেভোহপি পরো জ্যেষ্ঠো নিত্যদানপরায়ণঃ

তদ্ব্যসি সর্বপ্রবর্তন কৃতবো ধর্মসংগ্রহঃ । সস্তু পূজাতে সমাধিকর্মবান্ নাত্য সংশয়ঃ ॥ ৪২

গচ্ছন্ত পুণ্যসংস্থান সর্বভোগসমযুতম্ । অস্তি চেদ্রতঃ কনিঃ পশ্চাত্তৈব ভোগ্যম্ ॥ ৪৩

এবং সমস্তানভ্যর্জ্য প্রাপ্যশ্রি চ মক্কাতিম্ । শাস্ত্রপাপিনঃ সর্বান্ কালদশেন তর্জয়েৎ ॥ ৪৪

প্রলয়াবুনির্বোদঃ অজনাধিসমপ্রভঃ । বিদ্যাশ্রয়াযুধৈর্ভাষ্যো দ্রাবিশদুজন যতঃ ॥ ৪৫

যোজনত্রয়বিস্তারো ব্রহ্মাঙ্কো দীর্ঘনানিকঃ । দৃষ্টাকরালবদনো দাপিঃ লাবিলোচনঃ ॥ ৪৬

মুত্ৰাজরাতিভির্ভুক্তিগ্রস্তস্তো বিভীষণঃ । সর্বো দৃষ্টান্ত গজেন্তি যমতুলাবিভীষণাঃ ॥ ৪৭

ভতো ব্রবীতি তান্ সর্বান্ কম্পমানাংশ পাপিনঃ । শোচতঃ শানি কর্ম্মাণি চিত্তস্তলোমমাজরা

ভো ভোঃ পাপা হরাচার্য অহঙ্কারপ্রহমকাঃ । কিমুশ্মমজ্জিতঃ পাপঃ যুযাতিগ্রবিবেকিভিঃ ॥

কামক্রোধাদিহৃষ্টেন সর্গক্লেণ তু চেতসা । যদ্যং পাপতর তন্তঃ কিমর্থ চরিতং জনাঃ ॥ ৪৮

কৃতবন্তঃ পুরা যুগং পাপাশ্রয়ান্তহনিতাঃ । তথৈব যাতনা ভোজ্যাঃ কিং ব্রথা কৃতিহুঃখিতাঃ ॥ ৪৯

পুত্রমিত্রকলত্রার্থং হৃকৃতঃ চরিতঃ মতঃ । তে সুকর্ম্মবশাজ্জাতা যুগমত্রাতিহুঃখিতাঃ ॥ ৫০

যুযাতিঃ পোষিতা য়ে হু পুত্রাদাশ্রয়তো গতাঃ । যুযাকমেব তপসাপাং প্রাপ্তঃ কিং হুঃখকারণম্

যথা কৃতানি পাপানি যুযাতিস্ত বহুনি বৈ । তানি প্রাপ্তানি হুঃখক কারণ নাশিত্তে জনাঃ ॥

ধর্মরা পক্ষপাতস্ত ন করোতি হি চে জনাঃ । বিচারয়ন্তঃ যুগং তদুযাতিশ্রিতঃ পুরা ॥ ৫১

দরিদ্রেহপি চ মূর্খে চ পতিতে বা শ্রিয়াশ্রিতে । আটো বাপি চ বীণে বা সমবর্তা যমঃ স্মৃতঃ ॥

চিত্তস্তপ্তস্ত তদাকার প্রহা তে পাপিনস্তদা । শোচন্তঃ শানি কর্ম্মাণি ত্রফো তি ত্তি নিশ্চিনাঃ ॥

যমাস্ত্রাকারিণঃ সর্বো চতাদা অতিবেগিতাঃ । নরকেন চ তান সন্তান প্রক্ষিপন্তাতিবেগিতাঃ

উদ্ধার্মফলং তে তু ভুত্বাভ্যে পাপশেষতঃ । মহৌত্তমঞ্চ সন্ত্যাপ্য ভবন্তি হাবরাদয়ঃ ॥ ৬৪

অথ উচুঃ ।

ভগবন্ সংশয়ো জ্ঞাতো মচ্চেতসি দয়ান্বিত । ত্বং সমর্থোহসি তং ছেত্ত্বং বতোবাগেনবোবিভুঃ
পর্যাশ্চ বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ পাপানি সুবহুনি বৈ । চিরকালকলং প্রোক্তং ভোগন্তেষাং দয়ান্বিত ।
দিনান্তে ব্রহ্মণঃ প্রোক্তো নাশো লোকব্রহ্মণ্য বৈ । পরাক্রান্তিহ্যন্তেহপি ব্রহ্মাণ্যাপি সত্তমঃ
গ্রামদানাদিপুণ্যানাং ইদৈব ব্যাসবল্লভ । কল্পকোটিমহসেনু মহাভাগ উদাহৃতঃ ॥ ৬৮

তদন্ত এব লোকানাং বিনাশঃ প্রাক্ততে লয়ে । একঃ শিষ্যত এবোতি ত্বয়া প্রোক্তং জনার্দনঃ
এবং নঃ সংশয়ঃ তাত তৎসকং ছেত্তুমহসি । পাপাদীনাঞ্চ ভোগানাং সমাপ্তিনৈব জায়তে ॥

শ্রুত উবাচ ।

মাদ্ গাধু মহাভাগা ত্বাদ্ব্যক্তমস্তিদম । পৃষ্টং তবো বনিষ্যামি শৃণুস্ব নাশ্রমানমাঃ ॥ ৭১
নারায়ণোহক্ষয়োহনন্তঃপরঃ স্রোতিঃসনাতনঃ । বিশুদ্ধোনিষ্ঠগো নিত্যোমহামোহবিবর্জিতঃ
নিষ্ঠগোহপি পরানন্দো গুণবানিতি ভাতি যঃ । ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্ম্যেচ ভেদবানিতি লক্ষ্যতে
জগোপাধিকভেদেষু ত্রিধেতেষু সনাতনঃ । সংযোজ্য মায়ামখিলং জগৎকার্যং করোতি যঃ
লক্ষরূপেণ স্বজতি বিষ্ণুরূপেণ পাতি চ । অস্তে চ ব্রহ্মরূপেণ সর্বমন্তীতি নিশ্চিতম্ ॥ ৭৫

প্রজয়াতে সমুখায় ব্রহ্মরূপী জনার্দনঃ । চরাচরাশ্রকং বিশ্বং যথাপূর্বমকল্পয়ৎ ॥ ৭৬

হাববাদ্যাশ্চ বিপ্রেক্ষ্য যত্র যত্র ব্যবস্থিতাঃ । ব্রহ্মা তত্র জগৎসর্বং যঃ পূর্বং করোতি বৈ ॥ ৭৭

ভস্মাৎ কৃতানাং পাপানাং পুণ্যানাঞ্চৈব সত্তমাঃ । অবশ্যমভুক্তবাং সর্বথা ব্রহ্ময়ং ফলম্ ॥

মাভুক্তং ক্ষীয়তে কস্ম্য কল্পকোটিশতৈরপি । অবশ্যমেব ভোক্তবাং কৃতং কস্ম্য শুভাশুভম্ ॥ ৭৯

যো দেবঃ সর্বভূতানামস্তরাশ্চ জগন্ময়ঃ । সর্বকর্মফলং ভুঙক্তে পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ ॥ ৮০

যোহনোবিশ্বোভবোদেবোগুণভেদব্যবহিতঃ । স্বজত্যাতিচপাতোতৎসর্বং ভুঙক্তেহবশোহবাঃ

ইতি শ্রীব্রহ্মারদীয়ে পুরাণে যমপুরীধর্মঃ নামৈকোনত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

এবং কর্মশাশনিস্থিতা জন্তবঃ স্বর্গাদিপুণ্যস্থানেষু পুণ্যভোগমনুভূয় যাতনাসু
অতীবদুঃখতরঃ পাপফলমনুভূয় ক্ষীণকর্মাবসানে ইমং লোকমাগত্য সর্বভয়বিকলে
মৃত্যুবাধাসংযুতেষু হাবরাদিষু চ জায়তে ।

ব্রহ্মজ্ঞানভাবভ্রীগিরয়শ্চ ভূগানি চ । হাবরা ইতি দিখাতা মহামোহসমারূতাঃ ॥ ১

হাবরহেহপি পৃথিবীমুত্তবীজানি জলসেকানুপদং সূক্ষ্মস্বাদসামগ্রীবশাদভ্রকর্ম
প্রপাটিতান্ধাচ্ছন্দমানাদা ভতো মূলভাবঃ । তল্লাদিকুরোংপতিস্তম্মাদপি পর্ণকান্তলতা
দিকং, কাণেষু চ প্রসবাঃ প্রপদান্তে । তেষু প্রসবেষু পুষ্পসম্ভবঃ তানি পুষ্পানি কানিচি
সফলানি কানিচিদফলানি কানিচি ফলহেতুভূতানি, তেষু পুষ্পেষু বৃক্ষভাবেষু তন্মূলতঃ

স্বপ্নোৎপত্তির্জানতে । তেষু ভূষেষু ভোক্তৃণাং প্রাণনাং ভোগসংস্কারসামগ্রীবশাদধিকারি-
 রবিবশিকিরণাসমুত্তয়া তদোষধিরসম্ভবতঃ প্রবিষ্টা কীর্ত্যবৎ সমেতা স্বকালে তদুলতা-
 মূপগমা ততুলে দৃঢ়তমানতে যোষণ্যো বিয়ন্তে । বনস্পত্যস্ত ওষধিবহুংপত্তিমাগতা
 রক্ষভাবমূপাগমা প্রাণিনাং ভোগসংস্কারবশাৎ সংবৎসরে কলিনঃ সূতাঃ । স্বাবরহেহপি
 বহুকালং বায়াদিভির্ভঞ্জনচ্ছেদনদায়াগ্রিহনশীতাতপাদিহুঃখমভূতম্ বিয়ন্তে । ততশ্চ
 ক্রমযো ভূতাদদা হুঃখবহুলাঃ ক্ষণাঙ্গিঃ জীবন্তঃ, ক্ষণাঙ্গিঃ ত্রিয়মাণাস্ত বলবৎপ্রাণিশীড়াঃ
 নিবারয়িতুমক্ষমাঃ শীতবাতাদিক্লেশভূরিষ্ঠা নিভাং ক্ষুধাদিত্য মলমত্মাদিষু চ সংসরন্তো
 হুঃখমভূতবন্তি । ততস্তু এব পশ্যোনিমাগতা বলবদ্ব্যাবেক্ষিতা হৃদোদ্বৈগভূরিষ্ঠাঃ ক্ষত-
 তাতাদিনিভ্যামনাতারিণো মাতৃদপি বিবয়ানুরাগাদিক্লেশবহুলাঃ । কশ্মিচ্ছিক্কম্মনি মাংস
 মেধাশনাঃ কশ্মিচ্ছিক্কম্মনি কন্দমূলফলাশনা দুর্কলপ্রাণিশীড়ানিরতা হুঃখমভূতবন্তি ।
 ততোহনুজম্মাপি বাত্যাশনা অমেধ্যাদাশনাচ্চ পরসীড়াপায়ণা নিভাং হুঃখবহুলাঃ গন্তো
 গ্রামাপশ্যোনিমাগতা অপি স্ফোতিবিরোগভারোদ্রহনপাশাদিবন্ধনভাঞ্জনদহনধাবনাদি-
 সর্গহুঃখানুভবন্তি । এব বহুবোনিষু সঙ্গতাঃ ক্রমেণ মামুয়াং জন্ম প্রাপ্তবন্তি ।
 কচিং পুণাবিশেষাচ্চ ক্রমেণাপি মামুয়াং জন্ম প্রাপ্তবন্তি । মনুষ্যজন্মনি চর্যকারিত্বাৎ
 দ্ব্যধিককৃতকৃতকারলোহকারমুর্ধ্বকারতদ্রব্যাবগণিণী জটীশিখাঃ । ক্রমেণ দ্ব্যধিকলেশকৃতক
 শাসনহারিতাদ্রিষ্টা হীমাঙ্গাবিকাসহাদহুঃখবহুলাঃ । তদন্তাপশীতবাতস্তোম্মজন্মপাদিক্ষি-
 শিরোরোগগর্ভপার্ববেদনাদিহুঃখমভূতবন্তি । মনুষ্যহেহপি যদা স্ত্রীপুরুষয়োদ্যাবায়ং গাতয়ো-
 স্তংসময়ে দেহো জরাযুঃ প্রবিশতি তদৈব কৰ্ম্মবশাচ্ছক্ভঃ ক্ষক্ভেব মত জরাযুঃ প্রবিষ্ট
 তত্শোণিতকলনে অবর্ততে, তদৈব জীবঃ প্রবিশতি, জীবপ্রবেশাৎ পক্ষাভাৎ কলন
 ভবতি, অর্দ্ধমাগে কলনভাবমূপেতা মাগে প্রাদেশভাবমাপদাতে । ততঃপ্রভৃতি বায়ু-
 বশাচ্ছক্ভভাবেহপি মাতৃকদরে হুঃখবহুতাপরেশতরৈকজ হাতুমশকাগাদ্ভবতি । মানবরে
 পূর্নপুরুষাকারমাত্রতামূপগমা, মাগজিহয়ে পূর্ণে করোদ্রগাদাবগবভাবমূপগমাতে । তত-
 স্তংসময়ে গন্তেযু সর্গাবয়বানাং সন্ধিতেদপরিচ্ছিন্নম্ । পক্ষম্বতীতেযু নখানামভিচ্ছিন্নম্,
 বটম্বতীতেযু নখসন্ধিপরিচ্ছিন্নম্, সপ্তম্বতীতেযু গোমালীনাং পরিচ্ছিন্নম্, যষ্টমে মাগে
 প্রারক্রে ভচ্ছরীরে চৈতন্মস্কটীতামূপগমা নাভিসূত্রেণ পুণ্যমাণমমেধ্যমুত্রগিজ্ঞানং জরাযুণা
 বন্ধিতং রক্তাঙ্কিমিবসামজ্জস্মারুকেশাদিদ্বেষিতঃ কুংমিতঃ শরীরমিতি বদন অয়মপোহ
 পরিদূষিতদেহো মাতুল্য কট্টুলবণাহাক্ষরক্ষভক্ষণাতিশীড়িতঃ । এতৈর্দিশমানমাগ্নানাং
 ল্পী দেহী পূর্নজন্মস্বরণানুভূতভাবানুভাবাং, পূর্নানুভূতহুঃখিতানি চ স্বহাতানুভূতহুঃখেন
 পরিদহমানাত্তঃকরণো মা ভূদেহো মাতৃদেহাগীনো বৃত্তাদিক্রক্ষেণ দহমান এব বনমি
 দিলপতি । অহো হাত্যানুপানোদহঃ পূনজন্মনি ভূতাপত্যমিত্রয়োবিদগৃহক্ষেত্ৰধম-
 ধাত্যাদিহত্যাত্তরাগেণ কলজাদিনোষণার্থং পরধনক্ষেত্রাদিহ পশুতো ভরণাদ্রাপায়তো-
 হপশুতা কামাকৃতয়া পরস্বীহরণাদিকমভূতম্ মহাপাপমাত্রম্ । তৈঃ পাপৈরহমেক এব
 বিবিধনরকমভূতম্ পুনঃ হাবরাতিষু যদাহুঃখানুভূতম্ নস্ত্যতি জরাযুণা পরিবেষ্টিতাত্ত-
 হুঃখেন বচিস্তাপেন দহামি, মরী পোষিতা দারাদয়ঃ স্বকৰ্ম্মবশাদকৃতো গতাশ্চ ।

অহো দুঃখমহো দুঃখমহো দুঃখেতি দেহিনাম্ । দেহস্ত পাপাঃ সজাতিস্তথা পাপং ন কারয়েৎ
 ভূতামিত্রকলত্রাৰ্শমগ্ৰহাৎ জুতং ময়া । তেন পাপেন দখ্যামি জরাবৃণবিরেষ্টিতঃ ॥ ৩
 দৃষ্টো ভগ্নশ্রিয়ঃ পূৰ্ণঃ সন্তপ্তোহহমহুয়য়া । গৰ্ভাধিনা হি দখেহহমিদানীমতিপাপকঃ ॥ ৪
 কায়েন মনসা বাচ্য পাপীড়ামকারিষম্ । তেন পাপেন দখ্যামি অহমেকোহতিদুঃখিতঃ ॥ ৫
 এতৎ বহুবিধং জন্মবিলপা স্বয়মেব চ । আনানমাত্মনাশাত্মোপভুতঃ স্বয়মনন্তঃম্ ॥ ৬

সংসারেণ বিস্তৃতমনা ভূতী সংকর্ষাণি নিবর্ত্তাণি লজ্জদন্তুয়াশ্বনঃ সত্যজ্ঞানানন্দময়শ্চ
 শক্তিপ্রভাবানুষ্ঠিতাপবর্গশ্চ লক্ষ্যপতেৰ্নারায়ণশ্চ সকলমুদৈকগন্ধর্ব্বক্ষরাক্ষণপঃগমুনি-
 কিন্নরসমূহার্জিতভোগমলং স্তুজিতঃ সমভার্ত্তা দুঃখসংসারচ্ছেদনকারণভূতঃ বেদরহস্তোপ-
 নিষক্তিঃ পরিকৃষ্টিঃ সকললোকপরাধনঃ অদি নিধায় দুঃখসংসারাপ্রারমভিক্রমিষ্যামীতি
 মনসি ভাবয়তি । ততস্ত মাভুঃ প্রসূতিসময়ে সতি বর্ত্তহো দেহী বাহু্যন বায়ুনা পরি-
 পীড়িতো মাতৃশ্চাপি দুঃখং কুতান্ কর্মপাশেন বন্ধো যোনিমার্গান্নিক্রামন্ সকলমাতনা-
 ভোগমেককালমেবানুভবন্তিবেশেন যোনিয়ত্র পীড়িতো গম্বান্নিক্রান্তো নিঃসংজ্ঞতাং যাকি,
 ততঃ পাত্যবায়ুঃ সমুজ্জীবয়তি । বাহু্যবায়ুস্পর্শনানন্তরমেন নষ্টশ্রুতিঃ পূর্ণানুভূতাগিল-
 দুঃখানি বর্ত্তমানশ্চাপি জ্ঞানাত্মভাবাদবিত্তায়াত্তদুঃখমভবতি । এতৎ বালকমাপদা
 জগদুজ্জাণি স্বমলমুজ্জাদিলিঙ্গদেহ আধ্যাত্মিকাদিদুঃখেন পীড়্যমানোহপি কিঞ্চিদপি বকুং ন
 শক্তঃ । অংহুটী পীড়িতোহহুদিনে সতি শিশোর্যাদিবেদনা বিদ্যত ইতি যত্র কনকাদা
 ভগবৎপ্রয়োগা কুন্ততে । গভাদ্যঙ্গবেদনা পীড়িতোহহুদিনে শুনাদিকং দেয়মিতি মনানাস্তাঃ
 প্রসতন্তে । এবমনেকভোগাদাবীনতয়া অনভুয়মানা দংশাদীনপি নিবারয়িতুমশক্তা বাল-
 ভাবমাদাদা মাতাপিত্রোরূপাধায়শ্চ তাদনা, সদা পর্যটনগলহঃ, পার্শ্বপঙ্কভয়াদিদ
 কীর্ণা, সদা কলহনিরন্তরমশ্রুতিহঃ বহুবাণাভাগকাদাবিনিরন্তরং সম্ভবে আধ্যাত্মিক-
 দুঃখমেবম্ বহুবিধমভবতি । ততস্তরুণভাবে বনার্জুনসার্জিতরক্ষণে তস্য নাশকরাদিযু
 অভ্যন্তদুঃখিতা মায়ামোহিতাঃ কামক্ৰোধাদিহৃষ্টমানসাঃ সদাসুখাপরাধনাঃ পরস্বপরদ্বী-
 তরণোপায়পরাধনাঃ পুত্রমিত্রকলত্রাদিভরণোপায়চিত্তাপরাধনা বৃথাহহঙ্কারদূষিতাঃ পুত্রা-
 দিবৃথাবিশীড়িতেষু সংসৃ গর্ভবাপ্তিং পরিভাজ্য রোগাদিভিঃ ক্লেশিতানাং সমীপে
 স্বয়মেবাধ্যাত্মিকাদিদুঃখেন পরিপ্লুতা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ চিত্তামুপাগ্রুবতে ।

গৃহক্ষেত্রাদিকং কর্ম কিঞ্চিন্নাপি বিচারিতম্ । সমৃদ্ধশ্চ কুটুম্বশ্চ কথং ভবতি বর্ত্তনম্ ॥ ৭
 মম মূলধনং নাস্তি বৃষ্টিশ্চাপি ন বর্ষতি । অথঃ পলারিতঃ কুত্র গাবঃ কিং মাগতা মম ॥ ৮
 বাল্যপতা চ মে ভাব্যা বাবিতোহহং নির্কনঃ । অনাচারাকৃষির্নষ্টা পুত্রানিতাং কদন্তি চ
 ভগ্নং ছিন্নকং মে সত্য বাক্তবা অপি দূরগাঃ । ন লভ্যতে বর্ত্তনং রাজবাণাতিদুঃসহা ॥ ১০
 রিপবো মাং বাধতে কথং ক্লেষামাহ্ রিপূন । ব্যবসারাক্ষমশাহ্ প্রাস্তান্তাতিথয়ো অমী ॥

এবমভ্যন্তচিত্তাশ্রুতীঃ স্বদুঃখঃ নিবারয়িতুমক্ষমা বিক্ষিপীদৃষিণঃ ভাগ্যহীনঃ মাং কিমর্থঃ
 বিদধাতীতি দৈবমাক্ষিপতি । তথা বৃক্কমাপন্নো হীয়মানো জরাপলিতাদিবাঙ্গদেহো
 বাণাদৈবাকাদিকমাপন্নোহতিকস্পমানাবয়বঃ যানকাসাদিপীড়িতোহতিশ্রেয়সাপকর্ষঃ
 পুত্রদারাদিভিঃ সন্মানঃ কদা মরণমপগামীতি চিন্তারলো মরি হুতে সতি মদস্ত্রিঃপুত্ৰ-

ক্ষেত্রাদিকং মংপুত্রাদয়ঃ কথং ব্রক্ষিস্যন্তি, কথং বা ভবিষ্যন্তি, মনুনে পঠৈরপকৃত্তে পুত্রাদীনা
কথং জীবনং ভবিষ্যতীতি মমতাঃঃপরিব্রুতো গাঢ় নিশ্চয় শেবে বসন্তি কৰ্ম্মাণি কৃতানি
পুনঃপুনঃ স্মরন্ ক্ষণে ক্ষণে বিস্মরতি চ । তত্র ত্রাসমরমে বাবিশীড়িতোহস্তস্তাপাঃঃ
ক্ষণ শযায়া ক্ষণ মতে ইত্যন্ততঃ পযাটন শূভটপরিপীড়িতঃ কিঞ্চিৎকালমুদক দেহীভাতি
কাপণাতরা মাচমানঃ, তত্রাপি অরাসিষ্টোনাযুদকং ন ত্রেয়স্বমিতি কবতা মনসাতি ।
কিন্তু মনচৈতন্তো ভবতি । ততঃ ইত্যাদাকবণে ন ক্ষমঃ, কদজির্বকুভির্জানবৈষ্টিতো বকম-
ক্ষমঃ স্বার্জিত ধনাদিক কস্য ভবিষ্যতি ইতি চিন্তাপরো বাপবিলোচনঃ । কঠে যত্ন-
পুরায়িতে সতি শরীরান্নিকাস্ত্রাণো মমদৈতর্জস্মানঃ পাশযতিতো নরকাদীনি
পূর্কদেবাগুতে ।

তস্মাৎস মারদাধিতাপার্থো দিগ্গমভুমাঃ । অভাগেঃপরম জ্ঞান জ্ঞানাত্তো ভবিষ্যতিঃ
জ্ঞানশূত্রা নরা যে তু পশবঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । তস্মাৎস মারমোক্ষায় পর জ্ঞানঃ সমভাগেঃঃ
মানুষা জন্ম সন্তাপা সর্গকর্ম্মপ্রমাধকম্ । হরিত্ব ন ভক্তেদ্ব্যস্ত কোহকাস্ত্রাদচেতনঃ ॥ ১৪
অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্র মুনীশ্বরাঃ । স স্থিতে কামদে বিকৌ নরো যাতি হি যাতনাম
নারায়ণে জগন্নাথে সর্গকামকলপ্রদে । স্থিতেহপি জ্ঞানশূত্রা বৈ পচান্তে নরকে অহো ॥ ১৫
অবশ্যত্বপুরীষে তু শরীরেহস্মিন্নশাশ্বতে । শাশ্বত ভাগ্যস্বাক্ষা মহামোহগমাত্রতাঃ ॥ ১৬
স্বর্জিত বা মরতাদৈর্দেহঃ সন্তাপা যো নরঃ । স মারজ্জৈদক বিম্ব ন ভক্তেদ্ব্যঃ স পাতকী
অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টম্ব মর্থতা । হরিধানপরো বিপ্রাশ্চলোহপি মহাসুখী ॥ ১৭
স্বদেহান্নির্গত দুষ্টো মলয়জাদি কিন্নিষম্ । উবেগ মানবা মর্দাঃ কিং নাস্যন্তি তি পাপিনঃ ॥
দুর্লভঃ জন্ম মানুষাং প্রার্থাতে ত্রিদশৈরপি । তন্ন দ্য পয়লোকার্থ বহু কুবাশ্চিচ্চক্ষণঃ ॥ ২০
অব্যাক্ষধানসম্পরা হরিপূজাপরায়ণাঃ । লভন্তে পরম জ্ঞান পুনরাবৃতিদুর্লভম্ ॥ ২২
যতো জাতমিদং বিশ্ব যতশ্চৈতন্মমগুতে । যস্মিংশ্চ বিলয় যাতি সংসারস্য বিমোচকঃ ॥ ২৩
নির্ভণোহপি পদানন্দো গুণবানিব ভাতি যঃ । তঃ সমভাক্ষা দেবেশং সংসারঃপরিযুচাতে ॥

ইতি ত্রিহরারদীয়ে পুরাণে সংসারবর্ণন নাম ত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

কবয় উচুঃ ।

ভগবন্ সর্গমাখাতঃ স্বপুষ্টঃ বিহ্বা হরা । স মারপাশবন্ধানা ত্রুণানি স্মবহ্নি চ ॥ ১
এতংস মারপাশস্ত চ্ছেদকঃ কতমঃ স্মৃতঃ । কেনোপায়েন মোক্ষঃ স্মাত্তরো কতি মহামুনে ২
প্রাণিভিঃ কর্ম্মজাতাদি ক্রিয়ন্তে প্রভাহর্নিশম্ । ভুজান্তে চ মুনিত্রৈষ্ঠ তস্য নাশঃ কথং ভবেৎ ॥
কর্ম্মণা দেহমাপ্নোতি দেহী কামেন বর্জতে । কামালোভাভিভূতস্ত লোভাঃ ক্রোধপরায়ণঃ ৪
ক্রোধাচ্চ ধর্ম্মনাশঃ স্তাধর্ম্মনাশাশ্চিভ্রমঃ । প্রনষ্টবুদ্ধির্নরকঃ পুনঃ পাপ করোতি চ ॥ ৫
তস্মাদ্বেহঃ পাপমলঃ পাপকর্ম্মরন্তস্তথা । দেহজন্মবতা মিক্রিমোকোপাশ বদস্ব তৎ ॥ ৬

সূত উবাচ ।

সাধু সাধু মহাত্মনাঃ যতির্বো বিমলোচ্ছল । বস্মাং সঃ সারদুঃখানাং নাশোপায়মভীক্ষবঃ ॥ ৭
 যস্মাচ্ছরা জগৎসৰ্বং ব্রহ্মা স্বজতি নিতানঃ । হরিশ্চ পানকো রুদ্রো নাশকঃ স হি মোক্ষকঃ ॥ ৮
 মহাদ্যবিশেষাশ্চ জাতা যন্ত প্রভাবতঃ । তং বিদ্যামোক্ষদং বিষ্ণুং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ৯
 যস্মাভিপ্রমিদং সৰ্বং যচ্চৈশ্বর্যং বচ নৈব তে । তমীত্যমক্ষরং দেবং দাতা মোক্ষণ যুজাতে ১০
 যদিকারমজং শুদ্ধং স্বপ্রকাশ নিরঞ্জনম্ । জ্ঞানরূপং মহানন্দং প্রাপ্ত্ব মোক্ষসাধকম্ ॥ ১১
 যস্মাবতাররূপাণি ব্রহ্মাদয় দেবভাগবতঃ । সমৰ্চ্চয়ন্তি তং বিদ্যাচ্ছাপতহানদং হরিম্ ॥ ১২
 জিতপ্রাণা জিতাহারাঃ সদা ধ্যানপরায়ণাঃ । যদি পশ্যন্তি যং নিত্যং তন্নি জ্ঞেয়ং স্বধাবহম্ ১৩
 নিষ্ঠুরোহপি নিরাহারো লোকান্ত্রহরপশুক্ । আকাশমধ্যগঃ পূৰ্ণঃ প্রাহমোক্ষদায়কম্ ॥ ১৪
 অশাক্ষঃ সৰ্ব্ববর্ষাণাং যোগিনাং জদয়ে স্থিতঃ । অনুপমোহখিলাধারস্তং দেবং শরণং তজ্জ্ঞেয়ং ১৫
 সৰ্বং সংগৃহ্য কল্যাণে শেতে যন্ত জলে সুরম্ । তং প্রাহমোক্ষদং বিষ্ণুং মনুজান্তুদর্শিনঃ ॥ ১৬
 বেনার্ঘ্যবিভিঃ কৰ্ম্মজৈরিজ্যতে বহুভিমুখৈঃ । কৰ্ম্মণাং ফলদো বিষ্ণুর্মোক্ষদো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১৭
 হবাকব্যাদিদামেষু পিতৃদেবাদিকল্পপশুক্ । ভুক্তং যং দীপ্যেহবাক্ষস্তং প্রাহমোক্ষদং হরিম্ ॥ ১৮
 ধাতো বা নমিতো বাপি পূজিতো বাপি ভক্তিতঃ । দদাতিশাশ্বতং স্থানং তদয়ালুং সমৰ্চ্চয়েৎ ॥
 আধারঃ সৰ্বভূতানামেকো যঃ পুরুষঃ পরঃ । জরামরণনির্মুক্তো মোক্ষদো হরিরদায়ঃ ॥ ২০
 সম্পূজ্য যন্ত পাদাঙ্কং দেহিনোহপি মুনীশ্বরঃ । অমর্তাতাং ব্রহ্মস্বাত্ত তং বিদুঃ পুরুষোত্তমম্
 আনন্দমক্ষরং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিঃ সনাতনম্ । পরাংপরতরং যদু ভবিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ২২
 অক্ষরং নিষ্ঠুরং নিতানদ্বিতীয়মরূপকম্ । পরিপূৰ্ণং জ্ঞানময়ং বিষ্ণুর্মোক্ষপ্রদায়কম্ ॥ ২৩
 এবহুতঃ পরং বস্তু যোগমার্গবিধামতঃ । যঃ উপাস্তে সদা যোগী স বাতি পরমং পদম্ ॥ ২৪
 সঙ্গমস্পর্শপরিভাগী শমাদিগুণসংযুতঃ । কামাদৈর্বার্জিতো যোগী লভতে পরমং পদম্ ॥ ২৫

স্বয়ং উচুঃ ।

কৰ্ম্মণা কেন যোগন্ত নিক্তির্ভবতি যোগিনাম্ । তদুপায়ং বখাতত্ত্বং ক্রিহি নো বদতাং বর ॥ ২৬

সূত উবাচ ।

জ্ঞানলভ্যং পরং মোক্ষং প্রাহমুদ্বার্ধচিন্তকাঃ । তজ্জ্ঞানং ভক্তিমূলকং ভক্তিঃ সংকৰ্ম্মজা তথা
 দানানি যজ্ঞা বিবিধাস্তীর্থযাত্রাদয়ঃ কৃতাঃ । যেন জন্মমহল্লেশু তন্তু ভক্তির্ভবেচ্ছরো ॥ ২৮
 অক্ষয়ঃ পরমো বর্ষো ভক্তিলেশেন জারতে । অক্ষরা পরয়া চৈব সৰ্বপাপং প্রণশ্বতি ॥ ২৯
 সৰ্বপাপেষু মণ্ডেষু বুদ্ধির্ভবতি নিৰ্মলা । সৈব বুদ্ধিঃ সমাখ্যাতা জ্ঞানশব্দেন স্মৃতিভিঃ ॥ ৩০
 জ্ঞানক মোক্ষদং প্রাহমুজ্জ্বলজ্ঞানং যোগিনাং ভবেৎ । যোগস্তবিবিধঃ প্রোক্তঃ কৰ্ম্মজ্ঞানপ্রভেদতঃ
 ক্রিয়াযোগং বিনা নৃণাং জ্ঞানযোগো ন সিধ্যতি । ক্রিয়াযোগব্রতস্তপস্বীচ্ছদয়া হরিনর্চ্চয়েৎ ॥ ৩২
 প্রতিমাদ্বিজভূম্যাগ্নিস্থ্যচিত্রাদিযু দ্বিজাঃ । অর্চ্চয়েচ্ছুরিমেষু বিষ্ণুঃ সৰ্বগতো যতঃ ॥ ৩৩
 কৰ্ম্মণা মনসা বাচা পরশীড়াপরাজ্ঞ যঃ । পরিপূৰ্ণাঙ্ককং বিষ্ণুং পূজয়েদ্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ৩৪
 অহিংসা সত্যমক্রোধো ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহো । অনীধা চ দয়া চৈব যোগয়োঃ কুভয়োঃ সমাঃ ॥ ৩৫
 চরাচরাশ্রকং বিধং বিষ্ণুর্বেব সনাতনঃ । ইতি নিশ্চিত্য মনসা যোগযিতরমভ্যাসেৎ ॥ ৩৬
 আশ্রয়ং সৰ্বভূতানি মন্যমানা যো মনীষিণঃ । তে জ্ঞানন্তি পরং ভাবং দেবদেবন্ত চক্রিণঃ ॥ ৩৭

যদি ক্রোধাদিহৃষ্টায়া পূজাধ্যানপরো ভবেৎ । ন তদা তুর্বাতে বিষ্ণুঃ প্রযতো ধর্মতঃ স্মৃতঃ ॥
 যদি কামাদিহৃষ্টায়া দেবপূজাপরো ভবেৎ । দম্বাচারস্ত বিজ্ঞেয়ঃ স নৈব পাতকিনাং বরঃ ॥ ৩৯
 তদাপূজাধ্যানরতো যক্ষসূর্যাপরো ভবেৎ । তদাতপঃ সা চ পূজা চ তদান্যন্য নিবর্থকম্ ॥ ৪০
 তদ্যাং সর্গাত্মকং বিষ্ণু শমাদিগুণতঃপরঃ । মুক্তার্থমর্চয়েৎ সমাকৃষ্টিয়াযোগপরো নরঃ ॥ ৪১
 কর্ণণা মনসা বাচ্য সর্গলোকহিতৈ বরতঃ । সমর্চয়তি দেবেশং ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে ॥ ৪২
 নারায়ণং জগদ্যোনিং সর্গাত্মকামিণং হরিম্ । স্তোতাদ্যৈঃ পূজয়েদ্যস্ত ক্রিয়াযোগঃ স উচ্যতে
 উপবাসাদিভিঃশৈব পুরাণশ্রবণাদিভিঃ । পুষ্পাদিনাং প্রাচীনং বিষ্ণোঃ ক্রিয়াযোগ ইতি স্মৃতঃ ॥
 এবং ভক্তিমতাং বিষ্ণো ক্রিয়াযোগরতাত্মনাম । নান্যপাপাণি নশ্রুন্তি পূর্জজ্ঞানার্জিতানি বৈ ॥
 পাপক্ষয়াক্ষয়মতিবীজতি জ্ঞানমুক্তমম্ । জ্ঞানং তি মোক্ষদং জ্ঞেয়ং তদুপায়ং বদামি তং ॥ ৪৬
 চরাচরাশ্রকং লোকে নিত্যজানিতামেব চ । সমাগ্রিধারয়েদ্বীমান্ সত্ত্বিঃ শাস্তার্থকোবিদৈঃ ॥ ৪৭
 অনিত্যাশ্চ পদার্থী হি নিত্য একো তরিং স্মৃতঃ । অনিত্যানি পরিভাজ্য নিত্যমেব সমাগ্রয়েৎ ॥
 ইহামুত্র চ ভোগেষু বিমুক্তশ্চ তথা ভবেৎ । অবিরক্তো ভবেদ্ যস্ত সংসারে বর্ততে পুনঃ ॥ ৪৯
 অনিত্যেসু পদার্থেষু যস্ত রাগী চেন্নরঃ । তস্য সংসারব্যাধিহিত্তিঃ কদাচিত্তৈব জায়তে ॥ ৫০
 শমাদিগুণসম্পন্নো মুমুক্শুর্জানমভ্যাসেৎ । শমাদিগুণহীনস্য জ্ঞানং নৈব হি সিধ্যতি ॥ ৫১
 রাগদ্বेषবিহীনো যঃ শমাদিগুণসংযুতঃ । চরিত্যানপরো নিত্যং মুমুক্শুরভিধীয়তে ॥ ৫২
 সর্গভূতদয়াযুক্তঃ কামক্রোধবিবর্জিতঃ । হরিধ্যানপরো নিত্যং মুমুক্শুরভিধীয়তে ॥ ৫৩
 চতুর্ভিঃ সাধনৈরভির্বিগুণকমতিরচ্যতম্ । সর্গগং ভাবয়েদ্বিপ্রাঃ সর্গভূতদয়াপরম্ ॥ ৫৪
 পরাক্ষরাত্মকং বিষ্ণুং স্থিতং বাপা সনাতনম্ । বিষ্ণুজ্ঞানেনজানীয়াৎতজ্ জ্ঞানং যোগজং বিদুঃ
 যোগোপায়মতো বক্ষ্যে সংসারপরিপহ্নিনঃ । যোগধামেন বিগুণং স্মৃতং তজ্ জ্ঞানং মোক্ষদং বিদুঃ
 সাত্ত্বানংবিবিধং প্রাজঃ পরাপুরবিভেদতঃ । দে ব্রহ্মণী বেদিতবো ইতি চাখর্ষগৌ শ্রুতিঃ ॥ ৫৭
 পরস্ত নিগুণঃ প্রোক্তো অহঙ্কারদুতোহপরঃ । তয়োর্বভেদবিজ্ঞানং যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥ ৫৮
 এবমুতাত্মকে দেহে যঃ সাক্ষী রূপে স্থিতঃ । অপরা প্রোচ্যতে সত্ত্বিঃ পরমাত্মা পরঃ স্মৃতঃ ॥
 শরীরং ক্ষেত্রমিত্যাহস্তং ক্ষেত্রজ উচ্যতে । অব্যক্তং পরমং শুদ্ধং পরিপূর্ণ উদ্যতম্ ॥ ৬০
 যদা হভেদবিজ্ঞানং জীবাশ্রয়পরমাত্মনো । ভবেৎ তদা মনিশ্রেষ্ঠাঃ পাশচ্ছেদো ভবিষ্যতি ॥ ৬১
 একঃ স্কন্ধোহক্ষরো নিত্যঃ পরমাত্মা জগদ্বয়ঃ । নৃণাং বিজ্ঞানভেদেন ভেদবানিব লক্ষ্যতে ॥ ৬২
 একমেবাবিভীকৃত পরব্রহ্ম সনাতনম্ । গীরমানক বেদাভিভূতস্মারানু্যাপরো বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৩
 ন তস্য কর্ণ কার্যং বা রূপং বর্ণমণি বা । কর্তৃহং বাপি ভোক্তৃহং নিগুণস্য পরাক্রমঃ ॥ ৬৪
 নিদানং সর্গহেতুনাং ভেজো যন্তেক্সসার পরম । অগ্নরাতি কিমস্মাদি জ্ঞেয়ং বৈ মুক্তিহেতবে
 শব্দং ব্রহ্মময়ং যন্তগহদাদ্যাদিকং বিজ্ঞাঃ । তদ্বিচারাত্তবেজ্ জ্ঞানং পরং মোক্ষস্য সাধনম ॥ ৬৬
 যস্ত জ্ঞানবিহীনৈস্ত দশতে বিবিধং জগৎ । পরমজ্ঞানিনামেতৎ ভাবদ্ ব্রহ্মাত্মকং বিজ্ঞাঃ ॥ ৬৭
 এক এব পরানন্দো নিগুণঃ পরমাং পরঃ । স তু বিজ্ঞানভেদেন বহুরূপহনোহবারঃ ॥ ৬৮
 মারিনো মারয়া ভেদং পশুন্তি পরমাত্মনি । তদ্যামারাং ভাজেদ্যে গান্ধুদুন্দুর্দ্রিপ্রমত্তমঃ ॥ ৬৯
 নাসরূপা ন সক্রূপা মায়ী বৈ নোত্তরাগ্রিকা । অনির্কাস্যপ্রিতী জ্ঞেয়া ভেদবুদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৭০
 মায়ৈবাজ্ঞানশব্দেন শব্দ্যতে মুনিসত্তমাঃ । তদ্বাদজ্ঞানবিচ্ছেদো ভবেদ্বিজতমারিনাম ॥ ৭১

সনাতনং পরং ব্রহ্ম জ্ঞানশব্দেন কথ্যতে । জ্ঞানিনাং পরমাত্মা বৈ যদি ভাতি নিরন্তরম্ ॥ ৭২
 অজ্ঞানঃ মাশয়েদ্যোগী যোগেন বৃথসত্তমাঃ । অষ্টোদ্বৈঃ সিধ্যতে যোগস্তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ
 যমাশ্চ নিয়মানৈশ্চ আসনানি চ সত্তমাঃ । প্রাণায়ামঃ প্রতাহারো ধারণা ধ্যানমেব চ ॥ ৭৪
 সমাধিশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠা যোগাঙ্গানি যথা ক্রমম্ । এবঃ সংক্ষেপতো বক্ষ্যে বিধানানি মুনীশ্বরঃ ॥
 অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহাঃ । অক্রোধশ্চানমুয়া চ প্রোক্তাঃ সংক্ষেপতো যমঃ ॥ ৭৬
 সন্তোষামেব ভক্তানামক্লেপজননং তি যঃ । অহিংসা কথিতা সত্ত্বিযোগমিচ্ছিতদায়িনী ॥ ৭৭
 যথার্থকথনং সত্যং তু বর্ণ্যবর্ণ্যবिवেকতঃ । সত্য প্রাহ্মুনিশ্রেষ্ঠা স্তেয়ং শৃণুতাপুনা ॥ ৭৮
 চৌর্দোণ বা বলেনাপি পরমহরণং হি যঃ । স্তেয়মিত্যাচায়ে সত্ত্বিরস্তেয়ং তদ্বিপৰ্য্যয়ঃ ॥ ৭৯
 সন্তত্র মৈধুনভানৌ ব্রহ্মচর্য্যঃ একীকৃতিতম্ । ব্রহ্মচর্য্যপরিভাগী জ্ঞানবানপি পাতকী ॥ ৮০
 সর্গসঙ্গপরিভাগী মৈধুমে বস্ত্র বর্ততে । স চাশ্বাশ্বসমো জ্ঞেয়ঃ সর্গবর্ণবহিকৃতঃ ॥ ৮১
 যন্ত যোগরতো বিপ্রো বিবয়েন্স্পৃহাশিতঃ । তৎসংভাষণমাত্রেণ ব্রহ্মহত্যা ভবেৎ ন্যাম্ ৮২
 সর্গসঙ্গপরিভাগী পুনঃসঙ্গী ভবেদৃষদি । তৎসঙ্গসঙ্গিনাং সঙ্গান্নহাপাতকদোষভাক্ ॥ ৮৩
 অনাদানং হি স্রবাণামাপদাপি মুনীশ্বরঃ । অপরিগ্রহ ইত্যুক্তো যোগমিচ্ছিতদায়কঃ ॥ ৮৪
 আশ্রয়স্ত নমুৎকর্ষঃ কৃষ্ণং নির্ধূরভাষণম্ । যোগমাত্তর্ক্যবিদো অক্রোধস্তদ্বিবর্জনম্ ॥ ৮৫
 বনাদিদারধিকং দৃষ্টী ভ্রশং মনসি ভাপনম্ । অমুয়া কীৰ্ত্তিতা সত্ত্বিসুদমোগোহনসুয়তা ॥ ৮৬
 এবঃ সংক্ষেপতঃ প্রোক্তা যমাশ্চ বৃথসত্তমাঃ । নিয়মানথ বক্ষ্যামি শৃণুস্তং সুমমাহিতাঃ ॥ ৮৭
 তপঃস্বাধায়গলোবাঃ শৌচঞ্চ হরিপূজনম্ । সঙ্কোপামনযুক্তাশ্চ নিয়মাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ ॥ ৮৮
 চাক্ষায়ণাদিভির্যঃ তু শরীরস্ত বিশোধনম্ । তপস্ত্বমদিতং সত্ত্বিযোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ৮৯
 প্রণবকোপনিষদং ষাটশাক্ষরপদং চ । অষ্টোক্ষরং মহাবাক্যমিত্যাদীনাক্ষ যো জপঃ ॥ ৯০
 স্বাধায়ন্ত সমাধাতে যোগসাধনমুত্তমম্ । স্বাধায়ং যস্তাজ্জ্যেষ্ঠতস্তস্ত যোগো ন সিধ্যতি ॥
 যোগং বিনাপি স্বাধায়ৈঃ পাপনাশো ভবেদৃকবম্ । স্বাধায়ৈঃ সুরমানান্ত সুপ্রসীদন্তিদেব
 জপস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো বাচিকোপাশ্রুমানমৈঃ । জপেযেতেষু বিপ্রৈস্ত্র্যঃ পূর্বাং পূর্বাং পরো
 মন্ত্রস্তোচ্চারণং সম্যাক্ স্মৃটাক্ষরপদং যথা । জপস্ত্র্য বাচিকঃ প্রোক্তঃ সর্গযজ্ঞফলপ্রদঃ ॥ ৯৪
 মন্ত্রস্তোচ্চারণং কিঞ্চিৎ পদাং পদস্ত্রিবেচনম্ । জপস্ত্র্য কবিতোপাশ্রুতঃ পূর্বাং দ্বিগুণাবিক
 বিয়া যদক্ষ্যপ্রণাং যৎসদর্থবিচারণম্ । মানসস্ত্র্য জপঃ প্রোক্তো যোগমিচ্ছিতদায়কঃ ॥ ৯৬
 জপেন দেবতা নিত্যং সুরমানা প্রসীদতি । তস্যাং স্বাধায়গম্পন্নো লভেৎ সর্গমনোরধান
 যদৃচ্ছালাভসমুপ্তিঃ সন্তোষ ইতি গীৰতে । সন্তোষহীনঃ পুরুষো ন লভেৎ সর্গমসম্পদঃ ॥ ৯৮
 ন জাহু কামঃ কামানীমুপভোগেন শামতি । ইত্যধিকং কদা লাভ ইতি কামঃ প্রবর্ততে ।
 তস্যাং কামং পরিভাজ্য দেহসংশোধিকারণম্ । যদৃচ্ছালাভসন্তোষী ভবেৎ সর্গপরাধনঃ ॥ ১০০
 বাহ্যভ্যন্তরভেদেন শৌচং তদ্বিবিধং স্মৃতম্ । মূচ্ছলাভাং বহিঃস্কৃতিভাবশ্চ দ্বিরথান্তরম্ ॥ ১০১
 অন্তঃস্কৃতিবিহীনস্ত্র্য যঃ ক্রিয়া বিবিধাঃ কৃত্বাঃ । ন ফলন্তি মুনিশ্রেষ্ঠা ভাস্মনি স্তুতহব্যবৎ ॥ ১০২
 ভাবশ্চিবিহীনানাং সমস্তং কৰ্ম্ম নিফলম্ । তস্যাং রাগাদিকং সর্গং পরিভাজ্য সুখী ভবে
 মুদাঃ ভারসহনৈস্ত্র্য কোটিকুন্তকলৈস্ত্র্য । কৃতশৌচোহর্ষবস্ত্রাক্ষা স চাশ্বাশ্ব ইতি স্মৃতং ॥ ১০৪
 যন্ত্রাশক্তিবিহীনস্ত্র্য দেবপূজাপরো যদি । তদৈবমেব তং হস্তি নরকঞ্চ প্রপদ্যতে ॥ ১০৫

অন্তঃশুক্লবিহীনশ্চ বহিঃশুক্লিং করোতি যঃ । অলঙ্কৃতঃ সূর্য্যাত্মাণিবাভাতি বিজ্ঞোহমাঃ ॥ ১০৬
 মনঃশুক্লবিহীনা যে তীর্থযাত্রাং প্রকুর্ষতে । ন তান্ পুনস্তি বিপ্রেজ্ঞাঃ সূর্য্যাত্মাণিবাগমাঃ ॥
 বাচা বর্ণ্যান্ প্রবদতি মনসা পাপমুচ্ছতি । জানীয়াৎ তং মুনিশ্রেষ্ঠা মহাপাতকিনাং বরম্ ॥ ১০৭
 বিশুদ্ধমানসা যে তু বর্ণ্যমাংসমুত্তমম্ । কুলন্তি তৎকলং বিদ্যাদক্ষ্যাসুখদায়কম্ ॥ ১০৮
 কুর্ষ্যাৎ মনসা বাচা স্তুতিস্বরূপপূজনৈঃ । হরিত্তজিহ্বায়া যন্ত হরিপূজ্যেতি গীয়তে ॥ ১১০
 এবং সমাশ্চ নিরমাঃ সংক্ষেপাঘঃ প্রচোদিতাঃ । প্রতিবিশুদ্ধমনসাং যোক্তং হস্তগতং বিদুঃ ॥
 যামেচ নিরমৈশ্চৈব স্থিরবুদ্ধিজিহ্বৈস্তিরঃ । অভ্যাসেন্দাসনং সমাগুযোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ১১২
 পদ্মকং স্বস্তিকং দীপ্তং সৌরকৈব চ কোজরম্ । কোঙ্কং বজ্রাসনকৈব বারাহং মুগ্ধচৈবিকম্ ॥ ১১৩
 কোঙ্কং নালিককৈব মঙ্গলোত্তমমেব বা । বাবভং নাগমাংসুকা বৈশাখ্যকাক্ষিকম্ ॥ ১১৪
 নতং তাক্ষ্যাসনং শৈলং খড়্গং মুক্তারমেব বা । মাকরং ত্রৈলোক্যং কাঠং হ্রীং বৈ তাস্তিকবিকম্
 ভৌমং বীরাসনকৈব যোগসাধনকারণম্ । ত্রিংশৎসংখ্যাশ্চামনানি মুনীজ্ঞাঃ কথিতানি যঃ ॥ ১১৬
 এযামেকতমং বজ্রা শুক্লভক্তিপরায়ণঃ । অভ্যাসেন জয়েৎ প্রাণান্ রাগাতাতো বিমৎসরঃ ॥ ১১৭
 প্রাণং ধোদগ্নুধো বাপিভবা প্রত্যঙ্গুধোহপি বা । অভ্যাসেন জয়েৎ প্রাণান্ নিঃশব্দে জনবর্জিত্তে
 প্রাণো বায়ুঃ শরীরস্থ আশ্রমস্তস্য নিগ্রহঃ । প্রাণায়াম ইতি শ্রোতো বিবিধঃ কথিতো হি সঃ
 অগর্ভশ্চ সগর্ভশ্চ দ্বিতীয়শ্চ ত্রয়োবরঃ । জপধ্যানং বিনাগর্ভঃ সগর্ভস্তৎসমম্বিতঃ ॥ ১২০
 রেচকঃ পুরকশ্চৈব কুস্তকঃ শূন্যকস্তথা । এবং চতুর্ধিধঃ শ্রোতঃ প্রাণায়ামো মনীষিতঃ ॥ ১২১
 জতুনং দক্ষিণা নাড়ী পিঙ্গলা পরিকীর্তিতা । সূর্য্যদৈবতকা চৈব পিড়যোনিরিত্যুতী ॥ ১২২
 দেবযোনিরিত্যুতী ইড়া নাড়ী বদক্ষিণা । তত্রাবিদৈবতং চক্ষুঃ শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ১২৩
 এতয়োক্তভয়োর্মধো সূর্য্যনাড়িকা শূতা । অতিসূক্ষ্মা শুভ্রতমা জেরা সা ব্রহ্মদেবতা ॥ ১২৪
 বামেব রেচরোহায়ুঃ রেচনাধেচকঃ শূতঃ । পুরয়েদক্ষিণেনৈব পূরণাৎ পুরকঃ শূতঃ ॥ ১২৫
 স্বদেহপুত্রিতং বায়ুং নিগৃহ্য ন বিমুঞ্চতি । সম্পূর্ণকুস্তবং তিষ্ঠেৎ কুস্তকঃ স হি বিজ্ঞাতঃ ॥ ১২৬
 ন গৃহ্ণতি ন ত্যজতি বায়ুমন্তর্কতিঃস্থিতম্ । জেরং শুক্লকং নাম প্রাণায়ামঃ সখাশ্রিতম্ ॥
 শনৈঃ শনৈর্বিজ্ঞেতব্যাঃ প্রাণা যন্তগজেষু বৎ । অশ্রুত্যা থলু জায়ন্তে মহারোগভয়করাঃ ॥ ১২৮
 ক্রমেণ যো জয়েদ্বায়ুঃ যোগী বিগতকলমঃ । সর্কপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মণঃ পদমগুতে ॥ ১২৯
 বিষয়েষু প্রমত্তানি ইন্দ্রিয়ানি মুনীশ্বরাঃ । সমাস্ততা নিগৃহ্ণতি প্রত্যাহারস্ত স শূতঃ ॥ ১৩০
 জিতেন্দ্রিয়া মহাত্মানো ধ্যানশূরা অপি বিজ্ঞাঃ । প্রয়াত্তি পরমং ধ্যানং পুনরাহুতিহীনতমম্ ॥
 অনির্জিতোন্দ্রিয়গ্রামঃ যন্ত ধ্যানপরো ভবেৎ । মুঢ়াত্মানকং তং বিদ্যাক্যানকাশ্চ ন মিহতি ॥
 যদ্যৎ পশ্যতি তৎ সর্কং পশ্যেদাত্মবদাত্মনি । প্রত্যাহৃতানীন্দ্রিয়ানি ধারয়েৎ না তু ধারণা ॥
 যোগী জিতেন্দ্রিয়গ্রামস্তানি ব্রহ্মা দূতং হৃদি । আত্মাং পরমং ধ্যয়েৎ সর্কবাতাভয়মূতম্ ॥
 ধ্যয়েদ্বিধাত্মকং বিষ্ণুং সর্কলোকৈককারণম্ । বিকমং পদ্মপদ্মাক্ষং চাক্ষুঃশ্রুতভূষিতম্ ॥ ১৩৫
 জীবৎসবক্ষসং দেবং সূর্য্যসুরনমস্কৃতম্ । অষ্টারে ক্রুৎসরোজৈহস্তর্দাদশাঙ্গুলবিশ্রুতম্ ॥ ১৩৬
 দীর্ঘবাহুং সুন্দরাক্ষং সর্কালঙ্কারভূষিতম্ । পীতাস্বরধরং দেবং হেমঘজোপবীতিনম্ ॥ ১৩৭
 বিজ্ঞাতং তুলীমালাং কোস্তভেম বিরাজিতম্ । ধ্যয়েদাত্মানমধ্যাক্ষং পরাংপরতরং বিদুঃ ॥
 ধ্যানং যজ্ঞিনির্গদিতং প্রযত্নৈশ্চ কতানতা ॥ ১৩৮

ধ্যানং কৃতা যুহুৰ্ত্তং বা পরং মোক্ষং লভেত্তরং । ধ্যানাৎ পাপানি নশ্চান্তি ধ্যানান্মোক্ষকবিশ্মতি

ধ্যানাৎ প্রসীদতি হরিধ্যানাৎ সৰ্বার্থসাধনম্ ॥ ১৩৯

যদযদ রূপং মহাবিশ্বোত্তমকৃত্যেণাহ্বনঃ । তেন ধ্যানেন তুষ্টোজ্ঞা হরির্মোক্ষং দদাতি বৈ১৫

অচলং মনঃ কুর্যাদ্ধোয়বস্তুনি সত্তমাঃ । ধ্যানধোয়বাত্তভাবো যথা নশ্চান্তি নির্ভরম্ ॥ ১৪১

অতোহমৃতং ভবতি জ্ঞানামৃতমিষেবণাৎ । ভবেন্নিরন্তরং ধ্যানাদভেদপ্রতিপাদনম্ ॥ ১৪২

সুপ্তিবৎ পরানন্দযুক্তশোপরতেচ্ছিয়ঃ । নির্জাতদীপবৎ সংহঃ সমাবিরভিধীরতে ॥ ১৪৩

সৰ্বোপাধিবিনির্মুক্তঃ সদানন্দকবিগ্রহঃ । নিশ্চলঃ পরিপূর্ণশ্চ সমাবিরভিধীরতে ॥ ১৪৪

যোগী সমাধাবস্থারং ন শণোতি ন পশ্চতি । ন স্মৃতি নৈব স্পৃশতি ন কিঞ্চিৎকিঞ্চিৎ সত্তমাঃ১৪

আজ্ঞা তু নির্মলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ । সৰ্বোপাধিবিনির্মুক্তো যোগিনাং ভাত্যচকলঃ ॥

নিষ্ঠুপোহপি পরো দেবোহজ্ঞানাদৃগ্গণবানিব । বিভাত্যজ্ঞাননাশে তু যথাপূৰ্ণং ব্যবস্থিতঃ

পরজ্যোতিরমেষায়া মায়াবানিব মায়িনাম্ । ভগ্নাশে নির্মলঃ ব্রহ্ম প্রকাশয়তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১৫

একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ পরং জ্যোতির্নিরঞ্জনম্ । সৰ্বোপাধিমৈব তুতানামন্তর্যামিতয়া হিতম্ ॥ ১৪৬

অণোরণীরান্ মহতো মহীরান্ সনাতনাত্মাখিলবিধহেতুঃ ।

পশ্চান্তি যং জ্ঞানবিদাঃ বদন্তিষ্ঠাঃ পরাৎ পরমাৎ পরমং পবিত্রম্ ॥ ১৫০

অকারাদি-ক্ষকারান্ত-বর্ণভেদ-ব্যবস্থিতঃ । পুরাণপুরুষোহনাদিঃ শব্দব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫১

পঞ্চভূতাত্মকে দেহে হস্তঃকরণসংযুতঃ । পুরাণপুরুষো দেবো অপরাভ্যেতি কীর্ত্যতে ॥ ১৫২

বিশুদ্ধমজরং নিত্যং পূর্ণমাকামমবারম্ । আনন্দং নির্মলং শান্তং পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৩

যতোবাচো নিবহন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ । পরং জ্যোতিঃ পরং ধাম পরং ব্রহ্মেতি গীয়তে ॥

হৃষ্টহিতান্তকরণে ব্রহ্মবিক্রমহেশ্বরঃ । সঙ্গায়ুতায়ুতাংশাংশান্তদূত্রহ্মেতাভিধীয়তে ॥ ১৫৫

যোগিনো যদি পশ্চান্তি পরাত্মানং সনাতনম্ । অবিকারমজরং শুদ্ধং পরব্রহ্মেতি গীয়তে ॥ ১৫৬

ধানমন্তঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুস্বমুবিমত্তমাঃ । সংসারতাপভগ্নানাং সুধার্ষ্টিমমং নৃণাম্ ॥ ১৫৭

নারায়ণঃ পরানন্দঃ অরেৎ প্রণবসংস্থিতম্ । নাদরূপমনোপমামর্কমাত্রাপরিহিতম্ ॥ ১৫৮

অকারং ব্রহ্মণো রূপমুকারং বিকৃতপবৎ । মকারং রূদ্ররূপং শ্রীদর্শনমাত্রা পরাত্মকম্ ॥ ১৫৯

মাত্রা তত্র সমাখ্যাতা ব্রহ্মবিকীরণদৈবতা । তেষাং সমুচ্চরং বিপ্রাঃ পরং ব্রহ্মপ্রবোধকম্ ॥ ১৬০

বাচান্ত পরমং ব্রহ্ম বাচকঃ প্রণবঃ স্মৃতঃ । বাচ্যবাচকসম্বন্ধো হ্যপচারন্তরোদ্ভিজাঃ ॥ ১৬১

জপন্তঃ পরমং মিতাং মুচ্যন্তে সঙ্গপাতিকৈঃ । তদভ্যাসেন সংযুতাঃ পরং মোক্ষং লভন্তি চ ॥

জপন্তঃ পরমং নিত্যং ব্রহ্মবিকৃশিবাগ্নকম্ । কোটিসূর্যাসমং তেজো ধ্যানেদাঅনি নির্মলম্ ১৬২

শালগ্রামশিলারূপং প্রতিমারূপমেব বা । যদ্যৎ পাপহরং বস্ত তত্তদা চিন্তয়েদ্ধৃদি ॥ ১৬৩

যদেবৈকবৎ জ্ঞানং কথিতং বো মুনীশ্বরঃ । এতদ্বিদিভা যোগীক্সো লভেদ্মোক্ষমমৃতম্ ॥ ১৬৪

ধৈর্যেতৎ পুণ্যমাখ্যাতং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । সঙ্গপাপবিনির্মুক্তো হরিনারূপায়মগ্নুতে ॥ ১৬৬

ইতি বৃহস্পতিদীপ্যে পুরাণে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

বসন্ত উচুঃ ।

সমাখ্যাতানি সর্গাণি যোগাঙ্গানি মহামুনে । ইদানীমপি সর্গজ্ঞ যঃ পৃথ্ৱীমসুচ্যাতাম্ ॥ ১
যোগো ভক্তিযত্নমেব সিধ্যতীতি ত্রয়োদিতম্ । যথা তুবাতি সর্গেশো দেবদেবো জনার্দনঃ ॥

তন্নো বদস্ব ধর্মজ্ঞ সূত কারণাবারিধে ॥ ২

সূত উবাচ ।

পুরা সনৎকুমারেণ এবং পৃষ্টঃ স নারদঃ । যদুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠাঃ শিবধনঃ তৎকথামুতম্ ॥ ৩
নারায়ণঃ পরঃ দেবঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ । যজ্ঞধর্মবরঃ সর্গে বিমুক্তিং যদাভীশ্ববঃ ॥ ৪
রিপবন্তঃ ন বাধন্তে ন বাধন্তে গ্রহান্ত তম্ । রাক্ষসাস্ত ন খাদন্তি নরঃ বিষ্ণুপরায়ণম্ ॥ ৫
ভক্তিদৃঢ়া ভবেদমস্ম দেবদেবে জনার্দনে । শ্রেয়সি তস্মা সিধ্যন্তি ভক্তিযত্নোঃ শিকাস্ততঃ ॥ ৬
তো পাদৌ সফলৌ পুংসাং কৃষ্ণারতমগানিনৌ । তো করৌ ভাগানিলয়ে হৃদিপূজাপরায়ণৌ ॥ ৭
তে চ নেত্রে মহাভাগে পশ্যেতে যে জনার্দনম্ । সা জিহ্বা প্রোচাতে সন্নিহ্নির্নামপরায়ণৌ ॥ ৮
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুচ্ছত্য ভুজমুচাতে । বেদশাস্ত্রাণ্য পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাঃ পরঃ ॥ ৯
সত্যং বচ্মি হিতং বচ্মি মারং বচ্মি পুনঃপুনঃ । অসারে দক্ষসংসারে মারং নৃষিপূজনম্ ১০
সংসারপাশং সুদৃঢ়ঃ মহামোহপ্রদায়কম্ । হরিভক্তিকুঠারেণ চিহ্নিতাত্তমুখী ভবেৎ ॥ ১১
তন্ময়ঃ সংযুতঃ বিকো সী বাণী তৎপরায়ণী । তে শ্রোত্রে তৎকথামারপূরিতে লোকবন্দিতে ১২
আনন্দমক্ষরং শুদ্ধং পূজ্যং ত্রিদশৈরপি । আকাশমধাগং দেবং যজ্ঞসমুদিসমুখাঃ ॥ ১৩
স্থানং বা শকাতে বকুঃ স্বরূপং বা কদাচন । নির্দেষ্টুং মুনিশাদূল জঠ্রুং বাপাকৃতাত্তি ॥ ১৪
সমস্তকরণৈর্যুক্তো ন চ তৈঃ করণৈস্তথা । অস্বরূপো যদাত্মা চ পূণাপূণাবিবর্জিতঃ ॥ ১৫
সর্গোপাবিবিনির্মুক্তো হনিন্দো নির্ভরণো বিভূঃ ॥ পরং ব্রহ্মময়ো দেবঃ সূক্ষ্মস্ত ইতি গীষতে ॥ ১৬
ভাবনামরমেতদৈ জগৎ হাবরজঙ্গমম্ । বিদ্যাদিলোলং বিশ্রেষ্ঠা যজ্ঞধরং তং জনার্দনম্ ॥ ১৭
অহিংসা সত্যমন্তেয়ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ । বর্জন্তে যস্মা তস্মৈব তুবাতে জগতাং পতিঃ ॥ ১৮
সর্গভূতদয়াযুক্তো বিষ্ণুপূজাপরায়ণঃ । মাতাপিত্রৌশ্চ শুশ্রুমুস্তস্ম তুষ্টৌ জনার্দনঃ ॥ ১৯
সংকথায়াক্ষ রমতে সংকথাক্ষ করোতি চ । সত্যবান্ নিরহংকারস্তস্মা ত্রীত উমাপতিঃ ॥ ২০
নামসঙ্গীর্জনং বিকোঃ ক্ষুণ্ণটপ্রখলিতাদিমু । করোতি সত্যতঃ বিশ্বাস্তস্মা ত্রীতো ধর্মোক্ষতঃ ॥ ২১
যা তু নারী পতিপ্রাণা পতিপূজাপরায়ণা । তস্মাচ্ছষ্টৌ জগন্নাথো মধুকৈটভমর্দনঃ ॥ ২২
নিরস্ত্রাপরো যন্ত অহংকারবিবর্জিতঃ । দেবপূজাপরশ্চৈব তস্মা তুবাতি কেশবঃ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছগুধর্মবরো যজ্ঞধরং সত্যতঃ হরিম্ । আবৃণুধর্মহংকারং বিদ্যালোলপ্রিয়া বৃতম্ ॥ ২৪
শরীরং মৃত্যুসংযুক্তং জীবিতকাপি চঞ্চলম্ । রাজাদিভির্ধনং গ্রাহ্যং সম্পদঃ ক্ষণভঙ্গুরাঃ ॥ ২৫
হে জনাঃ কিং ন পশুধর্মায়ুবোহর্জিত নিদ্রয়া । কৃতঞ্চ ভোজনাদ্যোশ্চ কিরদায়ুঃ সমাহৃতম্ ॥ ২৬
কিরদায়ুর্বাণভাবাদবৃদ্ধভাবাঃ কিরকৃতম্ । কিরবিষয়ভোগৈশ্চ কদা ধর্মায়ু করিষ্যথ ॥ ২৭
যালপাবে চ বর্জকো ন যতৌড়াচুড়াক্ষমম্ । যদন্তেব চ ধর্মায়ু তৈ ধর্মধর্মমহাকৃতম্ ॥ ২৮

যা বিনাশয় সংসারগর্ভে যথা রথা জনাঃ । বপুর্বিনাশনিলয়মাপদাং পরমং পদম্ ॥ ২৯
 শরীরং রোগনিলয়ং মলাদ্যোঃ পরিদূষিতম্ । কিমর্থং শাশ্বতবিম্বা পাপং কুরুধ সর্গদা ॥ ৩০
 অসারভূতে সংসারে নানাভুঃখসমবিশিভে । বিখ্যাসো নাত্ত কৰ্ত্তব্যো নিশ্চিতং নাশমেযাতি ৩১
 শূন্যমুদয়ঃ সর্গে সত্যমেতগরোচ্যতে । কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ঃ পূজ্য এব জনাৰ্দ্দনঃ ॥ ৩২
 মানং ভ্যজত হস্তারং কামকোষাদিবর্জিতাঃ । যজ্ঞধ্বং মত্ততং কৃষ্ণং মানুস্যামতিদূর্লভম্ ॥ ৩৩
 কোটিজন্মসঙ্কল্পেণ হাবরাদিযু সত্তমাঃ । সত্ৰান্তস্ত তু মানুস্যং কথং পাবিত্র্যভাভে ॥ ৩৪
 তত্রাপি দেবতাবৃদ্ধিকর্মানবৃদ্ধিক্ত সত্তমাঃ । ভোগবৃদ্ধিস্থখা নৃণাং জন্মান্তরতপঃফলম্ ॥ ৩৫
 মানুস্যং দূর্লভং প্রাপ্য যো তরিকং নার্কিয়েৎ স কৃৎ । মূর্খঃ পরতরস্তস্মাৎকোহন্তস্তস্মাদচেতনঃ ॥
 দূর্লভং প্রাপ্য মানস্যং নার্কিয়েচ্চি চ মে হরিম্ । ভেদামতীৰ মূর্খাণাং বিবেকঃ কুত্র তিষ্ঠতি ॥ ৩৬
 আরাধিতো জগন্নাথো দদাতাভিমতং ফলম্ । কস্যং ন পূজয়েদ্বিপ্রাঃ সংসারাগ্নিপ্রদীপিতঃ ৩৭
 চাণ্ডালোহপি মূনিশ্ৰেষ্ঠো বিকৃতভক্তো দ্বিজাবিকঃ । দিকুভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি স্থপচাবিকঃ
 রাগদেষপরিভ্যক্তশ্চাণ্ডালোহপি দ্বিজাবিকঃ । তস্মাৎ কামাদিকং ভ্যক্তা যজ্ঞধ্বং হরিমব্যয়ম্ ॥

তস্মিন্ স্তম্বে জগৎ তুষ্টিং যতঃ সর্গগতো হারঃ ॥ ৪০

যথা হস্তিপদে সর্গং পদমাত্মং বিলীয়তে । তথা চরাচরং বিশ্বং কৃক এব প্রলীয়তে ॥ ৪১
 আকাশেন যথা ব্যাপ্তং জগৎ হাবরজঙ্গমম্ । তথৈব চরিণা ব্যাপ্তং বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৪২
 জন্মেন মরণং নৃণাং মরণং জন্মসাধনম্ । উভে ভে সঙ্কটে নৃণাং তত্রাশো হরিসেবয়া ॥ ৪৩
 বাতঃ সূতঃ স্ততো বাপি নমিতো বা জন্মান্দিনঃ । সংসারপাশবিচ্ছেদী কস্যং ন প্রতিপূজয়েৎ ॥
 যত্রামোক্ষারণাদেব মহাপাতকনাশনম্ । যং সমভ্যাজ্য বিপ্রৈঃ পরং মোক্ষং লভেদ্ব্যবম্ ॥
 অহো চিত্রমহো চিত্রমহো চিত্রমিদং দ্বিজাঃ । হরিমাস্মি স্থিতে লোকিঃ সংসারে বর্ত্ততে পুনঃ
 ভূয়ো ভূয়োহপি বক্ষ্যামি সত্যমেতৎ তপোধনাঃ । নীরমানো যমভট্টেরশক্তো ধর্ম্মগাধনে ॥ ৪৭
 যাবন্নেচ্ছিয়বৈকল্যং যাবদ্যাধির্ন বাধতে । তাবদেবাচ্চ'য়েদ্বিষ্ণুং যদি মুক্তিপরো নরঃ ॥ ৪৮
 মাভুর্গভাদিনিজ্ঞাতো যদা জন্তুস্তদেব হি । যুতোর্বজু গত্য বাচং উস্মাদির্ধরতো ভবেৎ ॥ ৪৯
 অহো কষ্টমহো কষ্টমহো কষ্টমিদং বপুঃ । বিনাশধর্ম্মং বিপ্রৈঃ যজ্ঞধ্বং শাশ্বতং প্রভুম্ ॥ ৫০
 সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুচ্ছতা ভুজমুচ্ছতে । দত্তাচারং পরিত্যজ্য যজ্ঞধ্বং চক্রপাণিনম্ ॥ ৫১
 ভূয়ো ভূয়ো হিতং বচ্মি ভুজমুচ্ছতা পণ্ডিতাঃ । বিষ্ণুঃ সর্গাত্মনা পূজ্যস্ত্যাজ্যামুয়া তথানুধতিঃ
 ক্রোধমূলো মনস্তাপঃ ক্রোধঃ সংসারসাধনম্ । ধর্ম্মক্ষয়করঃ ক্রোধস্তস্মাৎ তং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৩
 কামমূলমিদং জন্ম কামঃ পাণশ্চ কারণম্ । যশঃক্ষয়করঃ কামস্তস্মাৎ তং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৫৪
 সমস্তদুঃখজালামাং মাৎসর্য্যং কারণং স্মৃতম্ । নরকাণাং সাধনঞ্চ মাৎসর্য্যং তং পরিত্যজেৎ ॥
 মম এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ । তস্মাৎ তদেব সংযোজ্য পরাত্মনি সুখী ভবেৎ ॥
 অহো বৈধ্যমহো বৈধ্যমহো বৈধ্যমহো নৃণাম্ । বিকৌ স্থিতে জগন্নাথে ন ভজন্তে মদোদ্ধতাঃ
 অনায়াজ্য জগন্নাথং সর্গধাতারমচ্ছাদম্ । সংসারগাগরে যথাঃ কথং পারং গমিষ্যথ ॥ ৫৮
 অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোক্ষারণভীষিতাঃ । নশ্তন্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদামাহম্ ॥ ৫৯
 মারায়ণ জগন্নাথ বামুদেব জনাৰ্দ্দন । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে বৈ সর্গত্র বন্দিভাঃ ॥ ৬০
 সদ্যাপি চ মূনিশ্ৰেষ্ঠো বন্ধাদায়া অপি দেবতাঃ । প্রভাবঃ ন বিজ্ঞানন্তি বিকৃতভক্তিঃ তাহনাম্ ॥ ৬১

মহো মৌৰ্ধ্যমহো মৌৰ্ধ্যমহো মৌৰ্ধ্যঃ দুৰাস্বনায । জগৎপদসংস্থিতঃ বিষ্ণুঃ ন বিজানন্তিমৰ্চ্ছদা
 শৃংখলমুদয়ঃ সৰ্কে ভূয়ো ভূয়ো বদাম্যহম্ । হরিঃ শ্রদ্ধাবতারঃ তুহৌ ন ধনৈর্ন চ বান্ধবৈঃ ॥ ৬৩
 বন্ধুমন্তঃ ধনাঢ্যঃ পুত্রবত্বক সন্তুমাঃ । বিষ্ণুভক্তিমতাঃ নৃণাং ভবেদৈ জন্মজন্মনি ॥ ৬৪
 পাপমূলময়ঃ দেহঃ পাপকর্ম্মরতস্তথা । এতদ্বিদিহা সত্ততঃ পূজয়ধ্বং জনার্দনম্ ॥ ৬৫
 পুত্রমিত্রকলাত্রাদ্যা বহবঃ সখ্যাসম্পদঃ । হরিপূজারতানাক ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬
 ইহামৃত ফলঃ প্রেমঃ পূজয়েৎ সত্ততঃ হরিম্ । ইহামৃত সুখঃ প্রেমঃ পরনিম্না পরিভাজেৎ ॥
 বিগ্জন্ম ভক্তিহীনানাং দেবদেবে জনার্দনে । সংপাত্রদানশৃংখল তদ্বনঃ বিক্ পুনঃপুনঃ ॥ ৬৮
 ন নমেদিকবে যন্ত শরীরঃ জন্মভেদিনে । পাপানামাকরঃ তদৈ জেয়ঃ বিবুধসন্তুমাঃ ॥ ৬৯
 সংপাত্রদানরহিতঃ যদুদবাঃ যেন রক্ষিতম্ । সর্পেণ রক্ষিতমিব ইতি লোকেয়ু নিশ্চিতম্ ॥ ৭০
 তড়িলোলপ্রিয়া মতা ক্ষণভক্ষুরশালিনঃ । নারাদয়ন্তি বিবেশঃ পশুপাশবিমোচকম্ ॥ ৭১
 সৃষ্টিস্ত দ্বিবিধা জেয়া দেবাসুরবিভেদতঃ । হরিভক্তিযুতা দৈবী তদ্বীনা হাসুরী শ্রুতা ॥ ৭২
 তস্মাচ্ছৃণুত বিধেয়া হরিভক্তিপরায়ণাঃ । শ্রেষ্ঠাঃ সৰ্গত্ৰ বিখ্যাতা যতো ভক্তিঃ সূদৃলভা ॥ ৭৩
 অসুয়ারহিতা যে তু বিপ্রজ্ঞানপরায়ণাঃ । কামাদিরহিতা যে তু তেষাং তুষাতি কেশবঃ ॥ ৭৪
 সম্যার্জুনাতিভির্ষে তু হরিশুশ্রবণে রতাঃ । সংপাত্রদাননিরতাঃ প্রয়ান্তি পদমুত্তমম্ ॥ ৭৫
 তস্মাৎ স সারতপ্তানাং হরিরেব পরা গতিঃ । গন্যামশ্রবণাদেব প্রয়ান্তি পদমুত্তমম্ ॥ ৭৬

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিকথনে ত্রয়স্তিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্তিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পুনর্বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত চক্রিণঃ । পঠতাঃ শৃণ্বতাঃ সদাঃ পাপরাশিঃ প্রণশ্যতি ॥ ১
 শান্তা জিতারিষড়্ বর্গা যোগেনাপানহঙ্কতাঃ । যজন্তি জ্ঞানরূপেণ জ্ঞানরূপিণমব্যয়ম্ ॥ ২
 তীর্থস্থানবিশুদ্ধা যে ব্রতদানতপোমথৈঃ । যজন্তি কর্ম্মযোগেণ সৰ্গধাতারমুচ্ছাতম্ ॥ ৩
 লুকা বাসনিনোহজ্ঞান ন যজন্তি জগৎপতিম্ । অজরামরবশ্যচাস্তিষ্ঠন্তি নরকীটকাঃ ॥ ৪
 তড়িলোলপ্রিয়া মতা ব্রাহ্মকারদূষিতাঃ । ন যজন্তি জগন্নাথঃ সৰ্গশ্রেয়োনিধায়কম্ ॥ ৫
 হরিধর্ম্মরতাঃ শান্তা হরিপাদাজমেবকাঃ । দৈবাঃ কেহপীহ জায়ন্তে লোকান্ত্রাতঃপরাঃ ॥ ৬
 কর্ম্মণা মনসা বাচা যো যজেত্তু ভিত্তো হরিম্ । স যাতি পরমস্থানং সন্তলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭
 অত্রৈবোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্ । পঠতাঃ শৃণ্বতাকৈব সৰ্গপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৮
 বিপ্রাঃ শৃংখল চরিতঃ যজ্ঞমালিসুমালিনোঃ । যন্ত অবগম্যাত্মেণ বাজিমেষফলং লভেৎ ॥ ৯
 কশ্চিদাসীৎ পুরা বিপ্রা ব্রাহ্মণো বৈবতেহন্তরে । দেবমালিরিতি খ্যাতো বেদবেদান্তপারগঃ ॥
 সৰ্গভূতদয়াযুক্তো হরিপূজাপরায়ণঃ । পুত্রমিত্রকলাত্রার্গ ধনার্জুনপরোহভবৎ ॥ ১১
 অপণাবিক্রয়ং চক্রে তথা চ রসবিক্রয়ম্ । চাণ্ডালাদ্যেয়নি তথা প্রতিগ্রহপরোহভবৎ ॥ ১২

তপসা বিজয়ং চক্রে ব্রতানাং বিজয়ং তথা । পরার্থং ভীর্ণগমনং কলত্রার্থমকারয়ৎ ॥ ১৩
 কালেন গচ্ছতা বিপ্রা জাতো তস্য সূতাবৃত্তো । যজ্ঞমালী শুমালিঃ চ সমানাবতিশোভিনো ॥
 ততঃ পিতা কুমারো ভাবতিস্নেহসমমিতঃ । যোজয়ামাস বাৎসল্যাদ্বহুভিঃ সাধনৈস্তথা ॥ ১৫
 দেবমালির্বহুপারৈর্ধনং সম্পাদা যত্নতঃ । স্বধনং গণয়ামাস কিয়ৎ শ্রাদিভি বেদিতুম্ ॥ ১৬
 নিককোটিসহস্রাণাং কোটিকোটিশুগাথিতম্ । বিগণয়া স্বয়ং হৃষ্টো বিস্মিতশ্চাপাচিত্তয়ৎ ॥ ১৭
 অসংপ্রতিগ্রহৈশ্চৈবমপণ্যানাঞ্চ বিক্রয়েঃ । মহাতপোবিক্রয়াদ্যোরেভৎ তু সমুপার্জিতম্ ॥ ১৮
 অদ্যাপি শান্তিঃ নাপন্নাম তৃষ্ণাতিহঃসহা । মেরুতুল্যসুবর্ণানি চাগংখ্যাতানি বাঙতি ॥ ১৯
 অহো মন্ত্রে মহাকষ্টং সমস্তক্লেশসাধনম্ । সর্সান্ কামানবাপ্যাতু পুন্নরন্তু কাক্রতি ॥ ২০
 জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ কেশা দন্তা জীর্ঘ্যন্তি জীর্ঘ্যতঃ । চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীর্ঘ্যতে তৃক্ষকাতরুণায়তে
 মমেন্দ্রিযাণি সর্সানি মনভাবং ব্রজন্তি চ । বলং কৃতং জরমা গা তৃষ্ণা তাক্রণং গতী ॥ ২২
 কষ্টে গা বর্ততে যস্য স বিদ্বানপাপভিতঃ । স শান্তোহপি প্রমত্তাঃ শ্রাদ্ধীমানপাতিমুচ্যতঃ ॥ ২৩
 আশা ভঙ্গকরী পুংসাষজেষ্যরাতিসন্নিভা । তস্মাদাশাং ত্যজেৎ প্রাজো বদীচ্ছেচ্ছাষতঃ সুখম্
 বলং তেজো যশশ্চৈব বিদ্যাং শৌর্য্যঞ্চ বুদ্ধতাম্ । তথৈব মুকুলে জন্ম আশা হন্ত্যতিবেগতঃ ॥ ২৫
 নৃণামাশাভিভূতানাযাশ্চর্য্যামিদমুচ্যতে । কিঞ্চিদ্ব্যপি চাণ্ডালস্তস্মাদধিকতাং গতঃ ॥ ২৬
 আশাভিভূতা যে মর্ত্যা মহামোহাঃ শুচোদ্ধতাঃ । অবমানাদিকং হৃৎখং ন জানন্তি যদপ্যাহো ॥
 তথাপোষং বহুক্লেশৈরেভদ্বনমুপার্জিতম্ । শরীরমপি জীর্ণঞ্চ জরমপহুতং বলম্ ॥ ২৮
 ইতঃপরং যতিষ্যামি পরলোকার্থবাদরাৎ । এবং নিশ্চিত্য বিপ্রেক্ষ্য ধর্ম্মমার্গরতোহভবৎ ॥ ২৯
 সদ্য এব ধনং সর্সং চতুর্দ্ধা ব্যভজৎ ততঃ । স্বয়ন্তু ভাগদ্বিতয়মর্জ্জকতাদপাহরৎ ॥ ৩০
 শেষন্তু ভাগদ্বিতয়ং পুত্রয়োঃকৃত্যোর্দিদৌ । স্নেহাৰ্জ্জিতানাং পাপানাং নাশং কর্তুন্নাস্তদা ॥ ৩১
 প্রপাতভাগারামাংস্ত তথা দেবগৃহান্ বহুন্ । অস্বাদীনাঞ্চ দানানি গন্ধাতীরে চকার সঃ ॥ ৩২
 এবং ধনবিশেষঞ্চ বিশ্রাণা হরিভক্তিমান্ । নরনারায়ণস্থানং জগাম তপসে বনম্ ॥ ৩৩
 তত্রাপশুসমহারণো আশ্রমং মুনিসেবিতম্ । ফলিতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চৈব শোভিতং বৃক্ষসঙ্কুলৈঃ ॥
 গৃনন্তিঃ পরমং ব্রহ্ম শাস্ত্রচিন্তাপরৈস্তথা । পরিচর্য্যাপরৈর্বৃদ্ধৈর্মুনিভিঃ পরিশোভিতম্ ॥ ৩৫
 গৃনন্তঃ পরমং ব্রহ্ম তেজোরশিঃ দদর্শ হ । শমাদিগুণসংযুক্তং রাগাদিরহিতং মুনিম্ ॥ ৩৬
 নীর্ণপর্ণাশনং দৃষ্টো দেবমালিন্ননাম তম্ । তস্য জানন্তিরাগন্তোঃ কলয়ামাস চাইণাম্ ॥ ৩৭
 কন্দমলফলাদ্যোস্ত নারায়ণধিরা তদা । কৃতাতিথ্যকিয়ন্তেন দেবমালিঃ কৃতাঞ্জলিঃ ॥

বিনয়াবনতো ভূত্বা প্রোবাচ বদতাং বরম্ ॥ ৩৮

ভগবন্ কৃতকৃত্যোহস্মি বিগতং কলষং মম । মামুদ্ধর মহাভাগ জ্ঞানদানেন পণ্ডিত ॥ ৩৯
 এনমুক্তস্ততস্তেন জ্ঞানন্তির্মুনিমন্তমঃ । উবাচ প্রহসন্ বালীঃ দেবমালিঃ শুণাথিতম্ ॥ ৪০

জ্ঞানন্তিক্রবাচ ।

পৃণুষ বিপ্রশার্কীন্সংসারচ্ছেদকারণম্ । প্রবক্ষ্যামি সমামেন দুর্লভং দুর্কৃতাত্মনাম্ ॥ ৪১
 ভক্ত বিকং পরং নিত্যং স্মর নারায়ণং প্রভূম্ । পরাপবাদং পৈতৃকং কদাচিদপি মা কৃথাঃ ৪১
 পরোপকারনিরতঃ সদা ভব মহামতে । হরিপূজাপরশ্চৈব তাজ মুখ্যসমাগমম্ ॥ ৪৩
 কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ মোহঞ্চ মদমৎসরো । পরিত্যজ্যাত্মবল্লোকং মহা শান্তিঃ গমিষ্যসি ॥ ৪৪

অহুয়াং পরনিশাৎ কদাচিদপি মা কৃথাঃ । দস্তাচারমহাকারং নৈষ্ঠুৰ্য্যাক্ পরিভাজ ॥ ৪৫
 দয়াং কুরুষ ভূতেষু শুশ্রূষাৎ তথা সতাম্ । ত্বয়া কৃতান্শ্চ ধৰ্ম্মান্ বৈ যথার্থং বদ পৃচ্ছতাম্ ॥ ৪৬
 অমাচারপরান্ দৃষ্টৌ নোপেক্ষাং কুরু শক্তিভঃ । পূজয়স্বাতিথীন্ নিত্যং স্বমবেবাদিরোধতঃ ॥
 পত্নৈঃ পুত্ৰৈঃ কলৈর্বাপি দৃক্ষাভিঃ পল্লবৈস্তথা । পূজয়স্ব জগন্নাথং নারায়ণমকামতঃ ॥ ৪৮
 দেবানুবীন্ পিতৃশ্চৈব তর্পয়স্ব যথাবিধি । অগ্নেচ বিধিবদ্বিধি পরিচর্য্যাপরৌ ভব ॥ ৪৯
 দেবতায়তনে নিত্যং সন্মার্জ্জনপরৌ ভব । তথোপলেপনকৈব কুরুষ স্মসমাহিতঃ ॥ ৫০
 নীৰ্গন্ধুটিভস্কানং কুরু দেবগৃহে সদা । মার্গশোভাৎ দীপকং দিয়োগায়তনে কুরু ॥ ৫১
 কন্দমূলকলৈর্বাপি সদা পূজয় যাবদম্ । প্রদক্ষিণমমস্কারৈঃ স্তোত্রাণাং পঠনৈস্তথা ॥ ৫২
 পুরাণশ্রবণকৈব পুরাণপঠনং তথা । বেদান্তপঠনকৈব কুরুষ প্রভাহং দ্বিজ ॥ ৫৩
 এবং স্থিতে তব জ্ঞানং ভবিষ্যতু স্তমোত্তমম্ । জ্ঞানাসংগমস্তপাপানাম্ মোক্ষমাহনিপশিতঃ ॥

সূত উবাচ ।

এবং প্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মহামতিঃ । তদা জ্ঞানরভৌ নিত্যং জ্ঞানলেশমবাপ্তবান্ ॥ ৫৫
 দেবমালিঃ কদাচিৎ তু জ্ঞানলেশপ্রচোদিতঃ । কোহহং মম ক্রিয়া কেতি স্বয়মেবাভিচারয়ঃ ॥ ৫৬
 মম জন্ম কথং জাতং রূপং কীদৃশিৎ মম । এবং বিচারয়ামাস অহমেকোহথবা বহু ॥ ৫৭
 অনিশ্চিতমতিঃ সদ্যো দেবমালির্বিজোত্তমঃ । পুনর্জানতিমাগত্য প্রণম্য সমুবাচ হ ॥ ৫৮

দেবমালিক্রবাচ ।

মম চিত্তমতিব্রাতুং তুরৌ ব্রহ্মবিদাং বর । কোহহং মম ক্রিয়া কা বা মম জন্ম কথং বদ ॥ ৫৯

জ্ঞানস্তিক্রবাচ ।

সত্যমাহ মহাভাগ চিত্তং ব্রাতুং সুনিশ্চিতম্ । অবিজ্ঞানিলয়ং চিত্তং কথং সস্তাবমেবাতি ॥ ৬০
 মমেতি গদিতং বহু তদপি ভাস্তিরিষ্যতে । অহংকারো মনৌ ধৰ্ম্ম আত্মনৌ ন হি পশিত ॥ ৬১
 পুনশ্চৈকোহহিমিত্যুক্তং দেবমালে ত্বয়া যুনে । নামজাত্যাदिশূন্যস্ত কথং নাম করোমাহম্ ৬২
 অপরিচ্ছিন্নভাবস্ত নিষ্ঠুৰস্ত পরাক্রমঃ । নীকপশ্চাৎপ্রমেয়স্ত কথং রূপাদি কথ্যতে ॥ ৬৩
 পরংজ্যোতিঃস্বরূপস্ত কথং নাম করোমাহম্ । অপরিচ্ছিন্নভাবস্ত কথ্যতে বা কথং ক্রিয়া ॥ ৬৪
 স্বপ্রকাশাত্মনৌ বিপ্র নিত্যস্ত পরমাত্মনঃ । অনন্তস্বাক্রিয়াধাত্ত কথং জন্ম চ কথ্যতে ॥ ৬৫
 জ্ঞানস্ত বেদামজরং পরংব্রহ্ম সনাতনম্ । পরিপূর্ণমদানন্দং তস্মাৎ তং যজ হে দ্বিজ ॥ ৬৬
 তত্ত্বমস্তাদিবার্থজ্ঞানং মোক্ষস্ত সাধনম্ । জ্ঞানে চানাহতে নিব্ধে সৰ্ব্বং ব্রহ্মময়ম্বেৎ ॥ ৬৭
 এবংপ্রবোধিতস্তেন দেবমালির্মুণীশ্বরঃ । যমোচ পশুমান্নানমাত্মগোচ্যাতং প্রভূম্ ॥ ৬৮
 উপাধিবর্জিতং ব্রহ্ম স্বপ্রকাশং নিরঞ্জনম্ । অহমেবেতি নিশ্চিত্য পরাং শান্তিমবাপ্তবান্ ॥ ৬৯
 ততশ্চ বাবহারার্থং দেবমালির্মুণীশ্বরম্ । কুরু প্রণম্য জ্ঞানন্তিঃ সদা ধ্যানপরোহভবৎ ॥ ৭০
 গতে বহুতিথে কালে দেবমালির্মহামতিঃ । বারাগমীং পুরীং প্রাপ্য পরং মোক্ষমবাপ্তবাহ ॥
 য ইমং পঠতেহধ্যায়ং শৃণুয়াৎ সমাহিতঃ । স্বকৰ্ম্মপাশবিচ্ছেদং সম্প্রাপ্য সুখমবুভেৎ ॥ ৭২

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে বিষ্ণুমাহাশ্রাবর্ণনং নাম ত্রয়সিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

দেবমাণেঃ শ্রুতো প্রোক্তো যানুভৌ মুনিসত্তমাঃ । যজ্ঞমালিঃ শ্রমালীতি তয়োঃ কৰ্ম্মাধুনোচ্যতে
 তয়োরাদ্যো যজ্ঞমালিবিভেদ পিতৃনদিতম্ । ধনং দিবা কনিষ্ঠশ্চ ভাগমেকং দদৌ তদা ॥ ২
 শ্রমালী তদ্ধনং সস্রং বাসনাভিরতস্তদা । অসজ্জনাতিষ্ঠৈব নাশয়ামাস ভৌ দ্বিজাঃ ॥ ৩
 গীতবাদ্যরতো নিত্যং মদ্যপানরতোহভবৎ । বেষ্ঠাবিভ্রমলুক্কোহসৌ পরদাররতোহভবৎ ॥ ৪
 তগ্নিন্ নাশে সমায়াতে হিরণ্যে পিতৃমদিতৈ । অপদ্রত্য পরদ্রব্যং বারদ্রীনিরতোহভবৎ ॥ ৫
 দৃষ্টী শ্রমালিনঃ শীলং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । বভূব হুঃখিতো গাঢ়মল্লজ্জবেদমব্রবীৎ ॥ ৬
 অগম্যত্যন্তকষ্টেন বৃদ্ধেনাশুক্র মংকুলে । ত্রমেক এব হৃষ্টোহস্মি মহাপাপরতোহভবৎ ॥ ৭
 এবং নিবারয়ন্ত্য বহুশো ভাতরং ততঃ । হনিষ্যামীতি নিশ্চিত্য খড়্গাহস্তঃ কচেহগ্রহীৎ ॥ ৮
 ততো হাহারবো জজ্ঞে নগরে মুনিসত্তমাঃ । ববন্ধুর্নাগরাশ্চৈনং কুপিভাস্তে শ্রমালিনম্ ॥ ৯
 যজ্ঞমালিরমেয়াস্মা পৌরান্ সন্ত্যার্থ্য হুঃখিতঃ । বন্ধানাশ্মোচয়ামাস ভাতৃশ্বেহবিমোহিতঃ ॥ ১০
 যজ্ঞমালিঃ পুনশ্চাপি বিভেদে স্বধনং দিবা । আদদে স্বয়মর্দ্ধকং দদাবর্দ্ধকং কনীরগে ॥ ১১
 শ্রমালী হৃতিমুচ্যাস্মা তদ্ধনেনাপি সত্তমাঃ । পূর্ষৈঃ পাষণ্ডাণাংলৈবুভুজে চ মদোকৃতঃ ॥ ১২
 অমত্যাশূনভোগায় হৃজ্জনানং বিভূতয়ঃ । পিতৃমর্দ্ধকং কলাচোহপি কাকৈরেবেহ ভূজাতে ॥ ১৩
 ভাণী দত্তং ধনংপ্রাপ্য শ্রমালী মন্ততঃ গতঃ । শর্করাসহিতং হৃক্ষং পৌরুষেব পবনাশনঃ ॥ ১৪
 শ্রমালী হৃতিমুচ্যাস্মা চাণালহমুপাগতঃ । মদ্যপানশ্রমশ্চ গোমাংসাদীশ্চভক্ষয়ৎ ॥ ১৫
 তাত্তৌ বন্ধুজনেঃ গর্ষৈশ্চাণালশ্চীমমদিতঃ । রাজ্ঞাপি বাবিতশ্চাপি প্রপেদে নির্জিনং ধনম্
 যজ্ঞমালিঃ শ্রবীবিপ্রঃ সদা ধর্ম্মরতোহভবৎ । অব্যবহিতং দদাবগ্রং সৎসম্পদকংযবঃ ॥ ১৬
 পিত্রা কৃতানি সর্সানি তড়াগাদীনি সত্তমাঃ । অপালয়দ্ যজ্ঞমালিঃ সত্যধর্ম্মপরাশ্রয়ঃ ॥ ১৭
 বিপ্রানিতং ধনং সস্রং যজ্ঞমাণেমহাশ্রয়ঃ । সৎপাত্রদাননিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মমার্গপ্রবর্তিনঃ ॥ ১৮
 অতো মদ্যপভোগায় যজ্ঞজনানং বিভূতয়ঃ । কল্পহৃক্ষফলং সর্সমমরৈরেব ভূজাতে ॥ ১৯
 ধনং বিশ্রাণ্য ধর্ম্মার্থং যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । নিত্যং বিষ্ণুগৃহে সম্যক্ পরিচর্য্যাপরোহভবৎ ।
 কালেন গচ্ছতা তৌ তু বৃদ্ধভাবমুপাগতৌ । যজ্ঞমালিঃ শ্রমালী চ এককালমুতো দ্বিজাঃ ॥ ২০
 হরিপুজারতশ্চাস্মা যজ্ঞমাণেমহাশ্রয়ঃ । হরিঃ সন্তোষয়ামাস বিমানশতমুত্তমম্ ॥ ২১
 দিবারং বিমানমাক্রম্য যজ্ঞমালির্মহামতিঃ । পূজামানঃ সুরগণৈঃ স্তু যমানো মুনীশ্বরৈঃ ॥ ২২
 গন্ধকৈর্গোয়মানশ্চ অঙ্গরোভিষ্ঠ সেবিতঃ । কামধেনাকৃষ্যমাগচ্ছিত্তাভরণভূষিতঃ ॥ ২৩
 কোমলৈস্তলসীমালৈর্ভূষিতস্তেজসার নিধিঃ । গচ্ছন্ বিষ্ণুপুরং তূর্ণমল্লজং পথি দৃষ্টেবান্ ॥ ২৪
 জাড্যমানং সমভট্টৈঃ ক্ষুভ্ৰকাপরিপীড়িতম্ । প্রেতভূতং বিবস্ত্রঞ্চ দৃষ্টেবান্ পাশবেষ্টিতম্ ॥ ২৫
 ইতস্ততঃ প্রধাবন্তঃ বিলপন্তঃ স্বকর্ম্ম চ । ক্রোশন্ত্য ক্রদন্ত্য ব্রজন্তঃ পথি দৃষ্টেবান্ ॥ ২৬
 যজ্ঞমালির্দ্রষ্টাত্তৌ হরিদূতান্ সমাগতান্ । কোহস্মি ভট্টৈর্বাধ্যমান ইত্যপৃচ্ছৎ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ২৭
 অথ তে হরিদূতাস্তং যজ্ঞমালিঃ মহৌজসম্ । অসৌ শ্রমালী ভাতা তে পাপাত্মা ইত্যবোধয়ন্
 যজ্ঞমালিঃ সমাকৰ্ম্মা মাথাভং বিকুক্কিরৈঃ । মনসা হুঃখমাপন্নঃ পুমঃ পপ্রচ্ছ চাপি তাম্ ॥ ২৮

কথমস্তু ভবেমোক্ষো হর্জিতৈঃ পাপমক্টিতৈঃ । তদুপায়ং বদদ্যং মে শীঘ্রং যুয়ং হি বাক্ষসঃ ।
 সখ্যং সাপ্তপদীনং স্মাদিত্যাহব'ধ্বকোবিদাঃ । তস্মাৎমে বাক্ষস। যুয়মপ্রার্থিতসমাগতাঃ ॥ ৩৩
 যজ্ঞমালের্বচঃ শ্রুত্বা বিষ্ণুদূতো দয়াপরঃ । পুনঃ স্মিতমুখো ভূত্বা যজ্ঞমালিং হরিপ্রিয়ম্ ॥ ৩৪
 বিষ্ণুদূত উবাচ ।

যজ্ঞমালে মহাভাগ নারায়ণপরায়ণ । উপায়ং তব বক্ষ্যামি শৃণু বদতো মম ॥ ৩৫
 কৃতক্ স্মহং কৰ্ম্ম হুয়া প্রাক্তনজন্মনি । প্রবক্ষ্যামি সমাগেন শৃণু স্মগমাহিতঃ ॥ ৩৬
 পুরা হং বৈশ্বজাতীয়ো নাম্বা বিশ্বস্তরঃ স্মৃতঃ । তুয়া কৃতানি পাপানি মহান্তাগণিতানি নৈ ।
 স্বকৰ্ম্মকামনাহীনো মাতাপিত্রোস্তুথোজ্জ্বলকঃ । একদা বন্ধুভিত্ত্যাক্তঃ শোকমন্তাপদীভিতঃ ।

• স্মৃধাঘিনাপি সন্তপ্তঃ প্রাপ্তবান্ হরিমক্টিরম্ ॥ ৩৮

তত্র বৃষ্টিমমুভূতং কর্দমং হাতুমিচ্ছতা । নিবারিতক্ৰুরা মোহপি উপলেপনতাং গন্তঃ ॥ ৩৯
 উপোষিতস্ত তদ্রাত্রৌ তগ্নিন্ দেবালয়ে দ্বিতাঃ । সর্পেণ দংশিতস্তত্র প্রাতঃ পণ্ডিতমাগতঃ ॥ ৪০
 তেন পুণ্যপ্রভাবেণ উপলেপনজেন তে । বিপ্রজন্ম চ তত্রাপি হরিভক্তিৰ্ভবৎ ॥ ৪১
 কল্পকোটিভং সাত্ৰং নির্কেষ্য হরিসন্নিধৌ । তত্রৈব জ্ঞানমাসাদ্য পরং মোক্ষং গমিষ্যামি ॥ ৪২
 অনুজং পাতকিশ্রেষ্ঠং যং তু মোকুমিহেচ্ছামি । উপায়ং তত্র বক্ষ্যামি তচ্ছৃণু মহামতে ॥ ৪৩
 গোচর্যমাত্রভূমেস্তু উপলেপনজং ফলম্ । দদ্বোদ্ধর মহাভাগ তস্মাৎ শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ৪৪
 এবমুত্তস্ততস্তেন যজ্ঞমালিম'হামতিঃ । দেবদূতোক্তমাত্রক্ৰ দদৌ তন্মৈ ফলং তদা ॥ ৪৫
 বিনষ্টমভবৎ তস্মা পাপজালং যুনীশ্বরাঃ । সমাজাকারিণঃ সর্কৈ তং বিমুচ্য প্রহৃদবুঃ ॥ ৪৬
 বিমানমাগতঃ সদ্যঃ সর্কভোগসমপ্তিতম্ । সমাক্ৰহ. স্মমালী চ যুযুদে দেববৎ তদা ॥ ৪৭
 তাবুভৌ ভাতরৌ বিপ্রা দেবদুন্দনমহুভৌ । অবাপতুর্ন'হাত্ৰীতিং সমালিন্দ্য পরস্পরম্ ॥ ৪৮
 যজ্ঞমালিঃ স্মমালী চ স্ত যমানো মহমিভঃ । যয়মানো চ গন্ধর্কৈর্বিষ্ণুলোকমুপাগতৌ ॥ ৪৯
 অবাপ হরিসাক্ষ্যং স্মমালী দ্বিজসত্তমাঃ । যজ্ঞমালিশ্চ বর্ষায়া হরিসাক্ষ্যপাতামগাং ॥ ৫০
 ভূত্বা ভোগাংশিরং তত্র যজ্ঞমালিম'হামতিঃ । তত্রৈব জ্ঞানসম্পন্নঃ পরং মোক্ষমুপাগতঃ ॥ ৫১
 স্মমালী চ মহাভাগো বিষ্ণুলোকে যুগায়তম্ । স্থিতা ভূমিঃ পুনঃ প্রাপ্য ভূয়োবিপ্রহমাগতঃ ॥ ৫২
 যজ্ঞানিরাজ তত্রৈব মোক্ষার্থং বিষ্ণুতৎপরঃ । সমস্তব্রতদানানি বর্ষাংশ্চ কৃতবারংস্তথা ॥ ৫৩
 হরিপূজাপরো নিত্যং হরিনামপরায়ণঃ । বাহরন্ হরিনামানি প্রপেদে জাহ্নবীতটম্ ॥ ৫৪
 তত্র স্নাতশ্চ গঙ্গারামিষ্টা বিশেষরং প্রভুম্ । অবাপ পরমং স্থানং যোগিনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৫
 অতিশুদ্ধকূলে জাতো গুণবান্ বেদপারগঃ । সর্কসম্প্রসঙ্গমাত্তো হরিপূজাপরায়ণঃ ॥ ৫৬
 উপলেপনমাহায়াং কথিতং বো যুনীশ্বরাঃ । তস্মাৎ সর্কপ্রবর্তেন পূজয়দ্যং জনার্দনম্ ॥ ৫৭
 ন তেষাং নরকং বিপ্রা যে প্রপন্ন জনার্দনম্ । তস্মাৎ সর্কপ্রবর্তেন সম্পূজ্যো জগতাং পতিঃ
 অকামাদপি যে বিকোঃ সঙ্কং পূজাং প্রকুর্সতে । ন তেষাং ভববন্ধস্ত কদাচিদপি জায়তে ॥ ৫৯
 হরিপূজারতান্ যস্ত হরিদূক্যা প্রপূজয়েৎ । তং পূজয়ন্তি বিশেষজ্ঞা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৬০
 হরিভক্তিপরাণাক্ত সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ । যুচ্যতে সর্কপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি ॥ ৬১
 হরিপূজাপরাণাক্ত হরিনামব্রতাত্মনাম্ । শুশ্রুধানিরতা যান্তি পাপিনোরপি পরাং গতিম্ ॥ ৬২

ইতি শ্রীহরনারদৌ পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ভূয়ঃ শৃণুত বিশেষজ্ঞা মহাত্ম্যং কমলাপতেঃ । কশ্চ নো জায়তে ত্রীতিঃ শ্রোতুং হরিকথামৃতম্
নরানাং বিষয়াক্তানাং মমতাকুলচেতসাম্ । একমেব হরের্নাম সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২
সকৃদা ন নমৈদৃযস্ত বিক্রে কৰ্ম্মহারিণে । শবোপমং তং জানীয়াৎ কদাচিদপি নালপেৎ ॥ ৩
হরিপূজাবিহীনস্ত যস্ত বেদা বিজ্ঞোক্তমাঃ । শ্মশানমদৃশং বিদ্যান্ন কদাচিদ্বিশেষতঃ ॥ ৪
হরিপূজাবিহীনস্ত বেদবিশেষিণস্তথা । বিজগোবেষিণশ্চৈব রাক্ষসাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫
যো বা কো বাপি বিশেষজ্ঞাঃ বিশেষপরাশ্রয়ঃ । যদাৰ্জয়তি গোবিন্দং সা পূজা বিফলাভবেৎ ॥
অন্তেষোয়োবিধাতার্থং যেষ্টয়ন্তি জনার্দনম্ । সা পূজা সুমহাভাগাঃ পূজকানাং হন্তি বৈ ৭
হরিপূজাপরো যস্ত যদি পাপং করোতি বৈ । তমেব বিষ্ণুদেষ্ঠারং প্রাহস্তদ্বার্থকোবিদাঃ ॥ ৮
যে বিষ্ণুনিরতাঃ শান্তা লোকানুগ্রহতঃপর্যঃ । সৰ্বভূতদয়াযুক্তা বিষ্ণুরূপা প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৯
কোটিজম্বাজ্জিতৈঃ পুণ্যৈর্বিষ্ণুভক্তিঃ প্রজায়তে । দৃঢ়ভক্তিমতাং বিকো পাপবুদ্ধিঃ কথং ভবেৎ
জম্বকোটাজ্জিতং পাপং হরিপূজাতত্ত্বনাম্ । ক্ষীণং যাতি ক্ষণাদেবাতেষাং স্ম্যৎপাপধীঃকথম্
বিষ্ণুভক্তিবিনীনা যেষ্টাণাং পরিকীর্তিতাঃ । চাণ্ডালা অপি বৈ পূজা হরিভক্তিপরাশ্রয়ণাঃ ১২
নরাণাং বিষয়াক্তানাং সৰ্বদুঃখবিনাশিনী । হরিয়েবেতি বিখ্যাতা ভক্তিযুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ১৩
সম্ভ্রামোহাঃ তথা লোভাদজ্ঞানদাপি যো নরঃ । বিকোক্রপামনং কুর্যাৎসোহক্ষয়ং স্বৰ্গমশ্নুতে
হরিপাদোদকং যস্ত কণমাত্রস্ত ধারয়েৎ । স স্নাতঃ সৰ্ব্বভীর্থেষু বিকোঃ প্রিয়তরো ভবেৎ ॥ ১৫
অকালমৃত্যুশমনং সৰ্ব্বব্যাধিবিনাশনম্ । সৰ্বদুঃখোপশনং হরিপাদোদকং শ্রুতম্ ॥ ১৬
নারায়ণপরং ধাম জ্যোতিষাং জ্যোতিকৃতমম্ । যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেষাং মুক্তির্হি শাস্বতী ॥

সূত উবাচ ।

আসীং পুরা কৃতযুগে কণিকো নাম লুন্ধকঃ । পাদারপরম্বাপহরণে সততোদ্যতঃ ॥ ১৮
পরান্দাপরো নিভাং জন্তুগীড়ারতঃ সদা । হতবান্ ব্রাহ্মণান্ গাশ্চ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১৯
দেবসহরণে নিভাং পরম্বহরণে তথা । উদযুক্তো বর্ষরো বিপ্রাঃ কীনাশানামঘীষরঃ ॥ ২০
ভেন পাপাশ্রমেকানি কৃতানি সুমহান্তি চ । ন তেষাং শকাতে বকুং সংখ্যা বৎসরকোটিভিঃ
স কদাচিন্মহাপাপো জনানামভকোপমঃ । মোচীররাজ্যং নগরং সৰ্বৈষধ্যমমদিতম্ ॥ ২২
যোষিভির্ভূষতাভিষ্ঠ সরোভির্নির্ম্মলোদকৈঃ । অলঙ্কৃতং বিপণিভির্ঘমো দেবপুত্রোপমম্ ॥ ২৩
তশ্চোপবনমধ্যস্থং রম্যং কেশবমদিতম্ । ছাদিতং হেমকলমৈদৃষ্ট্য ব্যাধো যুদং বযো ॥ ২৪
হ্রাযাত্ত সুবর্ণানি বহুনি চ বিনিশ্চিতঃ । জগাম বিষ্ণুভবনং কীনাশচাৰ্থলোলূপঃ ॥ ২৫
তত্রাপস্তদ্বিজবরং শান্তং তদ্বার্থকোবিদম্ । পরিচর্য্যাপরং বিকোকৃতকং উপমাং নিধিম্ ॥ ২৬
একাকিনং দয়াযুক্তং নিঃস্পৃহং ধ্যানলোলূপম্ । দৃষ্ট্যাসৌ লুন্ধকোমেনে তং চৌর্য্যাত্তরারিক
দেবস্ত্র প্রবাজাতক্ সমাদাহুমনা নিশি । উতঙ্কং হস্তমারেভে বিধৃতামির্মদোদ্ধতঃ ॥ ২৮
পাদেনাক্রম্য তবক্ষো নিগৃহ্য পানিনা কচম্ । এবং কৃতমতিং তত্ত্ব উতঙ্কঃ প্রেক্ষ্য চারবীৎ ॥ ২৯

ভো ভোঃ সাধো বৃথা মাং হং হনিষ্যসি নিরাশসম্ । ময়া কিমপরাধং তে কৃতং তদ্বদ লুক্ক
কৃতাপরাধিনো লোকেশিকাং কুর্সন্তি যত্নতঃ । ন হিংসন্তি বৃথা সৌম্য মজ্জনা অপি পাপিনম্
বিরোধিষ্যপি মূর্থেষু নিরীক্ষ্যাবহিতান্ শুণান্ । বিরোধং নাপি গচ্ছন্তি মজ্জনাঃ শাস্তচেতসঃ ॥
বহুধা বাধ্যমানোহপি ঘো নরঃ ক্ষময়াবিতঃ । তমুত্তমং মরং প্রাহুর্বিফোঃ প্রিয়ভরং তথা ॥৩৩
মুজ্জনো ন যাতি বৈরং পরহিতবুদ্ধির্নিশকালেহপি । ছেদেহপি চন্দনভরুদামসতিমুখং কঠারক্ষা
অহো বিধির্দৈবলবান্ বাধতে বহুধা জনান্ । সর্গসঙ্গবিহীনোহপি বাধাতে চ হুতাজনা ॥৩৫
অহো নিকারণং লোকে বাধন্তে পিতৃনা জনান্ । তত্রাপি সাধুন্ বাধন্তে ন সমানান্ কথং ন ॥
মৃগমীনমজ্জমানাং তৃণজলমন্তোষবিহিতবৃত্তীনাম্ । লুক্কধীবরপি শুনানিকারণবৈরিণোহুগতি
অহো বলবতী মায়ী মোহরতাখিলং জগৎ । পুত্রমিতকলতার্থং সর্গহুঃখে নিয়োজতি ॥ ৩৮
পরদ্রব্যাপহারেণ কলত্রং পেষিতক্ৰ যৈঃ । অস্ত্রে তং সর্গমুংহজ্যা এক এব প্রয়াতি বৈ ॥৩৯
মম মাতা মম পিতা মম ভাৰ্য্যা মমাত্মজঃ । মমেদমিতি জন্তুনাং মমতা বাধতে বৃথা ॥ ৪০
ধর্ম্যাধর্ম্যে নৈহেবাস্তামিহাশুভ্র ন চাপরং । যাবদর্জ্জয়তি দবং তাবদেব তি বাক্ষবাঃ ॥ ৪১
ধর্ম্যাধর্ম্যার্জ্জিতৈর্দৈবাঃ গোষিতা যেন মে নরাঃ । যতমগ্নিমুখে হুতী মৃতান্ ভুঞ্জতে চি তে ॥৪২
গচ্ছন্তং পরলোকঞ্চ নরং তং হনুতিষ্ঠতঃ । ধর্ম্যাধর্ম্যে ন চ ধনং ন পুত্রা ন চ বাক্ষবাঃ ॥ ৪৩
কামঃ সমুদ্রিয়াতি নরাণাং পাপকর্মণাম্ । বৃথায়াং বাধতে লোকো ধনাধীনামুপার্কিনে ॥

যন্তাবি তন্তবতোব নৈতজ্জানন্তাবুদ্ধয়ঃ ॥ ৪৪

পাদেদৈনকেন বক্ষ্যামি বহুতং গ্রন্থকোটিভিঃ । ভবিতবাং ভবতোবতচ্চ লোকো ন বৃধাতে ॥
বস্ত্রাবাং তন্তবতোব যদভাবাং ন তন্তবেৎ । ইতি নিশ্চিতবুদ্ধীনাম্ ন চিত্তা বাধতে বচিৎ ৪৬
দৈবাধীনমিদং সর্গং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ । তস্যাজ্জগৎ চ মৃত্যুং দৈবং জামাতি নাপরং ॥ ৪৭
যত্র কত্র স্থিতস্তাপি বস্ত্রাবাং তন্তবেদ্রবম্ । লোকস্ত তদবিজ্ঞায় বৃথায়াসসমাকুলঃ ॥ ৪৮
অহো হুঃখং মনুষ্যাণাং মমতাকুলচেতসাম্ । মহাপাপানি কুতাপি পরান্ পুষ্যন্তি যত্নতঃ ॥
অর্জ্জিতক্ৰ ধনং সর্গং ভুঞ্জতে বাক্ষবাঃ সমম্ । স্মরমেকো নাম মৃতস্তং পাপকলমগ্নতে ॥ ৫০
ইতি ক্রবাণং তমুখিং বিমুচ্য ভয়বিস্রলঃ । কনিকঃ প্রাণলিঃ প্রাহ ক্ষমস্মেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৫১
তংসংসর্গপ্রভাবেণ হরিসম্মিষিমাশ্রিতঃ । গন্তপাপো লুক্ককচ্চ অনুতাপীদমব্রবীৎ ॥ ৫২

কনিক উবাচ ।

ময়া কৃতানি পাপানি মহান্তি সুবহুনি চ । তানি সর্গাণি মঠানি বিদ্রোহ্য তব দর্শনাৎ ॥ ৫৩
অহোহং পাপধীনিতা মহাপাপং সমাচরম্ । কথং মে নিকৃতির্ভূষাং ক' যামি শরণং বিতে
পূর্জগদার্জ্জিতৈঃ পাপৈলুক্ককড়মবাপ্তবান্ । তত্রাপি পাপজালানি কুহা কাং গতিমাপ্নয়াম্ ॥৫৫

অহো মমায়ুঃ ক্ষমমেতি শীঘ্রং পাপান্তনেকানি সমর্জ্জিতানি ।

প্রতিক্রিয়া নৈব কৃতী ময়েবাং গতিশ্চ কা স্মাশ্রয় জন্ম কিং বা ॥ ৫৬

অহো বিধিঃ পাপশতাকুলং মা কিং যত্নবান্ ভারকরঞ্চ মহাঃ ।

কথং নু তংপাপকলানি ভোক্ষ্য কিমুংহু জন্মস্বহমুগ্রকর্ম্মা ॥ ৫৭

এবং বিনিম্যা চাত্মানমাত্মনা লুক্ককন্তদা । অন্তস্তাপাভিসমুপ্তঃ সদাঃ পঞ্চদশাগতঃ ॥ ৫৮

উত্তমঃ পতিতঃ প্রেক্ষ্য লুক্ককং তং দয়াপরঃ । বিকুপাদোদকেনৈনমভ্যগিঞ্চামহামতিঃ ॥ ৫৯

হরিপাদোদকম্পর্ণীল ককো বীভকলাবঃ । দিবাঃ বিমানমাক্রম্য মুনিমেবমথাব্রবীৎ ॥ ৬০

কনিক উবাচ ।

উতক মুনিশার্দূল গুরুশ্চ মম সূত্রত । বিমুক্তশ্চ প্রগাদেন মহাপাতকবন্ধনাৎ ॥ ৬১
জাতশ্চ পদশায়ে মত্তাপো মুনিপুঙ্গব । তেন মে পাপজালানি বিনষ্টানি মহামতে ॥ ৬২
হরিপাদোদকং যস্যাম্মি তং সিদ্ধবাননি । প্রাপিতোহস্মি ভক্তস্ত্রয়াঃ তদ্বিকোঃ পরং পদম্ ॥
তস্যাহং কৃতকৃতোহস্মি গুরুশ্চ মম সূত্রত । তস্মিন্নতোহস্মি তে বিদ্বন্ যৎ কৃতং তৎ ক্ষমস্ব মে
ইত্যা ক্রী দেবকুম্ভৈর্মুনিশ্রেষ্ঠমবাকিরৎ । অদক্ষিণত্রয়ং কৃত্বা নমস্কারং চকার সঃ ॥ ৬৫
ভতো বিমানমাক্রম্য সপকামসমবিতম্ । অঙ্গরোপণমক্ষীরং প্রপেদে হরিমন্দিরম্ ॥ ৬৬
এতদৃষ্ট্বা বিশিভোহনানুভবস্তপসাং নিধিঃ । শিরস্কজলিনাধায় অস্তৌষীঃ কমলাপতিম্ ॥ ৬৭
তেন স্রতো মহানিহুর্দিগবান্ বরমুক্তমম্ । বরেন তেমোত্তমোহপি প্রপেদে পরমং পদম্ ॥ ৬৮

ইতি বৃহস্পতিদীপ্যে পুৰাণে হরিমাহাত্ম্যাবর্ণনে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কিং ভঃস্তোত্রঃ মহাত্মগ কথং তুষ্টো জনার্দিনঃ । উতকঃ পুণ্যঃ পুরুষঃ কীদৃশঃ জন্মবান্ বরম্ ॥

সূত্র উবাচ ।

উতকো নাম বিশ্রেষ্ঠো হরিধানপরায়ণঃ । হরিপূজনসামর্থ্যং দৃষ্ট্বা তুষ্টো ব ভক্তিতঃ ॥ ১
নমামি নারায়ণমাদিদেবং জগন্নিবাসং জগদভ্যুহেতুম্ ।
চক্ৰাশির্শার্ঙ্গাজ্জবরং মহান্তং স্মৃতির্ভিবিচ্ছেদকরং প্রসন্নম্ ॥ ৩
যশাভিজাজ্জপ্রভবো বিধাতা যজ্ঞতামুং লোকসমুচ্চয়ঃ যঃ ।
যংলোভজো ক্রদ্ধ ইমং সনতি ভমাদিনাথঃ প্রণতোহস্মি বিহুম্ ॥ ৪
পদ্মাপতিং পদ্মদলানুতাকং বিচিহ্নবীৰ্য্যং নিখিলৈকহেতুম্ ।
বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং তেজোনিধিঃ বিষ্ণুপদং প্রপদ্যো ॥ ৫
অজ্ঞা স্রুতঃ সর্গগতোহচ্যুতাত্যেয়ো জানাত্মকো জ্ঞানবিদাং বরিষ্ঠঃ ।
নিভাঃ প্রপন্নার্তিহরঃ পরাজ্ঞা দয়াবুধির্মে বরদঃ স্বরূপঃ ॥ ৬
যৎ স্কুলসূক্ষ্মাদি বিশেষভেদৈর্জগৎসু বিস্তারিতমেতদীশ ।
তমেব তৎসর্বমমন্তসারং ততঃ পরং নাস্তি পরাপরাভ্যম্ ॥ ৭
অগোচরং যৎ তব সূক্ষ্মরূপং যাবাবিহীনং গুণজাতিহীনম্ ।
নিরঞ্জনং নির্মলমপ্রমেয়ং পশুন্তি মত্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞম্ ॥ ৮
একেন হেগ্ৰৈব বিভূষণানি জাতানি ভিন্নভূমুপাধিতেদাং ।
তথৈব সর্বৈব এক এব প্রদৃশ্যতে ভিন্ন ইবাখিলায়া ॥ ৯

যন্মায়স্মা যোহিতমানসা য়ে পশুন্তি সাত্ত্বানমপি প্রপন্নম্ ।

ত এব সাত্ত্বাবিত্তাস্তদৈব পশুন্তি সাত্ত্বিকমাত্মরূপম্ ॥ ১০

নির্ভুগং পরমানন্দমায়মজরং ধ্রুবম্ । পরং জ্যোতিরমৌপম্যং বিষ্ণুসংজ্ঞং নমামাহম্ ॥ ১১

সমস্তমেতদ্ভূতং বতো যত্র প্রতিষ্ঠিতম্ । বতশ্চৈতন্তমায়্যতি যদ্রূপং তস্য বৈ নমঃ ॥ ১২

অশ্রমেয়মনাধারমাধারং জগতামপি । পরমানন্দচিন্মাত্রং বাহুদেবং নমামাহম্ । ১৩

হৃদত্ত্বানিলয়ং দেবং যোগিভিঃ পরিবেষিতম্ । যোগিনামাদিভূতং তং নমামি প্রাণবহিতম্ ॥

নাদাত্মকং নাদবীজং প্রসূতং প্রণবাত্মকম্ । সম্ভবং সচ্চিদানন্দং বন্দ্যে তং তিস্রচক্ৰিনম্ । ১৫

অক্ষরং জগতাং সাক্ষিমবায়ানসগোচরম্ । নিরঞ্জনমনস্তাখ্যং বিশ্বরূপং নতোহস্মিহম্ ॥ ১৬

ইন্দ্রিয়ানি মনো বুদ্ধিঃসত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ । বাহুদেবাত্মকাত্মাহুঃ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেবচ ১৭

বিদ্যাবিদ্যাাত্মকং প্রাহর্যমীশং জগতাং পতিম্ । পরাংপরাত্মকং প্রাহঃ পরাংপরতরং তথা ১৮

অনাদিনিধনং শান্তং সৰ্ব্বধাতারমভূতম্ । যে প্রপন্না মহাত্মানস্তেযাং মুক্তির্হি শাস্তী ॥ ১৯

বরং বরেন্যং বরদং পুরাণং সনাতনং সৰ্ব্বগতং প্রমন্নম্ ।

নতোহস্মি ভুরোহপি নতোহস্মি ভুরো নতোহস্মি ভুরোহপি নতোহস্মি ভূয়ঃ

যৎপাদতোয়ং ভবরোগবৈদ্যং যৎপাদপাংস্ত্রিবিমলহৃদিসৌ ।

যন্মায় হৃকর্ম্মনিবারণীশং তমশ্রমেয়ং পুরুষং ভজামি ॥ ২১

সদ্রূপং তমসদ্রূপং নদসদ্রূপমব্যয়ম্ । তত্ত্বধিনক্ষণং শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠাচ্ছেষ্ঠতরং ভজে ॥ ২২

নিরঞ্জনং নিরাকারং পূর্ণমাকারমধ্যগম্ । পরং বিদ্যাবিদ্যাভগ্নং হৃদযুজনিবাসিনম্ ॥ ২৩

অপ্রকাশমনির্দেশ্যং মহত্তাং বা মহত্তরম্ । অণোরণীশাসমজং সর্বৌপাধিবিবর্জিতম্ ॥ ২৪

যত্রিতাং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ । বিষ্ণুসংজ্ঞং জগদ্ধাম তমাস্মৈ শরণং গতঃ ॥ ২৫

যং ভজন্তি ক্রিয়ানিষ্ঠা যং পশুন্তি চ যোগিনঃ । পূজাংপূজাতরং শান্তং নতোহস্মি শরণং প্রভূম্

যত্র পশুন্তি বিশ্বামো ব্রহ্ম তদ্রূপং প্রতিষ্ঠিতম্ । সাক্ষ্যাদনিকং নিত্যং নতোহস্মি বিভূষয়াম্ ॥

অন্তঃকরণযোগাদি জীব ইত্যাচাতে চ যঃ । অবিদ্যা কাল ইতিতঃ পরমাত্মেতি গায়তে ॥ ২৮

সাক্ষাত্মকং সাক্ষ্যহেতুং সাক্ষ্যকর্ম্মফলপ্রদম্ । বরং বরেন্যমজরং প্রণতোহস্মি পরাংপরম্ ॥ ২৯

সাক্ষ্যজাতং সাক্ষ্যগতং মহাস্তং বেদান্তগং বেদবিদ্যং বরিতম্ ।

তং বাহুনোহচিত্তমেনস্তপন্তি জ্ঞানৈকবেদ্যং পুরুষং ভজামি ॥ ৩০

ইচ্ছাধিকালায়ুঃপাণিবাযু-সোমেশমাত্তত্ত্বপুরুষদৈঃ ।

যঃ পাতি লোকান্ পরিপূর্ণভাবঃ তমশ্রমেয়ং শরণং প্রদেয় ॥ ৩১

মহত্শর্গীর্ষকং মহত্শপাদং মহত্শবাহকং মহত্শনেত্রম্ ।

সমস্তবজ্রং পরিপূর্ণাদ্যং নতোহস্মা ভীষ্টপ্রদমুপ্রদীপম্ ॥ ৩২

কালাত্মকং কালবিভাগহেতুং গুণত্রয়াভীতমজরং গুণেশম্ ।

গুণত্রয়ং কামদমস্তসংজমতীজিয়ং বিশ্বভূজং বিভূকম্ ॥ ৩৩

নিরীহমত্রাং মনসাপানম্যঃ মনোময়কাক্ষময়ং স্বরূপম্ ।

অবাস্তবং প্রাণময়ং ভজামি বিজ্ঞামভেদপ্রতিপন্নকল্পম্ ॥ ৩৪

ন বস্তু রূপং ন বলং প্রভাবো ন যন্ত কর্ম্মানি ন বৎপ্রমাণম্ ।

জানন্তি দেবাঃ কমলোত্তবাদ্যাঃ স্তোষামি নিত্যং কথমাত্মরূপম্ ॥ ৩৫

সংসারমিক্টো পতিতঃ জড়ঃ মাং মোহাকুলং কামশতেন বদ্ধম্ ।

বিজ্ঞানভেদভ্রমিতাত্মবুদ্ধিং ত্রায়স্ব বিক্ষেপে মততং নমন্তে ॥ ৩৬

লজ্জাবিহীনঃ দয়াবিহীনঃ তুচ্ছঃ পরদ্রব্যপরাধনঃ মাম্ ।

মমত্বপাশাস্তুরবহিতকং ত্রায়স্ব বিক্ষেপে মততং নমোহন্তে ॥ ৩৭

অকীর্ত্তিভাজং পিশুনং কৃতঘ্নং সদাশুচিঃ পাপরতং প্রমত্তাম্ ।

দয়াবূধে ত্রাহি ভয়াকুলং মাং পুনঃপুনস্ত্রাং শরণং প্রপদ্যে ॥ ৩৮

ইতি প্রসাদিতস্তেন দয়ালুঃ কমলাপতিঃ । প্রত্যক্ষতামগাং তস্মৈ ভগবাংস্তেজসাং নিধিঃ ॥ ৩৯

অতসীপুষ্পসদৃশং ক্লমপঙ্কজলোচনম্ । কিরীটিনং কুলিনং হারকেয়ুরভূষিতম্ ॥ ৪০

ঐবংমকৌলুভধরং চেমবজ্ঞোপবীতিনম্ । নাসাগ্রগুস্তুমুত্তাভাবক্ৰমানতশূচ্ছবিম্ ॥ ৪১

পীতাম্বরধরং দেবং বনমালাবিভূষিতম্ । তুলসীকোমলদলৈরর্চিত্তাজিহ্বং মহাদ্র্যুতিম্ ॥ ৪২

কিঞ্চিৎপুষ্পাদৈশ্চ শোভিতং গরুড়ধ্বজম্ । দৃষ্ট্বা ননাম বিপ্রেক্ষ্য দণ্ডবৎ ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৪৩

ক্ষালয়ন্ চরণৌ বিক্ষোভিতকো হর্ষবারিতিঃ । মুরারে রক্ষ রক্ষেতি ব্যাহরন্ নাশ্রযীসুদা ॥ ৪৪

তমুখাপা মহাবিশুরালিলিপ্তে দয়াপরঃ । বরং বৃণীষ বৎসেতি প্রোবাচ মুনিপুংগবম্ ॥ ৪৫

অমাধা নাস্তি কিঞ্চিৎ তে প্রসরে অগ্নি মত্তম্ । বরং বরস্ব তস্মাৎ তমিতাহ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৪৬

ইতৌরিতং সমাকর্ণা উতক্ষতক্রপাণিনা । পুনঃ প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেবং জনার্দনম্ ॥ ৪৭

কিং মাং মোহয়সীশ ত্বং কিমষ্টেদেব মে বরৈঃ । ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া মেবম্ভ জগজ্জন্মান্তরেষপি

কীটেষু পক্ষিষু মৃগেষু সরীসৃপেষু রক্ষঃপিশাচমন্ত্ৰেণপি যত্র তত্র ।

জাতস্মৈ মে ভবতু কেশব তে প্রসাদাৎ ত্বয়োব ভক্তিরচলাব্যভিচারিণী চ ॥ ৪৮

এবমস্তিতি দেবেশঃ শঙ্খপ্রান্তেন তং স্পৃশন্ । দিব্যজ্ঞানং দদৌ তস্মৈ যোগিনামপি হর্লভম্ ৫০

পুনঃ স্তবত্বং বিপ্রেক্ষ্য দেবদেবো জনার্দনঃ । ইদমাহ স্মিতমুখো হস্তং তচ্ছিরসি ক্ষিপন্ ॥ ৫১

শ্রীভগবানুবাচ ।

আরাধয় ক্রিয়াযোগৈর্মাং সদা বিশ্বমত্তম্ । নরনারায়ণস্থানং ব্রহ্ম মোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ৫২

ত্বয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ মততং নরঃ । সর্বান কামানবাশ্নোতি ততোমোক্ষমবাশ্ন য়াং

ইত্যাশ্রম মাধবো দেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত । 'নরনারায়ণস্থানমুত্কোহপি সমাযযৌ ॥ ৫৪

তস্মাভক্তিঃ সদা কার্যা দেবদেবে জনার্দনে । হবিভক্তিঃ পরা প্রোক্তা সর্বকামফলপ্রদা ॥ ৫৫

পূজয়ধ্বং মহাদেবং বিপ্রেক্ষ্য গরুড়ধ্বজম্ । পূজিতো নমিতো বাপি সংস্রুতো বাপি মোক্ষদঃ

তস্মান্নারায়ণং দেবমনস্তমপরাভিভূতম্ । ইহামুক্ত ফলপ্রাপ্তঃ পূজয়েভুক্তিসংগুতঃ ॥ ৫৭

যঃ পঠেদিমমধ্যায়ং শৃণুয়াচ্চ সমাহিতঃ । সর্বপাপবিনিমুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যো বহুত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

ভূয়ঃ শৃণুত বিধেস্তা মহাত্মাঃ পরমৈষ্ঠিনঃ । সৰ্ব্বপাপহরঃ পুণ্যং নারদেন প্রভাবিতম্ ॥ ১
অহো হরিকথা লোকে পাপঘ্নী পুণ্যদামিনী । শৃণুতাং ক্রবতাকৈব তদ্ভক্তানাম্ বিশেষতঃ ॥ ২
হরিভক্তিপর্যায়ো যো নরোত্তমঃ । নমস্করোমাহং তেষাং ভক্ত্যঙ্গী যুক্তিভাগ্যতঃ ॥ ৩
হরিভক্তিপরা যে তু হরিনামপরায়ণাঃ । দুর্লভা বা স্মৃতা বা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৪
সংসারসাগরং তৰ্জুং য ইচ্ছেন্নানিপুঙ্গবাঃ । স ভজেৎ পরমাত্মনং তক্তাস্তে পাপহারিণঃ ॥ ৫
দৃষ্টঃ শ্রুতঃ পূজিতো বা খ্যাতো বা নমিতোহপি বা । সমুদ্ররতি গোবিন্দো দুস্তরানুবসাগরাৎ
স্বপনং ভুঞ্জনুজপংস্তিষ্ঠনু তিষ্ঠনু চরনুস্তথা । বদন্তি যে হরেনাম তেষাং নিত্যং নমো নমঃ ॥ ৭
অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং বিষ্ণুভক্তিরাশ্রয়নাম্ । যথাত্তিঃ করস্বৈব যোগিনামপি দুর্লভা ॥ ৮
আসীৎ পুরা মহীপালঃ সোমবংশমমুদ্ভবঃ । যজ্ঞধ্বজ ইতি খ্যাতো নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ৯
বিষ্ণোর্দেবালয়ে নিত্যং সন্মার্জ্জনপরায়ণঃ । দীপদানরতশ্চৈব সৰ্বভূতদয়াপরঃ ॥ ১০
স কদাচিত্তমহীপালো রেবাভীরে মনোরমে । বিচিত্রং কুশলোপেতং কৃতবান্ হরিমন্দিরম্ ॥ ১১
সোহপি তজ্জাভবদ্রাজা মদা সন্মার্জ্জনে রতঃ । দীপদানে চ বিধেস্তা বিশেষেণ হরিপ্রিয়ঃ ॥ ১২
হরিনামপরো নিত্যং হরিসংসক্তমানসঃ । হরিপ্রণামনিরতো হরিভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৩
বীতহোত্র ইতি খ্যাত আসীৎ তস্মৈ পুরোহিতঃ । যজ্ঞধ্বজশ্চ চরিতং দৃষ্ট্বা বিশ্বয়মাগতঃ ॥ ১৪
কদাচিৎপবিষ্টঃ তং রাজানং বিষ্ণুতৎপরম্ । অপৃচ্ছবীতহোত্রস্তং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥ ১৫

বীতহোত্র উবাচ ।

রাজন্ পরমধর্মযজ্ঞ হরিভক্তিপরায়ণ । বিষ্ণুভক্তিমতঃ পুংসাং শ্রেষ্ঠোহস্মি ভরতমভ ॥ ১৬
সন্মার্জ্জনপরো নিত্যং দীপদানরতস্তথা । তস্মৈ বদ মহাভাগ ইমা কিং বিদিতং কলম্ ॥ ১৭
সন্মাদানে তু বর্তীনাং তৈলসন্মাদানে তথা । উদ্ভূক্তোহস্মি মহাভাগ মদা সন্মার্জ্জনে রতঃ ॥
কথাগাথানি সন্তোষং বিষ্ণোঃ প্রিয়ভরাণি বৈ । তথাপি হং মহাভাগ এতরোঃ সত্যতোদ্যতঃ
সৰ্ব্বাঙ্গনা মহাপুণ্যং জনেশ বিদিতং হুয়া । তদুক্রহি মে বদাশুপ্তং ত্রীতির্মসি তবাস্তি চেৎ ॥ ২০
পুরোধৈসেবমুক্তস্ত প্রহসন্ রাজসত্তমঃ । বিনয়াবনতো ভূহা প্রোবাচেদং কৃতাজলিঃ ॥ ২১

যজ্ঞধ্বজ উবাচ ।

শৃণু বিধিশাঙ্গল মমৈব চরিতং পুরা । জাতিস্মরতাজ্জানামি প্রোতুণাং বিশ্বয়প্রদম্ ॥ ২২
আসীৎ পুরা কৃতপুণে ব্রহ্মন্ স্বারোচিষেহন্তরে । রৈবতো নাম বিধেস্তো বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥
অষাজাজকশ্চৈব সদৈব গ্রামযাজকঃ । পিশুনো নির্ধূরশ্চৈব অপণানাক বিক্রয়ী ॥ ২৪
নিষিক্ককর্ম্যচরণঃ পরিভ্যক্তঃ স্ববন্ধুতিঃ । দরিদ্রো দুঃখিতশ্চৈব দুঃখীলো ব্যাধিতোহভবৎ ॥ ২৫
স কদাচিক্কনর্থক পৃথিব্যাং পর্যটনু দ্বিজঃ । মমার নর্গদাতীরে কাসখাসপ্রণীড়িতঃ ॥ ২৬
তস্মিন্ যুতে তস্মৈ ভাৰ্য্যা নাম্না বন্ধুমতী তদা । কাসাচাররতা নিত্যং পরিভ্যক্তা স্ববন্ধুতিঃ ॥ ২৭
তস্মাং জাতোহস্মি চাণালো দণ্ডকেতুরিতি শ্রুতঃ । মহাপাপরতো নিত্যং নিমকঃ পিশুনস্তথা
পরদারপরদ্রব্যালোলুপো জহুহিংসকঃ । গাবক্ষ বিপ্রা বহবো নিষ্ঠতা যুগপক্ষিণঃ ॥ ২৯

মেরুহ্নীত্বানি বহুপদ্যতানি চ । মদ্যপানরতো নিত্যং ব্রহ্মধেমরতস্তথা ॥ ৩০
 এবং পাপরতো নিত্যং বহুশো মার্গরোধকঃ । পশুপক্ষিমৃগাদীনাং জন্তুনাযন্তকোপমঃ ॥ ৩১
 ন কদাচিৎ কামতন্তো ব্রহ্মকামঃ পরশ্রিয়ম্ । শূণ্ডাং পূজাদিভির্বিফোম'ন্দ্রিয়ং প্রাপ্তবান্ নিশি ॥
 তত্রৈবাত্মোপভোগার্থং শয়িতুং তেন কামিনা । স্বপ্নপ্রাপ্ততো ব্রহ্মন্ কিয়দ্রেশঃ প্রমার্জিতঃ ॥
 যাবন্তাঃ পারশুকণিকাস্তেন সম্মার্জিতস্তদা । তাবজ্জন্মকৃতং পাপং তদৈব ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৩৪
 প্রদীপঃ স্থাপিতঃ তত্র ব্রহ্মণার্থং দ্বিজোত্তম । তেনাপি মম হৃদয়ং নিঃশেষং ক্ষয়মাগতম্ ॥ ৩৫
 এবং দ্বিতে বিষ্ণুগৃহে আগতাঃ পুরপালকাঃ । চৌরোহরমিতি তত্রৈব জঘ্নুৱাবাং দ্বিজোত্তম ॥
 দিবাং বিমানমাক্রিৎ সর্সভোগসমখিতম্ । সদ্য এব তয়া সার্কিং বিহুলোকমুপাগতঃ ॥ ৩৭
 তত্র দ্বিগ্না ব্রহ্মকল্পশতং সাত্ৰং দ্বিজোত্তম । ততশ্চ ব্রহ্মণা সার্কিং তাবৎকালং ব্যবহৃতঃ ॥ ৩৮
 দিবাভোগসমাযুক্তস্তাবৎকালং দিবি হিতঃ । ততশ্চ ভূমিভাগেষু দেবযোগেষু বৈ ক্রমাৎ ॥ ৩৯
 তেন পুণ্যপ্রভাবে যদূনাং বংশমস্তবঃ । তেনৈব ভূজাতে সম্পৎ তথা রাজ্যমকটকম্ ॥ ৪০
 ব্রহ্মন্ কৃতানুরাগার্থমেবং শ্রেয়ঃ সমাপ্তবান্ । ভক্ত্যা কৃতবতাং পুংসাং কিং ভবেদিত্তিবেদ ন ॥
 তয়াং সম্মার্জনে নিত্যং দীপ্যমানে তু সতম্ । যতিষ্যে পরমা ভক্ত্যা হুহং জাতিস্মরো যতঃ ॥
 যঃ পূজয়েজ্জগন্নাথমেকাধী বিগতস্পৃহঃ । পরস্পাপবিনিমুক্তঃ প্রযাতি পরমং পদম্ ॥ ৪৩
 অবশেনাপি যৎকশ্ম কৃত্বৈমাং শ্রিয়মাগতঃ । ভক্তিযুক্তিঃ প্রশান্তৈশ্চ কিং কলং সমাপর্জনাত্ ॥ ৪৪
 ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা বীতহোত্রো দ্বিজোত্তমঃ । অতাত্তুষ্টিমাপনো হরিপূজাপরোহভবৎ ॥ ৪৫
 তথাহি গুণ বিপ্রেক্ষ্য দেবো নারায়ণোহব্যয়ঃ । জ্ঞানতোহজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ
 অনিত্যানি শরীরানি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ । নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কৰ্ত্তব্যো বর্ষসংগ্রহঃ ॥
 অনিত্যা বাক্রবাঃ সন্তে সম্পদত্যাভুচকলা । শরীরানাং ধ্রুবো মৃত্যুস্তস্মাদ্ভজত কেশবম্ ॥ ৪৮
 হে জনা কিং বৃথা গর্সং করিষ্যথ মদোকতাঃ । কায়ঃ সন্নিহিতাপায়ো ধমাদীনাং কিমুচ্যতে ॥
 জগৎকোটিসহস্রেষু পুণ্যৈঃ যৈঃ সমুপার্জিতম্ । তেষাং ভক্তির্ভবেচ্ছ্রদ্ধা দেবদেবে জনাৰ্দ্দিনে ॥ ৫০
 সুলভং জাহ্নবীস্নানং তথা চাতিথিপূজনম্ । সুলভাঃ সন্তসজ্ঞাশ্চ বিষ্ণুভক্তিঃ সুহৃৎভা ॥ ৫১
 হৃৎভা তুলসীমেবা হৃৎভা সঙ্গতিঃ সতাম্ । হৃৎভা হরিভক্তিঞ্চ সংসারার্গবপাতিনাম্ ॥ ৫২
 সন্ততুতদয়া বাপি হৃৎভা বশ্য কস্মচিৎ । মৎসঙ্গতুলসীমেবা হরিভক্তিঞ্চ হৃৎভা ॥ ৫৩
 হৃৎভাং প্রাপ্য মানুযাং মা বৃথা নাশয়িষ্যথ । অর্চয়ধ্বং মহাত্মানঃ ভূয়ো ভূয়ো বদামি বঃ ॥ ৫৪
 তত্ৰ যদীচ্ছথ জনা হৃৎস্বয়ং ভবমাগতম্ । হরিভক্তিবিধানক আশ্রয়ধ্বং সুহৃৎভম্ ॥ ৫৫
 বজ্রমাস্ত গোবিন্দং বিলম্বং কিং করিষ্যথ । আসন্নমেব নগরং কৃতান্তস্ত হৃদৃশতে ॥ ৫৬
 নারায়ণং জগদু্যোনিং সর্সকারণকারণম্ । সমর্চয়ধ্বং বিপ্রেক্ষ্য যদি মুক্তিমভীক্ষথ ॥ ৫৭
 সর্সধারং সর্সদ্যোনিং সর্সান্ত্রয়ামিণং প্রভুম্ । যে প্রপন্না মহাত্মানঃ তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥
 তে বাক্রবাস্তে পূজ্যশ্চ নমস্কার্যা বিশেষতঃ । যেহর্চয়ন্তি মহাবিষ্ণুং প্রণতান্তিপ্রণাশনম্ ॥ ৫৯
 যো বিষ্ণুভক্তান্নিকামান্ ভোজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াবিতঃ । ত্রিঃসপ্তকুলসংযুক্তঃ স যাতি হরিনন্দিরম্ ॥ ৬০
 বিষ্ণুভক্তায় যো দদ্যান্নিকামায় মহাত্মনে । পানীয়ং বা কলং বাপি স এব ভগবান্ হরিঃ ॥ ৬১
 বিষ্ণুপূজাপরাণাং শুদ্ধাং কুর্সতে তু মে । তে বাস্তি বিষ্ণুভবনং ত্রিসপ্তপুরুষাঘিভাঃ ॥ ৬২
 যে যজন্তি স্পৃহাশূণ্ডা হরিং বা হরমেব বা । ত এষ ভূবনং সর্সং পুনন্তি বিবুধধতাঃ ॥ ৬৩

দেবপূজাপরো যশ্চ গৃহে বসতি সৰ্ব্বদা । তত্রৈব সৰ্বদেনোক্তমিতি শ্রীমদ্রিচারিঃ ॥ ৬৪
 পূণ্যমালা চ তুলসী যশ্চ বৈশ্বানি তিষ্ঠতি । তস্য শ্রেয়াঃসি সৰ্বানি সিংহাস্তাহরহদিজাঃ ॥ ৬৫
 শালগ্রামশিলাক্রমী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ । ন বাধন্তে গ্রন্থাস্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ ॥ ৬৬
 শালগ্রামশিলা যত্র তৎ তীর্থং তৎ তপোবনম্ । যত্রঃ সন্নিহিতস্তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥ ৬৭
 যদগৃহে নাस्তি তুলসী শালগ্রামশিলার্জনা । ন শানিমদুশং বিদ্যাং তদগৃহং শতবার্জিতম্ ॥ ৬৮
 পূনাগমায়মীমাংসাধর্মশাস্ত্রাণি চ দিজাঃ । সাক্ষবেদাশ্চ সৰ্বাশ্চ বিকোক্রম প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৬৯
 কৃত্য কুর্নস্তি যে বিকোঃ প্রদক্ষিণততুয়েম্ । তে প্রযান্তি পরাং স্থানং সৰ্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭০
 যত্রৈব সারদেনোক্তমিতিহাসঃ পুরাতনম্ । বদন্তাঃ শ্রুতাত্মনোঃ সৰ্বলাপহরঃ দিজাঃ ॥ ৭১
 বৈবস্বতেহন্তরে পূর্বাং শক্রস্ত চ বৃহস্পতেঃ । সংবাদস্ত মহানাগীঃ তং বন্ধো শৃণুত দিজাঃ ॥ ৭২
 একদা সৰ্বভোগাচ্যো বিনুধেঃ পরিবারিতঃ । অঙ্গরোগগমরকীর্ণো বৃহস্পতিমভাষত ॥ ৭৩

ਹੈਲਾ ਟੋਬਾਹ ।

বৃহস্পতে মহাভাগ সৰ্ব্বভূতান্নাংকোদিদ । অর্থাৎ ব্রহ্মণঃ কল্পে স্বর্গঃ কীদৃশিণঃ স্মৃতঃ ॥ ৭৪
ইন্দ্রস্ত কীদৃশঃ প্রোক্তো বিবুধাঃ কীদৃশাঃ স্মৃত্যঃ । তেযাং কীদৃশং কৰ্ম যথাযদ্ব ক্রমস্মি ॥ ৭৫
বৃহস্পতিস্তথাচ ।

অহমদাতনঃ শক্র নাচং জানামি কিঞ্চন । পূৰ্বেহাঃ কৃতকৰ্ম্মাণি ন্যপি বহুঃ ন শকাডে ॥ ৭৩
 বৰ্ত্তমানদিনে বাপি বিধাতুঃ পরমেষ্ঠিনঃ । মনবঃ সমাগীতাশ্চ তদকুমপি ন ক্ষমঃ ॥ ৭৪
 সুখম্ ইতি বিখ্যাতঃ কচ্চিদাস্তে পুন্দর । ন এতৈব তদ্বিজানাতি তং পৃচ্ছামো যথা তথাম ॥ ৭৫
 ঠিতি নিশ্চিতা শক্ৰোহপি বৃহস্পতিপরাগমঃ । দেবতানবমক্ষীৰ্ণঃ সুখম্ প্রোক্তবান্ভদ্রা ॥ ৭৬
 সমাগিতং দেবপতিঃ বৃহস্পতিমমবিতম্ । যথার্থমর্জয়াসাম মাচীনবহুবিভুতৈঃ ৮০
 সুখদেবোহতিতঃ শক্ৰো দৃষ্টো তজ্জিহ্বনুভবাম্ । মনসা বিষয়াবিত্তৈঃ প্রোবাচ দিনমানিতঃ ॥ ৮১
 ইত্য উবাচ ।

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

চতুর্দশমহাস্থানি ব্রহ্মণো দিনমুতাতে । তন্নিব্রেব দিনে শক্র মনবস্ত চতুর্দশ ॥ ৮৩
 ঈশানচতুর্দশ শ্রোতা দেবাস্ত বিবিধাঃ পৃথক্ । ইচ্ছানাকৈব মকৌষাঃ নান্যদাদাস্ত পূর্নকঃ ॥
 তেহানানানি ব্রহ্মামি মদাদীনাঃ শ্রুত মে । তত্ত্বমবস্তরে শক্র তত্ত্বমশ্রুতা নৃপাঃ ॥ ৮৪
 স্বাস্ত্রভুবো মনুঃ পূর্নস্তুতঃ স্বারোচিষস্তথা । উত্তমস্তামনশ্চৈব বৈবস্বতাঙ্গুস্তুথা ॥ ৮৫
 বৈবস্বতো মনুশ্চৈব সূর্যাসাবর্ণিরষ্টমঃ । নবমো দক্ষসাবর্ণিঃ মরীচবাতিতে দ্বাদশঃ ॥ ৮৬
 দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিঃ স্মারসাবর্ণিকস্তুতঃ । তত্ত্বস্ত ব্রহ্মসাবর্ণী রোচমানস্তুতঃ স্মৃতঃ ॥

ভৌত। কର୍ତ্তୱ୍ୟ ଶ୍ରୋତ୍ର ଏତେ ଚ ଯନଃ ସ୍ମୃତାଃ ॥ ୧ ॥

নেদামিল্লাঃ চ বক্ষ্যামি শ্রীমদ্বিনূতনঃ ॥ ১২

সামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ সায়ন্তুবেহন্তরে । শচীপতিঃ সমাখ্যাতস্তেষামিস্তোমহামতিঃ ॥
 পারাবতাঃ সন্ততিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহন্তরে । বিপশ্চিন্নাম তত্রৈক্ষঃ সর্ষসম্পৎসমম্বিতঃ ॥
 সুধামানস্তথা সত্যাঃ শিবাক্ষাথ প্রতর্দনাঃ । তেষামিস্তঃ সূশান্তিষ্ঠ তৃতীয়ে পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥১৫
 অপরবাহবয়শ্চৈব সূশান্তিষ্ঠ সুধিস্তথা । তেষামিস্তঃ শিবঃ প্রোক্তশ্চ তুর্থে পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ১৬
 ঋতুনায়া দেবপতিঃ পঞ্চমঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ । অমিতাভাদয়ৌ দেবাঃ ষষ্ঠমিস্তক মে শৃণু ॥ ১৭
 আৰ্যাদায়া বিবুধাঃ প্রোক্তাস্তেষামিস্তোমনোজবঃ । আদিতাবস্তুকাদায়া দেবা বৈবস্বতেহন্তরে ॥
 ইন্দ্রঃ পুনন্দরঃ প্রোক্তঃ সর্ষকামসমম্বিতঃ । অষ্টমে চাপি বিবুধাঃ সূতপাদায়াঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥১৯
 বিষ্ণুপূজাপ্রভাবেণ তেষামিস্তো বনিঃ স্মৃতঃ । পারাবতাদায়া নবমে ইক্ষাক্ষা দ্রুত উচ্যতে ॥ ১০০
 সমামনায়া দশমে বিবুধাঃ পরিকীৰ্ত্তিতাঃ । শান্তিনাম চ তত্রৈক্ষঃ সর্ষভোগুসমম্বিতঃ ।

বিহঙ্গমায়া দেবাশ্চ তেষামিস্তো বৃষঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১

একাদশতমাঃ প্রোক্তাঃ শৃণু ষাদশমানুধা । ঋতুনায়া চ তত্রৈক্ষৌ হরিভাদায়াস্তথা সুরাঃ ॥১০২
 সুরামাণাদয়ৌ দেবাস্ত্রয়োদশতমাঃ স্মৃতাঃ । দিবস্পজ্জির্মহাবীৰ্য্যাস্তেষামিস্তঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥১০৩

চতুর্দশ চাক্ষুধায়া দেবা ইক্ষঃ শচিঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৪

এবং তে মনবঃ প্রোক্তা দেবা ইক্ষাক্ষ তত্বতঃ । একস্মিন্ ব্রহ্মদিবসে স্বাধিকারান্ প্রভুঞ্জতে ॥
 লোকেশসর্ষসর্গেণ তৃষ্টিরেবংবিধা স্মৃতা । কর্তারো বহবঃ সন্তি তৎসংখ্যা বেত্তি কো দিবি ॥
 মস্মি স্থিতে বিষ্ণুলোকেব্রহ্মাণৌবহবোগতাঃ । তেষাং সংখ্যাং ন সংখ্যাতুং শক্তোহস্ম্যদিতিক্রৌঞ্চম
 অর্গলোকং মস্মি প্রাপ্তে যাবৎকালং শৃণু মে । চত্বারো মনবোহতীতা মম ক্রীড়াতিবিস্তরা ॥
 স্বাতিব্যাক্ষ ময়াক্রৌঞ্চ যুগকোটিসমং প্রভো । ততঃ পরং গমিষ্যামি কশ্মভূমিং শৃণু মে ॥ ১০৯
 ময়া কৃতঞ্চ সূকৃতং বদামি তব পতিত । বদন্তীং শৃণুতাক্ষেব সর্ষপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১১০
 অহমাসং পুরা শক্ণু গৃধ্রঃ পাপাবশেষতঃ । স্থিতশ্চ ভূমিভাগে বৈ অহমধ্যামিষভোজনঃ ॥১১১
 একদাহং বিষ্ণুগৃহপ্রাকারে সংস্থিতঃ প্রভো । পতিতো ব্যাধশস্ত্রেণ গচ্ছন বিকোণ্ঠহাসিতঃ ॥১১২
 মস্মি কঠগতপ্রাণে ভয়কো মাংসলোলুপঃ । জগ্রাহ মাং স্ববক্ত্রেণ ষ্টিরিত্যেবভিভ্রতঃ ॥ ১১৩
 নয়ন্যং সমুথেনৈব ভীতোহশ্মৈর্ভবকৈকস্তথা । গতঃ প্রদক্ষিণাকারং বিকোন্ত্যস্মদ্রিং প্রভো ॥১১৪
 তেনৈব তৃষ্টিমাপনৌ অন্তরাখ্য জগদ্রয়ঃ । মম চাপি পুনশ্চাপি দত্তবান্ পরমং পদম্ ॥ ১১৫
 প্রদক্ষিণাকারতয়া গতশ্চাপীদৃশং ফলম্ । সংপ্রাপ্তং বিবুধপ্রেক্ষ কিং পুনঃ সমাগচ্ছনাং ॥ ১১৬
 ইতুাক্তৌ দেবরাজস্ত সুধর্ষেণ মহামনা । মনসা ক্রীতিমাপনৌ হরিপূজারতোহভবঃ ॥ ১১৭
 অদ্যাপি নির্জরাঃ সর্ষে ভারতে জন্মনিম্ববঃ । সমর্চয়ন্তি বিবুধা নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১১৮
 যে বজন্তি সদা ভক্তা নারায়ণমনাময়ম্ । তানর্চয়ন্তি সততং ব্রহ্মাদায়া দেবতাগণাঃ ॥ ১১৯

নারায়ণানুস্মরণাদ্যতীনাং মহাত্মনাং তাক্ষপরিগ্রহণাম্ ॥

কথাঃ ভবতুপ্রভবস্ত বহুস্তৎসম্বলুকা অপি মুক্তিভাজাঃ ॥ ১২০

যে মানবাঃ প্রতিদিনং পরিযুক্তসঙ্গা নারায়ণং গুরুভবাহনমর্চয়ন্তি ।

তে সর্ষপাপনিচয়ৈঃ পরিমোচিতাশ্চ বিশেষঃ পদং শুভভরং প্রতিযান্তি সৃষ্টাঃ ॥১২১

যে মানবা বিগতরাগপরাপরজ্ঞা নারায়ণং স্মরন্তকং সততং অরন্তি ।

ধ্যানেন তেষাং হতকিল্বিববেদনাস্তে মাতুঃ পয়োধররসং ন পুনঃ পিবন্তি ॥১২২

যে মানবা হরিকথাশ্রবণাস্তদোষান্তঃপাদপদ্মবিনিবেশিতমামসাক্ষ ।

তে বৈ পুনস্তি জগতাঃ স্রবণাচ্চ সঙ্গাঃ সন্তাষণাদপি ততো হরিরেব পূজাঃ ॥ ১২৩
 হরিপূজাপরা যত্র মহাত্মা শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ । তত্রৈব সকলং ভদ্রং যথা নিম্নে জগৎ সিজাঃ ॥ ১২৪
 হরিরেব পরো বন্ধুর্হরিরেব পরা গতিঃ । হরিরেব পরঃ পূজ্যো যতশ্চৈতন্যকারণম্ ॥ ১২৫
 সর্বাপবর্গকলদং সদানন্দং নিরাময়ম্ । পূজয়ন্তঃ বিজ্ঞশ্রেষ্ঠাঃ পরং শ্রেয়ো ভবিষ্যতি ॥ ১২৬
 পূজয়ন্তি হরিং যে তু নিকামাঃ শুদ্ধমানসাঃ । তেষাং বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্কানু কামানু প্রদাক্ষতি
 চৈতন্যচক্ষুঃস্বাধাপি পঠেদ্য সুমমাহিতঃ । সংপ্রাপ্নোত্যমেষশ্চ ফলং বিবুধসত্তমাঃ ॥ ১২৮
 ইতোত্তমঃ সমাখ্যাতঃ হরিপূজাকলং সিজাঃ । সঙ্কোচবিস্তারাত্মকং কিমকং কথয়ামি বঃ ॥ ১২৯
 ইতি শ্রীমহানারদীয়ে পুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যাবৰ্ণন নাম সপ্তত্রিংশোধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

সংখ্যাতঃ ভবতা সর্কৈ সূত তত্বার্থকোবিদ । ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যুগান্নাং স্থিতিলক্ষণম
 সূত উবাচ ।

সানু সাধু মহাপ্রজ্ঞা যুগং লোকোপকারিণঃ । যুগধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি সর্কলোকোপকারকান্ ॥ ২
 ধর্ম্মা বিবুদ্ধিমায়ান্তি কালে কস্মি শ্চিহ্নতমাঃ । তথা বিনাশমায়ান্তি ধর্ম্মা এব মণীতলে ॥ ৩
 কৃত্য ত্রেতা স্বাপরশ্চ কলিচেষতি চতুর্য়ুগম্ । দিব্যোদ্যাদিশক্তির্জৈব মহৈশ্বর্য্যম্ সত্তমাঃ ॥ ৪
 সঙ্কাসঙ্ক্যাংশযুক্তানি যুগানি সদৃশানি বৈ । কালতো বেদিতব্যানি ইত্যাহস্তদুদর্শিনঃ ॥ ৫
 খাদ্যং কৃত্যগং প্রাহস্তদ্বৈতভিধায়িনম্ । ততশ্চ স্বাপরং প্রাহঃ কলিমন্তা বিহুঃ কমাঃ ॥ ৬
 দেবদানবগন্ধর্কসঙ্করাঙ্কমপন্নগাঃ । ইমে কৃত্যুগে বিপ্রাঃ সর্কৈ দেবসমাঃ সূতাঃ ॥ ৭
 সর্কৈ জগ্নীশ্চ ধর্ম্মিষ্ঠা ন তত্র ক্রয়বিক্রয়ো । বেদান্যে বিভাগশ্চ ন যুগে কৃত্যগং জ্ঞেয়ে ॥ ৮
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্বাচারতৎপর্য্যঃ । সদা নারায়ণপরাস্তপোবানপরায়ণাঃ ॥ ৯
 কামাদিদোষনির্ম্মুক্তাঃ শমাদিশুণ্ডতৎপর্য্যঃ । আশ্রমাচারনিরতা গত্যুগা সদাশ্রিতাঃ ॥ ১০
 সন্তাষাকারতাঃ সর্কৈ চতুরাশ্রমধর্ম্মিণঃ । বেদাধ্যয়নসম্পন্ন্যঃ সর্কৈশাস্ত্রবিচক্ষণাঃ ॥ ১১
 চতুরাশ্রমযুক্তেন কর্ম্মণা কালনোনিবা । অকামকলমংযোগাঃ প্রযান্তি পরম্য্যং গতিম্ ॥ ১২
 নারায়ণঃ কৃত্যুগে শুক্লবর্কঃ সুনির্ম্মলঃ । ত্রেতাধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যামি শুক্লদেব সুমমাহিতাঃ ॥ ১৩
 ধর্ম্মঃ পাদোনতাঃ স্যতি ত্রেতায়াঃ বিবুধম্ভাঃ । হরিস্ত ব্রহ্মতাঃ স্যতি কিম্বিদেবশাশ্বিতা নরাঃ
 ক্রিয়ায়োগরতাঃ সর্কৈ যজ্ঞকর্ম্মসু নিষ্ঠিতাঃ । সন্তাষতা ধ্যানপরা দানাদানপরায়ণাঃ ।

দ্বিপাদোনগতে ধর্ম্মে দ্বাপরে চ যুগীধরাঃ ॥ ১৫

পীতবর্ণ হরির্গতি বেদশ্যপি বিভ্রাজতে । অসত্যনিরতশ্চাপি বঃ কশ্চিদপি বর্ত্ততে ॥ ১৬
 ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ বর্ণাশ্চ কিম্বিদ্রাগাদিহৃদ্বর্ণাঃ । কেচিৎসর্কোপভোগার্থং বিপ্রা যজ্ঞানু প্রদর্ক্যতে ॥ ১৭
 কেচিদ্ধনাদিকামাশ্চ কেচিৎ কল্যণচেতসঃ । ধর্ম্মাধর্ম্মৌ প্রবর্ত্তেতাং দ্বাপরে বিপ্রসত্তমাঃ ॥ ১৮

অর্থশ্রম প্রভাবে কীর্ত্তেহত প্রজাস্থা । অন্নায়ুসো ভবিষ্যতি কেচিচ্চাপি মুনীশ্বরাঃ ॥ ১৯
কেচিৎপুণ্যপরাব্দৃষ্টা অশ্রুয়াং কুর্সতে সদা । কলেঃ দ্বিভিঃ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং সূর্যমুচিতাঃ ॥ ২০
ধর্মঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ত্রিপাদোদনঃ প্রবর্ত্ততে । তামসং যুগমাসাদা হরিঃ কৃষ্ণভাগতঃ ॥ ২১
যঃ কচ্ছিদপি ধর্ম্মায়া যজ্ঞঃ দানং করোতি চ । যঃ কচ্ছিদপি ধর্ম্মায়া ক্রিয়াযোগরতো ভবেৎ
নরঃ ধর্ম্মরতঃ দৃষ্টো মর্কসেহশ্রুয়াং প্রকুর্সতে । ব্রতচারীঃ প্রবর্ত্তন্তি ধামযজ্ঞাদয়স্তথা ॥ ২২
উপদেষা ভবিষ্যন্তি চাধর্ম্মশ্রম প্রবর্ত্তনান । অশ্রুয়ানিরতাঃ মর্কসে দস্তাচারপরায়ণাঃ ।

প্রজাশ্চান্নায়ুসঃ মর্কসো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ২৪

অথ উচুঃ ।

যুগধর্ম্মাঃ সমাগাতাশ্চয়া মর্কসেপেতো যুগে । কলিঃ বিস্তরতো ক্রুহি হং 'হি মর্কসবিদাঃ বরঃ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ মুনিসত্তম । কিমাতারাঃ কিমাতারা ভবিষ্যন্তি বদস্ব নঃ ॥ ২৬
সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ মর্কসে মারদেন মহাত্মনা । মনঃকুমাঃমুনয়ে কথিতং বহুদামি তৎ ॥ ২৭
মর্কসে ধর্ম্মা বিনশ্যন্তি কৃষ্ণে কৃষ্ণভাগতে । তস্যাং কলিমর্হাঘোরঃ মর্কসপাশস্ত মাধকঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা ধর্ম্মপরাজ্ঞাথাঃ ॥ ২৮

ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে দ্বিজা বেদপরাজ্ঞাথাঃ । ব্যাধধর্ম্মরতাঃ মর্কসে দস্তাচারপরায়ণাঃ ॥ ২৯
লোলুপাশ্চ কৃতঘ্নাশ্চ তথা বৈ ভণ্ডকা নরাঃ । অতঃ শল্লায়ুসঃ মর্কসে ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৩০
অন্নায়ুসো অশ্রুয়াণাং ন বেদগ্রহণং দ্বিজাঃ । বিদ্যাগ্রহণশূন্যহাদধর্ম্মো বর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৩১
ব্রাহ্মণেন প্রজাঃ মর্কসো ম্রিয়ন্তে পাপভংগরাঃ । ব্রাহ্মণাদ্যাস্থা বর্গাঃ মর্কসীযান্তে পরস্পরম্ ॥ ৩২
কামকোষপরা যচা রথাহকারীভিতাঃ । বন্ধবৈরা ভবিষ্যন্তি পরস্পর বনলিপ্সবঃ ॥ ৩৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ মর্কসে ধর্ম্মপরাজ্ঞাথাঃ । অন্নার্থাশ্চ ভবিষ্যন্তি উপঃসত্যবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৪
মর্কসে কনা দয়াশীনা দাক্ষিণ্যবিবর্জিতাঃ । উত্তমা নীচতাং বাস্তি নীচাশ্চোত্তমতাং তথা ॥
যাজ্ঞানশ্চান্ননিরতাস্থা লোভপরায়ণাঃ । ধর্ম্মকঙ্কসংবাতা ধর্ম্মবিক্ষংসকারিণঃ ॥ ৩৬

অগ্নিন্ কলিযুগে ঘোরে মর্কসাধর্ম্মমম্বিতে । যো যো ব্রথাধর্ম্মনাশাচ্যঃ স স রাজা ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
কিঙ্করাশ্চ ভবিষ্যন্তি শূদ্রাণাঞ্চ দ্বিজাতয়ঃ । ধর্ম্মস্ত্রিয়ং ন গচ্ছন্তি পতয়ো জারলক্ষণাঃ ॥ ৩৮
দ্বিযন্তি পিতরং পুত্রা ভুংকং শিষ্যা বিবন্তি চ । পতিব বনিতা দ্বেষ্টি কৃষ্ণে কৃষ্ণভাগতে ॥ ৩৯
লোভাভিভূতমনসঃ মর্কসে হৃক্ণনীলিনঃ । পরান্নলোলুপা নিতরং ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০
পরশ্রীনিরতাঃ মর্কসে পরদ্রব্যপরায়ণাঃ । মংসামিষেণ জীবন্তি হৃন্তি চাপ্যজাবিকাঃ ॥ ৪১
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে নরং ধর্ম্মপরায়ণম্ । অশ্রুয়ানিরতাঃ মর্কসে উপহাসং প্রকুর্সতে ॥ ৪২
মদ্রিভীরে বন্ধহালৈর্বাপরিবাস্তি চৌষধীঃ । অন্নমল্লং কলং তামারং ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৪৩
বেষ্টালাবণাশীলেযু স্পৃহাং কুলন্তি যোষিতঃ । ধর্ম্মবিগ্না ভবিষ্যন্তি জ্বরঃ স্বপুরুষেষু চ ॥ ৪৪
প্রায়শঃ কুপনানাঞ্চ বধূনাং তথা দ্বিজাঃ । নাধূনাং বিধবানাঞ্চ বিজ্ঞানপহরন্তি চ ॥ ৪৫
ন ব্রতানি চরিত্যন্তি ব্রাহ্মণা বেদনিন্দকাঃ । ন যজ্ঞান্তি ন হোমান্তি হেতুবাদৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ৪৬
দ্বিজাঃ কুর্সন্তি দস্তার্থং পিতৃযজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ । অপাত্রেষু চ দানানি কুর্সন্তি চ তথা নরাঃ ॥
ক্ষীরোপায়নিষিদ্ধেন গোষু প্রীতিকু কুর্সতে । ন কুর্সন্তি তথা বিধাঃ স্নানশৌচাদিকাঃ ক্রিয়াঃ

অকালবর্ষনিরতাঃ কূটযুক্তিবিশারদাঃ । দেবনিন্দাপরাক্ষৈব বিপ্রনিন্দারতাস্থথা ।

ন কশ্চিদিতিমতো বিফুভক্তিপরাস্থথা ॥ ৪৯

দেবপূজাপরানুদৃষ্টা উপহাসং প্রকুর্কতে । বরন্তি চ দ্বিজানৈব ধনর্থং রাজকিন্ধরাঃ ।

ভাড়রন্তি চ বিপ্রেক্ষাঃ কৃষ্ণে কৃষ্ণতামাগতে ॥ ৫০

দানযজ্ঞরূপাদীনাং বিক্রীণন্তে ফলং দ্বিজাঃ । প্রতিগ্রহং প্রকুর্কন্তি চাতালাদেবাপি দ্বিজাঃ ॥ ৫১

কলেঃ প্রথমপাদেহপি বিনিদন্তি হরিং নরাঃ । যুগান্তেহপি হরেনাম নৈব কশ্চিৎপ্রিয়্যতি ॥

শূদ্রদ্বীপনিরতা বিধবাসকলোলুপাঃ । শূদ্রান্নতোগনিরতা ভবিষ্যন্তি কলৌ দ্বিজাঃ ॥ ৫৩

কুঠকৈরক্ষরৈস্তত্র হেতুবাদবিশারদৈঃ । পায়ত্তিনো ভবিষ্যন্তি চাতুর্যপ্রমানিন্দকাঃ ॥ ৫৩

ন চ দ্বিজাতিশুদ্ধাঃ ন স্ববর্ষপ্রবর্তনম্ । করিয়াত্তি তদা শূদ্রা প্রবজ্জালিঙ্গিনোহবমাঃ ॥ ৫৫

শূদ্রা বর্ষানু প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিবিশারদাঃ ॥ ৫৬

অশৌচযুক্তমভয়ঃ পরপকারভোজিনঃ । ভবিষ্যন্তি চাতুর্যানঃ শূদ্রাঃ প্রবজ্জিতাস্থথা ॥ ৫৭

উৎকোচজীবিনস্তত্র মহাপাপরতাস্থথা । ভবিষ্যন্ত্যেব পায়ত্তাঃ কাপালা ভিক্ষবস্তথা ॥ ৫৮

ধর্মবিধ্বংসনীলানাং দ্বিজানাং বিপ্রমভ্যনাঃ ॥ ৫৯

এতে চাতুর্যে চ বহবঃ পায়ত্তা বিপ্রমভ্যনাঃ । ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া ইবজ্ঞা ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬০

গীতবাদ্যপরা বিপ্রা বেদদেবপরাঙ্গুথাঃ । ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে শূদ্রমার্গপ্রবর্তিনঃ ॥ ৬১

অন্নদ্বাং বৃথালিঙ্গ্য বৃথাহঙ্কারদুযিতাঃ । হতীরো ন চ দাতারো ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬২

প্রতিগ্রহপরা নিতাঃ জগদ্বার্গগৌলিনঃ । আক্লান্তিপর্যঃ সর্গে পরনিন্দাপরাস্থথা ॥ ৬৩

বিধাসহীনাঃ পিশুনা বেদদেবদ্বিজাতিষু । খন্দংকৃতোক্তিবস্তানো বহুদেবরতাস্থথা ॥ ৬৪

পরমায়ুক্ত ভবিতা তদা বর্ষানি যোড়শ । তত্রঃ প্রাণানু প্রচাশ্রয়ি কৃষ্ণে কৃষ্ণতামাগতে ॥ ৬৫

পঞ্চমে বাথ যজ্ঞে বা বনে কণ্ঠা প্রস্রতে । মলদ্ব্যস্তিষ্টদর্শাঃ প্রযাশ্রয়ন্তি নরাস্থথা ॥ ৬৬

স্বকর্মভ্যাগিনঃ সর্গে কৃতরা তির্য্যগুগঃ । যাচকাঃ পিশুনাশ্চৈব ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ৬৭

পর্যাপমাননিরতা অক্লান্তিপরায়ণাঃ । পরস্বচরণোপায়চিন্তকাঃ সন্মদা জনাঃ ॥ ৬৮

অত্যাশ্লাদপরাস্তত্র ভুঞ্জতে পরবেশ্যনি । তথৈব নিন্দাপরতা বৃথাভিশাস্তিনো জনাঃ ॥ ৬৯

নিন্দাং কুর্কন্তি সততং পিতৃমাতৃহৃদেষু চ । বদন্তি বাচা ধর্ম্মাশ্চ চেতসা পাপলোলুপাঃ ॥ ৭০

ধনবিদ্যাবরোমতাঃ সর্গদুঃখপরায়ণাঃ । ব্যাধিতক্ষরদুর্ভিক্ষৈঃ পীড়িতা অতিমায়িনঃ ॥ ৭১

প্রবিষন্তি তথৈবাশ্রমবিচার্য্য সুহৃদুতম্ । ছাদয়ন্তি প্রযত্নেহ স্বদোষং পাপকর্মণঃ ॥ ৭২

স্বমার্য্যং হৃদ্বতাঃ সমাগু বিবৃণন্তি নরাধমাঃ । ধর্ম্মমার্গপ্রণেতাঃ তিরস্কুর্কন্তি পাপিনঃ ॥ ৭৩

ধর্ম্মকাধারতথৈব বৃথা বিপ্রতিণো জনাঃ । ভবিষ্যন্তি কলৌপ্রাপ্তে রাজানো লোচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৭৪

শূদ্রা ভৈক্ষ্যরতাক্ষৈব তেষাং শুশ্রূষবো দ্বিজাঃ । দ্বিজাশ্চ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্যশ্চ জাতয়ঃ ॥ ৭৫

অত্যন্তকামিনঃ সর্গে সন্ধ্যায়ান্তে পরস্পরম্ ॥ ৭৫

ন শিষ্যো ন গুরুঃ কশ্চিন্ন পুত্রো ন পিতা তথা । ন ভাব্যা ন পতিশ্চৈব ভবিতা তত্র সন্ধরে ॥

কলৌ যুগে ভবিষ্যন্তি ধনাঢ্যা অপি যাচকাঃ । রসবিক্রয়িণশ্চৈব ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৬

ধর্ম্মকঙ্কসংবীতা যুনিবেশধরা দ্বিজাঃ । অপণাবিক্রয়রতা ভবিষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৭৮

বেদনিন্দাপরাক্ষৈব ধর্ম্মশাস্ত্রবিনিন্দকাঃ । শূদ্রদৃগ্যা চ জীবন্তি দ্বিজা মরকভাগিণঃ ॥ ৭৯

অনাকৃষ্টিভয়প্রাপ্তা গগনাসক্তদৃষ্টয়ঃ । ভবিষ্যন্তি তদা সর্কে জনাঃ ক্ষুদ্রকাতরাঃ ॥ ৮০
 কন্দপর্ণকলাহারান্তাপমা ইব মানবাঃ । আত্মানং যাতরিষ্যন্তি অনাকৃষ্ট্যাতিদুঃখিতাঃ ॥ ৮১
 কামার্ভাঃ স্বদেহান্চ বহ্নরাশনভংগরাঃ । কলৌ সর্কে ভবিষ্যন্তি অন্নভাগ্যা বহ্নজাঃ ॥ ৮২
 শূদ্রদ্বীপোষণপরা বেষ্টানাবণানীলিনঃ । ক্রুতিবাক্যমনাদৃতা সদা স্বগ্রহভংগরাঃ ॥ ৮৩
 দুঃখীনা দুষ্টনীলেষু করিষ্যন্তি সদা প্ৰহাঃ । অসদৃশ্য ভবিষ্যন্তি পুরুষে কুলাঙ্গনাঃ ॥ ৮৪
 পুরুষানুভাষিণো দেহসংস্কারবর্জিতাঃ । বাচানাঞ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রাপ্তে চ ঘোষিতঃ ॥ ৮৫
 নগরেষু চ গ্রামেষু প্রাকারেদধিকা জনাঃ । চৌরাদিভয়ভীতান্চ কাষ্ঠবদ্রাণি কুর্কতে ॥ ৮৬
 দুর্ভিক্ষকরনীড়াভিরভীতবোপদ্রতা জনাঃ । গোধূমাঢ্যং যবান্নাঢ্যং দেশং যাস্যন্তি দুঃখিতাঃ ॥ ৮৭
 নিধায় জদি কর্ণাণি প্ৰরয়ন্তি বচঃ শুভম্ । স্বকার্য্যমিচ্ছিপৰ্য্যন্তং বন্ধুভ্যং কুর্কতে জনাঃ ॥ ৮৮
 ভিক্ষবন্টাপি মিত্রাদি স্নেহসম্বন্ধযজ্জিতাঃ । অনোপাধিমিমিত্তেন শিয়ান্ গৃহুন্তি ভিক্ষবঃ ॥ ৮৯
 উভাভ্যামপি হস্তাভ্যাং শিরঃকণ্ঠস্বনং স্থিয়ঃ । কুপভোজ্যং গুরুভৃত্তং গামাজ্যং ভৎসন্ত্যানাদৃতাঃ ॥ ৯০
 পাপজালেন নিরতাঃ পাষণ্ডজনগন্ধিনঃ । যদা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি তদা বুদ্ধিং গতঃ কলিঃ ॥ ৯১
 যদা যদা ন যক্ষ্যন্তি ন হোষ্যন্তি দ্বিজাতয়ঃ । তদা তদা কলেবু ক্লিরনুমেষা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৯২
 অধর্ম্মবুদ্ধির্ভবিতা বালমূঢ়ারপি দ্বিজাঃ । সর্কধর্ম্মেষু নষ্টেষু যাতি নিঃশ্রীকতাং জগৎ ॥ ৯৩
 এবং কলেঃ স্বরূপঞ্চ কথিতং দ্বিজমন্তমাঃ । হরিভক্তিপরাণাঞ্চ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ৯৪
 তপাঃ পরং কৃত্যুগে জ্ঞেতাস্যং ধ্যামমেব হি । দ্বাপরে জ্ঞানমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ৯৫
 যৎকৃতে দশভির্বৈধেস্তেভ্যাসং হারনেহপি তৎ । দ্বাপরে তচ্চ মামেন চাহোরাভেণ তৎকলৌ ॥ ৯৬
 ধ্যায়নুকৃতে যজুশ্বজ্ঞেস্তেভ্যাসং দ্বাপরেহর্চ্চয়ন । যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্তাকেশব ॥ ৯৭
 অহোরাত্রং হরেনাম কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ । কুর্কন্তি হরিপূজাঞ্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৯৮
 নমোনারায়ণায়ৈতি কীর্ত্তয়ন্তি চ যে নরাঃ । নিকামা বা সিকামা বা ন কলির্বাধতে হি তান্ ॥ ৯৯
 হরিনামপরা যে তু দোবে কলিযুগে দ্বিজাঃ । ত এব কৃতকৃত্যান্চ ন কলির্বাধতে হি তান্ ১০০
 শিবপূজাপরা যে তু শিবনামপরায়ণাঃ । ত এব শিবতুল্যান্চ যোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ ॥ ১০১
 নমস্তজগদাধারং পরমাত্মস্বরূপিণম্ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বিষ্ণুং ধ্যায়ন ন সীদতি ॥ ১০২
 পরমার্থমশেষস্ত জগত্তামাদিকারণম্ । শরণ্যং শরণং যাভো গোবিন্দং নাববসীদতি ॥ ১০৩
 হরত্যশ্বমশেষঞ্চ হরিঃ অঙ্কাবেতাং দ্বিজাঃ । তমাদিদেবমজরং নরো ধ্যায়ন ন সীদতি ॥ ১০৪
 অহোহতীব সভাগ্যান্তে সক্রুধা কেশবার্জকাঃ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে সর্কধর্ম্মবিবর্জিতে ॥ ১০৫
 নানাতিরিক্ততা মিদ্ধা কলৌ বেদোক্তকর্ম্মণাম্ । হরিস্মরণমেবাত্ম সম্পূর্ণকলদায়কম্ ॥ ১০৬
 হরে কেশব গোবিন্দ বাসুদেব জগন্ময় । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭
 শিব শঙ্কর রুদ্রেণ নীলকণ্ঠ ত্রিলোচন । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং ন হি তান্ বাধতে কলিঃ ॥ ১০৮
 মহাদেব বিরূপাক্ষ গঙ্গাধর মূঢ়াব্যয় । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৯
 জনার্দন জগন্নাথ শীতান্ববধরাচ্যুত । ইতীরয়ন্তি যে নিত্যং তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ ॥ ১১০
 সংসারে ভ্রমতাং লভ্যা পুত্রদারিণ্যাদয়ঃ । যোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিভক্তিঃ সুহৃৎভা ॥ ১১১
 সমংকুশার উবাচ ।

সত্যযুজং মহাভাগ ত্বয়া কারুণ্যবারিধে । পুনঃ শৃণোমি বিশেষতঃ তথাপি বদতাং বর ॥ ১১২

ত এব মুনিশার্দ ল পাষণ্ড বেদনিন্দকাঃ । সম্যক্প্রজ্ঞাবিহীনাশ্চ ইতি পূৰ্ণঃ দ্বয়োদ্বিভূতঃ ১১৩
অধৰ্মনিরতানাঞ্চ যাতনাঃ পরিকীর্তিতাঃ । ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে বেদমার্গবহিকৃতে ॥ ১১৪
পাষণ্ডহং প্রসিক্তঃ বৈ সৰ্বেষাং পরিকীর্তিতম্ । ঘোরে কলিযুগে ব্রহ্মজ্ঞানানাং পাপকৰ্মণাম্ ।

মনঃশুদ্ধিবিহীনানাং নিকৃতিশ্চ কথং ভবেৎ ॥ ১১৬

মনঃশুদ্ধিবিহীনহাদিপ্রাদীনাঞ্চ সত্তম । স্বকৰ্ম্মাণি ন সিধ্যন্তি তেষাং কা গতিরুত্তমা ॥ ১১৬

নারদ উবাচ ।

মাধু নাধু মহাপ্রাজ্ঞ লোকানুগ্রহতৎপর । উপাস্তব বক্ষ্যামি শৃণু স্বমমাহিতঃ ॥ ১১৭
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন সৰ্ব্বশাস্ত্রমুনিশ্চিতম্ । শুদ্ধাদ্ভুততরৈশ্চ গৰ্ভলোকোপকারকম্ ॥ ১১৮
দৈবাধীনমিদং সৰ্ব্বং জগৎ স্বাবরজস্বমম্ । যথৈব প্রেরিতং তেন তথৈব ঘটতে জগৎ ॥ ১১৯
শক্তিভঃ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বেদোক্তানি সমাচরেৎ । তাস্তপ্যৈশ্চাহাবিশৌ নারায়ণপরায়ণঃ ॥ ১২০
গম্যপিতানি কৰ্ম্মাণি মহাবিশৌঃ পরাত্মনঃ । সম্পূৰ্ণতাং প্রযাত্যেব হরিশ্রবণমাত্মতঃ ॥ ১২১
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিরেব পরা গতিঃ । মহারিষ্টোপশান্ত্যর্থং হরিভক্তিঃ কলৌ যুগে ১২২
হরিভক্তিরতানাঞ্চ পাপবন্ধো ন জায়তে । হরিশ্রবণনিষ্ঠানাং শিবমামরতাত্মনাম্ ॥

সত্যং সমস্তকৰ্ম্মাণি যাতি সম্পূৰ্ণতাং বিজ্ঞাঃ ॥ ১২৩

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং হরিভক্তিরতাত্মনাম্ । ত্রিদশৈরপি পূজ্যন্তে কিমশৌৰ্বহভাষিতৈঃ ১২৪
তস্মাৎসমস্তলোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে । হরিনামপরামৰ্ত্তানু ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥ ১২৫
হরেন্নামৈব নাত্মৈব নাত্মৈব মম জীবনম্ । কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরশ্রুতী ॥ ১২৬

সুত উবাচ ।

এবং সমংকুমারস্ত নারদেন মহাত্মনা । সম্যক্প্রবোধিতঃ সত্যং পরাং নিক্সতিমাপ হ ॥ ১২৭
তস্মাচ্ছ্রুত বিপ্রেন্দ্রা হরিনিষ্ঠিতমানসাঃ । প্রযান্তি পরমং স্থানং পুনরাবৃতিহীনভম্ ॥ ১২৮
ঘোরে কলিযুগে প্রাপ্তে হরিনামপরায়ণাঃ । সমস্তপাপনির্মুক্তা যান্তি পৰমাং গতিম্ ॥ ১২৯
হরিপূজাপরাণাঞ্চ শিরপূজারতাত্মনাম্ । নানাতিরিক্ততা ন স্ত্যং সৰ্ব্বকৰ্ম্মসু পতিতাঃ ॥ ১৩০
সকৃদ্ধ্কারয়ন্ত্যেব হরেন্নাম কলৌ যুগে । তে কৃতার্থা মহাত্মানস্তেষাং নিতাং মমো নমঃ ॥ ১৩১
ইতোতদ্বঃ সমাখ্যাতং নারদেন প্রত্যাহিতম্ । সনৎকুমারমুনয়ে ব্রহ্মনারদসংজিতম্ ॥ ১৩২
সৰ্ব্বপাপহরং পুণ্যং সৰ্ব্বদুঃখনিবারণম্ । সমস্তপুণ্যফলদং সৰ্ব্ববল্লভকলপ্রদম্ ॥ ১৩৩
যে পঠন্ত্যত্র বিবৃধাঃ শ্লোকং শ্লোকাক্ষমেব বা । ন তেষাং পাপবন্ধস্ত কদাচিদপি জায়তে ১৩৪
যে চাত্মাধ্যায়পঠনং কুৰ্বন্তি সকৃদপ্যত । তে যাতি বিবৃধশ্রেষ্ঠা জ্যোতিষ্টোমফলং বিজ্ঞাঃ ১৩৫
বিক্পপিতমিদং পুণ্যং পুরাণং সৰ্ব্বকামদম্ । ভক্ত্যা বদন্তি শ্রুতি তেষাং পুণ্যফলং শৃণু ॥ ১৩৬
শতজন্মার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদ্য এব বিমোচিতাঃ । সহস্রকলসংযুক্তাঃ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥ ১৩৭
কিং তীৰ্থৈর্বা প্রদানৈর্বা কিং ভূপোতিঃ কিমধ্বরৈঃ । অহংহনি গোবিন্দং তদ্ব্যয়েন শৃণুতাম্ ॥
কিং পুত্রদারৈঃ কিং ভূত্যৈঃ কিং মিত্রক্লেত্রবান্ধবৈঃ । অহংহনি গোবিন্দং কীর্তয়ন্ত্যশ্রুতাম্
এতৎপবিত্রমারোগাং বন্যং দুঃখপ্রণাশনম্ । যেষাং গৃহেষু লিখিতং বর্ততে তৎকলং শৃণু ॥ ১৪০
ন বাধন্তে এহান্তত্র ভূতবেতালকাদয়ঃ । তত্রৈব সৰ্ব্বপ্রেরাংসি বর্জ্যন্তে চ দিনে দিনে ॥

ন চাশ্রির্বাধতে তত্র ন চৌরাদিতয়ঃ তথা ॥ ১৪১

গবাঃ কোটিমহশ্বক যো দদাতি কুটুম্বিনে । তৎফলং সমবাপ্নোতি ষড্ভাষ্যায়ন্ত পাঠনাং ॥ ১৪২
 গঙ্গাস্নানশতং কুশা জ্যোতিষ্ঠৌমশতং তথা । যৎফলং সমবাপ্নোতি দশাধ্যায়ন্ত পাঠনাং ॥ ১৪৩
 ষড্ভা তৎপঠতে শাস্ত্রং শৃণুয়াদ্বিকৃতং পরঃ । তন্তু পূণ্যফলং বক্ষ্যে শৃণুধ্বং সুসমাহিতাঃ ॥ ১৪৪
 শতজগার্জিতৈঃ পাপৈঃ সদা এব বিমুচ্যতে । শতবংশমমেতন্ত দেহান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ১৪৫
 যঃ পঠেৎ প্রাতঃকথায় যদত্র শ্লোকবিশতিম্ । জ্যোতিষ্ঠৌমফলং সত্যং গঙ্গাস্নানং দিনেদিনে
 এতৎ পবিত্রমারোগ্যমবাচ্যং হৃদয়ভ্রাম্য । নীচামনগতঃ সর্কঃ শৃণুয়াদিদমুত্তমম্ ॥ ১৪৬
 এতৎ পুরাণশ্রবণমিচ্ছাম্ অথ প্রদম্ । বদতাং শৃণ্বতাং সদাঃ সর্কপাপপ্রণাশমম্ ॥ ১৪৭
 দত্তাদা যদিবা মোহাদ্ য়ে শৃণ্বন্তীদমুত্তমম্ । তে সর্কৈ পাপনিমুক্তা যান্ত্যন্তি পরমাংগতিম্ ॥

ইতি শ্রীবৃহন্নারদীয়োপুরাণে হরিভক্তিমাহাত্ম্যে-

ত্রিংশোঃধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সম্পূর্ণমিদং বৃহন্নারদীয়পুরাণম্

• ॥ শ্রীঃ ॥

বৃহন্নারদীয়পুরাণ

প্রথম অধ্যায় ।

নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী, সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় * নামক ঐশ্ব পাঠ করিতে হয় । কমলার ত্রিভুজাঙ্গন পরম প্রভু প্রভূত-করণাম্পন্ন বৃন্দাবন-বিসারী পরমানন্দস্বরূপ ত্রীকূটকে বন্দনা করি । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি যদীয় অংশ, ত্রিভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, সেই পরমবিশুদ্ধ চিৎস্বরূপ আদি দেবকে ভজনা করি । স্মৃত বলিলেন,—শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মহাত্মা ঋষিগণ যুক্তি-অভিলাষী হইয়া নৈমিষা-রণ্যে তপস্যা করিতেন । তাঁহারা সকলেই জিতেন্দ্রিয়, জিতাভার, মাধু, মতাপরায়ণ এবং পরমভক্তিমহাকারে জগদাদি জগদুৎকৃষ্ট বিষ্ণুর অর্চনায় তপস্বী ছিলেন । ইষ্টা, মমতা, অহঙ্কার তাঁহাদের ছিল না ; মর্কটস্থে অভিজ্ঞ এবং লোকানুগ্রহ-পরায়ণ সেই ঋষিগণের চিত্ত পরমেশ্বরেই রত ছিল । কামনোদ্ভাদি-মলবিশর্জিত, মত্তাদি-ভুগযুক্ত, কৃষা-জিনোত্তরীয়, জটিল, বন্ধুচারী সেই মর্কটশাস্ত্রার্থদর্শী ঋষিগণ—জগৎকারণ জগদুৎকৃষ্ট পরমব্রহ্ম উচ্চারণ, কেহ কেহ বা যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বরের অর্চনা, অথবা কেহ কেহ জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানময়ের উপাসনা, কেহ কেহ বা পরম ভক্তিমহাকারে নারায়ণ-পূজা করিতেন । একদা সেই উত্তম মহাত্মা ঋষিগণ, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষের (এক) উপায় জানিতে অভিলাষী হইয়া মত্তা করিলেন । ষড়্বিশতি-মহর্ষ (২৬০০০) উদ্ধরোতা মুনি আর তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য যে কত, তাঁহার সংখ্যা করা যায় না ; ভাবিতাত্মা মহাত্তজা মুনিগণ তথায় সমবেত হইলেন । রাগদ্বৈষ তাঁহাদের নাই, লোকানুগ্রহই তাঁহাদের প্রয়োজন । পৃথিবীতে পবিত্র ক্ষেত্র কি কি ? কি কি তীর্থ আছে ? তাপ-কাতরচিত্ত মানবগণ যুক্তি লাভ করিতে পারে কিরূপে ? মানবগণের ঐকান্তিক হরিভক্তি কিরূপে হয় এবং শুভ, অশুভ ও

* অষ্টাদশ পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কাতিপায় গ্রন্থের নাম 'জয়' । জয়-সংসার-বিজয়ের উপায় ।

শ্রুতান্ত এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মের ফলমিষ্পত্তি কিরূপে হইয়া থাকে ? মুনিগণ এই সব বিষয় নিজসমীপে জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, সুধী শৌনক, কৃতাজলিপুটে গবিনয়ে বলিলেন,—বহুবিধ যজ্ঞে বিধব্রূপ জনার্দনের অর্চনা-মিষত পৌরাণিকোত্তম স্তুতি পবিত্র সিদ্ধাশ্রমে আছেন, তিনি এতৎ সমস্তই অবগত আছেন ; কেননা সেই স্তুত মুনি ব্যাসদেবের শিষ্য ও পুরাণ-সংহিতাবক্তা । লোমহর্ষণ-নন্দন সেই স্তুত মুনি, বিশেষতঃ শাস্ত্র । মধুসূদন যুগে যুগে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের অল্লতা দর্শন করিয়া স্বাপরে বেদব্যাসরূপে বেদভাষ্য করিয়া থাকেন । হে ব্রিজগণ ! শুনিয়াছি, বেদব্যাস মুনি সাক্ষাৎ নারায়ণ । আর স্তুত ব্রহ্মসিদ্ধ । ধীমান্ বেদব্যাস হইতেই স্তুতের সমাকৃসিদ্ধি । তিনিই পুরাণ-বেত্তা, উদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরাণবিৎ আর কেহ নাই । পুরাণার্থ যাহার বিদিত, জগতে তিনি বুদ্ধিমান, তিনি শাস্ত্র, তিনি মোক্ষধর্ম্মবেত্তা, কৰ্ম্ম ও ভক্তি বিষয়ে সকল কথাই তিনি জানেন, (অধিক কি) তিনি সর্বজ্ঞ । হে মুনিষ্ঠেষ্ঠগণ ! বেদ-বেদাঙ্গ শাস্ত্রের যাহা সার, জগতের হিতের জন্ত পুরাণশাস্ত্রে বেদব্যাস তৎসমস্তই বলিয়াছেন । স্তুত জ্ঞানের সমুদ্র, সর্বতত্ত্বার্থে অভিজ্ঞ, অতএব সেই স্তুতকেই প্রষ্টব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিব । শৌনক, মুনিগণকে এই কথা বলিলেন । অনন্তর সেই মুনিগণ, বাগ্মিভ্রষ্ট শৌনককে আলিঙ্গন প্রসঙ্গের সুব করত মাধু মাধু বলিতে লাগিলেন । তৎপরে, তাঁহারা সকলে, (অচ্ছাদ-সরোবর-ভীরস্থিত) মৃগযুথ-সমাকীর্ণ, মুনিগণ-পরিশোভিত, সূচাক্র-তরু লতা-ফল-পুষ্প-ভূষিত এবং অতিথিগণের আতিথ্যকর্মে ব্যাপৃত, সিদ্ধাশ্রম কাননে গমন করিলেন । সিদ্ধাশ্রম এতই সুস্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ বোব হইল, যেন কত শত অচ্ছাদসরোবর একত্র মিলিত হইয়া কাননাকারে পরিণত হইয়াছে । মুনিগণ তথায় দেখিলেন, লোমহর্ষণ-তনয় স্তুত অনন্ত অপরাঞ্জিত নারায়ণ দেবকে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে অর্চনা করিতেছেন । স্তুত তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্চনা করিলে, সেই মহাতেজা ঋষিগণ স্তুতের যজ্ঞান্ত-জ্ঞান অপেক্ষা করত সেই যজ্ঞশালায় অবস্থান করিলেন । পৌরাণিক-প্রবর স্তুতমুনি যজ্ঞান্ত-জ্ঞান করিবার পর, স্তুতে উপবিষ্ট হইলে, নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সূত্রত ! আমরা আগিয়াছি অতিথি ; আপনিও আতিথি-সেবা-পরায়ণ ; অতএব জ্ঞানতত্ত্ব-উপচার দ্বারা যথাবিধি আমাদের পূজা করুন । দেবগণ, চন্দ্রকলামৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করেন । হে মুনে ! আপনি নিজমুখনিঃসৃত জ্ঞানামৃত আমাদের পান করাইবেন । * এতৎ সমুদয় বিশ্ব যাহার সৃষ্টে, যাহাতে অবস্থিত, যাহার পালিত, যদাত্মক এবং যাহাতে লীন হইবে, হে ভাত ! সেই বিষ্ণু কি করিলে প্রসন্ন হন ? মনুষ্যগণের তাঁহাকে কিরূপে পূজা করা কর্তব্য ? বর্গীশ্রমাচার ও অতিথি-পূজা কিরূপ ? কৰ্ম্মসাক্ষ্য কিরূপে হয় ? মনুষ্যগণের মোক্ষোপায় কি ? ভক্তি করিলে মানুষে কি লাভ করে ? এবং ভক্তি কি প্রকার ? হে মুনিবর স্তুত ! এই সব তত্ত্ব নিঃসংশয়ে কীর্তন করুন । আপনার বচনামৃত

* মূলে, 'পিবসি' অন্তর্ভূত নিজগ, অর্থাৎ পানরসি, (বর্তমান-দামীপো) ফলিতার্থ, 'পানরসি' অম্বাদ. 'পান করাইবেন' ।

অবশ্যে কাহার সন্তোষ না জন্মে? সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! সকলে অবগত করুন, আপনাদের অভিলষিত বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি;—মহাত্মা মারদ, মনস্কুমারের নিকট যাহা বলিয়াছেন, মর্ক্সপাপবিনাশক, দুষ্টগ্রহ-নিবারক, দুঃস্বপ্নদোষ-শান্তিকর, ভক্তি-মুক্তিপ্রদ, মর্ক্সমঙ্গল-নাথক, হরিকথা-সমম্বিত, ধর্ম্মার্থকামমোক্ষসাধন, অবপূর্ক্স-পুণাফল-জনক, সেই মহাফলপ্রদ বেদার্থ-সম্বিত যজ্ঞ বৃহন্নারদীয় পুরাণ সুসমাহিতচিত্তে অবগত করুন। মহাপাতকীই হউক, আর মর্ক্সবিধ পাতকীই হউক, এই দিবা বৃহন্নারদীয় পুরাণ অবগত করিলে মুক্তিলাভ করিবে। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণের এক অধ্যায় পাঠ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয়, দুই অধ্যায় পাঠ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে। মানব, উপবাসী থাকিয়া জ্যৈষ্ঠমাস পূর্ণিমা মূলানক্ষত্রে মথুরাধামে বসুনাশদীতে পবিত্র ভাবে স্নান করিয়া যথাবিধি বিষ্ণুপূজা করিলে যে ফল প্রাপ্ত হয়, হে দ্বিজগণ! আমি তাহা সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি, অবগত করুন। কোটি কুলের সহিত অযুত-জন্মার্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি হয়, পরে তথা হইতেই তাহার মুক্তিলাভ হয়। এই পুরাণের দশ অধ্যায় ভক্তিসহকারে অবগত করিলেও উক্ত ফলপ্রাপ্তি হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ কর্তব্য নহে, কেননা বিষ্ণুস্ততিই এই পুরাণের বিষয় কিনা। এই পুরাণ, ঐ বা মন্দভর্ম্মমূহের মধ্যে পরম শ্রাব্য, পবিত্র বস্তুর মধ্যে সর্বোত্তম, দুঃস্বপ্ন-দোষনাশক এবং পবিত্র; অতএব যতপূর্ক্সক ইহা শ্রোতব্য। মানব শ্রদ্ধানসহকারে এই পুরাণের এক শ্লোক বা অর্দ্ধশ্লোক পাঠ করিলেও তৎক্ষণাৎ কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। এই পুরাণ সাধুদিগের নিকটেই প্রয়োগ করা উচিত, কেননা ইহা অতি জঘ্ন; বিষ্ণুমন্দির, পুণ্যক্ষেত্র এবং সভাতে এই পুরাণ কীৰ্ত্তন করিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! ব্রহ্মস্বয়ী, দস্তাচার-ব্রত, লোকাপকারী*-দিগকে এই পুরাণ উপদেশ দিবে না। কামাদি-দোষহীন, বিষ্ণুভক্তি-ব্রত এবং গুরুভক্তিব্রত যে সব ব্যক্তি, তাহাদিগের নিকটেই এই মোক্ষসাধন পুরাণ প্রকাশ্য। মর্ক্সদেবময় বিষ্ণু কামদীড়া বিনাশক, সেই ভক্তবৎসল দেব ভক্তি দ্বারাই প্রীত হন, অজ্ঞ প্রকারে নহে; যাহার নাম কীৰ্ত্তন বা প্রশংসন কৃতি ব্যক্তিরেকে করিলেও পাতক-বর্জিত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়। হে সাধুপ্রবরগণ! মধু-সুদন, সংসাররূপ-ঘোরতর অরণ্য-পথ-প্রদাহী দাবাগ্নি, যাহারা তাহাকে অরণ্য করে, তাহাদের নিখিল পাপ অবিলম্বে বিনাশ করেন। এই উত্তম পবিত্র পুরাণ, তৎপ্রাপক (বিষ্ণু-ভক্তিসম্পাদক অথবা বিষ্ণুপ্রাপ্তির হেতু); অতএব শ্রাব্য। ইহা অবগত না পাঠ করিলে মর্ক্স পাপ বিনষ্ট হয়। এই পুরাণ-অবগণে যে ব্যক্তির ভক্তিসহকৃত বুদ্ধি আছে, সে-ই কৃতার্থ এবং মর্ক্সশাস্ত্রে পণ্ডিত। হে দ্বিজগণ! এই পুরাণ অবগণের জন্ত বুদ্ধি যে স্থির থাকে, ইহাই তপঃপুণ্য-অর্জুন এবং ইহাই ক্রিয়া-সাকল্য। ‘উত্তম ব্যক্তিগণ সংকথাতে প্রবৃত্ত হন’ এই বুদ্ধি এই পুরাণ হইতেই উৎপন্ন হয়। পাপিষ্ঠ

* ‘লোকাপকৃতিব্রতীনার’ এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ করা হইয়াছে, ‘লোকাপকৃক-ব্রতীনার’ এই পাঠ কিন্তু যুলের। তাহার অর্থ, লোকসাজী অর্থাৎ বহুসাজী।

অসম্ভবেরা নিশা ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যে নরাধমেরা পুরাণে অর্থবাদ (অলৌকিক কলশ্রুতি) আছে মনে করে, তাহাদের অর্জিত পুণ্য অর্থবাদ-রূপেই পরিণত হইবে, অর্থাৎ বিফল হইবে। যে নরাধম, সমস্তকর্ম-নিমূলমক্ষম, মোক্ষসাধন পুরাণ অর্থবাদপ্রস্তু ভাবিয়া অবগ করে, তাহার নরকভোগ হয়। ব্রহ্মার চরাচর জগৎস্থিতি যাবৎ বর্তমান থাকে, সেই পাপী, তাবৎ নরকানলে মত্ত পক হয়। দুটি চারি অক্ষর কথা আছে, উচ্চারণ মাত্রেই একটি পুণ্যের আদিকারণ আর একটি পাপের আদি কারণ। হে মুনীন্দ্ৰ! সেই নামদ্বয় হইল 'নারায়ণ' আর 'অর্থবাদ'। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! সর্গপঞ্চোপদেশক পুরাণ শাস্ত্রকে যাহারা অর্থবাদপূর্ণ বলে, তাহারা নরকে যায়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যে ব্যক্তি অনারামে পুণ্যরাশি উপার্জন করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তিই ভক্তি-মহাকারে পুরাণ অবগ করিবে। যাহার পূর্সার্জিত পাপ বিনাশোন্মুখ, তাহারই পুরাণঅবগে বুদ্ধি হইয়া থাকে। পুরাণ বর্তমান থাকিতেও যে পাপ পাশ-বন্ধন দূর হয় না, তাহা পুরাণ অনাদর করিয়া রুখা গল্পে মনঃ-সংযোগের ফল। সংসঙ্গ, দেবপূজা, সংকথা এবং অশ্রুকে সহপদেশ দেওয়া, এই সব কার্যে রত মানব, দেশাবসানে বিষ্ণুর তুল্য ভেজঃসম্পন্ন হইয়া বিষ্ণুর পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজোত্তমগণ! যাহা অবগে জন্ম-জরাদি দূর হয়, মানব নির্দোষ হইয়া পরিশেষে বিষ্ণু প্রাপ্ত হয়, সেই এই বৃহস্পতিয় পুরাণ অবগ করুন। যাহার প্রভার সর্বলোক উদ্ভাসিত, যাহার সঙ্গল হইতে চরাচরের উৎপত্তি, সেই বরদ, বরেনা, বর, পুরাণ পুরুষ পরমাদি-দেবকে স্মরণ করিলে মানব মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর নামক শরীর-ভেদে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই পরম আদি-দেব পরমেশ্বরকে ভাবনা করিলে মুক্তি লাভ হয়। নাম, জাতি, গোত্র ইত্যাদি বিকল্প যাহার নাই, যিনি শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, কারণের কারণ, সেই বেদান্ত-বেদ্য স্বপ্রকাশ স্বরূপ ঈশ্বর সকল পুরাণ ও বেদে পূজিত হন; অতএব সেই ঈশ্বর-ভজনা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, এই পুরাণ সেই ঈশ্বর মারায়ণের উপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগী, পরম ব্রহ্ম এবং চতুর্দশগৌর নিদান। এই পুরাণ স্মরণ করিলে মানব কায়া-কারণপতি নারায়ণকে প্রাপ্ত হয়। হে পণ্ডিতগণ! ব্রহ্মসম্পন্ন ধার্মিক যতি, বৈরাগাযুক্ত, জ্ঞানী এবং মুমুক্শুর নিকট এই পুরাণ কীর্তনীয়। পূণ্যদেশ, সভা, পূণ্যক্ষেত্র, দেবালয় এবং পুণ্যতীর্থে এই পুরাণ কীর্তন করিবে। হে বিচক্ষণগণ! সন্ধ্যাকালে ইহা কীর্তনীয় নহে। এই উত্তম সংবাদ উচ্ছিষ্ট দেশে যাহারা কীর্তন করে, তাহারা, চন্দ্র-সূর্য্য যতদিন থাকেন, ততদিন ঘোর নরকে পতিয়া থাকে। যে মূঢ়, ভক্তিহীন হইয়া দত্তবশে এই পুরাণ অবগ করে, তাহার পুরাণ-অবগও বিফল, আর আ-কল্প মহাঘোর নরকে পতিতে থাকে। যে মানব, সংকথার মতো অশ্রু কোন কথা বলে, সেই পাতকী চন্দ্রসূর্য্য-স্থিতিকাল ঘোরনরক ভোগ করে। অতএব শ্রোতা এবং বক্তা সকলেই একাগ্রচিত্ত হইবে; চিত্ত একাগ্র না হইলে ত কিছু বুঝা যায় না। মানব, অমন্ত মনে হরিকথামৃত পান করিবে, চিত্তের চাবলা থাকিলে যাদগ্রহ হইবে কেন? সমস্ত যাহার চিত্ত চকল, অমতে তাহার কি সুখ

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

৫

হয় ? অতএব একাগ্রচিত্তে বিমূচ্ছিতা করিবে । চঞ্চলচেতা মানবগণের বৈষয়িক মুখই যখন অনুভূত হয় না, তখন যোগসিদ্ধি হইবে কিরূপে ? অতএব হুঃখসাধন কামদোষ পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রচিত্তে বিমূচ্ছিতা করিবে । অবিনাশী নারায়ণকে যে কোন উপায়ে পাভকী ব্যক্তি স্মরণ করিলেও তিনি তৎপ্রতি প্রসন্ন হন, এ বিষয়ে সংশয় নাই । অব্যয় বিষ্ণু নারায়ণদেবে যাহার পরম ভক্তি, তাহার জন্মসাক্ষ্য হয় এবং মুক্তিও কত-
ডলস্থ হয় । হে দ্বিজোত্তমগণ ! ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের চরিতত্ত্বগণের
সিদ্ধ হয়, সংশয় নাই ।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ঋগিগণ বলিলেন,—দেবর্ষি নারদমুনি, মনস্কুমারকে সকল ধর্ম উপদেশ কিরূপে দিলেন এবং তাঁহার উভয়ে মিলিত হইলেনই বা কিরূপে ? হে ভাত । সেই ব্রহ্মবাদী ঋষিদ্বয় কোন ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিলেন ? নারদ যাহা মনস্কুমারকে বলিয়াছেন, তে রূপাশিকো । তাহা আমাদের নিকট কীর্তন করুন । সুত কহিলেন,—মনকাদি মঠাত্মা ঋগিগণ ব্রহ্মার পুত্র ; তাঁহার সকলেই নির্ঘম, নিরতকার এবং উদ্ধরেতা । তাঁহাদের নাম কীর্তন করিতেছি, যথা ;—মনক, সমক্ষন, মনস্কুমার এবং মনাতন । ইহারা বিমূচ্ছিত, মঠাত্মা, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ, সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ-দীপ্তিশালী, সত্যমক এবং মুমুকু । একদা মঠাত্তেজা মনকাদি ব্রহ্মনন্দনগণ, ব্রহ্মসভা অবলোকন করিবার জন্ত মুমেক্ষশ্রেণে সমাগত হইলেন । বিধাততেজা সেই ঋগিগণ, বিষ্ণুপাদমুতা মহাপরিজ্ঞা নীতা নামী গঙ্গানদীতে স্নান করিতে তথায় উন্মত্ত হইলেন । হে বিষ্ণুগণ ! এমন সময়ে দেবর্ষি নারদমুনি, ‘হরে নারায়ণ’ ইত্যাদি নাম উচ্চারণ করত তথায় উপস্থিত হইলেন । হে নারায়ণ ! অচ্যুত ! অনন্ত ! বাসুদেব ! জনার্দন ! যজ্ঞেশ ! যজ্ঞপুরুষ ! কৃক ! বিকো ! আপনাকে নমস্কার । হে কমললোচন ! কমলাকান্ত ! গঙ্গাজনক ! কেশব ! ক্ষীরোদশাসিন্ দেবেশ ! নারায়ণ ! আপনাকে নমস্কার । হে ঐকৃক ! বিকো ! নৃসিংহ ! মুরারে ! হে প্রভাব ! সত্বর্ষণ ! বাসুদেব ! হে অজ ! অনিরুদ্ধ ! অচ্যুত ! বিশ্বরূপ ! আপনি আমাদের সর্ব্ব প্রকার ভীতি হইতে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন । নারদমুনি, এইরূপ হরিনামোচ্চারণে অধিল জগৎ পবিত্র করত সেই লোকপাবনী গঙ্গার স্তম্ভ করিতে করিতে সমাগত হইলেন । মনকাদি মঠর্ষিগণ, নারদকে আগিতে দেখিয়া যথাসংগত পূজা করিলেন ; নারদও সেই মহর্ষিদিগকে বন্দনা করিলেন । মুনিগণ সকলেই কণ্ঠ মল্লাদন করিয়া মনোরম গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইলে, নারদ হরি-গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন । অনন্তর, মনস্কুমার সেই সভামধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ মুনিপুঞ্জের নারদকে বলিলেন,—হে মুনিগণের মানবর্জিত অঙ্গ প্রাজ নারদ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ । আপনি চাইতে অধিক বিমূচ্ছিত আর নাই । যাহার-

জন্মমায়ক এই অখিল জগৎ যাহার সৃষ্টি এবং গঙ্গা যাহা হইতে উদ্ভূত ; সেই হরিকে জানা যায় কিরূপে ? গঙ্গা আবির্ভূতা কিরূপে হইলেন ? ত্রিবিধ ধর্ম মফল হয় কিরূপে ? মানবগণের জ্ঞান হয় কিরূপে ? ভপস্কার, লক্ষণ কিরূপ ? যে রূপ অতিথি-পূজা করিতে হয় এবং বিষ্ণু যাহাতে প্রসন্ন হন, হরিভক্তি-সম্পাদক ইত্যাদি শুভবিষয় আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকেত বধার্থতঃ বলুন । নারদ বলিলেন,—পরাংপরতর, পরাংপর-নিবাস, সন্তান নির্ভণ পরম দেবতাকে নমস্কার । জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম, অধর্ম, বিদ্যা এবং অবিদ্যাক্রমী আত্মস্বরূপ আপনাকে নমস্কার । আপনি মায়াবর্জিত, মায়িক, বোগজ-রূপসম্পন্ন, যোগগম্য, যোগেশ্বর, যোগস্বরূপ আত্মা, আপনাকে নমস্কার । আপনি জ্ঞানের অগম্য অথচ জ্ঞানেরই গম্য, সর্গজ্ঞানৈক্যেতু দিবা জ্ঞানরূপী জ্ঞানেশ্বর, আপনাকে নমস্কার । আপনি ধ্যানমাত্রে পাপহারী, ধ্যানগম্য, ধ্যানেশ্বর, ধ্যানস্বরূপ সুখী এবং শুদ্ধাত্মা ; আপনাকে নমস্কার । যাহার সৃষ্টি আদিতা, ইন্দ্র, অগ্নি, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ, মিত্র, যক্ষ, অশুর এবং নাগসমূহ যাহাতেই লীন হন, সেই স্তম্ভাশ স্তবযোগা অনাদি পুরাণ পুস্তকে সন্তত নমস্কার করি । যাহার নামকীর্তনে পবিত্রস্বভাব নুনিশ্চেষ্টগণও স্বপ্নেও যাহার দর্শন পান না, আর বিরিকিপ্রযুক্ত দেবতারা অদ্যাপি যাহাকে জানিতে পারেন নাই, সেই আদ্য ঈশ্বরকে সন্তত নমস্কার করি । যিনি ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি, বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন এবং কল্যাণে ব্রহ্মরূপে জগৎ সংহার করিয়া শয়ান হন, সেই অজকে নমস্কার করি । যিনি শিবভক্তগণের পক্ষে শিবস্বরূপে এবং বিষ্ণুভক্তগণের পক্ষে বিষ্ণুস্বরূপ, সেই নিজ সঙ্কল্প-সাধিত-বিবিধ-মূর্ত্তিধারী বরংবরণ্য দেবের শরণাপন্ন হই । যিনি কেশী অশুরের বিনাশ ও নরকাসুরের হত্যা, যিনি করাগ্রমাত্র দ্বারা গিরি ধারণ করিয়াছেন, ভূভার-হরণ-প্রীতি-কামী সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি । যে দেব, মৎস্য অবতারে হরগৌবাসুরকে জয় করিয়া বেদসমূহের রক্ষা করিয়াছেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম । যিনি দেবগণের হিতার্থে অমৃত-মন্ডনকালে ক্ষীরোদ সাগরে নিজ পৃষ্ঠে মন্দর পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-অবতারকে প্রণাম করি । যে অব্যয় দেব দস্তাগ্র দ্বারা সমুদ্র হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া সমগ্র জগৎকে এইরূপে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বরাহকে আমি নমস্কার করি । যিনি দৈত্যানন্দন প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্ত শিলাগ্র-কর্কশ-বক্ষঃস্থল দিভিনন্দন হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়া নিহত করিয়াছেন, সেই নৃসিংহকে আমি নমস্কার করি । যিনি বিরোচননন্দন বলির নিকট (ত্রিপাদ স্থান) দান-প্রাপ্ত হইয়া দ্বিপাদ দ্বারা ভূলোক অভিক্রমপূর্বক ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন, সেই বামনদেবকে নমস্কার করি । যিনি কার্ভীর্যোর অপরাধে একবিংশতিবার ক্ষত্রিয়গণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেই জামদগ্ন্য পণ্ডুরামকে নমস্কার করি । যিনি রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন এই চারি অংশে আবির্ভূত হইয়া বানরগণ সমভিষাহারে রাক্ষস-নৈরুত্তগণকে নিহত করেন, সেই দশরথনন্দন রাম-অবতারকে নমস্কার করি । যিনি রাম কৃষ্ণ দুই দেহ আশ্রয় করিয়া যুবল এবং লাক্ষ্মণের অগ্রভাগের সাহায্যে ভূভার হরণ করেন, সেই বলরাম-অবতারকে ভজনা করি ।

স্বীয় বুদ্ধিতে ভূম্যাদি ত্রিলোক এবং আত্মাকে বিলীন করিয়া অবস্থিত যে পুরুষকে যোগিগণ অবলোকন করেন, সেই বুদ্ধাবতারকে ভজনা করি। যিনি কলিম্বাস্ত্রে অস্ত্র পাণীদিগকে তীক্ষ্ণ খজাধারা দ্বারা ছেদন করিয়া, মতায়ুগের প্রথমে ধর্মস্থাপন করেন, সেই কল্লি-অবতারকে নমস্কার করি। পরমাত্মার ইত্যাদি মূর্তি এত যে, বহুকোটি বংশরেও তৎসমস্তের নামোচ্চারণই করিয়া উঠা যায় না। মুনি মুনীশ্বরগণও যাহার নাম-মাগাত্মার পারগমনে অসমর্থ, আমি সামান্ত ব্যক্তি, তাঁহাকে ভজনা করি কিরূপে? মহাপাতকীরাও যাহার নাম শ্রবণমাত্র (অপারেরও) পবিত্রতা-সম্পাদক হয়, আমি অল্পবুদ্ধি হইয়া তাঁহাকে স্তুব করিব কিরূপে? সুরাসেম্বী অজামিলও যাহার নাম কীর্তন করিয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছে, অল্পবুদ্ধি আমি তাঁহাকে স্তুব করিব কিরূপে? যে কোন প্রকারে যাহার নাম কীর্তন বা শ্রবণ করিলেও পাপিষ্ঠগণের পাপমুক্তি ও বিগ্ন ব্যক্তিগণের মুক্তিপ্রাপ্তি হয়, নিম্পাপ যোগিগণ আত্মাতে মনঃসমাধাম করিয়া যে স্তানস্বরূপকে অবলোকন করেন, আমি তাঁহার শরণাগত হইতেছি। সাংখ্য-যোগিগণ, যে পরিপূর্ণাত্মকে হৃদিকে সর্বত্র অবলোকন করেন, সেই জ্ঞানরূপ অজর আদি দেবকে আমি নমস্কার করি। মূঢ়গণ, যে জগদীশ্বরকে পামাণ-প্রতিমাদিকপেই অবস্থিত বলিয়া সর্বদা মনে করে, * সেই সর্বত্র-সংস্থিত পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। কর্ম-এবং তপস্তাষাত্রই যে মহাত্মার রূপ, সেই মদাকাম্য জ্ঞানময় ঈশ্বরকে সতত ভজনা করি। সর্বভূতময়, সর্বশ্রুতি, মহামনীষী, শাস্ত্র, ভাবনাময় ঈশ্বরকে বন্দনা করি। যিনি ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান হাবির-জন্ম-স্বরূপ, যিনি সঙ্গ হইতে দশ অঙ্গুল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, সেই অজর ঈশ্বরকে ভজনা করি। যিনি স্ফূট হইতে স্ফূটতম, মহৎ বস্তুর মধ্যে মহত্তম এবং গোপনীয় বস্তু হইতে গোপনীয়তম, সেই অনাদি-দেবকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। যাহার ধ্যান, শ্রবণ, পূজা, স্তুব এবং প্রণাম করিলে, যিনি আত্মপদ প্রদান করেন, সেই পুরুষোত্তম দেবকে বন্দনা করি। সেই মনকাদি মুনিপ্রবরগণ পরমেশ্বরের স্তুবপরায়ণ মহর্ষি নারদকে আনন্দ-মলিলে রুদ্ধনেত্র হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তুব করিতে লাগিলেন। “যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উঠিয়া এই নারদ-কৃত বিকুস্তব পাঠ করিবে, সে সর্বপাপবিমুক্ত হইয়া বিহুলোকে পূজিত হইবে।” সেই মুনিশ্রেষ্ঠগণ নারদকে এই বর দিয়া হরি নাম কীর্তন করত নারদ মুনির স্তুবশ্রুতি করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

* প্রতিমাতে যে ভগবানের আবির্ভাব হয়, মূঢ়গণ তাহা চান না, তাহা তাহা প্রতিমাই ভগবান; এবং প্রতিমা দর্শন ভগবানের অল্পপ্রকারে সত্যকে তাহার অবগত নহে।

তৃতীয় অধ্যায় ।

নারদ বলিলেন,—নারায়ণ—অব্যয়, অনন্ত, সর্বব্যাপী এবং নিরঞ্জন ; এই আখ্যল চরাচর জগতের তিনিই ব্যাপক । সূর্য্যকাশ জগৎস্বরূপ মহাবিশ্ব, সৃষ্টি-প্রারম্ভে জগৎভেদ অনুসারে তিন মণি গ্রহণ করিয়াছেন । হে মনে ! মনঃকুমার ! প্রভু মহাবিশ্ব সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টি-প্রারম্ভকে সৃষ্টি করিলেন দক্ষিণাংশ হইতে ; সৃষ্টি-প্রারম্ভের জগৎ স্রষ্টার কদকে সৃষ্টি করিলেন দেহ-মধ্যভাগ হইতে ; আর জগৎপালনের জগৎ অব্যয় বিশ্বকে সৃষ্টি করিলেন বামাংশ হইতে । সৃষ্টি-প্রারম্ভে মহাবিশ্ব এইরূপ সৃষ্টিজয় আশ্রয় করিয়াছেন । সেই অজয় আদিদেবকে কেহ কেহ ব্রহ্ম, কেহ কেহ বিশ্ব, অথবা আবার ব্রহ্মা এবং অপার স্রষ্টাদায় নামকান বস্তু বলিয়া থাকে । সেই বিশ্বের পরমা শক্তি জগৎকলী, তিন ভাব এবং অভাব স্বরূপা ও বিদ্যা অবিদ্যা নামে তিনিই পরিচিত । তাঁহার জগৎ, লোকে বিশ্বকে মহাবিশ্ব হইতে পৃথক্ বলিয়া বসে, তিনিই অবিদ্যা ; অবিদ্যাই সংসার-দুঃখের হেতু । হে মনঃকুমারাদি মাধু-শ্রেষ্ঠগণ ! ‘জ্ঞাতা, জ্ঞেয়’ ইত্যাদি ভেদ-বুদ্ধি যাহা হইতে বিনষ্ট হয়, সেই সর্লেকাবোধনী বুদ্ধিই বিদ্যা নামে অভিহিত । মহাবিশ্বের এই মায়া মহাবিশ্ব হইতে বিভিন্ন । এই জ্ঞান যতদিন থাকে, ততদিন মায়া তাঁহাকে সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করেন ; অভেদরূপে প্রতীয়মান হইলে, তিনি সংসারবন্ধন দূর করেন । এই সমগ্র চরাচর জগৎ বিশ্বশক্তি হইতেই সমুদ্ভূত । নিষ্ক্রিয় জগৎস্বরূপ বিশ্ব হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে । আকাশ যেমন ঘট-পটাদি উপাদিভেদ বশতঃ ‘ঘটাকাশ’ ‘পটাকাশ’ ইত্যাদি প্রকারে বিভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ উপাবি বশতই এক বিশ্বই নির্বিলসৎপ্রপঞ্চরূপে প্রতীয়মান হয় । বিশ্ব যেমন জগৎব্যাপক, হে মনঃকুমার ! তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ । দৃষ্টান্ত ;—অঙ্গারকে ব্যাপিয়া অবস্থিত অঙ্গারের দাহ-শক্তি । মহাবিশ্বের মধ্যে কেহ কেহ সেই শক্তিকে উমা নামে অভিহিত করেন, অথবা বলেন লক্ষ্মী, অপারে বলেন সরস্বতী ; গিরিজা অম্বিকা ইত্যাদি নামেও তাঁহাকে আখ্যাত করা হয় । দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কোমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ঐশ্বরী, ব্রাহ্মী, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এবং মূল-প্রকৃতি এই সকল আখ্যাই কোন না কোন ভেদে মহাবিশ্বের কথিত । ইনিই বিশ্বের সেই পরমা শক্তি ; জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তিনিই করেন, ব্যক্ত এবং অব্যক্তরূপে জগৎকে ব্যাপিয়া তিনিই অবস্থিত । সেই শক্তিই প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই রূপত্রে বর্তমান । এক সেই শক্তিই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ । যিনি ব্রহ্মরূপে অখিল জগতের সৃষ্টিকর্তা, তদপেক্ষা পরম-দেব ‘নিতা’ নামে আখ্যাত । বে পরম পুরুষ জগতের রক্ষা-কর্তা, তদপেক্ষা পরম-পদার্থ সেই অব্যয় ব্রহ্ম । অক্ষর, নির্গুণ, শুদ্ধ, পরিপূর্ণ, সনাতন, পরাংপর যোগিদেয় পুরুষই কালরূপ নামে আখ্যাত । সর্লোপাদি-বজ্রিত, সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি, পরমানন্দময়, সর্লোভম পরমাত্মা একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান যাহাই বিজ্ঞেয় । এই সত্ত্ব-চৈতন্যই অহঙ্কাররূপ উপাবির যোগে ‘দেহী’ নামে অভিহিত ; তত্ত্ব-জ্ঞানই এই উপাবি-নাশের হেতু । মনেরও অগোচর যে নির্মল-জ্যোতিতে বাগিস্কিন্ন-প্রযুক্ত ‘পরব্রহ্ম’ এই-নামও উপচারিক অর্থাৎ বাস্তবিক নহে ; সেই পরম-ব্রহ্ম দেব সত্ত্ব, রজঃ এবং

৩মঃ এই ঔপভেদ-ভিন্ন স্থিতি-স্থিতি-সংহার-হেতু যুতিভিন্ন গ্রহণ করিয়াছেন। একাদি দেবগণ যাহার অমৃত অমৃত অংশের অংশ, সেই দেব এই চরাচর জগৎ বাপিয়া অবস্থিত। কলংকর্তা ব্রহ্মা যাহার নাভিকমল-নম্রুত, তিনিই আনন্দরূপ পরমাত্মা; পরমাত্মা ভিন্ন নহেন। অন্তর্যামী জগৎস্বরূপী নক্ষসাক্ষী নিরঞ্জন পরমেশ্বর জগৎ হইতে ভিন্ন ও অতিব-রূপে অবস্থিত। জগতের আশ্রয় মহামায়া তাঁহারই শক্তি। বিশেষোৎপত্তির হেতু বলিয়া পণ্ডিতেরা সেই মহামায়াকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করেন। মহাবিশ্ব স্থিতি-স্থিতি-স্থিতি লোক-স্থিতি করিতে সমুদাত হইয়া প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল এই তিন রূপে অবলম্বন করিয়াছেন।* আত্মদান-পরায়ণ যোগিগণ, পরব্রহ্ম-পদবাচ্য বিষ্ণুর সেই বিস্তৃত জ্যোতির্ময় পরম-পদ অবলোকন করিয়া থাকেন। যে নিরঞ্জন বস্তুর পরব্রহ্ম নামক উৎসারিক, তিনিই তত্ত্বজ্ঞান গম্য বিষ্ণু; তিনিই শুদ্ধ, অমল, কালরূপী, মহেশ্বর। সেই প্রভুই ঔপভেদী, ঔপভেদ এবং জগতের আদিকর্তা। জগৎপুরুষ পুরুষের সাহায্যে প্রকৃতি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে মহত্ত্ব প্রাপ্ত হইল; বুদ্ধি এই মহত্ত্বেরই নামান্তর। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার হইতে ভ্রাতা নামক সূক্ষ্ম পদভূত ও ইন্দ্রিয়-গণের উৎপত্তি হইল এবং জগৎস্থিতির জন্ত ভ্রাতা হইতে পদ ভ্রাতা-ভ্রাতার উৎপত্তি। হে ব্রহ্মনন্দন মনস্কুমার! আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পদভূত যথাক্রমে পূর্ণ পূর্ণ অনুসারে, উত্তম উত্তমের উৎপত্তির প্রতি অশ্রুতম কারণ হইল। অনন্তর, জগৎপ্রকৃতি ব্রহ্মা ব্রহ্মাদির স্থিতি করিলেন, এই স্থিতি ভ্রমোময়ী; ইহার নামান্তর ‘অদ্বৈত-পূর্ণক মর্গ’। প্রভু ব্রহ্মা সেই স্থিতিকে মনের মত না দেখিয়া পশু-পক্ষি-মৃগাদি তিমিক-যোনিদিগকে স্থিতি করিলেন। সে স্থিতিকেও মনোমত না দেখিয়া দেবগণের স্থিতি করিলেন। অনন্তর তিনি মানুষ স্থিতি করিলেন। মানুষ-স্থিতির প্রারম্ভেই স্থিতিগোচক দক্ষপ্রমুখ মানস-পুত্র স্থিতি করিলেন। তাহাদিগের দ্বারাই এই দেবাসুর-মানুষময় নিখিল জগৎ পূর্ণ হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ এবং মতা এই সপ্ত লোক ক্রমে উচ্চ উচ্চ অবস্থিত এবং হে বিশ্রেষ্ঠ! অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, মহাতল, রমানল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল-লোক ক্রমে অবস্থলে অবস্থলে অবস্থিত। এই চারুর্জন ভুবনেই ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি, কলপকর্তা-সমূহ, নদীগণ এবং তত্ত্ব-লোক বাসিন্দাদের উপযুক্ত জীবিকা ব্রহ্মা স্থিতি করিলেন। ভূতলের মধ্যস্থলে মর্ত্যদেবাত্মক সূর্য, মর্ত্যশেখ লোকালোক পদভূত এবং ভূতলের মধ্যেই মর্ত্যনাগর বস্তুমান। হে মনস্কুমারাদি দ্বি-প্রোষ্ঠগণ! ভূমণ্ডলে মল্লদ্বীপ, দ্বীপে দ্বীপে কল-পদভূত এবং বহুতর নদী আর অদিবাসী জনগণ দেবতুলা। জম্বুদ্বীপ, ব্রহ্মদ্বীপ, শাল্যদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাকদ্বীপ এবং পুরুষদ্বীপ এই সকল দ্বীপগুলিই দেবভূমি। এই সপ্ত দ্বীপ, সমগ্রষ্ট লবণ-সমুদ্র, ইন্দ্র-সমুদ্র, ব্রহ্ম-সমুদ্র, মর্গি-সমুদ্র (স্বত-সমুদ্র), দধি-সমুদ্র, হৃদ-সমুদ্র এবং জল-সমুদ্র এই সপ্ত সমুদ্র একেবারেই আবৃত। এই যে সপ্ত-দ্বীপ ও সপ্ত-সমুদ্র, ইহাদের পূর্ণ পূর্ণ অপেক্ষা-উত্তর

* শক্তি ও মহাবিশ্ব বস্তুত অতিব, সুতরাং ক্রমে যে কথিত হইয়াছে, শক্তির এই তিন রূপ, তাহা এ বচনের প্রতিবৃদ্ধ হইল না।

উত্তর বিষ্ণু করিয়া বিস্তৃত । এই সমস্ত দ্বীপ ও সমুদ্রের শেষ সীমা হইল—লোকালোক পার্শ্বত । ক্ষার-সমুদ্র অর্থাৎ লবণ-সমুদ্রের উত্তর এবং হিমালয়ের দক্ষিণ যে ভূভাগ, তাহাষ্ট ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষই কর্ণভূমি । হে ব্রহ্মনন্দন ! এই ভারতবর্ষে লোকে শুভ, অশুভ এবং মিশ্র এই ত্রিবিধ কর্ম করিয়া থাকে ; তাহার ফলভোগ হয় যথানিয়মে ভোগভূমিতে ভারতবর্ষে লোকে শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্মই করুক না, সম্পূর্ণ ফলভোগ যতদিন না হয়, ততদিন অশুভ ভোগ করিতে হইবে । দেবগণ এখনও ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণে তিস্রাণী, ভারত-ভূমিতে জন্মই তাহার। নির্মল অক্ষর সঞ্চিত শুভ স্মরণ পূর্ণা বলিয়া বনে করেন । “কবে আমরা ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিব, কবে মহাপুণ্য-বলে পরম-পদ প্রাপ্ত হইব ? দান, বিবিধ যজ্ঞ বা তপস্যা দ্বারা বিষ্ণু অর্চনা করিয়া জ্ঞানিদৃশ্য পরমপদে কবে যাইতে পারিব ? ভক্তিমার্গ, কর্মমার্গ বা জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়া কবে নিত্যানন্দময় প্রভু জগদীশ্বর বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইব ? যে ব্যক্তি ভারত-ভূমি প্রাপ্ত হইয়া বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ হয়, সূর্য্যের তেজের সদৃশ যেমন কিছু নাই, তদ্রূপ তাহার সদৃশও কেহ থাকে না । হরিকীর্তন-নীল, বৈষ্ণবজিয় অথবা সাধু-শ্রদ্ধা, যাহাই কেন হউন না, তিনি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয় । নারায়ণ, কৃষ্ণ, বাসুদেব ইত্যাদি হরিনাম-কীর্তনপর, অহিংসক ও শান্তিগুণাবলম্বী ব্যক্তি উত্তম এবং আমাদের বন্দনীয় । শিব, নীলকণ্ঠ এবং শঙ্কর ইত্যাদি শিবনাম-সঙ্কীর্তনপর, নিতা সর্বভূত-হিতরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । শিবধ্যানরত, গুরুভক্ত, বর্ণাশ্রমাচার-পরায়ণ, অহ্মশূন্য এবং সদা শান্তিগুণাবলম্বী উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । সদভিপ্রায়ে সকল কার্য্যেই ব্রাহ্মণগণের হিতকারী নিতা বেদবাদরত উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি দেবদেব শিব-নারায়ণে ভেদজ্ঞান না করেন, তিনি অত্রাহ্মণ হইলেও আমাদের বন্দনীয়, সাধুতম (ব্রাহ্মণ) হইলেও তাহাই নাই । ইন্দ্రిয়সংযম-সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী পুত্রনিন্দা-বিবর্জিত, প্রতিগ্রহ-পরায়ণ উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । চৌষাতি দোষ-বর্জিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, পরোপকার-তৎপর শুচি উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি নিরন্তর তড়াগ-প্রতিষ্ঠা, -মরোবর-প্রতিষ্ঠা এবং উদ্যান-প্রতিষ্ঠা তৎপর, বেদার্থগ্রহণ, পুরাণশ্রবণ এবং সংসদ্রে যাহার মতি, সেই উত্তম পুণ্য আমাদের বন্দনীয় । যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা সহকারে, এইরূপ বিবিধ ধর্ম ভারতবর্ষে অহ্মষ্ঠান করেন, সেই উত্তম ব্যক্তি আমাদের বন্দনীয় । যে মানব, এতদ্ব্যতীত কো একপ্রকার ধর্মাসুষ্ঠান দ্বারা আত্মতৃপ্তি সম্পাদন না করে, সেই দুষ্কৃতিশালীই যত তদপেক্ষা নিকোঁথ আর কে আছে ? ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া সংকর্মে পরায়ণ হওয়া, আর অমৃতকুস্ত ভাগ করিয়া বিবর্তিত অশেষণ করা সমান । যে মানব শ্রদ্ধাঙ্ক ধর্ম-সমুদয় দ্বারা আত্মতৃপ্তি সম্পাদন না করে, সে-ই আত্মঘাতী এবং নিখিঁ পাতকিগণের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ । যে মানব, কর্ণভূমিতে আগিয়া ধর্ম না করে, সেই ব্যক্তিই সর্বতোভাবে দুঃখী ; তদপেক্ষা মূঢ়ই বা আর কে আছে ? আপনা কর্ণফল-প্রদান-শক্তিশালিনী এই ভারত-ভূমিতে থাকিয়া হৃদয় করা, আর কামধেনু ভাগ করিয়া অর্কহৃদয়ের আট্টা অহ্মসন্ধান করা সমান ।” হে মনস্কুমার ! একা

দেবগণও ভারতবর্ষের এইরূপ প্রশংসা করেন ; কেননা, তাঁহাদের স্বপদে, ভোগক্ষয়-ভয় আছে । অতএব হে মহাভাগ ! এই ভারতবর্ষ অতি পবিত্র এবং কৰ্ম্মভূমি বলিয়া প্রাতিব্য । এ দেশ দেবগণেরও দুর্লভ । যে মানব এই পুণ্যভূমিতে সংকার্য্য করিতে উদ্যতও হয়, তাহার সদৃশ কোন ব্যক্তিই ত্রিলোকে নাই । এই পুণ্যভূমিতে উপন্ন যে মনুষ্য নিজের কৰ্ম্মক্ষয়ের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তিনি মামবাকারে অবতীর্ণ নান্দ্র বিমুই, এ বিষয়ে সংশয় নাই । পরলোকে ফললাভে ইচ্ছুক হইয়া নিরালস্যে কৰ্ম্ম করিতে হয়, উপরে গেই কৰ্ম্ম বিমুকে নিবেদন করিলে, তাহার ফল অক্ষয় হইয়া থাকে । যদি কৰ্ম্মকলে প্রকৃত-বৈরাগ্য হয়, তাহা হইলে আর কিছু করিতে হইবে না ; তবে “বিমু প্রীত হউন” ইহা মনে করিয়া স্বকৃত কৰ্ম্ম ভগবানে অর্পণ করিবে । ব্রহ্মলোক হইতে যে কিছু স্থান আছে, তৎসমস্তই পুণ্ড্রিকের হেতু ; তাহাতে অভিলাষ না করিলে, নিকাম পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । কামনা ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব আশ্রমের অনুরূপ বেদোক্ত কৰ্ম্ম সকল ভগবৎ-সন্তোষার্থে করিবে ; তাহা হইলে তাহার পরম-পদ-প্রাপ্তি হইবে । ফল নিকামভাবেই হউক অথবা মকামভাবেই হউক, কৰ্ম্ম যথাবিধি করিতে হইবে । আশ্রমাচারহীন, কৰ্ম্মহীন ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলিয়া থাকেন । সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজে বর্ণিত হন এবং বিমুও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ; ইহকালে ও পরকালে তাঁহার পুণ্যফল-প্রাপ্তি হয় । ধর্ম্ম, উপাস্তা, জ্ঞান—সকলই বাসুদেবে পর্যাবসিত ; বাসুদেব ভিন্ন আর কিছুই নাই । ব্রহ্মা হইতে নামান্ত্র ভূগুচ্ছ পর্যন্ত হাবর ও জঙ্গমাত্মক নিখিল জগৎই বাসুদেব-স্বরূপ ; তিনি ব্যতীত আর কিছুই নহে । তিনিই ব্রহ্মা, তিনিই শিব ; দেবতা, অসুর, যক্ষ এবং সিদ্ধগণও তিনি ; অধিক কি, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডই তিনি,—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছুই নাই । যাহা অপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং জোষ্ঠ কিছু নাই, যাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর ও মহত্তর কিছু নাই, তিনিই এই জগৎকে বাস্তু করিয়া আছেন ; এই জগ্গই ইহা বিচিত্র । সুখে অভিলাষ থাকিলে সেই পরম-দেবতা প্রমথকে প্রণাম করিবে ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

নারদ কহিলেন,—প্রজ্ঞাপূরক অনুষ্ঠান করিলে সকল ধর্ম্মই অভিলষিত ফল দান করেন ; সেহেতু প্রজ্ঞা থাকিলে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং হরি সন্তুষ্ট হন । ভক্তি (প্রজ্ঞা) সহকারে ভক্তি করিবে, প্রজ্ঞাপূরক কৰ্ম্ম করিবে ; হে বিজোত্তমগণ ! প্রজ্ঞাবিহীন যে সমস্ত কার্য্য, তাহা কখনই সিদ্ধ হয় না । আলোক বেক্সপ প্রাণিগণের চেষ্টার কারণ হয়, ভক্তি সেইরূপ সমস্ত সিদ্ধির পরম কারণ । জল বেক্সপ সমস্ত লোকের জীবন, ভক্তি সেইরূপ সকল সিদ্ধির কারণ । বেক্সপ সমস্ত জগৎ ভূমিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য সাধন করিবে ।

অন্ধারান্‌ ব্যক্তিঃ শ্রীলাভ করেন, অন্ধারান্‌ অর্থ প্রাপ্ত হন, অন্ধা দ্বারা অভিনায় পূর্ণ হয় এবং অন্ধারান্‌ মনুষ্যই মুক্তিলাভ করেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভগবান্‌ হরি, অন্ধাচীন দান, অন্ধাচীন তপস্যা এবং অন্ধাচীন বহু দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞ দ্বারাও সন্তুষ্ট হন না। অভক্তি-পূর্নক কোটি কিংবা সহস্র কোটি সুমেক্ষ-পরিমিত সুবর্ণ দান করিলেও তাহা কেবল অর্থনাশের নিমিত্ত হয়। অভক্তিপূর্নক যে তপস্যা, তাহা কেবল শরীরকে শুষ্ক করে। অর্থদ্বাপূর্নক যে হোম, তাহা ভস্মের উপর সম্পাদিত হোমের ন্যায় হয়। যদ্যপি লোক অর্থদ্বাপূর্নক অন্নমাত্রও কর্ম করে, তাহা হইলে সেই কর্ম মনুষ্যদিগকে নিত্যাশ্রীতি দান করেন। হে ব্রহ্মন! অর্থদ্বাপূর্নক বেদবিহিত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলেও তৎসমস্তই নিফল হয়। শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি মনুষ্যগণের পক্ষে কামধেনুর তুল্য। অহো! অজ্ঞ ব্যক্তিগা সেই বিমুভক্তি মত্তেও সংসাররূপ বিষ পান করে। হে ব্রহ্মনন্দন! এই আমার সংসার মথো ভগবদ্ভক্তের মঙ্গ, হরিভক্তি এবং তাগেচ্ছাই সার। হে ব্রহ্মন! যাহারা অস্ময়া বশতঃ ভক্তি ও দানাদি কর্ম করে, তাহাদিগের তৎসমস্তই নিফল এবং হরি তাহাদিগের অভিশর দূরে থাকেন। যাহারা পরশ্রীতে উত্তম হইয়া কর্ম করে কিংবা যে ব্যক্তি দত্ত বশতঃ আচারানুষ্ঠানে রত, হরি সেই সকল মিথ্যা কর্মকারী ব্যক্তিদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে সকল ব্যক্তি প্রধান-ধর্ম জিজ্ঞাসা করিলে মনুষ্যকে মিথ্যা-ধর্মের উপদেশ করে এবং তাহাদিগের ধর্মকার্যো মানসিক ভক্তি নাই, হরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। ধর্ম বেদ-প্রণিহিত, ঐ বেদ পরম নারায়ণ স্বরূপ; অতএব যে সকল মনুষ্য বেদে অর্থদ্বা করে, হরি তাহাদিগের দূরে অবস্থান করেন। যে ব্যক্তি ধর্ম-বিহীন হইয়া দিনযাপন করে, সে কর্মকারের যন্ত্রের ন্যায় বায়ু আকর্ষণ ও পরিভাগ করিলেও জীবিত নহে। হে ব্রহ্মনন্দন! যাহারা অন্ধারান্‌, তাহাদিগেরই ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষরূপ সনাতন পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; অন্ধা না থাকিলে কিছুই হয় না। যে ব্যক্তি স্বীয় আচার অভিক্রম না করিয়া হরিভক্তি-পরায়ণ হন, তিনি জানিদৃশ্য বিমু-ভবনে গমন করেন। হে মুনীন্দ্র! যে সকল ব্যক্তি হরির চিত্তাতে আসক্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমোচিত-বেদবিহিত কর্ম করেন, তাহারা পরমপদ প্রাপ্ত হন। আচার হইতে ধর্মের উৎপত্তি, এবং ধর্মের প্রভু ভগবান্‌ অচ্যুত; অতএব আশ্রমোচিত আচারানুসারে সর্বদা হরিকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি নাস্ত্র বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াও স্বকীয় আশ্রমোচিত-আচারভ্রষ্ট, সে কর্মবহিস্কৃত—এইজ্ঞা পণ্ডিত। হরিভক্তি-পরায়ণ হউক অথবা হরি-ধ্যান-পরায়ণ হউক, যে ব্যক্তি স্বীয় আশ্রম হইতে ভ্রষ্ট, ঋষিরা তাহাকে পণ্ডিতরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। বেদই হউন, হরিভক্তিই হউন বা শ্রিভক্তিই হউন, কেহই আচারভ্রষ্ট যুগে পবিত্র করিতে পারেন না। হে ব্রহ্মন! পুণ্যক্ষেত্রে গমন, পবিত্র-ভীর্ষের সেবা অথবা নানারূপ যজ্ঞানুষ্ঠান—কিছুই আচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকে রক্ষা করিতে পারেন না। আচার হইতে স্বর্গ, আচার হইতে মুখ এবং আচার হইতে মুক্তি পর্যন্ত লাভ হয়; আচার হইতে লক্ষ্য না হয় কি?—সমস্তই লাভ করা যায়। হে মাধুশ্রেষ্ঠ! সমস্ত আচার, সমস্ত যোগ এবং হরিভক্তি—সকলেরই আদি-কারণ ভক্তি। মনুষ্য যদ্যপি ভক্তিপূর্নক বিষ্ণুকে পূজা করে, তাহা হইলে তিনি বাহিত ফল দান করেন; অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, “ভক্তিই সমস্ত

লোকের মাতৃস্বরূপ । প্রাণিগণ স্বরূপ মাতাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করে, সমস্ত
 দার্শনিক ব্যক্তি সেইরূপ ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারণ করেন ।” হে অজ্ঞানজন !
 স্বকীয় আশ্রমোচিত আচারবান ব্যক্তির যে সময়ে হরিভক্তির উদয় হয়, সেই সময়ে
 ত্রিজগতের মধ্যে তাহার সদৃশ আর কোন ব্যক্তি থাকে না । ভক্তি দ্বারা কৰ্ম্ম-সিদ্ধি হয় এবং
 কৰ্ম্ম দ্বারা হরি সন্তুষ্ট হন । হরি সন্তুষ্ট হইলে জ্ঞানের উদয় হয়, জ্ঞানোদয় হইলে যুক্তিলাভ
 হয় । ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ হইলে ভক্তি জন্মে, কিন্তু মনুষ্য পূৰ্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য দ্বারা
 ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ লাভ করে । যে সমস্ত ব্যক্তি বর্ণ এবং আশ্রমোচিত আচারের
 অনুষ্ঠান করে, যাহাদিগের মন ভগবদ্ভক্তের সহিত সঙ্গ করিতে ইচ্ছা করে এবং যাহারা
 কাম-ক্রোধাদিবর্জিত, তাহারা ই পতিত ও লোকদিগের শিক্ষক । হে ব্রহ্মন্ ! যে ব্যক্তি
 অকৃতজ্ঞা, সে কখনই উত্তম সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে না ; যদি লাভ করে, তাহা হইলে
 জানিবে, সেই ব্যক্তির পূৰ্ব্বজন্মার্জিত পুণ্য আছে । যে ব্যক্তির পূৰ্ব্বজন্মার্জিত সমস্ত
 পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারই সাধুসঙ্গ লাভ হয় ; তাহা না হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে না ।
 সূর্য্য, কিরণসমূহ দ্বারা দিবসে বাহিরের অন্ধকার নষ্ট করেন, কিন্তু পশ্চিমের সূর্য্য-
 মণ্ডীত-সমূহ দ্বারা সৰ্ব্বদাই অন্ধের অন্ধকার নষ্ট করেন । ভগবানে ভক্তি পরায়ণ পুরুষ
জগতে দূর্লভ যে ব্যক্তির তাহা সহিত সঙ্গ হয়, সে নিতা শান্তিলাভ করে । মনোজ্ঞান
 কহিলেন,—ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি, তাহারা কি কৰ্ম্ম করেন এবং তাহারা কোন্-লোক লাভ
 করেন, এই সমস্ত যথার্থরূপে আমার নিকট শুন । আপনি মহেশ্বর দেবদেব চল্লীর ভক্ত,
 অতএব আপনি ইহা বলিতে সক্ষম । আপনি চেষ্টাতে অধিক শ্রম আর কেহ নাই । নারদ
 কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! জগন্নাথ যোগমিদা ভঙ্গ হইলে, জ্ঞানী মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যে
 সমস্ত গোপনীয় কথা বলিয়াছেন, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর । এই যে বিষ্ণু, ইনি পরম
 জ্যোতিঃস্বরূপ, দেবদেব, নিতা ; সমস্ত জগৎ ইহার রূপ, ইনি জগতের কর্তা । বিশ্ব-
 ব্রহ্মাণ্ডই ইহার শরীর । ইনি প্রলয়কালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করত ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, জগৎ
 জলে পরিপূর্ণ এবং জীবন-জন্ম সমস্ত বিনষ্ট হইলে, এই শেষাঙ্গা ভগবান্ হরিই বটপত্রে
 শয়ন করিয়া থাকেন । যাহার সমস্ত রোম অসংখ্য ব্রহ্মাদি দ্বারা সমাক্রান্ত ভূষিত, যিনি
 পানাস্রবের অগ্র হইতে বিনিঃসৃত গঙ্গা দ্বারা সমস্ত জলকে পবিত্র করিয়া থাকেন, যিনি
 সূর্য্য চেষ্টাতে সূর্য্যতর হইয়া ব্রহ্মাণ্ডকে গ্রাস করেন, সেই সৰ্ব্বশক্তিমান্ বিষ্ণু বটপত্রে শয়ান
 হইলে মহাভাগবান্ নারায়ণ-পরায়ণ মার্কণ্ডেয় সেই স্থানে অবস্থান করত সেই মহেশ্বরের
 সমস্ত লীলা দর্শন করিতে লাগিলেন । কবিগণ কহিলেন,—হে মুনে ! সেই মহাযোগ সময়ে
 জীবন-জন্ম বিনষ্ট হইলে, ভগবান্ কেবল একাকী অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা পূৰ্ব্ব
 এইরূপ শুনিয়াছি । জগৎ একাকী এবং জীবন-জন্ম বিনষ্ট,—হরি নকলকেই গ্রাস করিয়া-
 ছিলেন ; তবে কি নিমিত্ত সেই মার্কণ্ডেয়কে গ্রাস করেন নাই ? হে সূত ! ইহা জানিতে
 আমাদিগের অভিপ্রেত কোতুল হইয়াছে ;—হরিকীর্তন স্বরূপ অমৃতপানে কোন্ ব্যক্তির
 আলস্য হয় ? সূত কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্ ! যুক্ণ নামে বিখ্যাত অতি ভাগ্যবান্ এক মুনি
 ছিলেন । সেই মুনি শালগ্রাম নামক মহাতীর্থে স্নাতন বেনপাঠপূর্ব্বক অমৃত যুগকাল মহা
 তপস্বী করিয়াছিলেন । সমস্ত প্রাণীতেই আকর্ষণশেষ-দৃষ্টিমগ্ন, বিষয়ে নিঃস্পৃহ,

সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী, দানু, উপবাস-পরায়ণ, ক্ষমানীল, সত্যপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় সেই মুকুট মুনি যখন ঘোরতর তপস্শ্রা করেন, তৎকালে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবতা মুকুটর তপস্শ্রার শঙ্কিত হইয়া, অনাময় পরমেশ্বর নারায়ণের শরণাগত হইলেন এবং ক্ষীরোদ-সমুদ্রের উত্তরতীরে গমন করিয়া, দেবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু পদ্মনাভকে এইরূপ স্তুব করিতে লাগিলেন,—“হে নারায়ণ! তুমি অক্ষর, তোমার ধ্বংস নাই ও অন্ত নাই। হে শরণাগতপালক! আমরা মুকুটর তপস্শ্রায় ভীত হইয়া, তোমার শরণাগত হইয়াছি, তুমি আমাদের রক্ষা কর। হে দেবাধিদেবেশ! তোমার জয় হউক; হে শঙ্খ-গদাধর! তোমার জয় হউক; হে লোকস্বরূপ! হে ব্রহ্মাণ্ডকারণ! তোমার জয় হউক। তুমি পরম দেবতার ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার। হে লোকুপাধন! তোমাকে নমস্কার। তুমি ত্রিলোকের মাথ, তোমাকে নমস্কার। তুমি লোকদিগের সাক্ষিস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যান দ্বারা লভ্য ও ধ্যানের কারণ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ধ্যানস্বরূপ এবং ধ্যানের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার। তুমি কেনী অসুরকে বিনাশ করিয়াছ, মধু-দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছ, তুমি পরমাত্মা স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। পৃথিবী প্রভৃতি সমস্ত তোমার রূপ, তুমি চৈতন্য-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকল হইতে শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, নির্গুণ ও গুণ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি রূপবিহীন, স্বরূপ ও বহুরূপী, তোমাকে নমস্কার। হে ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি গো-লাক্ষণের হিতাকাঙ্ক্ষী এবং জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী, অতএব হে কৃক! হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মা, ব্রহ্মাদি দেবতা তোমারই স্বরূপ; তুমি সূর্য্যরূপী, তুমিই হবা এবং কবোঁর ভোক্তা, তোমাকে নমস্কার। তুমি নিত্য, তুমি সকলের পূজ্য, তুমি সদানন্দ-স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি অরণকারী ব্যক্তিদিগের পীড়া নাশ করিয়া থাক, অতএব তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।” শঙ্খ-চক্র-গদাধারী ভগবান্ কমলাপতি দেবতাদিগের এইরূপ স্তুব শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যাহার চক্ষুঃস্বয়ং প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের সদৃশ শরীরের প্রভা কোটীসূর্য্য-তুল্য; যিনি সকল অলঙ্কার-ভূষিত; যাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্নযুক্ত; যিনি সূৰ্য্যময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেছেন, যাহার চরণদ্বয় সূৰ্য্যপদ্ম সদৃশ, প্রধান মুনিগণ যাহাকে স্তুব করিয়া থাকেন,—দেবগণ সেই পীতাম্বরধারী নৌমামূর্তি হরিকে সম্মুখে দর্শন করিয়া তাহার চরণ বন্দনা করিতে লাগিলেন। তৎকালে দয়াময় হরি, মেঘের ত্রায়, গভীর ধ্বনি করিয়া, সমুদ্রের শব্দকে পরাভূত করত দেবতাদিগকে গভীরভাবে কহিতে লাগিলেন,—“মুকুটর তপস্শ্রাতে, তোমাদিগের মানসিক দুঃখ হইয়াছে, আমি তাহা জানিয়াছি। মুকুট সজ্জন, অতএব তিনি নিশ্চয় তোমাদিগকে পীড়া দিবেন না। যে সমস্ত সাধু স্বীয় তপস্শ্রা দ্বারা পাপক্ষয় করিয়াছেন, তাহারা ধনবান্ হউন অথবা পণ্ডিত হউন, কদাচ অশ্র বাস্তির পীড়া দেন না। যে ব্যক্তি বিদ্যরূপ শব্দগণ কর্তৃক নিরন্তর বাধা প্রাপ্ত হয়, সেই মূঢ়শী আপনাকে রক্ষা না করিয়া অশ্রকে ঘেষ করে। যে মানব আধ্যাত্মিক, আদি-ভৌতিক এবং আবিদৈবিক তাপত্রয়রূপ শব্দর বাধা জ্ঞানিতে পারিয়াছে, সেই সারম সাধু কি নিমিত্ত অশ্রকে পীড়া দান করিবে? যে ব্যক্তি কৰ্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা সর্বদা পরকে পীড়িত করে, সে, আপনি যাহাকে জয় করিয়াছে, তাহা দ্বারাও আপনার বিনাশের

আশঙ্কা করে। যাহাদিগের মন লোভে অভিভূত, যাহারা অতি অন্ন-ধন-সম্পত্তিশালী, সেই
 মায়ামোহিতদিগেরই সর্বদা ভয় হইয়া থাকে। যাহার চিত্ত সর্বদা আশঙ্কায়ুক্ত, সে-ই
 দুঃখী; যাহার কোমরূপ আশঙ্কা নাই, সে-ই সুখী; যে পরের দ্বিতকার্য্য করে এবং
 দান্ত, সেই ব্যক্তি সর্বদা শঙ্কারহিত। হে পরম সাধুগণ! যে মনুষ্য লোকের দ্বিত-কার্য্য করে
 এবং অসুখী ও মাৎসর্য্য-রহিত, পণ্ডিতগণ সেই ব্যক্তিকেই ইহকাল ও পরকালে শঙ্কা-
 রহিত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। হে অমরগণ! তোমরা গমন কর, মুনি তোমাদিগকে
 পীড়া দিবেম না। আমি সর্বদা রক্ষা করিব; তোমরা যথাশ্রুতে বিশ্বাস কর।” অতসী
 পুষ্পের গায় প্রভাসম্পন্ন হরি দেবতাদিগকে এইরূপ বর-প্রদান করিয়া, দেবতারী দর্শন
 করিতেছেন—সেই সময়েই, তাহাদিগের সমক্ষে অভূহিত হইলেন। দেবগণ সম্ভোষণাভ
 করত, যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গে গমন করিলেন; হরিও মুকুট
 প্রতি নকটে হইয়া তাহার সম্মুখে আগমন করিলেন। মুকুট পূর্বে পরম সমাধি দ্বারা
 যাহাকে স্বপ্রকাশরূপ নিরঞ্জন পরম-ব্রহ্ম স্বরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহাকে
 অতসী-কুম্বের গায় শোভা-সম্পন্ন, পীতাম্বরপরিধায়ী এবং দিব্যবস্ত্রধারী দর্শন করিয়া
 অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরে মুকুট নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া প্রমত্তবদন, সকলের বিধাতা,
 শান্ত এবং অচ্যুত সেই হরিকে সমাগত দর্শন করিলেন। তৎকালে বিপ্র রোমাঞ্চিত-
 শরীরে ও আনন্দাক্ষ-নয়নে, দণ্ডের গায়, ভূমিতে পতিত হইয়া, দেবদেব চক্রীকে
 প্রণাম করিলেন এবং আনন্দবারি দ্বারা তাহার চরণদ্বয় প্রক্ষালন করত মস্তকে অঞ্জলি
 অর্পণ করিয়া তাহাকে স্তুব করিতে আরম্ভ করিলেন;—“তুমি পরমেশ্বর, পরমরূপ, পর
 হইতে পর এবং পরম হইতে পরম, তুমি অপারের পাত্র, পরমাত্মার সৃষ্টিকর্তা ও
 অগ্র হইতে পরম পবিত্রকারী; তোমাকে নমস্কার। যিনি নাম-জাভাদি বিকলাশ্রুত
 যাহার রূপ শব্দাদি-দোষ হইতে ভিন্ন এবং বহুস্বরূপ হইয়াও অব্যক্ত, সেই আদি
 পরমেশ্বরকে ভজনা করি। যিনি বেদান্তশাস্ত্র দ্বারা জ্ঞেয়, যিনি পুরাতন পুরুষ, যিনি
 ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপে সমস্ত জগৎস্বরূপ এবং যিনি স্বকীয়-রূপ-মিশ্রিত পতীর সহিত
 একত্রিত আমি সেই সকলের প্রভু আদি-ঈশ্বরকে ভজনা করি। যাহাদিগের সমস্ত দোষ
 নষ্ট হইয়াছে, যাহারা স্পৃহারহিত এবং কামাদিবিবর্জিত, সেই সকল ব্যক্তিগণ ধ্যানপরায়ণ
 হইয়া যাহাকে দর্শন করেন,—সংসারনাশের কারণ সেই পরম পবিত্রকে নমস্কার করি।
 যিনি অরণকারীর পীড়া নাশ করেন, শরণাগতকে পালন করেন,—সকলের মেঘা এবং
 জগতের আশ্রয়, সেই করুণাময় পরমেশ্বরকে নমস্কার করি। যাহার মহত্ব শরীর, মহত্ব
 চরণ, মহত্ব চক্ষু, মহত্ব মস্তক, মহত্ব বাহু এবং মহত্ব নাম, যিনি মহত্বকোটি যুগকে ধারণ
 করিতেছেন, সেই অনন্ত নিত্য পুরুষকে নমস্কার করি।” শঙ্ক-চক্র-পদাধারী মহাবিষ্ণু সেই
 মহাত্মার এই প্রকার স্তুব শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর দেব চারিটি
 দীর্ঘ হস্ত দ্বারা মুনিকে আলিঙ্গন করত পরম প্রীতিপূর্ব্বক “তুমি আনন্দের মহিত বর প্রার্থনা
 কর” এই কথা বলিয়া পুনর্বার বলিলেন,—“হে বিপ্র! তুমি পাপরহিত, তোমার তপশ্চা
 এবং এই স্তুব দ্বারা আমি প্রীতিলাভ করিয়াছি, অতএব হে সুব্রত! তোমার মনে যেরূপ
 ইচ্ছা হয়, সেই বর প্রার্থনা কর।” মুকুট কহিলেন,—“হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আমি

কৃতার্থ হইয়াছি, তাহাতে সংশয় নাই ; যেহেতু পুণ্য-রহিত ব্যক্তিগণের পক্ষে তোমার দর্শন অতিশয় অপূর্ণ । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার দর্শন পান না, যিনি বেদের অগোচর, আমি সেই পরম-বস্তুকে দর্শন করিলাম ; অতএব আমার অপেক্ষা আর অধিক শ্রেষ্ঠ কে আছে ? স্মদর্শী সাধু ভক্তগণও যাহাকে দেখিতে পান না, আমি সেই পরম বস্তুকে দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি বলিব । বীতরাগ, নিৰ্গুণের জিতেন্দ্রিয়গণও যোচ্ছ্রপ পরম বস্তুকে দর্শন করিতে পান না, আমি তাহাই দর্শন করিলাম, ইহার পর আর কি আছে ? দেবতারা এবং যোগিগণ যাহাকে দর্শন করিতে পান না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে ? পরোপকার-পরায়ণ এবং দয়ালু ব্যক্তিগণ যাহার দর্শন প্রাপ্ত হইতে পারেন না, আমি সেই পরম ধামকে দর্শন করিলাম, ইহা হইতে আর কি অধিক উত্তম হইবে ? হে জনার্দন ! হে জগদ্গুরো ! আমি ইহা স্বারাই কৃতার্থ হইয়াছি ; কারণ, পুণ্য-রহিত ব্যক্তির স্বপ্নেও তোমার দর্শন লাভে সক্ষম হয় না । হে অচ্যুত ! যাহারা মহাপাতকী, তাহারাও তোমার নাম স্মরণমাত্রেই যখন পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তখন যাহারা তোমাকে দর্শন করিয়াছে, তাহাদিগের তদপেক্ষা অধিক কি হইবে ?” শ্রীভগবান্ কহিলেন,—

“হে ব্রহ্মন্ ! তুমি সত্য বলিয়াছ, হে পণ্ডিত ! আমি শ্রীত হইয়াছি, কিন্তু অদ্যাপি আমার দর্শন কোন সময়ে নিফল হয় নাই । দেবতাগণ সৰ্ব্বদা এই কথা বলেন যে, “বিমুক্ত ব্যক্তির অনেক পরিবার হয়”, আমি সেই কথা পালন করিয়া থাকি, যেহেতু সাধু-বাক্তি মিথ্যা বলেন না । অতএব হে বিশেষজ্ঞ ! তুমি বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার সমস্ত গুণগুণ দীর্ঘকালী এবং রূপবান্ পুত্র হইব । যাহার বংশে আমার জন্ম হয়, তাহার সমস্ত বংশ মুক্তিলাভ করে । হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আমি তুষ্ট হইলে তোমার কি অশাণ্ড হইবে ? যে ব্যক্তি মংপরায়ণ হইয়া, আমাতে প্রকৃাপূৰ্ব্বক আমার পূজা করে ও ধ্যান করে, সে স্বকীয় সমস্ত বংশকে ভগবানের মারূপা লাভ করায় । যে ব্যক্তি আমাতে মন অর্পণ করত আমাকে প্রণাম করে এবং আমার নিমিত্ত কৰ্ম্ম করে, সে আপনার সমস্ত বংশকে অচ্যুতের মারূপা লাভ করায় । সুতএব হে বিশেষ ! আমি তোমার স্তব এবং তপস্শ্রায় শ্রীত হইয়াছি ; পুত্রভাবে তোমার নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হইব, তাহাতে সংশয় নাই ।” হরি এই কথা বলিয়া মুকতুর মন্ডকের উপর আপনার হস্ত অর্পণ করত সমস্ত অঙ্গ স্পর্শ পূর্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন । তৎকালে মুকতু পরমশ্রীতি লাভ করত আপনাকে পুণ্যবান্ জ্ঞান করিয়া, হরিকে প্রণামপূর্বক পুনর্বার স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন ।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হরিগেহা-নিরত মুকতু-মুনি বিষ্ণুর নিকট হইতে বরলাভ করিয়া, মার্কণ্ডের নামে দ্বিতীয় হরির সদৃশ পুত্র লাভ করিলেন । অতি ভাগ্যবান্, দয়ালু, বার্ষিক,

ব্রহ্মজ্ঞ, সত্য-পরায়ণ, সূর্য্যের সদৃশ প্রভা-সম্পন্ন, জিতেজ্জিয়, শান্ত, মহাজ্ঞানী, সকলের
 যাথার্থ্য-জ্ঞানে পণ্ডিত, মার্কণ্ডেয় বিষ্ণুর জীতির নিমিত্ত উপস্থিত করিতে লাগিলেন । বুদ্ধি-
 মান্ মার্কণ্ডেয় আরাধনা করিলে জগৎপতি অচ্যুত তাঁহাকে পুরাণ এবং সংহিতা রচনা
 করিবার নিমিত্ত বরদান করিলেন ; হতএব মার্কণ্ডেয় মুনি নারায়ণ স্বরূপ, চিরজীবী এবং
 দেবদেব চক্রীর ন্তিগুণ ভক্ত,—হে বিপ্রগণ ! জগৎ একাক্ষর হইলে, জনার্দন হরি তাঁহার
 স্বকীয় প্রভাব দর্শন করাইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে সংহার করিলেন না । বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণ
 বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় সেই ঘোরতর জল মধ্যে নীর্ণপত্রের দ্বারা অবস্থান করিয়াছিলেন ।
 স্বয়ং হরি যে কাল পর্য্যন্ত শয়ন করিয়াছিলেন, মার্কণ্ডেয় সেই কাল পর্য্যন্ত উত্তাপে
 জলমধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন ; আমি সেই কালের পরিমাণ বলিতেছি, শ্রবণ কর ।
 হে ব্রহ্মনন্দন ! পঞ্চদশ নিমিত্তে কাষ্ঠা, ত্রিশং কাষ্ঠায় কলা, ত্রিশং কলায় ক্ষণ, দ্বয় ক্ষণে
 দণ্ড, দুই দণ্ডে মুহূর্ত্ত, ত্রিশং মুহূর্ত্তে একদিন হয় । ত্রিশং দিনে দুই পক্ষ—এক মাস ।
 দুই মাসে এক ঋতু, তিন ঋতুতে এক অরন এবং দুই অরনে বৎসর হয় । সেই বৎসর
 দেবতাদিগের এক দিন ; তাহার মধ্যে উত্তরায়ণ—দিবা ও দক্ষিণায়ন—রাত্রি । মানুষের
 এক মাসে পিতৃগণের এক দিন হয় ; চন্দ্র ও সূর্য্যের সংযোগে (অমাবস্যা) তাহাদিগের
 প্রথমোক্ত কলা (ঋতু—রাত্রিশেষ) জানিবে । দেবতাদিগের বার্ষিক সংস্রব
 এক যুগ । দেবতাদিগের দুই সংস্রব যুগে ব্রহ্মার এক দিন, সেই দিন মানুষাদিগের
 দুই বছর । দেবতাদিগের একসপ্ততি যুগে এক মহাযুগ । হে যুনে ! চতুর্দশ মহাযুগে
 ব্রহ্মার দিবস ; যে পরিমাণে তাঁহার দিবস, সেই পরিমাণে রাত্রি । হে বিপ্রেন্দ্র ! সেই
 রাত্রিকালে নশস্ত জগৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয় । হে যুনে ! ব্রহ্মার দিন, মানুষ্য পরিমাণে
 সংস্রব-চতুর্যুগে চইয়া থাকে ; ব্রহ্মার মাস এবং বৎসরও এই রীতিক্ষেমে জানিবে । হে দ্বিজ-
 গণ ! তদনুসারেই, শত বৎসরে দুই পরাক্ষ বৎসর ব্রহ্মার আয়ুকাল । ব্রহ্মার শত বৎসরে
 বিষ্ণুর এক দিন ; রাত্রি-পরিমাণও তাবৎ । মার্কণ্ডেয় ততকাল জীর্ণ-পত্রের দ্বারা অবস্থিত
 ছিলেন ; ঘোর জলময় সময়ে তিনি বিষ্ণু-শক্তির বলেই বলীয়ান্ হইয়া পরমাত্ম-ধ্যান
 পূর্নক বিষ্ণুর সমীপেই ছিলেন । অনন্তর সময় উপস্থিত হইলে ধোঁগনিদ্রা-বিমুক্ত বিষ্ণু,
 ব্রহ্মাক্রমে এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সৃষ্টি করিলেন ; মার্কণ্ডেয় জলের অপগম এবং
 বিশ্ব-সৃষ্টি দেখিয়া বিস্ময় এবং পরমশ্রীতি সহকারে বিষ্ণুর চরণদ্বয় বন্দনা করিলেন ।
 মহামুনি মার্কণ্ডেয় মস্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্নক সদানন্দমূর্ত্তি ভগবান্কে প্রণবচনে স্তুত
 করিতে লাগিলেন,—“সহস্রশীর্ষা, অনাময়, আশ্রয়শূন্য, দেবদেব, নারায়ণ বাসুদেব
 জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি অজের, অজর, নিত্য, সদানন্দই যাহার স্বরূপ, সেই
 অনন্তের অনির্দেশ জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি অবিকারী, পরম, নিত্য, বিশ্বদর্শী
 এবং বিশ্বের উৎপাদক, সেই সর্গভক্ষমর শান্ত জনার্দনকে প্রণাম করি । পুরাণ-পুরুষ,
 সিন্ধু, সর্গজ, পরাংপরতর জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি পরম জ্যোতিঃস্বরূপ,
 পরম পণ্ডিত আশ্রয়স্বরূপ এবং পরম বস্তু, সেই সর্গরূপী পরম জনার্দনকে প্রণাম করি ।
 সদানন্দ, চিন্মাত্র, কারণসমূহের পরম-কারণ, সর্গাত্মক, সর্গশ্রেষ্ঠ সেই সনাতন
 জনার্দনকে প্রণাম করি । যিনি সত্ত্ব ও নির্তুগ, মায়াভীত ও মায়াবী, রূপহীন ও

বহুপথ্যারী, সেই শাল জমার্দমকে প্রণাম করি। যে ভগবান্ এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করিতেছেন, সেই আদিদেব ঈশান জমার্দমকে প্রণাম করি। হে পরমেশ্বর! হে পরমানন্দময়! হে মনোভীত! হে পরাগত-বৎসল! হে কৃপাসিক্তো! আপনাকে প্রণাম করি; আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন।” এই-প্রকার-স্ততি-পরায়ণ বিপ্রশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়কে শগ-চক-গদাধারী বিষ্ণু পরম শ্রীভক্তমহাকারে বলিলেন,—“জগতে যাহারা ভগবদ্ভক্ত এবং ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি অনুরক্ত, আমি তাহাদিগের প্রতি সন্তোষ এবং তাহাদিগকে সর্বদা রক্ষা করি, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ! আমিই-ভগবদ্ভক্ত-রূপে দেহ গোপনপূর্বক সর্বদাই সকল লোক রক্ষা করি।” মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—“ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ কি এবং কি কর্তব্য করিলেই বা ভগবদ্ভক্ত হওয়া যায়, ইহা শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; যেহেতু এ বিষয়ে আমার পরম কৌতূহল।” শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

“হে মুনিমণ্ডম! ভগবদ্ভক্তগণের লক্ষণ কীর্তন করিতেছি; তাহাদের প্রভাব কোটি বৎসরেও বলিবার সামর্থ্য হয় না। যাহারা সর্ব-প্রাণীর হিতকারী, অমৃতা-দেব-বর্জিত, জিতেন্দ্রিয়, নিঃস্পৃহ এবং শান্তিগুণাবলম্বী, তাহারাই ভগবদ্ভক্তগণের বা বৈষ্ণবগণের প্রধান। যাহারা কৰ্ম্ম, মন এবং বাক্য দ্বারা পরকে পীড়া দেয় না এবং প্রতিজ্ঞা পরাজ্য, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। আমার গুণানুবাদ-অবশ্যে যাহার সাত্ত্বিক বুদ্ধি আছে এবং ভক্তবৎসল বিষ্ণুর (আমার) ভক্ত, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে মানব-প্রধানেরা, গঙ্গা ও বিবেকর এই দুক্লিতে মাতাপিতার স্মরণ করেন তাহারাই বৈষ্ণবপ্রধান। যাহারা দেবপূজায় এবং ইষ্টবেদভার সাধনায় তৎপর ও ইষ্টপূজা দেখিয়া তাহার অনুমোদন করেন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা ব্রহ্মচারী এবং যতিগণের পরিচর্যা-পরায়ণ ও পরনিষ্ঠা-বহি-শ্লুথ, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানেরা সকলেরই হিতজনক বাক্য কীর্তন করেন ও লোকে গুণগ্রাহী, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। যে নর-প্রধানগণ, সর্বভূতে আত্মবৎ সমদর্শন করেন এবং শত্রু-মিত্রে সমদর্শী, তাহারাই বৈষ্ণব-প্রধান। ‘যাহারা সত্যবাদী, সাধুসেবী, ধর্মশাস্ত্র-বক্তা, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা পুরাণের বাখ্যাতা ও শ্রোতা এবং পুরাণবক্তাদিগের প্রতি ভক্তিমান্, তাহারা বৈষ্ণবপ্রধান। যাহারা গো-ব্রাহ্মণের সেবার সর্বদা রত, তীর্থযাত্রাপরায়ণ, অশ্বের শ্রীরক্তি-দর্শনে প্রফুল্ল ও হরিনাম-কীর্তনে মগ্ন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা আরাম রোপণ, তড়াগরক্ষা, দেবগৃহনির্মাণ ও কৃপ-তড়াগ-সরোবর-খনন করিয়া দেয় এবং যাহারা গায়ত্রীজপ করিয়া থাকেন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। হরিনাম-শ্রবণ করিলে আনন্দে যাহাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হয়, তুলসীকানন দর্শন করিলে যাহারা প্রণাম করিয়া থাকেন, যাহাদিগের কণ্ঠ তুলসীকাঠে অঙ্কিত, তুলসীর গন্ধ ও মূল-মৃদিকা আশ্রাণে যাহাদিগের শ্রীতি এবং যাহারা অতিথিসেবা, আশ্রম-চতুষ্টয়ের আচারপালন ও বেদব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। শিবে শ্রীতি, শিবে ভক্তি, শিবের অচ্চনা, কুম্ভাক্ষ ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ, হরিনাম ও শিবনাম কীর্তন, বহু দক্ষিণাদানে দূতভক্তির সহিত তাহাদিগের উদ্দেশে ক্ষত্যানুষ্ঠান ও বিদিত শাস্ত্রের উপদেশ-প্রদান যাহারা করেন এবং যাহারা সকল বিষয়ে গুণধর, তাহারা বৈষ্ণব-প্রধান। যাহারা দেবাদিদেব শিব ও পরমাত্মা বিষ্ণুকে অভিন্ন ভাবেন এবং শিবধ্যান, শিবকর্মা,

অগ্নিকার্য্য, পঞ্চাঙ্গ-মন্ত্ররূপ, অন্ন-জল-কণ্ঠা-গো-দান, একাদশীব্রত ও আয়ার কার্য্য করেন, তাঁহারা বৈকুণ্ঠ প্রধান। হে বিপ্র! এ স্থলে কতিপয়মাত্র বৈকুণ্ঠের উল্লেখ করিলাম, মনুষ্য আমিত শত শত কোটি বৎসরে সমস্ত উল্লেখ করিতে সমর্থ নহি; অতএব হে দ্বিজবর! তুমিও স্মৃষ্টল, সর্গপ্রাণীর উপজীবা, মিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্মপরায়ণ হও। এইরূপে পুণ্যান্ত পর্য্যন্ত মদীয় স্মৃতিস্থান করিয়া নিখিল-ধর্ম্মাচরণ করিলে পরম নিস্তানপদ প্রাপ্ত হইবে।” কল্পনামিকু ভগবান্ হরি স্বীয় ভক্ত মার্কণ্ডেয় মুনিকে এইরূপ বর দিয়া তথায় পরিত্রিত হইলেন। চরিত্তক্তি পরায়ণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনি যথাবিধি পরম ধর্ম্মাচরণ ও যত্নযুক্ত অনুষ্ঠানপূর্ব্বক শালগ্রাম মহাক্ষেত্রে কঠোর তপস্যা করিয়া তদীয় চরণাবিন্দু ধ্যানে অযুঃক্লম করত পরম নিস্তান প্রাপ্ত হইলেন। অতএব যে ব্যক্তি সর্গভূতের হিতকারী ও চরিত্তক্তি পরায়ণ, সে নিঃসন্দেহ মনোভীষ্ট লাভ করে। নারদ কহিলেন,—হে গনংকমার! এই বিষ্ণুভক্তি-মহাত্মা তোমার প্রাণানুরূপ বলিলাম; এক্ষণে আর কি অবশ্য করিতে ইচ্ছা হয়, বল।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

সষ্ঠ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন,—তখন মুনীশ্বর গনংকমার ভগবন্তক্তির মহাত্মা অবশ্যে শ্রীত হইয়া দেবর্ষি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মুনিবর! এক্ষণে কৃপা করিয়া সত্তা বলুন,—কোন ক্ষেত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সকল তীর্থের প্রধানতম। নারদ কহিলেন,—হে দ্বিজ! পরম শুদ্ধকথা শ্রবণ কর;—মহর্ষিগণ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষেত্র ও নিখিল তীর্থের শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। ইহা নিখিল রোগ, পাপ, দুঃস্বপ্ন ও দুঃপ্রহ-ভয় নিবারণ করে, আয়ুর্ক্সি ও সর্গমাপ্তি প্রদান করিয়া থাকে। ইহা শুভ ও পুণ্যদায়ক। ইহার বিষয় নিতা মুনিগণের শ্রবণ করা কর্তব্য। এই তীর্থের জল খেত ও কৃৎ; মুনি, মনুষ্য ও ব্রহ্মাদি দেবগণ পর্য্যন্ত পুণ্যের আশায় ইহার সেবা করিয়া থাকেন। হে বিপ্র! পুণ্যানন্দী গঙ্গা বিষ্ণুপানোদ্ভবা এবং যমুনাও সাক্ষাৎ সূর্য্যানন্দিনী; অতএব তাঁহাদের সঙ্গমস্থল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট তীর্থ নাই। এই নদীপ্রবরা গঙ্গা সৃষ্টিমাত্রেই অখিল পাপ, উপদ্রব ও যাতনা নষ্ট করেন। হে মহর্ষে! সমাগরা পৃথিবীতে যে সমস্ত পুণ্যক্ষেত্র আছে, তৎসমূহেরই মতো প্রবাহই শ্রেষ্ঠ। এই প্রবাহে ব্রহ্মা যজ্ঞ দ্বারা নিজ পিতামহ অচ্যুতের অর্চনা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত মুনি বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্গতীর্থে আনন্ডময় পুণ্যরাশি সঞ্চিত হয়, তাহা গঙ্গার বিদুমাত্র জলে অভিষেকজন্ত পুণ্যের ঘোড়শাংশের একাংশও নহে। গঙ্গাবাসীর কথা দূরে থাকুক, যে ব্যক্তি অশুভ যোজন দূরে থাকিয়া

মুখে গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া থাকে । তাহার বিষ্ণুপাদ হইতে
উৎপত্তি ও বিশেষর গম্বিণামে পতি, যাঁহাকে দিব্য মুনিগণ সেবা করিয়া থাকেন, যাঁহার
মৈকত-মুত্তিকা ললাটে ধারণ করিলে শিবহলাভ হয়, যাঁহার মঙ্গলময় পবিত্র জল অকৃতপূণ্য
দিশের দূরত, অধিক আর কি বলিব, বিষ্ণুর সাক্ষপাদাশ্রক, যাঁহাতে জ্ঞান করিলে
পাপনির্গত সর্কপানমুক্ত হইয়া বিমামারোহণে বিষ্ণুনোকে গমন করে, মহাস্থগণ
যাঁহাতে জ্ঞান করিলে সমস্ত পিতৃ-মাতৃকুল উদ্ধার করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজা হইয়া থাকেন,
যাঁহাকে সর্কদা প্রণ করিলে সকল তীর্থে জ্ঞান ও নিখিল পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান করা হয়
সন্দেহ নাই, যদৌষ জলে কৃতজ্ঞান ব্যক্তিকে দেখিলে পাপিষ্ঠেরও স্বর্গপতি হয়, তাহার
অঙ্গ-স্পর্শমাত্রেই ইন্দ্র দূরত নহে, যদৌষ মুত্তিকা মস্তকে ধারণ করিলে শিব ও
দেহে স্নেহন করিলে ভগ্নসান্নিধ্য-প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং তাহার 'মুত্তিকায় লিঙ্গীম
মানবকে দর্শন করিয়া পাপিষ্ঠাও যোগিজন্মদৃষ্ট বিষ্ণুর সেই পরমপদ লাভ করে,—
তাঁহার অপেক্ষা অল্প নদী কেমনে উৎকৃষ্ট হইবে ? গঙ্গা, তুলসী-বক্ষমূল ও হরিভক্ত-
পদের মুত্তিকা-রেখা বিষ্ণুর সাক্ষপা প্রদান করে । গঙ্গা, তুলসী, বিষ্ণু ও বর্ষপ্রবতা—
ইহাদিগের প্রতি ভক্তি মনুষ্যের অভ্যন্ত দূরত । কিন্তু যদি ঘটে, তাহা হইলে অবিলম্বে
হরিপদ লাভ হইয়া থাকে । “কবে গঙ্গার ঘাইব ও তাঁহাকে দর্শন করিব” এই কথা নিতা
যে ভাবে ও অনুতাপ করে, সে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয় । হে বক্ষম ! স্মরণ বিষ্ণুও বহুশত বৎসরে
এই গঙ্গার মাঠায়া-বর্গনে সমর্থ নহেন, অধিক আর কি বলিব ! কি আশ্চর্য্য মায়া !
সকল জগৎই উহাতে মুক্ত হইয়া আছে । বেহেতু, এই সন্দানাম গড়েও লোকে নরকগামী
হইতেছে । কারণ, এই গঙ্গা-নাম এবং তুলসী ও হরিভক্তি-বক্তার প্রতি ভক্তি স-সার-পাশ
ছেদন করে । যে জন মুখে একবারমাত্র গঙ্গানাম উচ্চারণ করে, সে সকল পাপ হইতে
মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে । যে ব্যক্তি গঙ্গা-উদ্দেশে যাত্রা করিয়া তিন ঘোজন
পথ যায়, সেও নিপ্পাপ হইয়া জৈনোকাধিপতি হইয়া থাকে । এইরূপ মহামহিম-
শালিনী অশেষপুণ্যদায়িনী কলাগমুর্ক্তি নদীশ্রেষ্ঠা গঙ্গা, বৈশাখাদি মাসে নিখিল জগৎ
পবিত্র করিয়া থাকেন । গোদাবরী, সরস্বতী, কালিন্দী, কাবেরী, কৃষ্ণা, রেবা, বাহদা,
তুঙ্গভদ্রা, ভীমরাথী, বেত্রবতী, তাম্রপর্ণী ও শতদ্রু ইত্যাদি সমস্ত নদীতে গঙ্গা সর্কদাই
অবস্থান করেন । শাস্ত্রোক্ত পুণ্যতিথি মাত্রেই তিনি সেই সকল নদীর জলে অধিষ্ঠান
করিয়া নিখিল জগৎ পবিত্র করিয়া থাকেন । বিষ্ণু ও তদৌষ পদ যেমন সর্কবাণী, তদ্রূপ
সর্কপাপনাশিনী গঙ্গা সর্কজ ব্যাপিয়া আছেন । অহো কি আশ্চর্য্য ! বিশ্বনাথী গঙ্গা
জ্ঞান-পানাদি আচরণে ভুবন পবিত্র করেন ও করান, তখন যানবে তাঁহার সেবা কেন না
করিবে ? ব্রাহ্মণসী নামে বিখ্যাত দেবগণসেবা অপর একটী উত্তম তীর্থ ও ক্ষেত্র আছে ;
ইহার দর্শনমাত্রেই নরগণ পরমপতি লাভ করে এবং ইহা গঙ্গা-বমুনা সঙ্গম অপেক্ষা নিকৃষ্ট
নহে । মাঘমাসে গঙ্গা, জলমাত্রেই অবস্থান করেন ; ভগ্নদালে জ্ঞান-পানাদি আচরণে
জগৎ পবিত্র করেন ও ইন্দ্রপদ দিয়া থাকেন । লোকি-মঙ্গলকাণ্ডী সাক্ষাৎ যে শঙ্কর
লিঙ্গরূপে নিতা গঙ্গার ভক্তনা করেন, তাঁহার মহিমা কেমনে কীর্তন করিব ? হর—হরিপ-
বাণী, হরি—হর-কপদাবী ; এতদ্ব্যতিরিক্ত কিছিন্ধাত প্রবোধ নাই । যে ব্যক্তি জৈনসাম কার

যে পাপগ্রস্ত হয়। অনাদি-নিধন হরি-হর দেবতা-বিষয়ে ভেদবুদ্ধি অজ্ঞান-মাগরে ময় পাপি-লোককেই করিয়া থাকে। যে দেব ত্রিজগতের পতি, অবিদ্যার ও কারণ-মহু-দায়ের কারণ, প্রলয়কালে তিনিই ব্রহ্মবৃদ্ধি করিয়া অখিল-জগৎ সংহার করেন। ব্রহ্ম বিষ্ণু-রূপে পালন করেন। বিষ্ণু ব্রহ্মরূপে স্বরূপ করেন, আবার স্বয়ং তাঁহা সংহার করেন। যে ব্যক্তি এই হরি-হর-বিবিকি বিষয়ে ভেদজ্ঞান করে, সে, স্বাভাব্য চন্দ্র তাঁহা বিদ্যমান, তাবৎ নরকভোগ করে। হরি, হর ও বিধাতাকে যে ব্যক্তি অভিন্নভাবে দেখে, সে পরমানন্দ লাভ করে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যে জনার্দন অমাদি, মঙ্গল, মঙ্গলত ও জগতের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই লিঙ্গরূপে সন্নিহিত আছেন। কালীও বিশেষরূপ-লিঙ্গকে জ্যোতির্লিঙ্গ কহে; মনুষ্য তদ্বর্ণনে পরমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ভগবান্ শিব ও বিষ্ণুর যুগমী, দাক্ষয়ী, শিলাময়ী বা চিত্রময়ী বৃদ্ধি উত্তম; কারণ, উহাতে ভগবান্ হরি সন্নিহিত আছেন। যেখানে তুলসী-কানন ও পদ্মবন থাকে এবং পুরাণ-পাঠ হয়, তথায়ও হরি সন্নিহিত থাকেন। যিনি স্বার্থে বা পরার্থে ভক্তিপূর্বক মঙ্গল পুরাণ পাঠ করেন, তিনি সাক্ষাৎ হরি—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে ব্যক্তি কারমনোবাকো মঙ্গল বিষ্ণুর ভজনা করে অথবা নিত্য শিবপূজা করে, তাহাতে হরির সান্নিধ্য থাকে। যে ব্যক্তি, পুরাণ ও সংহিতার পাঠক সে সাক্ষাৎ হরি;—তাঁহার প্রতি যাহারা ভক্তি করে, তাহা-দিগের নিত্য গঙ্গাস্নান জল ফল লাভ হয়। পুরাণঅবগে ভক্তি গঙ্গাস্নান জল ও গঙ্গা বস্তুর প্রতি ভক্তি প্রসঙ্গজ্ঞান-ভূলা ফলদায়ক। যে ব্যক্তি পুরাণ ও সংহিতা-সংসার-অবুদ্ধে নিম্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে, সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ হরি—এ বিষয়ে সংশয় নাই। গঙ্গাসদৃশ তীর্থ, সাত্ত্বজ্ঞা জল, বিষ্ণুসমান দেবতা ও জল অপেক্ষা পরম-ভব নাই। বেদ যেমন পরম মন্ত্র, সর্গের প্রাণী যেমন মানব দেবতা ও বিদ্যা; যেমন পরম ধন,—গঙ্গা তেমনি পরম তীর্থ। চতুর্দিকের মনো ব্রাহ্মণ, নক্ষত্রবৃন্দের মধ্যে চন্দ্র ও সকল জলানলের মধ্যে সমুদ্র যেমন শ্রেষ্ঠ,—গঙ্গা তেমনি শ্রেষ্ঠ জানিবে। শান্তি অপেক্ষা যেমন বন্ধু নাই, সত্য অপেক্ষা যেমন পরম উপায়া নাই ও মোক্ষ অপেক্ষা যেমন পরম লাভ নাই,—গঙ্গা অপেক্ষা তেমনি প্রধান নদী নাই। গঙ্গার প্রধান নাম—পাপ-কাননের দাবাগ্নি; গঙ্গা ভবরোগ-হারিণী; অতএব সন্ততোভাবে ইহার সেবা করা উচিত। গঙ্গা ও গায়ত্রী উভয়েই মঙ্গল-পাপহারিণী; ইহাদিগের প্রতি যে ব্যক্তি ভক্তিহীন, তাহাকে পতিত বলিয়া জানিবে। গায়ত্রী যেমন বেদমাতা, গঙ্গা তেমনি এই লোকের জননী; ইহারা উভয়েই নিখিল পাপনাশের কারণ। গায়ত্রী যাহার প্রতি প্রমত্ত, গঙ্গাও তাহার প্রতি প্রমত্ত হইয়া থাকেন; এতদ্ভিন্ন বিষ্ণু-ভক্তির সহিত মিলিত হইলে মঙ্গলকাম ও অর্থসিদ্ধি প্রদান করেন। এই অবাক্ত পঃমোংকৃষ্ট গায়ত্রী ও জাহ্নবী, নিখিল-লোকের প্রতি অমুগ্রহের নিমিত্ত বক্ষ, অর্থ, কাম ও মোক্ষের ফলরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। গায়ত্রী, জাহ্নবী, তুলসী ও হরির প্রতি সাত্ত্বিকী ভক্তি মনুষ্যের অতি দুর্লভ। গঙ্গার কি আশ্চর্য্য মহিমা,—যাহার স্রবণে পাপনাশ, দর্শনে বিষ্ণুলোকে গতি ও পানে তদীয় সাক্ষ্য লাভ হয়, যাহাতে স্নান করিলে মনুষ্য বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, যিনি স্নান ও পানমাতে মোক্ষদান করিয়া থাকেন। এই গঙ্গার নাম যাহারা জপ করে, তাহাদিগকে স্বয়ং সনাতন জগৎপতি

বামুদেব নারায়ণ মনোভীষ্টে কল প্রদান করেন। গঙ্গার জলকণা-সেকেও মানব মল্যপাপ-মুক্ত হইরা পরম-পদ প্রাপ্ত হয়। এই গঙ্গার জলবিন্দু সেবনে গঙ্গর-মস্তামগণ ব্রাহ্মসভাব পরিভাগপূর্বক সকাতি লাভ করিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায়।

ঋষিগণ কহিলেন,—গঙ্গাবংশে ব্রাহ্মসভাব হইতে কে মুক্তি পাইরাছিল? গঙ্গর রাজা কে? কাহার গর্ভে উৎপন্ন? আমরা শুনিরাছি, তদংশে উৎপন্ন ভগ্নীর্থ, গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীন্দ্র সুত! সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতরূপে আমাদেরকে বলুগ্রহ-পূর্বক বলুন। সুত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! মনুকুমারকে নারদ গঙ্গার ঘে উৎকৃষ্ট মাংসাদি বলিয়াছিলেন, তাক বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ মুনীন্দ্র! আপনারা আজ নিঃসংশয়ে বস্তু, মেহেতু, পুণ্যাদিগের দুলভ গঙ্গা-মাংসাদি শ্রবণে ভক্তি-সহকারে আপনারা উদাত হইরাছেন। হে ঋষিগণ! গঙ্গাজল সেকে গঙ্গরকুলের বিষ্ণুদ প্রাপ্তির বিচিত্র কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বকালে সূর্য্যবশে বৃক রাজার পুত্র বাহু নামে এক প্রাজ্ঞ রাজা ছিলেন। সেই বর্ষপারায়ণ রাজা বর্ষানুসারে এই সমাগরা পৃথিবী পালন করিতেন। তদীয় পালনকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপরাপর জাতি সমস্ত প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি সমস্তদ্বীপে সমস্তভিন্য়াক অশ্রমেব যাগ করিয়াছিলেন; গন্ধ-মালাদি-দানে নিম্নলিখিত দেবতার ঐতি-সাধনেও নিযুক্ত ছিলেন না। তিনি নীতিশাস্ত্র বিশারদ, শত্রুজয়ী ও অত্যন্ত পরোপকারী ছিলেন। তদীয় শাসন-বলে প্রজালোক সুখে অশ্রু চন্দন লেপন ও অলঙ্কার ধারণ করিত, পৃথিবী ফল-পুষ্পসমৃদ্ধি ও সর্ব-শস্যশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। দেবরাজ ইন্দ্র যথাসময়ে বৃষ্টি করিতেন। প্রজালোকের পাপ-বুদ্ধি ছিল না; উপাশ্রিগণও নির্দোষে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে তত-লক্ষ্য সম্পন্ন কৃতজ্ঞ সর্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ সেই রাজা নবতি সহস্র বৎসর পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন। একদা লোভ বশতঃ সেই রাজার মনে ঈশ্বার সহিত সর্ব অনর্থের মূল এই প্রবল অহঙ্কার উদ্ভিত হইরাছিল যে, “আমিই সমস্ত লোকের শাসনকর্তা, রাজা ও বলবান; আমি অমর্য্য যজ্ঞ করিয়াছি; আমি অপেক্ষা পূজ্য কে আছে? আমিই জ্ঞানবান, শ্রীমান, সর্বশত্রুজ্ঞেতা, সমস্ত স্বীপের অধিপতি, বিশ্বজয়ী, শিক্ষক, গুণবান, বেদ-বেদান্তবেত্তা, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ, অজয় ও অব্যাহতৈবর্য্য;—আমি অপেক্ষা কমতাশালী আর কে আছে?” সেই রাজার সর্বানর্থ-নিদান অজ্ঞান-নিবন্ধন এইরূপ অহঙ্কার হইরাছিল। অহঙ্কার উপস্থিত হইলে, সেই লক্ষ্যে কামাদি রিপুগণও উপস্থিত হয়; তাক হইলে মনুষ্য নিশ্চিহ্নই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যৌবনকাল, অর্ধসম্পদ, প্রভুতা ও অবিম্ব্যকারিতা ইহাদিগের এক একটাই অনর্থের মূল; যে পুরুষে এই চারিটি বিদ্যমান, তথায় বিষম অনর্থ ঘটিবারই কথা। সর্বলোক-বিস্রদ্ধা, স্বদেহ-ক্ষয়কারিণী, সর্বসম্পদ-মাশিনী, পাপ-অমুগাও তদীয় হৃদয়ে

এখন হইয়াছিল। অবিবেচক পুরুষের সম্পত্তি, শরৎকালের নদীর মত, অতিশয় ঢল জানিবে। অম্মাবিষ্টে-চিত্ত লোকের সম্পদও তুখানলে বায়ু-সংযোগের আশ বিনশ্বর। অম্মাবান্, দণ্ডাচারী ও কর্কশ-ভাবীদিগের ইহকালেও সুখ নাই এবং পর-কালেও সুখ নাই। বিশেষতঃ অম্মাক্রান্তচিত্ত ও নিষ্ঠুরভাবীদিগের প্রিয়জন, পুত্র বা বান্ধব—সকলেই শত্রু হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পরত্নী-দর্শনে নিত্য অম্মা করে, সে নিজেরই সর্কসচ্ছেদনে কুঠার প্রয়োগ করিয়া থাকে। যে জন নিজের প্রয়োজিনাশে বড় করে, সে দণ্ডপ্রযুক্ত আত্মকলাণ-রাশির প্রতি সদা বিষ দেখাইয়া থাকে। হে বিজগৎ! অম্মা করিলে পুত্র, মিত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, বাগ্গ ও যশের হানি হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিও যে, অম্মা করিলে বিপদ অবশ্যতাবিনী; সুতরাং হৈহয় ও ভালজজগৎ তাঁহার প্রবল শত্রু হইল। ফলতঃ লক্ষ্মীপতি যাহার প্রতি অম্মকুল, তাহার মোভাগ্য-বৃদ্ধি হয়,—তিনি বিমুগ্ধ হইলে পদে পদে অনর্থ ঘটয়া থাকে। তাহার কৃপা-কটাক্ষপাত যতদিন থাকে, ততদিন পুত্র, পৌত্র, ধন, বাগ্গ ও গৃহাদি বিরাজমান থাকে। অধিক কি, তাহার কৃপাদৃষ্টি থাকিলে মূর্খ, অন্ধ, বধির, জড়, দুৰ্বল ও অবিবেচক—সকলেই শ্রাদ্ধাস্পদ হয়। যাহার প্রতি তাহার দৃষ্টি না থাকে, তাহার মোভাগ্য-হানি হয় এবং তৎসঙ্গে অম্মাদি-দোষ ও বিশেষতঃ প্রাণীদিগের প্রতি ঘেঘ আনিয়া পড়ে। হে মুনীজগৎ! যে কোন ব্যক্তির প্রতি ঘেঘ করিলে অশেষ-শুভ-হানি হইয়া থাকে। যে পুরুষে অম্মা বিদ্য-মান, তাহার প্রতি বিমু বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার নিম্নল কলাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অচকার বিবেক নষ্ট করে, অবিবেক অম্মজীর হানি করে, ইহা হইতেই বিপত্তি উদ্ভব; অতএব অচকার ভাগ করিবে। অম্মাদিদোষ অচকারের অম্মগামী; সুতরাং অচকার হইলে, অচিরে বিনাশ হইবারই কথা। এইরূপ অম্মাক্রান্ত সেই রাজার শত্রুবর্গের সহিত এক মাগ ব্যাপিয়া নোর যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে হৈহয় ও ভালজজগৎ রিপুগণ তাঁহাকে পরাস্ত করিল। তখন তিনি জষ্টরাজ হইয়া, পত্নীর সহিত গহসী অরণ্য আশ্রয় করিলেন। এইরূপ অবস্থায় সেই রিপুগণ ভবিষ্যত্বে উদীয় গর্ভবতী পত্নীর গর্ভবিনাশের জন্ত ঘোরতর বিষ প্রয়োগ করিল। তাহাতে সেই বাহু রাজা দুঃখিত অন্তঃকরণে পত্নীর সহিত বনে বনে ভ্রমণ করত ওর্ক্স-মুনির আশ্রয়ভিক্ষুণে গমনোদ্যত হইলেন। রাজা বাহু উদীয় গর্ভিণী পত্নীর সহিত স্বকর্ণের উদ্দেশে বিগাণ করত নিদাঘতাপে পদরজে যাইতে যাইতে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা কাতর হইয়া পড়িলেন। অকস্মাৎ সম্মুখে বৃহৎ সরোবর দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অম্মাবিষ্টে-চিত্ত সেই রাজার ভাবদর্শনে সেই সরোবরবাসী পক্ষিগণ লীন হইয়া পরস্পরে এই বিচিত্র কথা বলিতে লাগিল যে, “হে পক্ষিগণ! হার কি কষ্টে। এই পাপিষ্ঠ এই স্থানেই আশ্রিত; তোমরা নিজ নিজ নীড়ে প্রবেশ কর।” রাজাকে দর্শন করিয়া বিহঙ্গমগণ এইরূপে নিন্দা করিতে লাগিল। হায়! বিক্! অম্মা জগতের কি কষ্টকরী!। এদিকে সেই রাজা মতিবীর সহিত সরোবরে স্নান ও উদীয় জল পান করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। যখন এই রাজাবাহু বনে গমন করেন, তখন তৎ-প্রতিপালিত প্রজাবর্গ তাঁহার দোষরাশি উল্লেখ করিয়া বিকার দিয়াছিল। হে বিজগৎ! এই পৃথিবীতে যে

কোন ব্যক্তিই হটক না কেন, নিখিলপুণে অলঙ্কৃত, সকলের আশ্রয়, অশেষ সম্পত্তিশালী হইয়াও দোষাবিত হইলে, তাহাকে সকলেই নিন্দা করিয়া থাকে। ত্রিজগতে অকীৰ্ত্তির তুলা মন্থোর মত্বা নাই, আবার কীৰ্ত্তির তুলা মাতাও নাই। বাহ-রাজার দনগমন দেখিয়া রাজাবানী সমস্ত লোকই নিজ শত্রু-নিধনের মদুশ মন্তোষলাভ করিয়াছিল। বাহ-রাজাও অতিশয় নিন্দাস্পদ হইয়া, কামনে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলেন। ‘অকীৰ্ত্তি কাহাকে না নষ্ট করিয়া থাকে? হায়! অকীৰ্ত্তি-সমান মৃত্বা, ক্রোধতুলা শত্রু, নিন্দাময় পাপ ও মোহের মদুশ ভয় নাই। অমৃত্যুর সমান অকীৰ্ত্তি, কামের তুলা অনল, বিষয়-বাগনার মদুশ বন্ধন ও মঙ্গলোষের স্রাব বিষও নাই’—এইরূপে বিবিধ বিলাপে অতি দুঃখিত রাজা মনস্তাপে জীর্ণ-লীর্ণ-কলেবর হওয়ার জগাএস্ত হইয়া পড়িলেন। পরে বহুকালের পর পোড়িত হইয়া ঔর্য-মুনির আশ্রম-সমীপে কালক্রমে পতিত হইলেন। তখন তদীয় গভিনী ভার্যা পতি-শোকে অধীর হইয়া বহু বিলাপ করতঃ গহগমনে মানম করিলেন। স্মরণ কাষ্ঠরাশি আনয়নপূর্বক চিতা সজ্জিত করিয়া তদুপরি পত্নিকে আরোহণ করাইয়া চিতারোহণে উদ্যত হইলেন। ইত্যবসরে তেজোমিষি ঔর্য-মুনি ধান-বলে সেই সমস্ত রক্তাক্ত জানিতে পারিলেন। ইহা বিশ্বয়াবহ নহে,—অমৃত্যুশূন্য মহাত্মা ঋষিগণ জ্ঞান-চক্ষু বলে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। মুনি তখন জানিতে পারিয়া পতিরতা বাহ-মহিষীর সমীপে ঋটিতি সমাগত হইলেন। তাঁহাকে জদবহার দেখিয়া সেই মুনি এই ধর্মগত বাক্যগুলি বলিলেন,—‘অয়ি পতিবতে! রাজবর-মহিষি! ঐদৃশ অতি সাহসের কার্য্য করিও না, তোমার গর্ভে শত্রু-হস্তাচক্ষুর্গো মস্তান অবস্থিতি করিতেছে। অয়ি কল্যাণি! বাহাদিগের পুত্র, বালক, বাহারী গর্ভবতী, বাহাদিগের প্রজোদর্শন হয় নাই ও বাহারী রজস্বলী,—তাহাদিগের মনগমন নিষিদ্ধ আছে। অয়ি সুরভে! ব্রহ্মহত্যা দি পাপের বরং নিক্ষুতি কথিত আছে, কিন্তু দান্তিক, নিন্দক, জগহা, নাস্তিক, কৃতঘ্ন, ধর্মদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকের নিক্ষুতি নাই। অতএব এই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হও, তোমার সকল দুঃখ মোচন হইবে।’ ঔর্য-মুনির এইরূপ অমুগ্রহ-বাক্য শ্রবণে পতিরতা রাজ-মহিষী তাঁহার চরণদ্বয় ধরিয়া অতি দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন। মঙ্গলশাস্ত্রার্থবেত্তা মুনি তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন—‘অয়ি রাজপুত্রি! রোদন করিও না, তোমার অতঃপর শ্রী লাভ হইবে। অয়ি বুদ্ধিমতি! অশ্রুমোচন করিও না, মুক্ত অশ্রু মৃত ব্যক্তিকে মতাই দত্ত করিয়া থাকে; অতএব শোক পরিত্যাগপূর্বক এই সময়ের কর্তব্য কার্য্য কর। দেখ,—কি পণ্ডিত, কি মূর্থ, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি দুর্লভ, কি সমৃদ্ধ—সকলেই মৃত্যুর কাছে সমান। নগরে বা বনে, সমুদ্রে বা পর্বতে কর্ম্মানুগারে অবশ্যই জীবের কল ভোগ হইবে। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও উপস্থিত হয়, সুখও সেইরূপ আগে,—এ বিষয়ে দৈবই প্রবল। ইহজীবনে প্রাক্তন কর্ম্মেরই ভোগ হইয়া থাকে;—তদ্বিবয়ে দৈবই কারণ, জীব কখনই কারণ নহে। অয়ি কমলাননে! গর্ভ বা বাল্যকালে, যৌবন বা বৃদ্ধাবস্থায়, জীবকে মৃত্যুবশ হইতে হইবেই হইবে।’ ভগবান্ গোবিন্দ কন্দাধীন জীবগণকে বিমাণ ও রক্ষা করেন, জীব হেতুমাত্র; অজ্ঞ-লোকেরাই তাহার উপর দোষা-

রোপ করিয়া থাকে । অতএব এই মহাদুঃখ ভোগ করিয়া তুমি মুখী হও, পতির কণ্ঠ কর এবং বিবেক বিষয়ে স্থির হও । এই শরীর অমৃত অমৃত দুঃখ ও বাধিতে পূর্ণ এবং দুঃখভোগ, মহাক্লেশ ও কৰ্ম্মপাশে বদ্ধ ।” মহামতি ঐক-মুনি এইরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া উদ্ধনৈহিক ক্রিয়া-কলাপ করাইলেন । ব্রাহ্ম-মহিষীও শোকভাগ করিলেন । তখন তিনি অভিবাদমূলক মুনিবরকে বলিলেন,—“মহাত্মারা যে পরার্থ কল্যাণ করেন, তাহা বিচিত্র নহে ;—বৃক্ষ কখন স্বকীয় ভোগের জন্য এই পৃথিবীতে ফল বাগি করে না । যে ব্যক্তি স্বস্তের দুঃখ জ্ঞাত হইয়া মন্থাকো সাস্থনা করেন, তাহার বৈশ্যব সম্বন্ধে বিরাজমান আছে ;—যেহেতু, সে সৰ্বভূত-হিতাকাঙ্ক্ষী । যে স্বস্তের দুঃখে দুঃখিত ও মৃথে স্থিত, সে ব্যক্তি নররূপধারী সাক্ষাৎ জগদীশ ভরি । মৃণ ও দুঃখ চইতে মুক্তির জন্ত মজ্জনেরা শাস্ত্র শ্রবণ করেন ; যদি তাঁহারা সেই শাস্ত্র বাখানা করেন, তবে সকলেরই দুঃখ দূর হইয়া থাকে । যথার সাধুলোকেরা শাস্ত্র-বাখানেন প্রবৃত্ত, তথার দুঃখ দুঃখপ্রদ হয় না—; সূর্য্য বর্তমানে অন্ধকার কি দেখা দিয়া থাকে ?” এইরূপ বলিয়া তিনি মুনি-প্রদৃষ্ট প্রণালীক্রমে নদীতীরে নিজ পতির অলৌকিক-ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন । মুনি সেই শব্দ দর্শন করিবামাত্র রাজা দেবরাজের স্থায় জাজ্ঞানামান কোটি বিমানের অধিপতি হইয়া পরম-পদ প্রাপ্ত হইলেন । হে মুনিসত্ত্বমগণ ! দেহ ভয় বা ধুমমাত্রাবশিষ্ট হইলেও পুণ্যভার দৃষ্টিতে মনুষ্যের সঙ্গতি হইয়া থাকে । মহাপাতক অথবা নরপাতকগুক্ত ব্যক্তিও মহত্তের দর্শনে দিবা পদ পাইয়া থাকে । তৎপরে পতির কার্য্য সম্পন্ন হইলে সেই রাজপত্নী ঐক-মুনির আশ্রমে গমনপূর্ব্বক মগরে প্রতিদিন তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

মৃত বলিলেন,—সেই পতিব্রতা বিশুদ্ধভাবে ভক্তিসহকারে ভূ-লেপনাদি দ্বারা প্রতিদিন তাঁহার সেবা করায় পাপমুক্ত হইয়া কিছু দিনের পর শুভলগ্নে শতপ্রদত্ত বিষের সহিত পুত্রপ্রসব করিলেন । হে মুনৌল্লবর্গ ! সাধুস্বস্তের কি অলৌকিক শক্তি ! ইচ্ছাভে সকল বিষ নিষারণ হয় ও অশেষ কলাপ প্রসব করে । মহাত্মাদিগের শুশ্রূষা শত্রু ও জ্ঞানাজ্ঞান-কৃত সমস্ত পাপ অচিরে নষ্ট করে । সংসারে জড়ও পৃথিবীতলে পূজা হয়, তাই ভগবান্ শত্রু কলামাত্র চক্ষকে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন । হে বিশেষজ্ঞগণ ! সংসার মনুষ্যের ইহকালে ও পরকালে পরম সমৃদ্ধি প্রদান করে ; মজ্জন অতীব পূজ্য । হে মুনৌল্লবর্গ ! মহাত্মাদিগের গুণবাখানেন কে সমর্থ ? দেখুন, তদীয় গতিভিত্তি বিষ সম্ভাবিত হইলেও মুনির প্রনায়ে বিনষ্ট হইয়া পেল । পরে তেজস্বী ঐক-মুনি গরের (বিষের) সহিত পুত্রদর্শনে, জাতকর্মাখ্য মন্ত্রের সমাধা করিয়া, “মগর” নাম রাখিলেন । তপোবল-লব্ধ মণ ও ক্ষীরাদি দ্বারা তাহাকে পোষন করিলেন ও চন্দ্রাকর্ণ

প্রকৃতি সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া রাজ্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করাইলেন। পরে তাঁহাকে বুধা ও উপযুক্ত পাত্রদর্শনে স-মস্ত সমস্ত শস্ত প্রদান করিলেন। তখন মগর ঐক্স-মুনির নিকটে যথাবিধি শিক্ষিত হইয়া বলবান, জ্ঞানবান, ধার্মিক, শচি, কৃতক ও ধনুর্দ্ধারী অগ্রগণ্য হইলেন। তিনি প্রতিদিন প্রাতে মুনির জন্ত সমিস্কুশাদি খাদ্য প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। একদা স্বকীয় মাতাকে প্রণামপূর্বক কৃতান্তালি হইয়া সবিনয়ে তিনি বলিলেন,—“মাতা! আমার পিতা কোথায় গিয়াছেন? তাঁহার নাম কি? তিনি কে? এই সমস্ত অজ্ঞান করিয়া বসুন। জগতে পিতৃহীন লোক জীবন্তের তুল্য। মাতার দরিদ্র পিতাও বর্তমান, সে ধনপতিও সমান। মাতার পিতামাতা নাই, বর্ষহীন যুর্কের মত। তাঁহার টেঁচকালেও মৃত্যু নাই এবং পরকালেও মৃত্যু নাই। জননি! অন্ধ, অবিবেচক, নিঃসন্ধান, ঋণগ্রস্ত ও পিতৃহীন—এই সকলের জন্মই বুধা। চক্ষুহীন রাজি, পদহীন মদোবর, পতিহীন নারী, বর্ষহীন মামর, ধনহীন গৃহী, শিশুহীন গৃহ ও পিতৃহীন” ব্যক্তি—সমস্তই সমান। হরিভক্তিহীন ধর্ম যেমন নিষ্ফল, পিতৃহীন মনুষ্যের জীবন সেইরূপ বুধা। স্বাধ্যায়হীন বিদ্যা, অতিথিসংকার-পরাজুখ গৃহস্থ, দানশূন্য দ্রব্য, মতাহীন বাক্য, মস্তিহীন মতা, দয়াহীন তপস্যা, জ্ঞানহীন নারী, জলশূন্য নদী ও শান্তিরহিত বিদ্যা যেমন,—পিতৃহীন ব্যক্তির জীবনও তদ্রূপ। হে মাতা! জগতে যাচক-ব্যক্তি যেমন লঘু, দুঃখশতাক্রান্ত পিতৃহীন ব্যক্তিও সেইরূপ লঘু।” স্মৃত বলিলেন,—পুত্রের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া ভদীয় মাতা দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাপূর্বক আশ্রয় সমস্ত কৃতান্ত তাঁহাকে বলিলেন। তাঁহা শুনিয়া মগর কোপে আরক্তলোচন হইয়া তৎক্ষণাৎ শক-বধের প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখন মতাবাদী মগর জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া, মুনির নিকটে বিদায় লইয়া ভদীয় আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া, নীল কুলপুত্রোদ্ভিত বশিষ্ঠদেবের নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া কুলজ্ঞকে প্রণাম করিলেন এবং গুরু জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা সমস্ত জানিতে পারিলেও তিনি তাঁহাকে স্বকায়া নিবেদন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাঁহাকে এল্ল, বাক্রণ, ব্রাহ্ম ও আগ্নেয় অস্ত্র এবং খড়্গ ও অশুপম ধনু প্রদান করিয়া আশীষাদপূর্বক বিদায় দিলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ নক্ত্রেচিতে প্রস্থান করিলেন। একমাত্র ধনু দ্বারা মগর শকদিগকে পুত্র, পৌত্র ও অশুচরবর্গের সহিত স্বর্গে প্রেরণ করিলেন। কতিপয় শক ভদীয় ধনুর্শূক্ত শরানলের মস্তাপে নষ্ট হইয়া গেল, কেহ গলায়ন করিল, কেহ নিকীর্ণ-কেশে বল্লীকের উপরে অবস্থান করিল, কেহ ভূগ ভক্ষণ করিতে লাগিল, কেহ বা দিগন্তর হইয়া জলে প্রবেশ করিল। শক, যবন ও অপরাপর রাজবর্গ জীবনের আশায় ভদীয় গুরু বশিষ্ঠ-মুনির শরণাগত হইল। এইরূপে বাছপুত্র মগর সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া, ‘শকগণ গুরু-সমীপে অবস্থান করিতেছে’ চরমুখে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ গুরু-মন্দিরানে আগমন করিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি তাঁহাকে আগত দেখিয়া শরণাগত ব্যক্তিদিগের রক্ষা ও শিষ্যের অভিমত কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়, ক্ষণমাত্র তদ্বিবরে বিচার করিলেন। পরক্ষণেই শকগণকে যুগ, যবনদিগকে লম্বকেশ ও অপরাপর রাজাদিগকে শূশল, যুগ ও বেদ-বহির্ভূত করিয়া দিলেন। বশিষ্ঠ-মুনি কর্তৃক তাহাদিগকে হতশ্রায় দেখিয়া মগর হান্তপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন,—“হে গুরুদেব! মদীয়-রাজ্য-হরণোদ্যত এই দুর্কৃতদিগকে

কেন রূথা রক্ষা করিতেছেন ? আমি সর্বথা ইহাদিগকে বধ করিব । দেখুন, ঈশ্বর-দেবগণকে দেখিয়া যে ব্যক্তি উপেক্ষা করে, সে-ই সর্বনাশের মূল, সন্দেহ নাই ।

ক্রমেণা প্রথমে মদমত্ত হইয়া সকল জগৎকে নীড়া দেয়, পরে দুর্জল হইয়া পড়িলে অশান্ত সাধুভাব ধারণ করে । মায়ায় কি আকর্ষণ কার্য ! পাপচিন্তা থলেয়া যতদিন অবলম্বিত থাকে, ততদিন নির্ভীকতাচরণ করে ! কল্যাণার্থী ব্যক্তি শত্রুগণের দামত্য, ব্যর্থনিষ্ঠার নোহান্দ ও মর্পের সাধুত্বের প্রতি কদাচ বিখ্যাস করিবে না । থলেয়া প্রথমে যে দামত্য প্রকাশ করিয়া ভাঙ্গ করে, নিজ সামর্থ্য-ক্ষয়ে তাহা নীচ আর প্রকাশ করে না । এবং যিহ্মায় পরুষবাক্য উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাতেই অতি সঙ্কল্প বাক্য বলিয়া থাকে ।

মৌতিশাস্ত্রজ নিজ শুভার্থী লোক থলের সাধু বা দামত্যে কখনই বিখ্যাস করিবে না । হে জুরো ! আপনি প্রণত দুর্জনের প্রতি মনের অীতি দেখাঠেবেন না ; কারণ, থলজম বাহাকে আশ্রয় করে, তাহারই জীবন-চরণ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি প্রণত দুর্জন কপটমিত্র ও দুষ্টা ভাষ্যাকে বিখ্যাস করে, তাহার যুত্ব অবগম্যাবী । অতএব হে ঈশ্বরদেব ! ব্যাঘ্রাচারী গোরুপধারী এই শত্রুদিগকে রক্ষা করিবে না, অপিতার প্রমাদে ইহাদিগকে বধ করিয়া আমার পৃথিবী ভোগ করিতে দিউন ।” বশিষ্ঠদেব তাহার বাক্য শ্রমিয়া মনে মনে অীতিলাভ করিলেন ও কর দ্বারা মগরের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এই বাক্য বলিলেন,—“হে মহাত্মন ! সাধু, সাধু !” মতা বলিতেছ সন্দেহ নাই, তথাপি আমার কথায় শ্রমিয়া পরম শান্তিলাভ কর । আমি তোমার প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধাচারী ইহাদিগকে পূর্বেই উত্থাপন করিয়াছি ; নিহত ব্যক্তির বধে তোমার কি অীতি হইবে ? হে ভূপতে ! সর্ব-জগৎই কর্মপাশে নিযুক্ত, তথাপি পাপকর্মে নিহত সেই জন্তুগণকে কেমন তুমি বধ করিবে ? এই দেহ পাপজনিত ও পাপেই তত, কিন্তু আত্মা পূর্ণতা বশতঃ অভেদা ;—ইহা সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত । জন্তুগণ নিজ নিজ কর্মফল-ভোগের হেতুযাত, দৈবই কর্মের মূল ; এই জগৎ সেই দৈবের অধীন । অতএব দৈবই শিশ্রের পালন ও দুষ্টের মন-কর্তা ; পরতন্ত্র মনুষ্যের কার্য করিবার শক্তি কি আছে বল ? শরীর যখন পাপোৎপন্ন ও পাপেই বর্দ্ধিত এবং পাপই উহার মূল ; তখন জানিয়া শ্রমিয়া কেন উদ্বোধে উদাত হইতেছ ? হে রাজন ! মায়া বিস্তৃত হইলেও পাপমূল দেহে থাকে প্রযুক্ত পণ্ডিতবর্গ উহাকে দর্শী বলিয়া থাকেন । হে বাহনমন ! সেই পাপমূল দেহ-বধে তোমার কিছই কীর্তি প্রকাশ পাইবে না ; অতএব ইহাদিগকে বধ করিও না ।” সূত কহিলেন,—ঈশ্বরদেবের এইরূপ বাক্য শ্রমিয়া তিনি নিরোপ হইলেন । তখন মুনি হস্ত দ্বারা মগরের অঙ্গ স্পর্শপূর্বক আনন্দ প্রকাশ করিলেন । অনন্তর অথর্ষ-বেদ-বিশারদ বশিষ্ঠ-মুনি মদাচারী মুনিবর্গের চিহ্নিত মহাত্মা মগরের রাজাভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলেন । কৃশিক-বংশোদ্ভব বিদর্ভ-রাজের কন্যা কেশিনী ও সূমতি নামে তাহার দুই ভাষ্যা ছিল । একদা তপোমিদি ঐক্স মুনি তাহাকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রমিয়া, বন হইতে রাজাকে সম্ভাবণ করিতে আসিলেন । তাহার সেই ভাষ্যদ্বয় তখন মুনির নিকট পুত্র-বর আর্শনা করিল । ঐক্স মুনি কেশিনী ও সূমতিকে আনন্দিত করিয়া বলিলেন যে, আমি “একজনের বংশধর একমাত্র পুত্র হইবে ও অপরের বর্টিগচ্ছল সম্ভান হইবে” এই বর দিতে প্রস্তুত আছি ;

একদা যাহার যাহা অভিক্রটি, গ্রহণ কর।” বুদ্ধিমত্তী কেশিনী বংশধর এক পুত্র ও স্মৃতি
 ষষ্টিমহত পুত্র প্রার্থনা করিল। এইরূপ বর দিয়া মুনি নিজ আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।
 কালক্রমে কেশিনী অসমঞ্জস নামে এক পুত্র প্রসব করিল; স্মৃতির গর্ভে ষষ্টিমহত পুত্র
 উৎপন্ন হইল। বাল্যাবস্থা হইতেই অসমঞ্জস (মন্দ : কৰ্ম্ম করায় তাহার নাম অসমঞ্জস
 হইল। তাহার দৃষ্টান্তে মগরের মপরাপর মন্তানগণ দুর্ভিক্ষ হইতে লাগিল। বাত-
 নন্দন মগর তাহাদিগের দুর্ভিক্ষে বালকতায় কাঁদা ভাবিলেন। তখনে দুর্জয়-মগ
 কি কহকহ! লৌহ-মায়োগমায় কৰ্ম্মকারের নিকট অগ্নিকে ও জাড়না পাঠিতে হয়।
 মপরাবলগৌ, জগবান্, স্বর্ষি ও পিতামহের জিহবারাগ্র মপরাবান্ নামে অসমঞ্জসের
 এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দুর্ভিক্ষ মগর-মন্তানগণ লোকের উৎস্রব করিতে লাগিল,—
 অশুষ্ঠান-মপরা, কতিদিগের অশুষ্ঠানের বাধাত করিল। যজ্ঞ বি গণ যথাবিধি যে
 যজ্ঞাদি-সমুদ্যোগে মিক্রণ করিতে লাগিলেন, তাহা দেবগণকে প্রত্যাখ্যান করিয়া
 মগর-মন্তানগণ অসমঞ্জস ভোজন করিতে লাগিল। সর্গ হইতে বলপূৰ্ব্বক কেশ-গ্রহণ
 করিয়া বস্ত্র প্রভৃতি অসমঞ্জসকে আনয়ন করত মন্তান অপমান করিতে লাগিল।
 মগর মদ্যপানে রত থাকিয়া, মগর-মন্তানের পারিজাতাদি বৃক্ষের পুষ্প লইয়া নিজ
 শরীরে শোভা সজ্জিন করিতে লাগিল। সাধনায় বিরত হইয়া ও মমন্ত বর্ষ
 নষ্ট করিতে লাগিল। অধিক কি, তাহারা উৎকট পাপ ও বলমদে মত্ত হইয়া পিতার
 মহিমা বৃদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এতকর্ষনে ইচ্ছাদি দেবগণ অতি দুঃখিত হইয়া
 তাহাদিগের বিনাশ-সাধনের নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্ত
 করিয়া, প্রচ্ছন্ন-রূপে বিষ্ণু-ভূলা কপিল-মুনির নিকট গাঁতালে গমন করিলেন। তাঁহাকে
 পরানন্দ-রূপে বিষ্ণু বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া তখন
 তাহারা স্তব করিতে লাগিলেন;—“হে বাস-দেবাদিশূন্য, নররূপে প্রচ্ছন্ন বিষ্ণু, জিহ্বা,
 ভগোনিধে। তোমায় নমস্কার। হে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত পরেশভক্ত! তোমায়
 নমস্কার। হে নঃসারগোর দাবানল স্বরূপ জ্ঞান সম্পন্ন! তুমি নিকাম ও মহান;
 তোমার পুনঃপুনঃ নমস্কার। আমরা মগর-মন্তানের উৎপীড়নে তোমার শরণাপন্ন,—
 আমাদেরকে পরিজ্ঞান কর।” দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে, মপরাবান্-বিশাটক
 কপিল-মুনি যথাবিধি তাহাদিগকে পূজা করিয়া মানদিত করত বলিলেন,—“হে দেবগণ!
 ইহা আশ্চর্য্য নহে, যাহারা মপরা, আয়ু, যশ ও বলের মহিমা অচিরে নষ্ট হইবে,
 তাহারা ইহা লোকপীড়ন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিরপরাধে জন-পীড়নে প্রবৃত্ত,
 তাহাকে পাপভোগ-রত বলিয়া জানিতে হইবে। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে সর্বদা
 অপরকে পীড়া দেয়, দৈবই তাহাকে অচিরে বিনষ্ট করেন ইহাতে সন্দেহ নাই। আয়ু,
 যশ ও বলের মহিমা বাহার শীঘ্র বিনাশ ঘটাবনা, সেই ব্যক্তিই সকল জনের পীড়া
 দেয়, ইহা সজ্জনেরা বলিয়া থাকেন। হে অমরোত্তমগণ! অন্ন দিবসের মধ্যেই ইহা-
 দিগের বিনাশ ঘটবে; অতএব হুঃখ পরিভাগ করিয়া সর্গে প্রস্থান কর।” মপরা কপিল-
 মুনি এই কথা বলিলে পর, সেই দেবগণ তাহাকে যথাবিধি প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে
 গমন করিলেন। ইত্যবসরে রাজা মগর বশিষ্ঠপ্রভৃতি মহর্ষি দ্বারা অশ্বমেধযজ্ঞ আচর

করাইলেন। সেই যজ্ঞের অষ্টটি অপহরণ করিয়া ইন্দ্র পাতালে কপিলাশ্রমে রাখিয়া আসিলেন। এদিকে মগর-মন্তানগণ প্রত্যেকরূপে ইন্দ্র কর্তৃক অপহৃত অশ্ব জানিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া ভূগাদি মণ্ডলোক ভ্রমণ করিল। তথাপি অশ্ব না দেখিতে পাইয়া পাতালে অন্বেষণ-উদ্দেশে এক এক যোজন করিয়া সকলে মহীতল যমন করিতে লাগিল। অনন্তর মগর-মন্তানগণ প্রত্যেকে এক এক যোজন বিস্তৃত মৃত্তিকা খনন করিয়া সমুদ্রতীরে নিক্ষেপ পূর্বক সেই বন্ধু দ্বারা সকলেই পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাঁহা যথাক্রমে বহুতর অন্বেষণ করত হঠাৎ রমাতল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোটি স্বর্গাময় প্রভ ধাননিমগ্ন মহাগ্রা কপিলমুনি ও তাহার নিকটে সেই যজ্ঞীয় অশ্বকে দেখিতে পাইল। তৎপরে সেই সকল পাপনিরত নন্দোন্মত্ত আবিরেকশালী মগরপুত্রগণ, মহেশ্ব মুনিবর কপিলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতে উদাত্ত হইল এবং সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিল,—“তাহাকে হঠাৎ বিনাশ কর, বিনাশ কর; বধন কর, বধন কর; গ্রহণ কর, গ্রহণ কর। এই ব্যক্তি অশ্ব হরণ করিয়া এক্ষণে কেমন বকবৎ ধাননিমগ্ন হইয়া সাবুর শায় প্রস্থিতি করিতেছে! কি আশ্চর্য!—আগার প্রত্যেক, এই জগতে তাহারাই ধর্মের অধিক আদর দেখাইয়া থাকে!” মগরপুত্রগণ পরস্পর এইরূপ বলিয়া সেই ইন্দ্রিয়জ্ঞান শূন্য আত্মারাম মুনিবর কপিলদেবকে উপচাম করিতে আরম্ভ করিলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না। পরে সেই দৃশ্যটি আশ্চর্যকর মগরপুত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে পাদ দ্বারা প্রহার ও কোপ কোপ তাহার বাহ্য আকর্ষণ করিতে লাগিল। তখন মুনিপুঙ্গব কপিল, সমাদি ভদ্র চরিত্র, জয়দাসী ভবনবৈ- উদ্ভাসিতকালী মগর-মন্তানগণকে, নিরীক্ষণপূর্বক বিস্ময়িত হইয়া নাবাসম্মুখ বসনে করিলেন,—“আজ্ঞা! প্রথমে-মদে মত্ত কিংবা বাহ্য ক্ষুধার অধরা যাহারা কামী বা অহঙ্কার-পারায়ণ, তাহা-দিগের বিবেকশক্তি এককালে ভিত্তোচিত হইয়া যায়। তাহাদের রক্ত থাকায় বহুমতীই যখন সর্বনাশ প্রজ্জ্বলিত হন, তখন সামান্য মানব যে সেই রক্ত ধারণ করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য কি? এবং দুজ্ঞান লোকেরা যে মাদু ব্যক্তিদিগকে নিয়ত উৎপীড়িত করিয়া থাকে, তাহাও বিচিত্র নহে; কারণ, নদীর কুটিলদেগেই তীরোৎপন্ন সরল মহীকু-দিগকে পতিত হইতে দেখা যায়। যে জন প্রথমা ও যৌবনমদে-মত্ত এবং পরদার-নিরত, তাহার সকল বিষয়ে অন্ধতা ও মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ওঃ! কনকো কি অদ্ভুত যতিমা! উহা বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন। বৃন্তুর-বৃক্ষের অপর একটা নাম কনক বলিয়া উহাতেও মাদকতা আছে। জগৎপ্রাণ পবনদেব যেমন অগ্নির মতী চইলে এবং প্রাণধন দুষ্ক যেমন সর্পমুখ-স্পৃষ্ট হইলে জগতের অহিতকর হইয়া উঠে, সেইরূপ মল্লদুও বল-পুরুষ-সেবিতা হইলে জগজ্জীবের অনিষ্ট সাধন করিয়া থাকে। কি আশ্চর্য! যে ব্যক্তি ধর্মমদে অন্ধ, সে কোন বস্তু দেখিয়াও দেখিতে পার না; কেবল যদি কোন দ্বন্দ্ব তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তবেই সে নিঃসন্দেহ দেখিতে পায়।” মুনিবর কপিল এইরূপ বলিয়া ক্রোধভরে নেত্রাগ্নি দ্বারা সমুদয় মগরবংশধরগণকে ভস্মসাৎ করিলেন। তৎকালে পাতাল-তলবাসী জীবগণ, তাহার নেত্রনগ্নত ভীষণ অগ্নি সন্দর্শন করিয়া, অকালে প্রজন্ম উপস্থিত বোধ করত সকলেই আত্মনাদ করিতে লাগিল। নিখিল ভূতদেব ও রাক্ষসগণ

সেই অস্বিতাপে মন্তপ্ত হইয়া মাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। বস্তুতঃ মাধুগণের কোপ এইরূপই হুঃমহ হইয়া থাকে। এদিকে নারদ, সেই সময় মহীপতি মগররাজের যজ্ঞাগারে উপস্থিত হইয়া সেই সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, কিন্তু সর্সবিঃ মগররাজ নারদ-মুখে সেই দুর্ঘটনা শ্রবণ করিয়াও পরম আনন্দিত চিত্তে কহিলেন,—“দৈবই দৃষ্টগণকে দমন করিয়াছেন। কি মাতা, কি পিতা, কি ভাতৃবর্গ, কি পুত্র—যেই অধর্ষাচারী, পণ্ডিতগণ তাহাকেই শক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সমুদয় শাস্ত্রেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি স্বধর্ষাচরণে বিমূঢ় ও সর্সলোকের অশ্রিয়কারী, সে শক্রমধ্যে পরিগণিত।” নৃপবর মগর, পুত্রগণের বিনাশ শ্রবণেও কখন শোক প্রকাশ করেন নাই; কারণ, দুর্স্বপ্নের নিধন হইলে মাধুদিগের উৎসাহ পরিবর্জিত হইয়া থাকে। অনন্তর সর্সবিঃ মগর-মহীপতি, অপুত্রকদিগের যজ্ঞে অধিকার নাই বিবেচনা করত অসমঞ্জসের পুত্র জলনিধিবর মহাবীৰ্য্য-শালী স্বীয় পৌত্র অংগুমানকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, অর্থ আনয়নার্থ নিয়োগ করিলেন। পরে অংগুমান, পিতৃবাগ-কৃত রক্তপথে পাতালতলে ধমনপুত্রক ভেজঃপুঞ্জ-কলেবর মুনি-পুঞ্জব কপিলকে অশ্বাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বিনীতভাবে তাঁহার পাশে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাজলিপুটে সেই শান্তপ্রকৃতি মুনিবরকে কহিলেন,—“হে ব্রহ্মন্! আমার পিতৃবাগ যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহা ক্ষমা করুন; মাধুগণ সর্সদা পরোপদেশে নিবৃত্ত এবং ক্ষমাশীল। সুধাকর যেমন চণ্ডাল-গৃহেও সুধাময় কিরণ-জাল বিতরণে কুণ্ঠিত হন না, সেইরূপ মাধুগণ দুর্জনের প্রতিও দয়া প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত নহেন এবং চন্দ্রমা যেমন অমরগণ কর্তৃক ভুজ্যমান হইলেও পরম আনন্দ বিতরণ করেন, সেইরূপ মাধু-ব্যক্তির অপকার করিলেও তিনি সকলের উপকার করিয়া থাকেন। আর চন্দ্রনকাষ্ঠকে ছেদন বা বিদারণ করিলেও সে যেমন সৌরভ বিতরণে বিরত নহে, মাধুজনও সেইরূপ। সদৃশগুণ মুনীশ্বরগণ, নিজ তপোমুষ্ঠান, শাস্তি ও সদাচার-প্রভাবে দৃষ্টলোকদিগকে দমন করিবার জন্যই ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এই নিমিত্তই সকলে তাহাদিগকে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রণাম করেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্তি ও ব্রহ্মধাম-পরায়ণ, আপনাকে বারংবার নমস্কার।” তৎকালে অংগুমান এইরূপ স্তুত করিলে মুনিবর প্রসন্ন হইয়া সাদরে কহিলেন,—“বৎস! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি, অতএব বর প্রার্থনা কর।” সেই মুনিবর এইরূপ কহিলে, অংগুমান তাহাকে প্রণামপূর্বক কহিলেন,—“হে ব্রহ্মন্! মদীয় পিতৃবাগ যাহাতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহার উপায় করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।” অংগুমানের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মুনিবর কপিল পরম পরিভূষ্ট হইয়া সাদরে কহিলেন,—“তোমার পৌত্র গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়া নিঃসন্দেহ তাহাদিগকে ব্রহ্মলোকে গমন করাইবে। সত্যযুগে ঐদীয় পৌত্র পবিত্র-জলময়ী নদীরপিনী গঙ্গা-দেবীকে আনয়ন করিলে, তিনিই তাহাদিগকে সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত করিয়া পরম-পদ লাভ করাইবেন। হে পুত্র! তুমি এক্ষণে তোমার পিতামহের এই বজ্রীয় অংকে লইয়া যাও। সত্য তোমার যেন ধর্ম্য মতি থাকে, তোমার মঙ্গল হইবে।” অংগুমান তৎকর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তাহাকে প্রণতিপূর্বক অর্থ গ্রহণ করিয়া ত্রয়ার মগর-মন্দিরানে উপস্থিত হইলেন এবং সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। কিছুকাল অতীত

হইলে, অংশুমামের দিলীপ নামে জগদ্বিখ্যাত এক পুত্র হয় এবং দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন । পরে উক্ত ভগীরথের বংশে সুদাম নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত ভূপতির জন্ম হয় এবং তাঁহার মিত্রমহ নামে ত্রিলোক-বিদিত যে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই সৌদামই বশিষ্ঠ-শাপে ব্রাহ্মস-দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় গঙ্গার বিন্ধ্যাজ্ঞ জনস্পর্শে নিজদেহ লাভ করিয়াছিলেন ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম অধ্যায় ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম ! মহর্ষি বশিষ্ঠ, সৌদামকে কিজ্ঞা অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এবং কিরূপেই বা তিনি বিন্ধ্যাজ্ঞ গঙ্গাজল-স্পর্শে শাপ হইতে পুনরায় মুক্তিলাভ করেন ?—আপনি এই সমুদয় বিষয় বিশেষ করিয়া আমাদের নিকটে কীর্তন করুন ; কারণ, আমরা অনিরাছি, যাহারা গঙ্গা-মাহাত্ম্য শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তাহাদিগের নিখিল পাতক বিনষ্ট হইয়া থাকে । সূত কহিলেন,—নৃপবর সৌদাম পরম ধর্মপরায়ণ, মর্কষর্মজ্ঞ, মর্কষবিষয়ে অভিজ্ঞ, জ্ঞানবান, পবিত্রাত্মা, পুত্র-পৌত্রাবিত এবং মর্কষধ্বজা ঐশ্বর্যে বিভূষিত ছিলেন । তিনিও মগধরাজের ক্রায় ধর্ম্যানুসারে ত্রিশংসহস্র বৎসরমাত্রাবধিতা বসুমতীকে রক্ষণাবেক্ষণ করত উপভোগ করিয়াছিলেন । একদা নৃপবর সৌদাম, ভূগয়াভিলাষে মৈন্তগণে পরিবৃত্ত হইয়া মন্ত্রিগণে পরিকৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে প্রবেশপূর্বক বস্ত্র পশুদিগকে বাণবিক্র করত বিচরণ করিতে করিতে পিপামার্তজন্মদয়ে মধ্যাহ্ন সময়ে রেবা-নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । অনন্তর আফ্রিকাদি কার্য সমাধানান্তে মন্ত্রিগণের সহিত আহারাদি করিয়া তথায় এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন । পরদিন প্রভাতে গাঢ়োথানপূর্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ভূগয়াভিলাষে মন্ত্রিগণের সহিত বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে একদা মতীপতি সৌদাম, এক কৃকমার যুগকে লক্ষ্য করিয়া আকর্ষণ শর আকর্ষণপূর্বক তাহার অনুসরণ করত মৈন্তজগ্রে হইয়া পড়িলেন । পরে একাকী নানা বন ভ্রমণ করিতে করিতে কোম এক গুহা মধ্যে সুরত কীড়াসক্ত ব্রাহ্মদ্বয়কে অবলোকন করিলেন । অনন্তর যুগের অনুসরণে বিরত হইয়া সেই ব্যাঘ্রদ্বয়ের সম্মুখে গমনপূর্বক উভয়ের একটীকে শর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন । তখন সেই শরবিদ্ধ ব্যাঘ্র, ত্রিশংস-সোজন-বিস্তৃত ভয়ঙ্কর ব্রাহ্মস-শরীর ধারণ করিয়া, যুগান্ত-কালীন মেঘের স্তার, ভীষণ গর্জন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল । তদর্শনে অপর ব্যাঘ্র, “থাক, ইহার প্রতিশোধ লইব” বলিয়া মহাবেগে সেই স্থান হইতে অন্তর্দান করিল । এটিকে নৃপতিও সেই বন মধ্যে ভয়োৎকণ্ঠিত চিত্তে বিচরণ করিতে করিতে মৈন্তদিগকে দেখিয়া মন্ত্রিগণ-মন্ত্রিধানে সমুদয় দস্তান্ত বর্ণন করত নিজ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন । নৃপবর সৌদাম, স্বপ্নে উপস্থিত হইয়া মর্কদা মশঙ্ক-দ্বয়ে মর্কদ-সুশোভিতা বসুমতীকে ধর্ম্যানুসারে পালন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে, নৃপবর, বশিষ্ঠাদি বর্হিগণ দ্বারা পরমানন্দে অবমোদ যজ্ঞ আরম্ভ করাইলেন । অনন্তর, মহর্ষি

বশিষ্ঠ, ব্রহ্মাদি দেবগণ উদ্দেশে যথাবিধি যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানপূর্বক যজ্ঞ-সমাপনান্তে
 আনর্থ নির্গত হইলে, পূর্বে নৃপবর, সুরভানজ বাহার পত্নীকে নিহত করিয়া চিত্তকোভ
 উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মস, কোষভরে তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য বশিষ্ঠের
 বেশ ধারণপূর্বক ভূপায় উপস্থিত হইয়া কহিল,—“হে ব্রহ্ম! আমার ভোজনের নিমিত্ত মাংস
 প্ৰস্তুত কর, আমি গ্রহণ করিয়া আশ্বিত্তি।” এই বলিয়া প্রস্থানপূর্বক পুনরায় পাটকের
 বেশ ধারণ করিয়া তাহার দৃষ্টে নরমাংস আনিয়া দিলে, তিনিও তাহা স্বর্ণপাত্রে
 ধারণ করত জুরুদেবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠ সমাগত
 হইলে, বিনয়ের সহিত পদম সমাদরে তাঁহাকে মেটে স্বর্ণপাত্রস্থিত নরমাংস প্রদান
 করিলেন। তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ, “দর্শনে পদম বিস্ময়ান্বিত হইয়া বিয়ংকাল চিন্তার পর
 ধ্যানযোগে নরমাংস বলিয়া কানিতে পারিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন,—“অহো!
 এই নৃপতি কি দুঃশীলতা, যাহা অভোজ্য, তাহাতে আমাকে দান করিতেছে।” তিনি,
 এইরূপ বিবেচনা করিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইয়া কহিলেন,—“ক্ষিণীশ্বর! তুমি
 যখন আমাকে অভোজ্য বস্তু প্রদান করিলে তখন কোন্‌রূপে এইরূপে খাদ্য হইল। তুমি
 যেমন ব্রাহ্মসদিগের আহারযোগে নরমাংস দান করিলে তজ্জন্ম তুমি নরভোজী ব্রাহ্মসহ
 প্রাপ্ত হইবে।” মহর্ষি বশিষ্ঠ ঈদৃশ অভিসম্পাত করিলে নৃপবর সৌদাম, ভয়বিহ্বল-চিত্তে
 কহিলেন,—“আপনিই যে এতদ্ভিন্ন এইরূপ আশা করিয়া গিয়াছেন।” তৎপরে
 বশিষ্ঠ পুনরায় চিন্তা করিয়া জ্ঞানবলে জানিলেন,—সৌদাম ব্রাহ্মসকর্তৃক বশিত হইয়াছে।
 তৎকালে নৃপতি সৌদামও, “জুরুদেব অবিবেচনাপূর্বক বৃথা আমার অভিসম্পাত
 করিয়াছেন।” এইরূপ বোধ করিয়া বশিষ্ঠকে শাপ-প্রদানার্থ উদাত্ত হইয়া জল গ্রহণ
 করিলেন। তখন তাঁহার পত্নী মদরত্নী, তাঁহাকে ক্রোধ-মূর্ছিত এবং জুরুকে শাপপ্রদানে
 সমুদাত্ত দেখিয়া বলিলেন,—“হে রাজন! ক্রোধ সংবরণ করুন; আপনার যাহা ভবিষ্যৎ
 ছিল, তাহাই ঘটয়াছে। হে মহারাজন! যে মানব, দুর্জয় বশতঃ হকার-পূর্বক জুরু
 প্রতি বাকা প্রয়োগ করে, সেই মূঢ়মতি নির্জন অরণ্য মধ্যে ব্রহ্মব্রাহ্মসরূপে অবস্থিতি
 করিয়া থাকে। বর্ষশায়ে লিখিত আছে, যাহারা ত্রিভুজস্ত্রিয় ভূপঃ-পরাধন এবং জুরু-
 সঙ্কলয় নিহত, তাহাদিগের ব্রহ্মলোকে বাস হয়।” পত্নীর এবং বিধ বাকা শ্রবণে নৃপবর
 সৌদাম কোপে পরিভাগপূর্বক তাঁহাকে যথেষ্ট মাদ্যাদ প্রদান করিলেন এবং “এক্ষণে
 কোথায় এই জল নিষ্ক্ষেপ করি” এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর বিবেচনাপূর্বক
 তাহা নিম্ন চরণদ্বয়েই নিষ্ক্ষেপ করিলেন। তখন সেই শাপবারি স্পর্শ-মাত্রে তাঁহার পাদদ্বয়
 ককশস্থাপ্ত অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইল। তদবধি তিনি ত্রিলোক মধ্যে ‘কলাশপাদ’ নামে প্রসিদ্ধ
 হইলেন। তৎকালে নীতিকোষিদি মহিমান্বিত কলাশপাদ প্রচার বাক্যে শান্ত হইয়া মনে
 মনে কহিলেন—“জুরুদেবের চরণগুল বন্দনা করত তুমি ত্রিলোকে বিনয়ের সহিত বলিদেব,—
 “হে দেবগন! আমি কোনরূপ অপরাধ করি নাই, আমাকে ক্ষমা করুন।” তখন যনিবর
 বশিষ্ঠ, তৎস্থিত লবয়ে দীর্ঘ-নিখান পরিভাগপূর্বক মনে মনে আপনাকে ত্রিভুজস্ত্রিয় বোধ
 করিয়া যথেষ্ট নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহািলেন—“হায়! অবিশ্বাসকারিতাই মিথিল
 , অমর্থের মূল। জগতে বাহার বিবেচনা-শক্তি নাই, সে যে পশুমতো পরিগণিত, তাহার

যদি কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । রাজা যখন অজানতা নিবন্ধন এই কার্য্য করিয়াছেন, তখন তাঁহার পক্ষে ইহা অশুচিত হয় নাই; কিন্তু আমি বিবেকশূন্য হইয়াও ঘোর পাপকার্য্য করিয়াছি । যে কোন ব্যক্তি, বর্ণার্থ বিবেকশালী হইলে চিরস্থখ এবং বিবেকশূন্য হইলে চিরদুঃখ লাভ করিয়া থাকে ।” তিনি মনে মনে এইরূপ কহিয়া পুনরায় ভূপতিকে কহিলেন,—“হে রাজনু ! তোমার এই রাক্ষসদেহ অধিক দিনের জন্য নহে,—উনি দ্বাদশ বৎসর মাত্র থাকিবে । পবে ভাগীরথীর বিদ্যুন্মাত্র জল স্পর্শে তুমি রাক্ষসদেহ পরিভ্রাম্যপূরক দেহ লাভ করিয়া পুনরায় এই পৃথিবী উপভোগ করিবে । তোমার সেই বিদ্যুন্মাত্র বজ্রজল স্পর্শে দিবা জ্ঞান হওয়ার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইবে; তখন তুমি চরিত্রসেবায় নিমগ্ন হইয়া পরিণামে পরম শান্তি লাভ করিবে ।” স্বর্গাক্সা বসিষ্ঠ, এইরূপ কহিয়া স্বীয় প্রাণমে গমন করিলে, নৃপবর কল্যাণপাদও বিষয়-জগত্রে রাক্ষসদেহ ধারণপূরক লাভ হইয়া কোষপরবশ ও ক্ষুৎপিষ্টাসার ক্লান্ত হইয়া ভৌগ মর্ত্তিতে বিজন অরণ্য মধ্যে লমণ করত প্রমত্তভাবে বিবিধ মৃগ, মনুষ্য, সরীসৃপ, বিহঙ্গ ও প্রাণসমগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন । হে বিপ্রগণ ! তৎকালে প্রভূত অহি, শোণিত-শূক্ৰ কনেকর, রক্তাক্ত শিরানিচয় এবং শব্দগণের কেশজালে ধরাতল ভরস্বর দৃশ্য হইয়া উঠিল । তিনি এইরূপে প্রভূতর মধ্যে শত যোজনায়ত ভূভাগ দূষিত করিয়া পুনরায় বনান্তরে গমনপূরক সেই স্থানেও মনস্কান এইরূপ নরমাস ভোজন করত মিত্র ও মূনিগণ-মেবিত নর্যদাতীয়ে উপস্থিত হইলেন । একদা যখন সেই সর্কলোক-ভরস্বর রাক্ষসরূপী কল্যাণপাদ ক্ষুধা ও তপন-স্তাপে মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে করিতে, পত্নীর সহিত বিহারানন্ত কোন এক মুনিকে দেখিতে পাইলেন । মৈথিলামাত্র তিনি দ্রুতবেগে তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া, ব্যস্ত বেক্ষণ মৃগ-শিককে আক্রমণ করে, সেইরূপ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ, নিজ পতিকে নিশাচরের করতলগত দেখিয়া, ভয়-চকিত-চিহ্নে মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধনপূরক কহিলেন,—“হে ক্ষত্রিয়-বংশধর !” আমার মনোরথ এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে, অতএব মদীয় প্রাণদাতার প্রাণদান করিয়া, এই ভয়-বিহ্বলা রমণীকে পরিজ্ঞান করুন । আপনি সূর্য্যবংশ-গম্ভত, আপনার নাম মিত্রসহ, আপনি রাক্ষস নহেন; অতএব এই জন-শূক্ৰ অরণ্য মধ্যে আমাকে রক্ষা করুন । হে অরিমর্দন ! পতি-বিরহিতা রমণীরই মধন জীবন ধারণ ও মৃত্যু উভয়ই সমান, তখন বালাবৈধবোর বিষয় আর কি বলিব ? আমি পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব, ভ্রাতৃকেই জানি না; কেবলমাত্র এই জানি, পতিই আমার পরম বন্ধু এবং পতিই আমার জীবনের জীবন । হে জননাথ ! আপনিও যোনিদগ্গণের নিখিল বন্ধ ও কর্তব্য বিদিত আছেন, অতএব এই বন্ধুহীনা অবলাকে পরিজ্ঞান করুন; বিশেষতঃ আমার পুত্র অতিশয় শিশু । আমি পতিবিহীনা হইয়া কিপ্রকারে এই নির্জন অরণ্যে জীবনধারণ করিব ? অতএব আমাকে পতিদান করিয়া রক্ষা করুন;—আমাকে আপনি কষ্টা বলিয়া জানিবেম । পরম আনিগণ বলিয়া থাকেন, ‘প্রাণদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান কখন হয় নাই ও হইবেও না,’ অতএব আমার প্রাণদান করুন ।” বিপ্র-পত্নী এইরূপ কহিয়া, সেই রাক্ষসের চরণ-যুগলে পতিত হইলেন এবং পুনর্বার কহিলেন,—“আমি আপনার কষ্টা, আমাকে পতিপ্রদানে রক্ষা করুন ।” তিনি ঐদৃশ প্রার্থনা করিলেও, শার্ক ল যেমন বলপূরক কুক্কাট-শিশুকে

ভক্ষণ করে, ব্রাহ্মস-রূপী সৌদামও সেই ব্রাহ্মণকে সেইরূপ ভক্ষণ করিল। অনন্তর
 মেট পতিব্রতা বিপ্রপত্নী নানাবিধ বিলাপ করিয়া ক্রোধভরে, সেই হৃষ্টমতি একব
 বশিষ্ঠশাপে তাদৃশ দুঃস্বাপ্ন হইলেও, পুনরায় তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন।
 কহিলেন, “যেহেতু তুমি সুরতামন্ত মদীয় পতিকে বলপূর্ব্বক বধ করিয়াছ, তজ্জন্তু তুমি
 রতিক্রীড়ায় উদ্যত হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।” ক্রোধান্বিতা বিপ্র-পত্নী এইরূপ অতি
 সম্পাত করিয়া পুনরায় কহিলেন,—“তুমি-কখন আমার স্বামীকে বিনাশ করিয়াছ, তখন
 তোমার বহুদিন ব্রাহ্মস হু থাকিবে।” সেই নিশাচররূপী সৌদাম ব্রাহ্মণীর শাপদ্বয় শ্রবণে
 ক্রুদ্ধ হইয়া, মুগমগল হইতে অঙ্গাররাশি বিসর্জন করত কহিল,—“রে হৃষ্টে! তুই কি
 আমাকে অকারণ শাপদ্বয় প্রদান করিলি? এক অপরাধে এক অভিসম্পাতই উচিত,
 অতএব তুই যখন অগ্রে আমাকে শাপান্তর প্রদান করিয়াছিস, তখন অদ্যই পুত্রের মর্তি
 পিশাচ হু লাভ কর।” ব্রাহ্মণী তৎকর্তৃক এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের মর্তি
 পিশাচ হু প্রাপ্ত হইল এবং ভীত। ও ক্ষুধার্তা হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।
 অনন্তর সেই বিজন অরণ্য মধ্যে ব্রাহ্মস ও পিশাচী উভয়েই চীৎকার করিতে করিতে
 নর্ম্মদাতীরস্থ ব্রাহ্মস-সেবিত কোন এক বটবৃক্ষ-সমীপে উপস্থিত হইল। তথায়, সকলে
 অতিতকর কোন এক ব্যক্তি, গুরুর অবমাননা করিয়া, ব্রাহ্মসদেহ ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতে
 অবস্থিতি করিতেছিল। বটবৃক্ষস্থ সেই ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মস স্বীয় আবাসভূমি বটবৃক্ষতলে উক্ত ব্রাহ্মস
 ও পিশাচীকে সমাগত সম্মুখীন করিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—“তোমরা কিজন্তু এ স্থানে
 আসিয়াছ? আমার নিকট মত্য পরিচয় দাও, তোমরা কি পাপে আমার গায় ঐদৃশ ভীষণ
 দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ?” তাহার বাক্য শ্রবণে সৌদাম, স্বয়ং ও পিশাচী যাদৃশ কাট
 করিয়াছে, তাহার নিকট তৎসমুদয় প্রকাশপূর্ব্বক কহিল,—“হে মহাভাগ! তুমি যে
 এবং তুমিই বা কি কার্য্য করিয়াছিলে? আমি তোমার মথ্য; বন্ধু হেতু আমার
 নিকট তৎসমুদয় বর্ণন কর। যে নরাধম, মিত্রকে বধনা করে, সে কোটি কোটি যুগ পাপ-
 কল ভোগ করিয়া থাকে। মিত্রদর্শনে মনুষ্যাগণের নিখিল দুঃখ অন্তর্হিত হইয়া থাকে
 একান্ত মতিমান ব্যক্তি কখনই মিত্রকে বধনা করেন না। বাধিগ্রস্ত হউক, দরিদ্র
 হউক, বধিত হউক, অথবা দুঃখিত হউক, মিত্রের দর্শন পাইলে তাহার সমুদয়
 বিদূরিত হইয়া যায়।” কলাবপাদ এইরূপ কহিলে, বটবৃক্ষবাসী সেই ব্রাহ্মব্রাহ্মস-পা
 ত্রীত হইয়া ধর্ম্মমন্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল,—“পূর্ব্বে আমি মগবদে
 সোনদত্ত নামে ধর্ম্মপরায়ণ, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম। হে মহাভাগ! একদা বিনা
 বরম ও ধনমদে মত্ত হইয়া গুরুদেবের অবমাননা করায় ঐদৃশ দুর্গতি লাভ করিয়াছি।
 এক্ষণে আমার কিছুমাত্র সুখ নাই; আমি শত সহস্র বিপ্রদেহ ভোজন করিয়াছি,
 তথাপি আমার অনাহার-জন্তু দুঃখ দূর হয় নাই। সমুদয় জগৎ আমার ভয়ে ভীত,
 আমি নিরন্তর মাংস ভোজন করিয়াও ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া সর্ব্বদা মনস্তাপে
 কালক্ষেপ করিতেছি। গুরুকে অবজ্ঞা করিলে যে ব্রাহ্মস হু লাভ হয়, আমিই তা
 প্রত্যক্ষ করিয়াছি। অতএব কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেম গুরুর অবমাননা না করেন।
 সৌদাম কহিল,—“হে মথ্য! তুমি যে গুরুর প্রশংসা করিলে, সেই গুরু কিপ্রকার

আমার শ্রবণ করিতে নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব আমার মিকট উদ্বিগ্ন প্রকাশ কর ।” মোমদত্ত কহিল,—“মথো ! গুরু অনেক আছেন, তাঁহারা সকলেই মাদরে পূজনীয় ও মাননীয় ; আমি তাঁহাদের বিবরণ কীৰ্ত্তন করিতেছি, তুমি অনন্তমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর । যাহারা বেদ অধ্যয়ন করেন, যাহারা বেদের মর্ম্ম অবগত আছেন, যাহারা শাস্ত্রার্থ ব্যক্ত করেন, যাহারা সর্কদা ধর্ম্মবক্তা, যাহারা নীতি-শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করেন, যাহারা মন্ত্র বা বেদ-বাক্যের সম্বন্ধ ভঞ্জন করিয়া থাকেন, যাহারা ব্রত উপদেশ করেন, যাহারা ভয় হইতে রক্ষাকর্ত্তা, যিনি অন্নদাতা, যিনি গায়ত্রী উপদেশ করিয়া থাকেন, যিনি কুর্কর্ম্ম হইতে বিরক্ত করেন এবং যশস্বী, মাতুল, জ্যেষ্ঠজাতি, পিতা ও যিনি গর্ভাশ্রয়াদি সংস্কার কর্ম্ম করাইয়াছেন,—তাঁহারা সকলেই গুরু । হে মহাপুত্র ! এতদতির আরও গুরু আছেন, আমি কতকগুলির মাত্র নানোত্তেজ কহিয়াছি । ইহা যে, সত্য বন্দনীয় ও পূজনীয়, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই ।” মোমদত্ত কহিল,—“তুমিও অনেকবিধ গুরুর কথা কহিলে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কে প্রকৃত, কিংবা সকলেই সমান, তাহা যথার্থরূপে ব্যক্ত কর ।” মোমদত্ত কহিল,—“হে মহাপুত্র ! ভাল জিজ্ঞাসা করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রশ্নানুসারে কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ; ইহাতে ত্বরায় আমাদিগেরও পরম মঙ্গল হইবে । আমরা ক্ষুণ্ণ-পিপাসাতুর রাক্ষসভাবাপন্ন হইয়াও যখন গুরুমহাত্মা বিবরণে শোণিতকথন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন নিঃসন্দেহ মঙ্গল লাভ করিব ।—পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুরুগণই যে সর্কদা সম্মান ও পূজার যোগ্য, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; তথাপি এক্ষণে শাস্ত্রের নারম্ম্য বলিতেছি, শ্রবণ কর । বেদাধ্যাপক, মন্ত্রব্যাখ্যাকারী, পিতা এবং ধর্ম্মবক্তা বিশেষ গুরু বলিয়া উল্লিখিত আছে । হে ভূপাল ! আমার ইহাদের মধ্যে যিনি পরম গুরু, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর । নিখিল শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন,—যিনি পণ্ডিত এবং সংসারীদিগের অশেষ-পাপ-নাশক ধর্ম্মসম্পদ পুরাণ সকল প্রবণ করান, তিনি উত্তম গুরু । যিনি দেবপূজার উপযুক্ত কর্ম্ম, দেবপূজার কল এবং ধর্ম্মোপায় কীৰ্ত্তন করেন, তিনি পরম গুরু বলিয়া কথিত আছেন । ভূমিগণ বলেন, সন্ন্যাসার্থিগণ পুরাণ সকল দেবতাস্বরূপ ; যিনি সেই পুরাণ-শাস্ত্র ব্যক্ত করেন, তিনিও পূর্ণ গুরু । সমুদয় শাস্ত্রে কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি সংসাররূপ সাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষ করেন, তাঁহার পুরাণ শ্রবণ করা সর্কভোভাবে বিধেয় । হে মহাপুত্র ! বিশেষজ্ঞমণ এক পুরাণ শাস্ত্রকেই সর্কধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, এজন্য পুরাণবক্তাকে পণ্ডিতগণ পরম গুরু বলিয়া নির্দেশ করেন । বেদবিভাগকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা বেদবান পুরাণ মধ্যে সমুদয় ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন । হে মহাপুত্র ! তর্কশাস্ত্র কেবল বাগ্‌বিভাগ্য এবং নীতিশাস্ত্র ঐহিক সুখেরই কারণ ; কিন্তু এক পুরাণ-শাস্ত্র ইহকাল ও পরকালের সুখজনক । হে ভূপ ! যে মানব ভক্তিসহকারে সর্কদা পুরাণ শ্রবণ করে, তাহার বুদ্ধি নির্মল ও ধর্ম্মানুরাগিনী হয় এবং সর্কগুণদারিনী হরিতভক্তি উদ্ভিত হইয়া থাকে । পুরাণ শ্রবণে মানবগণের বুদ্ধি প্রথমে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, পরে ধর্ম্মবলে সমুদয় পাপরাশি বিনষ্ট ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে । যে সকল মহাত্মা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অভিলাষী, তাহাদিগের সমুদয় পুরাণ শ্রবণ করা কত্তব্য ।

পূর্বে ব্রহ্মবাদী মুনিবর গৌতম রমণীয় গঙ্গাতীরে পুরাণ-শাস্ত্র পাঠ করিয়া আমাদের সমুদয় ধর্ম প্রবণ করাইরাছেন এবং আমিও তাঁহার উপদেশানুসারে নিখিল ধর্ম-কার্য্যে অমূর্ত্তান করিয়াছি। হে মথ্যে ! একদা আমি পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, এমন সময়ে তিনি তথায় উপস্থিত হন ; কিন্তু আমি তাঁহাকে তৎকালে প্রণাম না করিলেও তদুপদিষ্ট কার্য্য করিতেছিলাম বলিয়া তিনি পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর সর্ক-জগদ্বক্ষ ভগবান্ মহেশ্বর, আমা কর্তৃক পূজিত হইয়া, জ্ঞকর অবজ্ঞা-জন্তু পাপ হেতু আমার ব্রাহ্মসত্তা বিধান করিলেন। জানপূর্ব্বকই হউক আর অজ্ঞানপূর্ব্বকই হউক মহাত্মা মহতের অবমাননা করে, তাহাদিগের সম্মান, সম্পত্তি এবং সমুদয় কাঁদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কোন বিগরেই যক্ষণ হয় না। পণ্ডিতগণ বলেন, যে মানব মহতের সেবা করে, সে পরম প্রমত্ত লাভ করিতে পারে। হে নৃপসম্মত ! আমি সেই পাপে সর্কদা ক্ষুণ্ণানলে অস্তরে দগ্ধ হইতেছি ; কত দিন যে মুক্তি পাইব, জানি না। স্মৃত্ত করিলেন, হে বিপ্রেশ্বর ! বটব্রহ্মবাদী ব্রহ্ম-ব্রাহ্মস এতরূপ বিনষ্ট লাগিলে, ধর্মশাস্ত্র-প্রসঙ্গ হেতু তাহাদিগের পাপের অবমান হইল। সেই সময়ে কলিঙ্গ-দেশজাত গর্গ নামক কোন এক পরম দার্শনিক ব্রাহ্মণ, গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া মানন্দে ভগবান্ মহেশ্বরের স্তুতি-পাঠ ও হরিনাম গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেই পিশাচী ও ব্রাহ্মসদয় তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া, “আমাদিগের আহা উপস্থিত হইরাছে” এইরূপ বিবেচনা করত সকলেই বাহুবল উত্তোলনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল ; কিন্তু তিনি যে পরমেশ্বরের নামকীর্তন করিতেছিলেন, তৎপ্রবণে তাহারা তাঁহার সন্নিধানে গমন করিতে অসমর্থ হইয়া দূরদেশে অবস্থান পূর্ব্বক কহিল,—“কি আশ্চর্য্য ! হে মহাভাগ ! আপনি পরম মহাত্মা, আপনাকে প্রণাম করি। আমরা ব্রাহ্মস হইরাও নাম-সকীর্তন-মহাত্মা হেতু আপনার নিকটে যাইতে অক্ষম। হে বিপ্র ! আমরা পূর্বে মহত্স-মহত্স, কোটি কোটি বিপ্রদেহ ভক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু আজ আপনার এই নামসকীর্তনরূপ গাভ্রাবরণই আপনাকে মহাভয় হইতে পরিজ্ঞান করিল। অহো, হরিনাম-সকীর্তনের কি অদ্ভুত মহিমা ! ব্রাহ্মসগণও, সম্মুখাগত হইয়া নামপ্রদণমায়ে পরম শান্তি লাভ করিল ! হে মহাভাগ ! আপনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্ম-দেবাদিশূদ্ধ হইরাছেন, অতএব আমাদিগকে গঙ্গাজল-সেকে ভীষণ পাতক হইতে পরিজ্ঞান করুন। পণ্ডিতগণ বলেন, যে ব্যক্তি হরিসেবায় নিযুক্ত হইয়া আপনাকে সংসার-সাগর হইতে নিস্তার করে, সে সমুদয় জগৎকেই নিস্তার করিয়া থাকে। ঘোর সংসার-রূপ রোগের হরিনামই ঔষধ-স্বরূপ এবং সর্কপাপনাশক, এজন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি, হরিনামরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। লৌহময় উড়ুপ দ্বারা জল উত্তীর্ণ হইতে গেলে যেমন জল মতোই নিমগ্ন হইতে হয়, সেইরূপ যাহারা অকৃতপুণ্য, তাহারা হরিনাম পরিভাগপূর্ব্বক অস্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়া স্বর্গেই উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ, সুতরাং অস্ত্রকে কিপ্রকারে নিস্তার করিবে ? মহতের কি অদ্ভুত চরিত্র ! সুধাকর যেমন সুধাবর্ষণে সমুদয় জগৎকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ মহতের চরিত্র হইতেও সকলের মূখোচ্ছ্বাস পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। হে বিজ্ঞাতম ! এই, পৃথিবীতে যেত কিছু পবিত্র তীর্থ আছে, তদ্বধো কেহই গঙ্গা

জলকণার তুল্য মহে। তুলসীপত্র-মিশ্রিত মর্মপদ্ম-পরিমিত গঙ্গাজলও একমণ্ডিত কুলকে পবিত্র করিয়া থাকে। অতএব হে ব্রহ্মন্ ! হে মহাভাগ ! হে মর্কশাস্ত্র-মর্মজ ! আমরা অতিশয় পাপিষ্ঠ, আপনি গঙ্গাজল প্রদান করিয়া আমাদেরকে পরিভ্রাণ করুন।” বিজয়র গর্গ, ব্রাহ্মস-মুখে পবিত্র পদা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া পবন বিষয়াবিশ্লেষে হইলেন এবং ভাবিলেন,—“মর্কলোকজননী ভাগীরথীর প্রতি ইহাদিগেরও যখন প্রদীপ্ত ভক্তি, তখন না জানি, যাহারা তাঁহার মহিমা অবগত আছেন, সেই পুণাশীল মহানু ভক্তিগণের একান্ত ইচ্ছা থাকে।” অনন্তর সেই বিপ্রবর,—“যাহারা-মর্কশাস্ত্রের পিতৃসাদনে তৎপর, ইহাদিগের পরম-পদ-প্রাপ্তি হয়” এইরূপ বর্ণ্য শির করিয়া নদয়-জদয়ে ইহাদিগের উপর তুলসী-পত্র-মিশ্রিত অনুত্তম গঙ্গাজল নিক্ষেপ করিলেন। তখন ব্রাহ্মসগণ, মর্মপ-পরিমিত গঙ্গাজল স্পর্শে ব্রাহ্মসভাব পরিভ্রাণপূর্ণক দেবসাদৃশ্য লাভ করিল। হে জ্ঞানিপ্রবরগণ ! সেই মপুত্রা ব্রাহ্মণী ও গোমদও তৎকালে কোটি-সুর্গাসম প্রভা-মঙ্গল বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাহারা হরিনাক্ষপা লাভ করিয়া শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করত সেই ব্রাহ্মণকে স্তব করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিল এবং কলাযপাদ নিজরূপ প্রাপ্ত হইয়া মনে মনে অতিশয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। হে দ্বিজসত্তমগণ ! অনন্তর নৃপবর কলাযপাদকে হুঃখার্ভ দেখিয়া ভগবতী সরস্বতী অদৃশ্যভাবে থাকিয়া ধর্মমূলক মহাবাক্যে কহিলেন,—“হে রাজন্ ! হুঃখিত হইও না ; হে মহাভাগ ! তুমিও কিসংকাল রাজ্যভোগান্তে পরম মঙ্গল লাভ করিবে। সংকর্মানুষ্ঠানে যাহাদিগের পাতক নির্মূক্ত হইয়াছে, যাহারা ত্রিভুক্তি-প্রদারণ, সমুদয় ভূতগণের প্রতি দয়াপরবশ, বেদমার্গের অনুসারী এবং গুরুপূজানিরত, তাহারা যে বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।” নৃপবর সৌদাম, এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃদয়মধ্যে সন্তোষ লাভ করত গুরুবাক্য শ্রবণ করিলেন এবং মানন্দে সেই বিপ্রবর গর্গ, গঙ্গা ও পরমেশ্বরকে স্তুতি করিয়া গর্গ-সম্মিধানে সমুদয় মর্কশাস্ত্র নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বিবিধ প্রণামপূর্বক হরিনাম গান করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ বারানসী অভিমুখে যাওয়া করিলেন। অনন্তর, ছয় মাস মধ্যে তদায় উপস্থিত হইয়া ভগবতী গঙ্গা ও বিভূ বিশ্বনাথকে সন্দর্শন পূর্বক পরম আনন্দিত-চিত্তে নিজ রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে বনিষ্ঠ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া অভিলষিত বিষয় উপভোগ-পূর্বক কিসংকাল সমাগরা ধরা প্রতিপালনাতে চির-শান্তি-সুখ লাভ করিলেন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! সেইজন্ম সকলেই মর্কদা ভগবতী ভাগীরথীর পরম মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন। কি ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু, কি মহেশ্বর—কেহই তাঁহার মহিমার সীমা অবগত নহেন। মানব, গঙ্গানাম শ্রবণমাত্রে কোটি কোটি মহাপাপ হইতে নিকৃতি লাভ করিয়া নিঃসন্দেহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। একবার মাত্র “গঙ্গা গঙ্গা” এই নাম কহিলে মনুষ্যগণ তৎক্ষণাৎ নিঃপাপ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিতে পারে। সে সকল মানব, ভক্তি-মহাকারে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, তাহারা যে গঙ্গাস্নানদ্বারা পুণ্য লাভে সমর্থ হয়, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

দশম অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহাভাগ-সূত ! মুনিগণ যে বিষ্ণু-পাদার্শ-সমুত্তা গঙ্গা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন, আপনি আমাদের নিকটে ভবিষ্যৎ বর্ণন করুন । সূত কহিলেন,—হে বিষ্ণুপরায়ণ ঋষিগণ ! আপনাদিগের জিজ্ঞাসিত বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । পূর্বে মহাত্মা মারুদ, মনঃকুমারকে এই বিষয় বলিয়াছিলেন । ঐ উপাখ্যান পাঠ বা শ্রবণ করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয়, নিখিল পাপের শান্তি এবং পরিণামে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে । কশ্যপ নামে কোন এক লাক্ষণ ছিলেন, তিনি ইক্ষাদি দেবগণের জনক । দক্ষকন্যা দিতি ও অদিতি নামে তাঁহার দুই পত্নী । অদিতির গর্ভে সুরগণ ও দিতির গর্ভে অসুরগণের জন্ম হয় । ঐ সুর ও অসুরগণ সর্বদা পরস্পর পরস্পরের প্রাণ জরাকাম্বী । ক্রমে অসুরবংশে 'ঐক্ষাদেব' গোত্র ও বিরোচনের পুত্র বলিরাজ জন্মগ্রহণ করিয়া এই পৃথিবী উপভোগ করে । একদা সেই মহাবল-পরাক্রান্ত অসুররাজ বলি, সমুদয় পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গরাজ্য জয় করিতে ইচ্ছুক হয় । হে মুনিগণ ! তাহার ঐশ্বর্যের কথা আর কি বর্ণন করিব ? অশুভকোটি লক্ষ মাতঙ্গ, তৎপরিমিত তুরঙ্গ ও রথ এবং প্রত্যেক মাতঙ্গের প্রতি পঞ্চশত করিয়া পদাতিক সৈন্য ছিল । কোটি কোটি অমাত্যের মধ্যে কুস্তাভ ও কুপকর্ণ নামে দুই প্রধান অমাত্য ছিল শাস্ত্রে ও পরাক্রমে পিতৃসম, শতপুত্রের অগ্রজ বাণ নামে তাহার এক পুত্র হয় । দৈত্যরাজ সুরগণকে জয় করিতে অভিলাষী হইয়া, বিপুল সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধযাত্রা করিলে, তদীয় ধনজা ও আতপত্র দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন গগনরূপ অসুরাশি যথোত্তরঙ্গ ও তড়িচ্ছালা শোভা পাইতেছে । অনন্তর অসুররাজ বলি, সিংহবৎ বিক্রমশালী দৈত্যগণের সহিত স্বর্গধামে উপস্থিত হইয়া, ইক্ষ-মগরী অবরোধ করিলে, ইক্ষাদি দেবগণও যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন । পরে দেবাসুরে হুমুখ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, প্রলয়কালীন মেঘ-নির্গোধের স্থায় ভিভিম্ব শব্দে উহা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । তখন দেবগণ অসুর-সৈন্যের প্রতি এবং অসুরগণ দেব-সৈন্যের প্রতি নানাবিধ শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল । হে বিপ্রেশ্বরগণ ! সেই দারুণ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে “অসুরগণকে বধ কর, বধ কর ; ভেদ কর, ভেদ কর ; বিদীর্ণ কর, বিদীর্ণ কর ; বন্ধন কর, বন্ধন কর” ইত্যাকার তুমুল-শব্দ উথিত হইল । অনন্তর সুরগণের হৃদুভি-নির্গমে, অসুরগণের সিংহনাদে, রথসমূহের ঘর্ঘরশব্দে, কাষ্মুক-নিকরের টকার-ধ্বনিতে এবং অশ্বগণের হেবিত, করিগণের বৃংহিত ও শরজালের আকষণ-শব্দে সমুদয় জগৎ যেন শব্দময় হইয়া উঠিল । তৎকালে, সুরাসুরগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শরজালের পরস্পর ঘর্ষণ জন্ত প্রচণ্ড অগ্নি উথিত হইতে লাগিল যে, তদ্বর্ণনে সমুদয় জগৎসিগণ মনে করিল,—অকালে প্রলয় উপস্থিত হইয়াছে । তখন সমুজ্জল-অগ্নি-শব্দধারী অসুর-সৈন্যগণ, চঞ্চল তড়িচ্ছালা-পরিবৃত্ত জলদফালে আচ্ছাদিত রজনীর স্থায়, শোভাধারণ করিল । সেই ভীষণ-রণক্ষেত্রে অসুরগণ যে সকল শৈলনিচয় নিক্ষেপ করিতে লাগিল, দেবরাজ ইক্ষ, মেঘের স্থায় গর্জন করত, নারাচারে তৎসমুদয় চূর্ণ করিলে লাগিলেন । কেহ কেহ মাতঙ্গ দ্বারা মতঙ্গ, কেহ কেহ তুরঙ্গ দ্বারা তুরঙ্গ, কেহ কেহ রথ দ্বারা রথ এবং কেহ কেহ তা দত্ত

যারা দণ্ড সকল ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর কোন কোন দানব পরিয়াস্রে ভাঙিত হইয়া, শোণিতময় কর্দম মধ্যে এবং কেহ কেহ বা গভ্রাণ হইয়া রথোপরি গতিত হইতে লাগিল। তৎকালে যে সকল দৈত্য, দেবগণ কর্তৃক নিহত হইতে লাগিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ দেবহ লাভ করিয়া অম্বরগণকে আক্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবগণ, দেবগণ কর্তৃক অতিশয় ভাঙিত হওয়ায়, নানারূপে সমবেত হইয়া ভগ্ন, বিলিপাল, খজা, পরশু, ভোয়া, পরিষ, ছুরিকা দণ্ড, চক্র, শঙ্খ, মুদ্রা, অক্ষুণ্ণ, লাঙ্গল, পাট্টিশ, শক্তি, উপল, শতাব্জ, প্রভৃতি আয়োদ্য, যুষ্টি, শূল, কুঠার, বাণ, ক্ষুদ্রাশ্র, যষ্টি, বৃহৎশর, অরোমুগ, তুণ্ড, চক্র, দণ্ড, ক্ষুদ্রপাট্টিশ, নারীচ এবং ভগ্নদ্বারা কোমলমীমাংসা-নিচয়ে সুরগণকে আহত করিতে লাগিলে, সুরগণও দৈত্যগণের প্রতি নানাবিধ অস্ত্র-মস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, রথী ও পদাভিগণে ক্রমে ভীষণ মঙ্গল-যুদ্ধ পরিবর্তিত হইতে লাগিল। এইরূপে মহত্ব বর্ধ মেই মৃদাকরণ সংগ্রাম হইল। অনন্তর দৈত্যগণের পরিবর্তিত হইলে দেবগণ পরাভূত হইয়া মনস্কলমে সুরলোক পরিত্যাগপূর্বক মনুষ্যরূপে স্বাস্থ্য-সোপন করত অবনী মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মারায়ণ-পরায়ণ মহাবল পরাক্রান্ত বিরোচনাত্মক বলিরাজ এইরূপে প্রভূত ঐর্ষ্যাশালী হইয়া, অক্ষুণ্ণভাবে ত্রিভবন উপভোগ করত বিহু-ঐতিকামনার প্রভূত যজ্ঞানুষ্ঠান করিল। বলিরাজ স্বয়ংই ইন্দ্র ও দিকৃপালগণের কার্য করিতে লাগিল। তৎকালে বিহুগণ, দেবগণের ঐত্যর্থে যত্ন আরম্ভ করিলে, সেই যজ্ঞে সে নিজেই যজ্ঞীয় হবিঃ ভোজন করিত। এদিকে দেবমাতা অদিতি নিজ পুত্রগণকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া, “হায়! আমি বুধা পুত্র প্রদব করিয়াছি” এইরূপ বিবেচনা করত অতীব হঃশিতাত্তঃকরণে হিমালয়ে গমনপূর্বক ইন্দ্রের ঐর্ষ্যা এবং দৈত্যগণের পরাজয় কামনার ভগবান্ হরির চিত্তায় নিমগ্ন হইয়া হৃকর উচ্চাশ্রা আরম্ভ করিলেন। তিনি ক্রমে কিছুকাল উপবিষ্টা, কিছুকাল দণ্ডায়মানা, কিছুকাল একপাদে অবস্থিতা, কিছুকাল চরণাভ্যেয় উপর নির্ভর করত দণ্ডায়মানা হইয়া এবং কিয়দ্বিবস, কেবল স্বপ্ন, কিয়দ্বিবস গলিত পত্র, অনন্তর কিয়দ্বিবস জলমাত্র, পরে কিয়ংকাল বায়ুমাত্র ভক্ষণ করত ও তৎপরে কিছুকাল অনাহারে থাকিয়া, হৃদয়-মধ্যে মচ্ছিদানন্দ ভগবান্কে ধ্যান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি দিব্য মহত্ব বর্ধ কঠোর তপোানুষ্ঠান করিলেন। এদিকে মারাবী দৈত্যগণ ভয়-ভ্রান্ত অবশে বলিরাজ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, দেবতারূপ অবলম্বনপূর্বক অদিতিকে কহিল,—‘মাতঃ! আপনি কিজন্ত তপস্শায় শরীর ক্ষয় করিতেছেন? যদি দৈত্যগণ জানিতে পারে, তাহা হইলে অতিশয় বিপদ ঘটতে পারে। অতএব, আপনি এই শরীরশোধক ভীষণ ক্রেশকর উদ্যম পরিত্যাগ করুন। কারণ, জ্ঞানিগণ প্রাসাদ-মালা মঙ্গল প্রার্থনা করেন না। দেখুন, ধর্মপরাঙ্গণ ব্যক্তিগণের যত্নপূর্বক শরীর রক্ষা করা সর্বতোভাবে বিধেয়; কারণ, যাহারা শরীরের প্রতি উপেক্ষা করে, তাহারা আত্মাতীর মধ্যে গণিগণিত হইয়া থাকে; অতএব হে কল্যাণি। তপস্শায় বিরত হউন, পুত্রগণের তত্ত্ব খেদ করিবেন না। কারণ, হে মাতঃ! প্রাণিগণ মাতৃহীন হইলে, নিঃসন্দেহ মৃতপ্রায় হইয়া থাকে। বাহার বৃহে মাতা নাই এবং তাহারা অপ্রিয়বাদিনী, তাহার বনে গমন করাই কর্তব্য।’

কারণ, 'তাহার পক্ষে গৃহ ও অরণ্য উভয়ই সমান। কি পশু, কি পক্ষী, কি পতঙ্গ, কি মহীচর, মাতৃহীন হইলে, কেহই সুখী হয় না; সকলেই মৃতকল্প হইয়া থাকে। দরিদ্রই হউক, রোগীই হউক, কিংবা দেশান্তরস্থই হউক, মাতৃদর্শন পাইলে সকলেই পরম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। অন্ন, জল, পত্নী কিংবা ধনাদির উপরেও কখন মা কখন লোকের অনাদর হইতে পারে, কিন্তু মাতার প্রতি কখনই গেরূপ হয় না। যাহার ভবনে বাতা, ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র এবং পতিপ্রাণা মাধ্বী স্ত্রী নাই, তাহার বনে গমন করাই কর্তব্য। কথিত আছে, নারায়ণের প্রতি ভক্তিহীন ধর্ম্ম, মন্তোন্ন-রহিত ধন এবং ভাৰ্য্যা-ভনয়শূন্য গৃহ যেমন বৃথা, সেইরূপ মাতৃহীন মনুষ্যও বৃথা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অতএব হে দেবি! নিজ হৃৎখণ্ডে আজ্ঞাগণকে পরিচাণ করুন।" দৈত্যগণ এইরূপ কহিলেও যখন অদিতির সমাধিভঙ্গ হইল না, তখন তাহারা সেই পরমাত্মদ্যানু-নিমগ্না অদিতিকে বিনষ্ট করিবার বাসনায় রোষ-কষায়িত লোচনে, ঞ্জলকালীন জলদজালের স্রাব, ভীষণ গর্জনে করত ক্ষণকাল মধ্যে সেই অরণ্য দক্ষ করিতে উদ্যত হইয়া, দংশিত হইতে অগ্নি উদ্ভারণ করিতে লাগিল। তখন সেই অগ্নিতে শত যোজন বিস্তৃত সেই কানন, এবং সেই সকল দৈত্যগণ দগ্ধ হইল, কিন্তু অদিতি তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎকালে সেই অরণ্য মধ্যে নারায়ণ-ধ্যান-নিমগ্না, কেবলমাত্র দেবজমনী অদিতিই বিষ্ণু স্মৃদর্শন কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ভীষণ পাবকের হস্তে পরিচাণ পাইলেন।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত । ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত! আপনি আমাদিগের নিকট অতি অদ্ভুত বিবরণ কীৰ্ত্তন করিলেন। সেই অগ্নি, ক্ষণকাল মধ্যে, অদিতি ভিন্ন সমুদয় দৈত্যগণকে কি প্রকারে ভস্মসাৎ করিল? অতএব এক্ষণে আমাদিগের নিকট অদিতির মহত্ত্ব বর্ণন করুন;—দেখুন, মাধু-স্বভাব মুনীক্ষণে সত্যত পুরোপদেশে নিরত। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! হরিভক্তগণের মহিমা শ্রবণ করুন;—যাহারা হরিধ্যানে নিমগ্ন থাকে, তাহাদিগের অমিষ্ট সাধন করিতে কেহই সমর্থ হয় না। কারণ, যে স্থানে একজন মাত্র হরিভক্ত অবস্থিতি করে, তথায় সত্যত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সমুদয় দেবগণ ও দিক্‌গণ অবস্থান করিয়া থাকেন। হে মহাভাগগণ! যাহারা হরি-চিন্তায় নিমগ্ন, তাহাদিগের কথা আর কি বলিব? যাহারা শান্ত-চিত্ত এবং হরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ হরি, তাহাদিগের হৃদয়ক্ষেত্রেই মিরতর বিব্রাজ করিতেছেন। যে স্থানে শিবপূজা-পরায়ণ বা হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তি অবস্থিত, তথায় সমুদয় দেবগণ ও কমলাদেবী অবস্থান করিয়া থাকেন। বিষ্ণু-পূজাপরায়ণ যে স্থানে বাস করেন, তথায় কোন প্রকার বিষ উপস্থিত হইতে পারে না এবং রাজা, তক্ষর বা ব্যাধি হইতে কোনরূপ ভয় থাকে না। শ্বেত, পিণ্ডাচ, কৃষ্ণাণ্ড, গ্রহ, বালগ্রহ, ডাকিনী এবং রাক্ষসগণ, বিষ্ণু-পূজকের কোন অমিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না। হরি-লিঙ্গার্চনে

নিরত মাধু ভক্ত যে স্থানে অবস্থিতি করেন, ভূত বেতাল প্রভৃতি পরদীর্ঘ-জনক সমুদয় প্রাণী, সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া থাকে। সর্গজন-হিতৈষী নম্রপ্রকৃতি জিতেন্দ্রিয় হরিশেবক যে স্থানে বাস করেন, তথায় নিখিল দেবগণ নিজ নিজ ভাষার সহিত বিরাজ করিয়া থাকেন। যোগীগণ যে স্থলে নিমেষমাত্র বা নিমেষাঙ্গিমাত্র অবস্থিতি করিয়া থাকেন, সেই স্থানে সমুদয় ভীষণের আবির্ভাব হয় এবং সেই স্থান পরম ভীষণ ও উপোষম স্বরূপ হইয়া থাকে। যে ভগবানের নামমাত্র উচ্চারণে সমুদয় উপদ্রব তিরোভূত হইয়া যায়, তাঁহাকে স্তব, পূজা বা ধ্যান করিলে যে তাহা হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? এজন্য হে মাধুগণ! সেই অগ্নি এবং দৈত্যগণ ধ্যান-নিগম অদিতির কিছুমাত্র অনিষ্ট করিতে পারে নাই; বস্তুতঃ হরিকে স্মরণ করিবারাত্র নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে। অনন্তর পদ্মপলাশ-জোচন শঙ্খ-চক্রাদিধারী হরি প্রগল্ব-বদনে অদিতির সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইয়া ঈশ্বর হাম্বসহকারে দশনপ্রভায় দশদিক্ উদ্ভাসিত করত কল্পপত্রিয়া অদিতির গাত্রে পবিত্র করকমল অর্পণ করিয়া কহিলেন,—“হে দেবমাতঃ! আমি তোমার উপস্থায় পরম শ্রীত হইয়াছি, তুমি বহুকাল ক্লেশ পাইতেছ, এক্ষণে মিসমেনেহ তোমার কল্যাণ হইবে। হে ভদ্রে! আর ভয় নাই, এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি, প্রার্থনা কর; হে মহাভাগে! অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে।” দেবদেব চক্রধারী এইরূপ কহিলে, দেবমাতা অদিতি সেই সর্বলোক-সুখপ্রদ ভগবান্কে নমস্কারপূর্বক কহিলেন,—“হে দেবদেবেশ! হে জনার্দন! হে সর্বব্যাপিন! আপনি স্বজাদি-গুণভেদে জগদ্বাসী জীবগণকে পরিচালিত করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মহাশয়! আপনি সর্বকালে একরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি রূপবিহীন হইয়াও বহুরূপধারী এবং গুণাভীত হইয়াও গুণজয়ের আশ্রয়, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মঙ্গলময়! আপনি ত্রিলোকের ঈশ্বর এবং পরম জ্ঞান স্বরূপ; ভক্তগণকে ভালবাসা আপনার স্বভাবগিষ্ঠ গুণ; আমি আপনাকে প্রণাম করি। মুনীশ্বরগণ যাহার অবতার-রূপের অর্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেই আদিদেব পরম পুরুষকে অতীষ্টগিষ্ঠির জন্ত প্রণিপাত করিতেছি। মুনিসণ বা জ্ঞানিগণ যাহার উত্তবোধে অসমর্থ, আমি সেই মায়াতীত অমর পরমমায়ী বিশ্ববীজ পরমেশ্বরকে প্রণাম করি। যাহার অদ্ভুত মূর্তি গন্দর্গম করিলে জীব মমতাপাশে আবদ্ধ হয় না এবং যাহার চরণারবিন্দ-রেণুতে মস্তক রঞ্জিত করিয়া অমর্য্য জীব পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমি সেই বিশ্ববন্দিত বিশ্বহেতু বিশ্ববীজ কদম্বপতিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দেব-বাক্যও যে হরির মহিমা বর্ণনে অসমর্থ, যিনি সত্তত ভক্তগণের সমীপে বিরাজমান, যিনি স্বয়ং গঙ্গ-বর্জিত হইয়াও গঙ্গরচিত শান্তচেতাঃ ভক্তগণের নম্রপ্রিয় এবং যিনি যজ্ঞকর্ম্মে অবিষ্ঠিত ও যজ্ঞকর্ম্মের জ্ঞানদাতা, আমি সেই করুণার্বব যজ্ঞতোজী যজ্ঞেশ্বরকে পুনঃপুনঃ প্রণাম করি। পাশায়া অজামিল, যাহার নামকীর্তন করিয়া পরম ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি সেই লোকনাথী হরিকে বন্দনা করি। হে নাথ! আমি লোকমুখে শুনিয়াছি, ভগবান্ মহেশ্বর হরিরূপী এবং জনার্দন ও হরিরূপী, আমি সেই জগদ্গুরু হরিহররূপী আপনাকে নমস্কার করি। ব্রহ্মাণি দেবগণও যাহার মাধিপাণি আবদ্ধ হইয়া যাহার পরম প্রভু বিদিত নহেন, যিনি প্রত্যক্ষমূখে

বিরাজমান থাকিলেও অজ্ঞান বশতঃ দূরত্বের দ্বারা প্রভীত হইয়া থাকেন, যাহার তত্ত্ব প্রমাণপথকে অতিক্রম করিয়াছে, আমি সেই সর্বনাশক জ্ঞানমাক্ষী ভগবানকে বারংবার বন্দনা করি। হে দেব! আপনার মুখকমল হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ হইতে বৈশ্য, চরণদ্বয় হইতে শূদ্র, মন হইতে চন্দ্র, চক্ষুঃ হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে অগ্নি ও ইন্দ্র এবং কর্ণ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে। আপনি সপ্তস্বর এবং ঋগ্ যজুঃ সাম ও বৃহদ্র স্বরূপ, অতএব আপনাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। হে অনাথনাথ! আপনিই ইন্দ্র, আপনিই চন্দ্র সূর্য্য, আপনিই শঙ্কর ও আপনিই অন্তর্যামী এবং আপনিই অগ্নি, বজ্র প্রভৃতি দেবগণ, আপনিই নিরুদ্ভি, আপনিই পিশাচ ও সমুদয় রাক্ষস, আপনিই শিক্ত ও গন্ধর্ব্ব এবং আপনিই বসুধা শৈল সাগর প্রভৃতি সমুদয় জীবর; অধিক কি, হে দেব! নিখিল বস্তুই আপনার স্বরূপ, অতএব মত্তত নমস্কার করি। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভূতগণের আদি ও বেদ-স্বরূপ; অতএব হে জনার্দন! ব্রাহ্মণ-পীড়িত আমার পুত্রগণকে পরিজ্ঞান করুন।” দেবজননী অদিতি, এইরূপ স্তব ও বারংবার প্রণাম পূর্ব্বক কৃতাজলি হইয়া আনন্দাশ্রুতে স্তনযুগল অভিষিক্ত করত কহিলেন,—“হে দেবেশ! যদি আমার প্রতি অমুগ্রহ থাকে, তবে হে সর্ব্বাদিকারণ। মৎপুত্র সুরগণকে নিকটক প্রার্থ্যা প্রদান করুন। হে বিশ্বরূপ পরমেশ্বর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী, অতএব হে দেব! কোন্ বিষয় আপনার অপরিজ্ঞাত আছে? হে প্রভো! কিজন্তু আমাকে ছলনা করিতেছেন? হে দেবেশ! তথাপি আমি আপনার নিকট মনোভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছি। দেব! আমি বৃথা পুত্রগণকে গর্ভে ধারণ করিয়াছি; কারণ তাহারা এক্ষণে দৈত্যহস্তে নিপীড়িত হইতেছে। যখন ঐ দৈত্যগণ আমার মণ্ডলী-পুত্র, তখন তাহাদিগের অনিষ্ট-বাসনা করি না, তবে এই মাত্র প্রার্থনা করি যে, দৈত্যগণকে বিনাশ না করিয়া মদীয় সম্ভানগণকে প্রার্থ্যা প্রদান করুন।” অদিতি এইরূপ কহিলে, দেবাধিদেব হরি, পুনরায় পরম প্রীত হইয়া মাধ্বী অদিতিকে মাদরে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আনন্দিত করত কহিলেন,—“হে দেবি! আমি তোমার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, অতএব তোমার মঙ্গল হউক, মণ্ডলী-পুত্রের প্রতিও তোমার যখন স্নেহ স্নেহ, তখন আমিও তোমার পুত্র হইব। ভ্রমণে যে সকল মানব, ভ্রুকৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, তাহাদিগের সম্ভান ও ধন সম্পত্তি কখন বিনষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি, আপনার ও অশ্বের পুত্রকে সমভাবে দর্শন করে, তাহার কখন পুত্রশোক হয় না।” অদিতি কহিলেন,—“হে দেব! আমি, কিপ্রকারে আপনাকে উদরে ধারণ করিব? কারণ, হে অস্বর! আপনি, সকলের আদি ও পুরুষোত্তম, আপনার রোমকূট-মিকরে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। হে প্রভো! সমুদয় বেদ ও দেবগণ যাহার মহিমা অবগত নন, আমি সেই দেবদেবকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিব। হে দেব! যিনি অতি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম এবং মহৎ হইতেও মহতম; যাহার নামস্মরণ মাত্রে মহাপাতকীও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, হে দেবেশ! আমি সেই ভগবান পুরুষোত্তমকে কিপ্রকারে বহন করিতে সক্ষম হইব!” সূত কহিলেন,—“দেবদেব জনার্দন, দেবমাতা অদিতির বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অতর প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন,—“হে মহাভাগে! তুমি যে মতাবাক্য বলিয়াছ, তাহা শুনিয়া কিছুমাত্র সংশয় নাই;

কহে হে শুভে ! তথাপি আমি তোমার পরম গুণবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে সকল মদীর তত্ত্বগণ, রাগদ্বৈশঙ্ক, নলাতপ্রাণ, অসুরা ও দম্ভ-বিহীন, তাহারা সর্বদাই আমাকে বহন করিয়া থাকে । তাহারা পরের অপকারে বিমুখ, শিবার্চন-পরায়ণ এবং সত্যত আশার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিতে উৎসুক ; তাহারা নিরন্তরই আমাকে অন্তরে ধারণ করিয়া থাকে । হে বাণে ! যে সকল রমণী পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতিভক্তি-পরায়ণা এবং মৎসরশূন্য ; তাহারাও আমাকে সত্যত বহন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি পিতামাতার গুণাবাকারী, গুরুভক্ত, অতিথিপ্রিয়, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, সংকথা-শ্রবণে আমত্বেচিত্ত, দাতব্যগণের গুণাবাভিলাষী, স্বীয় আশ্রমোচিত-ধর্ম্যাচরণে তৎপর, সে-ও আমাকে সর্বদা বহন করে, আর তাহারা নিরন্তর পুণ্যতীর্থরত, মাধুসূদ নামে আমত্বে, সকলের প্রতি দয়ালীল, পরের উপকার-সাধনে নিরত, পরজন্ম-হরণে পরাজয়, পরস্মীতে ক্লীববৎ, তুলসীর উপাসনা মদীর নাম কীর্তন ও গৌরবর্ণে তৎপর, প্রতিগ্রহ-বিমুখ এবং ক্ষুধিতকে অন্ন ও পিপাসার্তিকে জল দান করে, তাহারাও সত্যত আমাকে বহন করিয়া থাকে । হে দেবি ! তুমি পতিপ্রাণা নারী এবং প্রাণিগণের হিতকারিণী, অতএব আমি তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, সমুদয় রিপুগণকে বিনাশ করিব ।” দেবাধিদেব ভগবান্ হরি, দেবমাতা অদিতিকে এইরূপ কহিয়া নিজ কণ্ঠহার ও অভয় প্রদানপূর্বক অভ্যর্চিত চট্ট-লেন । এদিকে সেই দক্ষ নন্দিনী দেবজননী অদিতিও সানন্দ-হৃদয়ে কমলাকান্তকে প্রণাম পুরঃসর স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর কিয়দিবস গত হইলে, লোক-বন্দিতা দক্ষসুতা অদিতি, ত্রিলোকের সৌন্দর্যাহারী, এক পুত্র প্রসব করিলেন,—তিনি জগতে বামন নামে প্রসিদ্ধ । অনন্তর যিনি, চক্ষুশবল-মধাবর্তী শচীজ্ঞধারী এবং শান্ত-মূর্তি ; তাহার অপর করযয়ে সূধাকলম ও দ্বিবিমিশ্রিত অন্ন বিদ্যাজমান, নরন-যুগল প্রকৃষ্টিত পদ্মের শ্যাম মনোহর, দেহপ্রভা মহত মহত দিবাকরের শ্যাম সমুজ্জল, অঙ্গ সকল দিব্যাতরনে ভূষিত এবং পরিধেয় গীতবসন ; সেই মুনিগণারাধ্য সর্বলোকিক-নারক ভগবান্ হরিকে আবির্ভূত জানিয়া, কণ্ঠপ হৃষ্টোচ্চারণে প্রণামপূর্বক কৃতাজলি হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন । কণ্ঠপ কহিলেন,—“আপনি, সকলের আদিকারণ, সকলের পালক, সকলের নারক এবং দৈত্যগণের সংহারকারী, অতএব আপনাকে বারংবার প্রণাম করি । আপনি ভক্তপ্রিয়, মজ্জনরত্নক, দুর্জয়নাশক ও জগতের ঈশ্বর, অতএব পুনঃপুনঃ আপনাকে নমস্কার । আপনি সকলের কারণ হইয়াও বামনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আপনার বিক্রম অসীম এবং ভুজ-চতুষ্টিয়ে শরাসন চক্রে অসি ও গদা বিরাজমান, অতএব আমি সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ আপনাকে প্রণাম করি । আপনি জনরাশি মথো অদ্বিতি করিয়া থাকেন, ভক্তগণের হৃদয়-কমল আপনার বসিবার আসন, ভবদীর শরীরপ্রভা সূর্য্যের শ্যাম সমুজ্জল ; যে স্থানে পূণ্যকথা, তথায় আপনার সমাগম ; চক্ষু সূর্য্য আপনার নেত্র-স্বরূপ ; আপনি বজ্র-কলপ্রদ, বজ্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মজ্জনরত্নক, কারণের কারণ, শাস্ত্রাদি-নির্ভুক্ত, দিব্যসুখপ্রদ এবং ভক্তগণের হৃদয়বানী, অতএব আপনাকে নমস্কার । হে ভয়নাশন ! আপনার অপর একটি নাম বজ্রবরাহ । আপনি সন্ধ্যর পর্বতকে ধারণ করিয়াছেন এবং মহাসুর হিরণ্যাগা আপনা হইতেই নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে । হে বামন-

স্বপ্নিন্ । আপনি পরশুরামরূপে ক্ষত্রিয়কুল ও রামরূপে রাবণকে বিমার্শ করিয়াছেন এবং বলদেব রূপে মন্দগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন । হে কমলাকান্ত । আপনি সকলের সুখপ্রদ, আপনাকে স্মরণ করিলে নিখিল দুঃখ বিদূরিত হইয়া থাকে, অতএব আমি আপনাকে বারংবার নমস্কার করি ।” সুত কহিলেন,—যে মানব ত্রিসংখ্য। এই বামনস্তব পাঠ করে, তাহার প্রতিদিন বল, আরোগ্য, ঐশ্বর্য ও সম্ভ্রামণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । কস্তুর, সেই লোক-পাবন দেবদেব ভগবান্ বামনকে এবং বিধ স্তুতি করিলে তিনি কস্তুরের জীতি বর্দ্ধন করত হস্তমহকারে কহিলেন,—“হে ভাত ! আমি তোমার প্রতি পরম পরিভূষ্ট হইয়াছি, তোমার অবস্থাই মঙ্গল চাইবে । হে সুরগণপুত্র ! আমি অচিরকালের মধ্যে তোমার সমুদয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব । আমি পূর্বে দুই জনেও এইরূপ তোমাদিগের পুত্র হইয়াছি এবং ভাবী জনেও তোমাদেরই পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সমুদয় সুখাশা পূর্ণ করিব ।” ঐ সময়ে দৈত্যবর বলি, নিজ-গুরু শুক্রাচার্য্য এবং বহুল প্রধান প্রধান মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘকালমাধ্য এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করে । পরে সেই যজ্ঞে ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, বজ্রীসহস্রিঃ গ্রহণার্থ কমলার সহিত ভগবান্ বিষ্ণুকে আহ্বান করিলে, বামন-নামধারী ভক্তবৎসল মহাবিশু ঐশ্বর্য হস্ত মহকারে জনগণকে মুক্ত করত তথায় উপস্থিত হইয়া বলিরাজের সমক্ষে বৃত্তভোজনার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন । বস্ত্রভঃ দুর্লভ হই হটক আর সুবৃত্ত হই হটক ; মূর্খ হই হটক আর পণ্ডিত হই হটক ; ভক্তিমান হইলেই ভগবান্ হরি তাহার নিকটবর্তী হইয়া থাকেন । এদিকে সেই বামনদেবকে নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ জ্ঞাননেত্রে তাঁহাকে নারায়ণ বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং সকলেই অভ্যর্থনার্থ গাজোখান করিলেন । তখন শুক্রাচার্য্যও ভগ্নবরণ অবগত হইয়া গোপন-ভাবে বলিরাজকে কহিতে লাগিলেন । কলভঃ বাহার্য্য ধন-স্বভান, তাহার নিজের ইষ্ট না বুঝিয়াই কাঁধ্য করিয়া থাকে । ভার্গব কহিলেন,—“হে দৈত্যপতে ! হে সৌম্য ! ভগবান্ বিষ্ণু তোমার ঐশ্বর্য্য হরণ করিবার জন্ত বামনরূপে অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া দ্রবীষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতেছেন ; এজন্ত হে অশুরেশ্বর ! তুমি তাঁহাকে কিঞ্চিৎমাত্রও দাম করিও না । তুমি পণ্ডিত, অতএব আমার মত শ্রবণ কর । আত্ম-বুদ্ধি শুভকরী, গুরুবুদ্ধি তদপেক্ষা অধিকতর শুভদায়িনী এবং পরবুদ্ধি অমিষ্টের-হেতু আর জীবুদ্ধি সর্বাধিকার অনর্থের মূল । যে ব্যক্তি শত্রুর হিতকারী, তাহাকে বিমার্শ করাই কর্তব্য ; কারণ শত্রুর মহারকে নিধন করিতে পারিলে সে আর কোন কাঁধ্যই সামাধ্য করিতে পারে না ।” বলিরাজ কহিল—“হে গুরো ! আপনার ঐদৃশ বর্ণবহির্ভূত বাক্য বলা উচিত নহে ; দেখুন যদি স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই আমার ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে ? বিধকরণ বিষ্ণুর জীত্যর্থই সামাধি যজ্ঞের অন্ত্যস্তম করিয়া থাকেন, কিন্তু সেই বিষ্ণুই যদি সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, তবে তদপেক্ষা জগতে অধিক আর কি হইবে ? হে গুরো ! দরিদ্রও যৎকিঞ্চিৎ বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া থাকে এবং তাহাই পরম অক্ষয় দান বলিয়া কথিত হয় । যে ব্যক্তি অকৃজিম ভক্তি মহকারে পুত্র হোয় বিষ্ণুকে কেবলমাত্র স্মরণ করে, তিনি তাহাকে পণ্ডিত বরিয়া থাকেন আর যে তাঁহাও ভজনা করিতে পারে,

সে পরম গতি প্রাপ্ত হয় । অগ্নিকে অনিচ্ছা পূর্বক স্পর্শ করিলেও যেমন দগ্ধ হইতে হয়, সেইরূপ পাপ-পরায়ণ ব্যক্তিগণও তাঁহাকে স্পর্শ করিলে নিখিল পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি রসমাগ্নে “হরি” এই অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; পুণ্যরায় তাহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না । মনোবিগণ বলিয়াছেন, ‘যে মানব রোগাদিশূন্য হইয়া মত্তত ‘গোবিন্দ’ এই নাম জপ করে, সে বিষ্ণুভবমে গমন করিয়া থাকে ।’ হে ঙুরো ! হে মহাভাগ ! যে ব্যক্তি হরিক্ষামে অগ্নি বা অনলে আহুতি অর্পণ করিতে পারে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি পরম অীত হন । আমিও সেই ভগবান্ হরিরই ঐতিকামনার এই মহাবক্তের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; অতএব যদি তিনি স্বয়ংই আগমন করেন, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ আমি কৃতার্থ হইব ।” দৈত্যবর বলি এইরূপ কহিতেছে, এমত সময়ে বামনরূপী বিষ্ণু প্রদীপ্তামল-শোভিত যজ্ঞগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তখন বলিরাজ, সেই জগদাধার বিষ্ণুকে যথাবিধি অর্ঘ্যপ্রদান পূর্বক রোমাঞ্চিত-নাডে আমন্ত্রাণ্ড বিসর্জন করত কহিল,—“হে প্রভো ! আজ আমার জন্ম সফল, আজ আমার যজ্ঞ সফল ও আজ আমার জীবন সফল হইল । আমি আজ যথার্থই কৃতার্থ হইলাম । আমার বোধ হইতেছে, আজ অতি দুর্লভ অমোঘ অমৃতরূটি উপস্থিত হইয়াছে । তে দেব ! আপনার আগমনমাত্রে আমার এই মহোৎসবের সমুদয় আশাদূর হইল । হে প্রভো ! আজ এই সমস্ত ঋষিগণ যে কৃতার্থ হইলেন এবং যিনি যাহা তপস্যা করিয়াছিলেন তাহাও যে সফল হইল, তাহার আর কিছুমাত্র সংশয় নাই । নাথ ! অদ্য আমি কৃতার্থ হইলাম, কৃতার্থ হইলাম ; অতএব আপনাকে নমস্কার । হে বিভো ! এক্ষণে আমি আপনার আশ্রয় আপনার আদেশ প্রতিপালন করিব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ; অতএব আমাকে আদেশ করুন ।” যজ্ঞদীক্ষিত দৈত্যনাথ বলি এইরূপ কহিলে বামনদেব মহাশ্রেষ্ঠ কহিলেন,—“তপস্কার জন্ত ত্রিপাদ পরিমিতভূমি আমাকে দান কর ।” তৎকাল্য প্রবণে বলিরাজ কহিল,—“আপনি সমুদয় রাজ্য নগর গ্রাম বা ধন প্রার্থনা না করিয়া কি প্রার্থনা করিলেন ?” কপট-বেশধারী ভগবান্ বিষ্ণু বলিরাজের তাদৃশ বাক্য প্রবণে বলি যেন অবিলম্বে রাজ্যলষ্ট হইবে বলিয়াই তাহার বৈরাগ্য উৎপাদন করত কহিলেন,—“হে দৈত্যবর ! আমি তোমাকে পরম গুহ্যবিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা সর্কসঙ্গ-বিহীন, তাহাদিগের আর অর্থের প্রয়োজন কি ? ভূমি নিষ্ঠুর জানিও, আমি সর্কভূতের অন্তর্ধানী, সমুদয় জগৎ আমাতেই অবস্থিত, অতএব হে দৈত্যবর ! অস্ত্র ধমে আমার আর কি কার্য সাধিত হইবে ? যাহারা রাগ-বেষ বিহীন, শাস্ত-চিন্ত, যারাতীত এবং নিত্যানন্দস্বরূপ, তাহাদিগের অপর ধনে প্রয়োজন কি ? যে সকল সমগুণাবিত ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীকেই আশ্রয় সন্দর্শন করে, সুতরাং নিখিলবস্তুই তাহাদিগের আশ্রয়, তাহাদিগের দাতাই বা কে ? আর দেয় বস্তুই বা কি ? শাস্ত্রে উক্ত আছে, এই পৃথিবী কজিরের অধীনে থাকিবে এবং তাহা হইলে সমুদয় লোক সেই কজিরের আজ্ঞাবীন থাকিবে, পরম সুখ উপভোগ করিতে পারিবে । হে বনে ! মুনিগণও রাজাকে রাজস্ব-স্বরূপ তপস্যার বর্ষ্ঠাংশ অর্পণ করিবেন এবং কজির প্রভৃতি সকলেরই ব্রাহ্মণদিগকে সাদরে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করা কর্তব্য । আমি ভূমি-দানের বাহ্যিক্য বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । হে দৈত্যসকল ! এই জগতে কেহই

ভূমিদানের প্রকৃত বিবরণ বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। ভূমিদানের তুল্য, কলজনক দান কখন হয়ও নাই ও হইবেও না। ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ নির্দোষ লাভ হইয়া থাকে। নাথিক, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে স্বল্পমাত্র ভূমি দান করিলেও ব্রহ্মলোকলাভে সমর্থ হয় এবং তাহার পুত্ররাই আর পতন হইবার সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি ভূমি দান করে, তাহার নিখিল-বস্তু-দানের ফল হয়, অধিক কি, পরিণামে মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ নিশ্চয় জানিবে, ভূমিদানে সৰ্ব্বপ্রকার পাপপুণ্য বিমল হইয়া যায়। মহাপাতক কিংবা সৰ্বপ্রকার পাপে লিপ্ত হইলেও যদি দশ-হস্ত-পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে, তাহার নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হইয়া থাকে। সংপাতে ভূমি দান করিলে, সৰ্ব্ববস্তু-দানের ফল হয়। ফলতঃ, ভূমি-দাতার সমান সৌভাগ্যশালী, ত্রিভুবনে আর কেহই নাই। হে বলো! যে ব্যক্তি, বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে, আমি শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যকল বর্ণন করিতে অসমর্থ। হে ভূমিগ! দেবপূজামত বৃত্তিহীন ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিলে নিঃসন্দেহ স্বর্গই বিষ্ণু-স্বরূপ হইয়া থাকে। যে মানব, বহুপরিবারাশ্রিত বৃত্তিহীন দরিদ্র বিজকে স্বল্পমাত্রও ভূমি দান করিতে পারে, সে বিষ্ণুর সাক্ষ্যলাভে সমর্থ হয়। যে ভূমিতে আটক-পরিমিত বাস্তু জন্মে, দেবপুত্র-নিরত বিধকে একরূপ ভূমি দান করিলে দিনত্রয়কৃত-গঙ্গাস্রাব্যের ফল হয়। সদাচার-নিরত বৃত্তিহীন বিধকে—দ্রোণপরিমিত বাস্তুসংপাদনে সমর্থ,—ভূমি দান করিলে, বৈরূপ ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর। মানব গঙ্গাভীরে যথাবিধি শতশত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ব্যক্তি, সেই ফল লাভ করিয়া থাকে। আর যে ভূমিতে খারী-পরিমিত বাস্তু হয়, দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তাদৃশ ভূমি দান করিলে, গঙ্গা-ভীরে শত শত অশ্বমেধ ও শত শত বাজপেয়যজ্ঞ জন্ম পুণ্যকলের তুল্য ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অধিক আর কি কহিব, ভূমিদানই মহাদান ও আত্মদান বলিয়া কথিত আছে। ভূমিদানে সৰ্ব্বপাপ বিমল এবং অগবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। হে দৈত্য-কুলেশ্বর! এই বিষয়ে আমি এক ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর,—ব্রহ্মা-সহকারে উহা শ্রবণ করিলে, ভূমিদানের ফল হয়। হে বলো! পূৰ্ব্বকালে ভদ্রমতি নামে কোন এক বৃত্তিহীন দরিদ্র ব্রহ্মকুল মহামুনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বেদজ্ঞ এবং সমুদয় পুরাণ ও বর্ষ-শািত্র পারদর্শী। ক্রতা, সিকু, যশোবতী, কামিনী, মানিনী ও শোভা নামে তাঁহার ছয় পত্নী ছিল। হে অমরশ্রেষ্ঠ! সেই পত্নীগণের গর্ভে ত্রিশত চত্বরিংশ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা প্রতিদিনই ক্ষুধার আকুল হইত। একদা সেই দরিদ্র ভদ্রমতি স্বয়ং ক্ষুধার্ত হইয়া এবং প্রিয় পুত্রগণকে ক্ষুধার্ত দেখিয়া, বাকুল-চিত্তে বিলাপ করত ভাবিলেন, ‘হায়, বাহার সৌভাগ্য নাই ও ধন নাই, তাহার জন্মে বিকৃ।’ যে ব্যক্তি, উদরাত্তের নিমিত্ত সৰ্ব্বদা সচেত, যে ব্যক্তি অভিজি-সংকারে অসন্ত, যাহার কোনরূপ সদাচার নাই, যে সন্তত অন্তের নিকট প্রার্থনা করিয়া জীবিকা-নির্জাহ করে এবং যাহার বন্ধু বা সখ্যাজি নাই, তাহাদিগের জীবনে বিকৃ। যে মানব, বহু-সন্তানাদিত অশ্রদ্ধ ঐশ্বর্যহীন, তাহার জীবন-ধারণে শত শত বিকৃ। মানব, দরিদ্ররূপ লাগলে নিমগ্ন হইলে, তাহার কি সদ্ভাবনিচয়, কি মধুরতা, কি পাণ্ডিত্য এবং কি মংকুলে

জন্ম, কিছুই শোভা থাকে না। যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য-বিহীন হয়, তাহাকে কি প্রিয়-পুত্রগণ, কি পৌত্র, কি বান্ধব, কি ভ্রাতা এবং কি শিষ্য, সবলেই পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ ব্যক্তি চাণালই হউক আর ব্রাহ্মণই হউক, সকলের নিকটেই সমাদৃত হয়, আর দরিদ্র হইলে, সববৎ সকলের ঘৃণাই হইয়া থাকে। কি আশ্রয়। যাহার সম্পত্তি আছে, সে নিষ্ঠুরই হউক বা অনিষ্ঠুরই হউক, গুণবানই হউক আর গুণহীনই হউক, মূর্খই হউক আর পণ্ডিতই হউক, কিংবা বার্ষিকই হউক আর অবার্ষিকই হউক; সে নিঃসন্দেহ সকলের নিকটে পূজনীয় হয়। হায়, এক দরিদ্রতাই ভীষণ দুঃখকর, আবার তাহাতে আশা, মানবগণের নিরতিশয় ক্লেশ-দায়িনী। আশাভি-ভূত পুরুষগণ নিরন্তর স্বয়ং দুঃখানুভব করিয়া থাকে। যাহারা আশার অধীন, তাহারা সকলেরই দাসবৎ থাকে। অতুল-সম্পত্তিই মহতের সম্মানের কারণ, কিন্তু আশারূপ শত্রু সেই সম্মানকেও বিনষ্ট করে, অতএব মহতী আশার মূলীভূত দারিদ্র্যই সর্বানর্থের হেতু। দরিদ্র ব্যক্তি সর্কশাত্তার্থ-বেত্তা হইলেও মূর্খের ত্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দারিদ্র্যরূপ মহারোগপ্রসূ মানবগণের কেহই পরিত্রাণকর্তা নাই, অতএব এই জগতে দারিদ্র্য অপেক্ষা মহৎ দুঃখকর আর কিছুই নাই, তন্মধ্যে দরিদ্র যদি বহুপুত্রাশ্রিত হয়, তাহার দুঃখের কথা আর কি কহিব ?' সর্কশাত্ত-পারদর্শী ভদ্রমতি, মনে মনে এইরূপ কহিয়া ধর্ম্মজনক কোন কাণ্ড নামান্য সম্পত্তিতেও হইতে পারে, বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিলেন,—‘ভূমিদানই সর্কপ্রধান দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; পণ্ডিত-গণ ভূমিদানকেই সর্কপ্রধান বলিয়াছেন। মামব, ভূমি দান করিলে, সর্কপ্রকার অভীষ্টই লাভ করিতে পারে।’ হে বলে। যতিমান্ ধীর ভদ্রমতি, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পত্নীগণের সহিত কৌশান্দী নগরীতে গমনপূর্ব্বক তথায় সর্কৈশ্বর্য্য-সমবিত্ত, সুঘোষ নামক বিপ্রের নিকটে পঞ্চহস্ত-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ সুঘোষ, তাহাকে সপরিবার দেখিয়া, মন্তস্ত-হৃদয়ে বধ্যবিধি সংকারপূর্ব্বক কহিলেন,—‘হে ভদ্রমতে ! আপনি যখন আমার অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন আমি আজ চরিতার্থ হইলাম এবং আমার জন্ম সকল ও কুল পবিত্র হইল।’ হে দৈভোন্মুখ ! পরম-ধার্ম্মিক মহামতি সুঘোষ এইরূপ কহিয়া, সেই বিজবর ভদ্রমতিকে বিষ্ণু-বুদ্ধিতে যথোচিত অর্চনাপূর্ব্বক “এই পবিত্রা পৃথিবী বিষ্ণুস্বয়ী এবং বিষ্ণু-পালিতা, অতএব ইহার দান জন্ত ভগবান্ জমর্দ্দন আমার প্রতি প্রণম হউন” এই মন্ত্র পাঠ করত পঞ্চহস্ত ভূমি দান করিলেন। পরে ধীমান্ বিজবর ভদ্রমতিও সেই প্রার্থনালব্ধ ভূমিখণ্ড বহুপোষা-সমবিত্ত কোন এক হরিভক্ত শ্রোত্রিয়কে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর সুঘোষ সেই ভূমিদানকালে কোটিবংশের সহিত, যে স্থানে গমন করিলে আর ক্লেশভোগ করিতে হয় না, ঐদৃশ বিষ্ণুভবন প্রাপ্ত হইলেন। হে বলে। এদিকে ভদ্রমতিও ঐশ্বর্য্য প্রার্থনা করার পরিবারবর্গের সহিত যুগযুগান্তর বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করেন, পরে শত অযুত যুগ ব্রহ্মলোকে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চকলকাল ইন্দ্র ভোগ করিয়াছিলেন; অনন্তর সর্কৈশ্বর্য্য-সমবিত্ত ও জাতিশ্রয় হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অত্যাংকুষ্ঠ ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করেন এবং পরে সেই বিষ্ণু-পরায়ণ মহাভাগ ভদ্রমতি নিকাম-হৃদয়ে হস্তিহীন বিপ্রদিগকে ভূমি দান করার ভগবান্ বিষ্ণু

তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্য প্রদানপূর্ব্বক পরিণামে কোটিবংশের সহিত মোক্ষপদ প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব হে দৈত্যপতে! তুমি সর্ব্বদ্বন্দ্বিত, আমি মোক্ষের জন্য উপস্থিত করিব; তুমি আমার ত্রিপাদ ভূমি প্রদান কর।” বামনবাক্য-শ্রবণে বিরোচনাস্বজ বলি হৃষ্ট হইয়া পৃথিবী দান করিবার বামনায় জলপূর্ণ কলস গ্রহণ করিল, কিঞ্চিৎ শুক্রাচার্য্য তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিলেন। তখন সর্ব্ববাপী ভগবান্ বিষ্ণু শুক্রাচার্য্যকে জলপাত্রে রক্ষাবরক জানিয়া তাহার বারদেশে হস্তস্থিত কুশাঞ্জ প্রবেশ করাইবা মাত্র তাহা কোটিসূর্য্য-সমপ্রভ অমোঘ ব্রহ্মাস্বরূপ ধারণ করিয়া শুক্রাচার্য্যের এক চক্ষু নাশ করিলে, তিনি শূর অসুরগণকে অভিলম্পাত করিলেন যে, ‘ভোমরাও আমার স্তায় এক চক্ষে দর্শন করিবে’ এই বলিয়া শত্রু-সম্মিত কুশাঞ্জ চক্ষু হইতে উন্মোচন করিলেন। এ দিকে বলিরাজ, অমিতপ্রভাষ বিখ্যাতা মহাবিকু বামনদেবকে ত্রিপাদভূমি দান করিলামাত্র তিনিও আত্ম-ভবন কলেবর বৃদ্ধি করিয়া দুই পদে অসীম পৃথিবী ও অপর পদে ব্রহ্মকটাহ পর্য্যন্ত গ্রাস করিলেন। অনন্তর তাঁহার চরণাস্পৃষ্ঠ-তাড়নে ব্রহ্মাও বিধা বিভক্ত হওয়ার, উদ্ধার হইতে ব্রহ্মাও-বাহুস্থিত মলিনরাশি বহুধারে আমিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন সেই লোকপাশম নির্ম্মল ব্রহ্মাও-বাহুমলিন ধারারূপে বিহুপদ ঘোড় করত ব্রহ্মাদি দেবগণকে পবিত্র করিয়া এবং সপ্তর্ষি কর্তৃক সেবিত হইয়া সূর্য্যকিরণে পতিত হইতে লাগিল। তৎকালে, ব্রহ্মাদি সুরগণ, ঋষিগণ ও মনুগণ এই অভূত ব্যাপার সম্বন্ধে করিয়া আনন্দিতাত্তঃকরণে ভগবান্কে স্তুব করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—“হে সনাতন! হে জগন্নাথ! আপনি পরমেশ্বর, পরাশ্রয়ী ও পরাংপর। আপনার রূপ শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং আপনার কর্ম্ম সর্ব্বত্র অব্যাহত। আপনি স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপ, অথচ আপনার মন ও প্রাণ ব্রহ্মেই আশ্রিত। আপনি প্রমাণাভীত ও পরমানন্দস্বরূপ, অতএব আপনাকে মমঙ্কার। সর্ব্বত্র আপনার চক্ষুঃ বাহ ও মস্তক বিরাজমান এবং এরূপ [হাম মাই, যে স্থানে আপনি গমন না করিয়া থাকেন; একান্ত আমরা আপনাকে পুনঃপুন প্রণাম করিতেছি।” ভগবান্ কমলাকান্ত মহাবিকু ব্রহ্মাদি দেবগণের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য-শ্রবণে হাস্ত করত তাঁহাদিগকে স্ব স্ব পদ ও অস্ত্রপ্রদান পূর্ব্বক বিরোচনাস্বজ বলিরাজকে বন্ধন করিয়া নিবাসার্থ তাহাকে ভোগবহন রসাতল প্রদান করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,— হে সূত! ভগবান্ মহাবিকু, সর্পভয়াকুল রসাতল মধ্যে বলিরাজের কিপ্রকার ভোজ্য হির করিলেন? সূত কহিলেন,—যে ব্যক্তি, অমলমধো মস্তব্যভীত বৃতাহতি, কিংবা অপাত্রে যে কোম বস্তু দান করে—তৎসমুদয়, আর অশুচি ব্যক্তির অগ্নিতে দত্ত বৃত্ত ও অশুচিকৃত যে কোম সংকার্য্যের অনুষ্ঠান, অধঃপাতজনক তৎসমস্তই তাহার ভোগ্য হইয়া থাকে। ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে বলিরাজকে ও ব্রাহ্মসম্মণকে রসাতলে প্রেরণ পূর্ব্বক সুরগণকে অত্যাশ্রম স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলেন। তৎকালে তাঁহাকে অমরগণ অর্চনা ও মহর্ষিগণ স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার গুণগানে প্রমত্ত হইলে, তিনি পুনরায় পূর্ব্ববৎ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ব্রহ্মবাদী মুনিগণ তাঁহার তাদৃশ বিচিত্র কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন পূর্ব্বক হাস্ত করত সেই পুরুষোত্তম বামনদেবকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সর্ব্বভূতাত্মক ভগবান্ বিষ্ণু, এইরূপে অংশিল

জন্মগণকে মুক্ত করত তপস্কার্থ বামনরূপে অরণ্যমধ্যে প্রস্থান করিলেন । বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা ভগবন্তী ভাগীরথী এবং বিধ-প্রভাব-সম্পন্ন; তাঁহার নামস্মরণমাত্রে জীবগণ সমুদয় পাপরাশি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি, শত শত যোজন দূরে থাকিয়াও “গঙ্গা গঙ্গা” এইরূপ উচ্চারণ করে, সে মিথিল পাপপুঞ্জ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া বিষ্ণু-লোকে পরমশুধে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হয় । দেবালয়ে বা গৃহে সমাহিতচিত্ত হইয়া এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করিলে, মহত্বে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হইয়া থাকে এবং বাহারা একাগ্রমনে ইহা ব্যাখ্যা করে, গঙ্গা ও বিষ্ণুর প্রমাদে তাহাদিগকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ঋষি কহিলেন,—হে সূত ! কিরূপ ব্যক্তিকে দান করা কর্তব্য, কিপ্রকার কালে দান করা উচিত এবং কোন্ ব্যক্তি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র ? আপনি এই সকল বিষয় আমাদিগের নিকট কীৰ্ত্তন করুন । সূত কহিলেন,—ব্রাহ্মণই সর্কস্বর্ণের পরম গুরু, অতএব ব্রাহ্মণকেই দান করা বিধেয়, তদ্ব্যতীত সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে সংসার হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন । ব্রাহ্মণ, গোপভিন্ন সকলের নিকট প্রতিগ্রহ করিতে পারেন । ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের প্রতিগ্রহের কথা কুত্ৰাপি নাই । যে ব্যক্তি দান্তিক, পুত্রহীন এবং বেদবেশী, তাহাকে দান করিলে শিফল হয় । আর ব্রাহ্মণবেশী, স্বকর্মভ্যাগী, পরদারবৃত্ত, পর-দ্রব্যাপহারী, দৈবজ্ঞব্রাহ্মণ, অসুগ্ৰাহু, কৃতঘ্ন, কপটোচারী, অযাজ্যযাজক, সন্তত প্রার্থনা-মত্ত, হিংসক, শঠ, মাংসবিভ্রমী, বেদবিভ্রমী, শ্রুতিবিভ্রমী, ধর্মবিভ্রমী, কিংবা যে ব্যক্তিষ্ট্র-পর-নীড়াকারী, তাহাদিগকে দান করিলেও কোন ফল নাই । বাহারা পাপকার্য্যে নিরত এবং সৃজনের নিকট সর্কস্বর্ণ নিষ্পনীয়, তাহাদিগের নিকট কিছুমাত্র প্রতিগ্রহ বা তাহাদিগকে কিছুমাত্র দান করিবে না । সংকর্মপরাগণ, মাণিক, বুদ্ধিহীন, বহুপরিবারাশ্রিত এবং দরিদ্র প্রোক্ত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করা সর্কস্বর্ণভাবে বিধেয় । হে বিজ্ঞগণ ! আর যে ব্যক্তি, দেবপূজা ও সংকথায় আমক্ত, যতপূর্ব্বক তাহাকে দান করিবে ; আবার সে যদি দরিদ্র হয়, তাহা হইলে, তাহাকে দান করা সর্কস্বর্ণভাবে বিধেয় ।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! পূর্বে মহাভাগ ভগীরথ, কি প্রকারে গঙ্গার শুভ-মাহাত্ম্য বিদিত হইয়াছিলেন এবং কি প্রকারেই বা তাঁহাকে আনয়ন করিয়াছিলেন ? সূত কহিলেন,—হে বিজয়মহর্ষি ! আপনারা উত্তম বিষয়ই অবগ করিতে বাসনা করিয়াছেন, কারণ, গঙ্গার মাহাত্ম্যকথা অবগ করিতে মত্ত উৎসুক থাকিলে মানবগণ পরম গতি লাভ করিয়া থাকে । হে ঋষিগণ ! এক্ষণে বলিতেছি, অবগ করুন । পূর্বে মহাত্মা মারদ, ঐ পবিত্র বিষয় যুনিবর সনৎকুমারকে কহিয়াছিলেন । ঐ পবিত্র আখ্যান অবগ করিলে নিখিল পাপরাশি তিরোভূত হয় । অধিক কি, ভগবান্ নারদ যুনি বলিয়াছেন, “উহা অবগে ব্রহ্মহত্যাকারীও পবিত্র হইয়া থাকে ।” সগরবংশধর ভগীরথ, কাহার উপদেশে কি প্রকারে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সকল বিষয় বলিতেছি, অবগ করুন । সগরবংশজাত মহারাজ ভগীরথ, মপ্তদ্বীপ-সমবিত্তা সমাগরা ধরা শাসন করিতেম । তিনি সর্ষধর্মজ, সর্ষধর্মজ, মতানিষ্ঠ, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর, দয়াদি-গুণসম্পন্ন, মত্তত সাধুগণের পক্ষপাতী, কন্দর্প ভূলা সৌন্দর্য্যশালী, চম্পের স্মায় স্মিরদর্শন, হিমাদ্রির স্মায় ধৈর্য্যাবিত, গান্ধার্য্য বর্ষভূম্য সর্ষসুলক্ষণযুক্ত, সর্ষ শাস্ত্রে পারদর্শী, সর্ষপ্রকার ঐশ্বর্য্যে বিভূষিত, সকলের আমনকর, অতিথিসেবার আমন, মত্তত বাসুদেবার্চনে মিত্ত, মহাপরাক্রমশালী, সর্ষগুণাকর এবং ঐশিগণের হিতসাধনে সর্ষদা উদ্ভাজ ছিলেন । একদা মহাশ্রাজ ধর্ম্মরাজ, ঐদৃশ বহুগুণ-সম্পন্ন সেই নৃপবর ভগীরথকে মিরীক্ষণ করিবার বাসনার সমাপত্ত হইলে, তিনি তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া ক্রিতি-ভলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন । অনন্তর ধর্ম্মরাজ, অতিথি-সংকার গ্রহণ পূর্ষক আমনে উপবিষ্ট হইলে, মহাভাগ ভগীরথ কৃতাজলি হইয়া মবিনয়ে কহিলেন,— “হে মহাভাগ ! হে সর্ষভজ্ঞ ! আজ আমি কৃতার্থ হইলাম । আমি মনুষ্য, আপনি দেবতা, সূতরাং কি প্রকারে আমি আপনার উপকার করিব ?” সগরকুলভিলক বীরবর ভগীরথ এইরূপ কহিলে, সূর্য্যভনর ধর্ম্মরাজ, তাঁহার প্রতি পরম কৃপাপরবশ হইয়া হান্ত করত কহিলেন,—“হে রাজন্ ! তুমি ত্রিলোক মধ্যে ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ, আমি তজ্জন্ত তোমার মহিত গান্ধার্য্যকার করিতে আগমম করিয়াছি জানিও । যে মানব নংপথপ্রযুক্ত এবং নিখিল ঐশিগর হিতসাধনে তৎপর, মদুগুণ-লোলুপ দেবগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন । হে ভূপতে ! ষাহার কীর্তি, নীতি ও সম্পত্তি বিরাজমান, সাধুগণ ও সমুদয় দেবগণ তাঁহার নিকট বাস করেন । হে রাজন্ ! হে মহাভাগ ! তোমার কি অদ্ভুত চরিত্র । তোমার ভূলা সর্ষভূত-হিতৈষিতা আমাদিগেরও দুর্লভ ।” ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিতে লাগিলে, বদভাংবর ভগীরথ, তাঁহাকে যথাবিধি প্রণাম পূর্ষক মত্তা অথচ মধুর বাক্যে কহিলেন,—“হে ভগবন্ । হে সূরেশ্বর । আপনি গমদর্শী এবং বর্ষধর্ম্মজ, অতএব আমি আপনাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া উদ্বিগ্ন কীর্ষম করুন । (ধর্ম্ম কি প্রকার ? কাহারাই বা ধর্ম্মশীল ? কতিবিধা বাতনা, এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে সেই বাতনা ভোগ করিতে হয় ? আর, কাহারো আপনার নিকট

সম্মাননীয় বা কাহারো দণ্ডনীয় হইয়া থাকে ? হে মহাভাগ ! আপনি আমার নিকট সবিস্তারে, এই সকল বিষয় বর্ণন করুন ।” হে রাজা কহিলেন,—“মাধু মাধু, হে মহাভাগ ! তোমার বুদ্ধি অতি নির্মল ও নমুস্কল । হে ভূপতে ! আমি এক্ষণে তোমার স্বভিজ্ঞানামুরূপ প্রকৃত ধর্মাবলম্বী বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর । যাচাতে পবিত্র লোকে বাগ করা যায়, এরূপ বহুবিধ ধর্ম এবং অসংখ্য প্রকার যাতনাত উল্লিখিত আছে । কিন্তু সে সমুদয় আমি শত বর্ষেও বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহি, এজন্ম সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! বিজগৎকে বৃত্তিদান মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত আছে, তদ্বাচ্যে তাহা যদি অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা হইলে অক্ষয় পুণ্যজনক হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কলত্রাগ্নিতে গুণযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে বৃত্তিদান পূর্বক দ্বাপন করে, তাহার পুণ্যফল অত্রণ কর । সে, পিতৃকুল ও মাতৃকুলের দ্বিকোটি পুরুষের সহিত কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া পরিণামে তাহাতেই লীন হইয়া থাকে । বহু ভূমি-রেণু বা বৃষ্টিবিদ্ধৃত, গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মদ্বাপন-কল স্বয়ং বিধাতাও গণনা করিতে পারেন না । ব্রাহ্মণই নিখিল দেবতা-স্বরূপ, সুতরাং তাহাকে জীবিকা দান করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারিবে । যে নিরন্তর বিপ্রগণের হিতকারী, তাহার অখিল যজ্ঞের, সমুদয় তীর্থস্থানের এবং নর্সপ্রকার উপোদ্যানের ফল লাভ হইয়া থাকে । অধিক কি কহিব যে মানব, ‘ব্রাহ্মণগণকে বৃত্তিদান কর’ এরূপ বাক্যও প্রয়োগ করে, সেও তাহার ভূলা ফলভোগী হয় । যে ব্যক্তি, স্বয়ং বা অন্য দ্বারা তড়াগ খনন করাইতে পারে, শত শত বর্ষেও তাহার পুণ্যফল ব্যক্ত করিতে পারি না । হে রাজন্ ! তড়াগকারী, পঞ্চকোটিকুলে পরিবৃত্ত হইয়া কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুর সহিত অবস্থান করিয়া পরে নির্লিপ্য প্রাপ্ত হয় । যে কোন পথিক, তড়াগের জল পান করিলে তড়াগকারীর নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে । হে রাজন্ ! এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই । যে ব্যক্তি, এক দিবসও ভূতলে জল রক্ষা করিতে পারে, সেও সমুদয় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শতবর্ষ স্বর্গে অবস্থিতি করে । যে মানব আপনানি সানান্যনারে তড়াগ-খননে উদাত্ত হয়, কিংবা যে তাহার উপায় উদ্ভাবন করে, তাহারও তড়াগকারীর ভূলা পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । অধিক কি, যে ব্যক্তি, তড়াগ মধ্য তটতে ত্রিভাঙ্গ-পরিমিত মূর্তিকা উত্তোলন করে, সেও কোটি কোটি পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া পঞ্চাশৎ বর্ষ স্বর্গবাসী হয় । যে মানব, ভগবান্ শঙ্কর বা নারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । সে মাতৃকুল ও পিতৃকুলের লক্ষকোটি পুরুষের সহিত কলকাল বিহুলোকে অবস্থান পূর্বক পরিণামে নির্লিপ্য মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । কাষ্ঠ-মন্দির নির্মাণ করাইলে দ্বিগুণ, ইষ্টক-মন্দিরে ত্রিগুণ, প্রস্তরময় মন্দিরে চতুর্গুণ, শিলিকাদিতে দশগুণ, তাম্র-মন্দিরে শতগুণ এবং স্বর্ণ মন্দির নির্মাণ করাইলে কোটিগুণ অধিক ফল হয় । সে ব্যক্তি দেবালয় তড়াগ বা গ্রাম পালন করে, হে মহাপতে ! সেও কর্ত্তা অপেক্ষা শতগুণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা এই সকল ধর্মকথা অনিতে ইচ্ছা করে, তাহার চিরদিনের জন্ত বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হয় । যাহারা সম্প্রতিষ্ঠীন হইয়াও ব্রাহ্ম ধর্মকার্যের অনুষ্ঠান করে কিংবা বলপূর্বক অন্য দ্বারা সম্পাদন করায়, তাহার

শতকোটি কুলে পরিগৃহ্য হইয়া বিষ্ণুর সহিত বৈকুণ্ঠধামে পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে । হে রাজন্ ! সরোবর-নির্মাণে তড়াগের অর্ধেক, কূপ-স্থাপনে তাহার অর্ধেক এবং কুল্য-স্থাপনে তড়াগ অপেক্ষায় শতগুণ অধিক পুণ্য হয় । ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি গ্রাম স্থাপন করে এবং দরিদ্র যদি একটি মাত্র গো কিংবা এক হস্ত পরিমিত ভূমি দান করিতে পারে, তাহা হইলে উভয়েরই ভূল্য ফল হয়, ইহা কথিত আছে । ধনী ব্যক্তি প্রসন্নময় এবং দরিদ্র যুগ্ম দেবগৃহ নির্মাণে সমান ফল লাভ করে । ধনাঢ্যের তড়াগ এবং দরিদ্রের কূপ প্রতিষ্ঠায় সমান ফল অভিহিত আছে । ধনবান্ বহুল প্রাণীর হিতসাধনার্থ উদ্যান স্থাপন করিলে চিরকালের জন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে, আর দরিদ্র একটিমাত্র বৃক্ষ স্থাপন করিতে পারিলে কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করিতে পারে । গো, ব্রাহ্মণ, কিংবা যে কোন প্রাণী ক্ষণকালের জন্ত সেই বৃক্ষচ্ছায়া সেবন করিলে, রোপণকারীর স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে । যাহারা উদ্যান, দেবালয়, তড়াগ অথবা গ্রাম স্থাপন করিতে পারে, ভগবান্ হরি, সেই সকল মহাভাগ্যবান্গণকে সমাদর করিয়া থাকেন । হে জনেশ্বর ! যাহারা সাধারণের উপভোগার্থ কিংবা দেবপূজার্থ পুষ্পোদ্যান স্থাপন করে, তাহাদিগের পুণ্যফল শ্রবণ কর । সেই উদ্যানে যাবৎপরিমিত পত্র ও পুষ্প উৎপন্ন হয়, উদ্যানকর্তা শতকোটিকুলের সহিত তাবৎকাল স্বর্গধামে বাস করিয়া থাকে । হে রাজন্ ! যাহারা সেই পুষ্পোদ্যানের প্রাচীর বা কটকময় বৃতি দান করে, তাহাদিগের তিনযুগ ব্রহ্মলোকে বাস হয় এবং যাহারা উদ্যানের প্রাচীর বা কটকবৃতি প্রদান করিতে পারে, তাহারা শতযুগ যথাযোগ্য স্বর্গে বাস করিয়া থাকে । হে মহাজেশ্বর ! যাহারা তুলসীবৃক্ষ রোপণ করে, তাহাদিগের পুণ্যফল বলিতেছি, শ্রবণ কর । তাহারা পিতৃ-মাতৃকুলের শতকোটি পুরুষের সহিত সার্ব শতকল্প পর্যন্ত নারায়ণ-সমীপে অবস্থান করে । যে ব্যক্তি, তুলসী-তলের মৃদিকায় উর্দ্ধপুঙ্ক রচনা করে, পরিণামে তাহার ললাটদেশে একটি চক্ষু ও মস্তকে চন্দ্রকলা বিরাজ করিয়া থাকে অর্থাৎ সে শিবই প্রাপ্ত হয় । তুলসীমূল হইতে যতগুলি ভূগ উৎপন্ন করা যায়, নিঃসন্দেহ তাবৎ-পরিমিত ব্রহ্মহত্যাপাপ বিলীন হইয়া থাকে । তুলসীবৃক্ষে অন্নমাত্র জল সেচন করিলে যতকাল চন্দ্র ও তারকারাজি বিরাজ করিবে, তাবৎকাল ক্ষীরোদধারী ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত বাস হইয়া থাকে । মানব ব্রাহ্মণকে তুলসীর কোমল পত্র দান করিলে কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় । যে ব্যক্তি মত্তত কর্ণে তুলসীপত্র এবং কণ্ঠদেশে তুলসীকাষ্ঠের মালা ধারণ করে, তাহার কোমরপ উপপাতক থাকে না । হে রাজেশ্বর ! প্রাচীর বা কটক দ্বারা তুলসীকে বেষ্টিত রাখিলে যেরূপ মহৎ পুণ্যফল হয়, তাহা শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! যত দিন ঐ কটকধারণ থাকিবে, তাবৎকাল সেই কটকদাতাও কুলত্রয়ের সহিত ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং প্রাচীরদাতা কুলত্রয়ের সহিত বিষ্ণুর নারূপা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি কোমল তুলসীপত্র দ্বারা ভগবান্ হরির চরণকমল অর্চনা করিতে পারে, কখন তাহার ব্রহ্মলোক হইতে পতন হয় না । মানব দ্বাদশী কিংবা পৌর্ণমাসী তিথিতে বিষ্ণুকে বৃক্ষ দ্বারা স্নান করাইলে অমৃতকুলের সহিত বিষ্ণুর মাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি ভগবান্ কেশবকে গ্রহ-পরিমিত বৃক্ষ দ্বারা স্নান করাইতে পারে, তাহারও অমৃতকুলের

মহিষ্ঠ বিষ্ণুর সারস্বত্যা লাভ হয়। যে মানব গ্রহপরিমিত ঘৃত দ্বারা দ্বাদশী তিথিতে নারায়ণকে স্নান করায়, হে রাজন। সে কোটিকুলের সহিত হরিসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে এবং একাদশীতিথিতেও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইলে কোটিকুলের সহিত বিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে নৃপোত্তম। একাদশী দ্বাদশী বা পৌর্ণমাসী-তিথিতে নারিকেলোদক দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে ষাটশ কল হয়, অবগ কর। হে নৃপ। সে ব্যক্তি শতজন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দ্বিশত কুলের সহিত বিষ্ণু-মহ বাসে পরমসুখে কালতিপাত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইক্ষুরসে দেবদেব কেশবকে স্নান করাইতে পারে, সেও অযুতকুলের সহিত বিষ্ণুমহাবাসে সুখী হয়। পুষ্পোদক বা গন্ধোদক দ্বারা ভক্তিপূর্বক ভগবানকে স্নান করাইলে, মানব এক যুগ স্বর্গের অধীশ্বর হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নলপুত জল দ্বারা কেশবকে স্নান করায়, সে সমুদয় পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শতবর্ষ স্বর্গে পরমসুখে কালযাপন করে। সূর্যাগ্রহণ সময়ে ভগবান বিষ্ণুকে ক্ষীর দ্বারা স্নান করাইলে, চতুর্দশ পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। (কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দশী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী, পঞ্চমী ও পূর্ণিমা, রবিবার, চন্দ্রসূর্যাগ্রহণ, মথুরা, যুগাদ্যা, ব্যতীপাত, বৈষ্ণুতি, গজাচ্ছায়া ও অর্কোদয় যোগ, সূর্য্যের সহিত পুষ্যা হস্তা বা রোহিণীনক্ষত্রের যোগ, গমির সহিত রোহিণী বা অশ্বিনী, চন্দ্র বা বুধের সহিত অশ্বিনী, ভৃগুপাত, অর্কবৈষ্ণুতি, বুধের সহিত অনুরাধা এবং চন্দ্র বা সূর্য্যের সহিত অবগাযোগ হইলে, কিংবা বৃহস্পতি হস্তানক্ষত্রে অবস্থান করিলে, অথবা বুধাষ্টমী বা ভৃগুরেবতী-সংযুক্ত বুধাষ্টমী গবিজ ও বাগ্ম্যত হইয়া ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা বিষ্ণু কিংবা শিবকে স্নান করাইলে, যে কল হয়, অবগ কর। সে, মর্ত্যধিকার যজ্ঞের কললাভ করত নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, একবিংশতি পুরুষের সহিত কলকাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে অদ্বৈতপূর্বক ঘোষিগণেরও হুল্লাস জান লাভ করিয়া, পুনরাবৃষ্টিশূন্য নির্দোষ-মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।) হে ভূপতে! সে ব্যক্তি সোমবার-যুক্ত কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দশীতে দুগ্ধ দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায়, সে শিবসাযুজ্য লাভ করে এবং সোমবারযুক্ত অষ্টমী-তিথিতেও ভক্তি-মহকারে নারিকেলজলে কিংবা কৃষ্ণপঙ্কজের চতুর্দশী ও অষ্টমীতে ঘৃত বা মধু দ্বারা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে শিব-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি সোমবারে যত্নপূর্বক পুষ্পোদক বা ফলোদক দ্বারা মহাদেবকে স্নান করায়, তাহার শতকল্প স্বর্গবাস হয়। তিলতৈল দ্বারা ভগবান কেশব বা মহেশ্বরকে স্নান করাইলে, কুলত্রয়ের সহিত তত্তৎসারস্বত্যা লাভ হইয়া থাকে। সে মানব ভক্তিভাবে ইক্ষুরসে মহেশ্বরকে স্নান করায়, সে, শতকোটি কুলের সহিত এক কল্প শিবলোকে বাস করে। হে মহাভাগ। যে পুষ্যাস্ত্রা ঘৃত বা দুগ্ধ দ্বারা শিবলিঙ্গকে স্নান করাইতে পারে, তাহার পুষ্যফল বলিতেছি, অবগ কর। সেই ভাগ্যবান মনু, অযুত জন্মার্জিত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া কোটিকুলের সহিত শিব-সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। উদ্যান দ্বাদশীতে পরম ভক্তিমহকারে দুগ্ধ দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইলে, যে কল হয়, তাহাও বলিতেছি, অবগ কর। সেই ব্যক্তি কোটিকুলের সহিত অযুত জন্মার্জিত পাপ-রাশি, হইতে নিষ্কৃতি লাভ করত নিঃসন্দেহ পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কার্তিকী পূর্ণিমাতে গ্রহপরিমিত মধু দ্বারা নারায়ণকে স্নান করাইতে পারিলে, শতকোটি কুলের সহিত

হরিকে লাভ করিয়া থাকে। মনোহর গন্ধ এবং পুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে তত্তৎসাক্ষ্য লাভ হয়। যে মানব পদ্মপুষ্প দ্বারা হরি বা হরকে পূজা করে, সে কুলত্রয়ের সহিত বৈকুণ্ঠে বাস করে। কেতকীকুম্ভ দ্বারা কেশবকে এবং ধূস্তুর পুষ্প দ্বারা শঙ্করকে অর্চনা করিলে, নিম্নলিখিত পাপপুঞ্জ হইতে বিমুক্ত হইয়া এক যুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া থাকে। হে মহাভাগ! চম্পকপুষ্পে হরিকে এবং অর্কপুষ্পে শঙ্করকে পূজা করিলে, তত্তৎসাক্ষ্য লাভ হয়। জাতিপুষ্প দ্বারা শঙ্করের এবং বন্ধুকপুষ্প দ্বারা হরির পূজা করিলে সমুদয় পাপ বিনষ্ট হয় এবং স্বর্গধামে বাস হইয়া থাকে। মানবগণ কাকোলকুম্ভে বিষ্ণুকে এবং ক্রমপুষ্পে দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চনা করিলে, তত্তৎসাক্ষ্য লাভ করিয়া থাকে। হে রাজেন্দ্র! মনোহর গ্রন্থপুষ্প কিংবা শমীপুষ্প দ্বারা নারায়ণ বা মহেশ্বরকে পূজা করিলে সর্ক্সাভীষ্ট লাভ হয়। যে ব্যক্তি চতুর্দশী তিথিতে অপামার্গপত্র দ্বারা বিশেষরূপে মহেশ্বরকে অর্চনা করে, সে শিবনাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। শঙ্কর বা বিষ্ণুকে ভক্তিপূর্বক ঘৃতসংযুক্ত স্তম্ভগুল ও ধূপ দান করিলে সমস্ত পাপ তিরোভূত হয়। ভগবান্ শঙ্কর বা বিষ্ণুকে তিলতৈলের দীপ দান করিতে পারিলে সর্ক্সপ্রকার অতীষ্ট লাভ করিতে পারা যায়। হরি বা হরের উদ্দেশে ঘৃতপ্রদীপ দান করিলে সর্ক্স পাপ হইতে মুক্ত হইয়া গঙ্গাপ্রানের ফলভাগী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শঙ্কর বা হরিকে গ্রাম্য তৈলের এবং রাজভোগ্য ঘৃতের প্রদীপ দান করে, তাহার কল অ্রবণ কর। যে সর্ক্সপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত এবং সর্ক্সার্থ্যা-সমবিত্ত হইয়া একবিংশতি পুরুষের সহিত তত্তৎসালোক্য লাভ করিয়া থাকে। জগতে বাহ্য কিছু নিজের প্রিয় বস্তু, মহেশ্বর বা বিষ্ণুকে তাহা দান করিলে চত্বারিংশৎ পুরুষের সহিত পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে ব্যক্তি আপনার প্রিয় বস্তু স্নানগঙ্গাকে দান করে, সে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহার পতন হয় না। হে ভূপতে! জগৎভাষ্যকারীও অন্নদান করিলে পবিত্র হইয়া থাকে। অন্ন ও জলদানের তুল্য দান কখন হয় নাই ও হইবেও না। যে অন্নদান করে, সকলে তাহাকে প্রাণদাতা এবং যে প্রাণদান করে, তাহাকে সর্ক্সদাতা বলিয়া থাকে। অতএব হে নৃপোত্তম! যে ব্যক্তি অন্নদান করে, তাহার মিথিল বস্তুদানের ফল হয়। সমুদয় ধর্মশাস্ত্রে প্রীত আছে যে, অন্নদান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকে, তাহার আর পতন হয় না; এই জন্যই অন্নদানের তুল্য আর দান নাই। আবার, অন্নদান অপেক্ষা তৎক্ষণাৎ তুষ্টি-কারক জলদান অধিক আদরণীয়। হে ভূপাল! উহার অদ্ভুত শক্তি অ্রবণ কর, মহাপাতকী কিংবা সর্ক্সপ্রকার পাতকযুক্ত হইলেও যদি অন্ন জল দান করে, তবে সেও পবিত্র হয়। পতিভগব বলিয়াছেন, ‘অন্ন হইতেই শরীর এবং অন্নই প্রাণ’ এ কারণ, হে পৃথিবীপতে! যে অন্নদান করে, তাহাকে প্রাণদাতা জানিবে। অন্নদান, তৎক্ষণাৎ মন্তোষজনক এবং সর্ক্সাভীষ্ট ফলপ্রদ; এ জন্য অন্নদানের সমান ফলজনক আর কিছুই নাই ও হইবেও না। অধিক কি, হে নৃপ! যে অন্নদান করে, তাহার বংশজাত সহস্র পুরুষ কণন নরকের মুখ নিরীক্ষণ করে না, এজন্য সর্ক্সপ্রকার দাতা অপেক্ষা অন্নদাতাই শ্রেষ্ঠ। হে রাজন্! যে মানব ভক্তিসহকারে অতিথিকে যথাবিধি সংস্কার পূর্বক অন্নদান করে, সে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে; অতএব সকলকে অন্নদান কর। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক অতিথির চরণধরে

তৈল মর্দন করে, তাহার গন্ধাদি মিথিল ভীর্ষে স্নানের পুণ্য হয়। হে মহারাজা ! দ্বিজগণকে তৈলাভ্যাঙ্গ করাইলে, নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গন্ধাস্নানের ফল হইয়া থাকে। হে ক্ষিতিপাল ! যে ব্যক্তি, রোগগ্রস্ত ব্রাহ্মণদিগকে রক্ষা করে, সে কোটিকুলের সহিত এক যুগ ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। হে পৃথিবীপাল ! একটী মাত্র রোগগ্রস্ত যক্ষ্মাকে রক্ষা করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে সর্ষপপ্রকারে অভীষ্ট প্রদান করেন। যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে পীড়িতকে রক্ষা করে, সে নিম্পাপ হইয়া সর্ষাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। হে মহীপাল ! ব্রাহ্মণকে বাসস্থান দান করিলে বিষ্ণুপ্রভৃতি অখিল দেবতা প্রসন্ন হন। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দুগ্ধবন্তী ঘেহু দান করে, সে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে, আর তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। হে মহীপতে ! অশ্বের নিকট প্রতিগ্রহ পূর্বক গোদান করিলেও যে প্রকার ফল হয়, পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। যে ব্যক্তি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে পুরস্বিনী কপিলী ঘেহু দান করিতে পারে, সে মিথিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধ্যাত্মবিৎ বিধিকে উভয়মুখী গো দান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা শতবর্ষেও ব্যক্ত করিতে অক্ষম। হে ভূপ ! যে ব্যক্তি বিহ্বলচিত্ত মানব-গণকে অভয় প্রদান করে, কোন্ পণ্ডিত তাহার পুণ্যফল বর্ণন করিতে পারেন ? একদিকে প্রভূতদক্ষিণাপূর্ণ মিথিল যজ্ঞ ও একদিকে ভীত ব্যক্তির আশ্রয়, এ উভয়ই সমান। হে মহীপাল ! যে মানব, বিধিকে রক্ষা করিতে পারে, সে যে সম্পূর্ণ শতবর্ষকৃত গন্ধা-স্নানের ফলভোগী হয়, তাহাতে আর কিছু মাত্র সংশয় নাই। হে রাজন্ ! যে ব্যক্তি, ভীতকে অভয় দান করে, সে নিঃসন্দেহ বিষ্ণুর প্রাপ্ত হয়, এইজন্তই অভয়-প্রদান, সর্ষ-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। ব্রহ্মদাতা ব্রহ্মলোকে, কণ্ঠাদাতা ব্রহ্মলোকে এবং স্বর্ণদাতা সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, কণ্ঠকে মানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া অধ্যাত্মবিৎ-ব্রাহ্মণ-করে সমর্পণ করিতে পারে, সে শতবংশ-সমায়ুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি করে। হে ভূপতে ! যে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মহাদেবের ত্রীতীর্থে দুধ উৎসর্গ করে, তাহার পুণ্যফল অবগণ কর। সে, সপ্ত-জন্মার্জিত পাপরাশি হইতে নিমুক্ত হইয়া শিবরূপ ধারণ পূর্বক সপ্ততিকুলের সহিত শিবসহ বাসে পরমানন্দে কালান্তিগাত করিয়া থাকে। হে রাজন্ ! ত্রিশূলান্তিত মহিষ উৎসর্গ করিলে নরক দর্শন করিতে হয় না। হে নৃপসত্তম ! যে ব্যক্তি, ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণকে তাম্বুল দান করে, ভগবান্ বিষ্ণু তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ঐশ্বর্য্য দান করিয়া থাকেন। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত বা মধু দান করিলে দেব পরিমাণে এক যুগ সুখে স্বর্গবাগ করা যায়। হে নৃপোত্তম ! যাম্বব ইক্ষু দান করিলে চক্ষুলোক, গন্ধ পুষ্প বা ফল দান করিলে ব্রহ্মলোক, ইক্ষুরস বা শুড় দান করিলে ক্ষীরমাগর, মঠ বা জল দান করিলে অমৃতম সূর্যালোক এবং বিদ্যাদান করিলে মাযুক্তা লাভ হইয়া থাকে, কারণ বিদ্যাদান অতিদীনের মধ্যে পরিগণিত। বিদ্যাদান মহাদান এবং গোদান উত্তম হইতেও উত্তম। পণ্ডিতগণ গো, ভূমি ও বিদ্যাদানকে অতিদাম বলিয়া নির্দেশ করেন। যদিচ এই ত্রিবিধ দানেই নরক মিথারণ হয় বটে, কিন্তু তথাপি বিদ্যাদান

শ্রেষ্ঠ । হে পরম্পর ! জ্ঞানদানে মাযুজ্য লাভ করা যায় এবং সভ্যদান, অক্রোধ ও সরলতা এই তিনই যুক্তিসাধক বলিয়া অভিহিত আছে । ধাত্ত দান করিলে মানব সমুদয় উপ-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকে । মানব, কোটি-ব্রহ্মাণ্ড দানে যে ফল লাভ করিতে পারে, এক শিবলিঙ্গ প্রদানে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং শালগ্রামশিলা দান করিলে তদপেক্ষা দ্বিগুণ ফল হয়, কারণ, ভগবান্ বিষ্ণুই নিঃসন্দেহ শালগ্রামশিলারূপে বিরাজ করিতেছেন । যে ব্যক্তি, যতযুক্ত প্রদীপ দান করে, সে সম্পূর্ণ গঙ্গাপ্রাণের ফলভাগী হইয়া থাকে । হে নৃপোত্তম ! রত্নযুক্ত স্তূৰ্ণ দান করিলে পরম মুক্তি লাভ হয়, কারণ, উহা মহাদানের মধ্যে পরিগণিত এবং মানিক্য দান করিলেও পরম মোক্ষপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে । হে ভূপতে ! হীরক দানে ধ্রুবলোকে, বিষ্ণুদানে সুরলোকে, মৌক্তিকদানে চন্দ্রলোকে এবং বৈদূর্য্য বা পদ্মরাগ মণিদানে রুদ্রলোকে বাস হয় । যে মানব, অলঙ্কার দান করে, সে সর্ব্বত্র স্মৃতি লাভ করিয়া থাকে এবং যে যান দান করে, সে, সর্ব্বদা বিমানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে পারে । গোগণকে তৃণ দান করিলে অত্যাশ্রিত রুদ্রলোক এবং মহিষ বা লবণ দান করিলে বরুণ-লোকে বাস হয় । বাহারা, আশ্রমোচিত আচারে নিরত, স্বীয় কৰ্ত্তব্যপালনে তৎপর এবং দস্ত ও অসুশ্রীশূন্ত, তাহারাব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যে সকল ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত সত্বপদেশ দানে আনন্দচিত্ত, রাগদেবাদিশূন্ত এবং হরি-চরণার্চনে নিরত, তাহা-দিগেরও ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় । বাহারা সর্ব্বভূতহিতে রত ও পরমিতা-বিমুখ এবং সাধু-মহ-বাসে বাহাদিগের অপার আমন্দ, তাহাদিগকে যমান্ন দর্শন করিতে হয় না । আর, বাহাদিগের চিত্ত পরম্পরগত্রে কুণ্ঠিত এবং গো-ব্রাহ্মণের হিতসাধনে উৎসুক, তাহারাও কখন যমপুরী মিরীক্ষণ করে না । বাহারা জিতেজ্জির, জিতাহার, গোগণের প্রতি সদ্যবহার-সম্পন্ন এবং বিপ্রগণের হিতকারী, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে সকল ব্যক্তি, অগ্নি, ঋক ও যজুগণের শুশ্রূষাকারী, তাহাদিগকে যম-বাতনা ভোগ করিতে হয় না । বাহারা সর্ব্বদা দেবভার্চনে নিরত, হরিনাম-রূপে আনন্দ এবং প্রতিগ্রহ-পরাজ্ঞ, তাহারাও পরম পদ লাভ করে । বাহারা অনাথ বিধবকুলোৎপন্ন মৃত ব্যক্তির দাহ করে, সেই সকল নরোত্তমগণ মহত্ব মহত্ব অশ্রমেণ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হে মনুজেশ্বর ! যে ব্যক্তি পত্র, পুষ্প, ফল বা জল দ্বারা পূজাবিহীন শিবলিঙ্গের অর্চনা করিতে পারে, তাহার পুণ্যফল অশ্রয় কর । হে জনাধিপ ! যৎসামান্ত জল দ্বারা অর্চনাশূন্ত শিবলিঙ্গকে স্নান করাইলে লক্ষ লক্ষ অশ্রমেণ যজ্ঞের অত্যাশ্রিত ফল লাভ করা যায় এবং পত্র বা পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে মানব সহস্রগুণিত অশ্রমেণ যজ্ঞের পুণ্যফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর যে ব্যক্তি, ভোজ্য ভক্ষ্য কিংবা ফল দ্বারা পূজা করে, তাহার শিবমাযুজ্য লাভ হয়, পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না । হে সূর্য্যকুলকুমার ! পূজা-বিহীন বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করিলে যেহেতু ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । যে ব্যক্তি, কেবলমাত্র জল দ্বারা পূজা করে, সে মণ্ডতি-কুলের সহিত বিষ্ণুর সালোকা ; যে পত্র, পুষ্প বা ফল দ্বারা অর্চনা করে, সে দ্বিশত-কুলের সহিত বিষ্ণুর সারূপ্য এবং যে ভক্ষ্য-ভোজ্যাদি দ্বারা গ্রহণ বিষ্ণু-মূর্ত্তির পূজা করে, সে অযুত

কুলের সহিত মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, ভগ্ন শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু-মূর্তি কিংবা শিব-মন্দির অথবা বিষ্ণুমন্দিরের পুন্নিবাস সংস্কার করে, সেই ভাগ্যবান পুরুষ, ত্রিকূলের সহিত শতজন্মার্জিত পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কলকাল পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে অবস্থান-পূর্ব্বক নির্মাণ লাভ করিয়া থাকে । হে রাজন ! দেবালয় সম্ভার করিলে, যে ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে নৃপ ! যতগুলি ধূলিকণা সম্ভার করিলে, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুলোকে পরম সুখে অবস্থিতি করা যায় । হে রাজন ! গোচর্ম্ম-মেচনোপযোগী জল দ্বারা বিষ্ণুমন্দির ধৌত করিলে, যতগুলি বালুকাকণা প্রবীড়িত হয়, হে জনৈশ্বর ! তাবৎ-জন্মার্জিত পাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, গন্ধোদক দ্বারা ভক্তি-সহকারে দেবালয় সিক্ত করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । হে মনুজৈশ্বর ! যতগুলি ধূলি জলসিক্ত হয়, সে, তাবৎ-পরিমিত সহস্র সহস্র কল্প বিষ্ণুর সারপা লাভ করিয়া থাকে । মানব, ধাতু-বিকার বা মৃত্তিকা দ্বারা দেবতারতন নির্মাণ করিলে কুলধরের সহিত সুখে বৈকুণ্ঠে বাস করে । হে নৃপ ! যে ব্যক্তি শিলাচূর্ণ দ্বারা দেবতারতনে স্বস্তিকাদি রচনা করে, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর । হে সূর্য্যকুলজিতক ! স্বস্তিকাদি নির্মাণকালে যতগুলি ধূলিকণা ভূতলে পতিত হয়, সে, তাবৎ যুগ-সহস্র হরি-সারপা লাভ করিয়া থাকে । শালিপিষ্টাদি দ্বারা দীপ রচনাপূর্ব্বক দেবালয়ে দান করিলে, যে ফল হয়, শতবর্ষেও তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ । যে ব্যক্তি, ভগ্নবাসু শঙ্কর বা বাসুদেব উদ্দেশে অথবা দীপ দান করে, তাহার প্রতিদিন অখমেধ যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে । হে নৃপ ! অর্চিত শঙ্কর বা বিষ্ণুকে নিরীক্ষণপূর্ব্বক প্রণাম করিলে, শতবর্ষ বিষ্ণুলোকে বাস হয় । হে মনুজৈশ্বর ! যে ব্যক্তি, বিষ্ণুকে বারত্স প্রদক্ষিণ করে, সে নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবেন্দ্র লাভ করিয়া থাকে । পরমাত্মা বিষ্ণুকে অথবা প্রদক্ষিণ করিলে, একবারেই সম্পূর্ণ অখমেধের ফল হয় । বামাবর্ত্ত ও দক্ষিণাবর্ত্তে শঙ্করকে প্রদক্ষিণ করিলে, যে ফল হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । হে রাজন ! একবার প্রদক্ষিণে ব্রহ্মহত্যাপাপ বিনষ্ট হয়, দুই বারে রাজহ এবং তিন বারে চক্ষুসম্পদ লাভ হইয়া থাকে । মানব, মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে মোক্ষসূত্র লজ্জন করিবে না । উহা লজ্জন করা নিতান্ত অকর্তব্য বলিয়া একবার লজ্জনে, তিন অযুতবার লজ্জন করা হয় । মঙ্গলময় জগন্নাথ নারায়ণকে স্তুতিবাদ করিলে, নিখিল মনোবাঞ্ছিত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে । হে ভূপতে ! যে ব্যক্তি, ভক্তি-সহকারে দেবতারতনে নৃত্য বা গীত করে, তাহার ফল শ্রবণ কর । সেই গীতকারী, কলকাল পর্য্যন্ত গন্ধর্বাধিপত্য এবং নৃত্যকারী ইন্দ্রের গণাধিপত্য লাভ করিয়া পরিণামে অষ্টকূলের সহিত মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাহারা দেবতারতনে মূখবাদ্য করে, তাহারা শতবিমানের অধীশ্বর হইয়া, কলকাল পর্য্যন্ত স্বর্গবাণী হয় এবং বাহারা করবাদ্য করে, তাহারা সমুদ্র পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যুগযুগ বিমানের অধীশ্বর হইয়া থাকে । দেবতারতনে ঘণ্টাধ্বনি করিলে, যে ফল হয়, এই জগতে কেহ পণ্ডিত তাহা বর্ণন করিতে পারেন না । মৃত্তিকা, ধাতু-বিকার বা গোময়াদি দ্বারা দেবালয় লেপন করিলে, বিমানাধিপতি হয় । ভেরী, মৃদঙ্গ, পটহ, ডিভিস ও বিষাদি বাদ্য দ্বারা দেবাধিদেবকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে, যেকোন ফল

হয়, তাহা শ্রবণ কর । শত শত দেবান্দ্রনার সহিত মিলিত হইয়া, মৰ্কলোকে মৰ্ক কৰ্ম সম্পাদনপূৰ্ণক পঞ্চকল্প পরম সুখে কালান্তিপাত হইয়া থাকে । হে রাজন্ ! যে মানব, দেবভায়তনে শঙ্কধ্বনি করে, সে, অবিল পাপরাশি অতিক্রম করিয়া, ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সহিত সুখে কালক্ষেপ করিয়া থাকে । দেবভায়তনে কাহলাদি বাদ্য করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হইয়া মানব, স্বর্গাবিপত্তা লাভ করে । সে বাক্তি, বিষ্ণুগৃহে কব-তালাদি কাংক্ষ্যবাদ্য করিতে পারে, তাহার যেকল্প ফল হয়, বলিতেছি, শ্রবণ কর । সে, মৰ্কধকার পাপ হইতে বিমুক্ত, শত শত বিমামের অধিপতি এবং গন্ধৰ্বগণ কর্তৃক স্তুত-মান হইয়া ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকে । হে রাজেন্দ্র ! ইত্যাদি শত শত মহত্ব মহত্ব কত মহা-ধর্মই যে কথিত আছে, তাহা কেহই সম্যাকরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হয় না । হে রাজন্ ! যিনি, মৰ্কভুক্ত, কামরূপী ও নিরঞ্জন্ এবং যিনি, নিখিল ধর্মের ফলদাতা ; যে দেবাধিদেব চক্রীকে শ্রবণ করিবারাত্র সমুদয় কার্য্য সকল হয় ; সদাচারমণ্ডিত মানবগণ, প্রতিনিয়ত যাহাকে ভদ্র মধো দিত্তা করিয়া থাকে ; যাহাকে শ্রবণ করিবারাত্র সমুদয় ক্রেশ বিদূরিত হইয়া যায় এবং যিনি অখিল ম-কর্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন, হে ভূপতে ! সেই অখিনাশী অনন্ত পরমাত্মা বিষ্ণু, সমুদয় ধর্ম ও সমুদয় কর্ম এবং তিনিই কর্মফল-ভোক্তা । বস্তুতঃ যাবতীর কার্য্য ও কারণ, সকলই বিষ্ণু, এ জগতে বিষ্ণু ভিন্ন আর কিছুই নাই ।”

অষোদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দশ অধ্যায় ।

কাল কহিলেন,—“এক্ষণে পাপবিশেষ এবং স্থল স্থল ভীত নরক-যন্ত্রণার বিষয় ও যে সকল দ্রাব্য নরকাগ্নিতে নিরন্তর অসীম ক্রেশ ভোগ করিয়া থাকে, তাহাদিগের বিষয় কীৰ্ত্তন করিতেছি, ধৈর্য্যাবলম্বন পূৰ্ণক শ্রবণ কর ; কারণ নরক অতি ভয়ঙ্কর স্থান । ওপন, বালুকাকূড়, রোরব, মহারোরব, কুন্তীপাক, নিরুচ্ছুস, কালসূত্র, প্রমর্দন, ভীষণ অমিষজ্বলন, লালাতক্ষা, হিমোৎকট, মূষাবস্থা, বসাকূপ, বৈতরণী নদী, ষড়ক্ষা, মূত্রপান, পুরীষহুদ, তপ্তশূল, তপ্তশিলা, শাল্মলীক্রম, শোণিতকূপ এবং যে স্থানে কেবল-মাত্র শোণিত ভোজন করিতে হয়, তাদৃশ শোণিতভোজন প্রভৃতি ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ নামাবিধ নরক আছে এবং কোন নরকে স্বমাংস ভোজন, কোন স্থানে বহিঃস্থান মধো প্রবেশ, কোন নরকে নিরন্তর শিলাঘটি, কোন নরকে শস্ত্রঘটি ও কোথাও বা সতত বহিঃস্থি ভোগ করিতে হয় । কোন নরক, অসহ ক্রেশপ্রদ ক্ষার-বারি ও কোন নরক উষ্ণবারিতে পরিপূর্ণ । কোন নরকে গলিত-লৌহ ভক্ষণ, কোন নরকে অধোলম্বিত-মস্তকে শরীর শোষণ ও কোন নরকে অত্যাচ্চ শৈলশিখর হইতে পতন হইয়া থাকে । এতত্ত্বিন্ন বহুবিধ পাবণযন্ত্র আছে, যাহাতে পানী সকল অশেষ ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং কোন নরকে কৃমিভোজন, কোন স্থানে ক্ষারামুপান ও তদ্ব্যধো ভ্রমণ করিতে হয় । কোথায়ও ক্রকচাঘাতে পাতকীর

দেহ খণ্ড খণ্ড হইতেছে । কোথায়ও পুরীষভোজন, কোথায়ও পুরীষলেপন, কোথায়ও অমহনীর রেতঃপান ও কোথায় বা অঙ্গার মধ্যে শয়ন করিতে হয় । কোম নরকে ঘম-কিঙ্করগণ পাণীর সমুদয় দেহসন্ধি দক্ষ ও কোথায়ও বা মূষলাঘাতে সমুদয় দেহ চূর্ণ করিতেছে । ভক্তির নিদাক্ষণ যন্ত্রণাদারক বহুবিধ কাষ্ঠযন্ত্র আছে এবং কোন স্থানে ঘমদূষণ পাণীর দেহ ছেদন ও কোন স্থানে কষণ করিতেছে, কোথায়ও পাতকী সকল একবার পড়িতেছে একবার উঠিতেছে, কোথায়ও গদাঘণাদি দ্বারা তাড়িত, কোথায়ও হস্তিদন্ত-প্রহারে জর্জরিত ও কোথায়ও বা নানাবিধ মর্পদংশনে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে । ক্ষারায়ু-নেচন নামক নরকে পাণিগণের মূষ ও নাসিকারন্ধ্রে সত্তত ক্ষারবারি সিক্ত হয় । কোম নরকে ক্ষারায়ুপান, কোন নরকে লবণ ভক্ষণ, কোন নরকে স্নায়ু ছেদন, কোন নরকে স্নায়ু বন্ধন ও কোন নরকে অস্থি ছেদন হইয়া থাকে । কোথায়ও কর্ণরন্ধ্রে মধ্যে নিরন্তর ক্ষারজল প্রবেশ করার পাণীর ক্রেশের পরিমীমা নাই । কোথায়ও পাণিগণ মাংসভোজন, কোথায়ও পিত্তপান, কোথায়ও শ্লেষ্মভোজন, কোথায়ও পামাণধারণ ও কোথায়ও বা কর্ণকোপরি শয়ন করিতেছে । কোন নরকে বৃক্ষাগ্র চর্চিতে পতিত, কোন নরকে নিমগ্ন, কোন নরকে পিপীলিকাগণ কর্তৃক দষ্ট ও কোন নরকে পাণিগণকে বৃত্তিকগণ কর্তৃক পীড়িত হইতে হয় । ব্রাহ্মপীড়া নামক নরকে পাণী সকল বাত্ৰভক্ষিত, শিবাপীড়া নামক নরকে শৃগালভক্ষিত এবং মহিষপীড়ন নরকে মহিষ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে । কোন নরকে দুর্গাক্ষয় কর্দম মধ্যে শয়ন, কোম নরকে অঙ্গ-শব্দের উপর অবস্থান, কোন নরকে মহাতীক্ষ-বস্ত্র-নিচয়ের সংসর্গণ, কোন নরকে অত্যাশ তৈল পান, কোথায়ও ভীষণ কটুদ্রব্য ভক্ষণ, কোন স্থানে কষারোদক পান, কোন স্থানে উত্তপ্ত পামাণ ভক্ষণ, কোথায়ও অত্যাশ বালুকা মধ্যে অবগাহন, কোথায়ও দৃষ্ট উৎপাটন, কোন নরকে তপ্তলৌহ মধ্যে শয়ন, কোন নরকে উত্তপ্ত ও কখন অতি শীতল জলসেচ, কোন নরকে নেত্র ও যজ্ঞাগ্নি মূষসন্ধিহানে সূচী-প্রক্ষেপ এবং কোমও নরকে পাতকীদিগের শিশি ও অণু মধ্যে লৌহভার বন্ধন করা হয় । হে মহাভাগ ! ইত্যাদি কোটি কোটি যাতনা আছে, আমি সহস্র বৎসরেও তাহা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি । হে ক্ষিতিপাল ! যে পাতকীকে, যে পাপে, যে যজ্ঞা, ভোগ করিতে হয়, এক্ষণে তদ্বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর । যাহারা ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, স্তবর্ণাপহরণ কিংবা গুরুপত্নী-সমন করে, তাহারা এবং তাহাদিগের সংসর্গকারীরা মহাপাতকী । যে ব্যক্তি পণ্ডিত-ভেদ, বৃথাপাক, ব্রাহ্মণনিন্দা, গুরুজনকে অবজ্ঞা বা বেদ বিক্রয় করে, তাহারাও ব্রহ্মহত্যা-পাপে লিপ্ত হয় । যে মানব, ধনাদি দান করিব বলিয়া কোন ব্রাহ্মণকে আহ্বান পূর্বক “নাই” বলিয়া প্রত্যাখ্যান করে ; যে দুঃখিত, যাহার নিকট ধর্ম বিষয় পরি-জ্ঞাত হয়, পরে তাহাকেই আবার ধর্ম কিংবা অবমাননা করিয়া থাকে ; যে পাপাক্রা, পিপাসার্ত হইয়া জলপানার্থে ধাবমান গোপগণের জলপান বিষয়ে বিঘ্ন উৎপাদন করে ; যে ব্যক্তি স্নান বা ভোজনার্থে ধাবমান ব্রাহ্মণের বিগতর্তী হয় ; যে নগাধম, শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়া শাস্ত্রার্থ বাধা করে ; যে মর্সদা অহঙ্কার-পরায়ণ ; যে ব্যক্তি শাস্ত্র না জানিয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দান, চিকিৎসা, জ্যোতিষগণনা বা ধর্মনির্ঘর করে ; যে মানব, বিদ্যাভি-মান বা প্রথর্ব্যমণ্ডে মগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণগণকে তিরস্কার করে ; যে ব্যক্তি, সত্তত পরনিন্দা

আত্মশ্রী, মিথ্যাকথন, অস্ত্রের উদ্বেগকর কার্য, অস্ত্রের প্রতি কপটতা, দাস্তিকতা, মর্সদা প্রতিগ্রহ, প্রাণিবধ কিংবা অধর্ম বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকে ; পণ্ডিতগণ, ভাষ্যাদিগকেও ব্রহ্মধাতী বলিয়াছেন । হে নৃপ ! এইরূপ বহুবিধ পাপ, ব্রহ্মহত্যার সমান বলিয়া কথিত আছে । এক্ষণে সংক্ষেপে মদ্যপানের তুল্য যে সকল পাপ, তাহার উল্লেখ করিতেছি । বহুজনস্পৃষ্ট অন্ন এবং বেষ্ঠা বা পতিত ব্যক্তির অন্ন ভক্ষণ করিলে মদ্যপানের সমান পাতক হইয়া থাকে । সন্ধ্যোপাসনাদি পরিত্যাগ, দেবল ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজন কিংবা মদ্যপানকারিণী রমণীর সংসর্গ করিলেও মামবকে মদ্যপানের পাতকে লিপ্ত হইতে হয় । যে ব্রাহ্মণ, শূদ্রকর্তৃক নিমন্ত্রিত কিংবা আদিষ্ট হইয়া ভোজন করে, সে মদ্যপায়ীর মতো পরিগণিত, তাহার কোনরূপ বর্ণানুষ্ঠানে অধিকার থাকে না । হে রাজন্ ! এই প্রকার বিবিধ পাপ সুরাপান-পাপের তুল্য ; সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের মদুশ পাপ সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি ;—কন্দ (মূলবিশেষ), ফল, মূল, মৃগনাভি, পটুবস্ত্র এবং রত্ন-অপহরণ পাপ, সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য * । শুবাক, হৃদ্ধ, চন্দন এবং কপূর অপহরণ-পাপ সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । তাম্র, লৌহ, রাঙা, কাংস, ঘৃত, মধু এবং সুগন্ধি দ্রব্য অপহরণ-পাপ সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । রস দ্রব্য, ধাতু এবং রুদ্রাক্ষ হরণ-পাপও সূৰ্য্যস্কন্দ-পাপের তুল্য । বিমাতৃ-গমন-পাপের তুল্য পাপ সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি ;—ভগিনী-গমন, পুত্রপত্নী-গমন (ক) এবং রজস্বলাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য । ভাতৃভ্রাতৃ-গমন, বন্ধুপত্নী-গমন এবং বিধবাস্থাগমন, বিমাতৃ-গমনের তুল্য । যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম না করা, কল্যাণগমন (খ), অজ্ঞানগমন, সুরাপায়িণী স্ত্রীতে উপগমন (গ) এবং পরদার-গমন (ঘ) বিমাতৃগমনের তুল্য । বেদের প্রতি অন্ধাধীনতাও বিমাতৃগমনের তুল্য । প্রাক্ত তর্পণ যে না করে, ধর্ম কর্ম সাহার বিলুপ্ত এবং যতিনিম্মক ব্যক্তিও বিমাতৃগামীদের অন্তর্গত জামিবে । হে রাজন্ ! ইত্যাদি পাপ মহাপাতক নামে † অভিহিত ; এতদ্ব্যতীত যে কোন পাপে পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সংসর্গ ‡ যে, সে ব্যক্তিও মূলপায়ীর তুল্য হইবে । শ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ, প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠান দ্বারা যে কোন পাপেরই নিকৃতি শাস্ত্রে দেখাইয়া ছেন, অথবা বেদে দেখিয়াছেন । হে ভূপতে ! যে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই এবং উক্ত সমগ্র পাপের দ্বারা মহানরক-প্রদ, তৎসমস্তও কীর্তন করিতেছি । যে ব্যক্তি শূদ্র-পুঞ্জিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে ॥ প্রণাম করে, বহু অযুত প্রায়শ্চিত্তও তাহার নিকৃতি নাই । যে ব্যক্তি শূদ্র-স্পৃষ্ট শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, চন্দ্র ও তারকারাজির যতকাল স্থিতি, ততকাল সে মর্সবিধ নরক-যাতনা প্রাপ্ত হয় । হে রাজন্ ! কি বেদবেত্তা এবং কি মর্সশাস্ত্রার্থবেত্তা সকলেই পাবনপুঞ্জিত শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিলে পাবনতা প্রাপ্ত

* মর্সজই বিবেচনা অনুসারে পরিমাণ-কল্পনা করিতে হইবে ।

(ক), (খ) (গ) এবং (ঘ) মূল-বিশেষে বিমাতৃগমনের তুল্য ।

† মহাপাতকের মদুশ বলিয়া অনুপাতকও মহাপাতকের মতোই পরিগণিত হইল ।

‡ সংসর্গ-বিচার প্রায়শ্চিত্তবিশেষে দ্রষ্টব্য ।

॥ শালপ্রণাম শিলা ।

হয় । যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে বন্ধান্ত পর্য্যন্ত কোটি পুরুষের সহিত রৌরব নরকে বাস করে । মদ্রবেড়গণ, যথাবিধানে লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা অবধি, ঐ প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গ স্ত্রী শূদ্রে স্পর্শ করিবে না । হে জননাথ ! স্ত্রী, শূদ্র এবং অশূপনীত বালকে, শিবলিঙ্গ ও নারায়ণ স্পর্শে অধিকারী নহে । হে রাজশ্রেষ্ঠ ! আশ্রমাচার-বর্জিত ব্যক্তিগণের পূজিত শিবলিঙ্গ ও নারায়ণের পূজা স্বপ্নেও কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি শূদ্রসংস্কৃত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করে, সে ইহলোকেও অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে, পরলোকে ত করেই । আতীর জাতির পূজিত শিবলিঙ্গ বা নারায়ণকে প্রণাম করিলে একেবারেই বিনাশ হয়, অথবা বহু বাক্য-প্রয়োনে প্রয়োজন কি ? স্ত্রী, শূদ্র, অশূপনীত এবং পতিত ব্যক্তি শিবলিঙ্গ বা নারায়ণ স্পর্শ করিলে, নরক ভোগ করে । ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে কখন নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু সে ব্রাহ্মণ-দেষক, তাহার নিষ্কৃতি কখন নাই । হে জননাথ ! বিধামঘাতক, কুতর এবং শূদ্র-রমণী-সংসর্গকারীর কোথাও নিষ্কৃতি নাই । যাহাদের শূরীর শূদ্রায়ে পৃষ্ঠ, বেদনিন্দা করাই যাহাদের স্বভাব এবং গুরুনিন্দার যাহারা তৎপর, তাহাদের নিষ্কৃতি নাই-ই । যাহারা শিব-নিন্দাপরায়ণ, বিষ্ণুনিন্দা করা যাহাদের স্বভাব এবং যাহারা সাধু কথার নিন্দক, তাহাদের ইহ-পরকালে নিস্তার নাই । যে দ্বিজ, অতি বিপদেও বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করে, বহুশত প্রায়শ্চিত্তেও তাহার নিষ্কৃতি নাই । বৌদ্ধগণ পাবণী ;—যেহেতু তাহারা বেদনিন্দক । বেদে যদি ভক্তি থাকে ত দ্বিজ, তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিবেম না । দ্বিজ, জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ বৌদ্ধগৃহে প্রবেশ করিলেই পাপী হয় । তবে জ্ঞানতঃ প্রবেশকারীর আর পাপ হইতে নিষ্কৃতি নাই, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত । পাপ-বাহন্য প্রযুক্ত এই সব পাপী বহু কোটি কল্প নরক ভোগ করে এবং ইহারাই পাবণী নামে অভিহিত, সুতরাং ইহাদের নিষ্কৃতি নাই । হে প্রভাবশালিন্ ! প্রায়শ্চিত্ত-শূন্য যে সব পাপের বিষয় কীর্তন করিলাম, তৎসংপাতে যে নরকভোগ হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর । এই সকল পাপে পাপীরা বহু সহস্রকোটি কল্প এবং বহু শতকোটি-কল্প, অশূভ কালের সহিত সকল নরকভোগ করে । অনন্তর কর্মশেষে, তিন কল্পকাল স্থাবর যোনিতে (বৃক্ষাদিরূপে) অবস্থান করে, তৎপরে কুমিযোনি প্রাপ্ত হয় । ইহারি বট্টিসহস্র বৎসর এবং বট্টিশত বৎসর, বিষ্ঠাভোজী বিষ্ঠাকুমি হইয়া থাকে । তৎপরে এককল্প মর্প, অনন্তর সহস্র যুগ পশু এবং শেষে বিবিধ শ্লেচ্ছ-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । ক্রমে কর্মক্ষয়ে তাহারি গোলক, বিধবা-গর্ভসমুত জারজ সন্তান হয়, পরে এক জন্ম, কুণ্ড (মধবা-গর্ভসমুত জারজ সন্তান) হইয়া থাকে । তৎপরে দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয় । সে নিত্য-দারিদ্র্য-পীড়িত এবং নিত্য-প্রতিগ্রাহী হইয়া থাকে ; প্রতিগ্রহ প্রযুক্ত পাপযুক্ত হয়, পাপকলে নরকভোগ করে । হে মহাভাগ ! হে রাজন্ ! তোমার নিকট যে সব নরকের কথা বলা হইয়াছে, মহাপাতকে-গণ, তাহার প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে । তৎপরে পৃথিবীতে আগিয়া সপ্তজন্ম গর্দভ, দশ জন্ম কুকুর এবং গ্রাম্যগুরু হয় । হে রাজন্ ! শত বৎসর কাল বিষ্ঠার কুমি, তার পর শত বৎসর মুষিক এবং দ্বাদশ জন্ম মর্প হয় । হে রাজন্ ! পরে সহস্র জন্ম মৃগাদি পশু, তারপর স্থাবর-যোনি প্রাপ্ত এবং তৎপরে গোজন্ম প্রাপ্ত হয় । অনন্তর সপ্তজন্ম চণ্ডাল, পরে ষোড়শ জন্ম শূদ্র প্রভৃতি হীনজাতি হইয়া থাকে । তারপর দুই জন্ম ক্ষত্রিয়

এবং বৈষ্ণব হয়। সে জীবনেও প্রবলের গীড়নে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। তারপর ব্যাধি-পীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণ হয়। সে ক্রমে প্রতিগ্রহ-পরায়ণতানিবন্ধন নরকভোগ করে। যাহাদের মন অমুরা-কলুষিত, তাহাদের তিন কল্প নরকভোগ, তারপর কোটি জন্ম চাণাল-যোনি-প্রাপ্তি হয়। দেবতা, অগ্নি বা ব্রাহ্মণ উদ্দেশে দান করাতে যে ব্যক্তি প্রতিবেধক হয়, সে, শতবার কুকুর জন্ম ভোগের পর চাণাল-যোনিতে নিপতিত হয়। তারপর এক কল্প বিষ্ঠা-ক্রিমি, তিন জন্ম ব্যাঘ্র এবং একবিংশতিযুগ নরকবাসী হয়। যাহারা পরনিন্দারত, যাহারা নিষ্ঠুরভাষী এবং যাহারা দানের বিঘ্নকর্তা, তাহাদের পাপকল সকল শ্রবণ কর। তাহাদের মুখ তপ্তলোহপিওপূর্ণ, চক্ষু সূচী-পূরিত, মস্তক অধোমুখিত এবং পদদ্বয় উদ্ধোখা-পিত্ত করিয়া, সমকিকরেরা তাহাদিগকে তাড়না করে। শতবৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ ভোগের পর শতবৎসর কাল শোণিতহুদে নিমগ্ন থাকে ও তখন তাহার গলদেশে পাষণ স্থাপিত হয়। অনন্তর সকল নরকে একশত বৎসর বাস করিয়া আমিশভোজী প্রাণী হইয়া থাকে। হে বিদ্বন্! পরজ্ঞাপহারীদিগের নরকের কথা শ্রবণ কর। চৌরগণ, লুপ্ত এবং উদ্ধ-থলে অতিশয় যাতনা ভোগ করে। অনন্তর তিন বৎসর তপ্ত-পাষণ-গ্রহণ-যাতনা ভোগ করে, তৎপরে চৌরগণ, স্বকৃত কণ্ঠের অনুশোচনা করত সপ্তবৎসর কালসূত্র নরকে বিদৌর্ণ হয়। তৎপরে ক্রমে সর্সনরকানলেই মজ্জত পক হইতে থাকে। হে ভূপতে! যাহারা পরধমুচক, তাহাদের নরক-ভোগের নিয়ম শ্রবণ কর; মহত্স মহত্স যুগ তপ্তলোহপিও ভক্ষণে যত্না পায়, অতি দাক্ষণ সন্দংশ-নিকর দ্বারা তাহারা দশনোৎপাতিত হয় এবং এক কল্প অতি ঘোর নিরুচ্ছ্বাস নরক ভোগ করে। হে ভূপতে! পরদারগামীদিগের নরকভোগের বিষয় শ্রবণ কর; তাহারা তপ্ততাম্রময় নারীর নহিত অতিশয় মগ্ন করিতে বাধ্য হয়। পরদারগামী ভয়ে পলারমপর হইলে, সেই সব তপ্ততাম্রময় নারী বলপূর্বক তাহাকে গ্রহণ করিয়া, সংসর্গ করে, আর ইহার কৃত কৰ্ম নির্দেশ করে। তৎপরে ক্রমে বহু নরক ভোগ করে। হে রাজন্! (যে রমণীরা পুত্রকে ভ্রাগ করিয়া, অশ্রু পুরুষকে ভজনা করে, তাহাদের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। অতি বলবান্ তপ্তলোহময় পুরুষেরা তপ্তলোহময় শয্যাতে সেই রমণীদিগকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া, এক কল্প বিহার করে। সেই পুরুষেরা ছাড়িয়া দিলে, রমণীগণ, অগ্নিসম উত্তপ্ত লোহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া, মহত্স বৎসর অবস্থান করে। অনন্তর ক্ষারজলে স্নান ও ক্ষারজল পান-রূপ নরক ভোগ করিয়া ক্রমে সর্সবিধ নরকভোগ করে। হে রাজসত্তম! যে ব্যক্তি, ব্রাহ্মণী, গো এবং ক্ষত্রিয়া বধ করে, সে, পঞ্চকল্প এই সব নরক ভোগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি, সাধু ব্যক্তিগণের নিন্দা সাধরে শ্রবণ করে, তাহাদিগের কর্ণে তপ্ত-লোহশঙ্কু অর্পিত হয়। তারপর সেই কর্ণচ্ছিন্ন অতি-তপ্ত তৈল দ্বারা পূর্ণ করা হয়। অনন্তর সেই ব্যক্তি, কুস্তীপাক নরকে গমন করে। হে ভূপতে! নাস্তিকগণের নরকের কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর;— তাহারা কোটি বৎসর নরক ভোগ করে, অনন্তর এক কল্প বিষ্ঠা ভোজন করে, তৎপরে এক যুগ রৌরব-নরক-ভোগের পর তপ্তসৈকত-ভোজনে যত্না প্রাপ্ত হয়। যে নরাধমেরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি মলোথ দৃষ্টিপাত করে, তাহাদের মেত্র বহুসহস্র তপ্ত সূচী দ্বারা পূর্ণ হয়। হে রাজসত্তম! তৎপরে সেই পাপিষ্ঠেরা ক্ষারজলে স্নান এবং ঘোর ক্রকচাত্ত

যারা বিদীর্ণ হইয়া থাকে । বিধামঘাতী, সীমাপহারী এবং পরান্ন-লোভীদিগের দারুণ নরকের কথা শ্রবণ কর ;—তাহারা কুকুরমাংসভোজী এবং কুকুরভক্ষণে পীড়ামান হইয়া প্রত্যেক নরকেই এক যুগ করিয়া বাস করে । হে রাজন ! যাহারা প্রতিগ্রহরত, যাহারা নক্ষত্রপাণী (দৈবজ্ঞবিশেষ) এবং যাহারা দেবলান্নভোজী, তাহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ;—সেই পাপিষ্ঠগণ এক কল্প, বিষ্ঠা-ভোগ-নিরত হইয়া অতি কষ্টভোগ করত সর্বদা নরকে পতিতে থাকে । তৎপরে ভূতলে আসিয়া শত জন্ম চাণাল হইয়া থাকে, এই সকল জন্মেই হুঃখ দারিদ্র্য এবং রোগ প্রচুর পরিমাণেই হইয়া থাকে । মিথ্যাবাদী এবং নির্ধুরভাষী-দিগের জিহ্বা অভিদারুণ সন্দংশনিকর যারা উৎপাটিত হয়, তৎপরে তথ্যতলে শ্মশন ও কালসূত্র নরকভোগ হয়, অনন্তর ক্ষারকলে শ্মশন ও যুত্র-বিষ্ঠা-সেবনে যজ্ঞাভোগ হয় । পরে ভূতলে ব্লেচ্ছজন্ম হয় । যাহারা অপরের উদ্বোধকর, তাহারা বৈভরণী নদীতেই মগ্ন হয়, যাহারা পঞ্চমহাযজ্ঞ-পরিভ্যাগী, তাহারা লালাতক্ষ নরকে গমন করে । উপাসন-অগ্নি পরিভ্যাগী, রৌব নরকে গমন করে, অনুষ্ঠানহীন ব্যক্তির কুমিভক্ষনরকে গমন করে । হে রাজন ! এই চতুর্দশ পানীর নরকহুঃখ পঞ্চ যুগ পর্য্যন্ত । তৎপরে ভূতলে আসিয়া ইহারা পরমেশ্বর হইয়া থাকে । হে রাজন ! যাহারা ব্রাহ্মণ গ্রামের কর গ্রহণ করে, তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর ;—চন্দ্র-ভারকা যতকাল থাকে, ততকাল উহারা নরক ভোগ করে, আর যে ব্যক্তি উক্ত গ্রামে অধিক কর স্থাপন করে, তাহার সহস্র পুরুষ ও সে নিজেও কোটিকল্প নরক ভোগ করে । অধিক কি, উক্ত করগ্রহণে যে অনুমতি দেয়, সে ব্যক্তি পর্য্যন্ত অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয় । আতিথ্যবর্জিত মনুষ্যেরা নিত্য বিষ্ঠা ভোজন ও চারিযুগ ঘোরতর কাল-সূত্র নরকে বাস করে । অঘোনি, পশুঘোনি ও বিক্রদ্ধ-ঘোনিতে যে রেতঃসেক করে, সেই মহাপাতকী রেতোভোজন করে এবং পরে বসাকূপে দৈন্য পরিমাণে মণ্ডতিবর্ষ থাকিয়া, রেতো-ভোজী সর্বলোক-নিন্দিত মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে । উপবাস-দিবসে যে দন্তধাবন করে, তাহার চারিযুগ ব্যালভক্ষ্য ঘোর নরকে পতি হয় । স্বদত্ত বা পরদত্ত ভূমি হরণকারীর পাপফল বলিতেছি, শ্রবণ কর । উক্তরূপ ভূমি যে হরণ করে, তাহার কোটি পুরুষ পর্য্যন্ত প্রত্যেকে কোটি কল্প পুতিমৃত্তিকা ভোজন করত, বাতনা নরক ভোগ করে ও বাট হাজার বৎসর বিষ্ঠাভোজী হইয়া, জন্মগ্রহণ করে । যে ব্যক্তি ভূমির মিথ্যা পরিমাণ করে, তাহার নরক শ্রবণ কর,—তাহার কোটিকল্প পর্য্যন্ত ভগ্ন কর্দ্ধমে নিমগ্ন হয় । পরে সে বিষ্ঠাহুদে সহস্র যুগ মগ্ন হইয়া থাকে । তদন্তে যাবৎ চতুর্দশ ইন্দ্র, তাবৎকাল বাতনা ভোগ করে, অবশেষে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া, শতযুগ বিষ-নিন্দিত, কৃষ্ঠ ও ব্রণে অভিভূত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তি, স্বকীয় কর্ম ভ্যাগ করে, তাহাকে পণ্ডিতবর্গ পাবণী বলিয়া থাকেন । তাহার সঙ্গকণ্ঠীও তদুল্য ; তাহারা উভয়েই অতি পানী ; তাহারা সহস্র ও শতকোটি কল্প সহস্র পুরুষের সহিত নরকে বাস করে । যাহার অন্ন ভগ্ন শব্দাদি চিহ্নে চিহ্নিত, সে সমস্ত বাতনা ভোগ করে ও কোটিকল্প চণাল হইয়া জন্মায় । উক্তরূপ ব্রাহ্মণের সহিত সন্তাষণ করিলে চতুর্দশ ইন্দ্র যাবৎ রৌরবগামী হইতে হয় । চক্রাবর্ত-শরীরধারী যথায় থাকে,

তথায় কেহই বাস করিবে না ; যদি কেহ বাস করে, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপে পতিত হয় ।
 গঙ্গানান ও অশ্বমেধ যজ্ঞে রত হইলেও চক্রাঙ্কিত-তনুকে দেখিয়া পুরুষ-সৃষ্ট জপ করত
 সূর্য্য দর্শন করিবে, নচেৎ নরকগমন হইবে । লিঙ্গাঙ্কিত দেহধারীর দর্শনে রুদ্রসৃষ্ট জপ
 করত সূর্য্যকে দেখিবে, অশ্বখা রৌরবগামী হইতে হইবে । হে রাজন্ ! ব্রাহ্মণের দেহে
 সকল দেবতা অবস্থিতি করেন জানিবে ; তাহা সন্তাপিত হইলে পাপের কথা আর কি
 বলিব ? তন্মধ্যে চক্র ও লিঙ্গ-চিহ্নধারী ব্যক্তি বেদ ও শ্রুতি-বিহিত কোন কর্মেই অধিকারী
 নহে জানিবে । যাহারা ছাত্ত্রের নিকট বেতন লইয়া অধ্যাপনে রত ও যাহারা বেতন দিয়া
 অধ্যয়ন করে, তাহারা কল্পকাল পর্য্যন্ত নরক ভোগ করে ও তৎপরে শ্লেচ্ছধোমিতে জন্ম-
 গ্রহণ করে । স্ত্রীলোক ও শূদ্রের সমীপে যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন করে, সে মহত্বে কোটি
 কল্প একে একে সমুদায় নরক ভোগ করে । যাহারা দেবদ্রব্য ও ঋকদ্রব্য অপহরণ
 করে, তাহারা অযুত ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ ভোগ করিয়া থাকে । যাহারা অনাথের প্রতি
 ঘেব করে ও তদীয় ধন হরণ করে, তাহাদিগের পাপের কথা বলিতেছি, একাগ্রমনে শ্রবণ
 কর । অধোমন্তক ও উর্দ্ধপাদে দুইটা স্তম্ভে কীলবদ্ধ হইয়া ধূম পান মাত্র করিয়া ব্রহ্মার
 এক দিবস পর্য্যন্ত তাহাদিগকে থাকিতে হয় । দেবপূজার নিমিত্ত কল্লিত উদ্যান
 হইতে যাহারা বৃথা পুষ্প গ্রহণ করে, তাহাদিগের বহিষ্কৃত্যাময় ঘোর নরকে গতি হয় ।
 দেবানয়ন অথবা জলে যে ব্যক্তি দেহমল পরিভ্যাগ করে, সে ব্রহ্মহত্যা তুল্য পাপভাগী
 হয় । আর উত্তরূপ স্থানে যে ব্যক্তি অহি, দন্ত, নখ ও উচ্ছিষ্ট ক্ষেপণ করে, তাহার
 পাপের কথা শুন ;—সে গ্রাম ও গ্রামোদন অস্ত্রে জর্জরিতদেহ হইয়া আর্তিরব করত তৈল-
 পাক ও কুণ্ডীপাক নরক ভোগ করে । যে ব্যক্তি ব্রহ্মস্ব—ভূষ বা কাষ্ঠ হরণ করে, চন্দ্রভারকা
 যতকাল অবস্থিতি করেন, ততকাল তাহাকে ঘোরনরকগামী হইতে হয় । হে রাজন্ !
 ব্রহ্মস্ব হরণ ইহকালে ও পরকালে দুঃখদায়ক । উহা ইহকালে সম্বাদ বিনাশ করে ও পর-
 কালে নরকব্রণা দেয় । যে ব্যক্তি কূট সাক্ষ্য দেয়, তাহার পাপের কথা শুন,—চতুর্দশ
ইন্দ্র যাযং অবস্থিতি করেন, তাৎকাল সমুদায় নরক ভোগ করে । আর মিথ্যাসাক্ষ্য যে
 ব্যক্তি দেয়, ইহকালে তাহার পুত্র ও পৌত্র বিনষ্ট হয় এবং পরকালে সে রৌরবে গমন
 করে । যাহারা অতিকামী ও মিথ্যাবাদী, তাহাদিগের মুখে সর্পপ্রমাণ জলোকা পুরিয়া
 দেওয়া হয় । ষাট বৎসর কাল এইরূপে থাকিয়া ক্ষারজলাবগাহন, কুকুরমাংস-ভোজন ও
 ক্ষার-কর্দমে লুণ্ঠন করিতে হয় । তৎপরে হস্তিগুণে নিপতিত ও মরুভূমিতে মস্তপ্ত হইতে
 হয় ; অবশেষে মর্ত্যালোকে হীনাস হইয়া জন্মাইতে হয় । হে নরপতে ! যে ব্যক্তি
 ঋতুকালে নিজ পত্নীতে গমন করে না, সে ব্রহ্মহত্যা-পাপভাগী হয় ও রৌরবে গমন করে ।
 যে ব্যক্তি শক্তি সম্বন্ধে অপরকে অনাচারে রত দেখিয়াও নিবারণ করে না, সে উপেক্ষা-
 নিবন্ধম তাহার পাপের অর্দ্ধভাগী হয় । যে ব্যক্তি পানীদিগের পাপ গণনা করে, যদি
 পাপ সন্তা থাকে, তবে সে তুল্যপানী হয় ; আর মিথ্যা হইলে বিত্তপানী হয় । নিপানীর
 উপর পাপ আরোপ করিয়া যে ব্যক্তি নিন্দা করে, চন্দ্র-ভারকার অবস্থিতি কাল পর্য্যন্ত
 তাহার সমুদয় নরক ভোগ করিতে হয় । পানীদিগের পাপের কথা যে বলে, সে
 তাহার মত পাপগ্রস্ত হয় ও তাহাদিগের অর্দ্ধেক পাপ ভোগণীও নষ্ট হয় । যে ব্যক্তি

নিজ কল্যাণ গমন করে, তাহাকে সদা কুহুরে ভক্ষণ করে ও সে ধূমপান ও মৃষাবর্ষ নরক প্রাপ্ত হয় । ব্রতগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি সন্মাপন না করত পরিত্যাগ করে, সে অসিপত্র নরক ভোগ করিয়া হীনাস্র ভাবে ভূতলে জন্মগ্রহণ করে । অথবা ব্রত গ্রহণ করিলে যে তাহার বিগ্ন করে, সে একবিংশতি পুরুষ পর্যন্ত শ্বেদভোজন নরকগামী হয় । হে ভূপতে ! স্মার ও বর্ণোপদেশ বিষয়ে যে পক্ষপাত করে, তাহার নিকৃতি শত শত প্রারম্ভিত হয় না । যে ব্যক্তি অখাদ্য ভোজন করে, সে অযুত বর্ষ পিতৃ-পান নরক ভোগ করিয়া চণ্ডালবংশে জন্মিয়া সদা গোমাস-ভোজী হয় । বিজগৎকে বাক্য দ্বারা অবমাননা করিলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হয় ও যে করে, তাহার সমুদয় নরক ভোগ এবং দশজন্ম চণ্ডাল হইতে হয় । যে পরের অর্থ গ্রহণ করিয়া অপরকে প্রদান করে, সে নরকগামী হয় ও যাহার অর্থ, সে ব্যক্তি দানের কল লাভ করে । অগ্নায় পূর্বক দ্রব্য আহরণ করিয়া যে ব্যক্তি অগ্নিকে দান করে, তাহার নরকে গতি হয় ও যাহার সেই দ্রব্য, সে কললাভ করে । অঙ্গীকার করিয়া না প্রদান করিলে, লালভক্ষ্য নামক নরকে গমন করিতে হয় ও যতিদিগের নিন্দা করিলে শিলায়ন্ত্র নরক ভোগ হয় । বাহারী উদ্যান ছেদন করে, তাহার একবিংশতি যুগ শ্বেদভোজন নরকে গমন করে, তৎপরে সমুদয় যাতনা প্রাপ্ত হয় । দেবগৃহ, ভূদান ও পুষ্পোদ্যান বাহারী ভগ্ন করে, তাহাদিগের গতি ত্রয়,—তাহারা কোটি কোটি পুরুষের সহিত ছয় অযুতকোটি কল্পকাল পৃথক্ পৃথক্ সকল নরক ভোগ করে । পরে কোটিকল্প বিষ্ঠার কৃমি হইয়া থাকে । এক বিংশতি কল্প বিষ্ঠাভোজী ও একবিংশতিযুগ কৃমি-ভোজী হয় । পরিশেষে কোটিজন্ম চণ্ডাল হইয়া মর্ন্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকে । বাহারী গ্রাম ধ্বংস করে, তাহাদিগের পাপ এত অধিক হয় যে, আমি তাহা শতকোটি জন্মেও বলিতে পারি না । দেবপুরী ও গ্রাম দাহ বাহারী করে, তাহার ব্রহ্মার সৃষ্টিকাল পর্যন্ত নরক প্রাপ্ত হয় । যে কোন পাপের অস্মৃতি যে করে, সে অর্ধেক পাপভাগী ও যথোচিত নরকগামী হয় । যে ব্যক্তি কুণ্ড ও গোলকের অ-ভক্ষণ করে এবং গ্রামবাজী ও অযাজ্যবাজী, তাহার সকলেই মহাপাতকী । যাহ্মবাজী, নক্ষত্রবাজী ও দেবলব্রাহ্মণ—এই ব্রহ্ম-চণ্ডালেরা পঞ্চমহাপাতকী ও ইহাদিগকে এক-বিংশতিযুগ নরকভোগ হইয়া সপ্তজন্মকাল পৃথিবীতে চণ্ডাল হইতে হয় । বাহারী উচ্ছিষ্ট ভোজন করে ও মিষ্টদ্রোহে ব্রত, তাহাদিগকে সমুদয় নরক চন্দ্রতারকার অবস্থিতি কাল পর্যন্ত ভোগ করিতে হয় । বাহারী পিতৃঘজ্ঞ ও দেবঘজ্ঞ করে না এবং বেদমার্গচ্যুত, তাহাদিগকে পাবণ বলে, তাহাদিগের অসংখ্য নরক ভোগ হয় । এইরূপ পাতক ও উপ-পাতক বহুবিধ কীর্ত্তিত আছে ; তাহাদিগের বাহুল্য প্রযুক্ত কতিপয় মাত্র ভোমার বলিলাম । হে রাজন্ ! পাপ, নরক এবং বর্ণাদির সংখ্যা কীর্ত্তন করা বিহু ভিন্ন কাহার মাধ্যম ? এই সকল পাপের বর্ণনাত্রয়োক্ত যে যে প্রারম্ভিত আছে, তাহা করিলে পাপরাশি বিমষ্ট হয় । বিহুসমীপে প্রারম্ভিত করিলে, কর্ম্মের নানাভিধেয় হয় না ; কার্য্য সকলই চইয়া থাকে । গঙ্গা, ভুলসী, সাদুসঙ্গ, হরিকথা, অমম্বয়া এবং অহিংসা, সর্বপাপ-বিমোচক । বিহুসমর্পিত কর্ম্ম সকল হইয়া থাকে, আর বিহুতে যে কর্ম্ম অর্পিত না হয়, তৎসমস্তই তন্মৈ বৃত্তাহতিব দ্বায় বিকল হইয়া থাকে । মিথ্যা, দৈমিত্তিক, কামা এবং বুদ্ধিসাধক

সে কৰ্ম, 'উৎসমন্তু বিষ্ণুতে সমর্পিত হটলেই' সাত্ত্বিক এবং সফল হয়। হে রাজন্! মানুষের পরম বিষ্ণু-ভক্তি, সর্বপাপ-প্রণাশিনী; ভক্তের কৃত কৰ্ম সফলই হইয়া থাকে। মানুষের দশবিধ বিষ্ণু-ভক্তিই পাপকাননের দাবানল স্বরূপ। তামস, রাজস এবং সাত্ত্বিক ভেদে এই দশবিধতা হইয়া থাকে। হে ভূপতে! প্রবণ কর;—অন্তের বিনা-শের জন্য প্রক্টা সহকারে যে হরিভজনা, তাহাই (সেই ভক্তিই) অধম-তামস; শৈবগী-রমণী নিজ পতিকে যেমন ভজনা করে, যে ব্যক্তি, সেইরূপ কপট-বুদ্ধিতে বিষ্ণু-ভজনা করে, তাহার সেই ভক্তি মধ্যম-তামস। অপরকে দেবপূজা-পরায়ণ দেখিয়া, মাৎসর্য্য বশতঃ যে হরিভক্তি, তাহাই উত্তম-তামস। ধন-বান্ধাদি প্রার্থনাপূর্ব্বক পরম প্রক্টা-সহকারে যে হরি-ভক্তি, তাহাই অধম-রাজস। যে ব্যক্তি, সর্বলোক-বিখ্যাত কীর্ত্তি উদ্দেশ্য করিয়া, পরম ভক্তি-সহকারে মাধবকে পূজা করে, তাহার ভক্তিই মধ্যম-রাজস। যে ব্যক্তি, সালোক্যাদি যুক্তি প্রার্থনা বশতঃ হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি উত্তম-রাজস। হে রাজন্! যে ব্যক্তি স্বকৃত পাপক্ষয়ের জন্য পরম প্রক্টা-সহকারে হরি-পূজা করে, তাহার ভক্তি অধম-সাত্ত্বিক। হে রাজন্! যে মানব, 'এই কার্য্য বিষ্ণুর প্রিয়' এইরূপ মনে করিয়া, সেই কৰ্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার ভক্তি মধ্যম-সাত্ত্বিক। যে ব্যক্তি, কৰ্ত্তব্যবোধে দাসবৎ চক্রপাণির পূজা করে, তাহার ভক্তি শ্রেষ্ঠ-ভক্তি এবং উত্তম-সাত্ত্বিক। যে মানব, মারায়ণের কোন প্রকার মহিমা শ্রবণে তন্ময়ভাবে মত্তোষ লাভ করে, তাহার ভক্তি উত্তম-সাত্ত্বিক। 'আমিই বিষ্ণু, সমস্ত জগৎ আমাতেই অবস্থিত'; যে ব্যক্তি, মতত এইরূপ উপগাক্ষ করে, সেই উত্তমোত্তম অর্থাৎ তাহার ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এই দশবিধ ভক্তি হইতেই (নীত্র হটক, বিলম্ব হটক,) সংসারবন্ধ দূর হয়। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী ভক্তি, সর্ব-কার্য-ফলদায়িনী। অতএব হে রাজন্! প্রবণ কর, সংসারবন্ধ-চ্ছেদনে যাহার ইচ্ছা, সে যেন, নিজ কৰ্ম্মের অবিরোধে বিষ্ণু-ভক্তি করে। যে ব্যক্তি সঙ্ক্যা-বন্দনাদি নিজ কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ভক্তিমাত্র লইয়া কালযাপন করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি তুষ্ট হন না, যেহেতু বিষ্ণু আচারে অর্থাৎ সঙ্ক্যা-বন্দনাদি কৰ্ম্ম হইতে মত্তোষ অনুভব করেন। আচারই সর্বশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য; আচার হইতে বর্ষের আবির্ভাব, বিষ্ণু বর্ষের প্রভু। অতএব স্বর্ণ্যাবিরুদ্ধ হরিভক্তি অনুষ্ঠেয়। যাহারা সনাতন-বর্জিত, তাহাদের বর্ষ এবং অর্থও সুখজনক নহে। হে মহোপতে! তুমি বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি উৎসমন্তু কীর্ত্তন করিলাম। অতএব হে দূতবত! তুমি বর্ষ-পরায়ণ হইয়া, সুখ-ভোগ কর। বহুসহকারে অবিকারী মারায়ণকে পূজা কর, তাহার পূজা করিলে, সর্ব অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে। হে মহোপতে! হরি হরে অভেদ বুদ্ধি করিয়া তাহাদের পূজা কর, যে ব্যক্তি, তাহাদের ভেদ জ্ঞান করে; তাহাদের অযুত অযুত ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। শিবই সাক্ষাৎ বিষ্ণু, বিষ্ণুই সাক্ষাৎ শিব; এতদ্ব্যতীত ভেদবুদ্ধি যে করে, সে, কোটি কোটি বার মরকে গমন করে। হে রাজন্! তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ, আজ্ঞাভাঙন-পানী; কপিলা-কোণ্যামলে দগ্ধ হইয়া তাহারা মরকে বাস করিতেছে। হে মহাভাগ বিষ্ণু! গঙ্গাজল সেচনকালে তাহাদিগকে উদ্ধার কর; গঙ্গা সকল পাপই বিনষ্ট করেন। হে জমাবিপ। কেশ, অহি, নখ, দন্ত এবং তন্ময় গঙ্গাজল-স্পৃষ্ট হইবামাত্র, এই সব বস্তু যে যে পূর্ব্বের

তাহাদিগকে বিষ্ণুপাদনৌত করে । হে রাজন্ ! যাহার ভাষা বা অস্থি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি মহাপাতকী হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! শুষ্ক কথা শ্রবণ কর ;—গঙ্গা নিখিল-পাপনাশিনী, গঙ্গাজল-বিম্বু সেচনেই পরমপদ-প্রাপ্তি হয় । হে বিদ্বন্ ! যে সব পাপের কথা তোমার নিকট বলিয়াছি, গঙ্গাজল-বিম্বু মাত্র অভিষেকের উৎসমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় ।” নারদ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ধর্মরাজ, রাজা ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, অস্তহিত হইলেন, রাজা ভগীরথও উপস্থা করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন । হে সনৎকুমার ! রাজা সমগ্র পৃথিবী রাজ্যের ভার মন্ত্রিগণের উপর স্থত করিয়া, উপস্থা করিবার জন্য হিমালয়ে গমন করিলেন ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে সূত ! পৃথিবীপতি ভগীরথ হিমালয় পর্বতে গিয়া কি কৰ্ম্ম করিয়াছিলেন এবং কিরাপেই বা গঙ্গা আনয়ন করিয়াছিলেন ? তাহা তুমি তাহাদিগের নিকট, বাস্তব করিয়া বল । সূত কহিলেন,—মহারাজ ভগীরথ হিমালয় পর্বতে গমন করত বন মধ্যে জটী কোণীন ধারণ করিয়া, উপস্থার মিমিত্ত গোদাবরী-তটে গমন করিয়াছিলেন । যেখানে ভৃগু-মুনির স্মরণ আশ্রম, যে মহারণ্য কুমার-পরিপূর্ণ, যাহাতে মাতঙ্গ-সমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে লমরগণ লমণ করিতেছে, যে স্থানে, পাক্ষিসমূহের শব্দে পরিপূর্ণ, যে স্থানে বরাহগণ ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, যে বন মধ্যে চমরীরা বালতালবাজন করিতেছে, যাহাতে ময়ূর সকল নৃত্য করিতেছে, যে স্থানে চাতক প্রভৃতি পাক্ষিসমূহ বাস করিতেছে, যে স্থানে মুনিকল্যাণী আদর পূর্বক বৃহৎ বৃক্ষ সকলকে বর্জিত করিয়াছে, যে মহারণ্য—শাল, ডাল, ভমালবৃক্ষে পূর্ণ, যে বন বৃহৎ হিমালবৃক্ষ-পরিশোভিত, যাহা প্লক্ষ, বজ্রোদ্ভব, কুদাল, শমী এবং রুচকবৃক্ষ দ্বারা উত্তম শোভা-লব্ধ, যে বন মালতী, যুথিকা, কুম্ভ, চম্পক এবং অশ্বথ বৃক্ষে ভূষিত, যে বনে গুল্ম সকল মন্দা প্রসুতিত, যাহাতে ঋষিগণ মন্দা বাস করেন, গোদাবরী-তীরস্থিত সেই মহারণ্য দর্শন করত সেই মহারণ্য মধ্যে বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নশব্দে পরিপূর্ণ ভৃগুর আশ্রমে ভগীরথ প্রবেশ করিলেন । ভগীরথ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শ্রেষ্ঠ-শিষ্যগণ-পরিবৃত, বেদাদি-শাস্ত্র-বাণীভাষা, সূর্য্যের গায় ভেজস্বী ভৃগুমুনির দর্শন করিলেন । পরে তিনি মুনিশ্রেষ্ঠ ভৃগুকে বন্যাবিধি প্রশ্ন করিলেন, ভৃগুও সম্যমপূর্বক তাঁহার আতিথ্য করিলেন । ঋষিশ্রেষ্ঠ ভৃগু, রাজার আতিথ্য করিলে, মহারাজ কৃতাজলি হইয়া মুনিপুত্র ভৃগুকে দিনমপূর্বক কহিতে আদিষ্টলেন,—“হে ভগবন্ ! আপনি সমস্ত ধর্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রের গারদর্শী, অতএব সনৎকুমার-সমূহের একমাত্র উদ্ধার-কর্তা ভগবান্, যে কৰ্ম্ম দ্বারা সমস্ত লোক কলিত করেন এবং যে সকল কৰ্ম্ম করিলে ভূতভাবম ভগবানের পূজা করা হয়, হে প্রজন্ !

অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকট সেই সমস্ত প্রকাশ করুন ।” ভৃগু কহিলেন,—“হে রাজন্ ! তুমি যাহা অভিলাষ করিয়াছ, তাহা জানিয়াছি, তুমি অতিশয় পুণ্যবান্ তাহা না হইলে কিজ্ঞা আপনার পূর্ব-পুরুষদিগকে উদ্ধার করিতে উদ্যত হইবে ? হে ভূপাল ! যে কোন ব্যক্তি গঙ্গা-জল-মেকাদি দ্বারা আজীর্ণগণকে উদ্ধার করিতে অভিলাষ করে, তুমি তাহাকে মনুষ্যরূপধারী হরিরূপে জানিবে । হে রাজেন্দ্র ! দেবভ্রাত্রেষ্ঠ ভগবান্ যে সকল কৰ্ম দ্বারা মনুষ্যদিগকে ইষ্টকল প্রদান করেন, আমি তাহা বলিতেছি, তুমি মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । হে রাজন্ ! তুমি মত্যা অবলম্বন কর, কদাচ হিংসা করিও না । সর্বদা সকল ঋণীর হিতকারী হইবে, কখনই মিথ্যা বলিবে না । দুর্জনের সংসর্গ ত্যাগ করিবে, সাধুজনের সংসর্গ করিবে, তুমি দিদারাত পুণ্যকার্য্য করিবে । মনাতন বিষ্ণুকে স্মরণ কর, মহাবিষ্ণুর পূজা কর, অনুষ্ঠান শাস্তির আশ্রয় গ্রহণ কর, পরে অষ্টাঙ্কর মহামন্ত্র জপ করিয়া, মঙ্গল প্রাপ্ত হইবে ।” রাজা কহিলেন,—“হে যুনে ! মত্যা কিপ্রকার ? অহিংসাই বা কিরূপ ? কিরূপ কার্য্য করিলে, সকল ঋণীর হিত করা হয় ? অনৃত কাহাকে বলে ? কোন্ কোন্ ব্যক্তি দুর্জন ? কাহারাই বা সাধু ? পুণ্য কিপ্রকার ? কিরূপে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে হয় ? তাহার পূজা কিরূপ ? শাস্তি কাহাকে বলে ? অষ্টাঙ্কর মন্ত্র কি ? হে যুনে ! আপনি সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ যথার্থরূপে অবগত আছেন এবং যথার্থ-অর্থ-জ্ঞানে আপনার জ্ঞান পণ্ডিত আর নাই, যেভাবে পুত্রবাংমল্য সহকারে আমার নিকট এই সমস্ত কীর্তন করুন ।” ভৃগু কহিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি অতিশয় সাধু, তোমার বুদ্ধি অতি উত্তম । হে রাজন্ ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তোমার নিকট তৎসমস্ত বলিতেছি ; হে রাজন্ ! পণ্ডিতগণ বলেন, যথার্থ-কখনই মত্যা ; ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ, ধর্মের অবিরোধী মত্যা বাক্য বলিবেন । সুতরাং সাধুরা দেশ-কাল-পাত্র প্রভৃতিকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া স্বকীয় ধর্মের অবিরোধী যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা মত্যা । হে রাজন্ ! যে সমস্ত কৰ্ম কোন ঋণীরই ক্লেশকর হয় না, তাহাকেই সর্ক-কামার্থদায়িনী অহিংসা বলিয়া জানিবে । যাহা ধর্মকার্য্যের সহায় এবং অকার্য্যের শত্রু, পণ্ডিতগণ তাহাকেই সকল লোকের হিতরূপে কীর্তন করিয়াছেন । ধর্ম এবং অধর্ম বিবেচনা না করিয়া, ইচ্ছানুরূপ বাক্যকেই সমস্ত মঙ্গল কার্য্যের বিরোধী অনৃত বলিয়া জানিবে । হে রাজন্ ! যাহারা সকল লোকের শত্রু, যাহাদিগের বুদ্ধি অনবরত কুপথে গমন করে, যাহারা সর্ক-কর্ম-বহিষ্কৃত এবং মূর্খ, তাহারাই দুর্জন । যাহারা ধর্মাদর্শ বিবেচনা করিয়া, বেদের আদেশ অনুসারে কর্ম করে এবং যাহারা সকল জীবের হিত-কার্য্য করে, তাহারাই সাধু । সাধুগণ কহিয়াছেন,—যাহা ঈশ্বরের ঐতিকর, মনোজিত্রা যাহাকে সেবা করিয়া থাকেন এবং আপনার ঐতিজনক, তাহাই পুণ্য । ‘এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুয়, বিষ্ণুই সকলের কারণ এবং আমিও বিষ্ণু’ এইরূপ চিন্তার নাম বিষ্ণুস্মরণ । বিষ্ণুই সমস্ত দেবতা, তাহার পূজাতে কোনরূপ বিধি নাই, এইরূপ মনের ঐতিকে ভক্তিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন । ‘নিভাস্বরূপ, পূর্ণব্রহ্ম বিষ্ণুই সর্কভূতময়’ এইরূপ অন্তঃ-জ্ঞানস্বরূপ যে ভক্তি, তাহাই পূজা ।—শত্রু এবং মিত্র উভয়ে সমজ্ঞান, আপনার জিতেন্দ্রিয়তা এবং বদুচ্ছাত্তমে লজ্জা বশত যে মন্তোন, তাহার নাম শাস্তি । এতৎ সমস্ত হইতেই জপঃসিদ্ধি হইয়া থাকে এবং সমস্ত পাপ-

রাশি অচিরে বিনষ্ট হয় । হে রাজেন্দ্র ! তোমার নিকট সমস্ত পাপ-নাশক, একমাত্র পুরুষাৰ্থ-সাধন, অষ্টাঙ্গরূপ মহামন্ত্র বলিতেছি । সমস্ত-মিদ্ধি-প্রদানে সক্ষম, দিক্‌রীতিজনক ‘ও নমো নারায়ণায়’ এই মন্ত্রের মন্ত্র রূপ করিবে । লক্ষী যাহার বামকোড়ে, অবস্থান করিতেছেন, তিনি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, যাহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস-চিহ্নে চিহ্নিত, তিনি প্রদীপ্ত কোমলমণিযুক্ত মালা ধারণ করিয়াছেন, তিনি হস্ত দ্বারা অভয় দান করিতেছেন, দেবতা এবং অমৃতগণ যাহাকে নমস্কার করে, সেই শঙ্খ-চক্রধারী, ক্রীড়া-কুণ্ডলধারী, রোগশূন্য, পীতবস্ত্রধারী, সমস্ত অসৌষ্ট্রফলপ্রদানে সক্ষম, শান্ত-স্বভাব, প্রভু, নারায়ণের ধ্যান যে ব্যক্তি করে এবং এই প্রকার উপাস্তি-বিনাশবর্জিত পরমাত্ম-স্বরূপ মহাবিকৃকে আপনাতে দর্শন করে, সে সমস্ত মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে । হে ভূপতে ! এক্ষণে তুমি বিশ্বাস কর । নারায়ণ বাচা, মন্ত্র তাঁহার বাচক, মহাত্মা নারায়ণের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ মিথ্য । এই ঘোর সংসারসমুদ্র বেল্লুপ অনাদিপ্রবৃত্ত, মহাবিকৃও ওরূপ অনাদি এবং তিনিই সংসার হইতে মুক্ত করেন । ঐ মহাবিকৃ, জগতের বিধাতা, তিনিই সমস্ত অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, তিনিই অমৃত্যুময়ী জ্ঞানরূপী মিথ্যাস্বরূপ পূর্বব্রহ্ম । তুমি আমাকে বাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তৎসমস্ত কহিলাম, তোমার মঙ্গল হউক, উপস্থাপন সিদ্ধিলাভ কর এবং পরমসুখে গমন কর ।” সুত কহিলেন,—ঋষিভ্রষ্ট ভৃত্ত, মহীপাল ভগীরথকে এই কথা বলিলে, ভগীরথ উত্তম ঐতিলাভ করত উপস্থাপন নিমিত্ত বনে গমন করিলেন । পরে হিমালয়পর্বতে গমন করিয়া, মনোহর গঙ্গাভীরে বাস করত নাদেশ্বর নামক মহাক্ষেত্রে অভিশয় কঠোর উপস্থাপন ব্রতী হইলেন । রাজা উপস্থাপকালে ত্রিকালীন স্নান, কন্দ মূল ফল আহার, নর্সদা অতিথিপূজা ও হোম করিতে লাগিলেন এবং সকল প্রাণীর হিতাকাজী, শান্তিগুণাবলম্বী, গলিতপত্রভোজী রাজা নারায়ণে, একাগ্রচিত্ত হইয়া পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল দ্বারা ত্রিকালীন হরিপূজা করত অত্যন্ত ধৈর্যাবলম্বন পূর্বক বহুকাল সাপনকরত হরির ধ্যান করিতে লাগিলেন । পরে বার্ষিকশ্রেষ্ঠ রাজা, প্রাণারাম দ্বারা নিবাস রোধ করত উপস্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন । এইরূপে অমস্ত, অবিদ্যম্ভী, পরমদেবতা নারায়ণের ধ্যান করত, বটসহস্র বর্ষকাল, নিবাস রোধ করিয়া রহিলেন । পরে রাজা ভগীরথের নামিকাধর হইতে ভয়ঙ্কর ধূম বহির্গত হইতে লাগিল । হে মহামুনে ! দেবতার সেই ধূম দর্শন করিয়া, অভিশয় ভীত হইলেন । পরে দেবভাগ্য ভয়ে অভিশয় পীড়িত হইয়া, স্বীয় স্বীয় অধিকার বিনষ্ট হইবে এই ভয়ে, যে স্থানে জগদীশ্বর মহাবিকৃ বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন । পরে স্বর্গের ঐশ্বর দেবগণ, কীর্ত্তন-সমুদ্রের উত্তর তীরে গমন করিয়া, পশুপাশ-বিমোচনকারী দেবাদিদেব ঐশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন । দেবগণ কহিলেন,—“যাহার অরণ্যমাত্র সমস্ত পীড়ার শান্তি হয়, ঐশ্বরস্ব ব্যক্তিয়া যাহাকে জ্ঞানগত বলিয়া কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, তিনি জগতের একমাত্র প্রভু, সেই স্বভাবপরিণত পূর্বব্রহ্ম পরমেশ্বর বিকৃকে আমরা নমস্কার করি । বর্ষিষ্ঠ ব্যক্তিয়া যাহাকে নর্সদা ধ্যান করে, তিনি সকলের পরমাত্মা, তিনি স্বকীয় ইচ্ছানুসারে শরীর প্রাপ্ত করিয়া, দেবতাদিগের কার্য সাধন করিয়া থাকেন, সমস্ত জগৎ যাহার স্বকীয় রূপ, সেই জগতের একমাত্র প্রভু পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি । যে মুরারির নাম কীৰ্ত্তন

করিলে, সমস্ত পাপ মিনষ্ট হয়, সেই পুরাণের আদিপুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণুকে, পুরুষার্থসিদ্ধি
 নিমিত্ত নমস্কার করি। দিবাকর প্রভৃতি যাহার ভেজে প্রকাশ পাইতেছেন, যাহার প্রভাবে
 মদী এবং নদ সকল সমুদ্রে আক্রম করিতে পারে না, সেই পুরুষাৰ্ঘ্যরূপ, কাজরানী,
 দেবগণের আদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যাহার আত্মানুসারে কমলযোনি ব্রহ্মা নিরন্তর
 জগৎসৃষ্টি করিতেছেন, বেদ এবং ব্রাহ্মণগণ লোকদিগকে পবিত্র করিতেছেন, সেই
 শুণাকর দেবাদিদেব বিষ্ণুকে নমস্কার করি। দেবতা ও অমুরগণ যাহার পাদপদ্ম পূজা
 করিয়া থাকেন, যিনি সাধুভক্তগণের অভিলষিত-সিদ্ধির কারণ, যিনি একমাত্র জ্ঞান দ্বারা
 লভ্য ; সেই যধুকৈটভারি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। যিনি পদ্মযোনি ব্রহ্মাদি
 দেবগণের আরাধ্য, যজ্ঞই যাহার প্রিয়, যিনি বজ্রঃ তোলা, যিনি সকল হইতে উত্তম এবং
 যিনি বাঞ্ছিত বস্তুর প্রদানে সক্ষম, সেই বিষ্ণু, শীতাম্বরধারী অনন্তদেব পরমেশ্বর
 নারায়ণকে নমস্কার করি। যিনি নিত্যানন্দ এবং নিত্যজ্ঞান স্বরূপ, যিনি অজ্ঞানরা
 অন্ধকারে আচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের অস্ত্রের, যাহার আদি-মধ্য অন্ত কিছুই নাই, যিনি উৎপত্তি-
 বিবর্জিত, সেই রূপাদিবিহীন পরমেশ্বর-দেবকে নমস্কার করি।” ইত্যাদি দেবগণ তৎকালে
 মহাবিষ্ণুকে এইরূপে স্তুব করিলে, মহাবিষ্ণু, দেবগণের নিকট সেই রাজর্ষি ভগীরথের চরিত্র
 বর্ণন করিতে লাগিলেন। পরে হরি দেবগণকে অখাম প্রদান পূর্বক অন্তর প্রদান করিয়া,
 যে স্থানে রাজর্ষি ভগীরথ উপস্থিত করিতেছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। পরে শঙ্ক-চক্র-
 ধারী সচ্চিদানন্দরূপী সমস্ত জগতের গুরু, দেবদেব হরি, সেই রাজার সম্মুখবর্তী হইলেন।
 যাহার শরীর-প্রভাষ দিক্ সকল সমুজ্জল, বর্ণ অতসী পুষ্পের স্তায়, কর্ণ সমুজ্জল কুণ্ডল দ্বারা
 ভূষিত, প্রসুটিত পদ্মপত্র সদৃশ মেত্র, মস্তক প্রদীপ্ত মুকুট দ্বারা উজ্জল, যিনি শ্রীকংস এবং
 কৌন্তভ ধারণ করিতেছেন, যাহার বাহ্যের সুদীর্ঘ, সমস্ত অঙ্গ প্রশস্ত, দেবভাগ্য যাহার
 পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীপালক রাজা ভগীরথ সেই হরিকে নিকটে
 দর্শন করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিলেন। তৎপরে ভগীরথ অত্যন্ত
 হর্ষাবিত-চিহ্নে রোমাকিত-শরীরে গদগদ-বাক্যে পুনঃপুনর্বার “কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ”
 বলিতে লাগিলেন। তৎকালে ভূতবান ভগবান্ অন্তর্ধামী জনাৰ্দ্দন বিষ্ণু, প্রমত্ত-চিহ্নে
 তাহার উপর সদয় হইয়া, কহিতে লাগিলেন,—“হে ভগীরথ। তুমি অতি ভাগ্যবান্,
 তোমার অতীষ্ট সিদ্ধ হইবে এবং তোমার পূর্বপুরুষ পিতৃ-পিতামহগণ আমার লোকে
 আগমন করিবে। তুমি আপনার সামর্থ্যানুসারে আমারই শরীরান্তর শত্ৰুকে স্তুব
 দ্বারা আরাধনা কর, সেই শত্ৰু তোমার সমস্ত মঙ্গল বিধান করিবে, তাহাতে সংশয় নাই।
 হে রাজন্। আমিও সেই হিমালয়-কন্যা ভগবতীর পতিকে প্রতিদিন পূজা করিয়া থাকি,
 অতএব, তুমি, সেই স্তবাহঁ, সুখদানে সক্ষম, ইশানকে স্তুব দ্বারা আরাধনা কর। হে রাজন্।
 তুমি সেই উৎপত্তি-বিনাশ-বর্জিত সমস্ত অভিলষিত কলদাতা দেবকে পূজা করিলে, তিনি
 তোমার মঙ্গল বিধান করিবেন।” বিখ্যাতা দেবাদিদেব পরমেশ্বর জগদীশ্বর অচ্যুত
 এই কথা বলিয়া, অন্তর্হিত হইলেন, পৃথিবীনাথও গাজোখান করিলেন। পরে হে বিজো-
 তুমগণ। রাজেন্দ্র ভগীরথ ইহাকে স্বপ্ন, কি সত্য এইরূপ বিতর্ক করত, বিম্বিত-চিহ্নে
 ‘একণে কি করিব’ এইরূপ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। অনন্তর বিজ্ঞান-চেতা ভগীরথের

প্রতি আকাশমার্গে অতি উচ্চ দৈববাণী হইল, ‘তুমি এই সমস্ত সত্যরূপে জানিবে, তিষ্ঠা করিও না ।’ তৎকালে পৃথিবীমাথ উন্নত হইয়া ভক্তিপূর্বক জগৎকারণ, সকল দেবতা স্বরূপ ঐশ্বর্যকে স্তুত করিতে লাগিলেন—“যিনি প্রণতদিগের শীড়ামানক, বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ স্বাণী অজ্ঞেয় এবং যিনি প্রণব স্বরূপ, সেই জগৎপতি ঐশ্বর্য দেবকে নমস্কার করি । এই জগৎ যাহার রূপ, যিনি উৎপত্তিরহিত এবং যিনি মর্গ-স্থিতি বিমোহের কারণ, সেই উর্দ্ধরেতা, বিশ্বরূপী বিরূপাক্ষকে নমস্কার করি । যোগীশ্বরগণ যাহাকে আদি-অন্ত-মধ্য রহিত এবং অক্ষ ও অব্যয় এইরূপ কঠিয়া থাকেন, সেই মলোব-বর্ধন অনন্তকে নমস্কার করি । যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর, যিনি সকলের প্রতি অমুরাগী এবং সকলে যাহার প্রতি অমুরক্ত, তাহাকে নমস্কার । নীলকণ্ঠকে নমস্কার । পশুপতিকে নমস্কার । যিনি চৈতন্য স্বরূপ, তাহাকে নমস্কার । যিনি পুষ্টিদেবের অধীশ্বর, তাহাকে নমস্কার । যাহার স্মরণ বাজে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়, তাহাকে নমস্কার । মৌচুর্মকে নমস্কার । ব্রহ্মদেবকে নমস্কার । কপর্দী প্রচেতাকে নমস্কার । পিনাকপাণিকে নমস্কার । শূলপাণিকে নমস্কার । তুমি সমস্ত ভূতস্বরূপ তোমাকে নমস্কার । ঘটোত্তমকে নমস্কার । পশুপতিকে নমস্কার । ক্ষেত্রপতিকে নমস্কার । কপালহস্তকে নমস্কার । পাশ এবং মুদারপাণিকে নমস্কার । যাহারা সমস্ত পাপরাশিকে বিনষ্ট করিয়া থাকে, তাহাদিগের প্রভুকে নমস্কার । যিনি ভূতবনের অধীশ্বর, তাহাকে নমস্কার এবং ক্ষেত্রীদিগের পতিকে নমস্কার । হিরণ্যগর্ভকে নমস্কার, তিরণাপতিকে নমস্কার । তুমি হিরণ্যরেতা, তোমাকে নমস্কার । এই সমস্ত বিশ্বমংসার তোমার উপাসিত, তোমাকে নমস্কার । তুমিই ধ্যানস্বরূপ, ধ্যানের সাক্ষী এবং ধ্যানকর্তা, তোমাকে নমস্কার ও অতিথিকে নমস্কার । মেঘ-সেতু সৃষ্টি স্বজন করে, তাহার স্মার যিনি এই চরাচর অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বজন করিতেছেন, যিনি প্রধান পুরুষ এবং যিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, পতিভগবৎ যাহাকে সনাতন পরমজ্যোতি স্বরূপ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন, সেই মনুষ্য-চন্দ্র সূর্য্যস্বরূপ মহাক্সাকে নমস্কার করি । হে উমাকান্ত ! হে বিরূপাক্ষ ! হে নীলকণ্ঠ ! হে সদাশিব ! হে মৃত্যুশ্বয় ! হে মহাভাগ ! যাহা বসন্ত, তুমি তাহাই বিধান কর । কপর্দীকে নমস্কার । হে নীলগ্রীব ! তোমাকে নমস্কার । কৃশানুরেতাকে নমস্কার । শিব আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হউন । সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, দেবতা এবং সিদ্ধগণ যাহা হইতে উৎপন্ন হইরাছে, জীবগণ যাহা হইতে চেষ্টা করিতেছে, সেই মহাদেব আমাদিগের অন্তপ্রদান করুন । যোগিগণেরা যাহাকে বিশ্বরূপে ধ্যান করিতেছেন, যাহাকে সকল প্রাণীর অন্তরাখ্যার আশ্রয়রূপে গান করেন, যিনি অধিতীয় এবং স্বভব, যিনি সমস্ত জগৎপ্রবের আধার, তাহাকে বারংবার নমস্কার করি ।” যে ব্যক্তি ত্রিসংসার সময়ে এই মাগরভাষিত শব্দসম্বোধ পাঠ করে, সে সমস্ত ইচ্ছানুরূপ কললাভ করে । ভগীরথ এইরূপে স্তুত করিলে, লোকদিগের মঙ্গলকারী মহাদেব শব্দ তৎকালে উগ্রভঙ্গী বাক্য ভগীরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন । যাহার পাঁচটি বদন, বশ হস্ত ; যিনি চক্ষুর অর্ধ মস্তকে বারণ করিয়াছেন ; যাহার তিন লোচন, অঙ্গ অতি সুন্দর ; যিনি মাগসর্পকে বজ্রোপবীতরূপে বারণ করিয়াছেন ; যাহার বক্ষঃস্থল অতি প্রশস্ত, আটটি বাহ ; যিনি গজচর্ম্মের বস্ত্র বারণ করিয়াছেন ; দেবতার যাহার পাদ-

পদ্মকে অর্চনা করিতেছেন, রাজা ভগীরথ, সেই মহাভক্তস্বী মহাদেবকে দর্শন করত ভাবে
গকাদ হইয়া, পৃথিবীমণ্ডলে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ‘মহাদেব’ এই কথা বলিয়া,
মহাদেবকে প্রণাম করিলেন। চন্দ্রশেখর শঙ্কর, রাজার ভক্তি অবগত হইয়া, আনন্দের
সহিত রাজাকে কহিলেন,—“আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, তুমি বর যাজ্ঞা কর। হে নিম্পাপ।
তোমার স্তব এবং তপস্যা দ্বারা আমি পূজিত হইয়াছি, তুমি অতুল ভোগ্যবস্ত্র ভোগ করত
মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে।” দেবদেব এই কথা বলিলে, রাজা আনন্দচিত্তে যুক্তহস্ত হইয়া
জগদীশ্বরের ঈশ্বরকে কহিতে লাগিলেন,—“হে মহেশ্বর। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া,
আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, ত্রিপথ-গামিনী গঙ্গার প্রসাদে
আমার পিতামহদিগকে উদ্ধার করুন।” দেবদেব কহিলেন,—“আমি তোমাকে গঙ্গা
প্রদান করিলাম, এই গঙ্গা তোমার পিতামহদিগের উদ্ধারপথ হইবে এবং তোমাকেও
মোক্ষপদ প্রদান করিলাম।” মহাদেব এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে শিব-
শিরোবাসিনী ত্রিজগতের একমাত্র পবিত্রকারিণী গঙ্গা, সমস্ত জগৎকে পবিত্র করত
ভগীরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। হে পণ্ডিত। সেই অবধি পাপনাশিনী
নির্মল গঙ্গাদেবী, ত্রিলোকের মধ্যে ভাগীরথী এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। হে
মুনীশ্বরগণ! মগর-রাজার পুত্রেরা যে স্থানে দগ্ধ হইয়াছিল, সরিষের গঙ্গা, সেই
দেশকে প্রাণিত করিলেন। যে সময়ে গঙ্গা, মগর-সন্তানদিগের ভগ্নকে সম্যকরূপে
প্রাণিত করিলেন, সেই সময়েই মরুভূমি মগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইলেন এবং
পূর্বে যম, যে মগর-সন্তানদিগকে ভাঙমা করত শিক্ষা প্রদান করিতেন, এক্ষণে সেই
যমই গঙ্গাজল-পরিপূত সেই মগর-সন্তানদিগকে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে যম,
মগর-সন্তানদিগকে নিম্পাপ জানিয়া, সবিশয়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করত যথাবিধি পূজা
করিয়া, এই কথা বলিতে লাগিলেন,—“ওহে রাজপুত্রগণ! তোমরা স্বীয় কর্ম-বশতঃ
এই কাল পর্য্যন্ত এই অতি ভীষণ-মরু ভোগ করিলে, এক্ষণে তোমাদিগের বংশে
ভগীরথ নামে এক ব্রহ্ম সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভগীরথ তোমাদিগকে এই মরু
হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন; তোমরা শীঘ্র এই সর্সকামান্বিত-বিমানে আরোহণ করিয়া,
সমস্ত লোকের প্রণাম হইতে প্রধান বিষ্ণু-লোকে গমন কর।” যম, তাহাদিগকে এই
কথা বলিলে, মহাত্মা মগর-সন্তানগণ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, শত কোটি পুরুষের
সহিত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইলেন। যিনি করির চরণপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই
মহাপাতক-মাশিনী ত্রিলোক-বিশ্রুতা গঙ্গার একরূপ প্রভাব। এই উপাখ্যান, অতিশয়
পুণ্যজনক, পরমায়ু-বৃদ্ধিকর এবং মহাপাতক-বিনাশে সক্ষম। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে
অথবা শ্রবণ করে, সে গঙ্গাপ্রসাদের ফললাভ করে। যে ব্যক্তি দেবতার গৃহে এই পবিত্র
উপাখ্যান পাঠ করে, সে, যে কাল পর্য্যন্ত চতুর্দশ ইন্দ্র, সেই কাল পর্য্যন্ত, বিষ্ণুর সালোকা
প্রাপ্ত হয়।

যোড়শ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠতম ঋষিগণ ! যে সমস্ত ব্রত করিলে, পণ্ডপাশ-বিমোচন-কারী হরি প্রমত্ত হন, সেই ব্রত সমাক্রান্তে বলিতেছি, অবগত কর ;—যাহা দ্বারা জনার্দন অনারামে সকলের প্রতি প্রমত্ত হন, ইহকাল এবং পরকালে সুখ এবং তপস্যার বৃদ্ধিও হইয়া থাকে । হরিপূজা-পরায়ণগণ যে কোম উপায় দ্বারা পরমস্থান প্রাপ্ত হন, পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন । মনুষ্য অগ্রহারণ নামে শুক্লপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া, দ্বাদশীদিমে দত্তধাবনপূর্বক স্নান ও শুক্লবস্ত্র ধারণ করিয়া, গন্ধ পুষ্প ও আভরণ উত্তম দ্বারা অঙ্কামহকারে সমাক্রান্তে বাক্য সংযমপূর্বক “কেশবায় নমস্তস্ত্যাম্” এই মন্ত্র দ্বারা সেই জনাধারী হরি-বিক্কে পূজা করিবে । পরে ঐ মন্ত্র দ্বারা ষড়পূর্বক অগ্নিতে তিলাহুতি প্রদান করিবে । রাত্রিকালে শালগ্রামশিলার মিকটে জাগরণ করিয়া থাকিবে । গ্রহপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা সেই অনাময় নারায়ণকে স্নান করাইবে এবং গীত, বাদ্য, নৈবেদ্য ও ভক্ষণ-ভোজ্য দ্বারা মহালক্ষ্মীর সহিত কেশবকে ত্রিকালীন পূজা করিবে । পূর্নক্সার প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত, যথোচিত কষ্মের অনুষ্ঠান করিয়া, পূর্নক্সার শ্রায় বাক্য-সংযমপূর্বক, সংযত এবং শুচি হইয়া দেবকে পূজা করিবে । পরে (কেশবঃ কেশিহা দেবঃ সর্কসম্প্রদায়কঃ । পরমাত্রপ্রদানেন মম শ্রাদিষ্টেমাধকঃ ।) “যে কেশব কেনী অমুরকে নষ্ট করিয়াছেন, যিনি সমস্ত সম্প্রদানে সক্ষম, আমি তাঁহাকে পরমাত্র দান করিতেছি, তিনি আমার ইষ্টেমাধন করুন ।” এতদর্থক মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে ব্রতসংযুক্ত-পারম, মারিকেলের জল এবং দক্ষিণা ভক্তিপূর্বক দান করিবে । পরে বন্ধুগণের সহিত আপনার শক্তানুসারে ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং আপনি নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংযমপূর্বক ভোজন করিবে । হে দ্বিজগণ ! যে ব্যক্তি, এইরূপে ভক্তিপূর্বক কেশবের অর্চনা করে, সে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের আট ভুগ ফল লাভ করে । এইরূপ সংযমপূর্বক পৌষ মাসের শুক্লপক্ষ-দ্বাদশীতে পূর্বদিন উপবাস করিয়া, ‘নমো নারায়ণ’ এই মন্ত্র দ্বারা হরিকে পূজা করিবে, গ্রহপরিমিত দুগ্ধ দ্বারা অনাময় হরিকে স্নান করাইয়া, ত্রিকালীন অর্চনা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, মনোহর পুষ্প, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও স্তব দ্বারা হরিকে পূজা করিবে । পরে সূতের সহিত কৃশরাত্র এবং দক্ষিণা ব্রাহ্মণকে দান করিবে । (সর্কীয়া সর্কলোকেশঃ সর্কব্যাপী সনাভনঃ । নারায়ণঃ প্রমত্তঃ শ্রীঃ কৃশরাত্রপ্রদানতঃ ।) “আমি কৃশরাত্র প্রদান করিতেছি, সকলের আশ্রয়রূপ, সকল লোকের ঈশ্বর, সর্কব্যাপী, সনাভন নারায়ণ আমার প্রতি প্রমত্ত হউন ।” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে উত্তম অন্ন দান করিয়া, ভক্তিপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া, বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে । যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এইরূপে প্রভু নারায়ণ দেবের পূজা করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের সম্পূর্ণ আট ভুগ ফল লাভ করে । মনুষ্য পূর্নক্সার শ্রায় উপবাস করিয়া, মাঘমাসের তৃতীয়া দ্বাদশীতে ‘ও নমো মাঘবায়’ এই মন্ত্র দ্বারা আটটি সূতাহুতি প্রদান করিবে, গ্রহ-পরিমিত দুগ্ধ দ্বারা দাদবকে গবিত্র

ଭାବେ ଗ୍ରାମ କରାହିବେ, ଗନ୍ଧ-ପୁଷ୍ପାଦି ଦ୍ଵାରା ସମାକୃଷ୍ଟପେ ଯାବଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ପୂର୍ବେର
 କ୍ଷୀୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ, ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା, ପୁନର୍ବାର
 ଯାବଦେବ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । “ଯାବଦଃ ସର୍ବଭୂତାନ୍ନା ସର୍ବକର୍ମ-ଫଳଞ୍ଜନଃ । ତିଳଦାନେନ ସହତା
 ସର୍ବାନ୍ କାମାନ୍ ଅସଞ୍ଜୟତୁ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପାଠପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଶ୍ରୀମାତ୍ରାୟତ ତିଳ ଦାନ କରିବେ ।
 ଭକ୍ତିସହକାରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଦାନ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଯାବଦେବଙ୍କେ ଅରଣ କରିବା, ଭକ୍ତି-
 ପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଭୋଜନ କରାହିବେ । ଯେ ବିଜ୍ଞ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଏହିରୂପେ ତିଳଦାନ-ବ୍ରତେର
 ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ, ସେ ଶତ ବାଜପେୟ-ସଞ୍ଜେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ କରେ । ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି, ଉପବାସ
 କରିବା, କାଳ୍ପନାସାମେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କଜ ଦାନୀ ତିଥିରେ “ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃସ୍ତତଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା
 ସମାକୃଷ୍ଟପେ ପୂଜା ଓ ସ୍ଵତ୍ଵମିମ୍ରିତ ତିଳ ଦ୍ଵାରା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ହୋମ କରିବା, ଶ୍ରୀପରିମିତ ହୁଙ୍କ
 ଦ୍ଵାରା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କେ ଗ୍ରାମ କରାହିବେ, ଗୁଚି ହୈରା ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିକାଳୀନ
 ହରିର ପୂଜା କରିବେ । ହେ ଯୁନେ ! ପରଦିନ ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ କରିବା, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କେ ପୂଜା
 କରିବେ, ଗରେ “ନମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବେଶ ଗୋପିକାଜନବଳତ । ଅନେନ ସାକ୍ଷୀଦାନେନ ଶ୍ରୀତୋ ଭବ
 ଜଗଦ୍ଭୂତୋ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ପାଠପୂର୍ଣ୍ଣକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ଶ୍ରୀହି ଏବଂ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ
 ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା ଏହିରୂପେ ସମାକ୍ଷ ବ୍ରତେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ, ଗମସ୍ତ ପାପ ହୈତେ
 ଯୁକ୍ତ ହୈରା, ମହତ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ-ସଞ୍ଜେର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଲାଭ କରେ । ପୁନର୍ବାର ଉପବାସ କରିବା
 ଚୈତ୍ରମାସେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କଜ ଦାନୀରେ “ନମୋଽସ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଭ୍ୟୋଃ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ପୂର୍ବେର ଗ୍ରାମ ଅର୍ଚ୍ଚନା
 କରିବେ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଶ୍ରୀପରିମିତ ହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କେ ଗ୍ରାମ କରାହିରା, ଆଦରପୂର୍ଣ୍ଣକ ପୂର୍ବୋକ୍ତ-
 ରୂପେ ଶ୍ରୀ-ପରିମିତ ସ୍ଵତ୍ଵ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାମ କରାହିବେ । ହେ ବିଶ୍ଵଗଣ ! ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ
 ଜାଗରଣ କରିବା, ପୂର୍ବେର କ୍ଷୀୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ । ତତ୍ପରେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟା ପ୍ରାତଃକୃତ୍ୟ ସମାପନ
 କରିବା, ହରିଙ୍କେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ଯନ୍ତ୍ର-ମିମ୍ରିତ ତିଳାହୁତି ଶ୍ରୀଦାନ ପୂର୍ଣ୍ଣକ
 “ଶ୍ରୀଗୁରୁ ମହାବିଷ୍ଣୁଃ ପ୍ରାଣଦଃ ପ୍ରାଣବଳତଃ । ତତ୍ତୁଳନ୍ତ ଶ୍ରୀଦାନେନ ଶ୍ରୀତତଃ ସେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ;” ଏହି
 ଯନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ତତ୍ତୁଳ ଦାନ କରିବେ । ଯନ୍ତ୍ରଦ୍ଵାରା,
 ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଏହିରୂପ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଲେ, ଗମସ୍ତ ପାପ ହୈତେ ଯୁକ୍ତ ହୈରା, ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋତ୍ତର-ସଞ୍ଜେର
 ଅତିରିକ୍ତ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଫଳ ଲାଭ କରେ । ବ୍ରତଦାରୀ ବାକ୍ତି ଉପବାସ କରିବା, ବୈଶାଖମାସେର
 ଶୁକ୍ରପଙ୍କଜ ଦାନୀରେ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ଶ୍ରୀପରିମିତ କ୍ଷୀୟ ଦ୍ଵାରା ଦେବତାଞ୍ଜେଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରଦାନଙ୍କେ ଗ୍ରାମ
 କରାହିବେ, ତ୍ରିକାଳୀନ ପୂଜା କରିବା, ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ, “ନମଃସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ରହତା” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର
 ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣକ ସ୍ଵତ୍ଵେର ଆହୁତି ଦାନ କରିବେ । ତତ୍ପରେ ପ୍ରାତଃକାଳେ ଯନ୍ତ୍ରଦାନଙ୍କେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟା
 ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା “ନମଃସ୍ତେ ଦେବଦେବେଶ ସର୍ବଲୋକେକତାବନ । ସ୍ଵତ୍ଵଦାନେନ ସହତା ସର୍ବାନ୍
 କାମାନ୍ ନନ୍ଦସ୍ୟ ମେ” ଏହି ଯନ୍ତ୍ରେ ସ୍ଵାଧ୍ୟାୟାସିଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କେ ନକ୍ଷିତ୍ରାର ମହିତ ଶ୍ରୀ-ପରିମିତ ସ୍ଵତ୍ଵ ଦାନ
 କରିବେ । ହେ ବିଶ୍ଵଗଣ ! ଏହିରୂପେ ସ୍ଵତ୍ଵଦାନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଦାନେର ପୂଜା କରିଲେ, ଗମସ୍ତ ପାପ
 ହୈତେ ଯୁକ୍ତ ହୈରା ଅବଶେଷ-ସଞ୍ଜେର ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଫଳ ଲାଭ କରେ । ଏକାଦଶୀରେ ଉପବାସୀ ବାକ୍ତି,
 ଜ୍ୟେଷ୍ଠମାସେର ଶୁକ୍ରପଙ୍କଜ ଦାନୀ ତିଥିରେ, ଆତ୍ମକ-ପରିମିତ ହୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜିବିକ୍ରୟଙ୍କେ ଗ୍ରାମ
 କରାହିବେ ଏବଂ ଶକ୍ତିସ୍ଵତ୍ଵ ହୈରା, “ନୟନ୍ତ୍ରିସିଦ୍ଧିଯାମି” ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଜିବିକ୍ରୟେର ପୂଜା କରତ
 ଗ୍ରାମ ଦ୍ଵାରା ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତ ଆହୁତି ଦାନପୂର୍ଣ୍ଣକ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରିବେ ଏବଂ ପରଦିନ
 ସମାକୃଷ୍ଟପେ ପୁନର୍ବାର ପୂଜା କରିବା, “ଦେବଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ପରମେଶ୍ଵର । ଉପାସକଙ୍କ ସଂଗ୍ରହ

অবান্তীষ্টফলপ্রদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত বিংশতি-সংখ্যক পিষ্টক দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া বাক্যসংঘম পূর্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নরমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী ব্রহ্মচারী মনুষ্য জিভেন্দ্রিয় হইয়া, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে গ্রহ-পরিমিত হুঙ্ক দ্বারা বামনকে স্নান করাইয়া, “নমস্তে বামনায়” এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে দূর্ক্সা দ্বারা হোম করিবে, পরে রাজিজাগরণ করত সমাকুরূপে বামনকে অর্চনা করিয়া “নামনো বুদ্ধিদো দাতা অব্যাহো বামনঃ স্বয়ং। বামনস্তারকো ভূতাব্যামনায় নমো নমঃ” এই মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক বামনদেবের অর্চনাকারী আগ্নেয় ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত দধিযুক্ত অন্ন এবং নারিকেলফল দান করিবে। হে শ্রেষ্ঠ বিজগৎ। যে ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপে দধির সহিত অন্নদান করিয়া বিজগৎকে ভোজন করায়, সে তিনশত গোত্রাস-দানের ফল লাভ করে। উপবাসকারী ব্যক্তি, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে, শক্তি অনুসারে মধুমিশ্রিত ক্ষীর দ্বারা ত্রীধরকে পূজা করিবে। “নমোহস্ত ত্রীধরায়” এই মন্ত্রে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া, ক্রমে ক্রমে ঘৃত দ্বারা যথাশক্তি হোম করিবে। হে বিজোত্তমগণ! পরে রাজিতে জাগরণ করিয়া, পুনর্বার সেইরূপে পূজা করিবে এবং ব্রাহ্মণকে আটক-পরিমিত উত্তম ক্ষীর দান করিবে। পরে “ক্ষীরাক্ষিশাসিন্ দেবেশ পশু-পাশাবমোচকঃ। ক্ষীরদানেন স্মৃতীতো ভব নরসমুৎপদঃ” এই মন্ত্র দ্বারা সমস্ত অভিলষিত-সিদ্ধির নিমিত্ত দক্ষিণার সহিত বজ্র এবং সুবর্ণময় দুইটি কুণ্ডল দান করিবে। যে ব্রহ্মচারী ব্যক্তি শক্তি অনুসারে এইরূপ দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করায়, সে সহস্র অশ্বমেধের সম্পূর্ণ ফল লাভ করে। উপবাসী নর ভাদ্রমাসের শুক্লাষাদশীতে জ্যৈষ্ঠ-পরিমিত হুঙ্ক দ্বারা জগদুত্তর জ্যৈষ্ঠেশকে স্নান করাইবে, পরে বহুপূর্বক “জ্যৈষ্ঠেশ নমস্তভ্যঃ” এই মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া, আগনার শক্তি অনুসারে ব্রত ধারণপূর্বক মধুযুক্ত চক্ক দ্বারা হোম করিবে, পরে জাগরণাদি-কার্য্য সমাপন করিয়া “জ্যৈষ্ঠেশ নমস্তভ্যঃ নরলোকৈকহেতবে। মম নরসমুৎপদেহি গোধুমস্ম প্রদানতঃ।” এই মন্ত্র বলিয়া শ্রী শক্তি অনুসারে আগ্নেয় ব্রাহ্মণকে আটকার্ক-পরিমিত গোধুম এবং দক্ষিণা দান করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া, বাক্যসংঘম-পূর্বক আপনি ভোজন করিবে। তাহা হইলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। উপবাসী নর শুচি হইয়া, আবার মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে পূর্বের দ্বিতীয় হুঙ্ক দ্বারা পদ্মনাভকে স্নান করাইবে, পরে শক্তি অনুসারে “নমস্তে পদ্মনাভায়” এই মন্ত্রে তিল বব ত্রীহি দ্বারা হোম করিয়া যথাবিধি পূজা করিবে, পরে জাগরণাদি সমাপন পূর্বক পুনর্বার পূজা করিয়া “পদ্মনাভ নমস্তভ্যঃ নরলোকপিতামহ। মধুদানেন স্মৃতীতো ভব নরসমুৎপদঃ।” এই মন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কড়ব-পরিমিত মধু দান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক এইরূপে পদ্মনাভের পূজা করে, সে সহস্র ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের অনুলভ ফল প্রাপ্ত হয়। উপবাসী মনুষ্য মাংস মৈথুনাদি পরিভ্যাগ পূর্বক কার্তিকমাসের ষাদশীতে আটকপরিমিত ক্ষীর, দধি এবং ঘৃত দ্বারা “নমো নারদায়” এই মন্ত্রে ভক্তি পূর্বক নারদায়কে স্নান করাইবে, পরে অষ্টোত্তর শত

মধুমিশ্রিত তিল হোম করিয়া সংযতচিত্তে ত্রিকালীন পূজা করত রাত্রিতে জাগরণ করিবে, পরদিন প্রাতঃকালে মনোহর পদ্মপুষ্প দ্বারা দেবদেবের পূজা করিয়া পুনর্বার মধুমিশ্রিত তিল দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে, পরে ভক্তি পূর্বক ব্রাহ্মণকে সুপক্ক ভক্ষ্যবস্তুর সহিত অন্নদান করিয়া “দামোদর জগন্নাথ সর্বকারণকারণ । জাহি মাং কৃপয়া দেব শরণাগতবৎসবল” এই মন্ত্র দ্বারা তপস্বী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণার সহিত উপায়ন দান করিয়া, ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে । এইরূপে সম্যক ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে । তাহা হইলে দ্বিসহস্র অশ্বমেধে-যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! যে ব্যক্তি ব্রতধারণ পূর্বক এক বৎসর-কাল ব্যাপিয়া প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এইরূপ উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি এক মাসে অথবা দুই মাসে ভক্তির সহিত ব্রতানুষ্ঠান করে, সেও তাহার ফল প্রাপ্ত হয় এবং পরম পদ লাভ করে । এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রত করিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে । হে ! মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অগ্রহায়ণমাসে পূর্ণিমাতে দন্তধাবন পূর্বক আচারানুসারে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুক্লবর্ণ মালা এবং বস্ত্র ধারণ পূর্বক সর্কাদে শুক্লবর্ণ গন্ধ অনুলেপন করত সূন্য শোভাযুক্ত চতুর্কোণ মণ্ডল করাইবে । পরে ঐ মণ্ডলকে ঘটা এবং চামরযুক্ত, উত্তম কিস্কিনী দ্বারা পরিশোভিত, নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, গন্ধ মালা দ্বারা ভূষিত, ধ্বজা দ্বারা শোভিত, শুক্ল-পুষ্প দ্বারা আচ্ছাদিত এবং দীপমালা দ্বারা বিভূষিত করিবে । পরে ঐ মণ্ডলের মধ্যস্থানে সর্কালঙ্কারে অলঙ্কৃত সর্কভোজ-মণ্ডল করিবে । অমন্তর তাহার উপর জলপূর্ণ দ্বাদশটি কুণ্ড স্থাপন করিয়া কেশ-কীটাদি-শোভিত এক খণ্ড শুক্লবস্ত্র দ্বারা পঞ্চরত্ন-সংযুক্ত ঐ কুণ্ডকে আচ্ছাদন করিবে । পরে হে দ্বিজগণ ! ভক্তিমান ব্রতধারী নর সুবর্ণ, রজত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ দেবের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া ঐ কুণ্ডের উপরিভাগে স্থাপন করত সংযমী পুরুষ ঐ প্রতিমাকে স্নান করাইবে । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! শক্তি-অনুসারে প্রতিমার মূল্য অথবা কাঞ্চনঃ মূর্তি-নির্মাণকারীকে দান করিবে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি সকল ব্রতেই বিদ্রোহাচা পরিভ্যাগ করিবে । যদ্যপি বিদ্রোহাচা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পরমায়ু, ধন এবং সম্পৎ সমস্তই বিমল হয় । প্রথমে ভক্তিসহকারে অনন্তশায়ী অনাময় মরায়ণ-দেবকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইবে এবং কেশব প্রভৃতি নাম দ্বারা উপচার প্রদান করিবে । রাত্রিতে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা জাগরণ করিবে এবং উপবাসী ব্যক্তি জিতেশ্বর হইয়া সম্যকরূপে নিদ্রাকে জয় করিবে । পরে বিভবানুসারে ত্রিকালীন দেবকে অর্চনা করিবে । তাহার পর ব্রতী প্রাতঃকালে গাভোধান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্বক ব্যাহতি দ্বারা সহস্র-সংখ্যক তিলহোম করিবে । পুনর্বার গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাক্রমে পূজা করিয়া, দেবতার অগ্রে পুরাণ পাঠ করিবে । হে পণ্ডিতগণ ! ব্রতী ব্যক্তি দ্বাদশজন ব্রাহ্মণকে দ্বিযুক্ত অন্ন, পায়স, দশটি পিষ্টক, স্বস্ত এবং দক্ষিণা দান করিবে । “দেবদেব জদদুপ ভক্তানুগ্রহবিগ্রহ । গৃহাণোপায়নং কৃৎ সর্কাতীষ্টপ্রদো ভব” এই মন্ত্র দ্বারা পিষ্টক দান করিবে । তাহার পর যুক্তহস্তে দুই জাম্বু ভূমিতে পাতিত করত বিনয়াবনত হইয়া প্রার্থনা করিবে । হে সুরদেবরাজ ! তোমাকে নমস্কার । তুমি অদ্য আমার এই ব্রতকে সম্পূর্ণ কলে পূর্ণ

কর । পুরুষোত্তম ! তোমাকে নমস্কার । হে জগন্নিবাস ! হে দেব ! তোমাকে নমস্কার । হে বিষ্ণু ! পুরুষোত্তম 'দেবের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পৃথিবীতে পাণ্ডিত-জানু হইয়া, হে লক্ষ্মীপতে ! তোমাকে নমস্কার । তুমি পরোনিধি সমুদ্রে বাস করিতেছ, তুমি প্রভু ; হে দেবেশ ! তুমি লক্ষ্মীর সহিত অর্ঘ্যগ্রহণ কর । যাহার স্মরণ এবং নাম কথন দ্বারা যজ্ঞ উপস্থাপিত সমস্ত কার্য্য নূন হইলেও তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ হয়, সেই অচ্যুতকে বন্দনা করি । ব্রতী সংঘত হইয়া দেবতার নিকটে সেই মনস্ত এইরূপে অবগত করাইয়া আচার্য্যকে বস্ত্রের সহিত প্রতিমাদান করিবে । তাহার পর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া, শক্তি অনুসারে দক্ষিণা দান করিবে । পরে বাক্যসংঘমপূর্ব্বক বন্ধুজনের সহিত আপনি ভোজন করিবে এবং গায়ত্রীকাল অবধি পণ্ডিতগণের সহিত একত্রিত হইয়া বিষ্ণু-কথা শ্রবণ করিবে । যে ব্যক্তি এইরূপে পবিত্রকারী বাদনীত্বের অনুষ্ঠান করে, সে ইহকাল ও পরকালে সমস্ত অনুত্তম অভিলষিত বস্তু লাভ করে এবং একবিংশতি পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ, হইতে মুক্ত হইয়া, যেখানে গমন করিলে কোম শোক থাকে না, সেই স্থানে গমন করে । হে বিষ্ণুগণ ! যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই উত্তম বাদনীত্বের উপাখ্যান শ্রবণ করে অথবা অশ্রু দ্বারা ব্যক্ত করে, সে বাক্যপের-যজ্ঞের ফল লাভ করে ।

ষোড়শ অধ্যায়-সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—আমি অশ্রু প্রকার ব্রত কহিতেছি, তোমরা যমোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর । এই ব্রত সমস্ত পাপ নষ্ট করে, অতিপবিত্র, ইহার অনুষ্ঠানে সমস্ত দুঃখ নষ্ট হয় । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রীলোক সকলেই ইহাতে অধিকারী । এই ব্রত, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম । এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, সমস্ত ব্রতের ফল প্রাপ্ত হয়, ইহা দুঃখনাশক এবং ধর্ম্মা ; এই ব্রত করিলে দুষ্টগ্রহের শাস্তি হয় । এই পূর্ণিমা-ব্রত অতি উত্তম এবং সমস্ত লোকে বিখ্যাত । যে পূর্ণিমাব্রতের আচরণ করিলে কোটি কোটি পাপ বিমষ্ট হয়, তাহার বিধান বলিতেছি আমার নিকটে শ্রবণ কর । অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লপক্ষের পৌর্ণমাসী তিথিতে সংঘত এবং শুচি হইয়া আচারানুসারে দন্তধাবন করত স্নান করিবে । পরে শুক্লবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক প্রকৃতভাবে গৃহে আগমন করত বাক্যসংঘম করিয়া, পাদ-প্রক্ষালনান্তর আচমন করিবে । তাহার পর মিত্য-কর্তব্য দেবতার পূজা করিয়া, পরে সঙ্কল্পপূর্ব্বক ভক্তিতে লক্ষ্মীনারায়ণ-দেবের অর্চনা করিবে । ব্রতচারী ব্যক্তি “নমো নারায়ণায়” এই মন্ত্রে আবাহন, আসনাদি ও গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা ভক্তির সহিত পূজা করিবে । ব্রতকারী বাক্য-সংঘম-পূর্ব্বক শুচি হইয়া, নৃত্য-গীত-বাদ্য পুরাণাদি পাঠ এবং স্তোত্র দ্বারা দেবতাকে আরাধনা করিবে । পরে দেবতার সম্মুখে অরতিপরিমিত চতুর্কোণ স্থতিল করিয়া, তাহাতে স্বকীয় গৃহানুসারে অগ্নিহোম করিবে । পরে আজ্যভাগান্ত পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া, পুরুষসূক্ত মন্ত্রে চক্ৰ, তিল এবং ঘৃত দ্বারা হোম করিবে । সমস্ত পাপ নাশের নিমিত্ত এক বার দুই বার অথবা তিন বার শক্তি-অনুসারে বহুপূর্ব্বক হোম

করিবে। পরে পতিত ব্রতী স্বীয় গৃহোক্ত বিধানে যথাবিধি প্রারম্ভিত-হোমাদি সমাপন করিয়া, শান্তিমুক্ত জপ করিবে। তৎপরে দেবতার নিকট গমন করিয়া পুনর্বার পূজা করিবে এবং সেই সময়ে ভক্তিপূর্বক দেবতার নিকটে উপবাস জামাইবে। ‘হে দেব! তোমার আজ্ঞানুসারে পূর্ণিমাতে উপবাস করিয়া, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! পরদিনে ভোজন করিব, তুমি আমাকে রক্ষা কর।’ এইরূপে দেবতার নিকটে জানাইয়া চন্দ্রকে অর্ঘ্যদান করিবে। পৃথিবীতে জানুস্বয় স্থাপন করিয়া, “তুমি ক্ষীরোদ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, অত্রি মূনির নেত্র হইতে তোমার উৎপত্তি। হে প্রভো! আমি এই অর্ঘ্যদান করিতেছি, রোহিণীর সহিত তুমি গ্রহণ কর।” এই মন্ত্র দ্বারা ইন্দুকে শুকপুষ্প এবং আভপতপুল-সংযুক্ত অর্ঘ্যদান করিয়া অঞ্জলিপুটে ইন্দুর নিকটে প্রার্থনা করিবে। হে ত্রৈলোক্যেশ্বর! তৎপরে পূর্বমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, চন্দ্রকে দর্শন করত, তুমি শুভাংগ তোমাকে নমস্কার। হে বিজরাজ! তোমাকে নমস্কার। হে রোহিণীপতে! তুমি লক্ষ্মীর, ভাতা, তোমাকে নমস্কার।” এই বলিয়া প্রণাম করিবে। তৎপরে পুরাণাদি শ্রবণ দ্বারা রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং মৈথুনাদি পরিভ্যাগপূর্বক ইচ্ছিয়কে সংযত করিয়া, শুদ্ধভাবে পাষাণাদির সহিত আলাপ ভাগ করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে যথাবিধি আচার এবং অনুষ্ঠান করিয়া পুনর্বার বিভবানুসারে দেবকে পূজা করিবে। পরে ব্রত-পরায়ণ নর শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে বন্ধু এবং সূত্যাগণের সহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। এই প্রকার পৌষ মাস প্রভৃতি সকল মাসে উপবাস করিয়া পূর্ণিমাদিনে ভক্তিসহকারে অনাময় নারায়ণের পূজা করিবে। এইরূপে সংবৎসরকাল ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, কার্তিক মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে প্রতিষ্ঠা করিবে। তোমাদিগের নিকট তাহার বিধান বলিতেছি। চতুর্কোণ মণ্ডলাকার উত্তম মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়া, ঐ মণ্ডপকে পুষ্পমালা চন্দ্রাভপ এবং ধ্বজা দ্বারা শোভিত করত বহুদীপে সমকীর্ণ উত্তম কিকিণী দ্বারা পরিশোভিত করিবে। ঐ মণ্ডপ দর্পণ, চামর এবং কলস দ্বারা সমাহৃত হইবে। পরে তাহার মধ্যে পঞ্চবর্ণের শুঁড়ি দ্বারা সর্বতোভদ্র মণ্ডল নির্মাণ করিয়া, তাহার উপর জলপূর্ণ কুম্ভ স্থাপন করিবে। হে বিজগণ! পরে পরিপূর্ণ এবং অতিশুদ্ধ বস্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া, সুবর্ণ রজত অথবা তাম্র দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণের মূর্তি নির্মাণ করিয়া, তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিবে। পরে পঞ্চায়ত দ্বারা প্রতিমাকে স্নান করাইয়া, ইচ্ছিয়-সংযমপূর্বক গন্ধপুষ্প প্রভৃতি এবং তক্ষাভোজ্যাদি মৈবেদ্য দ্বারা পূজা করিবে। পরে শ্রদ্ধাসহকারে সমাক্রমে জাগরণ করিয়া, প্রাতঃকালে পূর্বের জ্ঞান যথাবিধি বিষ্ণুর অর্চনা করিবে। পরে আচার্য্যকে দক্ষিণার সহিত প্রতিমা দান করিয়া, বিভব থাকিলে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণগণকে অবারিত ভোজন করাইবে। পরে যথাশক্তি তাঁহাদিগকে তিল দান করিয়া, পূর্বের জ্ঞান অগ্নিতে যথাবিধি তিল দ্বারা হোম করিবে। মনুষ্য এইরূপে লক্ষ্মীনারায়ণ-ব্রতের সম্যক অনুষ্ঠান করিলে পুত্রপৌত্রের সহিত ইহকালে যথেষ্ট পরিমাণে ভোগ করত অযুত পুরুষের সহিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া, তাহান যোগিগণেরও দুর্লভ, সেই বিমুক্তবনে গমন করে।

অষ্টাদশ অধ্যায় ।

সূক্ত কহিলেন—ঋজারোপণ নামে অষ্ট প্রকার ব্রত বলিতেছি, এই ব্রত সমস্ত পাপকে নষ্ট করে । ইহা অতি পবিত্র এবং বিষ্ণুপ্রীতির কারণ । হে পরম সাধুগণ ! এই ঋজারোপণ ব্রত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং স্বীকৃতি ইহাদিগের সকলের সমস্ত দুঃখ বিনাশ ও সংসারজ্বলনের কারণ । যে ব্যক্তি বিষ্ণুগৃহে উত্তম ঋজারোপণ করে, আমি অস্ত্র আর কি কহিব, বিরিকি প্রভৃতি দেবতা তাহাকে পূজা করেন । যে ব্যক্তি ঋজারোপণ কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কুটুম্বকে সমস্ত সূৰ্য্যভার দান করিলে যে বল হয়, ততুল্য বল লাভ করে । অনুত্তম গন্ধাম্বান, তুলসীদেবী অথবা শিবলিঙ্গপূজা ইহারা সকলেই ঋজারোপণের তুল্য । হে বিপ্রগণ ! এই ঋজারোপণ ব্রত অতিশয় অপূৰ্ণ, অতিশয় আন্তর্য্য এবং সমস্ত পাপনাশক ও পবিত্র । ইহার পর প্রাতঃকালে গাভোস্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর ঋজারোপণ কার্য্যে মে যে কৰ্ম্ম করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, তোমরা আমার নিকট শ্রবণ কর । পবিত্র নর, কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে দত্তধাবন পূৰ্ণক যত্নসহকারে স্নান করিবে । একাদশীদিনে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূৰ্ণক নারায়ণকে স্মরণ করত জপ করিবে এবং গুরু বস্ত্র ধারণ করিয়া পবিত্রভাবে নারায়ণের অশ্রে শয়ন করিবে । তাহার পর প্রাতঃকালে গাভোস্থান করত যথাবিধি স্নান এবং আচমনের পর নিতাকার্য্য সমাপন করিয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে । চারি জন ব্রাহ্মণের সহিত স্থলিবাচন করিয়া, ঋজারোপণ কার্য্যে নামসমুৎপাদ্য করিবে । বস্ত্রসংযুক্ত দুইটি ধনুস্তম্ভকে গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া সেই ধনুস্তম্ভে সূর্য্য, গরুড় এবং চন্দ্রকে পূজা করিবে । তাহার পর দুইটি স্তম্ভে হরিদ্রা, আতপতুল গন্ধ পুষ্প এবং পবিত্র পুষ্প দ্বারা জগৎপাতা বিধাতাকে অর্চনা করিবে । তাহার পর গোচর্য্য-পরিমিত হতিল করিয়া তাহাতে স্বীয় গৃহোক্ত কৰ্ম্মানুসারে অঘাধানের পর ক্রমে আজ্যভাগাদি কার্য্য করিয়া, অষ্টোত্তর শত পার্শ্বম এবং ব্রত দ্বারা হোম করিবে । প্রথমে পুরুষসূক্ত মন্ত্রে বিষ্ণুর উদ্দেশে সমিধাহুতি প্রদান করিবে তৎপরে বৈশ্বদেবের উদ্দেশে “স্বাহা” এই মন্ত্রে আটটি আহুতি প্রদান করিবে । হে বিপ্রগণ ! তাহার পর পবিত্র ভাবে “সামী বেতু স্বাহা” এই মন্ত্রে পাঁচ বার হোম করিবে । সেই সময়ে শক্তি অনুসারে সূর্য্যের মন্ত্র এবং শান্তিসূক্ত জপ করিবে । তাহার পর শুচি হইয়া হরির নিকটে অবস্থান করত রাজিতে জাগরণ করিবে । পরে প্রাতঃকালে গাভোস্থান পূৰ্ণক নিতাকার্য্য সমাপন করিয়া পূৰ্ণক দ্বারা যথাক্রমে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা দেবতার অর্চনা করিবে । তাহার পর মঙ্গল বাদ্য, সুন্দর সূক্তপাঠ, নৃত্য এবং স্তবপাঠ পূৰ্ণক বিষ্ণুর গৃহে ঋজা আনয়ন করিবে । হে বিপ্রগণ ! তৎপরে আমোদারিত হইয়া দেবগৃহের দ্বারদেশে অথবা উপরিভাগে স্তম্ভসংযুক্ত ধনুস্তম্ভকে স্থির ভাবে স্থাপন করিবে । পরে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, মনোরম ধূপ, দীপ এবং ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সংযুক্ত নৈবেদ্য দ্বারা হরিকে পূজা করিবে । এইরূপে দেবালয়ে সুন্দর উত্তম ধনুস্তম্ভকে স্থাপন করিয়া, ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ প্রদক্ষিণ করত এই স্তব পাঠ করিবে—“হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তোমাকে মমকার । হে বিশ্বভাবন ! তোমাকে মমকার । হে হৃষীকেশ ! তুমি মহাপুরুষের পূৰ্ণ

জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোমাকে নমস্কার করি। যাহা দ্বারা এই অধিন ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাহাতে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে এই সমস্ত লব্ধ প্রাপ্ত হইবে, সেই মাধবের শরণাগত হইলাম। ব্রহ্মাদি দেবতাপ্রাণ যাহার পরম ভাব জানিতে পারেন না, যোগিগণ যাহাকে সমাকৃতাৰে দর্শন করেন, সেই জাম্ববন্তরূপকে বন্দনা করি। আকাশ যাহার নাভি, স্বর্গ যাহার মস্তক, পৃথিবী যাহার চরণ, সেই বিশ্বরূপীকে বন্দনা করি। সমস্ত দিক্ যাহার কর্ণ, চক্ষুসূর্য্য যাহার চক্ষু, ঋক্ সাম যজু এই তিন বেদ যাহা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপীকে বন্দনা করি। ব্রাহ্মণেরা যাহার মুখ হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ক্ষত্রিয়গণ যাহার বাহু হইতে, বৈশ্য যাহার উরুদেশ হইতে এবং শূদ্রগণ যাহার চরণদ্বয় হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; যাহার মন হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে সূর্য্য, প্রাণ হইতে বায়ু এবং মূৰ্ধ হইতে অগ্নি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; পতিতগণ, যাহাকে মারার সহিত যোগ হইলে পুরুষ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন; যিনি স্বাভাবিক নিৰ্ম্মল, পবিত্র নিৰ্দ্ধিকার; যাহাতে দোষের লেশ মাত্র নাই; যিনি ক্ষীরসমূদ্রে শয়ন করিতেছেন; যিনি সকলের অজের ও কেবলমাত্র ভক্তি দ্বারা লভ্য, আমি সেই মনুজমণ্ডল এবং সূর্য্য হইতে সূর্য্য, পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাহা দ্বারা অবস্থান করিতেছে, সেই সৰ্ব্বতোভূজ বিষ্ণুকে নমস্কার করি। ব্রহ্ম যাহার পরম ধাম, যিনি সকল লোকের উত্তম হইতে উত্তম এবং নিৰ্গুণ সেই পরম সূর্য্যকে পুনঃপুনর্বার নমস্কার করি। যাহার বিকার নাই, যিনি উৎপত্তিবিবর্জিত, সমস্ত যাহার বাহু, যোগীশ্বরগণ যাহাকে সমস্ত কারণের কারণ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, সেই পরিশুদ্ধ ঈশ্বরকে নমস্কার করি। বিষ্ণুই একমাত্র মহান্ ভূত, ভক্তিন্ন, পৃথক্ পৃথক্ অনেক ভূত বিদ্যমান আছে, ঐ ভূতাত্মা অবিদ্যার বিশ্বভূক্ বিষ্ণু, তিন লোক ব্যাপিয়া সমস্ত ভোগ করেন। যে দেব সকল ভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ, যিনি জগদ্ব্যবস্থার নিৰ্গুণ এবং পরমাত্ম-স্বরূপ, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিদিগের হৃদয়স্থ হইয়াও দূরস্থ এবং যিনি জ্ঞানীদিগের নিকটে সৰ্ব্বত্র, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি যথাক্রমে চারি, চারি, দুই, পাঁচ ও পুনর্বার দুই দ্বারা হৃত হন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি জ্ঞানীদিগের, ক্রিয়াবান্ ব্যক্তিদিগের এবং ভক্তিমান্ মনুষ্যদিগের বুদ্ধিদাতা, যিনি বিশ্বভূক্, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। জগতের হিতের নিমিত্ত হরি যে সকল দেহ ধারণ করিয়াছেন, দেবতারা সেই দেহকে অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পতিতগণ, যাহাকে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ, নিৰ্গুণ এবং গুণের আধার বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যিনি পরমেশ্বর, পরমাত্ম-স্বরূপ, যিনি পর হইতে পরত্তর, প্রভু, যিনি জ্ঞান-স্বরূপ এবং জ্ঞান দ্বারা জের, সেই বিষ্ণু আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।” যে ব্যক্তি প্রতিদিন স্তবের মধ্যে উত্তম হইতে উত্তম এই স্তব, পাঠ করে, সে মনস্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে বাস করে। এইরূপে স্তব করিয়া, বিষ্ণুকে নমস্কার করিবে এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। পরে দক্ষিণা এবং ব্রহ্মাদি দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিয়া, শক্তি অনুসারে তত্ত্বপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। হে ব্রাহ্মণগণ! পরে নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া, বাক্য-সংঘম-

পূৰ্ণক পুত্র, মিত্র, পত্নী এবং বন্ধুগণের সহিত পার্শ্ব করিবে। যে ব্যক্তি এই ধ্বজা-
 রোপণনামক কর্ম করে, তাহার পুণ্যকল বলিতেছি, ভোমরা সমাহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।
 হে প্রধানতম ব্রাহ্মণগণ। ধ্বজার বস্ত্র যে কাল পর্য্যন্ত বায়ু দ্বারা চঞ্চল থাকে, সেই কাল
 পর্য্যন্ত সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। মনুষ্য মহাপাতকযুক্ত হউক, অথবা
 সমস্ত পাপযুক্ত হউক, যদ্যপি বিষ্ণুর গৃহে ধ্বজারোপণ করে, তাহা হইলে, সমস্ত পাপ
 হইতে মুক্ত হয়। হে ব্রাহ্মণগণ। ঐ ধ্বজ যাবৎ বিষ্ণুর গৃহে অবস্থান করে, তাবৎ যুগ-
 মহত্ৰকাল হরির মাক্ষপা লাভ করে। যে সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তি, আরোপিত ধ্বজাকে দর্শন
 করিয়া অভিনন্দন করে, তাহারাও তৎক্ষণাৎ কোটি মহাপাতক হইতে মুক্ত হয়। বিষ্ণু-
 গৃহে আরোপিত ধ্বজা আপনার বস্ত্রকে কল্পিত করিয়া, মিম্বিষাঙ্কের মতো কর্তার সমস্ত
 পাপকে কল্পিত করে। সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! ভোমরা সর্বপাপ-প্রণশক,
 নারদ-কথিত অতি পবিত্র পুরাতন ইতিহাস শ্রবণ কর। পূর্বে সভাপুণ্ড্র নামে
 এক রাজা ছিলেন। ঐ রাজা চক্ষুবংশ-সম্ভূত, অতিশয় ক্রীমান্ এবং মনুষ্যপের একচ্ছত্র
 রাজা এবং পরম-ধার্মিক। তিনি কোন সময়েই সভা ব্যতিরেকে মিথ্যা বসিতে ন
 এবং তিনি অতি পবিত্র ছিলেন। রাজা ককুরকে পর্য্যন্ত অতিথি করিতেন। তিনি সমস্ত
 সুলক্ষণাক্রান্ত ছিলেন ও তাহার সমস্ত সম্পত্তিই ছিল। ঐ রাজা সৰ্বদা হরিপুত্রার
 আসক্ত ছিলেন এবং সৰ্বদা হরি-কথা শ্রবণ করিতেন। তিনি হৃদিভক্তি-পরায়ণদিগের
 সেবা করিতেন। তাহার অহংকার ছিল না এবং তিনি পূজ্য ব্যক্তির পূজা করিতেন।
 সকলের প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ছিল এবং তিনি গুণবান্ ছিলেন। ঐ রাজা সকল
 প্রাণীর হিতকার্য্যে রত, শান্ত, কৃপালু এবং কীর্ত্তিমান্ ছিলেন। ঐ রাজার সভ্যমতি
 নামে মহাভাগ্যবতী, সৰ্বলক্ষণাক্রান্ত, পতিপ্রাণা এক পতিব্রতা ভার্যা ছিল।
 তাহারী স্ত্রী-পুত্রসে প্রতিদিন হরির পূজা করিতেন। তাহারী জাতিশ্রম এবং
 অতিশয় ভাগ্যবান্ ছিলেন। তাহারী সংপক্ষ অবলম্বন এবং সংকার্য্যের অনুষ্ঠান
 করিতেন; প্রতিদিন অন্ন-দান এবং জলদানে রত ছিলেন ও অসংখ্য ভূদান,
 উপবস এবং বস্ত্র প্রভৃতি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই মিত্রভাষিনী মমোহারিনী সভা
 সভ্যমতি অতিশয় সন্তোষ পূৰ্ণক প্রতিদিন সূচি হইয়া, বিষ্ণুর গৃহে নৃত্য করিত এবং
 সেই মহাভাগ্যবর রাজাও প্রতি বাদনী তিথিতে বহুতর মমোহর ধ্বজারোপণ করিয়া-
 ছিলেন, এই নিমিত্ত দেবতারাত সেই নিত্য-হরিপরায়ণ পরম ধার্মিক রাজাকে এবং
 তাহার প্রিয়সী সভ্যমতিকে সৰ্বদা স্তব করিয়াছিলেন। এক সময়ে বিভাওক মুনি স্নেহে
 ত্রিলোকবিশ্রুত, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ স্ত্রী-পুত্রসকে দর্শন করিবেন এই মানসে শিষ্যের সহিত
 আগমন করিলেন। তৎকালে রাজা, বিভাওক মুনি আগমন করিয়াছেন, ইহা শ্রবণ
 করিয়া, পত্নীর সহিত তাহার নিকটে গমন করিলেন। পরে পূজা এবং নানাপ্রকার স্তব
 দ্বারা আতিথ্যক্রিয়া-সমাপনাস্তর মুনিকে শান্ত ও আসনে উপবিষ্ট করাইয়া, আপনি নীচ
 আসনে উপবেশন পূৰ্ণক ক্ষুদ্রহস্তে মুনিকে কহিতে লাগিলেন,—“হে ভগবন্! হে প্রভো!
 আপনার আগমনে আমি দুঃখ হইলাম। পণ্ডিতগণ, সন্তের আগমন অতি সুখজনক,
 এই বলিয়া তাহাকে প্রশংসা করেন। পণ্ডিতেরা ইহাই বলিয়া থাকেন যে, যে স্থানে

মহৎ ব্যক্তির প্রেম থাকে, সেই স্থানে ভেদ, কীৰ্ত্তি, ধন এবং পুত্র এই সমস্ত সম্পদ অবস্থান করে। হে মুনে! যে স্থানে দিন দিন সমস্ত মঙ্গল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, হে প্রভো! সাধুগণ সেই স্থানে অত্যন্ত কৃপা করেন। হে ব্রহ্মন্! যে ব্যক্তি মস্তক দ্বারা মহত্তর পাদভলোদক ধারণ করে, সে সকল ভীর্ষে শ্রান করে এবং পূণ্যবান্, ইহাতে সংশয় নাই। আমি পুত্র, পত্নী এবং সম্পত্তি আপনাতে অর্পণ করিলাম। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার শাসনকর্তা, আমাকে আজ্ঞা করুন, আপনার কি করিব?" মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাণ্ডক সেই রাজাকে বিনয়বনত দেখিয়া, হস্ত দ্বারা রাজাকে স্পর্শ করত হৃষীকিষে কহিতে লাগিলেন,—“হে রাজন্! তুমি যাহা কহিলে, সেই সমস্ত তোমার বংশোচিত। যাহারা বিনয়বনত হয়, তাহারা সকলেই পরম মঙ্গল লাভ করে। হে নৃপমহুয়! বিময় হইতে কোন্ বস্তুর লাভ না হয়? ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই বিময় হইতে লাভ হয়। হে ভূপাল! আমি তোমার প্রতি অভিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার শত্রুগণ সংপথ অবলম্বন করুক। হে মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহা বল। হরির সন্তোষজনক বহুতর পূজা আছে, তুমি অদ্যাপি নিত্য নিত্য কি জন্ত ধনজারোপণ কর্ম করিতে উদ্যত হইতেছ এবং তোমার এই সাধ্বী ভাষ্যাও কি জন্ত প্রতিদিন নৃত্য করে? তুমি ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত বলিতে সমর্থ হও।” রাজা কহিলেন,—“হে ভগবন্! আপনি যে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মুনে! আমাদেরই দুই জনের চরিত্র সকল ভূতের আশ্রয়। হে মনুজ! আমি পূর্বে মাড়ুলি নামে কুপথশ্রমী শূদ্র ছিলাম। প্রতিদিন সকল লোকের অনিষ্ট করিতাম এবং ধন, ধর্মবিদ্বেষী হইয়া দেবদ্রব্যের অপহরণ করিতাম। আমি মহাপাতকী, এইজন্ত আমার অর্থ এবং পুত্র বিনষ্ট হইয়াছিল। আমি নিরন্তর নির্ভূর বাক্য প্রয়োগ করিতাম এবং অভিশয় পাপিষ্ঠ ও বেষ্টাসক্ত ছিলাম। আমি কিছুকাল এইরূপে অবস্থান করত মহত্তর ব্যাক্য আদর না করিয়া, সমস্ত বন্ধু বান্ধব পরিভাগ পূর্বক সমস্ত সম্পত্তি মঠে করত বনে গমন করিলাম। সেই স্থানে প্রতিদিন মৃগমাংস ভক্ষণ করত সংপথের বিরোধ করিতাম। এইরূপে বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া একাকী নির্জনে বনে বাস করিলাম। এক সময়ে সেই নির্জনে বনমধ্যে বর্ষার অবসানে ক্ষুধা এবং পিপসার কাতর হইয়া, ‘একটি জীর্ণ বিহুর মন্দির ও তাহার নিকটে হংস-কারওচযুক্ত বৃহৎ সরোবর দর্শন করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ঐ সরোবর পর্য্যন্ত বনের বহু পুষ্প দ্বারা অচ্ছাদিত। আমি ঐ সরোবরে জল পান করিয়া তাহার তটে বিশ্রাম করিলাম। মৃণালের মূল উত্তোলন করিয়া ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে নিবারণ করিলাম। পরে আমি বিহুর সেই জীর্ণ-মন্দির মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম ও ঐ মন্দিরের যে যে স্থান কাটিয়াছিল, তাহা পরস্পরে মিলিত করিয়া দিলাম এবং পাত্র, তৃণ ও কাষ্ঠ দ্বারা সম্যাকরূপে গৃহ নির্মাণ করিলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পরে আমি আমার ভাগ্যের আবিবাক্যতঃ সেই স্থানের ভূমি গোময়াদি-দ্বারা পরিকার পরিচ্ছন্ন করিলাম এবং আমি সেই স্থানে ব্যাধের বৃদ্ধি অবলম্বনপূর্বক বহুপ্রকার মৃগ বিনাশ করত জীবিকা-নির্ভাহ করিয়া বিংশতি বৎসর জীবনধারণ করিলাম। তাহার পর বিস্ফাদেশোঃপর্য্য ব্যাধ-বংশ-মন্ডতা কোকিলিনী নামে এই সাধ্বী লাগমন

করিলেন। বন্ধুবর্গেরা ইহাকে পরিভাগ করিলে, দুঃখে ইহার শরীর জাণ হইল। পরে হে ব্রহ্মণ! ইনি ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার কাতরা হইয়া আশ্রুত কার্যকে লক্ষ্য করিয়া শোকের সহিত নির্জন বনমধ্যে লমণ করিতে করিতে প্রীতভাবে এবং অন্তস্তাপে শীড়িত হইয়া দৈবদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইলেন। আমি এই দুঃখিনীকে দর্শন করিলে আমার অতিশয় যুগা হইল। পরে আমি ইহাকে জল, মাংস এবং বস্ত্রফল দান করিলাম। হে ব্রহ্মণ! ইনি বিপ্রািম করিলে, আমি ইহাকে মধ্যম জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনিও আমাকে আপনার সমস্ত কার্য অবগত করাইলেন। হে মহামুনে! সেই সমস্ত শ্রবণ করুন। হে পণ্ডিত! ইহার নাম কোকিলিম্বী, ব্যাধের বলে ইহার জন্ম। ইনি দান্তিক নামে ব্যাধের কন্যা, বিদ্যাপক্ষেতে বাস করিতেন। ইনি নিত্যই পরধন হরণ করিতেন ও মর্সদা পৈশুণ্য বাক্য প্রয়োগ করিতেন। ইহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছিল, এই জন্ত বন্ধুবর্গেরা ইহাকে পরিভাগ করিলে, হে ব্রহ্মণ! ইনি এই দুর্গম বনমধ্যে আমার নিকটে আনিলেন। ইনি এইরূপে সমস্ত আশ্রুত কার্য আমার নিকটে আবেদন করিলেন। হে মুনে! আমি এবং ইনি বিধুর সেই জীর্ণ-মন্দিরে ত্রীপুত্রবভাব অবলম্বনপূর্বক মাংসভক্ষণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম। একদিন আমরা দুই জনে রাত্রিতে সেই মন্দিরমধ্যে মদ্যপানে মত্ত ও মাংসভোজনে আমলিত হইয়া, দণ্ডের অগ্রভাগে বস্ত্রবন্ধনপূর্বক মদ্যমেবার অতিশয় উন্মত্ত হইয়া, অতিশয় হর্ষের সহিত সম্যকরূপে নৃত্য করিতে লাগিলাম। হে মুনে! সেই কালেই আমাদের দুই জনের মৃত্যু হইল। পরে ভয়ঙ্কর যমদূতগণ পাশহস্তে আগমন করিল এবং ভগবান্ মধুসূদন আমাদের সেই নৃত্যে গচ্ছ হইয়া আমাদেরকে হরণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় দূত প্রেরণ করিলেন। হে মন্তম! সেই স্থানে দূতগণের অতিশয় বিবাদ হইয়াছিল। হে ধার্মিকশ্রেষ্ঠ! আমি সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি, আপনি শ্রবণ করুন। দেবদূতেরা কহিল,—‘ওহে ক্রুর ছাত্র! তোমাদিগের কিছুমাত্র বিবেচনা নাই, এই ত্রীপুত্রবহর হরির অতিশয় প্রিয়, ইহাদিগের পাপ নাই; অতএব এই দুই জনকে পরিভাগ কর। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিলোক মতো বিবেকহীন সম্পদের আদি কারণ এবং বিবেকশূন্য এই বিপদের আদিকারণ-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে ব্যক্তি মিত্যাপকে পাপিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া জানিবে।’ যমদূতেরা কহিল,—‘তোমরা সত্যই বলিয়াছ, এই দুই জন অতিশয় পানী; পাপিষ্ঠেরা দণ্ডাই আমরা জানি, অতএব আমরা এই দুই জনকে লইয়া যাইব। বেদ বাহ্য বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম, তাহার যে বিপরীত, সে-ই অধর্ম; এই দুই জন অধর্মাচরণ করিয়াছে, অতএব আমরা ইহাদিগকে বন্দের নিকটে লইয়া যাইব।’ মহাতেজস্বী দেবদূতগণ এই বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, স্বকীয় তেজ দ্বারা দিক্ সকলকে প্রকাশিত করত যমদূতদিগকে কহিতে লাগিল,—‘ইহা হইতে আর কি কষ্ট হইবে? বেহেতু অধর্ম ধর্মীকে স্পর্শ করিতেছে! তোমরা বিশেষ পাপ করিয়াছিলে, এই জন্ত নরকের অধাক হইয়াছ। তোমরা কিছু আজ পর্যন্ত এই নমস্ত পাপ-কর্মে উদ্যোগী হইতেছ? বাহ্য মহাপাতকী, তাহার অধর্মকর পর্যন্ত নরকে অবস্থান করে। যে কাল পর্যন্ত চন্দ্র এবং মঙ্গল

বিদ্যমান থাকিবে, তোমরা সেই পর্যাণ্তই নরকে বাস করিবে। যাহা দ্বারা পূৰ্ণনকিত্ত পাপের ক্ষয় হয়, কোন সময়ে এরূপ চেষ্টা তোমরা করিতেছ না, কিন্তু কিজন্ত বারংবার এই সকল পাপ-কর্ম করিতেছে? প্রতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ধর্ম—ইহা সত্য; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই দুই জন যে সমস্ত ধর্মোচরণ করিয়াছে, তাহা আমরা যথার্থরূপে বলিতেছি। ইহারা সর্বদা হরিশেবাতে নিরত, এইজন্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে; হরি ইহাদিগকে সর্বতোভাবে শুদ্ধ করিয়াছেন, অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর, বিলম্ব করিও না। হে যমদূতগণ! এই নারী বিষ্ণুগৃহে নৃত্য করিয়াছে এবং এই পুরুষ অত্ৰকালে ধ্বজা দান করিয়াছে; এই জন্ত দুই জনই পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যাহারা যত্নসময়ে একবার যাহার নাম শ্রবণ করিলেও পরম স্থান লাভ করিতে পারে, তাহারা যদ্যপি তাহার সেবায় রত হয়, তাহা হইলে, তাহাদিগের কি না হয়? মনুষ্য মহাপাতক-যুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপযুক্তই হউক, ভগবন্ত যাহাকে দর্শন করে, সে পরম-পদ লাভ করে। যতি এবং বিষ্ণু-ভক্তদিগের সেবাতে নিরত ব্যক্তিগণ যাহাকে দর্শন করেন, তাহারা পাপিষ্ঠ হইলেও উত্তম গতি লাভ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এক মুহূর্ত অথবা অর্ধ-মুহূর্ত হরির মন্দিরে অবস্থান করে, সে পরম স্থানে গমন করে, যে ব্যক্তি সর্বদা হরির সেবাতে নিরত, তাহাদিগের কি না হয়? এই দুই জন প্রতিদিন হরির মন্দিরে উপলেন দান করিয়াছে, তাহার সংযোজন করিয়াছে, ভগ্নহাস নির্মাণ করিয়াছে, জল সেচন করিয়াছে এবং হরি-মন্দিরে দীপ দান করিয়াছে, অতএব কিজন্ত এই মহাভাগ্যবান দুই জনকে যমালয়ে লইয়া যাইবে? দেবদূতগণ এই কথা বলিয়া, পাশচ্ছেদনপূর্বক আশাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইয়া, বিষ্ণুর পরম স্থানে গমন করিলেন। আমরা—চক্রধারী দেবের দেব বিষ্ণুর নিকটে গমনপূর্বক যে কাল পর্যন্ত উত্তম ভোগ করিয়াছি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। আমরা সহস্র কোটিযুগ এবং শতকোটি যুগ বিষ্ণু-ভবনে বাস করিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম; সেই স্থানেও তাবৎ কাল অবস্থান করিয়া, ইন্দ্রতপদ-প্রাপ্ত হইলাম; সেই স্থানেও অবশ্যস্তাবী উৎকৃষ্ট দিব্য ভোগ করিয়া, হে মুনিমন্তম! ক্রমে তাহার পর পৃথিবীর রাজা হইয়াছি। এ স্থানেও অতুল-সম্পদ হইয়াছে। হে মুনে! আমি অজ্ঞানবশতঃ ঐ সমস্ত করিয়া, এই সকল প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে বিধনাথ মাধবকে সমাক্রূপে ভক্তিভাবে আরাধনা করিয়া, পরম-মঙ্গল প্রাপ্ত হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত বুদ্ধি। হে বিপ্র! যে সমস্ত কর্ম অজ্ঞানবশতঃ করিলেও মনুষ্যদিগকে মহৎ ফল দান করে, যদ্যপি, সমাক্রূপে পূজা করা হয়, তাহা হইলে কি কিনা হয়?—সমস্তই হইতে পারে।” মুনিশ্রেষ্ঠ বিভাওক এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, রাজাকে অভিমন্ত্রন করত আপনার তপোবনে গমন করিলেন। শূত বহিলেন,—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ! অতএব তোমরা শ্রবণ কর, দেবের দেব চক্রীর পরিচর্যা সমস্ত ব্যক্তির কামধেনু স্বরূপ। যাহারা হরিপূজা-পরায়ণ, সমস্ত অভিলষিত ফলদানে সক্ষম সনাতন হরি তাহাদিগকে পরম মঙ্গল প্রদান করেন। যে ব্যক্তি এই সমস্ত পাপনাশক পবিত্র উপাখ্যান পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, সে ধ্বজারোপণের পূণ্যফল প্রাপ্ত হয়।

একোবিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত করিলেন,—আমি সকল লোকের দুর্লভ, হরিপঙ্ক নামে অষ্ট প্রকার ব্রত
কহিতেছি, তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর । এই ব্রত—নারী এবং মরদিগের সমস্ত
হঃখ-নাশক । ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ স্বরূপ পুরুষার্থের একমাত্র সাধন । সমস্ত অভীষ্ট দান
করিতে সক্ষম, সমস্ত ব্রতের ফলদানে যোগ্য, সকল ব্রত হইতে উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ এবং
সর্বকাম-ফলপ্রদ । মার্গশীর্ষ মাসের শুক্লপক্ষের ষাদশীতে ইন্দিরসংযম করত দত্ত-
ধাবম পূর্বক স্নানাদি কর্তব্য করিয়া সম্যাক্রূপে দেবপূজা এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞ বিষ্ণুহ
করিবে । ব্রতী ব্যক্তি ব্রত দিনে এইরূপে ইন্দিরসংযম করিবে । হে প্রধানতম
মুনিগণ ! একাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাজোথাম করত আচারানুসারে স্নান করিয়া
গৃহ মধ্যে হরিকে অর্চনা করিবে । দেবদেবের ঈশ্বরকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া
উত্তম ভক্তি মহাকারে যথাক্রমে গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য এবং তাম্বুলাদি দ্বারা পূজা
করিবে, পরে প্রদক্ষিণ পূর্বক দেবাদিদেবের পূজা করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে;—“তুমি
জ্ঞান স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার ; তুমি জ্ঞানদাতা, তোমাকে নমস্কার ; সমস্ত কল্যে তোমার
রূপ, তুমি সমস্ত সিদ্ধি প্রদানে সক্ষম, তোমাকে নমস্কার ;” এইরূপে দেবতাপ্রধান দেবের
দেব জনার্দনকে নমস্কার করিয়া বক্ষ্যমাণ মন্ত্র দ্বারা উপবাস সমর্পণ করিবে;—“হে
কেশব ! হে জগৎ পতে ! তোমার আজ্ঞানুসারে অদা হইতে পঞ্চ ব্রাতি উপবাস করিব,
তুমি আমার অভীষ্ট প্রদান কর ।” হে বিজগৎ ! ব্রতী এইরূপে দেবের নিকট উপবাস
অর্পণ করিয়া ইন্দির জয় করত একাদশীদিনে ব্রাতিতে জাগরণ করিবে । হে বিজগৎ !
ষাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী এবং পূর্ণিমা এই চারি তিথিতেও জিহেস্ত্রিয় হইয়া এইরূপে
বিষ্ণুর পূজা করিবে । হে বিজগৎ ! একাদশী এবং পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে জাগরণ
করিবে । পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান এবং পূজা সামান্যাকারে পাঁচ তিথিতেই করিবে । পৌর্ণ-
মাসীতে শক্তি অনুসারে ক্ষীর দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া তিল দ্বারা হোম ও তিলদান
করিবে । তার পর ষষ্ঠদিনে স্বীয় আশ্রমোচিত-কার্য সমাপন করত পঞ্চগব্য পানপূর্বক
পূর্বের শ্রায় হরিকে পূজা করিবে । পরে বিত্তব্যাধিকলে ব্রাহ্মণদিগকে অধারিত ভোজন
করাইবে । পরে বাগ্ধত হইয়া বন্ধু বান্ধবের সহিত আপসি ভোজন করিবে । হে
সত্তমগণ ! এইরূপে পৌষ হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত প্রতি শুক্লপক্ষে পূর্বোক্ত বিধানমতে
ব্রত করিবে । ব্রতী এইরূপে সংবৎসর ব্যাপিয়া পাপনাশক ব্রত করিয়া পুনর্বার
অগ্রহারণ মাসে ব্রতের উদ্ভাপন করিবে । হে সাধুগণ ! পূর্বের শ্রায় একাদশীতে
উপবাস করিবে, ষাদশীদিনে সমাহিত হইয়া পঞ্চগব্য পান করিবে, পরোজিহেস্ত্রিয়
হইয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবদেব জনার্দনকে সম্যাক্রূপে পূজা করত ব্রাহ্মণকে মধু ঘৃত
ফলসংযুক্ত পায়স ও দক্ষিণার সহিত সুপাক্ষি ফলযুক্ত পূর্বকৃত স্বরূপ উপঢৌকম
দান করিবে । হে প্রধান মুনিগণ ! পরে পঞ্চরত্ন-সম্বিত বস্ত্রাচ্ছাদিত কৃত্ত আশ্রয়ানী
ব্রাহ্মণকে দান করিবে । “তুমি সকলের পরমাত্মা-স্বরূপ সকল ভূতের ঈশ্বর, সর্বব্যাপী
ও নিত্য । হে মাধব ! আমি পরমাত্ম দান করিতেছি, তুমি ইহা দ্বারা উত্তম শ্রীতি লাভ

কর। হে মারারণ ! তুমি জগতের জ্ঞানকর্তা, তোমাকে নমস্কার। হে জমার্দন ! আমি জলপূর্ণ কুণ্ড দান করিতেছি, তুমি প্রীতলাভ কর।” এই মন্ত্র দ্বারা উপটৌকম দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। পরে শক্তি অনুসারে বাক্যসংযমপূর্ব্বক বন্ধুর সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি হরিপঙ্কজ নামে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সে কস্মিন্-কালে ব্রহ্মলোক হইতে পুনর্বার আগমন করে না। যে ব্যক্তি উত্তম যুক্তি ইচ্ছা করে, সে এই ব্রত করিবে। হে বিজগণ ! এই ব্রত সমস্ত পাপরূপ দুর্গম অরণ্য মধ্যে দাবানলের তুল্য। মনুষ্য সহস্র কোটি গোদান করিলে যে কল লাভ করে, একটীমাত্র উপবাস করিলে সেই কল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ঐ নারায়ণে একাগ্রচিত্ত হইয়া ভক্তি পূর্ব্বক এই উপাখ্যাম গ্রহণ করে, সে যোরস্তর কোটি কোটি উপপাতক হইতে মুক্ত হয়।

একোদ্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

বিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত কহিলেন,—আমি অন্তরূপ ব্রত কহিতেছি, তোমারা সমাহিত হইয়া গ্রহণ কর। এই ব্রত সকল পাপের নাশক, পবিত্র ও সকলের উপকারক। হে বিজগণ ! আষাঢ় মাস, জ্যৈষ্ঠ মাস, ভাদ্র মাস অথবা আশ্বিন মাসে এই ব্রত করিবে। এই সকল মাসের অন্ত-তম মাসে শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে জিতেজ্বর হইয়া প্রাতঃকালে দন্তধাবন পূর্ব্বক স্নান করিবে। পরে সংযতেজ্বর হইয়া ষড়পূর্ব্বক নিত্য দেবপূজা করিবে। একাদশী দিনে ব্রহ্মচারী যুক্তিকাশায়ী এবং জিতেজ্বর হইয়া পঞ্চগব্য পান করত বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। তাহার পর প্রাতঃকালে গাত্রোথান পূর্ব্বক নিত্যকর্ম্ম সমাপন করত ইচ্ছির জ্বর এবং জোষ পরিত্যাগ করিয়া প্রকার সহিত বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পণ্ডিতগণের সহিত বিষ্ণুকে যথোচিত পূজা করিয়া স্থতিবাচন পূর্ব্বক সঙ্গম করিবে। পরে “হে কেশব ! আমি অদ্য হইতে একমাসকাল উপবাসী থাকিয়া, হে দেব-দেব ! মাসান্তে তোমার আশ্বানুসারে পারণ করিব। তুমি উপস্থানরূপ এবং উপস্থার ফলদাতা, তোমাকে নমস্কার। তুমি আমার অভিলষিত ফল দান কর ও সমস্ত বিঘ্ন বিনাশ কর।” এইরূপে দেব বিষ্ণুর নিকট মঙ্গলজমক মাসব্রত সমর্পণ করিয়া, সেই অবধি একমাসকাল হরির মন্দিরে শয়ন করিবে। প্রতিদিন পঞ্চাষুত দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইবে। সেই মাসে হরির মন্দিরে বিরস্তর দীপ-দান করিবে। প্রতিদিন অপার্মার্গের শাখা দ্বারা দন্তধাবন করত নারায়ণের স্মরণ পূর্ব্বক যথাবিধি স্নান করিবে। পরে কেশব প্রভৃতি ষাটনাম দ্বারা বিষ্ণুর উদ্দেশে তর্পণ করিয়া ঐ সমস্ত নাম দ্বারাই বিষ্ণুকে পূজা করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। এইরূপে বিষ্ণুপারায়ণ হইয়া একমাস উপবাস করিবে। পূজার পর পবিত্র হইয়া স্নান করত পূর্ব্বের স্ত্রীর বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে শক্তি অনুসারে ভক্তি পূর্ব্বক দক্ষিণার সহিত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আপমিত্ত বন্ধুগণের সহিত ইচ্ছির-সংযম পূর্ব্বক ভোজন করিবে। এইরূপে মাসোপবাস নামক অষ্টোদশটী ব্রত করিয়া

তাহার অন্তে বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণকে নক্ষিণার সহিত মো দান করিবে । পরে ইচ্ছিন্ন-সংযম পূৰ্ণক শক্তি অনুসারে ষাদশ জন্ম ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া, শক্তি-অনুসারে বস্ত্র এবং অলঙ্কার প্রভৃতি নক্ষিণা দান করিবে । একটীমাত্র মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফল লাভ করে । দুইবার অনুষ্ঠান করিলে পৌণ্ডরীক-যজ্ঞের ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি জিতেচ্ছিন্ন হইয়া তিনবার মাসোপবাস-ব্রতের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি সোম-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে । হে সাধুতম মুনিগণ ! যে ব্যক্তি চারিবার পরাক্রম করে, সে অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অষ্টগুণ উত্তম পুণ্যফল প্রাপ্ত হয় । যে মহাত্মা পাঁচবার এই ব্রত করে, সে অন্ত্যগ্নিষ্টোম জন্ম ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই । যে ব্যক্তি সংযত হইয়া ছয়বার মাসোপবাস ব্রত করে, সে জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে । যে ব্যক্তি আশ্বিন-মাসে মাস যাপন করে, সে অশ্বমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল লাভ করে । হে প্রধান মুনিগণ ! যে ব্যক্তি আটবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে নরমেধ-যজ্ঞের আট গুণ ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি নয়বার মাসোপবাস ব্রতের আচরণ করে, সেই নর গোমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ ফল লাভ করে । হে মুনিমন্তমগণ ! যে ব্যক্তি দশবার পরাক্রম করে, সে ব্রহ্মমেধ-যজ্ঞের দ্বিগুণ উত্তম ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্ন-সংযমপূৰ্ণক একাদশবার পরাক্রমের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করত বিষ্ণুর মালোকা লাভ করে । যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্নকে সংযত করিয়া ষাদশবার মাসোপবাস ব্রত করে, সে সমস্ত ভোগের সহিত হরির সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয় । যে নর পবিত্র হইয়া ত্রয়োদশবার পরাক্রম করে, সে, যেখানে গমন করিলে শোক প্রাপ্ত হয় না, সেই পরমানন্দ স্থানে গমন করে । যে সমস্ত ব্যক্তি মাসোপবাসব্রত অনুষ্ঠান করে, যাহারা সৰ্বদা গঙ্গাস্নান করে এবং যাহারা ধর্মপথ উপদেশ করে, তাহারা মুক্ত, ইহাতে সংশয় নাই । হে প্রধানতম সাধুগণ ! যতী, ব্রহ্মচারী, স্বামী-পুত্র-বিহীন-ও এবং বিশেষ বানপ্রস্থ, ইহাদিগের মাসোপবাস অবশ্য কর্তব্য । ও, অথবা পুরুষ এই দুর্লভ মাসোপবাস ব্রত করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । এই ব্রত যোগিগণেরও দুর্লভ । মনুষ্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, বর্ণী, ভিক্ষু অথবা অদ্বৈতশূন্য হইক, এই ব্রত হইতে মুক্তিলাভ করিলে । যে ব্যক্তি নারায়ণে মনোনিবেশপূৰ্ণক এই ব্রত-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

মৃত্ত কহিলেন,—আমি ত্রিলোক-বিদ্যাতে এই অষ্ট ব্রত কহিতেছি । হে দ্বিজগণ ! এই ব্রত সকল পাপের নাশক, সমস্ত অভিলষিত-ফলদানে সক্ষম । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং ত্রীলোক ইহাদিগের যথো যে কোন ব্যক্তি চতুর্ক, শুদ্ধিপূৰ্ণক ইহার অনুষ্ঠান

করিলে মুক্তিলাভ করিতে পারে। এই ব্রত বিষ্ণুর অতিশয় প্রিয়। হে বিপ্রগণ! ইহার নাম একাদশীব্রত। এই ব্রত সমস্ত কামনা-কলদানে যোগ্য, বিষ্ণুপ্রীতির কারণ এবং মর্কষণ কর্তব্য। উত্তর পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে পাপী হইবে এবং পরকালে নরকে গমন করিবে। যে ব্যক্তি উপবাসের কল লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে চারি বার ভোজন ত্যাগ করিবে—পূর্ষদিন এবং পরদিনে রাত্রিতে, মধ্যদিনে দিবা ও রাত্রিতে। হে প্রধান সাধুগণ! যে ব্যক্তি একাদশীদিনে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, সে সমস্ত পাপ ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, ইহাতে সংশয় নাই। হে প্রধান মুনিগণ! যদি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে দশমী এবং দ্বাদশীতে একবার ভোজন ও একাদশীতে উপবাস করিবে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যে কোন পাপ, সকলই একাদশীতে অরুকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি পাপের কোনরূপে নিকৃতি হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে, তাহার কখনই নিকৃতি নাই। মনুষ্য মহাপাতকগুণ হউক বা সমস্ত পাপগুণ হউক, যদিও একাদশীতে উপবাস করে, তাহা হইলে সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। একাদশী তিথি অতিশয় পুণ্যজনক এবং বিষ্ণুর প্রিয়; অতএব যে সমস্ত ব্রাহ্মণগণ সংসারচ্ছেদের ইচ্ছা করেন, তাহারাই ঐ তিথিকে সেবা করিবেন। মনুষ্য দশমীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোথান করত দম্ভধাবন পূর্ষক স্নান করিয়া পবিত্রভাবে যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। একাদশীদিনে ইন্দিয়-নিগ্রহপূর্ষক ব্রতচরণ করিবে এবং বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া, বিষ্ণুর নিকটে শয়ন করিবে। এইরূপ একাদশীদিনে স্নান করিয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা জনার্দনকে সম্যকরূপে পূজা করত পরে এই মন্ত্র পাঠ করিবে,—“হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি একাদশীদিনে অনাহারে থাকিয়া পরদিনে ভোজন করিব। হে অচ্যুত আমাকে রক্ষা কর।” এই মন্ত্র উচ্চারণ করত ভক্তির সহিত আত্মাকে সন্তুষ্ট করিয়া দেবের দেব চক্রীর নিকটে উপবাস সমর্পণ করিবে। পরে ব্রতী সংযত হইয়া, গীত বাদ্য নৃত্য এবং পুরাণ-প্রবণাদি দ্বারা দেবতার সম্মুখে অবস্থান করত জাগরণ করিবে। তাহার পর ব্রতী দ্বাদশীদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোথান করত যথাবিধি স্নান করিয়া, ইন্দিয়-সংযমপূর্ষক বিষ্ণুর পূজা করিবে। একাদশীদিনে পঞ্চামৃত এবং দ্বাদশীদিনে দুগ্ধ দ্বারা জনার্দনকে স্নান করাইলে, হরির সাক্ষ্য প্রাপ্ত হয়। “হে কেশব! আমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে অন্ধ হইয়াছি; হে নাথ! এই ব্রত দ্বারা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে জ্ঞানরূপ চক্ষু প্রদান করুন।” হে বিপ্রেশ্বরগণ! দেবদেব চক্রীকে এইরূপে জানাইয়া, পরে শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করা-ইবে ও দক্ষিণা দান করিবে। পরে অধ্যাপন প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞ সমাপন করত নারায়ণে চিত্ত সমর্পণপূর্ষক বাগ্ধত হইয়া, স্বকীয় বন্ধুগণের সহিত আপনি ভোজন করিবে। যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া, এইরূপ পবিত্র একাদশীব্রত করে, সে বিষ্ণুভবনে গমন করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। হে সন্তমগণ! যে ব্যক্তি উপবাস-ব্রত-পরায়ণ ও ধর্ম কার্যের অনুরক্ত, নকারী, সে চণ্ডাল এবং পতিতের সহিত বাক্যমাত্রও কহিবে না। মাস্তিক, সাধুগণের অমর্যাদাকারী, সাধারণের মিত্রকারী এবং বল, ইহাদিগের সহিত উপবাস-ব্রতকারী পণ্ডিত কোনরূপ বাক্যলাপ করিবে না। ব্রতী-ব্যক্তি—ব্রহ্মলী-সম্রাটের

প্রতিপালক, বৃষলীর পতি এবং অস্বাস্থ্যকর ইহাদিগকে কোনরূপ আশ্রয় করিবে না। উপবাস ব্রত-পরায়ণ ব্যক্তি,—জারজারভোজী, গায়ক, দেবলের অন্নভোজী, চিকিৎসক, দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিরোধী, পরান্নভোজী এবং পরস্বী-ব্রত, ইহাদিগের সহিত বাক্য মাত্র করিবে না। এই সমস্ত কৰ্ম দ্বারা পরিপূর্ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং সঙ্গলগলিত ব্যক্তি উপবাসব্রত করিলে, উত্তম সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। গঙ্গার সদৃশ ভীষণ নাই, মার তুলা গুরু নাই, বিষ্ণুর সদৃশ দেবতা নাই এবং উপবাসের অপেক্ষা অল্প আর অপেক্ষা নাই। যৈরূপ বেদের তুলা শাস্ত্র নাই, শাস্ত্রের তুলা সূত্র নাই, চক্রে সদৃশ জ্যোতি নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা আর তপস্বী নাই। যৈরূপ ক্ষমার তুলা সূখাতি নাই, কীর্তির সদৃশ ধন নাই, জ্ঞানের তুলা লাভ নাই, সেইরূপ উপবাস অপেক্ষা তপস্বী নাই। পণ্ডিতগণ এখানে ভদ্রনীল এবং তাহার পিতা গালবের সংবাদরূপ পুরাতন ইতিহাস করিয়াছেন। পূৰ্বকালে সভা-পরায়ণ, শাস্ত্র, দান্ত, পরমতাপস গালব মুনি নৰ্মদা নদীর তীরে বাস করিতেন। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ গালব,—বহুতর বৃক্ষে পূর্ণ, মানাক্রপ মৃগ দ্বারা আচ্ছন্ন, সিদ্ধ চারণ গুরুত্ব বন্ধ এবং বিদ্যাধর কর্তৃক সেবিত, কন্দ মূল ফলে পরিপূর্ণ এবং মুনিগণ-সেবিত সেই নৰ্মদাতীরে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। ঐ গালব মুনির ভদ্রনীল নামে জাতিশ্বর, মহাভাগ্যবান্, বিষ্ণু-ভক্ত এবং জিতেন্দ্রিয় পুত্র ছিল। মহামতি ভদ্রনীল বালককালে ক্রীড়ার সময়েও নৰ্মদা বিষ্ণুর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন এবং মনুষ্য মাত্রেয়ই প্রতিদিন বিষ্ণুর পূজা করা কর্তব্য ও পণ্ডিতদিগের একাদমীব্রত কর্তব্য, এইরূপ ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ করিতেন। হে মুনীশ্বরগণ! বালকেরা এইরূপে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া হরির গৃহ নির্মাণ করিয়া নৰ্মদা পূজা করিতেন। ভদ্রনীল সকলের জেতা বিষ্ণুকে নমস্কার করত ‘সমস্ত জগতের মঙ্গল হউক’ এই কথা বলিতেন। তিনি ক্রীড়া সময়ে, এক মুহূর্ত অথবা অল্প মুহূর্ত একাদমী লাভ হইলে তাহাতে সন্তুষ্ট করিয়া বিষ্ণুকে প্রণাম করিতেন। গালব মুনি পুত্রকে এইরূপ সচরিত্র দর্শন করত বিস্ময়াবিত হইয়া তপোনিবি-পুত্রকে এইরূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—“হে ভদ্রনীল! তুমি অতি ভাগ্যবান্। হে সুরত! তোমার স্বভাব অতি উত্তম, যেহেতু তোমার চরিত্র মঙ্গলময় এবং যোগিনীগণেরও হর্ষভ। তুমি প্রতিদিন হরির পূজা ও সকল প্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাক, একাদমীব্রতের অনুষ্ঠান কর, সকলের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক, তুমি কাহারও সহিত সঙ্গ কর না, মায়াবিত, দ্রাবু এবং নৰ্মদা হরির দ্বায়ে আসক্ত; অতএব তোমার এইরূপ সদ্ভূতি কিপ্রকারে জন্মাইল? তাহা আমার নিকটে বল।” ভদ্রনীল পিতার বাক্য শ্রবণ করত হাস্য করিয়া যাহা বলিয়াছে, আপনার অনুভবানুসারে সমস্তই পিতার নিকট নিবেদন করিলেন,—“হে তাত! হে মহাভাগ! আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, যম পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন, আমি জাতিশ্বর, এইজন্য তাহা জানিয়াছি।” মুনিশ্রেষ্ঠ গালব এই কথা শ্রবণ করত বিস্মিত এবং আশ্চর্য হইয়া মহামতি ভদ্রনীলকে কহিতে লাগিলেন,—“হে মহাভাগ! তুমি পূর্বে কে ছিলে? যম তোমাকে কাহার জন্ত, কি নিমিত্ত কি বলিয়াছেন, তাহা সমস্ত বল।” ভদ্রনীল কহিলেন,—“হে তাত! আমি পূর্বে চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলাম, আমার নাম ধর্মকীর্তি। ভগবান্ দত্তাত্রেয় আমার গুরু ছিলেন। আমি

ময় 'হাজার বৎসর সমস্ত পুণ্যের শাসন করত বহুতর অধর্ম এবং ধর্ম করিয়াছিলাম। পরে আমি ধনমতে অতিশয় মত্ত হইয়া বহুতর অধর্ম করিয়াছিলাম এবং পাপগুণের সংসর্গে আমার চরিত্রও পাবণের দ্বারা হইয়াছিল। হে ভগবান! আমি পূর্বে যে বহুতর পুণ্য উপার্জন করিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পুণ্যই পাবণের সহিত আলাপমাত্রে বিনষ্ট হইল, আমিও পাবণগণের উপদেশে বেদমার্গ পরিত্যাগ পূর্বক কুটুস্তি অবলম্বন করিয়া বাগযজ্ঞ পরিত্যাগ করিলাম। তৎকালে দেশস্থ প্রজাগণ আমাকে অধর্মনিরত দেখিয়া সর্বদা অধর্ম করিতে লাগিল; আমিও সেই সমস্ত অধর্মের বর্জ্য লাভ করিতে লাগিলাম। এইরূপে পাপ-কার্যের অনুষ্ঠান করত বাসনে রত হইয়া এক সময়ে যুগ্মার নিমিত্ত বনে গমন করিলাম। আমি মৈত্রের সহিত সেই বন মধ্যে বহু প্রকার যুগ হনন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণার কাতর এবং শ্রান্ত হইয়া রেবা নদীর তীরে গমন করিলাম। পরে তপন-তাপে অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া রেবাতে স্নান করিলাম এবং মৈত্রগণের অদর্শনে একাকী ক্ষুধা তৃষ্ণার অতিশয় পীড়িত হইলাম। হে-ভাত! তৎকালে কতকগুলি তীর্থ-বাসী আমার নিকট আগমন করিলেন। আমি সন্ধ্যার সময় দেখিলাম, তাঁহারা একাদশী-ব্রত করিয়া রহিয়াছেন। হে ভাত! আমি একাকী সেই স্থানে ঐ তীর্থবাসীদিগের সহিত উপবাস করিয়া মৈত্রদিগকে পরিত্যাগ করত, রাত্ৰিতে জাগরণ করিলাম। হে ভাত! আমি পঞ্চাশে পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধাপিপাসার কাতর হইয়া রাত্রিজাগরণের পর সেই স্থানেই পঞ্চাশ প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার পর বৃহৎ দন্তযুক্ত ভরস্কর যমদূতগণ আমাকে বন্ধ করিল, আমি নানারূপ ক্লেশজনক পথ দ্বারা যমের নিকট গমন করিলাম। দংষ্ট্রী-করাল-বদন যমকে দর্শন করিলাম। তৎপরে যম, চিত্রগুপ্তকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—‘হে পণ্ডিত! এই বাস্তব যেরূপ শিক্ষাবিধান, তুমি তাহা বল।’ হে সন্তমগণ! ধর্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, চিত্রগুপ্ত বহুকাল বিচার করিয়া পুনর্বার এই কথা বলিলেন,—‘হে ধর্মগাল! এই বাস্তব পাপকার্যে রত, ইহা সত্য, তথাপি আপনি শ্রবণ করুন। এই বাস্তব একাদশীতে উপবাস জন্ম সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। এই বাস্তব, একাদশীতে মনোহর রেবা-তীরে জাগরণ এবং উপবাস করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছে। যে কোম বহুতর পাপ করিয়াছিল, উপবাস-প্রভাবে সেই সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়াছে।’ বুদ্ধিমান চিত্রগুপ্ত এই কথা বলিলে, হে ভাত! ধর্ম-রাজ আমার ভয়ে অতিশয় কম্পিত হইয়া, ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং হে ভাত! ধর্মরাজ আমাকে ভক্তিভাবে পূজা করিতে লাগিলেন। পরে আপনার সমস্ত মৈত্রগণকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন,—‘হে দূতগণ! তোমরা আমার বাক্য শ্রবণ কর। আমি তোমাদিগকে উত্তম হিতজনক বাক্য বলিতেছি। যে সকল মনুষ্য ধর্মনিরত, তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন করিও না। যে সমস্ত মনুষ্য বিকৃতজ, পবিত্র ও কৃতজ্ঞ, বাহারা একাদশীব্রত-পরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং ‘হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে হরে! রক্ষা কর’ এই কথা সর্বদা বলে, তাহাদিগকে শীঘ্র পরিত্যাগ করিবে। যে সকল মনুষ্য ‘হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে জনার্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষ্ণু! হে পদ্মেশ! হে পদ্মজনিত! হে শিব! হে শঙ্কর!’ সর্বদা এই কথা বলে; বাহারা সকল লোকের হিতকারী এবং শান্তিপ্রিয়,

হে দূতগণ ! তাহাদিগকে দূর হইতে পরিভাগ করিবে । সেই সকল ব্যক্তিকে আমার শিক্ষা দিবার অধিকার নাই । দূতগণ ! যাহারা হরি নামে আসক্ত, পাবনগণের সঙ্গ-বিহীন, বিজগণের প্রতি ভক্তিমান, সাধুসহ বাসে লোলুপ, অতিবিসেবার তৎপর, হরি-হরে সমবুদ্ধি এবং সমুদয় লোকের উপকারে নিরত, তাহাদিগকে পরিভাগ করিবে । অধিক কি, যাহাদিগের ক্রতিগুণ অক্ষুণ্ণ হরি নামামৃতপানে লালায়িত, অন্তঃকরণে প্রতিনিরত নারায়ণের স্তুতিবাদে সমুৎসুক এবং বিশেষগণের পাদোদক-সেবনে প্রকৃত হইয়া থাকে, এবং বিধ মহাত্মা সকল যাহাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহারা যোর পাতকী হইলেও তাহাদিগকে কখন স্পর্শ করিও না । যাহারা অবিরত পিতা-মাতাকে ভৎসনা করে, নিখিল লোকের ঘেবকারী, বিজগণের অনিষ্টোচ্চরণে তৎপর, দেবদ্রব্যে লোভপরায়ণ ও লোকক্ষয়ের হেতু, হে দূতগণ ! সেই সকল অপরাধীকে আনয়ন করিবে । যে ব্যক্তি একাদনী-ব্রতপালনে পরাজ্ঞ, উগ্রস্বভাব, লোকের অপবাদদানে নিরত, পরনিরুদ্ধ, গ্রামনাশকর, সাধুগণের নিন্দাকারী এবং ব্রাহ্মণের ধনে লোভপরতম, সেই পাপিষ্ঠকে আনয়ন করিও । যাহারা হরিভক্তি-বিমুগ এবং যাহারা কখন শরণাগত-পালক ভগবান্ নারায়ণকে সন্মর্শনপূর্বক সমস্কার করে না ও যে মূর্খ মানব কখন বিদ্যমন্দিরে গমন করে না, সেই সকল দণ্ডার্থ অতি পাপিষ্ঠদিগকে আনয়ন করিবে । আমি পূর্বে সম্মুখে এবং বিধ বাক্য প্রবণ করিয়াছি এবং এক্ষণে তৎকার্য্য শ্রবণ করত অনূতাপে দগ্ধ হইতেছি । হে পিতঃ ! অনূতাপে ও তাদৃশ ধর্ম্ম প্রবণে মদীয় নিখিল পাতকই তৎকালে মিশ্রবরূপে বিনষ্ট হইয়াছে । অনন্তর আমি পাপশেষ হইতে মুক্ত হইয়া হরিমাক্রপা লাভ করিলে, আমার কলেবর সহস্র সূর্য্যের স্যায় দেদীপ্যমান হইতে লাগিল । তৎকালে ধর্ম্মরাজ যম আমাকে প্রণাম করিলেন এবং সমদূতগণ তদ্ব্যাপার দর্শনে অত্যন্ত ভীত ও যমথাকো নাতিশয় বিধ্বাসিত হইল । অনন্তর ধর্ম্মরাজ আমাকে পূজা করিয়া তৎক্ষণাৎ বিমানারোহণে বিকুলোকে প্রেরণ করিলেন, তৎকালে শত শত বিমান আমার সমভিবাচারে যাইতে লাগিল । হে জনক ! সেই কক্ষকালে আমি, সর্গভোগাঢ্য কোটি কোটি বিমানের নতিত কোটি কোটি কল্প বিকুলোকে অবস্থানপূর্বক পশ্চাৎ ইচ্ছালোকে সমাগত হইয়া সেই স্থানে তাৎকাল বাস করিয়া এই পৃথিবীতে মহৎ বিশ্রুতলে উদ্যোগ করিয়াছি । হে, মুনীশ্বর ! স্তুতি-শ্রবণ হেতু এই সমস্ত ঘটনাই আমার জদয়ে জাগরুক রহিয়াছে । আমি, পূর্বে এষ্ট একাদনী-ব্রত-মাহাত্ম্য জানিতে পারি নাই, মনোভি জ্ঞাতিশ্রবণ-প্রভাবে জানিয়াছি । হে প্রভো ! আমি যখন অমিচ্ছাপূর্বক ঐ কার্য্য করিয়া তাহার ঈদৃশ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন যাহারা ভক্তিসহকারে একাদনী-ব্রত অনুষ্ঠান করেন, তাহাদিগের যে কি প্রকার পণ্যফল, তাহা জানি না । অতএব হে পিতঃ ! পরমস্থানে বাস-বাসনায় তুমি একাদনী-ব্রত ও প্রতিদিন বিষ্ণুপূজা করিবে । যে সকল মানব, ব্রাহ্মসহকারে একাদনী-ব্রত পালন করিয়া থাকে, তাহারা পরম আনন্দদায়ক বিকৃতবনে বাস করে । যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই একাদনী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করে, সে নিখিল পাপরাশি হইতে মুক্ত হইয়া বিকুলোকে পরম আনন্দে বাস করিয়া থাকে । সূত্র কহিলেন,—মুনীশ্বর গালব, পুত্রের এবং বিধ বাক্য প্রবণে মনে মনে মাতিশয় সন্তোষে হইয়া ডাবিলেন, ‘মদীয় কলেবর এষ্ট

পরম বিদ্বত্তের জন্ম হইয়াছে, তখন আমার জন্ম সকল এবং আমার বংশও পবিত্র হইল ।’ তিনি এইরূপ সঙ্কটচিহ্ন হইয়া ধীমান্ পুত্রের নিকট যথাবিধি হরিপূজার বিধান সকল ব্যক্ত করাইলেন । হে মুনিগণ । এই আমি আপনাদিগের সম্মুখান্নে প্রমোদরূপে যথাব্য কীর্তন করিলাম, এক্ষণে বলুন, সংক্ষেপ বা বিস্তাররূপে কোন বিষয় ব্যক্ত করিব ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থকোবিদ সূত ! আপনি ভাগীরথীর মহিমা, ধর্ম্মাধর্ম্ম, হরিপূজাবিধান, সবিস্তার ব্রত এবং একাদশীর মহিমাও বিশেষরূপে কীর্তন করিলেন । হে মুনে ! এক্ষণে বর্ণাশ্রমবিধি, আশ্রমাত্মক এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করিতে নিতান্ত বাসনা হইয়াছে । হে মহাভাগ ! আপনি ত নিখিল তত্ত্বার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অতএব কৃপা করিয়া, ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করুন । সূত কহিলেন,—ঋষিগণ ! যে ব্যক্তি বর্ণাশ্রমোচিত আচার প্রতিপালন করিতে পারে, অব্যয় হরি তৎকর্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, অতএব হে বিশেষজ্ঞ সকল ! ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্বে মুনিবর মনস্কুমারকে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বিনির্গম নির্দেশ করিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতিও যে প্রকার কীর্তন করিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি বর্ণ ; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, ইহাদিগকে পণ্ডিতগণ দ্বিজ এবং ত্রিভুজ বলিয়াছেন । প্রথমে মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসারণ, পরে উপনয়ন ও দীক্ষাগ্রহণ, জন্মে উহাদিগের এই তিন জন্ম বলিয়া নির্দিষ্ট আছে । পূর্কোক্ত বর্ণচতুষ্টয়ের বর্ণানুরূপ ধর্ম্ম-কার্য্য সকল পালন করা কর্তব্য । যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ-ধর্ম্ম পরিভ্রাণ করে, সে পাপী বলিয়া অভিহিত হয় । দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহানুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপর হইবে, অগ্ৰথা পণ্ডিত ও মর্ক্স-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া থাকে জানিবে । ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই যথোচিত যুগ-ধর্ম্ম এবং স্মৃতিমার্গের অবিরোধী দেশাচার পালন করা বিধেয় । মানবগণ যতপূর্ব্বক কার্য্যমোবাক্যে ধর্ম্মাচারণ করিবে । যাহা লোকনিন্দিত, তাহা ধর্ম্মজনক হইলেও আচরণীয় নহে । মনুষ্যাগণ কলি-যুগে মদ্র-যাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অমবর্ণা কণ্ঠার পাণিগ্রহণ, দেবর ষারা পুত্রোৎপাদন, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বান-প্রস্থাস্রম, দত্তা অক্ষতযোনি বিষবা কণ্ঠার পুনরায় অন্তকে প্রদান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, গোমেধ ও মহাপ্রস্থান, এই সকল ধর্ম্ম বর্জন করিতে কহিয়াছেন । যাহারা যে দেশে বাস করে, তাহারা সেই দেশের আচার গ্রহণ করিবে । যে ব্যক্তি তাহা না করে, তাহাকে পণ্ডিত ও মর্ক্স-ধর্ম্ম-বহিষ্কৃত জানিবে । হে মাধুগণ ! এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্তব্য, সংক্ষেপে বলিতেছি, সমাহিতচিত্তে শ্রবণ করুন । ব্রাহ্মণগণ—ব্রাহ্মণকে দান, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের পূজা ও যজনে যোগ্য ব্যক্তিকে যাজন করাইবেন । প্রতিদিন স্নান ও বেদ-পাঠ করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী এবং পরকীয় ব্রত ও প্রস্তরে

সমবুদ্ধি হইবেম। অগ্নিগ্রহণ, সকলের হিতসাধন, মধুর বাক্য, প্রয়োগ ও ঋতুকালে পত্নীতে উপগত হওয়া ব্রাহ্মণের প্রশস্ত। ব্রাহ্মণ-বিষ্ণুপূজার আসক্ত হইবেন, কণন কাঁহাকে অগ্নির কহিবেন না। হে বিজ্ঞোত্তমগণ! ক্ষত্রিয়গণ বিজ্ঞগণকে দান, বেদ পাঠ ও যজ্ঞাচরণ দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে এবং শত্ৰুজীবী হইবে। বর্ণানু-
নারে পৃথিবীপালন, দৃষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য কৰ্ম্ম। বৈশ্য-
গণের পশুপালন, বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও বেদাধ্যয়ন বর্ণ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। শূদ্রগণও দান করিবে, সিদ্ধান্ত দ্বারা দেবগণের পূজা করিবে না এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের শুদ্ধবাকারী হইবে। ঋতুকালে স্বপত্নী-গমন, সকল লোকের হিতেচ্ছা ও মঙ্গলসাধন, ঈশ্বরাদিত্য, অস্তিত্তি আরাম না করা, মহোৎসাহ, তিতিক্ষা ও অভিমানগুণতা, ইহা মুনিগণ, ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণেরই প্রশস্ত বলিয়াছেন। নিজ নিজ আশ্রমোচিত কার্য্যানুষ্ঠানে সকলেই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। হে বিজ্ঞগণ! আপৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়চার ও ক্ষত্রিয় বৈশ্যচার আশ্রয় করিতে পারে; কিন্তু মহা-আপৎ উপহিত হইলেও কেহ শূদ্রবৃত্তি অবলম্বন করিতেই পারিবে না। যদি কোন মুঢ়মতি বিজ্ঞ, শূদ্রবৃত্তি আশ্রয় করে, তাহা হইলে চণ্ডালের মতো পরিগণিত হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা বিজ্ঞানমে প্রশিক্ষিত। উহাদিগের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি প্রকার আশ্রম নির্দিষ্ট আছে, পঞ্চম আর কিছুই নাই। এই চারি প্রকার আশ্রম দ্বারা ই উৎকৃষ্ট বর্ণ্য সাধিত হইয়া থাকে। হে বিপ্রেক্ষগণ! যাহারা উক্ত চতুর্বিধ আশ্রমোচিত কার্য্য পালনে তৎপর, ভগবান্ বিষ্ণু তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন। যে সকল মানব, নিঃস্পৃহ, শান্তচিত্ত ও স্বকৰ্ম্ম-পালনে তৎপর, তাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগকে সংসারে আসিতে হয় না।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে ঋষিগণ! এক্ষণে বর্ণাশ্রমাত্মকবিধি বিশেষ করিয়া বর্ণন করি-
তেছি, আপনারা সকলে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নিজকার্য্য পরিভোগপূর্ব্বক পরকার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে পাষণ্ড ও মর্স্ববর্ণ্য-বহিকৃত জানিবেন। যথাসময়ে যথাবিধি যজ্ঞপাঠ পূর্ব্বক গর্ভাধানাদি-সংস্কার কর্তব্য, এই কার্য্যে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রথম গর্ভের চতুর্থ মাসে সৌমন্তোন্নয়ন প্রশস্ত, এই সময়ে না হইলে বর্ষ, মধ্যম বা অষ্টম মাসেও করিতে পারে। পুত্র জন্মাটলে পিতা মবদ্র ব্রাহ্মণে জাতকৰ্ম্ম নিমিত্ত স্তুতিবাচন পূর্ব্বক নান্দীমুখ প্রাপ্ত করিবে। হেম বা উত্তম দান্য দ্বারা উক্ত জাতপ্রাপ্ত কর্তব্য; যে ব্যক্তি অন্য দ্বারা উহার অনুষ্ঠান করে, সে চাণ্ডালতুল্য হইয়া থাকে। অশৌচান্তে পিতা, বাগ্দ্গত হইয়া আভ্যাদয়িক-প্রাক্ত-সমাধানান্তে যথাবিধি নাশকরণ করিবে। হে বিপ্রেক্ষগণ! যে নামের অর্থ নাষ্ট, কিংবা দাহার অর্থ অস্পষ্ট এবং

যাহা অতি গুরু অক্ষর বা বিষমাক্ষরযুক্ত, তাদৃশ নাম রক্ষা করিবে না। তৃতীয় বৎসরে চূড়াকরণ প্রাপ্ত, ঐ সময়ে না হইলে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম কিংবা নবম বর্ষে গৃহবচনানুসারে কর্তব্য। দৈবযোগে গর্ভাধানাদি কার্য্য যথাকালে না হইলে কৃচ্ছ্রপাদ প্রাপ্তি এবং চূড়া না হইলে কৃচ্ছ্রার্দ্ধ করিতে হইবে। গর্ভাষ্টম বা অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তব্য; মনোবিগণ, গর্ভ হইতে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নের গোণকাল বলিয়াছেন। গর্ভ হইতে একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন প্রাপ্ত; আর দ্বাবিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের গোণকাল। পণ্ডিতগণ বৈশ্যের ষাদশবর্ষই উপনয়নের প্রাপ্ত কাল এবং চতুর্দ্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত অপ্রাপ্ত কাল বলিয়াছেন। ব্রাহ্মণাদি বর্ণজন্মের মধ্যে যাহার উক্ত কালে উপনয়ন না হয়, তাহাকে মাষিকী-পণ্ডিত জানিবে, তাহার সহিত কদাচ আলাপ করা কর্তব্য নহে। হে বিপ্রগণ! ব্রাহ্মণের উপনয়নের মুখ্যকাল-বাধ হইলে ষাদশবর্ষ-ব্রতানুষ্ঠানের পর চাক্ষুশ্য ব্যবস্থা, কিংবা মাল্যপময় করিয়া উপনয়ন বিধেয়; তাহা না হইলে সে পণ্ডিত ও কর্তাও ব্রহ্ম-হত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যুজালতা দ্বারা, ক্ষত্রিয় ধনুর্জা দ্বারা এবং বৈশ্য মেঘচর্ম্ম দ্বারা মেঘলাবন্ধন করিবে। এক্ষণে উহাদিগের ব্যবহার্য্য চর্ম্মের ব্যবস্থা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ব্রাহ্মণের কৃষ্ণমার-যুগের, ক্ষত্রিয়ের কক্কনামক যুগবিশেষের এবং বৈশ্যের ছাগের চর্ম্মই কথিত আছে। সম্প্রতি যথাক্রমে দণ্ডের বিবরণ বলিতেছি। ব্রাহ্মণের পালাশ দণ্ড, ক্ষত্রিয়ের ওড়ুশ্বর দণ্ড এবং বৈশ্যের বৈশ্য দণ্ড কর্তব্য। এক্ষণে তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। বিপ্রের কেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের ললাটে পর্য্যন্ত এবং বৈশ্যের নাসিকা পর্য্যন্ত দণ্ডমান হইবে। সম্প্রতি ব্রাহ্মণাদির বস্ত্রের কথা বলিতেছি; যথাক্রমে কাষার, মাঞ্জিষ্ঠ ও হারিঙ্গ বস্ত্র কথিত আছে। হে বিপ্রগণ! উপনীত বিপ্র, বেদাধ্যয়ন পর্য্যন্ত গুরুগৃহে অবস্থান করত গুরুর পরিচর্য্যায় নিরত থাকিবে। হে বিজসন্তমগণ! প্রতিদিন প্রাতঃস্নান, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এবং মিত্য প্রাতঃকালে গুরুর নিমিত্ত সন্নিধি, কুশ ও কলাদি আহরণ করা তাহার কর্তব্য। যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ড নষ্ট বা ভ্রষ্ট হইলে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক নূতন ধারণ করিয়া পুরাতনকে জলমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, কেবল ভিক্ষার দ্বারাই ব্রহ্মচারীর জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে এবং ঐ ভিক্ষাপ্রাপ্ত সংযত-ক্ষিয় হইয়া শ্রোত্রিয়ের গৃহ হইতে আহরণ করা কর্তব্য। ভিক্ষাপ্রাপ্ত কালে ব্রাহ্মণ অগ্রে, ক্ষত্রিয় মধ্যে এবং বৈশ্য অন্তে 'ভবৎ' শব্দের উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষাদাতাকে সম্বোধন করিবে। ব্রহ্মচারীর ক্রিতেক্ষিয় হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে অগ্নিকার্য্য এবং যথাসময়ে ব্রহ্মযজ্ঞ ও তর্পণ করিতে হয়। অগ্নিকার্য্য-বিহীন ব্রহ্মচারীকে বৃধগণ পণ্ডিত এবং ব্রহ্মযজ্ঞ-বিহীন ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া নির্দেশ করেন। ব্রহ্মচারী—দেবতর্কন ও গুরুসেবার রত হইবে এবং সংযতচিত্তে প্রতিদিন বিপ্রগণের গৃহ হইতে ভিক্ষা আশ্রয়ন পূর্ব্বক গুরুকে নিবেদন হস্তে তদীয় অনুমতি লইয়া ভিক্ষার ভোজন করিবে, কদাচ প্রত্যহ এক বাস্তির অন্ন ভক্ষণ করা বিধেয় নহে। মধু, ত্রী, মাংস, লবণ, তামূল, দন্তধাবন, উচ্ছিষ্ট, দিবামিষ্টা, ছত্র, পাছুকা, গন্ধ, মালা, অমূল্যপন, জলকেলি, অক্ষতীড়া, গৌত, বাদা, পরিমিতা, ক্রোধ, অতিশয় আনন্দ, বিরুদ্ধবাক্য প্রয়োগ, অজ্ঞান এবং পান্ডিত্য ও শূদ্রের সহ বাস ব্রহ্মচারীর পরিত্যজ্য। জ্ঞানমুগ্ধ, তপোবান ও বয়োবৃদ্ধদিগকে

বধাক্রমে অভিবাদন করিবে । যে ঙ্কর বেদশাস্ত্রোপদেশ দ্বারা আধ্যাত্মিক হঃণ সকল
নিষারণ করেন, অগ্রে তাঁহাকেই অভিবাদন করা কর্তব্য । বিজগণের অভিবাদন কালে
'আমি অমুক' এই বলিয়া অভিবাদন করিতে হয় । ক্ষত্রিয়াদি বর্ণভেদে কদাচ বিধেয়
অভিবাদনীয় নহে । নাস্তিক, মর্যাদাবিহীন, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, পাতকী, পাবণ, পণ্ডিত,
মূৰ্খ, নক্ষত্রপাঠক, উন্মত্ত, শঠ, ধূর্ত, ধাবমান, অশুচি, মর্দান ও মস্তকে তৈলাভিষিক্ত,
অপনিষ্ঠ এবং যে স্নান বা ভোজন করিতেছে, যাহার হস্তে সন্নিধি, পুষ্প কিংবা জলপাত্র
আছে, যে ব্যক্তি সত্তত বিবাদনীল, জলমদাস্তিত, রমণামত, ভিক্ষাবাদী, শয়ান,
এবং যে রমণী স্বামিহত্যা কিংবা গর্ভপাত করে, যে রজস্রব, পরপুরুষে আসক্ত, কৃতঘ্নী,
অতি কোপনা কিংবা সূতিকা, এই সকল ব্যক্তিকে অভিবাদন করিতে নাই । সত্যহল,
যজ্ঞাগার কিংবা দেবতারতন মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নমস্কার করিলে পূৰ্ণকৃত পুণ্য বিনষ্ট
হইয়া থাকে । পুণ্যক্ষেত্রে, পুণ্যভূমিতে এবং স্বাধ্যায় সময়ে এক এক করিয়া, প্রণাম
করিলে, পূৰ্ণপুণ্য ফল প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, দেবতার্চন এবং যজ্ঞ বা
উর্পণ করিতেছে, তাহাকে অভিবাদন করিবে না । অভিবাদন করিলে, সে প্রত্যাভিবাদন
না করে, তাহাকে আর অভিবাদন করা উচিত নহে, সে শূদ্রত্বলা । পাদদ্বয় প্রক্ষালন-
পূৰ্ণক আচমন করিয়া, ঙ্কর সম্মুখীন হইয়া, উপবেশন করত, তাঁহার পাদপ্রহণান্তে,
অধ্যয়ন করিবে । বিধেয়গণ । অষ্টকা, চতুর্দশী, প্রতিপদ, অমাবস্তা, পূর্ণিমা, মহাভরণী,
প্রবণবাদনী, প্রোতপক্ষের তৃতীয়া, শয়ন ও উত্থান বাদনী, প্রোত্রিয়ার মৃত্যাদিবস, আষাঢ়
কার্ত্তিক ও কাশ্বিন মাসের শুক্ল তৃতীয়া, যে দিবস গ্রাম দাহ হয়, মাঘ মাসের শুক্লা মঙ্গলমী,
আশ্বিন মাসের মঙ্গলমী, যে দিন সূর্য্যমণ্ডল হয়, যে দিন গৃহে প্রোত্রিয় উপস্থিত হন, যে
দিবস ব্রাহ্মণের পূজা, ভরস্কর কলহ, সন্ধ্যাকালে বা অকালে মেঘগর্জ্জন, উল্লা বা
বজ্রপাত ও ব্রাহ্মণ অবমানিত হয় এবং মর্যাদা ও যুগাদি, এই সকল দিবসে যে দিগ
সমুদায় কর্ম-কল-বাসনা করেন, তিনি কখনই অধ্যয়ন করিবেন না । বৈশাখ মাসের শুক্ল-
তৃতীয়া, প্রোতপক্ষের ত্রয়োদশী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লা মঙ্গলমী ও মাঘমাসের পূর্ণিমা যুগাদি
বলিয়া কথিত আছে, এই সময়ে যাহা দান করা যায়, তাহা অক্ষয়-কল-জনক হইয়া থাকে ।
একণে মর্যাদির বিষয় বলিতেছি, সমাধানপূৰ্ণক প্রবণ করুন । আশ্বিন মাসের শুক্ল-
মঙ্গলমী, কার্ত্তিক মাসের শুক্লবাদনী, চৈত্র ও ভাদ্রমাসের তৃতীয়া, আষাঢ় মাসের শুক্ল-
দশমী, মাঘমাসের শুক্লমঙ্গলমী, প্রাবণমাসের কৃষ্ণাষ্টমী, আষাঢ়মাসের পূর্ণিমা, কাশ্বিনমাসের
অমাবস্তা, পৌষমাসের শুক্লকাদমী এবং কার্ত্তিক কাশ্বিন চৈত্র ও জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা
মর্যাদি বলিয়া উল্লিখিত হয়, এই সকল দিনে দান করিলে, তাহার পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে ।
পূৰ্ণোক্ত মর্যাদি ও যুগাদিতে বিজগণের শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য এবং শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইলে,
কিংবা চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইলে এবং উত্তরাশ্রম ও দক্ষিণাশ্রম দিবসে বিজগণ অধ্যয়ন করি-
বেন না । শবাস্থগমন, জননাশৌচ, মরণাশৌচ ও ভূমিকম্প হইলে অনধ্যায় প্রশস্ত ।
আরণ্যক নামক বেদাংশ অধ্যয়নের পরও অশু শাস্ত্র অধ্যয়ন করা উচিত নহে । যাহারা
অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করে, অমরঃ সম তাহাদিগের সন্তান সন্ততি, প্রজা, বংশঃ, সম্পদ,
আয়ুঃ, বল ও স্বাস্থ্য বিনষ্ট করিয়া থাকেন । বিধগণ । যে ব্যক্তি অনধ্যায় দিনে অধ্যয়ন

করে, তাহাকে ব্রহ্মধাতী জানিবেন, তাহার সহিত সন্তান বা বাস কিছুই করিতে
 নাই । কোন কোন পণ্ডিত জারজ গভানের, কতিপয় মনীষিগণ জড়াদির এবং কেহ কেহ
 তাহাদিগের পুত্রের উপায় ব্যবস্থা করিয়াছেন । যে ব্যক্তি অগ্রে বেদাধ্যয়ন না করিয়া
 অপরাপর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, সে শূদ্রত্বলা এবং অস্ত্রে নরকগামী হয় জানিবেন এবং সে
 কোনরূপ সদাচরণের ফল প্রাপ্ত হয় না ;—ফল কথা, শূদ্রও যেরূপ, সেও তদ্রূপ । ব্রাহ্মণ
 বেদাধ্যয়ন না করিলে কি নিত্য, কি নৈমিত্তিক, কি কাম্য এবং কি অশ্রু বৈদিক কার্য
 তাহার সমস্তই নিফল । ঋকব্রহ্মময় বিশ্ব এবং বেদ সাক্ষ্য হরি বলিয়া কথিত আছে ।
 হে বিপ্রগণ ! এজন্য বেদাধ্যায়ীর সর্ক্সাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—বেদাধ্যয়ন পর্যন্ত গুরুর শুশ্রূষায় নিরত থাকিবে । পরে তাহার
 অমুমতি লইয়া অগ্নি পরিগ্রহ করিবে । হে বিপ্রগণ ! মানবগণ বেদ, বেদান্ত এবং ধর্ম-
 শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানপূর্বক গৃহী হইবে । যে কন্যা, সর্ক্সমূলক্ষণ-
 যুক্তা, রূপবতী, সদৃগুণশালিনী, সুনীলা, ধর্মচারিণী এবং সংকুলসম্পূর্ণা, সে যদি মাতৃপক্ষ
 হইতে পঞ্চমী ও পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তমী না হয়, তাহা হইলে, বিজগণ সেই কন্যার পাণি-
 গ্রহণ করিবে ; বদাপি উক্ত প্রকার পঞ্চমী ও সপ্তমী কন্যা পরিভাগ করা না হয়, তাহা
 হইলে বিবাহকর্তা গুরুতর-গমনের পাতকী হইয়া থাকে । যে কন্যা রোগগ্রস্তা কিংবা
 রোগগ্রস্ত কুলে উৎপন্না ; যাহার চক্ষুঃ-দ্বয় গোলাকার, শরীর অত্যন্ত উন্নত বা থলি ; বাহার
 অঙ্গ, অধিক বা নূন ; যাহার কেশ অতিরিক্ত বা অভাৱ ; যে বিরূপা, বহুভাষিণী,
 কোপনস্বভাবা, ক্রুরমতি ও পুরুষাকৃতি ; যাহার গুলফ স্থূল, জজ্ঞা দীর্ঘ ও মুখমণ্ডল
 শুল্ক-চিহ্নাক্রান্ত ; যে বৃথা হাস্য ও সর্ক্সদা পরগৃহে বাস করে ; যে বিবাদ ও ভ্রমণে আসক্ত-
 চিত্তা, নির্ভীরা এবং বহুভোজিনী ; বাহার দন্ত ও ওষ্ঠ স্থূল, কণ্ঠস্বর কর্কশ এবং বর্ণ অতি কৃষ্ণ
 বা রক্ত ; যে সন্তত রোদনশীলা, পাণ্ডুরা, কুংসিতা, বাস কামাদি সংযুক্তা, নিদ্রালু, অনর্থ-
 ভাষিণী, লোকের প্রতি ঘেবকারিণী, পরনিন্দায় নিরতা, চৌর্য্যাস্থিতা ও ধৃত্তা ; বাহার
 নাসিকা দীর্ঘ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধিক পরিমাণে লোমে আবৃত এবং চরিত্র বকের স্থায়, জ্ঞানী
 ব্যক্তি কখন একরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না । শৈশবাবস্থায় চরিত্র সম্যক না জানিয়া
 বিবাহের পর যদি গুণহীনা ও প্রমত্তা বলিয়া জানিতে পারে, তবে সর্ক্সধা তাহাকে
 পরিভাগ করা কর্তব্য । যে রমণী স্বামীর পুত্রগণের প্রতি সন্তত নির্ভীরাচরণ এবং অশ্রুর
 আশুকলা করে, তাহাকে সর্ক্সভোভাবে পরিভাগ করিবে । মুনিমন্তমগণ ! বিবাহ
 অষ্ট প্রকার,—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, বাহুব, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ,
 ইহার মধ্যে পূর্ব পূর্বই শ্রেষ্ঠ । পূর্ব পূর্বের অভাব হইলেই পর পর করিবে ।

দ্বিজোত্তমগণ ত্রাঙ্গ বা দৈব বিদ্যাহেই কন্টার পানিগ্রহণ করিবে না। কেহ কেহ ত্রাঙ্গের পক্ষে আধবিবাহও বিহিত বলিয়াছেন। আজাপতা প্রভৃতি পদপ্রকার বিবাহ গার্হিত, সুতরাং পূর্ক্স-পূর্ক্সের অভ্যাস হইলেই পর-পর বিবাহ করা জামিগণের কর্তব্য। দ্বিজগণ, উত্তরীয় সহ যজোপবীতধর, সূৰ্ণময় কুণ্ডল-যুগল, বৈশ্বদ দণ্ড, মঙ্গল কমণ্ডলু, উকীষ, নির্মল ছত্র, পাঙ্কাজুগল এবং সুগন্ধ পুষ্পমালা ধারণ করিবে। পতত পশ্চিম থাকিবে, কেশ ও নথ ছেদন করিবে, নিতা অধায়ন-নীল হইবে, গাত্রে কন্দাদি লেপন এবং যথাবিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিবে। পরান ও পরঙ্গী ধর্জনে পরিবে, পাদ দ্বারা পাদপীড়ন করিবে না, উচ্চিষ্টে লজ্জন করিবে না। উভয় হস্তে নিজ মস্তক কণ্ঠরূপে করিবে না। পূজা বা দেবালয়ের প্রতিকূল গমন করিবে না। দেবার্চন, পাচমন, গ্রাম, ব্রত ও শ্রাদ্ধকালে মুক্তকেশ হইবে না এবং এক বস্ত্র ধারণ করিবে না। ঐশ্ব্যানে আরোহণ করিবে না। বৃথা কলহ পরিভাগ করিবে। দ্বিজগণ অশ্বখ ও তুপথের প্রতিকূল গমন করিবে না। খলতা, অসূয়া, মাংসখ্যা ও দিব্যানিদ্ৰা পরিভাগ করিবে। পরপাপ ও স্বীয়পুণ্য প্রকাশ করিবে না। নিজ নাম, নিজ নক্ষত্র ও নিজ মান গোপন রাখিবে। ধর্জনের সহ বাস করিবে না। আশাত্মীয় বাক্য শ্রবণে পরাঙ্গুখ হইবে না। গার, অক্ষত্রীড়া এবং গীতাদিতে অভিনায় করিবে না। মার্গস্থিত, উচ্চিষ্টে, শূদ্র, পণ্ডিত, ব, চিকিৎসক, চিতা, চিতাকার, মূপ, চণ্ডাল ও দেবল সাক্ষ্যকে স্পর্শ করিয়া, সবস্ত্র ন করিবে। দীপচ্ছায়া, বট্টাচ্ছায়া, তলুচ্ছায়া, কেশ-বস্ত্র, ঘট্টোদক, ছাগ ও মার্জ্জারের স্পর্শ করিলে পূর্ক্সপুণ্য বিনষ্ট হয়। শূর্পবায়ু, প্রেতধূম, শূদ্রান্নভোজন এবং যে নৃত্যকন্ঠায় উপগত, তাহার সহ বাস দূর হইতে পরিভাগ করিবে। অমং শাস্ত্রে অভি- বেশ, নথ-কেশভক্ষণ এবং উলঙ্গ হইয়া শয়ন করিবে না। গো, অশ্ব ও মভার প্রতিকূল গমন করিবে না। মস্তক তৈলাক্ত করিয়া অবশিষ্ট তৈল দ্বারা অঙ্গলেপন, অণুচি হইয়া পুণ্ড্র গ্রহণ, সুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরণ, অপবিত্র থাকিয়া অগ্নি গুরু বা দেবগণের পূজা, বাম পদ বা এক হস্তে কিংবা পশাদির স্তায় বস্ত্র দ্বারা জলপান, গুরুর ছায়া বা আজ্ঞা লজ্জন এবং যোগী ব্রতী কিংবা যতিগণের নিন্দা করা কর্তব্য নহে। হে মুনীশ্বরগণ! পরস্পরের বিহান বাক্য প্রকাশ করিবে না। অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে যথাবিধি যাগ করিবে এবং মাতঃকাল ও মায়ংকালে দ্বিজাতিগণের যথাবিধি আহুতি দান করা সর্গভোভাবে বিধেয়। যে দ্বিজ তাহা পরিভাগ করে, বৃধগণ তাহাকে সূরাপায়ীর তুল্য বলিয়া থাকেন। দ্বিজগণ! অরম ও বিষুব সংক্রান্তিতে, যুগাদ্যাতে, অমাবস্তা ও প্রেতপক্ষে, মরাদি দিবসে, মৃতাহে, অষ্টকাজরে, চন্দ্রসূর্যা গ্রহণে, নিখিল পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানে এবং নবদ্বারা উপগত হইলে কিংবা কোন শ্রোত্রিয় গৃহাগত হইলে, গৃহী ব্যক্তি যথাশাস্ত্র আশ্রয় করিবে। হে বিপ্রোত্তমগণ! উর্কপুণ্ড্র না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, বেদাধ্যয়ন এবং পিতৃ- পর্ণাদি যাহা কিছু অমুষ্ঠিত হয়, সকলই বৃথা হইয়া থাকে। কোন কোন মনীষী বলেন, আশ্রমে উর্ক পুণ্ড্র ও তুলসীর প্রয়োজন নাই, এজন্য, যাহারা নিজ মঙ্গলাভিলাষী, তাহারা এই বিষয়ে বৃদ্ধগণের আচার গ্রহণ করিবে। স্মৃতি শাস্ত্রে ইত্যাদি কথ্য কথিত আছে; ই সকল ধর্ম কার্যের অনুষ্ঠান করিলে, সর্ব প্রকার মভীষ্টে কল সিদ্ধ হইয়া থাকে, এজন্য

বিজাতিগণের সমাক্রমে উহা পালন করা কর্তব্য । হোমজোক্তমগ্ন । যাহারা, শ্রীমদ-
মদাচার-পরাগণ, তাহাদিগের প্রতি ভগবান্ বিষ্ণু প্রসন্ন হন । এবং বিষ্ণু প্রসন্ন হইলে
তাহাদিগের অসাধ্য কি থাকে ?

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

স্মৃত্ত্ব কহিলেন,—হে মুনিমত্তমগ্ন ! এক্ষণে গৃহস্থদিগের কর্তব্য বিষয় নির্দেশ
করিতোহু, ঐ কর্তব্য সকল পালন করিলে, অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া থাকে । গৃহস্থ,
ব্রাহ্মণহৃদে পাণ্ডোখানপূরক কেশ-কলাপ পরিহার করিয়া, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের বিরোধী নহে, একপ জীবনোপায় বিষয় চিন্তা করিবে । দিবসে ও সন্ধ্যাকালে
কর্ণে যজ্ঞোপবীত-স্থাপনপূরক উত্তরাস্ত্র হইয়া এবং ব্রাহ্মকালে দক্ষিণাস্ত্র হইয়া, মল-মূত্র
পারিত্যাগ করিবে । বস্ত্র দ্বারা মস্তক এবং তৃণনিচরে ভূমিতল আবৃত করিয়া, করতলে
কাষ্ঠগণ বহন করত মৌনাবলম্বনপূরক মলত্যাগ করা কর্তব্য । পথে, গোষ্ঠে, নদীতীরে,
ভড়াগ বা কূপসন্নিকটে, দেবালয়ে, উদ্যানে, কবিত ভূমিতে, চতুষ্পাথে, ব্রাহ্মণ গো
অশ্বখৃক্ষ এবং স্ত্রীলোকের সমীপে এবং ভূষ অঙ্গার নরকপাল ও জল ইত্যাদি স্থানে মল-
মূত্র ত্যাগ করিবে না । শৌচ বিষয়ে সর্বদা যত্ন রাখা কর্তব্য, কারণ, শৌচই বিজয়ের
মূল । যে ব্যক্তি, শৌচাচার-বিহীন, তাহার নিখিল কর্ম্মই নিফল হয় । শৌচ দুই
প্রকার,—বাহ্য ও আন্তর । মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্য-শুদ্ধি এবং ভাব-শুদ্ধি হইলেই
আন্তর শৌচ সম্পন্ন হইয়া থাকে । মলত্যাগান্তে লিঙ্গ ধারণপূরক উত্তীর্ণ হইয়া,
শৌচার্থ অনুচ্ছেদে স্থান হইতে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে । যাবৎকাল পর্য্যন্ত লেপনক
রিয়া না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত যত্নপূরক শৌচক্রিয়া কর্তব্য । মুষিকাদি কর্তৃক উৎকীর্ণ,
কিংবা লাগলোৎকীর্ণ মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রহণ করিবে না এবং জল মথো অবস্থিত হইয়া,
তথা হইতে মৃত্তিকা গ্রহণপূরক শৌচক্রিয়া করা নিষিদ্ধ । বাপী কূপ বা ভড়াগ মথোও
বাহ্য মৃত্তিকা নিষ্ক্ষেপ করা কর্তব্য নহে । লিঙ্গে তিন বার বা একবার, যথেষ্ট দুই বার,
মলদ্বারে পাঁচ বার, বায়ুস্তম্ভে দশ বার, যুগপৎ উভয় হস্তে সপ্ত বার এবং প্রত্যেক পাদে
তিন তিন বার করিয়া, মৃত্তিকা লেপন করিবে । লেপনক দূর করিবার জন্ত গৃহস্থের এই-
রূপ মৃত্তিকাশৌচ বিহিত আছে । ব্রাহ্মচারীর উহার দ্বিগুণ, ব্রহ্মদিগের ত্রিগুণ ও
যতিগণের চতুর্গুণ কর্তব্য । হে মুনিবরগণ ! মানবগণের স্ব-প্রাণেই সম্পূর্ণ আচার
কর্তব্য, পশিমথো অর্ধেক এবং রোগাবস্থায় বা মহা আপদকালে কোন নিয়ম নাই,
জানিবেন ; তৎকালে যেরূপে লেপনক দূর হয়, যত্নসহকারে সেই প্রকার শৌচ করিবে ।
স্ত্রীলোক ও অনুপনীত বিজয়মারগণেরও যাহাতে লেপনক মাল হয়, সেই প্রকার শৌচ
জানিবেন । বিশেষজ্ঞগণ ! বিধবা ও ব্রতস্থ যাবতীয় ব্যক্তিরই যতির স্থায় শৌচ করণীয় ।
বিবরণ, পূর্বোক্ত প্রকার শৌচক্রিয়াতে সংঘটনোক্ত ও সমাক্ত সমাহিতচিত্ত হইয়া

পূর্নাস্ত্রে কিংবা উত্তরাশ্বে উপবেশনপূর্বক আচমন করিবে। গন্ধ দ্বা কেমাদিশূর্ন জল, বারিষ্ম বা বারি-চতুষ্টয় পান করিয়া, দুই বার কপাল ও তিন বার ওষ্ঠদ্বয় মার্জনপূর্বক ক্রমে ভর্জনী ও অশুষ্ঠ দ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়, অশুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা যথাক্রমে নেত্র ও কর্ণ-যুগল, কনিষ্ঠা ও অশুষ্ঠ দ্বারা নাভিরন্ধ্র, করতল দ্বারা উরঃস্থল, সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক এবং করতল কিংবা অঙ্গুলিনিচয়ের অগ্রভাগ দ্বারা অঙ্গদ্বয় স্পর্শ করিবে। হে বিপ্রেক্ষগণ! বিচক্ষণ মানব, এবংবিধ আচমনে অভ্যাশ্রম শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। অনন্তর স্নান করিয়া, গাত্রমার্জনপূর্বক তিল-তর্পণ ও সন্ধ্যা-সমাধানান্তে গায়ত্রী উচ্চারণ করত সূর্য্যোদয় দান করিবে। প্রাতঃকালে যাবৎ না সূর্য্য দর্শন হয় এবং সায়াংকালে যাবৎ না তারকা-নিচয় প্রকাশ পায়, তাবৎকাল গায়ত্রী জপ করা কর্তব্য। মানদগণ, মধ্যাহ্নকালেও সন্ধ্যোপাসনানন্তর পূর্ববৎ সূর্য্যোদয় প্রদানপূর্বক দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হইয়া, সম্যাক্রূপে গায়ত্রী জপ করিবে। হে মুনিবরগণ! গৃহস্থের প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নকালে স্নান এবং কৃশাস্থ্রীয় ধারণপূর্বক ব্রহ্মযজ্ঞ ও বেদ-বিহিত কার্য্য সকল আচরণ করা কর্তব্য। যদি প্রমাদ বশতঃ দিবসে কর্তব্য কার্য্যের বাধ হয়, তাহা হইলে, রাত্রির প্রথম যামে যথাক্রমে সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে। যে ধূর্ত মানব, কোনরূপ আপদ না থাকিলেও সন্ধ্যা উপাসনার পরাজ্ঞ হইয়া, তাহার কোনরূপ কার্য্যে অধিকার নাই, তাহাকে পাপও জামিবেম। যে ব্যক্তি কটুবৃত্তিতে পারদর্শী হইয়া, সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিভাগ করে, সে দোর পাপাচারীদিগের অগ্রগণ্য। অধিক কি, যাহারা সন্ধ্যাদি কার্য্য পরিভাগ করে, তাহাদিগের নহিত আলাপ পরীক্ষা করিলে, যতকাল গমনতলে চল ও তারকানিচয় বিরাজমান থাকিবে, তাবৎকাল, জালাপকারী বিজগৎকে যৌর নরকযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। গৃহী প্রত্যহ দেবপূজা, যথাবিধি বলিবৈশ্ব এবং মধুরবাক্য প্রয়োগপূর্বক উপস্থিত অতিথিকে গন্ধাদিদানে নমস্কা অর্চনা করিয়া কন্দ মূল ও অন্ন জল দ্বারা পরিচরিত করিবে; কারণ অতিথি ভগ্ন-মনোরথ হইয়া যাহার গৃহ হইতে পরাজ্ঞ হইয়া, সেই অতিথি তাহার পুণ্য গ্রহণপূর্বক তাহাকে স্বীয় পাপরাশি প্রত্যর্পণ করত গমন করিয়া থাকে। যাহার গোত্র ও নাম অজাত, পণ্ডিতগণ তাহাকেই অতিথি বলেন। গৃহী ব্যক্তি তাহাকে বিহুদন্ত বোধে সমুচিত সেবা করিবে। পিতৃগণের ভূতির নিমিত্ত প্রতিদিন শ্রদ্ধামবাসী বিজগৎপ্রায়ণ অন্যথ কোন এক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে ভোজাদি দানে অর্চনা করা বিধেয়। পঞ্চযজ্ঞভ্যাগকে বৃদ্ধগণ ব্রহ্মজ্ঞা বলিয়া থাকেন, এজ্ঞ সন্ধ্যা-প্রত্যহ প্রত্যহ পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ ইহাকেই সাধুগণ পঞ্চযজ্ঞ বলেন। বিজগৎ পঞ্চযজ্ঞাদি-কার্য্যাবসানে ভূতা ও মিত্রাদির নহিত বাগ্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অভোজা ভোজন ও ভোজনকাণ্ডে ভোজনপাত্র পরিভাগ করা কর্তব্য নহে। আসনোপরি পাদতল স্থাপন বা অর্কবস্ত্র পরিধান করিয়া কিংবা মুখশয় করত যে ব্যক্তি ভোজন করে, বৃদ্ধগণ তাহাকে সূর্য্যপী বলিয়া থাকেন। যে মানব ভুক্তি বস্ত্র পুনরায় ভক্ষণ করে, কিংবা মৌদিক ও ফলাদিতে প্রত্যহ লবণ ভোজন করে, সে পৌমাংসানী বলিয়া কথিত হয়। বিপ্রগণ। জলাদি পেষ-বস্ত্রপায়ে কিংবা আচমনে শয়ন করিলে মনঃকলংঘী হইয়া থাকে। প্রতিদিন পুণ্য অন্ন

ইচ্ছিতকর পুরঃসর মহত্বনীধা । দেবদেবের ধ্যাম সন্ন্যাসীর কর্তব্য । যে সন্ন্যাসী মাং-
গর্ভাদি-বিহীন এবং এই প্রকার ধ্যাননিষ্ঠ, তিনি পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পরমব্রহ্ম
প্রাপ্ত হন । যে বিজ্ঞ ক্রমে এই আশ্রম-চতুষ্টয়ের ধর্ম পালন করেন, যথার গমন করিলে
শোক হয় না, সেই পরম স্থানে তিনি গমন করেন । বর্ণাশ্রম-ধর্মতৎপর মানবগণ,
নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া, সর্বপাপ হইতে মুক্তিলাভ করত বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

মৃত্ত বলিলেন,—হে ঋষিগণ । আপনারা সকলে উত্তম শ্রাদ্ধবিধি শ্রবণ করুন । ইহা
শ্রবণ করিলে মিথিল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়, এ বিষয়ে সংশয় নাই । শ্রাদ্ধকর্তা
মৃত্ততিথির (শ্রাদ্ধদিনের) পূর্বেদিনে স্নান করিয়া একাহারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবে,
পর্যাক্ত শয়ন করিবে না এবং পাত্তীর ব্রাহ্মণদিগকে সায়ংকালে * নিমন্ত্রণ করিবে ।
শ্রাদ্ধকর্তা (শ্রাদ্ধদিনে) দন্তধাবন, তাম্বুল, তৈলমর্দন, অধায়ন এবং পরান্ন পরিভোগ
করিবে । শ্রাদ্ধকর্তা এবং শ্রাদ্ধপাত্তারভোক্তা ব্রাহ্মণ উভয়েই শ্রাদ্ধের পর, সেই দিনে
এক ক্রোশের অধিক গমন, কলহ, ক্রোধ, স্ত্রীসঙ্গ এবং দিবানিত্রা পরিভোগ করিবে ।
যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাপ এবং নরকপ্রাপ্তি
হইয়া থাকে, অর্থাৎ পাত্তীর ব্রাহ্মণও শ্রাদ্ধের পূর্বেদিন সংঘত থাকিবে । শ্রোত্রিয়,
বিষ্ণুভক্ত, শাস্ত্রোক্ত-প্রকৃত-আচার-নিষ্ঠ, শাস্তিগুণভূষিত, সদংশমভূত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে
নিয়োগ করিবে । রাগ-দেব-বর্জিত, ত্রিমধু বা ত্রিমূর্ণ বেদজ্ঞ, পুরানীর্থ-বিশারদ,
সর্বভূতে দয়ালু, দেবপূজা-রত, স্মৃতিতত্ত্বজ্ঞ, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ, সর্বলোক-হিতকারী, কৃতজ্ঞ,
গুণবান্, গুরুসেবারত এবং শাস্ত্রার্থকথন দ্বারা পরোপদেশ-পরায়ণ ব্রাহ্মণেরাই শ্রাদ্ধে
নিয়োজয়িতব্য । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । শ্রাদ্ধে সাহারা বর্জ্যনীষ, তাহাদিগের উল্লেখ করি-
তেছি, শ্রবণ কর । অন্নহীন, অধিকান্ন, প্রায়শ হোমজ্ঞ, কষ্টী, হুমখী, লম্পট, দণ্ডচ্যুত,
নক্ষত্রপাঠজীবী (দৈবজ্ঞবিশেষ), শবদাহজীবী, অপবাদগ্রস্ত, পরিবেত্তা (জ্যেষ্ঠভাতার
বিবাহ না হইতে কৃতদার), দেবল, নিন্দক, ক্রোধী, ধূর্ত, গ্রামবাজী, অসংশয়ভাগ্যী,
পরান্নভোজী, বৃষলীমন্ত্রভিপোষক, বৃষলীপতি, কুণ্ড, গোলক, অযাজ্যমাজক, দত্তীর আচার-
সম্পন্ন কিন্তু বৃথাযুক্তিমুণ্ড, পরদারামক্ত, পরধন-পরায়ণ, বিষ্ণুভক্তিহীন, শিবভক্তিহীন,
বেদবিজ্ঞানী, স্মৃতিবিজ্ঞানী, ব্রতবিজ্ঞানী, যজ্ঞবিজ্ঞানী, গায়ক, কাব্যকর্তা, বৈদ্যশাস্ত্রোপজীবী,
বেদনিন্দক, ব্রাহ্মণমিদ্দক, নিত্যরাজসেবী, কৃতঘ্ন, শঠ, সদা অতিমানী, গ্রামদাহী, অরণ্য-

*. মূলোক্ত 'নিশি' পদের অর্থ সায়ংকাল । অথবা নিশিপদের অর্থ পূর্বেই সন্নিহিত ।
অর্থাৎ ব্রহ্মচারী ও ভূমিশাঙ্গী হইয়া শ্রাদ্ধপান করিবে ।

দাহী, অভিকামুক, রসবিজ্ঞানী এবং কট্যুক্তি-রত ব্রাহ্মণগণ, আক্ষেপ-সহকারে বর্জ্যমায়। ব্রাহ্মণদিগকে পূর্নদিন নিমন্ত্রণ করিবে অথবা (আগন্তুক আক্ষেপ) সেই দিনেই নিমন্ত্রণ করিবে। ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হইলে, ব্রহ্মচারী ও জিতেজিয় হইয়া থাকিবে। হে সন্তমগণ! আক্ষেপে সন্তমগণও কর্তব্য। হস্তে কুশগ্রহণ করিয়া ও জিতেজিয় হইয়া আজ ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে (এই সব নিমন্ত্রণ, আক্ষেপে পাতীয়-ব্রাহ্মণ হইবার জন্য, এ নিমন্ত্রণ এখন উঠিয়া গিয়াছে)। অনন্তর জ্ঞান-সম্পন্ন আক্ষকর্তা, প্রত্যয়ে গাত্রোথান ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কুতপ মুহূর্ত্তে আক্ষ করিবে। পঞ্চদশ-ভাগে বিভক্ত দিবসের অষ্টমভাগ, যে সময় হইতে সূর্য্যোদয় ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে অর্থাৎ সূর্য্যের চরম উন্নতির সময়ই কুতপ-মুহূর্ত্ত, এই সময়ে পিতৃ-লোককে যাহা দান করা যায়, তাহাই অক্ষয়-ফলজনক। ব্রাহ্মা, পিতৃগণকে অপরাহ্নকাল প্রদান করেন, অতএব ব্রাহ্মণগণ তৎকালেই আক্ষ করিবেন। (এই বচন দ্বারা একোদ্ভিষ্টের আরও একটি কাল নির্দিষ্ট হইল, তাহা নবম মুহূর্ত্ত।) হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! ব্রাহ্মণেরা অসময়ে পিতৃগণের আক্ষ করিলে, সেই আক্ষ ‘ব্রাহ্মস’ নামে বিজ্ঞেয় এবং তাহা পিতৃগণের সন্নিহিত হয় না। সায়াহ্নে পিতৃগণের উদ্দেশে যে আক্ষ করা যায়, তাহা ‘ব্রাহ্মস’ নামে অভিহিত হয় এবং সেই আক্ষকর্তা ও ভোক্তা উভয়েই মরকগামী হয়। হে বিপ্রগণ! মৃততিথি দুই দিন পাইলে, যে দিন আক্ষকাল পাইবে, সেই দিন আক্ষ করিবে। মৃততিথি যদি দুই দিনেই আক্ষকালে পায় ত, কৃৎপক্ষে পূর্নদিন এবং শুক্লপক্ষে পর দিনে আক্ষ করিবে। পূর্নদিনে শেষ বেলায় দুই মুহূর্ত্ত এবং পরদিন সাংকাল পর্য্যন্ত তিথি থাকিলে, নিখিলআক্ষই পরদিনে কর্তব্য। হে মুনীশ্বরগণ! পূর্নদিনে দুই মুহূর্ত্ত তিথি থাকিলেও সেই দিনে আক্ষ হইবে, এ কথা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু তাহা নাস্তমস্মত নহে। হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ! নিমন্ত্রিত বিপ্রগণ সমবেত হইলে, প্রায়শ্চিত্ত-পুত্র আক্ষকর্তা তাঁহাদের নিকট অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। আক্ষকার্য্যে অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বিশ্ব-দেবতাদিগের জন্য দুই জনকে এবং পিতৃগণের জন্য তিন জন ব্রাহ্মণকে নির্দিষ্ট করিবে। অথবা বিশ্বদেবতা ও পিতৃগণের জন্য এক এক জন ব্রাহ্মণ স্থির করিবে। আক্ষে অনুজ্ঞাত আক্ষকর্তা, দুইটি মণ্ডল (যেথা বিশেষ) করিবে। ব্রাহ্মণের চতুর্দিক মণ্ডল, ক্ষত্রিয়ের এবং বৈশ্যের ত্রিকোণ মণ্ডল হইবে। শূদ্রের মণ্ডল রেখা করিতে হইবে না, স্তলছিটা দিলেই মণ্ডল করা হইবে। কথিত ব্রাহ্মণের অভাবে, জাতা, পুত্র, ভদ্রভাবে আপনাকেও আক্ষীয় পাত্র করিবে, কিন্তু বেদদর্জিত ব্রাহ্মণকে পাত্র করিবে না। বিপ্রগণের পাদ প্রক্ষালন করিয়া দিয়া, তাহার আচমন করিলে নির্দিষ্ট আসনে উপবেশন করাইবে। পরে পরম প্রভু নারায়ণকে যথাবিধি পূজা করিবে। হে সন্তমগণ! ব্রাহ্মণগণের মনোহলে ও দ্বারদেশে ‘অপহতা’ ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত তিলক্ষেপ করিবে। যবযুক্ত কুশময় আসন বিশ্বদেবদিগকে দান করিয়া পিতৃগণকে

• ক্ষণ—উৎসব বা কিবিকাল। প্রথম অর্থের অনুবাদ উপরে দিলান। শেষ অর্থের অনুবাদ;—আক্ষে উত্তম সময় গ্রাহ্য।

আমন প্রদান করিবে, অক্ষয়দান এবং আমনদানে বকী বিভক্তি, আশ্বানে দ্বিতীয়া বিভক্তি, অন্নদানে চতুর্থা বিভক্তি এবং অবশিষ্ট হলে সর্বোদন জ্ঞানবে। কুশাঞ্জ যুক্ত দুইটি পাত্র লইয়া তাহাতে 'শন্নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত জল সেচন করিবে। 'যবোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া ববক্ষেপ এবং গন্ধপুষ্প প্রদান সেই পাত্রে করিবে। 'বিষ্ণুদেবাসঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া বিষ্ণুদেবতাদিগের আশ্বান করিতে হয়। 'বা দিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপুত্র উক্ত পাত্রের অর্থা সমাহিতচিত্তে দান করিতে হয়। হে সত্তমগণ! গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করা বিধি। এইরূপে পূজিত বিষ্ণুদেব-স্থলীয় ব্রাহ্মণগণের বা ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞা পাইয়া পিতৃগণের পূজা করিবে। তিলযুক্ত কুশময় আমন পিতৃগণকে দিবে। তৎপরে শ্রাদ্ধকর্তা কুশাঞ্জযুক্ত তিনটি অর্ঘ্যপাত্র লইবে। তারপর 'শন্নো দেবীঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল এবং 'তিলোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল সেই পাত্রে নিক্ষেপ করিবে (গন্ধ পুষ্পাদিও দিবে)। শ্রাদ্ধকর্তা একাগ্রচিত্ত হইয়া 'উশন্তঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পিতৃগণের যাবাহন করিবে। 'বা দিব্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপুত্র অর্ঘ্য পূর্ববৎ প্রদান করিবে। হে সত্তমগণ! অনন্তর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দ্বারা যথাশক্তি তাহাদিগের পূজা করিবে। তৎপরে বিচক্ষণ শ্রাদ্ধকর্তা যুতযুক্ত অন্নগ্রাস লইয়া 'অধো করিষ্যে' এই বলিয়া দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণগণের নিকটে অনুজ্ঞা গ্রহণ করিবে। 'অধো করিষ্যে' এবং 'অধো করিষ্যামি' ইহাও স্থলবিশেষে বলিতে পারে। অনন্তর দেবপক্ষীয় এবং পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণেরা 'কুরু' এবং স্থলবিশেষে 'ক্রিয়তাং' অথবা 'কুরু' বলিয়া সাদরে অধিকার্যো অনুজ্ঞা দিবেন। হে সত্তম দ্বিজগণ! অনন্তর শ্রাদ্ধকর্তা স্বীয় গৃহোক্ত বিধি অনুসারে 'সোমায় পিতৃমতে' 'অগ্নয়ে জব্যবাহমায়' এই দুই পদের পর স্বাহা, মমঃ অথবা স্বধা যোগ করিয়া পিতৃ পিতৃবজ্র-(সাধিক কর্তব্য)-রীতিক্রমে অগ্নিতে পূর্কোক্ত অন্ন দ্বারা হোম করিবে। এই দুই আহুতি দ্বারাই পিতৃগণ তৃপ্তিলাভ করেন। অগ্নি অভাবে ব্রাহ্মণের হস্তে এই হোম বিহিত। হে দ্বিজগণ! আচারানুসারে ব্রাহ্মণের হস্তে বা অগ্নিতে হোম করা নিয়ম। যে সাধিক নহে অথবা বাহার ভর্যা নিকটে মাই, পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সে ব্যক্তি, অগ্নি স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবার পর, সেই অগ্নি বিসর্জন দিবে। হে দ্বিজগণ! স্বীয় গৃহোক্ত অগ্নি বাহার দূরে অবস্থিত, পার্শ্বগণ শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, সেই ব্যক্তি সাধিক পুরোহিত দ্বারা শ্রাদ্ধ করাইবে। নিজের অগ্নি দূরস্থিত অথচ পিতৃাদির মৃত্ত তিথি উপস্থিত, এইরূপ হলে শ্রাদ্ধগণই লৌকিক অগ্নি, ইহাই নিয়ম। ঔপাসন অগ্নি দূরে এবং ভাতা নিকটে থাকিলে অপর অগ্নিতে অথবা অপর ব্রাহ্মণের হস্তে যে ব্যক্তি হোম করে, সে পাতকী অর্থাৎ ভাতাই অগ্নি ইহা বোধ করিয়া তাহাতেই হোম করিবে। কোন কোন সত্তমগণের অভিপ্রায় এই যে, ঔপাসন অগ্নি দূরে থাকিলে ব্রাহ্মণের হস্তেই হোম করা বিধি, ইহা কিন্তু সমীচীন নহে। হে দ্বিজসত্তমগণ! এই অধিকার্য্য প্রাচীনাবীতী অর্থাৎ বামোপবীতী হইয়া করিতে হয়। হতাবশেষে অন্ন হরিদ্রারণ করত উভয় পক্ষের ব্রাহ্মণগণের পাত্রে অর্পণ করিবে। তৎক ভোজ্য লেহু পেষ দ্বারা ব্রাহ্মণগণের পূজা করিবে। একাগ্রচিত্তে দেবপক্ষে ও পিতৃপক্ষে অন্ন প্রদান করিবে।

ভগ্নন বলিবে 'হে মহাভাগ মহাবল বিশ্বদেবগণ । আপনারা আগমন করুন । যে আক্ষেপাত্মক মিত্রিত্ব, সেই ব্রাহ্মণেরা সেই আক্ষেপাত্মক মনোযোগী হউন' এই মন্ত্র এবং 'যে দেবাস' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেব-পক্ষ আর্থনা করা বিধিত । এইরূপ 'মে চ' ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পিতৃপক্ষও আর্থনা করা বিধিত । 'যুষ্টিতীম এবং যুষ্টিযুক্ত ধ্যানপদারপ যোগদণ্ড দীপ্তভেদা পিতৃগণকে সন্তত নমস্কার করি ।' হে বিষ্ণুভক্তগণ । পিতৃগণের নমস্কার এইরূপে করিয়া সেই কণ্ঠস্থ বিষ্ণুকে অর্পণ করিবে । অনন্তর ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধকর্তার প্রদত্ত অন্ন মৌনী হইয়া ভোজন করিবে । ব্রাহ্মণেরা ভখন হস্ত বা রোদন করিবেন না ; করিলে, শুদ্ধদেশে প্রদত্ত অন্নাদি অতি নিম্নমীর হইয়া থাকে । আচার অমুসারে মধু এবং মাংসাদিও আক্ষেপ দেয় । ভোক্তা ব্রাহ্মণেরা পাকাতির নিম্না ও প্রাণনা করিবে না । ভোজন-পাত্র স্পর্শ করিয়া আহার করিবে । সেই শ্রাদ্ধভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি ভোজনপাত্র ভাগ করে, তাহা হইলে সে শ্রাদ্ধবাতক এবং মরুগামী হয় । ভোক্তা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর সংস্পর্শ হইলেও অন্ন পরিভাগ করিবেন না, ভোজন করিবে । পরে প্রারম্ভিতান্ত্রিক অষ্টোক্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে । ব্রাহ্মণগণের ভোজন সময়ে শ্রাদ্ধকর্তা অনন্ত অপরাধিত ব্রাহ্মণ-দেহের স্মরণ, বক্ষোঃসমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র, পুরুষ-সূক্ত, ত্রিনাটিকৈত-মন্ত্র, ত্রিমুখ্য, ত্রিমুখ্যমন্ত্র পাকমানী-সূক্ত, বধানির্দিষ্টে যজুর্মন্ত্র এবং সামমন্ত্র 'বশেষতঃ পৈত্ৰ্যামন্ত্র পাঠ করিবে । আর টীতহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি ধর্মকথা পাঠ করিবে । ব্রাহ্মণগণের ভোজন ব্যবৎ পরিসমাপ্তি না হয়, ততক্ষণ এত সকল মন্ত্রাদি পাঠ করা বিধেয় । ব্রাহ্মণ ভোজনের পর বিষ্ণুসমিক্ষেপ, শেষ-ব্রতান, প্রাণ এবং মধুসূক্ত জপ কর্তব্য । তৎপরে শ্রাদ্ধকর্তা স্বয়ং পাদপ্রক্ষালন এবং আচমন করিয়া ভোক্তা-ব্রাহ্মণের অচেমের পর পিণ্ডদান করিবে । অক্ষয়াদান এবং গোত্রবর্জন কামনা করিবার পর একান্ত্রিষ্টে স্ততিবাচন করিবে । পাত্রচালনের পূর্বে বাহারী স্ততিবাচন করে, তাহাদিগের পিতৃগণ এক বৎসর উচ্চিষ্ট ভক্ষণ করিয়া থাকে । 'দাতারো মো বিবর্জিতাম' ইত্যাদি স্মৃত্যুক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আনীতাদ গ্রহণ করিবে । অনন্তর তাহাদিগকে প্রণাম করিবে । বধাশক্তি দক্ষিণা এবং গন্ধযুক্ত তাম্বুল প্রদান করিবে । অনন্তর 'বধা' উচ্চারণ করত ন্যূনপাত্র উত্থাপন করিবে । পরে 'বাক্যে বাক্যে' এই মন্ত্র পাঠ করত পিতৃপক্ষীয় এবং দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদিগকে বিদায় দিবে ।* শ্রাদ্ধভোক্তা এবং শ্রাদ্ধকর্তা উভয়েই সেই রাতে মারীসন্ম করিবে না, অধ্যয়ন এবং অঙ্গগমন যত্ন-সহকারে বর্জনীয় । পশিক, আতুর এবং দারিদ্র্য বশতঃ অসমর্থ ব্যক্তি আমায় দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে অথবা হোম করিবে । দ্রব্যের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অভাবে মাত্র অন্নপাক করিবে এবং পৈত্ৰ্যসূক্ত পাঠ করত তদ্বারা হোম করিবে । হে বিপ্রগণ । অতি দরিদ্র ব্যক্তি (শ্রাদ্ধের অভাবে) গোগণকে বধাশক্তি তৃণদান করিবে অথবা বধাবিধি জানি করিয়া তিলতর্পণ করিবে ; তাহাতেও অসমর্থ হইলে 'আমি দারিদ্র্য মহাপাপী' এই বলিয়া বিজন বনে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিবে । যে শ্রাদ্ধকর্তা পরদিন পিতৃ-তর্পণ না করে, তাহার বংশনাশ ও ব্রহ্মহত্যার পাপ হয় । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !

* শ্রাদ্ধবিধির সুসীমাঃ সারস্বতমন্ত্র তটীচাৰ্য্য করিয়াছেন ।

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীক করে, তাহার বংশনাশ অথবা কোন প্রকার ভীতি কদাচ হয় না। তাহারাই শ্রীক পিতৃপূজা করে, বিহুপূজাই তাহাদের করা হয়; কেননা, সমাধন বিহুই পিতৃগণ, দেবগণ মনুষ্যগণ এবং অসুরগণ; তিনিই স্বর্গ, মিত্র এবং মনুষ্যগণ, স্থাবর-জঙ্গমাগ্ৰক জগৎ তাঁহা চহেতেই উপস্থিত। অতএব দাতা, ভোক্তা সকলেই সমাধন বিহু। বিজ্ঞগণ! যাহা বর্তমান, যাহা অতীত ও ভবিষ্যৎ, যাহা অদৃশ্য, যাহা দৃশ্য, তৎসমস্তই বিহুময় জানিবে; বিহু ভিন্ন আর কিছুই নাই। অতুলনীয় স্বভাব মনুষ্যভূতময় হব্যাকব্য-ভোজী ভগবান্ অচ্যুতই জগতের আধার। পরম বক্ষ দ-বাচা যে একমাত্র জমাদ্বীপ সমাধন বিহু, তিনিই কর্তা এবং কারয়িতা। হে যুনিশ্রেষ্ঠগণ! এষ্ট উত্তম শ্রীকৃষ্ণবিধি ভোমাদিগের নিকটে কীর্তন করিলাম। এইরূপে শ্রীক ক'লে পাপশাস্তি হয়। যুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে ব্যক্তি শ্রীক সময়ে মিথ্যা এই প্রকরণ পাঠ করে, তাহার পিতৃগণের মন্তোষ এবং বংশবৃদ্ধি চহেয়া থাকে।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,—যাহা বারা সমস্ত শস্যের সিকি হয়, সেই তিথি সমস্তের নির্ণয় ও প্রাপ্তিভেদের বিধি বলিতেছি, তোমরা শ্রবণ কর। হে বিজ্ঞগণ! তিথির নির্ণয় না হইলে শ্রুতি-বিহিত এবং স্মৃতিবিহিত ব্রত, দান ও অন্ন প্রকার যে সকল বৈদিক কার্য আছে, তাহা কিছুই সফল হয় না। উপবাস শ্রুতি এতে একাদশী, অষ্টমী, বীথী, পূর্ণিমা, চতুর্দশী, অমাবস্যা এবং বিজীয়া এই সমস্ত তিথি পর-তিথির যোগে প্রাপ্ত; * পূর্ণ-তিথির সহিত সংযুক্ত হইলে গ্রহণ করিবে না। এষ্ট সকল তিথি ভিন্ন যে সমস্ত তিথি, তাহা পূর্ণতিথির যোগে গ্রহণ করিবে। পূর্ণমীপূজা বীথী, বীথীপূজা সপ্তমী এবং একাদশী-পূজা দশমীতে কখনই উপবাস করিবে না। যে, ব্যক্তি অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সপ্তমী এবং শুভতিথিতে পূর্ণতিথির যোগে কায়া করে, সে নরকে গমন করে। কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্ণাঙ্কের অষ্টমী, চতুর্দশী, তৃতীয়া ও দশমীতিথি, পূর্ণতিথির যোগে প্রাপ্ত। সকল ব্রতেই পূর্ণাঙ্ক বিহিত এবং অপরায় হইতে পূর্ণায় অতিশয় প্রিয় জানিবে। যদি ব্রতাদি-বিহিত তিথির পূর্ণায় অমঙ্গল হয়, তাহা হইলে ভগবান্ সূর্যের উদয়ের পথে ছই মূর্ত্ত প্রহণ করিবে। নক্তব্রতে সর্গদা প্রদোষ-বাপিনী তিথিকে গ্রহণ করিবে। সূর্য সে নক্তব্রতে অস্ত গমন করেন, সেই নক্তব্রতে উপবাস করিবে। যে সমস্ত ব্রত, তিথি এবং নক্তব্রতের সংযোগে বিহিত চহিয়াছে, সেই ব্রত, যে দিবস প্রদোষকালে তিথি লাভ হইবে, ঐ দিবসে করিবে; তাহাতে না করিলে বিফল হইবে। হে যুনিশ্রেষ্ঠ! যে তিথি

* কোন কোন তিথি পরতিথির যোগে, কোন কোন তিথি পূর্ণতিথির যোগে প্রাপ্ত। এই ব্যবস্থা সর্বত্র মতে, সর্ববিধেই জানিয়ে। নক্তব্রতেও এইরূপ।

অধিকারের পূর্বের নক্ষত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে, এ তিথি নক্ষত্রবিহিত ব্রতে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি উত্তর দিনে অধিকারের নক্ষত্র লাভ হয়, তাহা হইলে বিহিততিথি-সংযুক্ত নক্ষত্রকে গ্রহণ করিবে। যদি উত্তর দিনে অধিকারের নক্ষত্র এবং তিথি উত্তরই লাভ হয়, তাহা হইলে কৃৎপক্ষে পূর্নদিন ও শুক্লপক্ষে পরদিনে কার্য্য করিবে। যদ্যপি তিথির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পূর্নদিন ও পরদিন উত্তরেই ব্রত করিবে। জ্যোষ্ঠানক্ষত্র-যুক্ত মূল্য, কৃত্তিকায়ুক্ত রোহিণী, অশ্বরাধায়ুক্ত জ্যোষ্ঠানক্ষত্রে কার্য্য করিলে পুত্রাদি নষ্ট হয়। দিবাতে কৰ্ম্ম করিতে হইলে দিবাতেই অথবা তিথিয়োগে কৰ্ম্ম করিবে। রাত্রিবিহিত ব্রতে রাত্রিতেই অস্ততিথির যোগে কৰ্ম্ম করিবে—এই বিশেষ। তিথি-নক্ষত্র উভয়ের যোগে যে তিথি পুণ্যজানিকারূপে উক্ত হইয়াছে এবং এ তিথিতে যে ব্রত কর্তব্য, তাহা সেই তিথিতেই কর্তব্য। অশ্বাষাঢ়শীত ব্রতে দিবাশ্রাদ্ধ অশ্বানক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশীকে গ্রহণ করিবে। চন্দ্র এবং সূর্য্যের গ্রাস হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত যে যে তিথি থাকিবে, জপাদি কার্য্য তাহাকেই গ্রহণ করিবে। এক্ষণে সমস্ত সংক্রান্তির পুণ্যকাল বলিতেছি। বাহারা ঐ পুণ্যকালে স্নান, দান এবং জপাদি করে, তাহাদিগের অক্ষয়কল হইবে। ঐ সকল সংক্রান্তির মধ্যে কর্কট সংক্রান্তিকে দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি বলিয়া জানিবে। পশ্চিমপদ দিবা কর্কট-সংক্রান্তির পূর্বে ত্রিশদণ্ডকে পুণ্যকাল বলিয়াছেন। সূর্য্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ দিবাতে বৃষ, বৃশ্চিক, মিংহ এবং কৃত্ত সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পূর্বে ও পরে দশদণ্ড পুণ্যকাল; ঐ পুণ্যকাল জপাদি কৰ্ম্মে গ্রহণ করিবে। দিবাতে তুলা কিংবা মেঘসংক্রান্তি হইলে পূর্বে ও পরে দশ দণ্ড পুণ্যকাল, ঐ পুণ্যকালে দান করিলে অক্ষয়কল হয়। হে বিজগৎ! দিবাতে কন্যা, মিথুন, মীন অথবা ধনুঃ সংক্রান্তি হইলে সংক্রান্তির পর দশদণ্ড পুণ্যকাল। মূর্গগ মকর সংক্রান্তিকে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি বলিয়াছেন। ঐ মকর সংক্রান্তি যদ্যপি পূর্বার্দ্ধরাতে হয়, তাহা হইলে সেই দিনের শেষার্দ্ধ পুণ্যকাল ও পর রাত্রির মধ্যে হইলে পরদিনের পূর্বার্দ্ধ পুণ্যকাল। সূর্য্যাস্তের পূর্বে অর্থাৎ দিবা বিংশতি দণ্ড সময়ে মকরসংক্রান্তি হইলে, সংক্রান্তির পূর্বে বিংশতিদণ্ড এবং পরে বিংশতিদণ্ড, এই চল্লিশদণ্ড পুণ্যকাল। হে বিজেশ্বরগণ! সূর্য্য কিংবা চন্দ্র যদ্যপি গ্রহগ্রস্ত হইয়া অন্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন সূর্য্য ও চন্দ্রকে দর্শন করিয়া ভোজন করিবে। পবিত্র ধর্ম্মলাভেচ্ছা ব্যক্তিগণ অমাবস্তাকে হুই প্রকার বলিয়াছেন,—বাহাতে চন্দ্র দর্শন হয়, তাহার নাম সিনীবাণী এবং বাহাতে চন্দ্র দর্শন হয় না, তাহার নাম কুহ। উত্তর দিন অপরাহ্নে অমাবস্তা না থাকিলে, সাগ্নিক বিজগৎ শ্রাদ্ধকৰ্ম্মে সিনীবাণীকে গ্রহণ করিবে। শূদ্র, স্ত্রী এবং মিরগিরা কুহকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্তা উত্তরদিনে অপরাহ্নে পায়, তাহা হইলে কীর্ণাঙ্কলে পূর্নদিন ও অধিকারনাঙ্কলে পরদিনে শ্রাদ্ধ করিবে। যদ্যপি অমাবস্তার পরে অমাবস্তা হয়, তাহা হইলে, শাস্ত্রবিশারদ পশ্চিমপদ ঐ অমাবস্তাকে ভূতবিন্ধ্য বলিয়া নির্দেশ করেন। সে স্থলে তিথির অতিশয় ক্ষয় বশতঃ পরদিনে অমাবস্তা গ্রহণ না হইয়াছে, সে স্থলে সারাক্ষণ্যাপিনী সিনীবাণী তিথিকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্তা হইয়া, মাত্র সারাক্ষণ্যকাল প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেও ঐ প্রোষ্ঠা সিনীবাণী তিথিকে সর্ব্বপ্রকারে শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্মে গ্রহণ করিবে।

যে হলে তিথির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পরদিন অপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়াছে, সে হলে পিড়-কার্যে ভূতবিক্রাকে পরিভ্যাগ করিয়া, কুহকে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অল্প বৃদ্ধি হইলেও ভূতবিক্রাকে পরিভ্যাগ করত পরদিনে অপরাহ্ন-প্রাপ্ত কুহকে গ্রহণ করিবে। যদ্যপি অমাবস্ত্যা তিথি ত্রিবাষিভক্ত-দিনের উভয়দিনের মধ্যাহ্নের পর মুখ্যাপরাহ্নে প্রাপ্ত হইয়া শুভিতা হয়, তাহা হইলে সামবেদীরা ইচ্ছানুসারে পূর্নদিনে অথবা পরদিনে প্রাক্ক করিতে পারে। হে প্রধান মুনিগণ ! এক্ষণে অগ্ন্যাধাম বলিতেছি। ঐ অগ্ন্যাধাম অমাবস্ত্যা এবং পূর্ণিমাতে বিহিত ; অতএব ঐ উভয় তিথিতে অগ্নিহোম করিয়া, প্রতিপদ-তিথিতে যাগ করিবে। পতিভেরা বলিয়াছেন, ঋগ্বেদীদিগের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত অমাবস্ত্যা ও পূর্ণিমার চতুর্থ ভাগের শেষভাগ, এবং প্রতিপদের প্রাতঃকালে প্রাপ্ত চতুর্থ ভাগের প্রথম তিন ভাগ যাগের কাল। যে স্থানে শুক্লা সম্পূর্ণা একাদশী অথচ দ্বাদশীদিনে একাদশী কক্ষিৎকালও নাই এবং ত্রয়োদশীদিনে দ্বাদশীও নাই, সেস্থলে কিরূপ হইবে? গৃহস্থ পূর্নদিন ও দ্বাদশী পরদিন উপবাস করিবে; কেহ কেহ বলেন, ত্তিৎপূর্নক দ্বিতীয় দিনে উপবাস করিবে। যে স্থলে সূর্যোদয়বিক্রা একাদশী পরদিন দ্বাদশীদিনে কক্ষিৎকাল না থাকে, ত্রয়োদশী-দিনে দ্বাদশী থাকে, সে স্থানে কিরূপ হইবে? সে স্থলে সকল ব্যক্তিই শুক্ল দ্বাদশীতে উপবাস করিবে; ইহাতে সংশয় নাই। কেহ বলেন, সে স্থলে পূর্নদিন উপবাস করিবে, কিন্তু তাহার মত উত্তম নহে। পুত্রবান গৃহস্থ সংক্রান্তি, রবিবার এবং চন্দ্র-সূর্যোর গ্রহণে পারণ ও উপবাস করিবে না। যে ব্যক্তি রবিবারে দিবাতে, অমাবস্ত্যা পূর্ণিমার রাত্রিতে, চতুর্দশী ও অষ্টমীর দিবাতে এবং একাদশীতে দিবা এবং রাত্রিতে ভোজন করে, তাহাকে চাক্ষায়ণব্রত করিতে হয়। পণ্ডিত ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণের পূর্বে চারি প্রহর ভোজন করিবে না। যদি ভোজন করে, তাহা হইলে মাংসভোজনের তুলা হয়। চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে তিন প্রহর ভোজন করিবে না, যদি ভোজন করে, তাহা হইলে সুরাপান তুলা হয়। সূর্য্য এবং চন্দ্র গ্রস্ত হইয়া, যদ্যপি অন্ত গমন করেন, তাহা হইলে পরদিন চন্দ্র এবং সূর্য্যকে দর্শন করত স্নান করিয়া ভোজন করিবে। অগ্ন্যাধাম এবং যাগ ইহার মধ্যে যদ্যপি চন্দ্র-সূর্যোর গ্রহণ হয়, তাহা হইলে, হে মুনিজ্যেষ্ঠ ! যজ্ঞশীল ব্যক্তিরা কিপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিবে? হে বিজগণ ! যদ্যপি চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে ‘দশমে সোম’ এই মন্ত্র এবং ‘আপ্যায়ন’ এই মন্ত্র ও ‘সোমপাস্ত’ এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। সূর্য্যগ্রহণ হইলে ‘আদিভ্যঃ জাতবেদসঃ’ ‘আনাদ্য’ এবং ‘মোঘর্য্যৈব’ এই তিন মন্ত্রে হোম করিবে। যে পণ্ডিত ব্যক্তি স্মৃতিপথ অবলম্বনপূর্ব্বক এইরূপে তিথির নিশ্চয় করিয়া ব্রতাদি করে, তাহার অক্ষয় ফল হয়। বর্ষ বেদপ্রতিহিত, বর্ষ দ্বারাই ভগবানের সন্তোষ হয়, অতএব বর্ষপরায়ণ ব্যক্তিরা বিষ্ণুর সেই পরম পদকে প্রাপ্ত হন। যাহারা বর্ষ করিতে ইচ্ছা করে, তাহারা বিষ্ণু-মূর্ত্তন ; অতএব ভবব্যাবি তাহাদিগকে কখনই নীড়া দিতে পারে না।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

শুভ কহিলেন,—আমি প্রায়শ্চিত্তের বিধি কহিতেছি, তোমরা সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । যিনি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিষ্কৃত করিয়াছেন, তিনি সমস্ত কৰ্মের কল লাভ করিতে পারেন । হে দ্বিজগণ ! তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া যে সমস্ত কৰ্ম করে, তাহার ক্রিয়ার ফললাভ করিতে পারে না এবং সেই সমস্ত কৰ্ম বিফল হয় । স্বকীয় ধর্মফললাভের জন্য ব্যক্তিগণ কাম-লোভাদি বর্জন পূর্বক সমস্ত শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ব্রাহ্মণের নিকট ধর্ম জিজ্ঞাসা করিবে । যে সমস্ত ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ না হইয়া প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! তাহার নদীমধ্যস্থিত কুরাভাতের স্থায়, কখনই পরিষ্কৃত হইতে পারে না । ব্রাহ্মণঘাতী, স্ত্রীপ, সূর্যবস্ত্রেরী এবং গুরুভয়গ, ইহারা মহাপাতকী ; যে ব্যক্তি ঐ মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে পঞ্চম মহাপাতকী । যে ব্যক্তি এক বৎসর কাল নিরন্তর পতিতের সহিত একত্র ভোজন, উপবেশন এবং শয়ন করে, তাহাকে পতিত ও সমস্ত কার্যে অনর্থ বলিয়া জানিবে । যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্বক ব্রাহ্মণকে বধ করে, সে কোণীনবস্ত্র ও জটাধারণ করত সেই হত ব্রাহ্মণের কপাল ধারণ করিবে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! হত ব্যক্তির কপালের অলাভ হইলে অগ্নি কপাল এবং হত ব্যক্তির কোন দ্রব্য দ্বজার দণ্ডে ধারণ করিয়া বনে গমন করিবে ও প্রতিদিন একবার বন্য ফলমূল ভোজন করিবে, ত্রিকালীন স্নান ও সম্যকরূপে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে । সম্যকরূপে হরিকে স্মরণ করিবে, অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্যে পরিত্যাগ করিবে এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্বক তাবৎকাল গন্ধ মালাদি পরিত্যাগ করিবে । মানী ভীর্ষ এবং পবিত্র ভীর্ষাশ্রমে বাস করিবে । যদ্যপি বনের ফলমূল দ্বারা জীবনরক্ষা না হয়, তাহা হইলে গ্রামে ভিক্ষা করিবে । শরাবপাত্র ধারণ করত বিহুভংগ হইয়া দ্বারদেশে গমন পূর্বক ‘আমি ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি’ এই কথা বলিবে । মাত জনের গৃহে ভিক্ষা করিবে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারি বর্ণের অথবা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি তিন বর্ণের নিকট ভিক্ষা করিবে । এই বস্ত্র মিটে, এই বস্ত্র তিষ্ঠ ইহা বিবেচনা না করিয়া একবার ভোজন করিবে । ব্রহ্মহা ব্যক্তি হরিপরায়ণ হইয়া এইরূপে দ্বাদশ বৎসরকাল ব্রত করিলে পাপ হইতে মুক্ত এবং সকল কৰ্ম করিতে যোগ্য হয় । ব্রতকালের মধ্যে যুগ কর্তৃক অথবা রোগাদি দ্বারা হত হয়, তাহা হইলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । যদ্যপি গোরুর নিমিত্ত কিংবা ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করে অথবা বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগকে অবুত সংখ্যক উত্তম গোরু দান করে, তাহাতেও পাপ হইতে মুক্ত হয় । ব্রহ্মহা ব্যক্তি এই কয় প্রকার প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে এক কৰ্মের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হয় । যে ব্যক্তি দীক্ষিত ক্ষত্রিয়কে বধ করে, সে ব্রহ্মবধ-প্রায়শ্চিত্ত করিবে । অথবা অগ্নিতে প্রবেশ কিংবা উচ্চদেশ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবে । দীক্ষিত ব্রাহ্মণকে বধ করিলে দ্বিগুণ ব্রত করিতে হইবে । আচার্য্য-প্রভৃতি-বধে চতুর্গুণ ব্রত উক্ত হইয়াছে । ব্রাহ্মণ মাত্রকে হমন করিলে এক বৎসর মাত্র ব্রত করিবে । হে দ্বিজগণ ! ব্রাহ্মণের এই প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইল । ইহা ক্ষত্রিয়ের বিগুণ, বৈশ্যের দ্বিগুণ জানিবে । পতিতগণ

বলিয়াছেন, যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে বধ করে, তাহাকে মুষল দ্বারা বধ করিলে। শাস্ত্রে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের মধ্যে ক্ষত্রিয়ই তিষ্ঠা করিবে। ব্রাহ্মণীবধে অর্ক এবং কস্তুরিবে পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনুপনীতকে হনন করিলে ঐরূপ পাদপ্রায়শ্চিত্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ক বধ করিয়া ছয় বৎসর কাল প্রজাপত্য ব্রত করিবে এবং বৈশ্যকে বধ করিলে তিন বৎসর, শূদ্রকে বধ করিলে একবৎসর প্রজাপত্য ব্রত করিবে। দোষিত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী স্ত্রীকে হনন করিলে আট বৎসরকাল ব্রহ্মহত্যাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নিশ্চয়ই শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! পণ্ডিতেরা বৃদ্ধ, রোগী, স্ত্রী, এবং বালক ইহাদিগের সকল স্থানেই অর্ক প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। গোড়ী, মাধ্বী এবং পৈণ্ডী এই তিন প্রকার সুরা জানিবে। হে পণ্ডিতগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং স্ত্রী কেহই ঐ সুরা পান করিবে না। হে দ্বিজগণ! যদ্যপি পান করে, তাহা হইলে ক্ষীর, ঘৃত, অথবা গোমূত্র ইহার অন্ততমকে পাক দ্বারা অধিভূতা করিয়া আনের পর সজলবস্ত্রে শুদ্ধভাবে নারায়ণ স্মরণপূর্বক কড়ব পরিমিত পান করিবে। সাধারণ বাতুপাত, লৌহপাত কিংবা তাম্রপাত দ্বারা পান করিয়া দেহভাগ করিবে। সুরাপ ব্যক্তি এইরূপ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা না করিলে তাহাদিগের শুদ্ধি নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য, অজ্ঞানপূর্বক জলবুদ্ধিতে সুরাপান করিলে, সম্যকরূপে ব্রহ্মহত্যাব্রত আচরণ করিবে, কিন্তু তাহার চির ধারণ করিবে না। যদ্যপি রোগ-নাশের জন্য ঔষধার্থ পান করে, তাহা হইলে তাহার পুনর্বার উপনয়ন এবং দুই চাক্ষারণ বিহিত*। পণ্ডিতগণ সুরামিশ্রিত অন্নভোজন, সুরাভাণ্ডিত জলপান† এতদ্বিতর সুরা দ্বারা আর্জ যে কোন বস্তুর ভক্ষণকে সুরাপানের তুল্য বলিয়াছেন। তাল, পানস, ডাক, খাচ্ছুর, মাধুক, শৈল, আবিষ্ট, মৈত্রেয়, নারিকেলজ, গোড়ীসুরা এবং মাধ্বীসুরা এই একাদশ প্রকার মদ্য জানিবে। ব্রাহ্মণ এই একাদশ প্রকার মদ্যের মধ্যে কোন মদ্যই কখন পান করিবেন না। যে ব্রাহ্মণ ঐ সমস্ত মদ্যের মধ্যে যে কোন মদ্য অজ্ঞান পূর্বক পান করে, তাহার পুনর্বার উপনয়ন এবং তপ্তকৃচ্ছুব্রত করিতে হইবে‡। সমস্ত হটুক বা পরোক্ষ হটুক, বলপূর্বক হটুক অথবা চৌর্ঘ্য দ্বারা হটুক, পণ্ডিতগণ পর-ভ্রমের অপহরণকে স্তের বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি মনুপ্রভৃতি-মুনিগণ-পরিভাষিত এবং প্রায়শ্চিত্ত কথনের কারণ সূর্যের পরিমাণ বলিতেছি, তোমরা অবগত কর। পণ্ডিতগণ! গবাক্ষ দ্বারা সমাপ্ত সূর্য্যাকিরণের মধ্যে যে রজ দেখা যায়; তাহাকে জসরেণু বলিয়াছেন। আট জসরেণুর নাম নিক, তিন নিকে এক রাজসর্ষপ, তিন রাজসর্ষপে এক গৌসর্ষপ, ছয় গৌসর্ষপে এক ধব। তিন ধবে এক কুকল, পাঁচ কুকলে এক

* রোগী ব্রাহ্মণের সুরাপান দ্বারা অপনের রোগের শান্তির নিমিত্ত জ্ঞানপূর্বক পৈণ্ডী-সুরাপানে উপনয়ন সংস্কারের সহিত চাক্ষারণের বিহিত।

† সুরাভাণ্ডিত জলপান সুরাপানতুল্য; ইহা বারংবার পানহলে।

‡ রোগী ব্রাহ্মণের রোগশান্তির নিমিত্ত অজ্ঞানপূর্বক গোড়ী সুরাপানে পুনর্বার উপনয়ন এবং তপ্তকৃচ্ছুব্রত বিহিত।

মায়া । পতিভেদা বোলমায়া পরিমিত কাঞ্চকে স্বর্ণ বলিয়াছেন । যে ব্যক্তি অজ্ঞান-
 পূৰ্ণক ব্রাহ্মণের স্বর্ণ হরণ করে, সে দ্বাদশ বৎসর কাল কপাল এবং ধ্বজাধারণ ব্যতিরেকে
 পূৰ্ণের স্তায় ব্রহ্মহত্যা-ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । গুরু, যজ্ঞকারী, ধার্মিক এবং শ্রোত্রিয়
 বিজগণের স্বর্ণ হরণ করিলে, কি প্রায়শ্চিত্ত হইবে ? যে ব্যক্তি স্বর্ণচৌর্য্য দ্বারা পাপ
 করিয়াছে, সে অনুতাপপূৰ্ণক যত দ্বারা আপনার সমস্ত দেহকে লেপন করাইবে ।
 পরে গোময় দ্বারা ঐ দেহকে আচ্ছাদন করিয়া দধি করিবে, তাহা হইলে স্ত্রের পাপ
 হইতে মুক্ত হইবে । ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণের স্বর্ণ অপহরণ করিলে অবশেষ-যজ্ঞ দ্বারা শুদ্ধ
 হইবে । অথবা আত্মতুলা স্বর্ণ কিংবা তিন শত গৌর দান করিলে শুদ্ধ হইবে । যে ব্যক্তি
 ব্রাহ্মণের স্বর্ণ হরণ করত পরে অনুতপ্ত হইয়া পুনর্বার সেই ব্রাহ্মণকে অর্পণ করে, তাহার
 কি প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ? হে ব্রহ্মণ ! সে স্থলে দ্বাদশ দিন উপবাস পুরুষ সান্ত্বনব্রত
 করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে, তাহা না করিলে পণ্ডিত হইবে । স্বর্ণসদৃশ মূল্যবান
 রত্ন, আসন, মনুষ্য, স্ত্রী, ভূমি এবং বেণু প্রভৃতির অপহরণ করিলে অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।
 হে পরমমাধুগণ ! যে ব্যক্তি অসরেণু-পরিমিত কাঞ্চক অপহরণ করে, সে সাবধানপূৰ্ণক
 দুই বার প্রাণারাম করিবে, তাহা দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইবে । নিক্সপ্রমাণ হেম হরণ করিলে
 তিন বার প্রাণারাম, রাজসধপ-প্রমাণ হরণ করিলে চারি বার প্রাণারাম করিবে । হে
 পণ্ডিতগণ ! সৌমধপ-প্রমাণ কাঞ্চক হরণ করিলে ষথাবিধি স্নানের পর অষ্টোত্তর সহস্র
 গায়ত্রী জপ করিবে । হে বিজগণ ! যবপরিমিত স্বর্ণ অপহরণ করিয়া আপনার শুদ্ধির
 নিমিত্ত প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত বেদমাতা গায়ত্রীর জপ করিবে । কৃকলপ্রমাণ
 স্বর্ণের অপহরণে সান্ত্বনব্রতের আচরণ করিবে । মাষপরিমিত স্বর্ণের অপহরণে যে
 প্রায়শ্চিত্ত, তাহা বলিতেছি । তিন মাস কাল দেবতা পূজার রত্ন এবং নারায়ণ-পরায়ণ
 হইয়া গোমূত্র দ্বারা পুরু যব ভোজন করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইবে । হে মুনিবরপ্রধান !
 স্বর্ণের কিঞ্চিৎ ন্যূন হরণ করিলে এক বৎসর গোমূত্রপক যব ভোজন দ্বারা শুদ্ধ হইবে ।
 হে শ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! সম্পূর্ণ স্বর্ণ হরণ করিয়া সাবধানপূৰ্ণক দ্বাদশ বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত
 করিবে । স্বর্ণ পরিমাণের ন্যূন রজতের অপহরণে সান্ত্বন-ব্রত করিবে, তাহা না
 করিলে পাপী হইবে । হে বিজগণ ! পণ্ডিত ব্যক্তি দুই হইতে দশ নিক্স পর্য্যন্ত
 রজত অপহরণ করিলে চাক্ষারণ ব্রত করিবে । দশ হইতে এক শত নিক্স পর্য্যন্ত
 রজতের অপহরণে ঐ পাপের নাশক দুইটি চাক্ষারণ করিবে । একশত হইতে সহস্র
 পর্য্যন্ত তিন চাক্ষারণ এবং সহস্রের অতিরিক্ত অপহরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যাব্রত
 করিবে । সহস্রনিক্সপরিমিত উত্তম কাঞ্চ কিংবা উত্তম পিত্তল এবং অরক্ষান্তমণির
 অপহরণ করিলে, পরাক্রম ব্রত করিবে । রত্নপ্রভৃতির অপহরণে রজতস্ত্রের স্তায় প্রায়শ্চিত্ত
 জানিবে । এক্ষণে গুরুতরগামী ব্যক্তিদিগের প্রায়শ্চিত্ত বলিতেছি । যে ব্যক্তি অজ্ঞান
 পূৰ্ণক আপনার মাতা কিংবা বিমাতাতে উপগত হয়, সে আপনিই আপনার মুকবর
 ছেদন করিবে । পরে আপনার পাপ প্রকাশপূৰ্ণক হস্ত দ্বারা মুক গ্রহণ করিয়া
 মৈত্রাদিকে গমন করিবে । কোন ব্যক্তিই ঐ গমমশীল পথিককে নিষারণ করিবে না ।
 যে ব্যক্তি এইরূপে পশ্চাৎগ দর্শন না করিয়া প্রাণান্ত পর্য্যন্ত গমন করে অথবা পাপ

প্রকাশ করিয়া উচ্চদেশ হইতে পতিত হয়, সেই ব্যক্তিই পাপ হইতে মুক্ত হয় । অজ্ঞান পূর্বক সর্বণা * এবং উত্তমবর্ণা ত্রী গমন করিলে দ্বাদশ বৎসর সাবধানে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । হে দ্বিজোত্তমগণ ! যাহারা অজ্ঞানপূর্বক পুনঃপুনর্বার সর্বণা কিংবা উত্তমবর্ণা ত্রীগমন করে, তাহার। শুকগোময়বহি দ্বারা আপনাকে দগ্ধ করিলে পাপ হইতে মুক্ত হয় । যদ্যপি মাতাতে রেতঃসেকের পূর্বে নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । রেতঃসেক হইলে আপনাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে । সর্বণা কিংবা উত্তমবর্ণাতে বীৰ্য্যক্ষেপের পূর্বে নিবৃত্ত হইলে সে স্থলে ষড়ধ্ব্যাপক প্রাজাপত্যস্বরূপ ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । হে মুনে ! ব্রাহ্মণ একবার পিতার ক্ষত্রিয়া ভাৰ্য্যা গমনে বিকৃতংপর হইয়া নয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । পিতার বৈশ্যপত্নী গমন করিলে ছয় বৎসর প্রাজাপত্য ব্রত করিবে এবং পিতার শূদ্রাভাৰ্য্যাগমনে তিন বৎসর ব্রত করিবে । যদ্যপি জ্ঞানপূর্বক মাতৃশ্রমা, পিতৃশ্রমা, আচার্য্যাপত্নী, মাতুলানী, কন্যা এবং স্বশ্রু গমন করে, তাহা হইলে তাহার যেকল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । † দুই দিনমাত্র গমন করিলে ষথাবিধি ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । একবার রেতঃসেক কিংবা বহবার গমন করিলে, তিন বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । একবার গমন করিলে এক বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত দ্বারা পাপ হইতে মুক্ত হইবে । দুই দিন গমনে অগ্নি দ্বারা শরীরকে দগ্ধ করিলে শুদ্ধ হইবে ; তাহা না করিলে শুদ্ধ হইবে না । হে সাধুশ্রেষ্ঠ মুনিগণ ! যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক চণ্ডালপত্নী, পুংশী, পুত্রবধূ, ভগিনী, বান্ধবপত্নী এবং শিবোর পত্নীতে উপগত হয়, সে ছয় বৎসর ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে । যে ব্যক্তি অজ্ঞানপূর্বক ঐ সকল গমন করে, সে তিন বৎসর ব্রত করিবে । এক্ষণে আমি মহাপাতকীর সংসর্গে যে প্রায়শ্চিত্ত তাহা বলিতেছি । যে ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনাকে পরিশুদ্ধ করিয়াছে, সে সমস্ত কর্মের ফললাভে সক্ষম হয় । যে ব্রহ্মহা প্রভৃতি চারিজনের মধ্যে যাহার সহিত সংসর্গ করে, সে তাহারই প্রায়শ্চিত্ত করিবে । তাহা দ্বারাই ঐ সংসর্গীর পাপ নাশ হইবে, তাহাতে সংশয় নাই । যিনি ব্রহ্মহার সহিত সংসর্গ করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার ; যিনি সুরাপের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি সুরাপান-প্রায়শ্চিত্ত ; যিনি সূর্য্যস্বেয়ীর সহিত সংসর্গ করেন তিনি সূর্য্যহরণের এবং যিনি গুরুভ্রমণের সহিত সংসর্গ করেন, তিনি গুরুভ্রমণ-গমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । যে ব্যক্তি অজ্ঞান পূর্বক পঁচদিন মহাপাতকীর সহিত সংসর্গ করে, সে প্রাজাপত্যব্রত করিবে, তাহা না করিলে পাপী হইবে । দ্বাদশদিন সংসর্গ করিলে মহাসান্তপনব্রত, পঞ্চদশদিন সংসর্গে দশদিন উপবাস, একমাস সংসর্গে পরাক্রমব্রত, দুই মাস সংসর্গে চাক্ষায়ণ বিহিত । ছয় মাস সংসর্গ করিয়া তিন চাক্ষায়ণ করিবে । কিঞ্চিৎ নূন এক

* অজ্ঞানপূর্বক সর্বণাগমনে ব্রহ্মহত্যাব্রত—অভ্যাসস্থলে ।

† এই সমস্ত শ্রম অভিশ্রম প্রায়শ্চিত্ত—কোনস্থলে অজ্ঞানপূর্বক আরোহণমাত্র, কোন স্থলে সন্মুখের দূরতা, কোনস্থলে সঙ্ক, কোনস্থলে অভ্যাস, কোনস্থলে বা ব্যভিচারিণী ত্রী গমন এইরূপ বিষয়ভেদ জানিবে ।

যৎসর সংসর্গে যথাস ব্রত করিবে। পণ্ডিতেরা জ্ঞান পূর্বক সংসর্গে যথাক্রমে ইহারই দুই গুণ, তিন গুণ বলিয়াছেন। হে ব্রাহ্মণগণ! মথুর, নকুল, কাক, বরাহ, মূষিক, মার্জার, ছাগ, শেয়, কুকুর এবং কুকুটদিগকে বধ করিয়া প্রাজপত্যের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি অবহনন করে, সে তিন প্রাজপত্য করিবে। হস্তীকে বধ করিলে তপ্তকৃষ্ণব্রত করিবে এবং গোবধ করিলে পরাকব্রত করিবে। এই পরাকব্রত অজ্ঞানপূর্বক বৈশ্বামিত্রিক গোবধে জানিবে। পণ্ডিতগণ জ্ঞানপূর্বক গোবধহলে কোনরূপ শুদ্ধি বলেন না; ইহার তাৎপর্য্য, যে ব্যক্তি জ্ঞান পূর্বক বারংবার মান্নবেদজ্ঞ সামগ্রিক ব্রাহ্মণের বহুতর গোবধ করে, তাহার মরণ ভিন্ন অন্য প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে ব্যক্তি যান, শয্যা, আগম, পুষ্প, মূল, ফল, ভক্ষ্য এবং ভোজ্যের অপহরণ করে, তাহার পঞ্চগব্য পান রূপ প্রায়শ্চিত্ত। শুক কাষ্ঠ, তুণ, বৃক্ষ, গুড়, চর্ম্ম, কর্ম্মকারের যন্ত্র এবং আমিষের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস; অভ্যাস অনভ্যাস, জ্ঞানকৃত অজ্ঞানকৃত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থলে জানিবে। চিট্টিভ (পক্ষী বিশেষ), চক্রবাক, হংস, কারণ্ডব, উলুক, মারস, কপোত, জালপাদ, কুকুট, বলাক, শিশুমার (শুক), কচ্ছপ, ইহার অন্ততমকে বধ করিলে দ্বাদশ দিন উপবাস করিবে। এই দ্বাদশ দিন উপবাস জাতকৃত এবং পুনঃপুনর্বার বিষয়ে। রেতঃ, বিষ্ঠা এবং মূত্রের ভোজনে প্রাজপত্যব্রত করিবে। শূদ্রের উচ্ছিষ্ট ভোজনে তিন চাক্ষারণব্রত বিহিত। এই প্রায়শ্চিত্ত অভ্যাসহলে জানিবে। রজস্বলা, চাণাল, মহাপাতকী, স্তৃতিকা পতিত এবং উচ্ছিষ্ট-রজক প্রভৃতিকে উচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে সবস্ত্র স্নান এবং স্নাত্ত ভোজম দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাদিগের অন্ততমকে স্পর্শ করিয়া যদিও অজ্ঞান বশতঃ ভোজম করে, তাহা হইলে তিন দিন পঞ্চগব্য পান করত উপবাস করিবে। হে দ্বিজগণ! দান, স্নান, জপ, ভোজন এবং যজ্ঞ ইহাদিগের মধ্যে যদি চাণালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে কিরূপ করিবে? হে পণ্ডিতগণ! ভোজন কালে চাণালাদির শব্দ শ্রবণে অন্ন বমন পূর্বক স্নান করিয়া উপবাস করিবে এবং দ্বিতীয় দিনে স্নাত্ত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। হে মুনিসত্তমগণ! যদিও ব্রতাদির মধ্যে চাণালাদির শব্দ শ্রবণ করে, তাহা হইলে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। হে পরম সাধুগণ! দ্বিজ এবং দেবতাদিগের মিত্রা অপেক্ষা অতিরিক্ত আর পাপ নাই, এই পাপই সকল পাপ হইতে অধিক; যাহারা এই কাৰ্য্য করে, তাহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রেই প্রায়শ্চিত্ত দৃষ্ট হয় না। পণ্ডিত গণ, মহাপাতকের তুল্য যে সমস্ত পাপ বলিয়াছেন, ঐ সমস্ত পাপের এইরূপে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। যে ব্যক্তি নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করে, তাহারই সমস্ত পাপ মষ্ট হয়, তাহা না হইলে পাপনাশ হয় না। যে ব্যক্তি রাগদ্বৈষাদিশূদ্ধ পাপ কাৰ্য্য করিয়া অনুতাপ করে, যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর প্রতি দয়াবান্ এবং বিকৃপারাগ; সে মহাপাতকযুক্ত হউক অথবা সমস্ত পাপ যুক্ত হউক, তৎক্ষণাৎ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়; যেহেতু বিষ্ণুই পরম তপস্বী। ভগবান্ সনাতন বিষ্ণুর স্মরণ, পূজম, ধ্যান কিংবা প্রণাম করিলে, তিনি পাপ সকল বিনষ্ট করেন। যদি কেহ পরম্পরায় কিংবা মোহপ্রযুক্ত হইয়াও হরিপূজা করে, তথাপি সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পূরম পদ প্রাপ্ত হয়। একবার মাত্র বিষ্ণুস্মরণ করিলেই সমুদয় ক্লেশ বিনষ্ট হয়;

স্বর্গাদি ভোগ-বাসনা কেবল নিতাসুখের বিষমাত্র । যে মুনিশ্রেষ্ঠগণ । যাহারা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে হরিভক্তি সকলের পক্ষে সুলভ নহে ; অতএব ক্ষণপ্রভার স্থায় ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিপূর্বক হরিপূজা করাই ভববন্ধন-মোচনের প্রধান উপায় । ভগবান্ জনার্দনের পূজা করিলে, সমুদয় বিষয় বিমষ্ট হয়, চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে এবং পরম মোক্ষপদ লাভ হয় । ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ, এই চতুর্বিধ পুরুষার্থই হরিপূজা-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সিদ্ধ হয় ; এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই । এই মহাধোর সংসারে, সকলেই মোহনিজাভিভূত ; তন্মধ্যে যাহারা হরির শরণ গ্রহণ করেন, তাহারা কৃতার্থ হন । রে মনুষ্যাগণ । এই সামান্ত মানুষী বৃত্তি লাভ করিয়া পুত্র দারা গৃহ ক্ষেত্র বন বাস্ত প্রভৃতি দ্বারা মুগ্ধ হইয়া রথা দর্প করিও না । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, পরাপবাদ, নিন্দা প্রভৃতি পরিভ্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্বক হরিপূজা কর । সকল ব্যাপার পরিভ্যাগ করিয়া জনার্দনের পূজা কর ; ঐ দেখ । কৃতান্তনগর নিকটেই দেখা সাইতেছে । যতক্ষণ মৃত্যু উপস্থিত না হয়, যে পর্য্যন্ত জরা আগিয়া শরীর আক্রমণ না করে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গণ বিকল না হয়, তন্মধ্যেই হরির অর্চনা করিবে । বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এই অনিত্য শরীরে বিশ্বাস করেন না ; কেননা, মৃত্যু নিত্যই সন্নিহিত এবং সম্পদ অত্যন্ত চঞ্চল । মৃত্যু যখন এই নখর দেহের আসন্নপ্রায়, তখন দর্প করা উচিত নহে । যাহাদের সংযোগ আছে, তাহাদেরই বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য ; জগতে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, ইহা বিবেচনা করিয়া সকলে জনার্দনের পূজা করুন ; তাহা হইলেই অতি দুর্লভ সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবেন । কোন ব্যক্তি মহা-পাতকযুক্ত হইলেও যদি ভক্তিপূর্বক বিকুর পূজা করে ; তাহা হইলে সে সর্ব পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হয় । কেবল ভগবান্ নারায়ণের অর্চনা করিলে, যে ফল লাভ হয় ; সমুদয় তীর্থ-পর্যটন, সমুদয় যজ্ঞানুষ্ঠান এবং সান্নিবেদাধায়নাদি দ্বারা তাহার ষোড়শাংশের একাংশও লাভ হইতে পারে না । কি বেদ, কি শাস্ত্র, কি তীর্থভিষেক, কি তপস্যা, কি যজ্ঞাদি,—যাহাদের বিকৃতভক্তি নাই, কিছুতেই তাহাদের ফল লাভ হইতে পারে না । সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! মহাত্মা নারদ, গনকুমারের নিকটে প্রায়শ্চিত্ত সকল এইরূপে সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন । ভগবান্ বিষ্ণু, অনন্তমূর্তি, নিরোহ এবং ওদারম্বরূপ ; তিনি বেদান্তবেদ্য এবং ভবরোগের বৈদ্যান্বরূপ ; যাহারা তাহার অর্চনা করেন, তাহারা অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন । পরমেশ্বর অনাদি, সর্বাত্মা এবং অনন্তশক্তিসম্পন্ন ; সর্ব জগতের আধার, ক্রোড়িঃস্বরূপ, অচূতাখ্য এই নারায়ণের পূজা করিলে পবিত্র পরম পদ লাভ হয় ।

একোনিত্রিশ অধ্যায়

বিশিষ্ট কহিলেন,—আপনি বর্ণাশ্রমবিধি সম্যক্ বর্ণন করিলেন; এক্ষণে সুহৃৎ যমমার্গ কল্পন, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই সংসারের দুঃখাগ্নি, তাহা বিনাশোপায় এবং ঐহিক নরক প্রভৃতি যথাক্রমে বর্ণন করুন। সূত কহিলেন,—বিপ্রগণ! শ্রবণ করুন, সুহৃৎ যমমার্গের বিষয় বলিতেছি। ইহা পুণ্যলীল লোকে নিকট সুধকর, কিন্তু পাপিগণের পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর। এই পথ বড়নীতি-মহত্ব যোজন বিস্তৃত; পাপিগণ দেখিবা মাত্র ভয় পায়। দানলীল লোকেরা এই পথে সুখে গমন করে এবং অধার্মিক লোকে অতি কষ্টে গমন করে। তাহাদিগকে যে সকল যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পাপিগণ প্রেতশরীর ধারণ পূর্বক বিবস্ত্র হইয়া দীনভাবে করুণ-স্বরে কন্দন করিতে করিতে এই পথে গমন করে। তাহাদের কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু প্রভৃতি শুক হইয়া যায় এবং যখন দুর্দান্ত যমকিন্দরগণ প্রতোদ (চাবুক) প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে থাকে, তখন ইতস্ততঃ ধাবিত হয়। আরও ভয়ের কথা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। এই পথে কোথাও পক্ষ, কোথাও অগ্নি, কোথাও উত্তপ্ত কর্দম, কোথাও বা সমুদ্র বালুকাদি পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে ভীক্ষুধার শিলা, মধ্যো মধ্যো অনারবৃষ্টি, শিলারূষ্টি, জলরূষ্টি, শস্তরূষ্টি, উকজলরূষ্টি ও ক্ষার-কর্দমরূষ্টি হইতে থাকে। কোথাও বা উত্তপ্ত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকে, কোথাও বা অত্যাধিক কর্দম বর্ষণ হইতে থাকে। কোন স্থান অতি নিম্ন, কোথাও বা অতি দূরারোহ কণ্টক বৃক্ষ ও গণ্ডশৈল; কোথাও বা গাঢ় অন্ধকার এবং কণ্টক পরিপূর্ণ। কোন স্থানে অত্যাচ্ছ শিলাধাও আরোহণ করিতে হয়, কখন বা কন্দর মধ্য প্রবেশ করিতে হয়। পথে সর্বত্র শরীর-লোষ্ট্র এবং সূচিভূম্য কণ্টক সকল বিক্ষিপ্ত আছে। স্থানে স্থানে শৈবাল এবং কীলক (খোটা) সকল প্রোথিত রহিয়াছে। পাপাত্মগণ এইরূপ বহু ক্লেশ অনুভব করিতে করিতে এই পথ অতিক্রম করে। তৎকালে কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার, কেহ বা রোদন করিতে থাকে। যমকিন্দরগণ, কাহারো বা পাশবদ্ধ করিয়া অস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে করিতে এবং কাহারও কর্ণে, কাহারও নামাগ্রে, কাহারও গলে, কাহারও হস্তে, কাহারও বা পদে রজ্জু দিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে; কাহারও শিরাগ্রে, কাহারও নামাগ্রে, কাহারও কর্ণে, লোহভার ঝুল ইয়া দিয়া পাপিগণকে এই পথে লইয়া যায়। গমনকালে, কেহ কেহ পুনঃপুনঃ পতিত হইতে থাকে, আহত হইয়া কাহারও বা খাম বদ্ধ হইয়া যায়, কাহারও চক্ষু আচ্ছাদিত করিয়া দেওয়া হয়। কোন কোন স্থান একবারে ছায়াভল-শূন্য; তথায় পাপিগণের কণ্ঠতালু শুক হইয়া যায়; তখন তাহারা আপন আপন হৃদয়ের নিন্দা করিতে থাকে। হে মুনীশ্রগণ! যাহারা সুবুদ্ধি, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং ধর্ম্মলীল, তাহারা যমমন্দিরে অতি সুখে গমন করেন। যাহারা অন্নদান করেন, তাহারা উত্তম স্বাদ্ভবস্ত ভক্ষণ করিতে করিতে; যাহারা জলদান করেন, তাহারা ক্ষীরপান করিতে করিতে এবং যাহারা তুচ্ছ কিংবা দধিদান করেন, তাহারাও ক্ষীর পান করিতে করিতে সুখে গমন করেন। যাহারা

যুত, মধু কিংবা ক্ষীরদান করেন, তাঁহারা সুখা এবং যাহারা শাক দান করেন, তাঁহারা পায়স ভোজন প্রাপ্ত হন । যাহারা দীপদান করেন, তাঁহারা দিব্যজ্যোতি প্রাপ্ত হন এবং বস্ত্রদায়ী ব্যক্তি, দিব্যবস্ত্র পরিধান করিয়া গমন করেন । যাহারা ভূষণ দান করেন, তাঁহারা দেবগণকর্তৃক পূজিত হন এবং যাহারা গোদান করেন, তাঁহারা সর্ষকাম-সমপিত হইয়া সুখে গমন করেন । যাহারা ভূমি কিংবা গৃহদান করেন, তাঁহারা সর্ষসম্পৎসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া অমরোদয়গণের সহিত জৌড়া করিতে করিতে গমন করেন । যাহারা অশ্ব, রথ কিংবা যানাদি দান করেন, তাঁহারা নানাবিধ ভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া সমালয়ে গমন করেন । বস্ত্রদায়ী ব্যক্তি যানাক্রূত হইয়া এবং কলদায়ী ও পুষ্পদায়ী ব্যক্তি অমরোদয়গণের সহিত পরম সম্ভাষণ লাভ করত গমন করেন । তাড়ুলদায়ী ব্যক্তি হস্তমুখে সমালয়ে গমন করেন । যাহারা মাতা, পিতা, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, যতী ও ব্রহ্মচারীগণের শুশ্রূষা করেন, তাঁহারা অতি সুখে গমন করেন ; এমন কি, দেবগণও তাঁহাদের সেনা করেন । সর্ষভূতে যাহারা দয়াদান, তাঁহারা সর্ষভোগসম্পন্ন বিমানে আরোহণ করিয়া দেবগণ কর্তৃক পরিবেষিত হন । যিনি বিদ্যাদানে রত, স্বয়ং পদ্রয়োনি তাঁহার সেবা করেন এবং যিনি পুরাণপাঠক, মুনিগণ তাঁহার স্তুত করেন । সমমার্গে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির। এইরূপে সুখে গমন করেন এবং পাপাশয়ের। অতি দুঃখে এই পথ অতিক্রম করে । যম, শঙ্কচক্রগদাধারী চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া স্নেহবশতঃ পুণ্যবান্ লোকদিগের অর্চনা করেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আপনারা মহাত্মা ও পরম বুদ্ধিমান, আপনাদের মরকের ক্ষণ্ত কোম ভয় নাই, কারণ আপনারা, পরকালের সুখের হেতু নিখিল পুণ্যকর্ম্যানুষ্ঠান করিয়াছেন । এই মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি স্মৃত্যানুষ্ঠান না করে, সেই পানীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ; তাহাকেই শাস্ত্রকারের। আশ্রয়ভী বলিয়া নির্দেশ করেন । এই অনিত্য মনুষ্যশরীর লাভ করিয়া যে ব্যক্তি নিতাকর্ম সাধন না করে, সে ঘোর নরক প্রাপ্ত হয় ; ভগতে তাহার জ্ঞান অচেতন আর কে আছে ? এই শরীর সর্ষদা যাতনাময় এবং মলাদি দ্বারা পরিদূষিত ; যে ব্যক্তি এই শরীরের প্রতি বিশ্বাস করে, সেই প্রকৃত আশ্রয়ভী । ভূতগণের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বিদ্বান্, বিদ্বানের মধ্যে কৃতবুদ্ধি, কৃতবুদ্ধিগণের মধ্যে কর্মকর্তা, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবাদিগণ, ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে যাহারা নির্মম এবং হেঁহাদের মধ্যে যাহারা নিত্য দান-পরায়ণ, তাঁহারাি সর্ষশ্রেষ্ঠ । অতএব প্রযত্নসহকারে ধর্ম সংগ্রহ করাই সর্ষভোভাবে কর্তব্য ; কেননা, ধর্মশীল ব্যক্তি সর্ষজ পূজিত হন । ধর্মরাজ যম, পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণকে অগ্রে এইরূপে আদেশ করেন যে, “আপনারা সর্ষভোগসম্পন্ন পুণ্যস্থানে গমন করুন ; যদি কিছু দ্রুত থাকে ; তাহা সেই স্থানেই পক্ষাৎ ভোগ করিবেন ।” এইরূপে তাহাদের সংকার ও মদগতি প্রদানপূর্বক, পাপিগণকে আশ্রয় করিয়া কালদণ্ড হস্তে তাহাদের তর্জন করেন । অনন্তর চিত্তকুপ্ত পাপিগণের নিকট আগিয়া গর্জন করে । তাহার স্বর, প্রলয়কালীন সমুদ্রনির্বোয়ের জ্ঞায়, অস্রপ্রভা পর্ষভপ্রমাণ অশ্রুপুঞ্জের জ্ঞায় । তাহার বাবিশক্তি হস্তে, নানাবিধ অস্ত্রনকল বিদ্রোহের জ্ঞায় শোভা

পায়। তাহার শরীর তিনযোজম বিস্তৃত, চক্ষু রক্তবর্ণ, মাসিকা দীর্ঘ, দন্তগুলি দেখিয়া মাত্র ভয় হয় এবং তাহার চক্ষুঃকোটর দীর্ঘিকার স্থায়। যুহা জরা প্রভৃতি তাহার সহচর এবং অস্ত্রাশ্রয় সমুদ্রেই নকলিই পাপিগণের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে। তখন তাহার। ভয়কম্পিত-জ্বরে আপনাদিগের দৃষ্টির নিম্না করিতে থাকে। তৎপরে যমের আজ্ঞানুসারে, চিত্রভূষণ পাপিগণের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করেন, “রে পাপাত্মা পাপাচারগণ। তোরা অহংকারপূর্ব্বক, ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কি কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিস এবং কামক্রোধাদি দ্বারা অন্ধ হইয়া নগর্কো যে সকল পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস, তাহার কারণই বা কি? বাহা হউক, পূর্ব্বে যেমন জট্টচিত্রে পাপ সকল করিয়াছিস, তদনুসারে এখন যাতনভোগ করিতে হইবে। এক্ষণে হুঃখ প্রকাশ করিলে, কোম ফল হইবে না। পুত্র, মিত্র, কলত্রাদির জন্ত মতঃ পাপানুষ্ঠান করিয়াছিস; তদ্বোধো কুর্ন্যবশে অতি হুঃখ ভোগ করিবার জন্ত তোরা এখানে আনীত হইয়াছিস; কিন্তু বাহাদেব জন্ত তোরা সেই সেই কর্ম্ম করিয়াছিস, তাহার। অস্ত্রায় গমন করিয়াছে; সেই সকল পাপের ফল এখন তোদিগকেই ভোগ করিতে হইবে। রে দুরাচারগণ! তোরা পূর্ব্বে যে সকল পাপকর্ম্ম করিয়াছিস, তাহারই ফল এখন পাইতেছিস; এখন হুঃখ করিয়া আর কি হইবে? তোরা আপনার পূর্ব্বাচরিত কর্ম্ম সকল স্মরণ করিয়া দেখ; ধর্ম্মরাজ, কখনই কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না। কি বন্য, কি দরিদ্র, কি মুঃ, কি পণ্ডিত, ধর্ম্মরাজ সকলের প্রতিই সমবর্ত্তী।” পাপিগণ, চিত্রভূষণের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদের পাপ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া নিস্তল হইয়া মৌনভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। আজ্ঞাকারী যমকিন্দর-গণ পাপিগণকে নরকে অভিব্যেগে নিক্ষেপ করে। এইরূপে তাহার। কর্ম্মফল ভোগ করিয়া অবশেষে শেষ পাপের ফল ভোগ করিবার জন্ত, স্বাধরাদি হইয়া মহীতলে জলগ্রহণ করে। ঋষিগণ বলিলেন,—ভগবন্। আপনি দয়ান্বিত; আমাদের চিত্তে যে সংশয় উপস্থিত, তাহা আপনি ছেদন করিতে সমর্থ; যে হেতু আপনি বাসের নিকটে সমস্ত অবগত আছেন। ধর্ম্ম অনেক প্রকার, পাপও বহুবিধ এবং তাহার ফলভোগও দীর্ঘকালসাধ্যাঃ; ব্রহ্মার দিনান্তে লোকত্রয়ের নাশ হয় এবং দুইপার্সি কালান্তে ব্রহ্মা-ওরও নাশ হয়। আর আপনি বলিলেন যে, তাহার। গ্রামাদি দান করে, তাহার। কল্প কোটি সহস্র তদীয় পুণ্যফল ভোগ করে; তঁতি মধো প্রাকৃত ঔলরে সমস্ত লোক বিনষ্ট হয়, কেবল একমাত্র জনার্দন অবশিষ্ট থাকিবেন। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে পাপাদির ভোগ কখনই সমাপ্তি হইতে পারে না। আপনি আমাদের এই প্রকার সংশয় ছেদন করুন। সূত কহিলেন,—হে মহাত্মাগণ। আপনার। বাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা অতি তুচ্ছতম। এক্ষণে অনন্তমনা হইয়া শ্রবণ করুন; আমি সমস্তই বলিতেছি। ভগবান্ মারায়ণ, অক্ষয়, সনাতন, অনন্ত এবং পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি বিজ্ঞ, নিগুণ, মিত্য এবং মোহবর্জিত। তিনি নিগুণ হইলেও পরমানন্দ স্বরূপ এবং গুণবান্। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব প্রভৃতি, তাহারই নামভেদ মাত্র। তিনি গুণোপাধিভেদে বিভিন্ন এই দেবতায়ের দ্বারা সংযোগ করিয়া নিখিল জগৎকার্য্য করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা-রূপে সৃজন, বিষ্ণু-রূপে পালন এবং রুদ্র-রূপে সংহার করেন। ব্রহ্মা-রূপী জনার্দন, ঔল্লাসমান

উদ্ধৃত হইয়া পুনর্বার এই চরাচরাঞ্চল বিশ্ব পূর্নবর্ত্তই স্বজন করেন । হে বিধেয়জন ! পূর্ন স্বাবরাদি সমুদায় যেরূপে অবস্থিত ছিল, ব্রহ্মা পুনর্বার ঠিক সেই রূপেই সৃষ্টি করিবেন ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, অসৃষ্টিত শুভাশুভ কর্ণের ফল অবশ্যভোগ্য । ভোগ না হইলে শতকোটি কর্ণেও কর্ণফল হয় না ; আচরিত শুভাশুভ কর্ণফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে । যিনি সর্গভূতের অনুরাধ্যা এবং জননয় ; যিনি পরিপূর্ণ, সনাতন এবং সর্গকর্ণফল ভোগ করেন ; যিনি এই বিশ্বের কারণ এবং যিনি ষণ্ডভেদে ব্যবস্থিত ; তিনিই এই সমস্ত স্বজন, পালন ও সংহার করেন ।

একোত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—জন্মগণ এইরূপে কর্ণপাণবদ্ধ হইয়া স্বর্গাদি পুণ্যস্থানে পুণ্যভোগস্থল অনুভব করিয়া এবং পাপকর্ণের ফলে অশুভ যাতনা ভোগ করিয়া কর্ণাবসানে মর্ত্যালোকে আগমন করে । অনন্তর সর্গভূতসকল, মৃত্যু-বাধাদিযুক্ত স্বাবরাদি দেহ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে । বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, পশুভ, ভূণ প্রভৃতির নাম স্বাবর । ইহারা সঙ্গদা মহামোহে সমাচ্ছন্ন থাকে । স্বাবর প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে বীজরূপে পৃথিবীতলে উৎপন্ন হয়, পরে জলসেকানন্তর সূক্ষ্মাকার এবং সামগ্ৰীবশে উদ্ভা জন্মিয়া বীজ পাতিত হয় ; উৎপরে মূলস্বরূপ প্রাপ্ত হয় । মূল হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি, অঙ্কুর হইতে পর্ব কাণ্ড লতারূপে পরিণত হয় ; কাণ্ড হইতে কোরক, কোরক হইতে পুষ্পরূপ ধারণ করে । পুষ্পের মধ্যে কতকগুলি সফল ও কতকগুলি নিফল, কতকগুলি বা ফলের চেতুভূত হয় । সেই পুষ্প সকল প্রস্ক হইলে তদ্বৎলাবনি ভূষের উৎপত্তি হয় । সেই ভূষ সকলে রবিকিরণ-সচযোগে ওষধিরস ভূষমার্গে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরভাব প্রাপ্ত হইয়া কালে ততুলরূপে পরিণত হয় । ততুল সকল দৃঢ় হইলে ওষধিগণ মরিয়া যায় । বনস্পতিগণও ওষধির স্তায় উৎপন্ন হইয়া বৃক্ষস্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং ভৌতগণের সংস্কারবশে নবসমূহের মধ্যে ফলবান্ হয় । এইরূপ স্বাবর প্রাপ্ত হইয়াও বহুকাল ব্যাপিয়া বায়ু দ্বারা শুষ্কন ছেদন, দাবাগ্নি দ্বারা দাহ এবং নীত, আতপ প্রভৃতি দ্বারা হঃখ অনুভব করিয়া মরিয়া যায় । অনন্তর কৃমিধোনি প্রাপ্ত হইয়া সর্গদা হঃখ অনুভব করে, কণেক জীবিত থাকিয়া পরকণেই ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে, বলবান্ প্রাণিগণের আক্রমণ নিবারণ করিতে পারে না । তাহারা নীত-বাতাদি ক্লেশ অনুভব করিয়া এবং সর্গদা সূক্ষ্মীভূত হইয়া মলমূত্রাদি মধ্যে সন্নিবৃত্ত করত বহুভব হঃখ অনুভব করে । অনন্তর তাহারা পশুধোনি প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ বাধা সহ করিয়া সঙ্গদা স্থখা উৎসে প্রাপ্ত হয় ; তাহারা নিত্য ক্ষতঘাতিত হঃখ প্রাপ্ত হয়, স্বীয় অসুতির প্রতিও অত্যাচার করে ও উৎকালে নামাবিসরে অনুরাগাদি জন্মিত ক্লেশ অনুভব করিতে থাকে । কোন ক্রমে মাংসমেষাদি ইচ্ছাদের ভৌজ্য-সামগ্ৰী, কোন ক্রমে বা কম মূল ফল প্রভৃতি দ্বারা উদর পূর্ণ হয় এবং দুগ্ধ প্রাণিগণের প্রতি হিংসামিশ্রিত চাইয়া

মানাবিহ দুঃখ পাইতে থাকে। কোন জন্মে বা বায়ুযাত্র ভোজন করিয়া থাকে এবং পরপৌড়াপরাগণ হইয়া দুঃখ পায়। এইরূপ গ্রামা পশুবোনি প্রাপ্ত হইয়াও কখন স্বজাতি-দেব বিয়োগদুঃখ, কখন ভারবহন, কখন পাশবন্ধন, কখন ভাড়া, কখন দাহ, কখন বা ধাবনাদিজনিত দুঃখ অনুভব করে। এই প্রকার বহুবোনি ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যবোনি প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ স্বীয় পুণাকলে, এতাদৃশ দুঃখ না পাইয়াও মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াও প্রথমে চর্যকার, তৎপরে বধাক্রমে চণ্ডাল, বাধ, ব্রজক, কুন্তকার, লৌহকার, সুবর্ণকার, তদ্রবায়, বণিক, জটাম্বি প্রভৃতি নানাজাতি হইয়া পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং মানাজন্মে ধাবক, লেথক, ভূতক, শাসন-হারক প্রভৃতির কৰ্ম করে; কেহ দক্ষিণ, কেহ হীমান, কেহ অবিকান হইয়া বহুবিধ দুঃখ পায়। এতদ্ভিন্ন জ্বর, তাপ, শীত, শাত, শ্লেষ্মা, গুল্মরোগ, পাদরোগ, চক্ষুরোগ, শিরোরোগ, গর্ভরোগ, পার্শ্ববেদনা প্রভৃতি আরও নানা দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আরও মনুষ্যজন্মের মতো প্রথমে; ত্রী-পুরুষের মৈথুনাবসানমে যখন জরায়ু মধ্যে রেতঃ প্রবেশ করে, সেই সময়ে জন্তুও কৰ্মবশে শুক্রের সহিত জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া শুক্র ও শোণিতে সহিত কলনে প্রবর্তিত হয়। সেই সময়ে জীব প্রবেশ করে, জীবপ্রবেশের পঞ্চম দিনাবধি কলন আরম্ভ হয় এবং অষ্টমাসে কলন সম্পূর্ণ হয়। এক মাস হইলে প্রাদেশ-পরিমিত হয়; তদবধি চৈতন্যমধ্যেও জননীর উদরে বায়ুবেগে এবং দুঃসহ তাপাদিরেণ প্রযুক্ত এক স্থানে থাকিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। দুই মাস হইলে সম্পূর্ণ পুরুষাকার প্রাপ্ত হয়; তিন মাসের পর, কবচচরণাদি অবয়ব সকল লক্ষিত হয়। চারি মাস গত হইলে অবয়বসকল সকল পরিষ্কৃত; পঞ্চম মাসে নখ এবং বর্ষমাসে নখসকল পরিষ্কৃত হয়; সপ্তম মাস গত হইতে রোমোন্মাদ হয়। অষ্টম মাসের আরম্ভে চৈতন্য পরিষ্কৃত হয়; তখন নাভিস্থিত দ্বারা তাহার শরীর পুষ্ট হয়। এই সময়ে তদীয় শরীর, অমেধা মুত্রাদি দ্বারা সিক্ত, জরায়ুবন্ধ এবং রক্ত, অস্থি, কৃমি, বস্মা, মল্লা, শ্রায়ু, কেশাদি দ্বারা পরিদ্রবিত হইয়া অত্যন্ত কুৎসিত হয় ও মাতৃভুক্ত কটু, লবণ, উক, কৃষ্ণ প্রভৃতি রস দ্বারা অতি পীড়িত হয়। এই সময়ে দেহী, আপনাকে ঈদৃশ দুঃখে দহমান দেখিয়াও পূর্বজন্মানুভূত দুঃখসমূহ স্মরণ করিয়া মনে মনে এইরূপ বিলাপ করে। "হার আমি অতি পাপাত্মক; আমি পূর্বজন্মে, ত্রী, পুত্র, মিত্র, ভৃত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, বাস্ত প্রভৃতিতে অত্যাগত হইয়া ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্ত, নানা উপায়ে পরধন পরক্ষেত্র প্রভৃতি হরণ করিয়াছি এবং কামান্ন হইয়া পরস্ত্রীহরণাদি করিয়া মহাপাপ আচরণ করিয়াছি। সেই সকল পাপকর্মের ফলে, আমি একাকী বিবিধ নরকদুঃখ অনুভব করিয়া পুনর্বার স্বাবরাণি বোনি প্রাপ্ত হইয়া মহৎ দুঃখ পাইয়াছি। সন্তান জরায়ু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দুঃখে অন্তর দগ্ধ হইতেছে এবং বহির্ভাগেও তাপাদি দ্বারা অগ্নি দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু আমি স্মরং পাপানুষ্ঠান দ্বারা বাহ্যদেহ পোষণ করিয়াছি; সেই পুত্র কন্যাাদি এখন কোথায়? তাহারা আপনাদের কৰ্মবশে অন্তর গমন করিয়াছে। হার! দেহিগণের কি দুঃখ? পাপ হইতেই এই দেহের উৎপত্তি, অতএব পাপকর্ম করা উচিত নহে। আমি ভৃত্য মিত্র কন্যাাদির জন্ত পরদ্রব্য হরণ করিয়া সেই পাপে জরায়ু মধ্যে এখন দগ্ধ

হইতেছি । পূর্কজন্মে অশ্রুর সম্পৎ দেখিয়া যেরূপ অশ্রুসামুদ্র হইয়াছিলাম ; এখন তাহার প্রতিফলস্বরূপ গর্ভাশ্রি দ্বারা দগ্ধ হইতেছি । পূর্ক কামমনোবাক্যে পরশীড়া প্রদান করিয়াছি, সেই পাপে এখন ঐদৃশ কষ্ট পাইতেছি ।” দেহী, এইরূপ বিলাপ করিয়া স্বয়ং আপনাকে আশ্রম প্রদান করে । অনন্তর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে,—“আমি জন্মগ্রহণ করিয়া সর্বদা সংস্পর্শে থাকিব, বিস্তরচিত্তে সংকল্পের অনুষ্ঠান করিব এবং জগদাধার, সত্যজ্ঞানাম্বরূপ, লক্ষ্মীপতি নারায়ণের—সুরাসুর-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগ-মুনি-কিন্নর প্রভৃতি কর্তৃক অর্চিত চরণযুগল পূজা করিয়া সংসার-চ্ছেদনের কারণভূত, বেদরহস্য এবং উপনিষদাদি দ্বারা পরিপূর্ণ, সকল-লোকপরাশ্রয় ভগবানকে জপরে ধ্যান করিয়া এই দুঃখসংসার অতিক্রম করিব ।” অনন্তর প্রমথকাল সমাগত হইলে, গর্ভস্থিত দেহী বাহ্যবায়ু দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া জননীকে মহতী প্রমথ-যন্ত্রণা প্রদান করত যোমি-মার্গে নিক্ষেপ্ত হয় । তৎকালে যোনি-যন্ত্র-পীড়িত হইয়া যুগলও সকল যাতনা অনুভব করিয়া একবারে সংজ্ঞাবিহীন হইয়া যায় । তদনন্তর বাহ্যবায়ু তাহাকে পুনর্জীবিত করে, বাহ্যবায়ু স্পর্শ হইবামাত্র, পূর্কস্মৃতি বিনষ্ট হয় । তখন পূর্কানুভূত কিছুই স্মরণ হয় না এবং অজ্ঞান বশতঃ বর্তমান অবস্থাও কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহৎ দুঃখ অনুভব করে । অনন্তর জন্মগণ বাল্যকালে স্বীয় মলমূত্রাদি দ্বারা লিপ্তদেহ হইয়া আধ্যাত্মিক দুঃখে পীড়িত হইয়াও কিছুই বলিতে সমর্থ হয় না । অনুদিন ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পীড়িত হয় । যখন তাহার ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন জননী শিশুর গহ্বাদি-বেদমাত্রে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন এবং যখন তাহার অঙ্গবেদনাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া রোদন করে, তখন (ক্ষুধা হইয়াছে) ভাবিয়া জননী স্তনদুগ্ধ দান করিতে যত্ন করেন । এইরূপ সর্ববিধে পরাধীন হইয়া যন্ত্রণা পায়, এমন কি, দংশ মশকাদিও নিবারণ করিতে অসমর্থ হইয়া মহৎ কষ্ট পায় । অনন্তর পিতা মাতা ও ক্রমে উপাধ্যায়ের ভাড়া না সহ্য করিতে হয় । কখনও ভ্রমণ, কখনও পার্শ্বপক্ষ ভ্রমাদির সহিত জোড়া এবং কখনও কলহ ইত্যাদি বহুবিধ উপায়ে বহুবিধ আধ্যাত্মিক দুঃখ অনুভব করে । অনন্তর যৌবন সময়ে, ঘনোপার্জন ঘনরক্ষা এবং ঘনব্যয়াদির জন্ত মায়ামুগ্ধ হইয়া অত্যন্ত কষ্ট পায় । কখনও বা কাম-কোষাদি দ্বারা চিত্ত একাগ্রে দূষিত হয় যে, সর্বদা অশ্রু-পরাশ্রয় হইয়া পর-ঘন ও পরস্রী-হরণের উপায় চিন্তা করে । কখনও বা পুত্র মিত্র কলত্রাদির ভরণপোষণের উপায় চিন্তায় বাস্ত থাকিয়া দুঃখানুভব করে এবং পুত্রাদির বাধি উপস্থিত হইলে সর্বকাৰ্য্য পরিভাগ করিয়া রোগক্লিষ্ট পুত্রাদির সমীপে বসিয়া স্বয়ং আধ্যাত্মিক দুঃখে পরিণত হইয়া এই প্রকার চিন্তা করে । “চার চার, গৃহকর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম কিছুই করা হইল না, আমার অনেকগুলি পরিবার, কিরূপে জীবনযাত্রা নিরীহ হইবে ? আমার মলধন নাই, বৃষ্টিও হইতেছে না ; এদিকে অষ্টটা কোথায় পলায়ন করিল ; গাভীগণ কেন এখনও আসিল না ; আমার সন্তানগুলি অতি শিশু ; আমি স্বয়ং বানিগ্রস্ত ; ঘনসম্পত্তিও কিছুই নাই ; ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ না করাত্তে কৃষিকর্ম্মও নষ্ট হইয়াছে । পুত্র সকল মিথ্যা রোদন করিবে ; গৃহী হানে হানে ভগ্ন হইয়াছে ; বন্ধুগণ দূরদেশে গমন করিয়াছে ; একে জীবনযাত্রার কোন উপায় নাই, তাহাতে আমার রাক্ষসীড়া ভয়ানক,—এদিকে শত্রু

মকল আমার অপকার করিতেছে, কি উপায়ে তাহাদিগকে জয় করিব ? আমি কাণ্ডাক্রম হইয়াছি ; এ আবার কে অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইল !” এইরূপ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়াও যৌন দুঃখ নিবারণ করিতে সমর্থ হয় না, আপনাকে শত শত বিকার প্রদান করে এবং বিবাতা কি জন্ত আমাকে ঐদৃশ ভাগ্যহীন করিয়াছেন ?’ বলিয়া তাহার মিন্দা করে । অনন্তর বার্কক্য উপস্থিত হইলে শরীর জরাগ্রস্ত এবং ব্যাধি, অধৈর্য, অন্ধত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া মর্জদা কম্পিত হইতে থাকে । তৎকালে খামকানাদি মানা পীড়া উপস্থিত হয়, গোমায় কঠ রুদ্ধ হয় । তাহাকে ঐদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া স্ত্রী পুত্রাদি সকলে যখন ভৎসনা করে, তখন ‘কখন আমার মৃত্যু হইবে’ এই চিন্তায় নিমগ্ন হয় এবং ‘আমি মরিলে আমার গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি পুত্রগণ কিরূপে রক্ষা করিবে ? না জানি কাহার হস্তে পতিত হইবে ? আমার ঘন, হয় ত কেহ অপহরণ করিবে ; তাহা হইলে পুত্রগণের জীবনমজা কিরূপে নিশীহ হইবে ?’ এইরূপ সমতা-দুঃখে পরিপ্লুত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিভ্যাগ করিতে থাকে । তৎকালে কিস্কন্ধ পূর্বে, যে মকল কখনো নষ্টান করে, ক্ষণকাল পরেই তাহা বিস্মৃত হয় এবং পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়াও আবার তখনই বিস্মৃত হইয়া যায় । অনন্তর মৃত্যুকাল আসন্নপ্রায় হইলে, নানাবিধ ব্যাধি দ্বারা পরিপীড়িত হইয়া আন্তরিক দুঃখ অনুভব করে এবং কখন শয্যায়, কখন মঞ্চে, এই প্রকার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ক্ষণে ও তৃণায় কাতর হইয়া “একটু জল দাও” বলিয়া সকলের নিকট দীনভাবে প্রার্থনা করে । তাহার প্রার্থনা শুনিয়া কেহ কেহ বলেন—“জরাবিষ্ট রোগীদের পক্ষে জল দেওয়া অনিষ্ট-কারক” এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদের প্রতি অতি ক্রোধ করিয়া ক্রমে ক্রমে হতচৈতন্য হইয়া যায় । ক্রমে হস্তপদাদি আকর্ষণ করিতেও অক্ষম হইয়া পড়ে ; তখন বন্ধুগণ তাহাকে বেঠেন করিয়া রোদন করিতে থাকে । তখন বাকুশক্তি নষ্ট হয়, “আমার উপাঞ্জিত ধন কে ভোগ করিবে ?” এই ভাবিয়া রোদন করিতে থাকে । অনন্তর ক্রমে পলদেশ যুরপুর করিয়া প্রাণ বহির্গত হয় ; তখন সমদূতেরা আসিয়া পাশবন্ধ করিয়া ভৎসনা করিতে করিতে লইয়া যায় এবং পূর্ববৎ মরকাদি দুঃখভোগ করিতে থাকে ।

হে বিজ্ঞান ! এই হেতু সংসাররূপ-দাবায়ি-পরিভাপিত ব্যক্তি, পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে ; জ্ঞান হইলেই মুক্তিলাভ হয় । যাহারা জ্ঞানশূন্য, তাহারাই পশু ; অতএব সংসার হইতে মোক্ষ লাভ করিবার জন্ত পরমজ্ঞান অভ্যাস করিবে । যে ব্যক্তি সর্বকর্মসাধক মনুষ্যজন্ম পাইয়াও হরিপূজা না করে ; তদপেক্ষা অচেতন আর কে আছে ? হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! ইহা অপেক্ষা কি আশ্চর্য্য হইতে পারে যে, সর্বকামপ্রদ হরি থাকিতে, মনুষ্যেরা এত যত্ননা ভোগ করে ? যাহারা জ্ঞানহীন, সর্বকামপ্রদ জগদ্রাথ নারায়ণ বিদ্যমান থাকিতে, তাহারাই নরকে পতিত হয় । এই শরীর হইতে মর্জদা মুত্রপুত্রীষাদি করিত হইতেছে, ইহা অতি অনিত্য ; যাহারা ইহাকে মিতা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারা কি মোহাক ? রক্তমাংসাদি-নির্মিত, এই শরীর প্রাপ্ত হইয়া, যাহারা সংসার-বিনাশক বিষ্ণুর উপাসনা না করে, তাহারা ঘোর পাতকী । কি আশ্চর্য্য ! হরিদ্যানরত চতালও মহামুখী । মনুষ্যগণ কি মূর্খ ? যেহেতু তাহারা আপনার দেহ হইতে মলমজাদি নির্গত হইতে দেখিয়াও উল্লেখ প্রাপ্ত হয় না ! মনুষ্যজন্ম এতি দুর্লভ, দেবতারাও ইহা প্রার্থনা

করেন ; অতএব তাহা পাইয়া পরলোকের নিমিত্ত বস্তু করা বিচক্ষণের কার্য্য । যাঁহারা অধ্যাত্মধ্যান-সম্পন্ন এবং হরিপূজা-পরায়ণ, তাঁহারা পুনরাবৃত্তি-রহিত পরম স্থান প্রাপ্ত হন । যাঁহা হইতে এই বিশ্ব উপন্ন হইয়াছে, যিনি চৈতন্যস্বরূপ, যাঁহাতে সৰ্ব্বজগৎ জন্ম প্রাপ্ত হয়, যিনি সংসারের মোচনকর্তা ; নিষ্ঠুর হইয়াও যিনি পরমানন্দস্বরূপ ও গুণবান্ বস্তুপ্রীতি প্রতীক্ষমান হন ; সেই দেবেশের সমাক্ষ অর্চনা করিলে সংসার হইতে মুক্তিলাভ হয় ।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায়

প্রাণিগণ কহিলেন,—ভগবন্ ! আমরা যাঁহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎসমুদয় বর্ণন করিলেন । সংসারপাশাবদ্ধ লোকগণের বহুতর হুঃখ প্রদণ করিলাম । এক্ষণে সংসার-পাশ কিরূপে ছিন্ন হইতে পারে ? কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয় ? তাঁহাই বলুন । প্রাণিগণ প্রতিদিন কৰ্ম্মনমুহ করিতেছে এবং সেই সেই কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতেছে ; কিরূপে তাঁহা বিনষ্ট হয় ? কৰ্ম্ম হইতে দেহপ্রাপ্তি হয়, দেহ-প্রাপ্তি হইলেই কামনা আশ্রিত হয়, কামনা হইতে লোভের উপস্থিতি, লোভ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে ধর্ম্মনাশ, ধর্ম্মনাশ হইতে মতিলয় হয় ; বিনষ্টবুদ্ধি ব্যক্তি পুনঃ পাপকৰ্ম্ম করে । অতএব নৈরন্তর্য্য মূলকারণ পাপ এবং দেহ সৰ্ব্বদা পাপ-কৰ্ম্মে রূপ্ত হয় । এক্ষণে কি উপায়ে মোক্ষ-প্রাপ্তি হয়, তাঁহাই বলুন । সূত বলিলেন,—ও মুনিগণ ! আপনারা পরম নারী ; আপনারা দেব মতি, অতি নির্মলা ; যেহেতু এই সংসারদুঃখের বিনাশোপায়ে চেষ্টা করিতেছেন । যাঁহারা আত্মাধীন হইয়া, ব্রহ্মা সৰ্ব্বজগৎ স্বজন করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং ঋষি ত্রিশন করেন, তিনিই মোক্ষদাতা । মনোদাদি ক্রিয়া, বিশেষ পবিত্র যাঁচার প্রভাবে সৃষ্ট হয় ; সেই অনাময় নারায়ণই মোক্ষদাতা জানিবেন । এই সমস্ত গুণ যাঁহা হইতে অভিন্ন এবং যাঁহা ক্ষয় নাই, সেই পরম দেবতার ধ্যান করিলে মোক্ষলাভ হয় । যিনি অবিকার, অজ, শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ, নিরঞ্জন এবং জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ, তাঁহাকেই মোক্ষদাতা জানিবেন । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাঁচার প্রবর্তার ও ক্রিয়াদির অর্চনা করেন, তিনিই নিত্যস্থান প্রদান করেন । সৰ্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হইয়া চিত্তেচ্ছিন্ন মুনিগণ যাঁহাকে জন্মেরে দেগিতে পান, তিনিই সৰ্ব্বমুখের মূলধার । যিনি নিষ্ঠুর, নিরাপার ; লোকান্তর-গ্রহের জন্ত যিনি রূপধারণ করেন ; যিনি আকাশমধ্যস্থিত ও পরিপূর্ণ স্বরূপ, তিনিই মোক্ষদাতা । যিনি সৰ্ব্ব-বর্ষের অধ্যক্ষ এবং যোগিগণের জন্মেরে যিনি বাস করেন ; সেই অবিলাসার দেবতার শরণগ্রহণই মোক্ষের উপায় । কল্যাণমানে যিনি সমস্ত মঙ্গল ক্রিয়া স্বয়ং জলমধ্যে শয়ন করেন, তদ্বদনী মুনিগণ তাঁহাকেই মোক্ষদাতা বলেন । বেদার্থবিৎ কৰ্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানাবিধ যজ্ঞাদি দ্বারা যাঁহার পূজা করেন, সেই ভক্তদামল বিমুহই মুক্তিমান করেন । যিনি সৰ্ব্বাধ্যাক্ষরূপে পিতৃ-দেবতাদি মর্ত্তি ধারণ করিয়া, চন্দ্র-কবাঁদি ভোজন করেন, তিনিই মোক্ষদাতা । ভক্তিপূর্নক যাঁহার গান, প্রণাম কিংবা

পূজা করিলেই মুক্তিলাভ হয়, তিনিই পরম দয়ালু । যিনি সৰ্বভূতের আধার এবং জরামরণাদি-রহিত, সেই অমায় হরিতে মোক্ষদাতা । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! যাহার পাদ-পদ্ম পূজা করিয়া, দেহিগণ দেবদেব লাভ করিতে পারে, তাহাকেই পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে । যে পরম জ্যোতিঃ আনন্দময়, ক্ষররহিত, ব্রহ্মস্বরূপ, সনাতন এবং পর হইতে ও পরন্তর, সেই বিষ্ণু পরম পদ । যিনি অক্ষর, মিথু'ন, নিতা, অদ্বিতীয়, রূপশূন্য, পরিপূর্ণ ও জ্ঞানময়, তিনিই মোক্ষদাতা । যে যোগী, যোগমার্গ-বিধানানুসারে এই পরম বস্তুর উপাসনা করে, সেই মোক্ষপদ প্রাপ্ত হয় । যিনি সৰ্বকৰ্ম পরিভাগ করিয়া, কামাদি-রহিত ও শমাদি-গুণসংযুক্ত হন, তিনি পরম পদ লাভ করেন । ঋষিগণ বলিলেন,— হে বাগ্ধি ! কি কৰ্ম করিলে, যোগিগণের যোগসিদ্ধি হয়, আশাদিগকে তাহার উপায় বলুন । শ্রুত করিলেন,—ভক্তদর্শিগণ মোক্ষবস্তুর জ্ঞানলাভা বলিয়া থাকেন । জ্ঞানের মূল ভক্তি এবং সংকৰ্ম হইতে ভক্তি জন্মে । মহত্ মহত্ জন্মে বিবিধ দান, যজ্ঞ ও তীর্থাযাত্রাদি সংকৰ্মের অনুষ্ঠান করিলে, হরিভক্তির উদয় হয় । স্বল্পমাত্র ভক্তিমহাকারে ধর্মকর্ম্য অনুষ্ঠিত হইতে, তাহা পরম প্রশংসনীয় ও অক্ষর-কল-জনক হইয়া থাকে এবং তাহা যদি পরম অন্ধাপূর্বক সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে, মিথিল-কলুষরাশি বিদূ-রিত হইয়া যায় । এইরূপে পাপনিচয় বিলীন হইলে নির্মল বুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে । পণ্ডিতগণ, সেই নির্মল বুদ্ধিকেই জ্ঞান বলিয়া উল্লেখ করেন এবং ঐ জ্ঞান হইতেই মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয় ; কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান যোগিগণেরই হইতে দেখা যায় । কৰ্ম ও জ্ঞান-ভেদে যোগ বিবিধ । তন্মধ্যে প্রথমে ক্রিয়াযোগ ব্যতীত মানবগণের জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না । এজন্ত মনুষ্য যাত্রেই সর্বাগ্রে অন্ধাঙ্গহকারে ক্রিয়াযোগে রত থাকিয়া, ভগবান্ হরিকে অর্চনা করা কর্তব্য । দ্বিজগণ ! প্রতিমা, দ্বিজ, ভূমি, অগ্নি, সূর্য ও চিত্রাদিতে হরির পূজা করিবে ; কারণ, তিনি সর্গজ সমভাবে বিরাজমান । পরের পীড়াজনক কার্যো বিরত হইয়া, ভক্তিপূর্বক কায়মনোবাক্যে পরিপূর্ণায়া বিষ্ণুকে অর্চনা করা বিধেয় । কি কৰ্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ ; বিবিধ যোগেই অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ব্রহ্মচর্য, সন্ন্যাস, অনীশা ও দয়া সমান প্রয়োজনীয় । চরাচরাণ্যক সমুদয় বস্তুকে মনোমধ্যে সনাতন বিষ্ণুময় জানিয়া, ঐক্য যোগব্রত অভ্যাস করিবে । যে মনোবিগ্ন, সমুদয় ঐশীকেই আত্মতুল্য বোধ করেন, তাহারাই দেবদেব চক্রীর পরমভাব অবগত হইয়াছেন । যাহার চিত্ত ক্রোধাদিতে দূষিত, সে যদি পূজা-ধ্যান-পরায়ণ হয়, তাহা হইলে ভগবান্ হরি তাহাতে তুষ্ট হন না ; ধর্ম-বুদ্ধিতে স্বরূপ করিলেই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন । যাহার অন্তঃকরণ কামক্রোধাদিতে পরিপূর্ণ, সে দেবপূজায় রত হইলে তাহাকে দণ্ডাচার ও ঘোর পাতকী বলিয়া জানিবে । অমুদ্রাচিত হইয়া তপস্যা পূজা বা ধ্যান করিলে তৎ সমস্তই নিফল হইয়া থাকে । অতএব যে ব্যক্তি মোক্ষাভিলাষী ও ক্রিয়াযোগ-পরায়ণ, সে শমাদি-গুণযুক্ত হইয়া যুক্তির জন্ত সর্গদা বিষ্ণুকে অর্চনা করিবে । সর্গঐশীর হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া কায়মনোবাক্যে স্তোত্রাদি, উপবাসাদি, পুরাণশ্রবণাদি ও পুষ্পাদি দ্বারা জগদ্ব্যোমি সর্গাস্তর্যামী দেবদেব সারায়ণ হরিকে যে অর্চনা করা হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ক্রিয়াযোগ কহিয়াছেন । যে সকল বিষ্ণু-

ভক্তি-পরায়ণ মানব, ঈদৃশ ক্রিয়াবোম অবলম্বন করে, তাহাদিগের পূর্ব-জন্মার্জিত অধিল পাপ বিমুক্ত হয়। পরে পাপক্ষয়হেতু নির্মল বুদ্ধি উৎপন্ন হইলে অতীত জন্ম প্রাথমিক হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানই মোক্ষপ্রদ, এজন্য এক্ষণে সেই জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছি। এই জগতে চরাচরাশ্রয় যে সমুদয় পদার্থ আছে, তন্মধ্যে কোনটী নিত্য ও কোনটী অনিত্য শাস্ত্রপারম পণ্ডিতগণের সাহায্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহা স্থির করিবে। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, এ জগতে নিখিল বস্তুই অনিত্য, কেবলমাত্র এক হরিই নিত্য; এজন্য সমুদয় অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া এক চরিত্কেই আশ্রয় করিবে; তাহা হইলে মানবকে কি ঐহিক কি পরিত্রিক, কোন রূপ ভোগা বিষয়ে লিপ্ত হইতে হয় না। যে ব্যক্তি অনিত্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সংসারে লিপ্ত থাকে, তাহার কোমকালে সংসার-বন্ধন খণ্ডন হয় না। মোক্ষাভিলাষী শমাদি-গুণ অবলম্বন পূর্বক জ্ঞানার্জনে যত্ন করা কর্তব্য, কারণ, শমাদিগুণ না থাকিলে কোনক্রমে জ্ঞানলাভের সম্ভব নাই। যে ব্যক্তি রাগ-দেবাদিশূন্য, শমাদি-গুণযুক্ত, সর্বপ্রাণীর প্রতি দয়াবান্, কাম-ক্রোধাদি-বিবর্জিত এবং সুভূত হরিচিন্তায় নিমগ্ন, জ্ঞানিগণ তাহাকেই মুমুক্শু বলিয়া থাকেন। হে বিজগৎ! পূর্বোক্ত স্তোত্রাদি চতুর্নিধি সাধনা দ্বারা বাহ্য চিন্তা-শুদ্ধি হইয়াছে, সে, সর্বভূতে দয়াবান্, সর্বপ্রাণী, অবিনাশী, পরোপকর, সনাতন বিষ্ণুকে জ্ঞানদলে জ্ঞানিতে সমর্থ হয়; কিন্তু সেই জ্ঞান যোগসাধনে উদ্ভূত হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে যোগসাধনের উপায় বলিতেছি, উহাই সংসারবন্ধন মোচনের কারণ। পণ্ডিতগণ, সেই যোগোপকর জ্ঞানকেই মুক্তিপ্রদ বলিয়া নির্দেশ করেন; তাহার পর ও অপার ভেদে আত্মা দুই প্রকার বলিয়াছেন। অপর্যবেদেও আত্মা দ্বিবিধ এইরূপ উল্লেখ দেখা যায়। পরমাত্মা নিগুণ, আর অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, অহং ইত্যাকার জ্ঞান গুণাধিত। সেই উভয় আত্মার যে অভেদজ্ঞান, তাহাই যোগ বলিয়া কথিত আছে। পঞ্চভূতময় দেহে যিনি হৃদয় মধ্যে সাক্ষিরূপে বিরাজমান, পণ্ডিতগণ তাহাকে অপর অর্থাৎ জীবাত্মা, আর ভক্তির যিনি, তাহাকে পর অর্থাৎ পরমাত্মা কহিয়া থাকেন। দেহের নাম ক্ষেত্র এবং জীবাত্মা সেই দেহ মধ্যে অবস্থিত, এজন্য তাহার অপর একটি নাম ক্ষেত্রজ; আর দীপ্য পরমাত্মা, তিনি অব্যক্ত, নির্মল ও পরিপূর্ণ অর্থাৎ সর্বপ্রাণী। হে মুনিপুঙ্গবগণ! মানব-গণের মধ্যে ঐ জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তখনই মারাপাশ ছিন্ন হইয়া থাকে। শুদ্ধ অবিনাশী নিত্য এক পরমাত্মা ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই; কেবলমাত্র মানবগণের জ্ঞানভেদেই বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হন। বেদান্ত শাস্ত্রে সনাতন পরম ব্রহ্ম, 'একমেবাদ্বিতীয়ঃ' এইরূপ অভিহিত আছে; অতএব হে বিজগৎ! জগতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই। সেই নিগুণ পরমাত্মার কোনরূপ কার্য্য নাই, রূপ নাই, বর্ণ নাই এবং কর্তৃক বা ভোক্তৃহাদি কিছুই নাই। তিনি পরম ভেজোময় এবং নিখিল কারণের কারণ, তন্নির কোন পদার্থই নাই, সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন আর মুক্তির কারণ কি হইতে পারে? হে বিজগৎ! মহাদাদি শব্দব্রহ্মময়, এজন্য মহাদাদি জ্ঞান চাইলেই মোক্ষসাধক পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়। উক্ত মহাদাদি জ্ঞান না হইলেই জগৎ দ্বিবিধরূপে দৃষ্ট হয়; কিন্তু পরমজ্ঞানিগণের চক্ষে ইহা এক ব্রহ্ম বলিয়াই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। পরমানন্দ

পরস্পর এক বস্তুই নিখিল পদার্থ, তিনি এক হইলেও বিজ্ঞানভেদে বহুরূপে প্রভূত হন । 'হে বিপ্রসমুদ্রগণ !' মায়াবদ্ধ মানবগণই মায়াপ্রভাবে পরমাত্মার ভেদ দর্শন করিয়া থাকে । সেই জন্ত যোগবলে সেই মায়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । উক্ত মায়া সঙ্কপাও নহে, অনঙ্কপাও নহে এবং সন্দগৎ উভয়-স্বরূপাও নহে, অথচ তিনি যে কি, তাহাও বলিবার নহে । কেবল এইমাত্র জানিবে, তিনি জীবমাত্রে অবস্থিত থাকিয়া ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করিতেছেন । 'হে মুনিমুদ্রগণ !' জ্ঞানিগণ মায়াকেই অজ্ঞান বলিয়াছেন, এজন্ত যাহারা মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হইবেন, তাহাদিগেরই অজ্ঞান তিরোভূত হইবে । আর পণ্ডিতেরা সনাতন পরম ব্রহ্মের নাম জ্ঞান বলিয়াছেন, সুতরাং যাহারা জ্ঞানী, তাহাদিগের হৃদয়ে পরমব্রহ্ম অবিরত বিরাজ করিয়া থাকেন । 'হে বিপ্রদৃশগণ !' যোগী যোগবলেই অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারেন, কিন্তু অষ্টবিধ অঙ্গ দ্বারাই সেই যোগ সিদ্ধ হয়, এজন্ত এক্ষণে অষ্টবিধ যোগাস্ত্রের বিষয় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন । 'হে মুনিবরগণ !' যম, নিয়ম, আগ্নেয়, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যথাক্রমে এই আটটি যোগের অঙ্গ । এক্ষণে সংক্ষেপে ইহাদিগের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্যা, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনম্র্যা, ইহা 'যম' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । তদ্ব্যতীত মর্ক্সপ্রাণীর পীড়াজনক কার্য্য না করাকেই মাধুগণ যোগসিদ্ধি প্রদায়িনী অহিংসা বলিয়াছেন । 'হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !' ধর্মাধর্ম্য বিচার করিয়া যে যথার্থ বাক্য বলা হয়, তাহাই সত্য ; এক্ষণের অস্তেয়ের বিষয় শ্রবণ করুন । চৌর্য্য বা বলপূর্ব্বক পরদ্রব্য-হরণের নাম স্তেয় এবং তাহার বিপরীত কার্য্য অস্তেয় । মর্ক্সজ মৈথুন-ভাগ্যই ব্রহ্মচর্যা, উক্ত ব্রহ্মচর্যা-বিচীন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও পাতকী । মর্ক্সসঙ্গ পরিভাগ্য করিলেও যদি মানব মৈথুনাগত হয়, তাহাকে চণ্ডালের তুল্য মর্ক্সবর্ণের বহির্ভূত জানিবে । যে লোক, যোগরত হইয়া ভোগানন্দভুক্তে অহাযুক্ত, তাহার সহিত সন্তাষণ মাত্রে মানব-গণের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইয়া থাকে । মানব যদি একবার মর্ক্সসঙ্গ-পরিভাগ্য পূর্ব্বক পুনরায় বিষয়গত হয়, তাহা হইলে যে তাহার মহ বাস করে, তাহার সঙ্গ করিলেও মহা-পাতক দোষে লিপ্ত হইতে হয় । 'হে মুনিপুঙ্গবগণ !' আপৎকালেও কোনরূপ পরদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করার নাম অপরিগ্রহ, উহা যোগসিদ্ধিদায়ক । নির্জর বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক প্রাত্যহিক প্রকাশ করাকে ধর্ম্মবিং পণ্ডিতগণ, ক্রোধ বলিয়াছেন এবং ঐ ক্রোধভাগ্যই যক্রোধ । অপরের অধিক ধনাদি দর্শনে মনে মনে যে সন্তাপ হয়, মাধুগণ, তাহাকে অম্র্যা এবং তাহা না করাকে অনম্র্যা কহিয়াছেন । 'হে বিপ্রদৃশগণ !' এই আমি আগ্নাদিগের নিকটে সংক্ষেপে যমের বিষয় বলিলাম, এক্ষণে নিয়মের বিষয় বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । তপস্যা, স্বাধায়, মন্ত্রোষ, শৌচ, হরিপূজা এবং মন্ত্রোপসনা, 'নিয়ম' বলিয়া কীৰ্ত্তিত আছে । চান্দ্রায়ণাদি দ্বারা শরীরকে যে শুষ্ক করা হয়, বৃষণ তাহাকেই তপস্যা বলিয়াছেন ; উহা উৎকৃষ্ট যোগসাধন । প্রণব উচ্চারণ, উপনিষদ পাঠ এবং দ্বাদশাঙ্গের যত্রাঙ্গ বা পঞ্চাঙ্গাদি মহাবাক্যের যে জপ, তাহাই উৎকৃষ্ট যোগসাধন স্বাধায় । যে যোগী, যতটা বশতঃ উক্ত স্বাধায় পরিভাগ্য করে, তাহার কোনক্রমে যোগ-সিদ্ধি লাভ হয় না । যোগ বাতীত কেবল স্বাধায়বলেও নিঃসন্দেহ সমুদয় পাপ বিনষ্ট

হইয়া থাকে এবং দেবভাগ্যও স্বাধার বাণী সুরম্যান হইলে সুরম্যান চম । হে বিশ্বেশ্বরগণ !
 উক্ত ভূপ,—বাচিক, উপাংশ ও মানস ভেদে তিনিষ এবং উত্তরোত্তর প্রশস্ত । বাহ্যে
 সমাকৃষ্টরূপে অক্ষর ও পদ সকল প্রকাশ পায়, একপ মনোচ্ছারণের নাম বাচিক ভূপ ।
 উহা সমস্তবস্তুর কলপ্রদ ; পদ বিভাগ করিয়া অক্ষুটস্থরে যে মনোচ্ছারণ, তাহাই
 উপাংশ-ভূপ ; পণ্ডিতগণ উহাকে বাচনিক ভূপ অপেক্ষা দ্বিগুণ কলপ্রদ বলিয়া থাকেন ।
 মনে মনে প্রত্যেক অক্ষরের অর্থ বোধ করত যে মনোচ্ছারণ করা যায়, যোগমিত্তিপ্রদায়ক
 তাহাই মানস ভূপ বলিয়া কথিত আছে । প্রতিদিন ভূপ দ্বারা দেবগণকে স্তুতি করিলে,
 তাহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এজন্য যে ব্যক্তি, স্বাধার পরায়ণ, তাহার সমুদয় মনোবশ
 সিদ্ধ হয় । সদৃচ্ছালাভে আনন্দামৃতব ক্রান্তিই সন্তোষ বলিয়ান্ন চম । যে মানব সন্তোষ-
 বিহীন, সে সকল পুণ্যসম্পদ লাভ করিতে পারে না । ভোগ্য বস্তুর উপভোগে ভোগলালসা
 কখন শান্ত হয় না, বরং, 'কবে আবার তাহার অধিক লাভ করিব ?' এইরূপে ব্যক্তি হইতে
 থাকে । অতএব যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ, তাহার শরীরনোষক ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ
 পূর্বক সদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট হওয়াই কর্তব্য । পুরুষোক্ত শৌচ দুই প্রকার, বাহ্য ও আভ্য-
 ন্তর । মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বাহ্যশৌচ এবং ভাবশুদ্ধি হইলেই আভ্যন্তর শৌচ হইয়া থাকে ।
 হে মুনিবরগণ ! উক্ত অন্তঃশুদ্ধি বিহীন হইয়া যে সকল বিবিধ কার্যের অনুষ্ঠান করা যায়,
 তাহা হত বৃত্তবৎ তৎসমনস্তই বিফল হয় । সেহেতু ভাবশুদ্ধিবিহীন মানবসংগের নিষিদ্ধ
 কার্যই নিফল, সেই হেতু রাগদ্বেষাদি পরিহার পূর্বক স্থখী হওয়া উচিত । বাহ্যের অন্তঃ-
 করণ অবিশুদ্ধ, সে যদি মহত্বে মহত্বে ভাব মৃত্তিকা এবং কোটি কোটি বৃক্ষ জল দ্বারা বাহ্য
 শৌচ সম্পাদন করে, তথাপি সে চণ্ডাল মতো পরিগণিত । অন্তঃশুদ্ধিশূন্য হইয়া দেবপূজা
 করিলে সেই দেবতাই তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং সে দেহাবসানে নরকগামী
 হয় । হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! যে ব্যক্তি অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া বাহ্যশুদ্ধি করে, সে অলঙ্কার
 সুরাভাষের স্থায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে । হে বিশ্বেশ্বরগণ ! নদী সকল যেমন সুরা-
 ভাষকে পবিত্র করিতে অক্ষর, সেইরূপ অন্তঃশুদ্ধি-বিহীন হইয়া তীর্থযাত্রা করিলেও তীর্থ
 সকল তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না । হে মুনিপুঙ্গবগণ ! যে ব্যক্তি, বাক্যে ধর্ম
 প্রকাশ এবং মনে মনে পাপ ইচ্ছা করে, তাহাকে পরম পাতকী জানিবেন । বাহ্যের
 অন্তঃশুদ্ধি করিয়াছে, তাহার বহির্কিরণ বর্জ্যচুল্লম করিলেই তাহার কল অক্ষয় সুখ-
 জন্মক হইয়া থাকে । কর্ম, মন, বাক্য, স্তুতি, অরণ ও পূজাদি দ্বারা বাহ্যের পরিভুক্তি
 দূচ হইয়াছে, তাহারই একান্ত হবিপূজা হইয়া থাকে । এই আমি আপনাদের নিবেদন
 যম ও নিয়মের বিষয় সংক্ষেপে কীর্জন করিলাম । বাহাদিগের বিধি মনাদি দ্বারা পরিচরিত
 হইয়াছে, জানিগণ, মোক্ষকে তাহাদিগের কর্তব্যগত বদ্রিয়া থাকেন । যম নিয়ম দ্বারা
 বাহ্যের বুদ্ধি, হির ও ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, সেই যত্নবান যোগসাধন আমন
 অভ্যাস করিবে । পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, পীঠাসন, মৌরাসন, কোজরাসন, কৌশাসন,
 বজ্রাসন, বারাহাসন, ধূম্রাসন, চৈলিকাসন, ক্রৌঞ্চাসন, নালিকাসন, নক্ষত্রোভাসন
 বৃষভাসন, নাগাসন, মৎস্যাসন, বাঘাসন, শর্কটাসন, পশুাসন, ভাস্কর্যাসন, শৈলাসন,
 বৃক্ষাসন, মুকাসন, মকরাসন, তৈলপদাসন, কাষ্ঠাসন, হাশাসন, তদ্বিকর্ষিকাসন,

ভৌমাসম ও বীরাসন। মুনিমুগ্ধগণ। এই যে আমি আপনাদিগের নিকট যোগসাধন-
 কারণ ত্রিংশৎ প্রকার আসনের নামোল্লেখ করিলাম ; মানব, গুরুভক্তি-পরায়ণ ও রাগ-
 ঘেযাদি-শূণ্য হইয়া নির্জ্ঞান প্রদেশে পূর্কাস্থে, উত্তরাস্থে কিংবা পশ্চিমাস্থে ইহার মধ্যে
 যে কোন প্রকার আসন বন্ধন পূর্কক নিঃশব্দে ক্রমে ক্রমে প্রাণারাম করিতে অভ্যাস
 করিবে। প্রাণ শব্দে শরীরস্থ বায়ু এবং আশ্রয় শব্দে তাহার জর ; ঐ কার্য্যে শরীরস্থ
 বায়ুর জর হয় বলিয়াই উহার নাম প্রাণারাম। ঐ প্রাণারাম দুই প্রকার,—অগর্ভ ও
 মগর্ভ। অগর্ভ হইতে মগর্ভ প্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। জপ ধ্যান ব্যতীত যে
 প্রাণারাম, উহা অগর্ভ, আর জপধ্যানযুক্ত হইলেই মগর্ভ। মনীষিগণ, উক্ত বিবিধ
 প্রাণারামকে রেচকপূরক, কুস্তক ও শূণ্যক ভেদে চারি প্রকার বলিয়াছেন। প্রাণিগণের
 দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা নামে এক নাড়ী আছে, উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এবং
 উহা পিতৃযোনি বলিয়া কথিত হয়। আর বামভাগে ইড়া নাম্নী যে নাড়ী, তাহার
 অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র এবং সেই নাড়ী দেবযোনি বলিয়া প্রসিদ্ধ। উক্ত উভয় নাড়ীর মধ্যে
 সূক্ষ্মা নাড়ী, তাহা অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম জানিবেন। তাহার অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মা। মামবগণ
 প্রাণারামকালে বামপার্শ্ববর্তী ইড়া নাড়ী দ্বারা বায়ু রেচন করিবে, তজ্জন্ত তাহার নাম রেচক
 এবং দক্ষিণপার্শ্ববর্তী পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা শরীর মধ্যে বায়ু পূরণ করিবে, সেই কারণেই
 তাহার নাম পূরক। এইরূপে স্বীয় শরীর-পূরিত বায়ুকে নিগ্রহ করত ভ্রাম না করিয়া পূর্ণ
 কুণ্ডের দ্বারা অবস্থান করিবে। তৎকালে মামবকে কুস্তক দৃষ্ট হয় বলিয়াই উহার নাম
 কুস্তক। বহিঃস্থিত বায়ুকে শরীর মধ্যে গ্রহণ ও অন্তঃস্থিত বায়ুকে বহিঃস্রাব না করিয়া
 কেবল শূণ্যবৎ অবস্থানকেই শূণ্যক মামক প্রাণারাম কহে জানিবেন। মদমন্ত মাতঙ্গকে
 বেক্রপ ক্রমে ক্রমে শ্বাসিত করিতে হয়, সেইরূপ প্রাণবায়ুকেও ক্রমে ক্রমে জয় করা কর্তব্য ;
 তাহা না করিলে মাজ্জাতিক পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। যোগিগণ ক্রমে ক্রমে প্রাণবায়ু
 অবরোধপূর্কক নিঃশ্বাস হইয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন। হে মুনীশ্বরগণ ! বিব্রাসক্ত ইচ্ছিন্ন-
 নিচরকে আকর্ষণপূর্কক নিগ্রহ করার নাম ‘প্রত্যাহার।’ হে বিজগণ ! যে সকল মহাত্মা,
 ইচ্ছিন্নগণকে জয় করিতে পারিয়াছেন, তাহারি ধ্যানশূণ্য হইলেও পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া
 থাকেন ; তাহাদিগকে আর পুমরায় সংসারে আগিতে হয় না। কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছিন্ন-
 নিচরকে বশীভূত না করিয়া ধ্যাননিমগ্ন হয়, তাহাকে নিভান্ত মৃত জানিবেন ; কস্মিন্-
 কালেও তাহার জ্ঞানোদয় হয় না। যাবতীয় দৃশ্য বস্তুকেই আকর্ষণ ও আত্মাতেই অবস্থিত
 এইরূপ দর্শন করত, ইচ্ছিন্নসমূহকে আহরণপূর্কক হৃদয় মধ্যে যে ধারণ, তাহাকেই ‘ধারণা’
 বলিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ হৃদয়াভ্যন্তরে ইচ্ছিন্ননিচরকে দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া,
 যিনি সকলের আধার, অবিনাশী, বিশ্বাত্মক, সাক্ষীলোককারণ এবং পরাংপর ; যাহার
 নবনয়ন বিকসিত-পদ্মপলাশবৎ শোভমান, কর্ণদ্বয় মনোহর রত্নকুণ্ডলে বিভূষিত এবং
 বক্ষঃস্থল ত্রিভুজসিঁদে অঙ্কিত ; যিনি অষ্টদল স্তম্ভপত্র মধ্যে বাদশাজুলরূপে বিরাজ
 করিতেছেন ; সূর্য্যস্বরূপ সত্যত যাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন এবং যিনি সর্কীষাক্ষ,
 এবং বিধ পরমাত্মা পরমেশ্বর বিষ্ণুকে হৃদয় মধ্যে অবস্থিত এইরূপে ধ্যান করিবেন। সংবত-
 চিহ্ন মামবগণের একতানতাকে সাধুগণ ‘ধ্যান’ বলিয়া নির্দেশ করেন। মানব মুহূর্ত্তকাল

মাত্র এইরূপ ধ্যান করিতে পারিলে মোক্ষপদ লাভ করিয়া থাকে। কেবলমাত্র এক ধ্যান-বলেই নিখিল পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হয়, মোক্ষপদপ্রাপ্তি হয়, ভগবান্ হরি প্রসন্ন হন এবং নরকভীষ্টে সিদ্ধ হইয়া থাকে। প যাত্রা মহাবিকুর সৰ্ব্ব প্রকার রূপের ধ্যান করিলে তিনি পরিতুষ্ট হইয়া মোক্ষপদ দান করেন। হে সাধুগণ ! ধোয়বস্ত্রভে চিত্ত এইরূপ স্থির রাখিলে যে, যাগাতে ধ্যান ধোয় ও ধাতুভাব বিনষ্ট হয়, অর্থাৎ তিনের পার্থক্য না থাকে। অনন্তর এইরূপে জ্ঞানামৃত সেবনে মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। বস্ত্রভঃ নিরন্তর এরূপ ধ্যান করিতে পারিলে অভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সুষুপ্তি অবস্থার স্থায় ইচ্ছিন্নজ্ঞানশূন্য হইয়া বায়ুবিহীন প্রদেশে অবস্থিত দীপশিখার তুল্য নিশ্চলভাবে অবস্থানকেই জ্ঞানিগণ 'সমাধি' বলিয়াছেন। তৎকালে যোগিগণ সৰ্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য এবং নিশ্চল পরিপূর্ণ আত্মরূপ হইয়া সৰ্ব্বদা পূর্ণানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি কোনরূপ ইচ্ছিন্ন-কার্য্যই থাকে না; কেবলমাত্র জদয় মধ্যো সৰ্ব্ববিধ-উপাধি-বর্জিত সচ্চিদানন্দরূপী নির্মল নিশ্চল পরিপূর্ণ আত্মাই বিরাজ করিয়া থাকেন। আত্মা নিতৃত্ব হইলেও অজ্ঞানতা বশতই সত্ত্ব বলিয়া বোধ হয়। পুনরায় যখন অজ্ঞানাককার দূরীভূত হইয়া যায়, তখন তিনি পূর্ববৎ বিরাজ করেন। পরমজ্যোতির্শ্চ অমের আত্মা মায়িগণের নিকটেই মায়াবানের স্থায় প্রতীত হইয়া থাকেন এবং মায়াপাশ খণ্ডিত হইলেই যে নির্মল ব্রহ্ম, সেই নির্মল ব্রহ্মই থাকেন। হে পণ্ডিতগণ ! সেই নিরঞ্জন নির্মল জ্যোতির্শ্চ আত্মা একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম, মহৎ হইতেও মহত্তম, পরাৎপর, পরম পবিত্র, সনাতন, অখিল বিশ্বের কারণ এবং সৰ্ব্বভূতের অন্তর্ধামী। সেই অনাদি পুরাণ পুরুষ, অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণভেদে অবস্থিতি করত শব্দব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। পঞ্চভূতময় দেহ মধ্যো গিনি অন্তঃকরণের সহিত বিরাজ করিতেছেন, তিনিই সেই দেব পুরাণ পুরুষ পরমাত্মা। যিনি নিত্য নির্মল পরিপূর্ণ আনন্দময়; যাহার কথন বার্কক্য বা বিমাণ নাই; যিনি আকাশবৎ সৰ্ব্বব্যাপী, বাক্য ও মনের অগোচর; বিশ্বের আধার ও পরম জ্যোতির্শ্চ; যাহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর প্রাদুর্ভূত হইয়া সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস করিতেছেন; যোগিগণ হৃৎকমল মধ্যো অবিরত যাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন; তিনিই সেই অনাদি অনন্ত অজর অবিকারী মিথ্য নির্মল পরম ব্রহ্ম বলিয়া কীর্তিত হন। হে ঋষিসত্তমগণ ! এক্ষণে অশ্রুবিধ ধ্যানের বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সকল মনুষ্যের জদয় সংসারের ত্রিতাপে অশ্রুক্ষণ মল্লত, তাহাদিগের পক্ষে উহা সুধাবর্ষণতুল্য। মানবগণ জদয় মধ্যো অর্দ্ধমাত্রা-পরিমিত পরমানন্দময় অশ্রুপম নাদরূপী প্রণব-সংস্থিত নারায়ণকে নিরন্তর চিন্তা করিবে। প্রণবান্তর্গত অকারি ব্রহ্ম, উকার বিষ্ণু, মকার বুদ্ধ, অর্দ্ধমাত্রা পরমাত্মা এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই দেবতায়ই উহার মাত্রাস্বরূপ। হে বিজ্ঞগণ ! উক্ত অকারাদি বর্ণসমূহ য়ে প্রণব, উহা পরম ব্রহ্মস্বরূপ জানিবেন। শাস্ত্রে উক্ত আছে, পরমব্রহ্ম বাচ্য ও প্রণব বাচক। হে বিজ্ঞগণ ! পরমব্রহ্ম ও প্রণবের বাচ্য-বাচকতা সম্বন্ধ উপচারমাত্র। যাহারা ঐ নিত্য পরমব্রহ্মস্বরূপ প্রণব জপ করে, তাহারা সৰ্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং যাহারা অশ্রুক্ষণ জপাভ্যাস করে, তাহাদিগের

পরম মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে। অপরকালে অন্তর্যমোহে কোটিমুখ্যমমপ্রভ ব্রহ্ম-বিক-
শিবাস্ত্রক নির্মল নিভা পরম জ্যোতির্ময় ব্রহ্মকে চিত্তা করিবে কিংবা শালগ্রাম শিলা বা
প্রতিমা অথবা যে যে বস্তু পাপনাশক, তাহার চিত্তা করা কর্তব্য। হে মুনিষ্বরগণ! এই
যে আমি, আপনাদিগের সন্নিধানে বিষ্ণুবিষয়ক জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিলাম, বোগীভ্রমণ
এই জ্ঞানে অত্যাশ্রম মোক্ষপদ লাভ করেন। যাহারা একাগ্রচিৎ এই পবিত্র আখ্যান
শ্রবণ করে, তাহারাই যথিল পাপরাশি অতিক্রমপূর্বক হরিসাক্ষী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

চতুত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি ঠোঙের অঙ্গ সকল উ কীৰ্ত্তন করিলেন।
এক্ষণে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি, তদ্বিষয় প্রকাশ করুন। হে সর্গজ্ঞ! আপনি
কহিলেন, যাহারা হরির প্রতি ভক্তিমান, তাহারাষ্ট সৌগমিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন।
অতএব হে কৃপামাগর সূত! সর্বোত্তম দেবদেব জনার্দন যেরূপে প্রসন্ন হন, তাহার
উপায় বলুন। সূত কহিলেন,—হে মুনিপুঙ্গবগণ! পূর্বে কোন সময়ে সনৎকুমার, দেবর্ষি
নারদকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাহাকে যাহা কহিয়াছিলেন, আপনারা
সেই বাক্যামৃত পান করুন। হে ঋষিগণ! যদি মোক্ষপদ বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে
সেই মচ্ছিনানন্দময় দেবদেব নারায়ণের পূজা করুন। যে মানব বিষ্ণুপরায়ণ, তাহাকে
কি রিপুগণ কি গ্রহগণ, কেহই কোনরূপ ক্রোধদানে সমর্থ হয় না এবং ব্রাহ্মসংগণও
তাহাকে ভক্তি করিতে অপারক। যে ব্যক্তি দেবদেব জনার্দনের প্রতি দৃঢ় ভক্তিমান,
তাহার সর্গ প্রকার প্রেরোলাভ হইয়া থাকে; এজন্ত হরিভক্তিই সর্গপ্রেরণ। পুরুষ, যে
পদমুখে কৃষ্ণধ্বজনে গমন করে, সেই চরণধ্বজই সার্থক। যে ভূজযুগল হরিপূজায়
নিরত, তাহাই ভাগ্যশালী। যে লোচনদ্বয়, জনার্দনকে নিরীক্ষণ করিতে পারে, তাহাই
সার্থক এবং যে জিহ্বায় নিরন্তর হরিনাম উচ্চারিত হয়, সাধুগণ সেই জিহ্বাকেই
প্রকৃত জিহ্বা বলিয়া থাকেন। আমি হস্ত উত্তোলন করত ত্রিমতা পূর্বক বলিতেছি, বেদ
অপেক্ষা প্রেমা শাস্ত্র এবং কেশব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব আর কেহই নাই। পুনঃপুনঃ মতা,
হিতকর ও মারগভ বাক্য বলিতেছি, এই অসার দক্খ সংসার মাধো কেবলমাত্র হরি-
পূজাই মার। মানব, হরিভক্তিরূপ কঠোরপাথে মহামোহজনক সূদৃঢ় সংসারপাশ ছেদন
পূর্বক পরম সুখী হইয়া থাকে। যাহা ঐকান্তিক সত্য হরিধানে নিমগ্ন, তাহাই প্রকৃত
চিত্ত; যে বাক্য হরিবিষয়ক, তাহাই প্রকৃত বাক্য এবং যে কৰ্মযুগল, হরিকথাপ্রণ
রূপ মার বস্তুতে পরিপূর্ণ, তাহাই সকলের প্রশংসনীয়। হে ঋষিসমুদয়গণ! আপনারা,
নিরন্তর সেই সুরগণের পূজনীয়, আনন্দময়, আকাশমধ্যবর্তী, অবিনাশী, নির্মল দেব
কেশবকে অর্চনা করুন। তিনি কোথায় ঘাছেন এবং কি প্রকার, তাহা কোন ক্রমেই

কেহ নির্দেশ করিতে সক্ষম নহেন । হে মুনিশার্দুলগণ ! যাহারা অজিতাজ্ঞা, তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে পার না । সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের স্বরূপ কেহই বিদিত নহে । তাঁহার কোন প্রকার ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি নিখিল ইচ্ছাকার্য্য করিয়া থাকেন ; পুণ্য বা পাপ তাঁহার কিছুই নাই ; তিনি সর্বোপাধি-বিমুক্ত অনিন্দ ও নিষ্ঠুর । জ্ঞানিগণ, সেই নাম ব্রহ্মের দেবকে সুন্দর নাম নিলিপ্তভাবে অবস্থিত বলিয়া কীর্তন করেন । হে বিপ্রেশ্বরগণ ! তাঁহার-জগৎপ্রায় একই জগৎ বিজ্ঞানের জ্ঞান স্বরূপের জ্ঞানিয়া সেই জনার্দনকে সন্মান করুন । যে ব্যক্তি চিন্তা, স্তেয় ও মনোনিবৃত্তি এবং সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য পরায়ণ, জগদীশ্বর হরি, তাঁহার প্রতিষ্ট প্রমত্ত হইয়া থাকেন । যে মানব সন্তোষার্থে প্রতি দয়াবান্, বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, পিতৃমাতার শ্রদ্ধাকারী ; ভগবান্ জনার্দন তাঁহার প্রতি প্রীত হন । যাহার চিত্ত সৎকথার সহিত, যে ব্যক্তি সত্য সত্যক্য ব্যবহার করে এবং সত্যবাদী ও অহংকারবিহীন ; ভগবান্ পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন । যে মানব ব্রহ্মা, ভূতাদি কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ হইলেই তরিনাম উচ্চারণ করিয়া থাকে, ভগবান্ কেশব তাঁহার প্রতি প্রমত্ত হন । যে রমণী পতিপ্রাণা ও পতিপূজাপরায়ণা, মদকৈটভারি ভগবান্ হরি, তাঁহার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন । যে ব্যক্তি অমৃতা ও অহংকারশূন্য এবং অনুক্ষণ দেবপূজার আসক্ত, ভগবান্ কেশব তাঁহার প্রতি প্রমত্ত হন । অতএব, হে কবিগণ ! যাহার মৃত্যু অবশ্যতাবী, পৈশাচ শরীর বিদ্বাংস কর্ণধারী ; জীবন অতিচঞ্চল, ধন নৃশক্তি ও ভক্তাদির গ্রাহ এবং সম্পদ স্বরূপের জ্ঞানিয়া অহংকার পরিহার পূর্ব্বক যত্নে সেই ভগবান্ হরির পূজার নিয়ম হউন । হে মানবগণ ! তোমরা কি দেখিতেছ না যে, তোমাদিগের আয়ুর অধিকাল নিদ্রায় গত এবং ভোজনাদি কার্য্য, বালা, বার্কিকা ও বিষয়ভোগে কি পরিমাণে বৃথা প্রতিবাহিত হইতেছে ? তাই বলি, কবে আর ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ? বালা বা বার্কিকার পরিষেবার সম্ভব নাই, অতএব পৌরুষ থাকিতে অহংকারশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হও । হে মানবগণ ! সংসারগর্ভে নিমগ্ন হইয়া বৃথা সময়ক্ষেপ করিও না । পরম যাপনের নিজস্ব, মলাদি-দূষিত বাধিমন্দির এই শরীর যখন অবশ্যই অচিরস্থায়ী, তখন কিজন্ত সর্বদা স্মিতচিত্তে পাপানুষ্ঠান করিতেছে ? নানা রেশমের এই অসার সংসারে কাহাকেই বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে, ইহা অবশ্যই একদিন বিলীন হইবে । হে কবিগণ ! আমি সত্য বলিতেছি, এই শরীর অচিরস্থায়ী, একজন্ত ভগবান্ জনার্দনকেই সত্য পূজা করা বিধেয় । মানবগণের অভিমানই সর্বনাশের মূল, অতএব উহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাম-ক্রোধাদিশূন্য হইয়া অনুক্ষণ ঈশ্বরের আরাধনা করুন ; কারণ, মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ । হে মাধু সকল ! কোটি কোটি জন্মে হাবরাদি যোনিতে জন্ম পূর্ব্বক অতি কষ্টে কাহারও মনুষ্য লাভ হইয়া থাকে, তদ্বৎ মানবগণের জন্মান্তরীয় উপস্থার কলে দেবতাক্রমে জ্ঞানার্জনে ও যোগসাধনে মতি হয় । দুর্লভ মানব দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি একবারও হরিপূজা না করে, তদপেক্ষা আর অজ্ঞান মূর্খ কে আছে ? যাহারা দুর্লভ মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াও হরির অর্চনার বিমূণ হয়, সেই সকল যুগের আর বিবেকশক্তি কোথায় ? হে বিপ্রগণ ! যখন ভগবান্ হরি অজানিত হইলেই অভিমান কর প্রদান করিয়া

থাকেন, তখন কোন্ ব্যক্তি সংসারানলে মত্ত হইয়াও তাঁহাকে পূজা না করিবে ? বিমুক্তি থাকিলে রাগ-দেষ্যবিহীন চণ্ডালও মুনি ও বিদ্বগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং ব্রাহ্মণও যদি বিমুক্তিবিহীন হয়, তবে সেও চণ্ডালের অধম হইয়া থাকে । অতএব কামাদি পরিভাগ পূৰ্ব্বক অব্যয় হরির সেবার নিযুক্ত হউন ; কারণ তিনি সঙ্গমর, স্মৃতরাং তিনি সন্তুষ্ট হইলেই সমুদয় জগৎ সন্তুষ্ট হইবে । যেমন হস্তীর পদচিহ্ন মধ্যে সর্পপ্রাণীরাই পদচিহ্ন বিলীন হয়, সেইরূপ সমুদয় চরাচরই ভগবান্ বিরাডে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আকাশ যেমন এই নিখিল-চরাচর-বিশ্বব্যাপক, ভগবান্ হরিত সেইরূপ হাবরজন্মমাত্মক বিশ্ববাপী রূপে বিরাজ করিতেছেন । মানবগণের জন্মের নিমিত্তই মরণ এবং মরণের নিমিত্তই জন্ম হইয়া থাকে । ঐ জন্ম মৃত্যুই বিষম সংসার, তাহা কেবল এক হরি-সেবাতেই শান্ত হয় । ভগবান্ জনার্দিনকে দ্যাম, স্মরণ, স্তুতি বা নমস্কার করিলেই সংসারবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে ; অতএব কোন্ ব্যক্তি না তাঁহাকে পূজা করিবে ? হে বিপ্রেক্ষগণ ! গাহার নামোচ্চারণ মাত্র মহাপাতক তিরো-
 তিত এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মোক্ষপদ লাভ হইয়া থাকে, হে দ্বিজগণ ! ঐদৃশ হস্তিনাম থাকিতে যে, মানবগণ, বারংবার সংসারযন্ত্রণা ভোগ করে, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে ? উপোধনগণ ! আমি ভূয়োভূয়ঃ সত্য করিয়া বলিতেছি, মানবগণের যে পর্য্যন্ত না ইন্দ্রিয়বৈকল্য ও ব্যাধিক্লেশ উপস্থিত হয় ; যে পর্য্যন্ত না তাহারা ধর্মাচরণে অসমর্থ এবং যমকিন্দরের করতলগত হয় ; যদি মোক্ষপদের অভিলাষ থাকে, তবে তাবৎকাল হরিপূজা করা সঙ্গতোভাবে দিবে । নিখিল প্রাণীই মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র মৃত্যুর করাল কবলে পতিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে, একান্ত ধর্মার্জনে রত হওয়াই কর্তব্য । হায় কি কষ্টের বিষয় ! এই কলেবর একদিন নিঃসন্দেহ বিমষ্ট হইবে, অতএব হে বিপ্রেক্ষগণ ! সেই অবিনশ্বর ভগবানের আরাধনা করুন । আমি বাহ উত্তোলনপুঙ্গব ত্রিসত্য করত কহিতেছি, দস্তাচার পরিহার করিয়া চক্রপাণির সেবার নিযুক্ত থাকুন । হে জ্ঞানিগণ ! আমি পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিয়া বারংবার হিতবাণী বলিতেছি, সঙ্গতোভাবে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজায় মিরত হউন এবং অমুরাও অধীরতা প্রভৃতিকে পরিভাগ করুন । ক্রোধ মানবগণের মনস্তাপের মূল, সংসার-বন্ধনের হেতু এবং ধর্মক্ষয়ের সাধক ; অতএব এবংবিধ ক্রোধ পরিভাগ করিবে । জগৎপ্রহরের মূল কারণ কাম, কাম হইতে পাপের উদ্ভব এবং কামই বশঃকরকর ; একান্ত ঐদৃশ কামকে পরিভাগ করা কর্তব্য । মাংসখ্যা, অখিল দুঃখের কারণ এবং নরকের সাধন বলিয়া কথিত আছে ; একারণ, তাহা পরিভাগ করা সঙ্গতোভাবে দিবে । মমতা মানবগণের বন্ধ ও মোক্ষ উভয়েরই নিদান, অতএব পরমাশ্রিতেই উঠা স্তুত করিয়া সুখী হইবে । মানবগণের কি অদ্ভুত বীরতা ! জগদীশ্বর হরি থাকিতে মদমত্ত হইয়া, তাঁহার আরাধনায় বিমূঢ় ! সংসার-সাগরে নিমগ্ন মানবগণ, সকলের বিধানকর্তা, জগন্নাথ হরির সেবা বাস্তবিক কিপ্রকারে নিস্তার লাভ করিবে ? আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, অচ্যুত অনন্ত ও গোবিন্দ এইরূপ নামোচ্চারণে ভীত হইয়া, নিখিলব্যাধি, দূরে পলায়ন করে । বাহারা সত্য হে, নারা-
 যণ ! হে জগন্নাথ ! হে বাহুদেব ! হে জমার্দম ! এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহারা সর্বত্র

বন্দিত হইয়া থাকে । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অধিক কি কহিব ? ব্রহ্মাদিদেবগণও অদ্যাপি হরিভক্তগণের প্রভাব বিদিত হইতে পারেন নাই । দুরাত্মাদিগের কি মূৰ্খতা ! তাহারা সৰ্বদা হুংপদ্মাবহিত ভগবান্ বিমূকেও পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয় না । ঋষিগণ ! শ্রবণ করুন, আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, যাহারা ব্রহ্মাবান্, তাহাদিগের প্রতিষ্ঠে ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তিনি বান্ধব বা ঘন সম্পত্তিতে দ্রুত হন না । যাহাদিগের বিমূখে ভক্তি আছে, তাহারা জন্ম জন্ম বন্ধুবান্, ঘনাতা এবং পুত্রবান্ হইয়া থাকে । এই দেহ, পূৰ্বজন্মের পাতক হইতেই উৎপন্ন হইয়া পাপ-কণ্ঠেই রত হয়, ইহা বিবেচনা করিয়া, সতত বিমূপূজায় নিরত হউন । যাহারা হরিপূজায় নিরত, তাহাদিগের বহুল পুত্র, মিত্র, কলত্র, বন্ধু ও সম্পদ লাভ হইয়া থাকে । যাহারা ঐহিক ও পারত্রিক সৃণ-মন্তোণ বাসনা করে, তাহাদিগের 'অনুকণ' হরিপূজা করা কর্তব্য এবং পরনিন্দায় বিমুগ্ধ হওয়া বিবেশ । দেবদেব জনার্দনে যাহাদিগের ভক্তি নাই, তাহাদিগের জন্মে এবং যাহা সংপাতে বিতরিত না হয়, ঈদৃশ ঘনে পুনঃপুনঃ শিক্ । হে বিচরণ ! যাহার কলেবর, জন্ম-কেশহারী ভগবান্ হরির উদ্দেশে প্রণত না হয়, তাহা কেবল পাপের আকর জানিবেন । সংপাতে দান না করিয়া যে প্রবা রক্ষিত হয়, তাহা যে সর্পরক্ষিত মণির স্থায় অকলীণ-কর, তাহা সৰ্বলোক-বিদিত । ক্ষণভঙ্গুর মানবগণ, বিদ্বান্ অস্থায়ী ঐশ্বর্যো মত হইয়াই সংসার-পাশহারী বিবেচন হরিকে আরাধনা করিতে বিমুগ্ধ হয় । সূর ও অসূর ভেদে যুষ্টি বিপ্রকার জানিবেন ; তন্মধ্যে যাহারা হরিভক্তি-বিহীন, তাহারা অসূরী ও যাহারা হরিভক্তি-পরায়ণ, তাহারা দৈবী যুষ্টি বলিয়া প্রসিদ্ধ । হে বিপ্রেক্ষগণ ! সেই জগুই হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণ, সৰ্বশ্রেষ্ঠ ও সৰ্ব্বত্র বিখ্যাত ; কারণ হরিভক্তি জগতে অতি দুর্লভ । যাহারা অসূরী ও কামাদিশূন্য হইয়া, সতত বিপ্রগণের পরিজ্ঞানেচ্ছ ; ভগবান্ কেশব, তাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন । যাহারা সম্ভার্কজাদি দ্বারা হরির সেবা এবং সংপাতে দান করিয়া থাকে । তাহাদিগের পরম পদ লাভ হয় ; অতএব যাহারা সংসার-তাপে মত্ত, ভগবান্ হরিই তাহাদিগের পরম গতি ; অধিক কি, হারর নাম শ্রবণ মাত্রে মানবগণ পরম পদ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—ঋষিগণ ! আমি পুন্সায় দেবদেব চক্রপাণির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি, উহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে ভৎসনাং পাপরাশি প্রমত্ত হইয়া থাকে । যে যোগিগণ, যোগবলে পরম পদ ইচ্ছিয়গণকে পরাক্রম পূৰ্ব্বক অহঙ্কারশূন্য হইয়া শমস্তণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারা, জ্ঞানরূপী অব্যয় হরিকে জ্ঞানরূপে অর্চনা করেন এবং তীর্থস্থান রত দাম ও ভগ্নাদি দ্বারা যাহারা বিদ্রুত হইয়াছেন, তাহারা, সকলের বিধানকর্তা অচ্যুত হরিকে কণ্ঠযোগে অর্চনা করিয়া থাকেন । শোভ-পরায়ণ বাসনামত অসু

লোকেরাই, জগৎপতি হরির অর্চনার বিষয় হয় ; সেই সকল মুঢ় নরকীটগণ আপনাদিগকে অক্ষর ও অমর বিবেচনা করে। বৃথা-অহংকার-দূষিত মানবগণই, ক্ষণকালের স্থায় ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্য্যমতে মত্ত হইয়া সর্বমঙ্গলপ্রদ জগন্নাথ হরিকে পূজা করিতে পরাধীন হয়। যাহারা, মত্তত ভগবান্ হরির চরণকমল-সেবায় নিযুক্ত এবং সকলের প্রতি অনু-গ্রহপরায়ণ, ঈদৃশ চরিত্রানিরত শান্ত কোন কোন মানব কদাচিৎ এই ভ্রমভুলে ভ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, কায়মনোবাক্যে ভক্তিপুরঃসর হরির অর্চনা করে, তাহার সর্বলোক হইতে উত্তমোত্তম পরম স্থান লাভ হয়। পণ্ডিতগণ, এই বিষয়ে এক পুরাতন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ্য এবং অবগত করিতে পারিলেও অখিল কলুষরাশি দূরীভূত হইয়া যায়। হে বিপ্রগণ ! এইক্ষণে, যজ্ঞমালি ও সূমালী বিষয়ক সেই উপাখ্যাম অবগত করুন ; উহা অবগত করিলেও অশমেধ-যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে। পূর্বকালে রৈবতদেশে দেবমালি নামক কোন এক নাক্ষত্র বাস করিতেন। তিনি বেদ-বেদান্তের পারদর্শী, মস্তভূতে দয়াবান্ ও চরিত্রপূজাপরায়ণ ছিলেন। কিন্তু, পুত্র মিত্র ও কলতের ভরণ পোষণার্থ দ্ব্যাদ্ব্য প্রভৃতি অপণা বস্তুরও বিক্রয় এবং চণ্ডালাদি হইতেও প্রতিগ্রহ করিতেন। অধিক কি, তিনি পত্নীর বাক্যে তপোবিক্রয়, মতবিক্রয় এবং পরার্থ তীর্থ গমন করিতেও বিরত ছিলেন না। বিপ্রগণ ! এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে যজ্ঞমালি ও সূমালী নামে পরস্পর তুল্যাকৃতি পরম রূপবান্ পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে। পরে তিনি পুত্রদ্বয়ের প্রতি সাতিশর স্নেহপরবশ হইয়া তাহাদিগকে বনার্জনের বিবিধ উপায় শিক্ষা দেন। অনন্তর দেবমালি, বিবিধ উপায়ে যতপূর্বক প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়া একদা তাহার পরিমাণ জামিবার জন্ত গণনা করিতে আরম্ভ করেন। পরে কোটি কোটি সহস্র সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গণনা করিয়া স্বয়ং মনে মনে সাতিশর আনন্দিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন, “আমি ত শত শত অসং প্রতিগ্রহ, অপণা বিক্রয় এবং তপস্যাবিক্রয়াদি দ্বারা এতাবৎ ধন উপার্জন করিলাম, কিন্তু তথাপি অতিদুঃসহ ধনভূকা, অদ্যাপি শান্ত হইল না। আজও সে অসংখ্য সূক্ষ্মকতলা স্বর্ণরাশি বাহ্য করিতেছে ! অতএব হায় কি কষ্টে। ধনভূকাই সর্ব প্রকার ক্লেশের নিদান। যাহার ধনভূকা আছে, তাহার সমুদয় অভিলষিত বিষয় নিকট হইলেও পুত্রায় অপর বিষয় হরার লাভ করিবার জন্ত সাতিশর লালসা জন্মিয়া থাকে। কি আশ্চর্য্যের বিষয়, জরাগ্রস্ত ব্যক্তির কেশ দন্ত এবং চক্ষুঃ প্রভৃতি ইচ্ছিয়া সকল জীব হইলেও ধনলালসা তরুণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জরাগ্রস্তাবে আমার সমুদয় ইচ্ছিরই হীনবল হইয়াছে এবং বলও অগচ্ছত হইয়াছে, তথাপি এক ধনাশাই প্রবল দেখিতেছি। কি কষ্টে। যাহার ধনাশা আছে, সে, বুদ্ধিমান হইলেও মুঢ়মতি ; শান্তস্বভাব হইলেও ক্রোধপরায়ণ এবং বিদ্বান্ হইলেও সকলের নিকট মূর্খ হইয়া থাকে। পুরুষগণের ধনাশা অজের শত্রুরূপ, উহার প্রভাবেই বন্ধুতাদির বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, যদি চিরন্তন সুখ অভিলাষ করেন, তবে, অগ্রে ধনাশা পরিত্যাগ করিবেন। কি বল, কি ভেজ, কি মশঃ, কি বিদ্যা, কি শৌর্ধ্য, কি বৃদ্ধতা এবং কি কুলীনতা ; ধনভূকা অতি দূরায় সকলকেই বিলুপ্ত করিয়া থাকে। এক আশ্চর্য্য বিষয় উল্লিখ আছে যে, চণ্ডালও যদি আশাভিভূত মানবগণের নিকটে কিছুক্ষণও গ্রহণ করে, তাহা হইলে

সে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিক নিকৃষ্ট হয়। যাচার। ধনাশার অভিভূত, তাহাদিগের তদম
সত্তত শোকাকুল ও মহামোহে আচ্ছন্ন। তাহার। কখনই অবমানাদি দুঃখ অনুভব করিতে
পারে না। আশার ঈদৃশ দোষমতেও আমি ভজ্ঞস্ত বহুক্ৰেমে এতাবৎ অসংখ্য ধন
উপার্জন করিয়াছি। এক্ষণে বার্ত্তিকা বশতঃ আমার শরীর জীর্ণ এবং বলাও বিনষ্টে-
প্রায় হইয়াছে, সুতরাং ইহার পর মাদরে পরলোক-স্থলের জন্ত চেষ্টা পাতিয়াই বিধেয়।”
হে বিপ্রেক্ষগণ। সেই দেবমালি মনে মনে এইরূপ স্থির করত ধর্মপথে প্রবৃত্ত হইয়া তৎ-
ক্ষণাৎ সমুদয় যোপার্জিত ধন চারি অংশে বিভাগ করিয়া অর্জক হোতৃ সন্তঃ ভাগ্যায় এতৎ
পূর্নক পুত্রদ্বয়কে অপর দুইভাগ প্রদান করিলেন। অনন্তর গন্ধিত দ্বীয় পাপরাশির
শান্তির জন্ত প্রভূত দেবালয়, উদ্যান, ভাঙ্গাদি, প্রতিষ্ঠা করিয়া গঙ্গাতীরে সত্তত অন্নাদি
দান করিতে লাগিলেন। হরিভক্তিমান্ দেবমালি, এইরূপে সেই প্রচুর ধনরাশি নিঃশেষ
করিয়া তপস্কার্য নরনারায়ণের বাসভবন বদরিকাশ্রমে গমন পূর্নক সেই মহারণ্য মধ্যে
মুনিগণ-সেবিত এক আশ্রম সন্ধান করিলেন। দেখিলেন, তাহার চতুর্দিকে ফলপুষ্প-
সুশোভিত বিবিধ তরুরাজি বিরাজমান এবং শাস্ত্র-চিত্তার নিমগ্ন হরিমেবা-পরায়ণ বৃদ্ধ
মুনিগণ, পরমব্রহ্মের স্তুতিবাদে উহাকে পবিত্র করিতেছেন। পরে দেবমালি, তদ্ব্যব-
পারমব্রহ্মের স্তুতিবাদ-ানরত, তেজোময়-কলেবর, শ্যামাদি-কৃষ্ণ-সংযুক্ত, ভাগ্যদেবাদি বিধীম,
গলিত-পত্রমাত্র-ভোজী জামন্তি নামক কোন এক মুনিবরকে নিরীক্ষণ পূর্নক প্রণাম
করিলে, তিনিও আগন্তক দেবমালির যথাবিধি সংকার করিলেন। তৎকালে মুনিপুন্দ্রব
জামন্তি, নারায়ণ-বুদ্ধিতে কন্দ মূল কলাদি দ্বারা দেবমালির আতিথ্যক্রিয়া সম্পাদন
করিলে দেবমালি বিনয়াবনত-হট্টয়া কৃতান্তলিপুটে বাগ্মিপ্রবর জামন্তিকে কহিলেন,—“হে
ভগবন। আজ আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার সমুদয় পাপ বিনষ্ট হইল। হে মহাভাগ।
আমাকে জ্ঞান দান করিয়া নিস্তার করুন।” দেবমালি এইরূপ কহিলে মুনিমন্তম জামন্তি,
হাস্ত করত ঙ্গাধিত দেবমালিকে কহিলেন,—“হে বিপ্র-শর্দূল। আমি সক্ষেপে তোমার
অভিলষিত বিষয় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা শ্রবণ করিলে সংসার-পাশ বিচ্ছিন্ন
হইয়া থাকে এবং উহা দুর্দ্বিতিদিগের হূলভ। তুমি সত্তত সেই মিত্য পরম প্রভু নারায়ণ
বিষুকে স্মরণ ও ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও। কখন কাহারও প্রতি থলতা এবং পরনিন্দা
করিত না। হে মহামতে। মূর্খগণের সহ নাগ পরিহার পূর্নক সর্পিদা পরোপকারে তৎপর
এবং হরিপূজায় নিরত থাকিবে। কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য পরিভ্যাগ
পূর্নক নিখিল প্রাণীকে আত্মবৎ জ্ঞান করিবে, তাহা চাইলেই পরম শান্তিলাভে সমর্থ
হইবে। কখন কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিওনা এবং অসুখী পরনিন্দা দস্ত ও অহংকার
পরিভ্যাগ করিও। সর্কভূতে দয়া ও সাধুগণের সেবা করিবে এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক
জিজ্ঞাসিত হইলে, তাহার নিকট সত্যরূপে স্বরূত ধর্মের পরিচয় প্রদান করিবে। অন্যচার-
পর লোকদিগকে অবলোকন করিয়া যথাশক্তি উপেক্ষা করিতে বিরত থাকিবে। প্রতিদিন
অভিধিদিগকে আত্মবৎ সেবা করিবে। নিকাম চাইয়া পত্র, পুষ্প, ফল, দর্শী ও নব-পল্লব
দ্বারা জগন্নাথ নারায়ণের পূজায় নিবৃত্ত থাকিবে। দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের যথাবিধি
ভর্গন এবং অগ্নির যথোচিত পরিচর্যায় তৎপর হইবে। সমাহিতচিত্তে প্রতিদিন দেবালয়ে

সম্বার্জ্যম ও উপলোপন করিবে। সৰ্বদা জীর্ণ বা ভগ্ন দেবগৃহের সংস্কার, মার্গশোভা এবং প্রত্যাহ বিষ্ণুমন্দিরে দীপদানে প্রযুক্ত হও। সত্তত কম্ব মূল বা ফল দ্বারা এবং প্রদক্ষিণ, মমস্কার ও স্তোত্রপাঠ দ্বারা বিষ্ণুপূজা, পুরাণশ্রবণ, পুরাণপাঠ ও প্রত্যাহ বেদান্ত পাঠ করিবে। এইরূপ করিলে ভোমার অত্যাশ্রম জ্ঞানলাভ হইবে। পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, জ্ঞানোদয় হইলেই নিখিল পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে।” মহামতি দেবমালি, মুনিবর জ্ঞানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রোষিত হইয়া নিরন্তর জ্ঞানসাধক তত্ত্বৎকর্মে রত থাকায় ক্রমে তাঁহার জ্ঞানের লেশমাত্র প্রকাশ পাইল। অনন্তর একদা দেবমালি, সেই জ্ঞানলেশ-প্রভাবে, “আমি কে? আমার কর্তব্য কি? কি জন্ত আমার জন্ম হইয়াছে? আমার রূপ কি প্রকার? আমি একক না বহু?” মনে মনে এইরূপ বিচার করত যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন পুনরায় মুনিপুঙ্গব জ্ঞানন্তির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রশ্নোত্তি পূর্বক কহিলেন,—“হে গুরো! আমার অতিশয় চিত্তলম উপস্থিত হইয়াছে; আপনি ব্রহ্মবিদগণের অগ্রগণ্য, অতএব বলুন, আমি কে? আমার কর্তব্য কি এবং কি নিমিত্তই বা আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি?” তখন জ্ঞানন্তি কহিলেন,—“হে মহাত্মা! তুমি গতাই বলিয়াছ, যথার্থই ভোমার চিত্ত লম্বাক্ত হইয়াছে; দেহ চিত্ত অবিদ্যার নিলয়। সুতরাং কি প্রকারে সজ্জাব বিদিত হইবে? হে মূনে দেবমালে! তুমি যে আমার ও আমি একক, ইত্যাদি বাক্য বলিলে, উহাই ভ্রম জানিবে; কারণ অহঙ্কার মনের বর্ষ, ভাব্য বর্ষ নহে। যাহার নাম বা জাতি কিছুই নাই, আমি সেই অপরিচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর পরমাত্মার নাম কিরূপে করিব? যিনি রূপবিবর্জিত অশ্রমেয়, তাঁহার কি প্রকার রূপ কিরূপে বলিব এবং যিনি নিষ্ক্রিয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ ও অনন্ত, আমি নিত্য পরম জ্যোতিষ্ময় সেই পরমাত্মার ক্রিয়া বা জন্ম কি প্রকারে নির্দেশ করিব? সেই আজ্ঞা সনাতন পরমব্রহ্ম পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাঁহার জরা নাই, কেবলমাত্র জাম্বলেই তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি তাঁহার উপাসনা কর। তত্ত্বমসি, ত্বর্থাৎ তুমিই সেই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্যার্থজ্ঞানই মোক্ষসাধক। বিগতভাবে জ্ঞানোদয় হইলেই সমুদয় বিষ, ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।” হে মুনীশ্বরগণ! দেবমালি, জ্ঞানন্তি কর্তৃক এইরূপে প্রোষিত হইয়া আপনাতেই প্রভু অচ্যুত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার করত পরিণামে মুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমিই সেই উপাধিবিহীন স্বপ্রকাশ নিরঞ্জন ব্রহ্ম এইরূপ স্থির জ্ঞান করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হন। জ্ঞানন্তির তাদৃশ বাক্যাবসানে লৌকিক ব্যবহারার্থ দেবমালি গুরু মুনিবর জ্ঞানন্তিকে প্রণামপূর্বক ধ্যানপরায়ণ হন। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইলে মহামতি দেবমালি বারাগমীপুরীতে উপস্থিত হইয়া পরম মোক্ষপদ লাভ করেন। যে মানব, একাগ্রমনে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে নিজকর্মশাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরসুখ লাভ করিয়া থাকে।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত করিলেন,—হে মুনিমন্তমণি । যজ্ঞমালি ও সুমালী নামক দেবমালির যে পূজা-
 ধর্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাদিগের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।
 তাহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যজ্ঞমালি, পিতৃসংকীর্ণ ধন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, এক ভাগ
 কনিষ্ঠ সুমালীকে দান করিলেন । সুমালী সেই সমস্ত অর্থ—অমংগল মদ্যপান, গীতবাদ্য,
 বেষ্টাগমন এবং পরস্মীমহাসম প্রভৃতি কুকারণ্য আমন্ত হইয়া নিঃশেষিত করিল । পরে
 পিতৃসংকীর্ণ সমুদয় অর্থ নিঃশেষ হইয়াছে দেখিয়া, পরদ্রব্য অপচরণপূর্বক বেষ্টাগমন করিতে
 লাগিল । অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি সুমালীর চরিত্র-দর্শনে নিভান্ত দুঃখিত হইয়া কনিষ্ঠ
 সুমালীকে করিলেন,—“ভাই । এইরূপ অতি কর্তৃকর দুঃখীলতা অবলম্বনে প্রয়োজন কি ?
 আমিদিগের বংশে একমাত্র তুমিই দুঃখী ও পাপাচারী হইয়াছ ।” যজ্ঞমালি লাতাকে
 এইরূপে নিবারণ ও তিরস্করণ করিতে লাগিলে, সুমালী লাতাকে নিহত করিতে
 ইচ্ছুক হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্বক জ্যেষ্ঠের কেশ ধারণ করিল । মুনিবরগণ ! তৎকালে নগর-
 মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠি উঠিল । অনন্তর নগররক্ষকগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সুমালীকে বন্ধন
 করিল । তখন অলৌকিক-চরিত্র যজ্ঞমালি লাতারের বশতঃ সাত্ত্বিক দুঃখাশ্রিত হইয়া পুর-
 বাসীদিগের নিকট প্রার্থনাপূর্বক সুমালীকে বন্ধনমুক্ত করিলেন । পরে পুনরায় স্বীয়
 সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া, কনিষ্ঠকে একভাগ প্রত্যাৰ্পণপূর্বক স্বয়ং একভাগ গ্রহণ করিলেন ।
 হে মাধুগণ ! মুচমতি সুমালী, সেই ধনমদে মত্ত হইয়া, পুস্তক পান ও চণ্ডাল-পণের
 সহিত পূর্ববৎ উপভোগ করিতে লাগিল । নিম্নরূপ যেমন ফলপূর্ণ হইলেও কাকতলের
 উপভোগ্য হয়, সেইরূপ দুর্জনের সম্পত্তিও অমং লোকেরাই ভোগ করিয়া থাকে ।
 শর্করা-মিশ্রিত-দুগ্ধ পানে কপিগণের স্থায়, লাতৃদত্ত-ধনলাভে সুমালীর মত্ততা হইয়া-
 ছিল । ধীর মুচমতি সুমালী, মত্তত মদ্যপানে প্রমত্ত হইয়া, গোমাসাদি ভোজন
 করিতে লাগিল এবং ক্রমে চণ্ডাল-রমণীতে আমন্ত হওয়ায় চণ্ডালতা লাভ করিল । পরে
 বন্ধু-বান্ধবগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত ও চণ্ডাল-পত্নীর সহিত রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়া, নিরুজন
 অরণ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিল । এদিকে মুচমতি যজ্ঞমালি, মত্তত মাধু-মহাসমে নিম্পাপ
 ও ধর্ম-পরায়ণ হইয়া, অদারিতভাবে অন্নদান এবং নিতৃত্ত ভোগাদি পরিত্যাগ করিতে
 আরম্ভ করিলেন । এইরূপে মত্তা-ধর্ম নিরত্ত মহাত্মা যজ্ঞমালিরও মিথিল সম্পত্তি নিঃশেষিত
 হইল । কল্পরূক্ষের ফল যেমন সুরগণেরই ভোগ্য হয়, সঙ্কলনপণের ঐশ্বর্য্যও তদ্রূপ
 মাধুগণের ভোগ-সাধন হইয়া থাকে । মহামতি যজ্ঞমালি একতরফে ধর্মকাষার্থ সমুদয়
 ধন ব্যয়িত করিয়া, প্রতিদিন বিকুণ্ঠে বিকৃত পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । হে বিজয়গণ !
 এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, যজ্ঞমালি ও সুমালী উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া, এককালে মৃত্যু-
 মুখে পতিত হইল । তখন ভগবান্ হরি, হরিপুঞ্জ-পরায়ণ মহাত্মা যজ্ঞমালির নিমিত্ত
 শত শত উত্তম উত্তম বিমান প্রেরণ করিলেন । অনন্তর মহামতি যজ্ঞমালি তেতোময়
 শরীর-ধারণপূর্বক বিচিত্র আভরণ ও কোমল তুলসী-মাল্যে ভূষিত হইয়া, দিব্যবিমানে

আরোহণ করিলে, কামধেনু সকল সেই বিমান চালিত করিতে লাগিল। তৎকালে সুরগণ তাঁহার সর্জন, যুগ্মগণ সৃষ্টিবাদ, গন্ধৰ্বগণ স্বপ্নগান এবং অঙ্গরা সকল পরিচর্যা করিতে আরম্ভ করিল। যজ্ঞমালি, এইরূপে বৈকুণ্ঠধামে ত্রিভুতাবে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে নিজ কনিষ্ঠকে দেখিলেন;—সে প্রোতদেহ ধারণ করত স্তম্ভাচার্য নিত্যন্ত কামরূপী এবং যমদ্বন্দ্বিতার কারণে ভীড়নায় বাধিত হইয়া, উত্তমতঃ ধ্যানিত হইতেছে, অস্বাভাবিক কণ্ঠের কণ্ঠা বিলাপ করিতেছে, চীৎকার করিতেছে এবং কখন বা গোদন করিতে করিতে গমন করিতেছে। উদ্বিগ্ন যজ্ঞমালি, মিতান্ত্র দয়া-পরবশ হইয়া, কৃতাজ্ঞানিশ্রুতি হরি-দূতগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ কোন্ ব্যক্তিকে সম্বন্ধ-বেরা তাড়না করিতেছে?” তখন হরি-দূতগণ সেই মহাতেতা যজ্ঞমালিকে বলিলেন,—“এ ব্যক্তি তোমারই পাপাশ্রয়ী—সুমানী।” যজ্ঞমালি বিস্ময়ান্বিতের বাক্যশ্রবণে নিত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এ ব্যক্তি কি প্রকারে মক্খিত পাপ-রাশি হইতে মুক্ত হইতে পারে? সম্বতস্র মনঃসংগে কহিয়া থাকেন, যাহার সহিত মন্তপাদ গমন করা যায়, সে বন্ধু হয়, সুতরাং আপনারা আমার অবাচিত-লব্ধ বন্ধু হইয়াছেন; অতএব তরায় তাঁহার মুক্তির উপায় বলুন।” যজ্ঞমালির বাক্যশ্রবণে কোন এক বিকূদূত, কৃপাপরবশ হইয়া ঐশ্বর্য-সহকারে ত্রিপ্রিয় যজ্ঞমালিকে কহিলেন,—“হে নারায়ণ-পরায়ণ মহাভাগ যজ্ঞমাণে! উহার মুক্তির উপায় বলিতেছি, অবণ কর। তুমি পূৰ্ব্বে কখন কোন সুমহৎ কৰ্ম্ম করিয়াছ, তাহা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি, হিরচিত্তে অবণ কর। তুমি পূৰ্ব্বে কখন বিষ্ণুর নামে কোন এক বৈষ্ণু ছিলে। তৎকালে তোমা দ্বারা অগণিত মহাপাতক সকল লঙ্ঘিত হয়; অধিক কি, স্বকৰ্ম্মানুষ্ঠানে তোমার ইচ্ছা পর্যন্ত ছিল না এবং পিতামাতাকেও পরিভ্যাগ করিয়াছিলে। একদা বন্ধুগণ তোমাকে পরিভ্যাগ করিলে, তুমি ক্ষুধানলে সন্তপ্ত হইয়া শোকব্রিষ্টহৃদয়ে কোন এক বিকুমন্দিরে প্রবেশপূৰ্ব্বক বৃষ্টিসমুদ্ভূত চরণ-লগ্ন কর্দম মার্জিত করিবার বাগনার উষ্ম ঘর্ষণ করাতেই বিকুণ্ঠ-উপলেকনের ফল হয়। তুমি সেই দ্বিভুত উপবাসী থাকিয়া সেই দেবালয় মধ্যে অবস্থান করত সর্পদষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ হও। তুমি সেই বিকুণ্ঠের উপলেকন-পুণ্য-প্রভাবেই বিষ্ণুকুলে জন্ম এবং অচলা হরিভক্ত লাভ করিয়াছিলে; এক্ষণে শতকোটি কল্প হরিসমিধান্নে অবস্থানপূৰ্ব্বক বিষ্ণুলোকেই পরম জ্ঞানলাভ করিয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইবে। হে মহামতে! তুমি যে পাতকিগণের নিজ অনুজকে পাপমুক্ত করিতে বাসনা করিতেছ, তাহার উপায় বলিতেছি, অবণ কর। হে মহাভাগ! গোচর্যমাত্র পদ্মিত ভূমি উপলেকনের পুণ্য দান করিয়া তুমি স্বীয় ভাতাকে নিস্তার কর, তাহাতে পরম মুক্তি হইবে।” হে মুনিবরগণ! মহামতি যজ্ঞমালি এইরূপ অভিহিত হইয়া দেবদূতের বচনানুসারে পুণ্যফল দান করায়, সুমানীর পাপজাল বিচ্ছিন্ন হইল এবং সমদত্তগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন করিল। অনন্তর সর্বভোগসমগ্ৰিত বিমান আশ্রিত হইয়া সেই ভাণ্ডে আরোহণপূৰ্ব্বক দেবতার শ্রাদ্ধ আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। তৎকালে সেই উত্তম ভাতা সুরেন্দ্রকর্তৃক সমকৃত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মালিন্দনপূৰ্ব্বক পরম শ্রীতি প্রাপ্ত হইল। সেই সময়ে মহর্ষি সকল যজ্ঞমালি ও সুমানীকে

স্বপ্ন করিতে লাগিলেন এবং গুরুদেবের তাঁহাদিগের গুণমালায় অস্থিত হইল । ৫২ বিজয়মণ্ডপ
মন্ডল । তাঁহারা এইরূপে বৈকুণ্ঠ গমনপূর্বক হরিনামোচ্চারণে প্রাপ্ত হইলেন । অতঃপর
মহামতি সন্তোষালি তথায় বহুকাল দিব্যভোগ উদভোগপূর্বক পরিণামে জ্ঞানলাভ
করিয়া মুক্ত হইলেন এবং মহাজ্ঞানশালী হু-কৌ অমৃতযুগ বিষ্ণুলোকে অবস্থিতি করিয়া
পুনরায় পৃথিবীতে বিষ্ণু লাভ করিলেন । অনন্তর মতান্তর হরিপূজা ও হরিনাম-পরায়ণ
হইয়া মুক্তিপ্রাপ্তি-বাসনায় বিবিধ যোগসমুদয়াদি বর্জ্য কার্যে অস্থানপূর্বক একদা
হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে জাহ্নবী-তটে গমন করিলেন এবং তথায় অবদানপূর্বক
ভগবান্ বিবেকহরিকে অর্চনা করিয়া যোগিগণের ভূলাভ পরম দান প্রাপ্ত হইলেন ।
হে মুনীশ্বরগণ ! আপনাদিগের মিকট বিষ্ণুভক্তি-উদ্বলপন মাঠের মাঠায়া বান
করিলাম, অতএব সর্বপ্রযত্নে জনানন্দকে অর্চনা করুন । বিশ্রাম । যাহারা নারায়ণের
শরণাগত হইতে পারে, তাহাদিগকে নরক দর্শন করিতে হয় না, এতদ্ব্যতীত সর্বতোভাবে
জগৎপতি জনার্দনের পূজা করা কর্তব্য । যে সকল মানব, অমিচ্ছামতেও একবার
মাত্র ভগবান্ হরিকে অর্চনা করে, তাহাদিগকে কোনকালে ভববন্ধনে পতিত হইতে
হয় না । হে বিশেষজ্ঞগণ ! যে ব্যক্তি হরিপূজানিহিত মানবভগ্নকে হরিজ্ঞানে পূজা করে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহাকে পূজা করিয়া থাকেন । যাহারা হরিপূজা পরায়ণ, তাহাদিগের
সঙ্গিগণের সম্মুখাভে মহাপাতক ও অশিল পাপপুণ্য হইতে মুক্ত হয় । অশেষবিধ পাপা-
চারীরাও হরিপূজায় ও হরিনামসংকীর্ণনে আনন্তরিত্য ভক্তগণের শুশ্রূষা করিলে পরম
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

সূত্র কহিলেন,— হে বিশেষজ্ঞগণ ! পুনরায় লক্ষীপতির মাঠায়া ভ্রমণ করুন ; তাঁর-
কথামুত-অবগে কাহার না ভীতি জন্মিয়া থাকে ? বিদ্যার্জি মমতাবলচিত্ত নরগণের এক-
মাত্র হরিনামই নরকপাপনাশক । যে ব্যক্তি বর্জ্যপাশবানী হরিকে একবারও প্রণাম করে
না, সে শবতুল্য ; তাহার সহিত কদাচ আশ্রয় করিবে না । যে গৃহে হরিপূজা হয় না,
তাঁহা প্রশানোপম ; তাহাতে প্রবেশ অকর্তব্য । হরিপূজা-পরায়ণ ও গো ব্রাহ্মণ-বেদবেদী
মমুখ্য ব্রাহ্মস মধো গয়া । ব্রাহ্মণের প্রতি ঘেব- ব্রাহ্মণ যে কোন ব্যক্তি, যদি ভগবান্
গোবিন্দের পূজা করে, তাঁহা হইলে তৎকৃত সেই পূজা বিফল হইবে । হে মহাজ্ঞানগণ,
যাহারা অন্নের শুভভক্ষের নিমিত্ত তাঁহার পূজা করে, তাহাদিগের সেই পূজা অচিরে
তাঁহাদিগকেই নষ্ট করিয়া থাকে । হরিপূজায় রত হইয়া পাপ আচরণ করিলে তাঁহাকে
ভক্তদর্শীরা বিষ্ণুদেবী বলিয়া থাকেন । বিষ্ণুভক্ত, শান্ত, লোকান্তর-পরায়ণ, সর্বভূতের
প্রতি দয়াপূর্ণ ব্যক্তি সাক্ষাৎ বিষ্ণু বলিয়া কীৰ্ত্তিত হন । কোটিজন্মার্জিত পুণ্যবলে বিষ্ণু-
ভক্তি জন্মিয়া থাকে ; তাহাদিগের সেই বিষ্ণুভক্তি অচলা, তাহাদিগের পাপমতি কেন

হইবে ? হরিপূজারত ব্যক্তিদিগের কোটিজন্মে অর্জিত পাপ কণমধ্যে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়,—
 তাহাদিগের আবার পাপিবুদ্ধির সম্ভাবনা কি ? যাহারা হরিভক্তিহীন, তাহারা চণ্ডাল,
 আর যদি চণ্ডালও হরিভক্তিপরাণ হয়, তবে সে পূজ্য। বিষয়াক্ষ মনুষ্যাগণের অশেষ
 দুঃখ মোচন ও ভক্তি মুক্তি প্রদান করিতে হরিসেবাই বিখ্যাত। লোভ, মোহ, অজ্ঞান ও
 সন্দেহ বশতঃ বিষ্ণুর উপাসনা যে করে, সে ব্যক্তিও অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। কণামাত্র হরি-
 চরণামৃত যে ধারণ করে, তাহার সর্বত্রার্থে প্রাপ্তি হয় এবং সে বিষ্ণুর অতি প্রিয়পাত্র
 হয়। শুভ হরিচরণামৃত অকালমৃত্যু-শাস্তি, সর্বব্যাপি মাশ ও সর্বদুঃখ দূর করে। যে
 মহাশয়গণ জ্যোতির পরম জ্যোতি নারায়ণের শরণাগত, মুক্তি তাহাদিগের নিত্যমহত্মী।
 সূত কহিলেন,—পূর্বকালে সত যুগে কণিক নামে এক ব্যাধ ছিল। সে পরদার ও
 পরম্ব অপহরণ, পরনিন্দা এবং প্রাণিনীড়নে সতত উদ্যত ছিল। শতসহস্র গো-ব্রাহ্মণ
 হত্যা করিয়াছিল। দেবস্বহরণ তাহার নিত্যকর্ম ছিল। সে এত মহৎ পাপ করিয়াছিল
 যে, তাহার সংখ্যা কোটি কোটি বৎসরেও করিতে পারা যায় না। একদা মহাপাপিষ্ঠ
 কৃতান্ততুলা সেই ব্যাধ স্বচ্ছতোয় সরোবর, বিপণিমালা ও ভূষিত নারীগণে অলঙ্কৃত,
 সর্বসমৃদ্ধিশালী ও অমরাবতীনিভ দৌবীরনগরে গমন করিল। সেই নগরের উপবন মধ্যে
 হেমকলমে আচ্ছাদিত রমণীয় বিষ্ণুমন্দির দর্শনে ব্যাধ আনন্দিত হইল। অর্থলোলুপ ব্যাধ
 ‘বহু সুবর্ণ হরণ করিব’ এই নিশ্চয় করিয়া সেই মন্দিরে গমন করিল। তথায় ভক্তজ্ঞানী
 শাস্ত্র নিঃস্পৃহ দয়ালু ধ্যানমগ্ন বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ তপোনিবিধিভিজবর উতককে একাকী
 দেবীয়া তাহাকে চৌর্য্যের অন্তরায় ভাবিয়া, ভগবানের ত্রবারাশি লইবার মানসে নিশা-
 যোগে বস্ত্রাধারণ পুষ্পক বক্ষঃস্থলে পাদাঙ্কমণ ও পাণি নারা কেশপ্রতল করিয়া তথ্যে
 উদ্যত হইল। উত্তম তাহা দেখিয়া বলিলেন,—“হে মাধো! এই নিরপরাধকে কেন
 বৃথা বধ করিবে? হে ব্যাধ! আমি তোমার কি অপরাধ কা যাছি, বল? লোকে
 যে অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাই শাসন করে। হে সৌম্য! সজ্জনেরাও পানীকে
 অকারণে বিনাশ করেন না। বিরোধী মূর্খেও গুণ অবাঞ্ছিত দেখিলে শাস্ত্রচিহ্ন সজ্জনেরা
 প্রতিকূলতাচরণ করেন না। যে ব্যক্তি নানারূপে উৎপীড়িত হইলেও ক্ষমা করে, তাহাকে
 উত্তম মনুষ্য ও বিষ্ণুর প্রিয়পাত্র বলিয়া থাকে। পরহিতৈষী সৃজন বিমাশকালেও বৈর
 আচরণ করে না; চন্দনরক্ষ ছেদন সময়ে কুঠারের মুখ সুবাসিত করিয়া দেয়। বিধি
 কি আশ্রয়্য বলবান্। লোককে বিবিধপ্রকারে পীড়া দিয়া থাকেন। সর্বসমৃদ্ধ হইলেও
 দুরাত্ম্যর কাছে পীড়ন পাইতে হয়। জগতে দুর্জনেরা অকারণে লোককে কষ্ট দিয়া
 থাকে; ভগ্নাথো সাধুজনকেই কষ্ট দেয়, সমান ব্যক্তিকে কোনমতেই দিতে পারে না।
 ভূগ-জল-মন্তোষ-বৃষ্টি মৃগ-মীন-সজ্জনের ব্যাধ-বীষ-দুর্জনেরা অকারণ বৈরী হয়।
 যারা কি বলবতী! অধিল জগৎকে মুগ্ধ করিয়া আছে, আর দারাপত্য-মিত্রের
 জন্ত সকল দুঃখে নিক্রিষ্ট করিতেছে। দেখ, যাহারা পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া ভাৰ্য্যা
 পোষণ করিয়াছে, পরিণামে সেই সমস্ত ভ্যাগ করিয়া, তাহাদিগের একাকী ঘাইতে
 হইবে। আমার মাতা, আমার পিতা, আমার ভাৰ্য্যা, আমার পুত্র ও আমার এই সমস্ত—
 এই সমস্তাই জগৎগণের সর্বদা ক্লেশ বিধান করিয়া থাকে। ইহকালে ও পরকালে

পাপ ও পুণ্যই সঙ্গে থাকে, অপর কেহ থাকে না, যাবৎ অর্জুন, বক্রগণ তাবৎকাল থাকে। বর্ষাশ্রম্যতঃ প্রযা উপার্জম করিয়া যে ব্যক্তি যাহা দগকে পোষণ করিয়াছে, মরণকালে তাহাকে অগ্নিমুখে আহুতি দিয়া, তাহারি বৃত্তার ভোজন করে। পরলোক গমনকালে বর্ষাশ্রম্য তাহার সঙ্গে থাকে; ধন, পুত্র ও বান্ধব কিছুই সঙ্গে যায় না। পাপাচারী মনুষ্যের কামনা কেবল বাড়িতে থাকে, তৎপরে বনাদি উপার্জনে ইথা ক্রেশের উৎপত্তি হয়। যাহা হইবার, তাহা হইবেই, অজ্ঞলোকে ইথা জানেন না। কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত, তাহাই সংক্ষেপে বলিতেছি,—‘ভবিষ্যতা অপরিহার্য, কিছু লোকে তাহা বুঝে না।’ যাহা হইবার, তাহা হইবেই ও যাহা হইবার নহে, তাহা হইবে না, এই জ্ঞান যাহাদিগের অচল, তাহারি কদাচ চিন্তায় কষ্টে পায় না। এই জ্ঞান জন্মমায়িক জগৎ দৈবের অধীন, অতএব দৈব ভিন্ন কেহই জন্ম মৃত্যু জানিতে পারে না। যে কোন স্থানে থাকুক না কেন, যাহা ভবিষ্য, তাহা নিশ্চিত হইবে; কিন্তু লোকে তাহা বুঝিতে না পারায় ইথা আশ্রয় করিয়া থাকে। উঃ! মমতা কলুষে তা মনুষ্যের কি কষ্ট! সে মহাপাপ করিয়াও বহুপুণ্যক উপরকে পোষণ করে, আর উপার্জিত ধন ব্যয় করে তাহার সমান ভোগ করে, কিন্তু পরিণামে সে একাকীই পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে।’ উক্তমুনি এইরূপ বলিলে পর কপিক ভয়াবহভাৱে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, কুতাজলিগুটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা আর্থনা করিল এবং ভদ্রায় গামর্গপ্রভাৱে ও ভগবান্ হরির মান্নিষা মিস্রাণ হইয়া অনুতাপ করত এ কথা বলিল,—‘হে ঐশো! আপনায় দর্শনে আমার সমস্ত মহাপাপ বিমল হইয়াছে। আমি অতি পাপমতি নিতাই মহাপাপ করিয়াছি। আমার নিকৃতি কিরূপে হইবে? আমি কানার শরণ লইব; পূর্কটযার্জিত পাপে ব্যাধ হইয়াছি, এই চন্দ্রক রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; আমার কি গতি হইবে? হায়! অচিরেই আমার আয়ুঃক্ষয় হইবে। আমি অনেক পাপ করিয়াছি, তাহার কিক্রিয়াত্র ও প্রতিকার করি নাই, আমার কি দশা হইবে? হইবে কি হইবে? হায়! বিবি আমাকে পাপশতাহুল ও পৃথিবীর ভাঃ-স্বকণ করিয়া কেমন প্রকণ বসিলেন? আমি কত জন্ম আর নিষ্ঠুরাচারে পাপের ফল ভোগ করিল?’ এইরূপে তখন বীণ নিজে নিজে আত্মনিন্দা করিয়া, অন্তস্তানে তৎক্ষণাৎ পদে প্রাণ ত্যজিল। বীণমতি দয়াবু উক্তক ব্যাধকে পতিত দেখিয়া বিহু পাদোদক পেচন করিলেন। পাপ ও সেই পাদোদক স্পর্শমাত্র পানমুক্ত হইল এবং দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া মুনিকে বলিল,—‘হে সুরত মুনিশ্রেষ্ঠ উত্তম! আপনি আমার গুরু; আপনার প্রমাদে মহাপাতক-বন্ধন হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। হে মুনিপুত্রব! আপনার উপদেশ অবগে আমার অনুতাপ জন্মিয়াছিল, তাচাতেই সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। আপনি যে আমার সঙ্গে চরিত্রগাম্যত সৈচন করিয়াছিলেন, তাহারই কলে বিহুর পরম ধামে চলিয়াছি। হে সুরত! আপনার সদৃশ গুরু প্রাপ্ত হইয়া, আমি কৃতার্থ হইলাম। আপনাকে নমস্কার। হে দিব্য! অপরাধ সকল মাৰ্জনা করিবেন।’ এই কথা বলিয়া, সে মুনিশ্রেষ্ঠের উপর দিব্য পুষ্প বর্ষণ করিল ও তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিল। তৎপরে বিমানে আরোহণে সর্গকাম-সমবিত্ত অঙ্গরোগণাকর্গ বিহুলোকে গমন করিল। ইথা দেখিয়া

ভগোনিধি উত্তম বিখ্যাত হইয়া মন্তকে অঞ্জলিপঙ্কনপূরক ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই স্তবে মহাবিশ্ব প্রদত্ত হইয়া, তাঁহাকে বরদান করিলেন। সেই বরে উত্তম মুমিও পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহাভাগ ! উত্তমকৃত সেই স্তোত্র কি, ভগবান্ কিপ্রকারে কৃত হইলেন, আর পূণ্যবান্ পুরুষ উত্তম কি বর লাভ করিয়াছিলেন—বলুন। শ্রুত করিলেন,—হরিদ্যান-পরায়ণ বিজয়র উত্তম হরিপূজার প্রভাব দেখিয়া ভক্তিপূরক স্তব করিতে লাগিলেন,—“হে নারায়ণ ! তুমি আদিদেব, জগতের আশ্রয় ও প্রলয়ের কারণ। তুমি শান্তি-চক্র-অগ্নি-পদ্মধারী মহান্; তোমার যে আশ্রয় করে, প্রদত্ত হইয়া তুমি তাহার যত্ন দূর কর,—তোমার নমস্কার। বিবিধ যাহার নাভিকমল হইতে উৎপন্ন, যিনি লোকনন্দিত্বের সৃষ্টিকর্তা, যাহার কোবে ক্রুদ্ধ উৎপন্ন হইয়া, এই বিশ্বের সংহার করেন, সেই আদিনাথকে প্রণাম। তুমি পদ্মাপতি, পদ্মশাশলোচন; তুমি বিচিহ্নবীৰ্য্য, অখিলে। একমাত্র কারণ; তুমি বেনাত্তবেদা পুরাণ পুরুষ; তুমি ভেজোদাম বিষ্ণু; তোমার পদে প্রণাম। তুমি সর্বগত আত্মা তুমি অচ্যুত, তুমি জ্ঞান অবচ জ্ঞানীদিগের শ্রেষ্ঠ, তুমি কল্পানিধি পরমাত্মা। তুমি প্রপন্নজনের আর্তিহারী,—এই অবমজনের বরদাতা হও। হে জগদীশ ! স্থলসূক্ষ্মাদি ভেদে জগতের যে বিস্তার হইয়াছে,—হে সারাসার ! সেই সমস্তই তুমি;—হে পরাংপর ! তোমা ভিন্ন আর কিছুই নাই। জাতিভেদহীন, মায়াবিহীন, মিরঞ্জন, নির্মল, অমেয়, অগোচর যে তোমার পরমাত্মসংজ্ঞক সূক্ষ্মরূপ, তাহা মাধুজনের দর্শন করিয়া থাকেন। হে সর্কেশ্বর ! সূর্য এক হইলেও ত্রিখিত ভূষণসমূহ যেমন উপাধিভেদে ভিন্ন, সেইরূপ অখিলরূপী তুমি এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃশ্যমান হও। হে মারাপুরুষ ! তোমার মায়ায় চিত্ত মোহিত থাকায়, যাহাদিগের আজ্ঞা দর্শন হয় না, তাহারা আবার তোমার কৃপায় মায়া বিগত হইলে সর্কেশ্বররূপী তোমায় আত্মরূপে দর্শন করিতে পার। মিত্রগণ, পরমাত্মস্বরূপ, মায়াভীত, অগ্র, অবিদ্যাবিশুদ্ধসংজ্ঞক অনুগত পংম জ্যোতিকে আমি প্রণাম করি। যাহা হইতে এই সমস্ত প্রপন্ন উৎপন্ন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, যাহা হইতে চৈতন্যলাভ করে ও যাহার স্বরূপ, তাহাকে নমস্কার। যিনি অপ্রমেয়, জগতের আধার হইলেও স্বয়ং মিরাবার, পরমানন্দ ও চিত্রপ, সেই বাসুদেবকে নমস্কার করি। যিনি হৃদয়-কন্দঃবাসী, যোগিগণ সেবা, যোগের সিদান-ভূত প্রণবের অধিদেব,—তাঁহাকে প্রণাম। যিনি নাদস্বরূপ, মাদের বীজ, প্রবৃত্ত ও প্রবৃত্তরূপী,—সেই সচ্চিদানন্দরূপী চক্রপাণিকে বন্দনা করি। যিনি অক্ষর, জগতের সাক্ষী, মিরঞ্জন ও অবাঞ্ছনসমগোচর, সেই অমল্যধা বিশ্বরূপকে নমস্কার। ইন্দির, মন, বুদ্ধি, দৃষ্টি, ভেজ, বল, বৃতি, ক্রোধ ও ক্রোধজ্ঞ, এই সমস্ত যাহার স্বরূপ,—যে জগৎপাণিকে

পতিভেরা বিদ্যা ও অবিদ্যাস্বরূপ, পরাৎপর এবং পরাৎপরতর বলিয়া থাকেন,—
 যিনি অনাদিনিধন, শাস্ত্র, সৰ্ববিধাতা ও অচ্যুত,—যাহার শরণাগত হইলে মুক্তি
 অবশ্যসাধিনী এবং যিনি বরেণ্য, বহুদ, পুরাণ, সনাতন ও সৰ্বগত, তাঁহাকে প্রণাম,
 ভূয়ো প্রণাম, ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম । যাহার পাদজল ভবরোপের বৈদ্যাস্বরূপ, যাহার পদরজ
 বিমুক্তির কারণ, যাহার নাম হৃদয়-নিবারণের উপায়,—সেই অপরিমেয় পুরুষকে ভজনা
 করি । যিনি সঙ্গপ হইলেও অসঙ্গপ ও সদম উভয়রূপ,—যিনি অদায়, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ
 ও তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ,—সেই বিলক্ষণ পুরুষকে ভজনা করি । যিনি অপ্রকাশ, অনির্দেশ্য,
 মহতের মহত্তর, নিরাকার, পূর্ণ, আকাশমধ্যগ, বিদ্যা ও অবিদ্যা-অতীত, জগদ্রবাকী, অণু
 হইতে অণুতর, অজ, সৰ্বোপাধিশূন্য, নিত্য, সনাতন ও পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণরূপ ; সেই
 বিষ্ণুসংজ্ঞক তেজের শরণাগত হইলাম । কৰ্ম্মীরা যাহার ভজনা করেন, যোগীরা যাহাকে
 দর্শন করেন, সেই পূজা হইতে পূজাতর শান্ত শরণা প্রভুকে নমস্কার করি । পতিভেরা
 যাহার দর্শন পান না, যিনি সৰ্বব্যাপী, সকল হইতে অধিক, নিত্য ও অব্যয়,—অন্তঃকরণ-
 সংযোগে যাহাকে জীব ও অবিদ্যা কার্য্য রহিত হইলে পরমাত্মা কহে, যিনি সঙ্গাত্মক,
 সৰ্বকারণ ও সৰ্বকৰ্ম্ম-কলদাতা, সেই বরেণ্য অজর পরাৎপরকে প্রণাম করি । সৰ্বজ্ঞ
 সৰ্বগত মহান্ বেদান্তগোচর বেদজবর বাগ্মনোত্তীত অনন্তশক্তি সেই জ্ঞানৈক-বেদা
 পুরুষের ভজনা করি । যিনি ইন্দ্র, বহু, ষম, বরুণ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ঈশ প্রভৃতি
 দেবগণ দ্বারা লোকপালন করিতেছেন, সেই পূর্ণরূপী ভগবানের শরণ লইলাম । যাহার
 বাহ, নেত্র, মস্তক ও পদ নহে,—যিনি সমস্ত বস্তুস্বরূপ, আদ্য, পরিপূর্ণ ও অতীষ্টদাতা,—
 যিনি কাল, কালবিভাগের কারণ, স্তব্ধাভীত, জগদ্রিয় ও সত্ত্বগ,—যাহাকে সংজ্ঞাতীত,
 অতীন্দ্রিয় ও বিতৃক কহে,—যিনি মনোময়, আত্মময়, প্রাণময় ও অবাক্ষয়,—যাহাকে
 জ্ঞানবিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সেই নিরীহ মনোভীত পুরুষের আশ্রয় লইলাম ।
 সাক্ষাৎ পদ্মধোনি প্রভৃতি দেবগণ যাহার রূপ, বল, প্রভাব, কৰ্ম্ম ও পরিমাণ জানিতে
 অক্ষম,—সেই নিত্য আত্মরূপকে কিরূপে স্তুব করিব ? অতএব তে বিদ্যো ! সঙ্গীত-সমুদ্রে
 পতিত, মোহাকুল, শত কামনার আবদ্ধ, বিজ্ঞানভেদে জ্ঞানমতি এই জড় ব্যক্তিকে
 পরিজ্ঞান করুন ; আপনাকে সদা নমস্কার । হে বিদ্যো ! লজ্জাবিহীন নির্দয় পরজবা-
 পরামণ, মমত্বনাশে আকৃষ্ট, অকিঞ্চন এই জনকে পরিজ্ঞান করুন । হে কৃপারিণী ! আপনার
 পুনঃপুনঃ শরণ লইতেছি ; আপনি কৃপা করিয়া এই পাপরত কৃতর অনতি শোকার্ত
 পিশুন অকীৰ্ত্তিতাকু ভয়াকুল ব্যক্তিকে পরিজ্ঞান করুন ।” এইরূপ স্তুবে ভগবান্ কামদাপতি
 প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন । তখন দ্বিজবর উভয় হস্তমীপুঙ্গাবন,
 কিরীট কুণ্ডল-হার-কেশবোঁটী শ্রীবংশ-কৌস্তভগণ, তেজঃস্ফোপবীতী, কুলপদ্মকনকমুণ্ড,
 নামাগ্রস্তম্ভ মুক্তার আভাষ বিস্তারিত দেহপ্রভাশালী, বনমালাবিভূষিত, তুলসাদলা-
 র্কিত-চরণ, কিকিণীপুপাদিশোভিত, গীতাবধারী ভগবান্ গুরুদ্বন্দ্বকে সাক্ষাৎ দর্শন
 করিয়া ক্রিত্তিতে নতবৎ প্রণাম করিলেন এবং মানন্দ-বাঞ্ছা ভগবানের চরণদ্বয়
 স্পর্শিত করিয়া, একান্ত্রিতে ‘মুরারে রক্ষা কর, রক্ষা কর’ এই কথা বলিলেন ।
 তখন কৃপামিকু ভগবান্ হরি, তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন ও বলিলেন,—

“হে বৎস ! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; অতএব তা গ্রহণ কর।” উত্তর তখন দেবদেব চক্ৰপাণির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করত বলিলেন,—“হে প্রভো ! কেন মোহজাল বিস্তার করিতেছেন? আমরা অল্প বয়সে প্রয়োজন নাই; কেবল ক্রম-ক্রমান্বয়ে আপনার প্রতি অটল অটল ভক্তি থাকে,—রাক্ষস, পিশাচ, মনুষ্য, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ বা কীট—সে-সে ধোনিতে আমি ক্রম-গ্রহণ করি না কেন, হে কেশব ! যেম আপনার প্রতি অটল অটল ভক্তি থাকে—প্রসন্ন হইয়া এই বয়সে প্রদান করুন।” দেবদেবও “তপাশ্ব” বলিয়া তাঁহাকে শরণার্থী দ্বারা স্পর্শ করত যোগিসিন্ধেরও দুর্লভ দিব্যজ্ঞান প্রদান করিলেন। পরে বিশেষ উত্তর পুনরায় লব করিলে, ভগবান্ সন্মিতমুখে তবীর মস্তকে হস্ত দিয়া এই কথা বলিলেন যে,—“হে বিশেষজ্ঞ ! ক্রিয়াযোগ দ্বারা সदा আমার আরাধনা কর, তাহা হইলে মুক্ত হইয়া নৈকট্যনামে গমন করিবে। আর তোমার কৃত এই লব যে ব্যক্তি পাঠ করিবে, সে পূর্ণ-মনোরথ হইয়া, মুক্তির ভাজন হইবে।” এই কথা বলিয়া ভগবান্ মাধব কল্যায় স্বত্বাধীন হইলেন, উত্তরও ‘ভগবানের আদেশ মত কার্য্য করিয়া, নৈকট্যনামে গমন করিলেন। অতএব ভগবান্ জনার্দনের প্রতি ভক্তি সঙ্গী কর্তব্য। সঙ্গকাম-প্রাণিনী চিভক্তিই সঙ্গশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। হে বিশেষজ্ঞ ! যেবে গুরুত্বপূর্ণ পূজা করুন,—তাঁহাকে পূজা, প্রণাম বা অরুণ করিলে, তিনি যোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ভক্তি-মহাকাণ্ডে অনন্ত অনাবাহিত দেব নারায়ণের পূজা করিবে। যে ব্যক্তি সমাহিত-চিত্তে এই অধ্যায় পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সঙ্গীপায়ুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করে।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

ষট্টিংশ অধ্যায় ।

স্বত্ব করিলেন,—হে বিশেষজ্ঞ ! সর্গপাপহর নারদ-কথিত ভগবানের পূণ্য মাহাত্ম্য পুনরায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ইতিকথার কি আশ্চর্য্য মহিমা ! জগতে ইহা শ্রোতা, পূজা বিশেষতঃ তত্ত্বজ্ঞানের পাপ নষ্ট করে ও পূণ্য প্রদান করে। যাহারা চরিত্ত-সমাস্বাদে আনন্দিত, তাঁহাদিগকে আমি প্রণাম করি; যেহেতু তাঁহাদিগের সঙ্গ মুক্তির কারণ। যাহারা চরিত্ত বা চরিত্যম-পরায়ণ,—তর্কিত বা সূত্রিত হউন বা তেন,—তাঁহাদিগকে আমি নিন্দা প্রণাম করি। হে মুনিপুঙ্গবগণ ! যে ব্যক্তি সংসার-সাগর-তরণে হাঁটা করে, সেই ব্যক্তি সেই পরমাত্মার ভজনা করিবে,—কারণ তদীয় ভক্তের পাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। দর্শন, শ্রবণ, পূজা বা প্রণাম করিলে, ভগবান্ মোহিনী হস্তর লবঙ্গাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন। শরনে, ভোজনে, জপে, লবঙ্গানে, উদানে ও বিচরণে যাহারা চরিত্যম উচ্চারণ করেন,—তাঁহাদিগকে নিয়ত নমস্কার। বিজ্ঞভক্তদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য ! যেহেতু যোগিসিন্ধেরও দুর্লভ মুক্তি তাঁহাদিগের করম্ব।

পূর্বকালে বজ্রধ্বজ নামে চন্দ্রবংশীয় এক বিষ্ণুভক্ত রাজা ছিলেন । তিনি ভগবানের মন্দিরে নিত্য সন্ধ্যার্জ্জন কার্য্য ও দীপ দান করিতেন এবং তাঁহার সর্কভূতে দয়া ছিল । একদা সেই রাজা মনোহর বেনানদীর তীরে বিচিত্র কার্য্যকার্য্য শোভিত, হরিমন্দির নির্মাণ করিলেন । তথায় তিনি সন্ধ্যা সন্ধ্যার্জ্জনে ও দীপদানে নিরত থাকিতেন, নিরত হরিগত-চিহ্নে হরিনাম, হরিকে শ্রবণ এবং হরিভক্ত জনের উপর লীতি করিতেন । বীত-হোত্র নামে তাঁহার পুরোহিত চন্দ্রীয় চরিত্র দর্শনে বিস্মিত হইলেন । একদা বেদ-বেদাঙ্গ পারদ বীতহোত্র বিষ্ণু-পারায়ণ রাজাকে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— “হে ভদ্রত-বংশাবতঃম পরম ধার্ম্মিক চরিত্র রাজন্ ! তুমি বিষ্ণুভক্ত্যগ্ৰাণী হইলেও কেন নিত্য সন্ধ্যার্জ্জনে ও দীপদানে রত, তাহা বল,—ইহার ফল কি জানিতে পারিয়াছ ? হে মহাভাগ ! তৈল ও বর্জিত সম্পাদনে এবং গৃহসন্ধ্যার্জ্জনে তুমি সদাই উদ্যোগী ; ইহা ভিন্ন বিষ্ণুর অনেক প্রিয়তম কার্য্য আছে, তথাপি তুমি ইহাতেই সতত উদ্যত কেন ? বোধ করি, ইহাতে মচাপুণ্য আছে—তুমি সর্কভো-ভাবে জানিয়া থাকিলে । যদি রহস্য না হয় ও আমার প্রতি জীতি থাকে, তবে বল ।” পুরোহিতের এই বাক্য শুনিয়া তখন রাজমহম্মদ মন্দিরে কৃতাজলিগুণে বলিলেন,— “হে দ্বিজপুত্র ! আমারই পূর্ব চরিত্র বলিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি জাতিয়ায় পলিয়া অরণ হইতেছে ; ইহা প্রোত্বর্গের অতীব বিষয় জনক । পূর্বে স্বাভোচিষ মদন্তরে মতাবুগে রৈবত নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিল । সে বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী হইলেও অযাজ্য-ব্রাহ্মণ, গ্রামব্রাহ্মণ অবিক্রেয়-বিক্রয়, নৈশ্চল্য ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিত । তাঁহার এইরূপ গতি চাচরণ দেখিয়া স্বজনবর্গ তাহাকে পরিভাগ করিল । তখন সে অনন্তোপায় হইয়া অন্ন-বস্ত্রের জন্ত দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল । অবশেষে দুঃখ, দারিদ্র্য ও দুর্নীমতা নিবন্ধন শ্রাম-কাম শীড়ায় নন্দনদীর তীরে তাহার মৃত্যু হইল । তৎপরে তাঁহার পত্নী বক্রুমতীকে বৈরচারিণী হইতে দেখিয়া বাকবোবা পারভাগ করিল । তাঁহার গর্ভে মহাপাপাচারী, ব্রহ্মবেদী, পরদার ও পরমব্যাভিচারী, প্রানিহিনক, মদাপায়ী, নিন্দক, নিশুন, মর্গরোধক এবং পশু-পক্ষি-মূষাদি জীবের কালাত্মক সদৃশ দলকুহু নামে চাঞ্চাল হইয়া আমি জন্মিয়াছিলাম । তখন আমি অসংখ্য গৌ ব্রাহ্মণ যুগ-পক্ষী বধ করিয়াছি ও স্রুমেক্রমাণ বহু সূবর্ণ হরণ করিয়াছি । একদা আমি কামনন্ত হইয়া পরদার সহিত রতিকামনার রাত্রিকালে পূজাদি বিসর্জিত এক বিষ্ণুমন্দিরে গিয়াছিলাম । হে ব্রহ্মন্ ! তথায় নিজ উপভোগার্থ শয়ন করিতে গিয়া বস্ত্রের প্রান্তভাগ দ্বারা কতক স্থানের ধূলি মার্জ্জনা করিয়াছিলাম । সেখানে যত ধূলিকণা মার্জ্জিত হইয়াছিল, তৎক্ষণাৎ ততক্ষণের পাপ ক্ষয় প্রাপ্ত হইল । হে বিজোতম ! আর প্রত্যর্থে প্রদীপ স্থানন করায় আমার দাবতীয় পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হইল । ইত্যবসরে নগরদক্ষিণে তথায় আমি তাৎক্ষণিক আত্মদগের উভয়কে বধ করিল । আমি তৎক্ষণাৎ সেই নদীর সহিত সর্কভোগ-নমরিত দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া বিষ্ণুজোকে গমন করিলাম । তথায় ব্রহ্মার সম্পূর্ণ শতকল্প থাকিয়া ব্রহ্মলোকে আমার ততকাল অবস্থান করিলাম । পরে দিব্যভোগ সহকারে তাবৎকাল সর্গে অবস্থান করিয়া অদৃষ্টকালে সেই পুণ্যপ্রভাবে

একদণে মর্ত্যলোকে যত্বৎশে উপর হইয়াছি এবং মিকটকে-রাজ্য ও সম্পদ ভোগ করিতেছি। হে ব্রাহ্মণ! যতার্থে সম্ভার্জনা ও দীপদান করিয়া যখন এবং বিধ শ্রেয়োলাভ করিয়াছি, তখন না জানি, যাহারা ভক্তিপূৰ্ব্বক করে, তাহাদিগের কি ফল লাভ হইয়া থাকে। হে মাধব! এইজন্তই আমি জাতিগত বলিয়া পরম ভক্তসহকারে দীপদান ও সম্ভার্জনে যত্ববান আছি। যে ব্যক্তি নিঃস্পৃহ হইয়া একাকী সেই জগন্নাথের পূজা করে, সে সৰ্ব্বশাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। আমি যখন অনিচ্ছায় কাৰ্য্য করিয়া ঐদৃশ মৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন প্রশান্ত-ভক্তিমান লোকে সম্যক পূজা করিলে কিনা ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে?" বিজ্ঞাতুম বীতহোত্ৱ রাজার এই বাক্য শুনিয়া অতি সন্তুষ্ট হইয়া হরিপূজাপরায়ণ হইলেন। অতএব হে ব্রাহ্মণগণ! শ্রবণ করুন, অধিনাশী সেই ভগবান্ নারায়ণ, জ্ঞান বা অজ্ঞানপূৰ্ব্বক পূজিত হইলে যুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যখন শরীর ক্ষণভঙ্গুর, সম্পদ অচিরস্থায়ী ও মৃত্যু নিত্য-সন্নিহিত; তখন ধর্ম-সংগ্ৰহ গবিশেষ কর্তব্য। এই যে স্বজনবর্গ দেখিতেছ, ইহারা চিরস্থায়ী নহে; বিভব আজ আছে, কাল নাই; শরীরের মাশ অবশ্যস্থাবী; অতএব হরিপূজা কর। হে মানব! তুমি মদমত্ত হইয়া কেন বৃথা গর্ষ করিতেছ? দেখিতেছ না যে, দেহের অপায় নিকটে? ধনাদি ত কোন্ ছার! মহলকোটি জন্ম যাহারা পুণ্য অর্জন করিয়াছে,—তাহাদিগেরই দেবদেব জনার্দিনের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে। গঙ্গাস্নান, অতিথিসংকার ও নিখিল যজ্ঞ—এই সমস্তই মূলভ; কিন্তু বিষ্ণুভক্তি অতীব দুলভ। ভবান্নবে নিমগ্ন জন্মগণের পক্ষে তুলনী-সেবা, মৎসঙ্গ, হরিভক্তি ও মনুয্যজন্ম দুলভ; সেই মনুয্যজন্ম লাভ করিয়া তোমরা বৃথা নষ্ট করিও না;—আমি পুনঃপুনঃ বলিতেছি, সেই মহাত্মার অর্চনা কর। যদি দুল্লভ ভবমাগর তরিতে ইচ্ছা কর, তবে অতি দুলভ হরিভক্তি অবলম্বন কর; অচিরে গোবিন্দের পূজা কর, বিলম্ব করিও না;—দেখিতেছ না কৃতাঁন্তের মগর সন্নিহিত? হে বিপ্রেন্দ্রগণ! যদি যুক্তি অভিলাষ করেন, তবে সেই সর্ষকারণ জগদ্ব্যোমি নারায়ণের অর্চনা করুন। যাহারা সর্ষাধার সর্ষাবোনি সর্ষাভ্রগামী সেই মহাত্মা প্রভুর শরণাপন্ন হয়, তাহারা নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইয়া থাকে। যাহারা প্রণতার্তিহারী সেই মহাবিশ্বের অর্চনা করে, তাহারা প্রকৃত বান্ধব, পূজা ও গবিশেষ মমত্বের পাত্র। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিকায় বিষ্ণুভক্তবর্গকে ভোজন করায়, সে একবিংশতি পুরুষের সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি উহাদিগকে ফল বা জল প্রদান করে, সে সাক্ষাৎ ভগবান্ হরি; তদ্বিশেষে সন্দেহ নাই। যাহারা বিষ্ণুপূজাপরায়ণের শুশ্রূষা করে, তাহারা একবিংশতি পুরুষসহ বিষ্ণুলোকে যায়। যাহারা নিঃস্পৃহ হইয়া হরি বা হরের পূজা করে, তাহারা নিখিল ভুবন পবিত্র করিয়া থাকে। যে গৃহে চরিতপূজাপরায়ণ ব্যক্তি বাস করে, তথায় সমস্ত দেবতা ও স্বয়ং হরি লক্ষ্মীসহ অবস্থান করেন। যাহার গৃহে পবিত্র তুলসীমালা বিদ্যমান আছে, তাহার নিত্য নিখিল শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলারূপে সাক্ষাৎ কেশব যথায় বিরাজমান থাকেন, তথায় গ্রহগণ দ্বিগুণ ভূত বেতাল প্রভৃতির উপাভ থাকে না। শালগ্রাম-শিলা যেখানে বিদ্যমান, তাহাই তীর্থ ও উপোবন মণ্ডো গণ্য; কারণ, তথায় ভগবান্ মধুহৃদন সন্নিহিত থাকেন। যে গৃহে তুলসী বিদ্যমান নাই ও

শালগ্রামশিলার পূজা না হইয়া থাকে, সে গৃহকে অমঙ্গলপূর্ণ স্থানানুজ্ঞা জামিবে। হে বিজগৎ! পুরাণ, স্মৃতি, মৌমাংসা, বর্ষশাস্ত্র ও মাত্ৰবেদ এই সমস্তই বিষ্ণুর যুক্তি। যাহারা ভক্তিপূৰ্ণক ভগবানকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে, তাহারা সর্বোত্তম পরম শ্রাম প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে নারদকথিত একটি পুরাতন ইতিহাস আছে,—ইহার কথনে ও শ্রবণে সৰ্বপাপ নষ্ট হইয়া থাকে। পূর্বে বৈবস্বত মন্বন্তরে ইন্দ্র ও বৃহস্পতির যে সংবাদ ঘটয়াছিল, তাহা বলিতেছি, হে বিজগৎ! শ্রবণ করুন। একদা সৰ্বভোগসম্পন্ন ইন্দ্র দেবতা ও অঙ্গরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—“হে সৰ্বভোগদর্শী মহাভাগ বৃহস্পতি! যতী ও ব্রাহ্মকল্পে সর্গ, ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত কি,—যথার্থ বলুন।” তাহা শুনিয়া বৃহস্পতি বলিলেন,—“হে শত্রু! আমি ইদানীন্তন লোক, কিছুই জানি না; পূর্বেদিনের কৃত কৰ্ম্ম অথবা ব্রহ্মার এই বর্তমান দিনের ঘটনা ও অতীত মনুর বিষয় কিছুই বলিতে পারি না। হে পুরন্দর! সুবর্ষ নামে বিখ্যাত এক ব্যক্তি আছে, তিনি সমস্ত জানেন;—তল তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।” ইন্দ্র তখন বৃহস্পতি ও দেবগণের সহিত সুবর্ষের নিকটে গমন করিলেন। বৃহস্পতির সহিত দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া সুবর্ষ বিবিধ উপচারে যথোচিত পূজা করিলেন। ইন্দ্র তখন তদীয় সমৃদ্ধি দর্শনে মনে মনে বিস্মিত হইয়া মনিনয়ে তাঁহাকে বলিলেন,—“হে সৰ্ববর্ষজ্ঞ সুবর্ষ! তোমাকে সৰ্বসম্পৎশালী এবং কীর্তি, ধন ও ভেজে মদপেচ্ছা অধিক দেখিতেছি; তুমি কি দান, উপস্থাপনা, যজ্ঞ বা তীর্থসেবার প্রভাবে এতাদৃশ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ? তুমি অতীত ব্রাহ্মকল্প এবং অতীত ইন্দ্র ও দেবগণের বৃত্তান্ত আমায় বল।” দেবরাজ এই কথা বলিলে পর তখন সুবর্ষ হস্ত কহত বিনয়মহকারে পূর্ববৃত্তান্ত যথাবিধি বলিতে লাগিলেন। সুবর্ষ বলিলেন,—“হে ইন্দ্র! মহত্ৰ চারি যুগে ব্রহ্মার এক দিন; ব্রহ্মার সেই দিনে চতুর্দশ মনু ও ইন্দ্র এবং বিবিধ দেবতা পৃথক্ পৃথক্ কীর্তিত আছে। সমস্ত ইন্দ্রেরই সম্প্রদাদি একরূপ এবং যে যে মনুর অন্তর, সেই সেই মনুর পুত্রেরা তৎকালে নৃপতি হন। হে শত্রু! এক্ষণে উক্ত মনু প্রভৃতির নাম বর্ণনা করিতেছি,—শ্রবণ কর। (১) স্বায়ম্ভু, (২) স্বারোচিষ, (৩) উত্তম, (৪) তামস, (৫) রৈবত, (৬) চাক্ষুস, (৭) বৈবস্বত, (৮) সূর্যাসাবর্ণি, (৯) দক্ষসাবর্ণি, (১০) ব্রহ্মসাবর্ণি, (১১) বর্ষসাবর্ণি, (১২) ক্রতুসাবর্ণি, (১৩) রৌচ্য, (১৪) ভৌত্য—ইহারা চতুর্দশ মনু। ইহাদিগের অধিকার কালের দেবতা ও ইন্দ্রের নাম বলিতেছি, শুন। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে বাম নামে দেবতা ও শচীপতি নামে ইন্দ্র; স্বারোচিষ অন্তরে পারাবত ও তুষিভ নামে দেবতা ও বিপশ্চিৎ নামে সৰ্বসম্পত্তিশালী ইন্দ্র; তৃতীয় মন্বন্তরে সুধামা, সত্য, শিব ও প্রতর্দন নামে দেবতা ও ইন্দ্রের নাম সূর্য্যপতি; চতুর্থে দেবতার নাম সুরপ, চরিত্র, সুর ও সুরী এবং ইন্দ্রের নাম শিবি; পঞ্চমে অমিতাভ প্রভৃতি দেবতা ও ঋতু নামে ইন্দ্র; ষষ্ঠে দেবতার নাম আদ্যা প্রভৃতি ও মনোজব নামে ইন্দ্র; বৈবস্বত মন্বন্তরে আদিভা, বসু ও ক্রতু প্রভৃতি দেবতা এবং ইন্দ্রের নাম পুবন্দর; সপ্তমে সূতপা প্রভৃতি দেবতা ও বিহুপূজা-প্রভাবে বলি ইন্দ্র হন; অষ্টমে পারাবত প্রভৃতি দেবতা ও অদ্ভুত নামে ইন্দ্র; দশমে বামনাদি দেবতা ও শান্তি নামে ইন্দ্র; একাদশে বিচঙ্গম প্রভৃতি দেবতার নাম ও ইন্দ্রের নাম বৃষ; দ্বাদশে চরিত্রাদি দেবতা ও

কৃতবান্নামে ইন্দ্র ; ত্রয়োদশে সূর্য্যামা প্রভৃতি দেবতা ও দিবস্পতি নামে মহাবলশালী ইন্দ্র এবং চতুর্দশে মথুরে চাক্ষুধাদি দেবতা ও অচি নামে ইন্দ্র । এইরূপে মনু, ইন্দ্র ও দেবগণ যথাযথ বর্ণনা করিলাম । এই মনুগণ ব্রহ্মার একদিনে নিজ নিজ অধিকার ভোগ করিয়া থাকেন । ব্রহ্মার সৃষ্টিমাত্রই এইরূপ জানিবে । কতী অনেকে আছেন ; তাহাদিগের সংখ্যা কে জানিতে পারে ? আমি যখন বিষ্ণুলোকে ছিলাম, তখন অনেক ব্রহ্মা হইয়াছেন ; হে অদিতিনন্দন ! তাহাদিগের সংখ্যা বলিতে আমি অশক্ত । তৎপরে আমি স্বর্গলোকে আসিলে চারি জন মনু অতীত হইয়াছেন, আমার বিভবও অতি বিস্তৃত জানিবে । হে প্রভো ! আমি কোটিগুণ এই স্থানে থাকিব, তৎপরে কণ্ঠভূমিতে গমন করিব । হে পতিত ! আমি যে স্মৃতি করিয়াছি, তাহা বলিতেছি ; ইহার কথনে ও অবগে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায় । হে শত্রু ! আমি দুন্দে মর্ত্যলোকে ধর্ম্মোন্মাদিনী অতিপাণী এক গুণা ছিলাম । একদা আমি বিষ্ণুগৃহ-প্রাচীরে উপবিষ্ট আছি, এমন সময়ে এক বাঘ আসিয়া আমার বাণস্থিত করিল । আমি তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলাম । তখন মাংসলোভী এক কুকুর আমার মূখে করিয়া লটল । সেই কুকুর, অশ্রু কুকুর কর্তৃক অভিহিত হইয়া আমার মূখে করিয়া বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়াছিল । তাহাতেই জগদ্রয় অস্তরাক্ষা সেই বিষ্ণু আমাকে ও কুকুরকে পরম পদ প্রদান করিয়াছেন । হে দেবরাজ ! এইরূপে প্রদক্ষিণ করার যখন এই ফল, তখন মনে করিয়া দেখ, যথাবিধি প্রদক্ষিণ করিলে কি ফল হইয়া থাকে ?” মহাত্মা সূর্য্য এই কথা বলিলে পর, দেবরাজ মনে মনে শ্রীত হইয়া, হরিপূজাপরায়ণ হইলেন । অদ্যাপি সমস্ত দেবগণ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিবার মানসে সেই অনাময় নারায়ণের অর্চনা করিয়া থাকেন । এমন কি, যাহারা ভক্তিপূরক তাহার পূজা করে, তাহাদিগকে ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজা করিয়া থাকেন । পরিগ্রহশূন্য মহাত্মা যতিদিগের নারায়ণ-স্মরণে সংসারবন্ধন কেন হইবে,—যখন তাহাদিগের সম্মিলিত গণও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ? যে মানবগণ নিঃসঙ্গ হইয়া প্রতিদিন নারায়ণের অর্চনা করে, তাহারা অণেব-পাণবৃত্ত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । যাহারা বীতরাগ ও পরাপুর-বান্ধু হইয়া দেবদেব নারায়ণকে সন্তত স্মরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগের আর মাহাত্ম্য পান করিতে হয় না । যাহারা হরিকথা শ্রবণ করেন ও তৎপাদপদ্মে নিবোধচিত্ত, তাহারা জগৎপাবক ; তাহাদের সঙ্গে ও আলোকে লোকে হরিবৎ পূজা হইয়া থাকে । যথার হরিপূজাপরায়ণ শুদ্ধবুদ্ধি মহাত্মারা বিরাজমান, ওষায় সমস্ত শুভ, নিম্নসামী জলের স্থায়, আসিয়া থাকে । চৈতন্যকারণ হরিই পরম বন্ধু, হরিই পরম গতি, হরিই পরম পূজ্য । হে বিচ্যেষ্ঠগণ ! স্বর্গাপবর্গ-ফলদাতা নিরাময় সদানন্দ সেই হারর পূজা কর, পরম প্রয়োলাভ হইবে । যাহারা নিকাম ও শুদ্ধচিত্ত হইয়া হরির পূজা করে, তাহাদিগের প্রতি তিনি প্রসন্ন হইয়া সকল অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন । যে ব্যক্তি একান্ত্রিষ্টে এই বিষয় শ্রবণ বা পাঠ করে, সে অখমেধের ফল প্রাপ্ত হয় । হে ত্রিজগৎ ! হরিপূজার যে ফল, তাহা সংক্ষেপে ও বিস্তারে বলিলাম, এক্ষণে আর কি বলিতে হইবে, বানু ।

অষ্টোত্রংশ তথ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—হে তত্ত্বার্থদর্শী সূত ! আগনি সমস্তই বলিলেন, এক্ষণে চতুর্থগের
স্থিতি-লক্ষণ-অবণে কোতুল হইতেছে । সূত কহিলেন,—হে মহাশয় লোকোপ-
কারী ঋষিগণ ! সাধু ! সাধু ! সর্বলোকের উপকারক যুগবর্ষ বলিতেছি, অবণ করুন । এই
বর্ষ কোন সময়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, কোন সময়ে বা বিলুপ্ত হইয়া থাকে । সত্য, ত্রেতা,
দ্বাপর ও কলি এই চারি যুগ । হে সাধুতমগণ ! দেবপরিমিত স্বাদশ সহস্র বৎসরে এক
মহাযুগ হয় ; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সত্যাদি যুগ সকল, অমৃতকাল সন্ধ্যা ও নক্যাংশ-
যুক্ত । প্রথমে সত্য, পরে ত্রেতা, তৎপরে দ্বাপর ও শেষে কালযুগ । হে বিপ্রগণ !
সত্যযুগে, কি দেব, কি দানব, কি গন্ধর্ষ, কি যক্ষ, কি রাক্ষস ও কি মানব, সকল
সকলেই দেবসম, জ্ঞানিবেশ । তৎকালে সকলেই স্তুষ্ট ও ধ্যানিত এবং ক্রম বিক্রম বা
বেদ বিভাগ নাই । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চহারা সকলেই স্ব স্ব কর্তব্য পালনে
তৎপর, নারায়ণ-পরায়ণ, তপস্বী ও ধ্যান-নিরত, কামাদিদোষণশূন্য, শমাদিগুণে ভূষিত,
অমৃতা ও দন্ত বিহীন, আশ্রমোচিত কাযানুষ্ঠানে নিযুক্ত ও নতাবাদী । ব্রাহ্মণাদি
বর্ণত্রয়, ব্রহ্মচর্যাди চারি প্রকার আশ্রমবর্ষ-প্রতিপালক, বেদাধ্যয়নে আদৃত ও মঙ্গলপ্রকার
শাস্ত্রার্থপারগ এবং নিকাম ভাবে আশ্রমোচিত কাযের যথাকালে অমূল্য হেতু সকলেই
পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঐ সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ স্মিন্মূল ও সুরবর্ন । সন্তোষ
ত্রেতাযুগের বিষয় বর্ণন করিতেছি একান্ত চন্দ্রে প্রণ করুন । হে বিদুষ পুত্রগণ ! ত্রেতার
বর্ষ পাদহীন ও নারায়ণ লোহিতবর্ন হন এবং সমুদয় মানবগণ কিঞ্চিৎ কেশাশ্রিত, ক্রিয়া
যোগরত, যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর । সত্যব্রত, ধ্যাননিরত আর দাম ও প্রতিগ্রহ পরায়ণ হইয়া
থাকে । মুনিবর সকল ! দ্বাপরযুগে বর্ষ বিপাদহীন ও ভগবান্ হরি দীপ্তবর্ন হইয়া থাকেন ।
একালে বেদ বিভক্ত হয় এবং কোন কোন ব্যক্তিকে অগত্য-পরায়ণ দেখা যায় । ব্রাহ্মণাদি
বর্ণচতুষ্টয়, কিঞ্চিৎ রোগদোষাদি-দোষে দূষিত হয় । কোন কোন বিপ্র বর্ষ জন্মভোগাদি, কেচ
কেহ ধনাদিপ্রাপ্তি-কামনার এবং কোন কোন বিপ্র বা কোনরূপ পাপ-কাযের নিবৃত্তি
জন্ম যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন । হে বিপ্রসন্তম মুনিবর্গগণ ! দ্বাপরযুগে বর্ষ ও অবর্ষ
উভয়ই প্রবর্তমান থাকে । প্রজাগণ অবশুপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কেহ কেহ আশ্রয়
অন্নাযুঃ হইয়া থাকে । তৎকালে কোন কোন ব্যক্তি, পুণ্যানুষ্ঠানে নিরত মানবগণকে
দেখিয়া সন্তত অমৃতা প্রকাশ করে । এক্ষণে কলিবর্ষ বলিতেছি, সুসমাধিত চিত্তে অবণ
করুন । উক্ত তমোভূষণময় কলিযুগ উপস্থিত হইলে বহু ত্রিদাদহীন এবং নারায়ণ
কৃষ্ণবর্ন হন । কদাচিৎ কোন বর্ষাক্ষা, দান বা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কদাচিৎ
কেহ কর্মযোগে নিরত হন । কলিকালে কোন ব্যক্তিকে বর্ষরত দেখিলে সকলে অমৃতা
প্রকাশ করিয়া থাকে । ঐ সময় ব্রতচরণ, দান ও যজ্ঞাদি সকল বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে
প্রাচুর্যব হেতু দৈবাদি উপদ্রব সকল প্রচুর হইয়া থাকে । কালযুগে নিখিল ব্যক্তি,
অমৃতাপরায়ণ ও দন্তাচারনিরত এবং সমুদয় প্রজাই অন্নাযুঃ হইবে । ঋষিগণ কহিলেন,—

হে মুনে! আপনি ত সংক্ষেপে সমুদয় গুণবর্ণ্য কীৰ্ত্তন করিলেন; সস্তোতি বিস্তাররূপে কলি-
বর্ণ্য বর্ণন করুন। হে মুনিগণ! আপনি অখিল বেদবিদগণের অঙ্গীকরণ, অতএব বলুন,—
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, চৈত্যাদিগের কি প্রকার আহার ও কি প্রকার আচরণ হইবে?
সূত করিলেন,—হে মুনিগণ! পূর্বে দেবসি নারদ, মুনিবর মনস্কুমারকে এবিষয় যে রূপে
কহিয়াছিলেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন। ভগবান্ তরি কৃষ্ণবর্ণ
হইলে সমুদয় বর্ণ্যই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্ত কলিকাল অতি ভয়ঙ্কর; উহাতে সর্ববিধ
পাপই সাধিত হয়। যোর কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই
বর্ণ্য-পরাজুঁষ এবং নিখিল বিজগৎই বেদহারা বিরত হইয়া থাকে। ঐ সময় সমুদয় মানব,
বাণবৃদ্ধিনিরত, দস্তাচারপরায়ণ, লোভপরতন, কৃতন ও ভণ্ড। সেইজন্ত, কলিযুগে সকলেই
অস্মাযুঃ হইবে এবং ধায়া অস্মতা প্রযুক্তই সম্যক বেদ গ্রহণে অসারকতা ঘটিবে; সূতরাং
বিদ্যাগ্রহণের অভাব নিশ্চয় অধর্ম প্রযুক্ত হওয়ার পাপনিরত সমুদয় প্রজা কনিষ্ঠক্রমে
কালকবলে পতিত হইতে থাকিবে। কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় পরস্পর-সঙ্ঘর্ষ, কাম-
কোষপরায়ণ, জ্ঞানশূন্য, বৃথা অহঙ্কারে অভিভূত, পরস্পর বৈরাচরণে আসক্ত এবং পরধন-
গ্রহণে লোলুপ হইবে। ঐ সময়ে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, সকলেই বর্ণ্যপরাজুঁষ,
অস্মার্থ, তপস্শ্রা ও সত্য-বিবর্জিত এবং সমুদয় লোকই দয়াদাগিন্যাশূন্য হইবে। (উত্তম
লোকেরা নীচতা এবং নীচলোক সকল উত্তমতা লাভ করিবে।) কলিকালের ভূপতিগণ,
ধনসংগ্রহে নিরত, লোভপরায়ণ, বর্ণ্যবিক্রমসকারী এবং বাহিরে বর্ণ্যকণ্ঠকে আবৃত্ত
হইবে। সমগ্রকার অধর্মসঙ্কুল এই যোর কলিযুগে সাহার বহুল রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ
থাকিবে, তাহাকেই সকলে রাজা বলিবে। বিজাতিগণ, শূদ্রের দাসত্ব করিবে। পতিগণ
বর্ণ্যপত্নীতে আসক্ত না হইয়া উপপত্নীতে উপগত থাকিবে। পুত্রেরা পিতাকে, শিষ্য সকল
গুরুকে এবং বমিতাগণ পাতিকে ঘেব করিবে। সমুদয় বিজগৎ দুর্কর্মশালী, লোভাক্রান্ত-
চিত্ত এবং সত্তত পরানলোলুপ হইবে। নিখিল মানব পরস্পরনিরত ও পরস্পরহরণে
আসক্ত থাকিবে। সকলেই মৎস্যামিব ভোজন, অজা ও মেঘ দোহন এবং অনুরাপাংশ
হইয়া বর্ণ্যপরায়ণ, ব্যক্তিকে উপহাস করিবে। কলিযুগে মামবগণ মদীতীরে ভূমি-কর্ষণ-
পূর্বক ধানাদি রোপণ করিবে এবং ব্যক্তিদির ফলও অল্প পরিমাণে জন্মাইবে। যোষিদ্-
গণ বৈশ্যাদিগের স্ত্রায় অঙ্গমোষ্ঠন ও আচরণে অনুরাগবতী এবং স্বীয় স্বীয় স্বামীর প্রতি
বর্ণ্যবিক্রমচারিণী হইবে। বিজগৎ প্রায়ই কৃপণ, বন্ধু, গাধু ও বিধবাদিগের বিস্ত্র অপহরণ
করিবে। ব্রাহ্মণেরা হেতুবাদে হতজ্ঞান হইয়া বেদের নিন্দা করত কোনরূপ ব্রতচরণ,
বাগযজ্ঞ ও অগ্নিতে আহুতিদানে বিরত থাকিবে। বিজগৎ কেবলমাত্র দস্তার্থ পিতৃ-
ব্রতাদিকার্যের অনুষ্ঠান করিবে। নিখিল মানবই অপাত্রে দান এবং দুষ্কর্মকর নিমিত্ত
গোপণকে আদর করিবে। বিপ্রগণ আম-শৌচাদি কার্যানুষ্ঠানে পরাজুঁষ থাকিবে এবং
অকালে বর্ণ্যপরায়ণ, কটুযুক্তিবিশারদ ও বেদ-ব্রাহ্মগণসংগের নিন্দার নিরত হইবে। বিধু-
ভক্ত ব্যক্তি কাহারও গ্লিয়পাত্র হইবে না। কাহাকেও দেবপূজার আসক্ত দেখিলে সকলেই
তাহাকে উপহাস করিবে। হে বিপ্রেক্ষগণ! কলিযুগে রাজকিন্ধরেরা ধনের জন্ত বিজ-
গণকে বন্ধন ও প্রহার করিবে। বিজগৎ দান, যজ্ঞ ও জপাদি কার্যের কল বিক্রয় এবং

চতানাতির নিকটেও প্রতিগ্রহ করিবে। কলির প্রথমার্শেই মানবগণ হরিনিন্দা করিতে থাকিবে এবং শেবাবস্থায় কেহই হরিনাম শ্রবণ করিবে না। কলিযুগে বিক্রমণ শূদ্রা দ্বী ও বিধবা-সহবাসে এবং শূদ্রার-ভোজনে নিরত থাকিবে। পামলগণ যুক্তিগুণ কুহকবাক্য বলিয়া চাপি প্রকার আশ্রমীর নিন্দা করিবে। অধম শূদ্রগণ সন্ন্যাসচিহ্ন ধারণ করত বিজগণের শুশ্রূষা ও স্বধর্ম প্রতিপালন করিবে না এবং কলিযুগেদানে পানদর্শী হইয়া ধর্মকথা কীর্তন করিবে। তাহার দ্রাজা, কলুবিভাভঃকরণ, প্রবলিত, পরপক্ষারভোজী, উৎকোচজীবী, ঘোর পাপাচরণে নিরত ও পামল হইবে এবং কাপালিক-ভিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিবে। হে বিজগন্তমগণ! কলিকালে সন্ন্যাস-চিহ্নধারী শূদ্রগণই ধর্মভাগী বিজগণের ধর্মোপদেষ্টা হইবে। হে বিপ্রগন্তমগণ! কলিযুগে এতদ্ভিন্ন মপরাপর বহুতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও পামল হইবে। কলিযুগ উপস্থিত হইলে বিক্রমণ বেদপাঠ ও দেবার্চনে পরাশ্রয় হইয়া শূদ্রমার্গপ্রবৃত্ত ও গীতবানাপরায়ণ হইবে। কলিযুগে সকলেই অল্পবিক্র, রূপা অহম্যাবস্থিত ও রূপাচিহ্নধারী হইয়া, পরদ্রব্য অপচরণ নাভীত কখন কাহারে দান করিবে না; সতত সকলেই প্রতিগ্রহপরায়ণ, ভগবন্তের অনিষ্টেকরকাব্যো প্রবৃত্ত, আত্ম-শ্রাঘা, মিরত, পরনিন্দার আনন্দচিত্ত, বিধামচীন, দেব ও বিজগণের প্রতি অসম্মানকারী, কুৎসিতবাদী এবং বহুলোকের বৈষয়ক হইবে। তৎকালে মানবগণের পরমায়ু পরিমাণ বোড়শবর্ষ, অনন্তর তাহার প্রাণত্যাগ করিবে। পদম বা মণ্ডবর্ষেই কল্যাণে প্রবেশ করিতে থাকিবে এবং প্রায় সকলেই মনুষ্য কিংবা অষ্টম বর্গেই পরলোক গমন করিবে। কলিযুগে মিথিল মনুষ্যই স্বধর্মভাগী, বল, কৃত্তর, মর্যাদাবিচীন, খাচক, পরাপমান নিরত, আপনার প্রশংসাবাদে তৎপর এবং সর্কদা পরস্পর-অপচরণের উপায়-চিন্তায় নিমগ্ন হইবে। অতি আমনের সহিত পরগৃহে ভোজন, পরনিন্দা, পরের প্রতি রূপা মিথ্যাপবাদ, পিতা বাতা ও পুত্রের নিন্দা, বাক্যে ধর্মপ্রকাশ ও মনে মনে পাপচিন্তা করিবে। সর্কদা ব্যানি, তন্তর, দুর্ভিক্ষ ও নানা প্রকার দুঃখে প্রসিদ্ধি, বিদ্যা ধন ও বৌদ্ধ-মদে মগ্ন এবং কপটাচারী হইবে। দুঃস্বপ্ন বিচার না করিয়াই অপকে দ্রব্য এবং সর্ক প্রমত্তে মদোদ্যোগ গোপন করিবে। পাপিষ্ঠ নরায়ণ সকল সমাক্রমে যৌর কপটতা বিচার এবং ধর্মপ্রাণ-প্রবর্তক বা ধর্মকার্যনিরত ব্যক্তি কে রূপা তিরস্কার করিতেও ক্ষান্ত থাকিবে না। কলিযুগ উপস্থিত হইলে সমুদয় মানব স্বেচ্ছাচারী, প্রেক্ষণ রাজা, শূদ্রগণ ভিক্ষারিত এবং বিক্রমণ শূদ্রগণের শুশ্রূষাপরায়ণ হইবে। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র এবং কি অন্ত জাতি, সকলেই অত্যন্ত কামাসক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের পত্নীতে মস্তান উৎপাদন করিবে। তাহাদিগের শিষ্য, গুরু, পুত্র, পিতা এবং ভায়া না পতি কিছুই বিবেচনা থাকিবে না। কলিযুগে বনাট্য-ব্যক্তিগণও খাচক হইবে। বিজাতি সকল মুনিবৈশ্য ধারণ-পূর্বক উপরে ধর্মের ভান করত রমাদি অ-পদাবস্থায় বিক্রম, বেদ ও ধর্মশাস্ত্রের নিন্দা এবং শূদ্রবৃত্তি অবলম্বনে জীবিকা নিরূপ করিয়া পরিণামে নরকে বাস করিবে। মিথিল মানবই ক্ষুণ্ণ ও প্রনাবৃত্তিভয়ে কাতর হইয়া সতত আকাশপানে চাটয়া থাকিবে। উপাখ্যাদিগের ভায় কন্দ পত্র ও কলমাত্র আহার করিবে; অধিক কি, মনাদ্রোদিত্তে সিদ্ধি হইয়া আত্ম-ভাতী হইবে। কলিকালে সকলেই কামার্চ, ধর্মাকৃতি, বহুভোজী, অল্পভাগা অথচ

বহু সন্তানপুত্র, শূদ্রস্বামী-পোষণপর-বেশা, সৌন্দর্য্যলোলুপ এবং বেদবাক্যে অমানবপূৰ্ণক
সত্ত্ব কেবলমাত্র নিজ গৃহকার্য্যে তৎপর হইবে। কলিকাল উপস্থিত হইলে কুল-
কামিনীগণ হুঃশীলা, দুঃশ্রুতি, পুরুষের প্রতি সৰ্ব্বদা অনুরাগবতী, মিথ্যা ও কঠোরভাবিণী,
দেহসংস্কার-বর্জিতা এবং বহুভাবিণী হইয়া স্বামীর প্রতি অসদাচরণ করিবে। অধিকাংশ
মানব নৌরাদিভয়ে ভীত হইয়া নগর, গ্রাম ও প্রাকারোপরি কাষ্ঠময় ময় মকল নির্মাণ
করিবে এবং দুর্ভিক্ষ ও রাজস্ব পৌড়িত হইয়া হুঃখিতাক্তঃকরণে যে দেশে প্রচুর পরিমাণে
গোধূম, ঘব ও ধাতাদি উৎপন্ন হয়, সেই দেশে গমন করিবে। সকলেই স্তম্ভ মধ্যে স্বীয়
চরিত্রমস্তি দোপন রাখিয়া মৌনিক মিষ্টবাক্য প্রয়োগ এবং বাবৎকাল না নিজ কার্য্যমিস্তি
চয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপরের সহিত বন্ধুত্ব করিবে। ভিক্ষারূপে গবলন্বন করিয়াও
মিত্রাদি স্নেহ ও সৎসঙ্গে আবদ্ধ থাকিবে এবং খাদ্যদ্রব্যে সৎপ্রার্থনা শিখা করিবে।
তৎকালে নারীগণ উভয় চক্রে শিরঃকণ্ঠন করিতে করিতে স্বামী ও কুলজনদিগকে
ভ্রমণনা এবং ভাড়াদিগের আত্মা অবহেলা করিবে; বিজগণ পাপজালে ভড়িত ও পাবন-
হইয়াই নিরত হইয়া অদ্বিষ্টে আশ্রিত দান এবং দেবপূজা রিত্যাগ করিবে;—পণ্ডিত
গণের অনুমান করিতে হইবে যে, সেই সময়ই অবল কলি।) তৎকালে অধর্ম্মের বৃদ্ধি
ও বাল্য-মুগ্ধা উপস্থিত হইবে। এইরূপে ক্রমে সৰ্ব্বদেহ বিলুপ্ত হইলে, জগতের আর শ্রী
থাকিবে না। যে বিজগণমগণ! এই ত আমি কলির স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, কিন্তু
কলি চরিত্র-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইবে না।
জ্ঞানিগণ সত্যযুগে তপস্শ্রা, ত্রেতাযুগে ধ্যান, দ্বাপরে জ্ঞান এবং কলিতে কেবল দানই
পরম ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সত্যকালে দশবর্ষে, ত্রেতাযুগে একবর্ষে এবং দ্বাপরে এক
মাসে যে পুণ্যফল লাভ করা যায়, কলিকালে একদিনেই সেই ফল লব্ধ হয়। সত্য-
যুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ এবং দ্বাপরযুগে অর্চনা করিয়া যাদৃশ ফলভাগী হওয়া যায়,
কলিকালে একবার মাত্র হরিণাম করিতে পারিলে, সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে
সকল মানব একদিন দিবারাত্রি হরিণাম সংকীৰ্ত্তন ও হরিপূজা করে, তাহাদিগের
কলভয় থাকে না। যাহারা সৰ্ব্বদা “নমো নারায়ণায়” এইরূপ কীর্ত্তন করে, তাহারা
নিকাশই হউক আর সন্ধ্যাই হউক, কলি তাহাদিগের কোনরূপ বাধা উৎপাদন করিতে
সমর্থ নহে। হে বিজগণ! ঘোর-কলিযুগে যে সকল মানব হরিণামে আসক্ত, তাহারা
কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; তাহাদিগের কলিভয় থাকে না এবং যাহারা শিবনাম-পরায়ণ
ও শিব-পূজায় নিরত, ঘোর কলিযুগে তাহারা শিবভূজা। ভীষণ কলিযুগ উপস্থিত
হইলে, নিগিল জগতের আধার, পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে, মানবকে আর
অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি—সকলের পরমার্থ, নিখিল জগতের আদিকারণ,
ভক্তগণের আশ্রয়দাতা ভগবান্ গোবিন্দের শরণাগত হইতে পারে, সে কখন অবসাদ-
গ্রস্ত হয় না। হে বিজগণ! ভগবান্ হরি অক্লান্তালী মানবগণের অখিল পাপরাশি দূর
করিয়া থাকেন; যে মানব সেই অজয় আদিদেব ভগবান্কে ধ্যান করে, সে কখন অবসন্ন
হয় না। সঙ্গর্গ-বিবর্জিত ঘোর কলিযুগে যে সকল ব্যক্তি একবার মাত্র হরির অর্চনা
করে, তাহারা বহাভাগাবান্। কলিতে বেদবিহিত যাবতীয় কৰ্ম্মকলেরই অস্তিত্ব যুগ

অপেক্ষা ভারতম্য আছে,—কেবল মাত্র হরি-অরণই সম্পূর্ণ ফলদায়ক । যাহারা নিত্য 'হে হরে ! মোবিন্দ ! কেশব ! বাসুদেব ! তে জগন্ময় !' কিংবা 'হে শিব ! হে নীলকণ্ঠ ! হে ক্রদ্রেশ ! জিলোচন !' এইরূপ উচ্চারণ করে, তাহাদিগকে কলি কোনরূপ ক্রেশদাম করিতে পারে না । যে মানবগণ 'হে মহাদেব ! বিরূপাক্ষ ! গঙ্গাধর ! হে মূড় ! অবাস্য !' এবং 'হে জনার্দন ! জগন্নাথ ! হে গীতান্বয়ধর ! অচূত !' মতত এবং বিধ কীৰ্ত্তন করে, তাহারা নিঃসন্দেহ কৃতার্থ হইয়া থাকে । সংসারী ব্যক্তিগণ পুত্র, পত্নী ও ধনাদি প্রাপ্ত হইতে পারে বটে, কিন্তু ঘোর-কলিযুগে হরি-ভক্তি তাহাদিগের অতি দুঃপ্রাপ্য । সনৎ-কুমার কহিলেন,—“হে কারুণ্যবারিণে ! মহাভাগ ! আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, হে বদভাবের বিশেষজ্ঞ ! তথাপি আমি পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি । হে মুনিশাসন ! আপনি পূর্বেই বলিয়াছেন যে, যাহারা বেদনিদ্দক ও বর্ণের প্রতি সম্যক্ অন্ধাবিহীন, তাহারা ই পাষণ্ড এবং অর্থনিরত ব্যক্তিদিগের নরকবাতনার বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন ; অতএব বেদমার্গ-বহিষ্কৃত ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যখন সমুদয় ব্যক্তিই পাপ-নিরত ও পাষণ্ড হইবে—কথিত আছে, তখন হে ব্রহ্মন্ ! সেই সকল চিত্তশুদ্ধি-বিহীন জনগণের কি প্রকারে নিষ্কৃতি হইবে ? হে মাধব ! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হেতু রাজগণদিগ স্ব স্ব কায্য ও মিত্র হইবে না, সুতরাং তাহাদিগরই বা কিরূপে মদ্ধতি হইবে ?” নারদ কহিলেন,—“হে মহাপ্রাজ্ঞ ! উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ । তুমি জনগণের প্রতি পরম দয়াবান্ ; এজন্ত আমি তাহাদিগের নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, সম্যক্ একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর । নিৰ্বিল বর্ণ্য-শাস্ত্রে যাহা সুনিরূপিত হইয়াছে এবং যাহা সকললোকের উপকারক, আমি সেই শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতর বিষয় প্রকাশ করিতেছি । হাবর-জন্মমাক এই সমুদয় জগৎই দৈবাধীম, সুতরাং দৈবকর্তৃক যেকোন প্রেরিত হয়, সেইরূপই ঘটয়া থাকে । মানবগণ যথাসক্তি বেদ-বিহিত সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, একমনে বিষ্ণুকে অরণ করত, তাহাতেই কর্মফল অর্পণ করিবে । পরমাত্মা মহাবিশুতে কর্ম সকল সমর্পিত হইলে, হরি-অরণ মাতে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ঘোর-কলিযুগে হরিই পরম গতি এবং হরিভক্তিই মহাবিপদবারণ । হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের পাপ-বন্ধন থাকে না । হে দ্বিজগণ ! হরি-অরণ-নিষ্ঠ কিংবা শিবনামরত জীবগণের মতা মতাই সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । হরিভক্তি-পরায়ণ মানবগণের কি অভাদৃষ্ট ! অগ্ন আত্ম অধিক কি কহিব, সুরগণও তাহাদিগকে পূজা করিয়া থাকেন । গেহৈজগ্ন আমি যাহা সমুদয় লোকে হিতজনক, তাহাই বলিতেছি । যে সকল মানব হরিনামায়ুতপানে আসক্ত, কলি তাহাদিগের কিছুতে করিতে পারে না । নত্যা মতা হরিনামই আমার জীবন এবং কলিকালে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নাই । মুনিবর সনৎকুমার, মহাত্মা নারদ কর্তৃক এইরূপ সম্যক্ প্রবোধিত হইয়া মতা মতাই পরম গতি লাভ করিলেন ; অতএব হে বিশেষজ্ঞগণ ! বদীয় বাক্য এবং ককম, তাহাদিগের চিত্ত মতত হরি-পরায়ণ, তাহারা পরম স্থান প্রাপ্ত হয়, আর তাহাদিগের পতন হয় না । ঘোর-কলিযুগ উপস্থিত হইলে, যাহারা হরিনাম-পরায়ণ, তাহারাও সমস্তদাপ মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হইবে । হে গতিভগণ ! শিবপূজক এবং হরিপূজকের কোন নিম্নদেশই ন্যায়ান্তিরিক্ত নাই,

মৰ্জিতই উভয়ে সমাম । কলিযুগে যাঁহারা একবারও চরিত্রময় কীৰ্ত্তন করেন, তাঁহারাষ্ট
কৃতার্থ ; তাঁহাদিগকে মিডা বার বার নমস্কার করি । নারদ, সমৎকুমার কবির নিকট
যে বৃহস্পতি নামক পুরাণ কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা এই আমি আপনাদিগকে
বলিলাম । এই পুরাণ পবিত্র, মৰ্জ্জুঃখপহারক, মৰ্জ্জপাপবিনাশক এবং নিখিল
যজ্ঞফল ও নিখিল পুণ্যফললাভ ইহা হইতে হয় । যে পণ্ডিতগণ, এই পুরাণের এক
শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধও পাঠ করেন, পাপজন্মিত দুর্গতি তাঁহাদের কদাচ হয় না ।
হে বিজগৎ ! যে পণ্ডিত-প্রবরেরা একবারও এই প্রথের এক অধ্যায় পাঠ করেন,
তাঁহারা জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করেন । মৰ্জ্জকামপ্রদ এই পুরাণ যাঁহারা
ভক্তি-সহকারে পাঠ বা শ্রবণ করেন ও তৎফল ত্রিকূলে অর্পণ করেন, তাঁহাদের পুণ্যফল
শ্রবণ করুন ;—তৎকরণে শতজন্মার্জিত-পাপ-মুক্ত হইয়া যথাসময়ে সহস্র কুলের সহিত
পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । যাঁহারা প্রত্যহ তন্ময় হইয়া হরিকথা শ্রবণ করেন,
তাঁহাদের ভীর্ণ, দান, উপাশ্রা বা যজ্ঞে প্রয়োজন কি ? যাঁহারা প্রত্যহ হরি-গুণানুবাদ
শ্রবণ করেন, তাঁহাদের পুত্র, মিত্র, ক্ষেত্র, কলত্র, ভৃত্য বা বান্ধবে প্রয়োজন কি ?
আরোগ্যকর, দুঃখবিনাশক এই বস্তু পুরাণ গৃহে লিখিত হইয়া তাহাদের গৃহে
থাকে, তাহাদের পুণ্যফল শ্রবণ করুন ;—ভূত বেতলাদি দুষ্ট প্রেত ভদ্রায় বাধাদানে
সমর্থ হয় না এবং প্রতিদিন বিবিধ মঙ্গল হইতে থাকে । অগ্নিশিখা বা চৌরাদিভীতিও
থাকে না । কুটুম্বপোষণরত ব্রাহ্মণকে সহস্র কোটি গোদান করিলে যে ফল হয়, এই
পুরাণের এক অধ্যায় পাঠে তাহা পাওয়া যায় । শত বার গঙ্গাস্নান এবং শত বার
জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ, দশ অধ্যায় পড়িলে হয় । বিষ্ণুপুরাণ হইয়া যে ব্যক্তি
এই শাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল বলিতেছি, একাধিচিন্তে শ্রবণ করুন ;—
তৎকরণে শতজন্মার্জিত পাপমুক্তি হয় এবং দেহান্তে শতবংশ সমভিব্যাহারে তাঁহার
মুক্তি লাভ হয় । যে ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া এই পুরাণের বিংশতিশ্লোক
পাঠ করে, তাঁহার প্রতিদিন জ্যোতিষ্টোম-যজ্ঞফল ও গঙ্গাস্নানফল লাভ হয় । এই পবিত্র
পুরাণ দূরচারদিগকে বলিবে না । নীচামনে বসিয়া সকলেরই এই পুরাণ শ্রবণ
করিতে হয় । এই পুরাণ শ্রবণ ইহ-পরকালে সুখদায়ক । এই পুরাণ কীৰ্ত্তন বা শ্রবণ
করিলে তৎকরণে পাপ দূর হয় । যাঁহারা দত্ত বশতঃ বা মোহ বশতঃ এই উত্তম পুরাণ
শ্রবণ করে, সে সকল ব্যক্তিও পাপমুক্ত হইয়া পরম সতি প্রাপ্ত হয় ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

বৃহস্পতিপুরাণ সমাপ্ত ।

॥ ৐ঃ ॥





কলিকাতা, বিজয়া বটিকা কার্য্যালয়ে



এ মহোষধ প্রাপ্য।

ইহা কু মালসা নহে, তবে মালসা নাম না দিলে লোকে ইহার গুণাবলীর বিষয় কিছুই জ্ঞান করিতে সমর্থ হইবেন না, সেইজন্য মালসা নাম দিতে হইল। আমরা ইংরেজী-ভাষাপন্ন হইয়া পড়িতেছি : এষ্ট ঔষধের নামকরণ তাই বিজ্ঞানীয়

ভাষায় করিতে বাধা হইল।—নচে: উপায় নাই। বলব দেখি, মোমরস মা দিলে,
মাধারণে কি দুখিবেন ?

চরক-ঐশ্ব অনন্তরত্নের ভাণ্ডার ;—মহা কলতরুস্বরূপ !

মাধক এবং ভক্ত একান্ত মনে মাঠা খুঁজিবেন,

উদাত্তে ডাড়াই পাঠিবেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

মেট চরক-মহাগাগর মস্মন পূর্জক উখিত হইয়াছে !

এ সালসা-বোতলকে যথান্তরিত্র অমৃতপূর্ণ

কলস বলিলে অত্যাতি তমসী।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

এক মহাতেজঃস্বরূপ। উত্তর চীনদেশ হইতে আনীত কোন লভাবিশেষের এমনি
জ্ঞান যে, এ সালসা সেবনের পাঁচ মিনিট পরেই দেহে এবং মনে মহাকৃতি অমৃতভূত
হইবে। মনে হইবে, শরীরে যেন কোন বৈদ্যাতিক ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। এই মহাশক্তি-
স্বরূপিণী সালসা-সুখা পানে মনঃ-প্রাণ স্বর্গীয় স্থখে বিভোর হইয়া উঠিবে। এ সালসা
নহজ-শরীরেও সেবনীয়।

কঠোর পরিশ্রমের পর সেবন করিলে

সঙ্গে সঙ্গে শ্রান্তিদূর হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর সালসা

সদগন্ধযুক্ত এবং খাইতে সুস্বাদু।

এ সুখা সর্বরোগহর।

বাস্তালী ঘোষনে বৃদ্ধ—৩২ বৎসর পূর্ণ মা হইতেই অনেক বাস্তালীর অঙ্গ শিথিল
হইয়া পড়ে; ৪২ বর্ষ বয়সে প্রকৃতই অনেক জরাগ্রস্ত হন। বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর
সালসা যথানিয়মে সেবন করিলে, মানব-দেহে সহজে জরা আক্রমণ করিতে পারিবে
না। শরীর সবল, সতেজ, সটান থাকিবে। যিনি ৩০ বৎসরের বৃদ্ধ, অশ্রের-মাংস

বাহার লোগ চট্টাচ্ছে, কটীত কুজলাব পায়ণ করিবার উপকম করিতেছে,—তিনি
তিন মাস কাল এই বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিয়া দেখুন,
শরীরে মত্যা-মতাই সেন নবযৌবনের আবির্ভাব হইবে। বলবীর্ঘ্য বিলক্ষণ বৃদ্ধি
পাইবে। ঠিক্ যেম নতুন মানুষ হইবেম। বাহারা বিশেষ পরীক্ষা করিতে চাঠেন,
তাহারা ঔষধ-সেবনের পূর্বে এক বার নিজ দেহের ওজন লইবেন এবং ঔষধ-সেবনের পর
প্রতিমাসে এক এক বার ওজন লইবেন, দেখিবেন, ক্রমশই আপনাব ওজন-বৃদ্ধি হইতেছে
এবং দেহে বলের আধিকা চট্টাচ্ছে। শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রী—সকলেই বি, বসু
এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিতে পারেন।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

সেবন করিলে, নানা রোগ আরাম হয়। অস্বাধো প্রধামতঃ গহজে এবং শীঘ্র এই
রোগগুলি দূর হয় :—(১) দুগ্ধিত রক্তকে পরিষ্কার করে; (২) নাক ভাটকে ষোটা করে;
(৩) কৃশ বক্তিকে সবল ও স্থলদেহ করে; (৪) ক্ষধারক্তি হয়; (৫) কোষ্ঠ পরিষ্কার
হয়; (৬) লাবণ্য-বৃদ্ধি হয়; (৭) স্মরণশক্তি এবং মেধা-বৃদ্ধি হয়।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

নিম্নলিখিত রোগে মনশক্তির তায় কার্য করে :—(১) নানা প্রকার পারার ঘা; (২)
নানা প্রকার চর্মরোগ; (৩) ধোষ, চুলকুনি; (৪) গর্ষির ঘা; (৫) বাতরোগ;
(৬) গাঁটের বেদনা ও ফোলা; (৭) শরীরে অগ্নি স্থানে বেদনা; (৮) অর্শ ও ভগন্দর;
(৯) অস্ত্রাদি-বোম; (১০) মোহ আদি প্রসাধের পীড়া।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

(১) পুরুষত্ব-হানির মর্হৌষধ; (২) স্ত্রীর 'বিবিধ দোষ নিষারণে ব্রহ্মার; (৩)
নানাক্রপ কাম-রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ; (৪) কৃষি-রোগের মর্হৌষধ; (৫) জ্বর-রোগে পুনঃ
পুনঃ আক্রান্ত হইয়া বাহারা অভিশয় ক্ষীণদেহ চট্টাঠেন, তাহাদের ইচ্ছা সেবন করা
একান্ত বিধেয়। উদবস্থায় সেবন করিলে পুনরায় জ্বরের আশঙ্কা থাকে না।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা

সেবন করিয়া গলিত-কৃষ্ঠ রোগ পর্যন্ত আরাম হইয়াছে।

কলি-কলুষ-নাশক এই মর্হৌষধ—এই সোমরস—এই মহাশক্তি,—এই আয়ুর্কৌমোদয়
মালসা, একবার সেবন করিয়া দেখুন, তাহে তাহে প্রভাক্রান্ত ফল পাঠিবেন। অন্তরেণ
মর্কটরোগ দূর হইবে।

মূল্যাদি ।

	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং আধপোওয়া শিশি	১৮/০	... ১০	... ৮/০
২নং একপোওয়া শিশি	১৮/০	... ৮০	... ৮/০
৩নং দেড়পোওয়া শিশি	১৮/০	... ১৮	... ৮/০

ভ্যালুপেবলে লইলে মূল্য আরও দুই আনা বা চারি আনা অধিক পড়ে। দুই শিশি বা চারি শিশি, ছয় শিশি অথবা এক ডজন একত্র লইলে ডাকমাশুল কিছু কম পড়ে। রেল-ওয়ে ষ্টেশনের নিকট বাহাদেব বাড়ী, তাহার রেল-পার্শ্বে এই সালমা দুই শিশি, চারি শিশি ছয় শিশি বা এক ডজন একত্র লইলে, মাশুল আরও কম পড়ে। 'ডাক-যোগে ঔষধ লইবেন, কি রেল-পার্শ্বে ঔষধ লইবেন,—তাহা গ্রাহকগণ স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। রেল-পার্শ্বে ঔষধ লইলে কোন্ ষ্টেশনে ঔষধ পাঠাইতে হইবে, তাহাও যেন পত্র লেখা থাকে। প্যাকিং চার্জ স্বতন্ত্র; ৩নং এক ডজন শিশি একত্র লইলে মার প্যাকিং চার্জ প্রায় ৮ আট টাকা ডাঃমাঃ লাগে। রেলওয়ে পার্শ্বের মাশুল কলিকাতা হইতে রেলপথের দূরত্ব অনুসারে স্থিরীকৃত হয়।

বিশেষ কথা ।

১নং এক ডজন সালমা লইলে কমিশন এক টাকা; ২নং এক ডজন সালমার কমিশন দেড় টাকা; ৩নং এক ডজন সালমার কমিশন দুই টাকা। এক ডজনের কম লইলে কেহ কমিশন পাইবেন না। এমন কি, এগার শিশি একত্র লইলেও, কেহ কমিশন পাইবেন না।

১নং (আধপোওয়া) এক শিশি সালমা ৪ দিন সেবনীয়; ২নং (একপোওয়া) এক শিশি ৮ দিন সেবনীয়; ৩নং (দেড়পোওয়া) এক শিশি ১২ দিন সেবনীয়। ৪ দিন সেবন করিলেই উপকার জানিতে পারিবেন।

কতিপয় কথা ।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর এই সালমা সেবনকালে, সাধারণতঃ বিবি-নিবেধ কিছুই নাই। আফিসের, আদালতের, বা স্কুলের, বা অশ্রান্ত কাজকর্ম সাধারণতঃ সকলেই করিতে পারিবেন।

স্ত্রীলোকের পক্ষে এ সালমা অতি কলপ্রদ। স্ত্রীজনশুলভ রোগাদি ইহাতে সহজেই আরোগ্য হইয়া থাকে।

এ সালমা এক মাস কাল সেবন না করিলে, সাধারণতঃ সম্যক কল পাওয়া যাইবে না। অধিকাংশ হলে, এক মাসেই দেহ মীরোগ হইবে। কিন্তু বাহাদেব বহুতর জটিল পীড়া, কিংবা বাহাদেব বংশে প্রবাস্থ ক্রমে পারাষটিক রোগের বীজ প্রবেশলাভ

করিয়াছে, তাহাদিগকে কিছু অধিক দিন বাপিয়া, ততঃ দুই মাস কাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন করিতে হইবে।

কিন্তু মানাষিধ অত্যাচার হেতু যাহাদের দেহ অত্যন্ত দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, পুরুষ-লোপের উপক্রম হইয়াছে,— অথবা যাহাদের বয়স অধিক হওয়া হেতু, ঐ সকল রোগ স্বতই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এ মালসা তিন মাস সেবন করা কর্তব্য। কিন্তু তৎকালীন হইবে, আবার অবশেষ দেখা দিবে,—আবার ফুলে ফলে পরিশোধিত হইবে,— সুতরাং এরূপ স্থলে, তিন মাসকাল বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর মালসা সেবন না করিলে, চলিবে কেন?

মালসা পাইবার ঠিকানা,—

কলিকাতা, ৭৯নং হারিসন রোড, পটল-ডাঙ্গা, বিজয়া
বটিকা কার্যালয়ে বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট এ মালসা
প্রাপ্তব্য।

বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর

মলম

সকল রকম ব্যাধির ইহা মহৌষধ। শরীরের যে কোন স্থানে, যেদিক একান্তের ক্ষত হউক না কেন, মাত্র দিন এ মলমের প্রলেপ দিলে, সে ক্ষত বিলুপ্ত হইবে। যাহাদের পক্ষির বা অবল এবং যাহাদের পারাজনিত গায়ের বা অবল, তাহাদিগকে এ মালসা সেবনের সঙ্গে সঙ্গে এই মলম ব্যবহার করিতে হইবে। ইহা অত্যন্ত নিরোপ মলম। কুষ্ঠের বা পযাস্ত ইহাতে ভাল হয়।

১মঃ মলমের কোটার মূল্য ৯০ ; ২মঃ মূল্য ১০০ ; ৩মঃ মূল্য ১১০০। ডাঃনাঃ প্যাঙ্কিং চার্জ ইত্যাদি সমস্তই বিজয়া বটিকার দ্বারা।—কলিকাতা, ১৯নং হারিসন রোড বি, বসু এণ্ড কোম্পানীর নিকট প্রাপ্তব্য।

ଉଦରାମୟ ବଟିକା

ପେଟେର ଅସ୍ୱାସ-ଶ୍ୱାସ ବାନ୍ତି-ମାତ୍ରେରହି ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନ କରା ବିଧେୟ । ରୋଗେ ଧିନି ଭୁଗିତେଲେନ,—ସାହାର ପାତଳା ଅପାକ ବାଧେ ହସ, ଗମୟେ-ଗମୟେ ଦୟା ହସ, ପେଟ କାନ୍ଦୁଅ, ପେଟ ଛୁଡ଼ ଛୁଡ଼ କରେ, ପେଟ କାମ୍ପେ,—ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନେ ଆଶୁ ଉପକାର ପାଇବେନ । ଆମାଶୟ ଓ ରକ୍ତାମାଶୟ ରୋଗେ, ଶାରୀରିକ-ସ୍ୱରୂପ ଦିନେର ପେଟେର ମିଠା,—କଠିନ ଶ୍ୱାସରୋଗ, ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଅଛି,—ଏମନ୍ତ ହାଜାର ହାଜାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆଛି । ରୋଗୀର ଜୀବନେ ହତାଶ ହେଉଅଛି, ଶାରୀରିକ ଓ କବିରାଜ ସେ ରୋଗୀଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଯି ଦିଆଛନ୍ତି, ଏମନ୍ତ ସକଳ ରୋଗୀଓ ଅନେକ ଗମୟ ଉଦରାମୟ ବଟିକାର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଉଅଛନ୍ତି । ସାହାର ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପେଟେର ମିଠା ଏ ଉଭୟ ହେଉଅଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କେ ବିଜୟୀ ବଟିକାର ମହିତ ଉଦରାମୟ ବଟିକା ସେବନ କରିତେ ହେବେ ।

ଉଦରାମୟ ବଟିକାର ମାତ୍ରା	ମୂଲ୍ୟ	ଡାକ୍ତରଙ୍କ	ପ୍ୟାକିଂ
୧ ନଂ କୋଟା ... ୨୦	୧୧/୦	୧୦	୧୦
୨ ନଂ କୋଟା ... ୪୦	୧୨/୦	୧୦	୧୦
୩ ନଂ କୋଟା ... ୬୦	୧୩/୦	୧୦	୧୦

ଭ୍ୟାଲୁପେବନେ ଲେଉଟେ ଆରତ ହେଉ ଆନା ଅଧିକ ଲାଗେ । (ପାହିକେରୀଦର ବିଜୟୀ ବଟିକାର ଛାୟା ।)

ପ୍ରଶଂସା-ପତ୍ର ।

ସହାୟ । ଅନେକ ଦିନ ହେତେ ଆମି ଉଦରାମୟ ରୋଗେ ଭୁଗିତେଲିଲି । ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଏବଂ ହୋମିଓପାଥୀକ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ହସ ନାହିଁ, ମୋରାଗ୍ୟାତ୍ରେ ଆପନାର ୧ କୋଟା ଉଦରାମୟ ବଟିକାରେହିଁ ମମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଅଛି । ଏକଦା ସେ ରାଧିବାର ଜନ୍ମ ଆଉ ଏକ କୋଟାର ଆମାର ଆବଶ୍ୟକ ଆଛି ; ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣକ ଡାକ୍ତରଙ୍କେ ପାଠାଇବା ଦିବେନ ।

ଶ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମେ । ଡେପୁଟି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଉଡ଼ିସା, କଟକ ।

ଉଦରାମୟ ବଟିକା ପାହିବାର ଠିକାନା ।

କଲିକାତା ୧୯ ନଂ ହାରିସନ ରୋଡ୍ରେ ସି, ସମ୍ବ ୧୭ କୋଃ ଏଜେଣ୍ଟେର ମିକଟ୍ ଅଫିସ୍ ।
କଲିକାତା ୧୯ ନଂ ହାରିସନ ରୋଡ୍ରେ ସି, ସମ୍ବ ୧୭ କୋଃ ଏଜେଣ୍ଟେର ମିକଟ୍ ଅଫିସ୍ ।